সত্যার্থ-প্রকাশঃ

(বঙ্গানুবাদ)

—————:❋:—————

বেদাদিবিবিধসচ্ছাস্ত্রপ্রমাণসমন্বিতঃ
শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীমদ্দয়ানন্দসরস্বতীস্বামিবিরচিতঃ

—————:❋:—————

পঞ্চম সংস্করণ

মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

আশ্বিন, ১৩৫৩।

প্রকাশকের ভূমিকা

আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর অমর গ্রন্থ হিন্দী সত্যার্থ প্রকাশের বঙ্গানুবাদ পঞ্চম বার মুদ্রিত হইল। এই গ্রন্থ ১৮টি ভাষায় অনূদিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। ইহার বঙ্গানুবাদের প্রথম সংস্করণ আজমীঢ় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ কলিকাতা আর্য্যসমাজ হইতে স্বর্গীয় পণ্ডিত শঙ্করনাথ কর্তৃক এবং চতুর্থ সংস্করণ স্বর্গীয় তুলসী দাস দত্ত কর্তৃক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশে আর্য্যসমাজ কর্তৃক বৈদিক ধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ ভাষাভাষী সহস্র সহস্র নরনারী মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী ও তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ সত্যার্থপ্রকাশের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। সত্যার্থপ্রকাশের বিগত সংস্করণ পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বেই নিঃশেষ হইয়াছিল। বঙ্গদেশ কেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতেও এই গ্রন্থের চাহিদা আসিয়াছিল কিন্তু তাহা পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কাগজ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ অসম্ভব ছিল। কলিকাতা আর্য্যসমাজ, বঙ্গ-আসাম আর্য্যপ্রতিনিধি সভা ও আর্য্যসমাজ রিলীফ সোসাইটীর পরিচালক বর্গের সমবেত উত্তম ও প্রচেষ্টায় পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে আর্য্যসমাজের ধনাঢ্য দানবীরগণ অকাতরে ধন দান করিয়াছেন। আর্য্যসমাজের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও প্রচারকগণ গ্রন্থের সংশোধন ও অনুবাদ কার্য্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন। যাহাতে ভাষা নির্ভুল ও আধুনিক হইতে পারে তজ্জন্য খ্যাতনামা পণ্ডিতেরা ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানা ভাবে নানা জনে যুক্তি পরামর্শ ও উপদেশ দান করিয়াছেন। এজন্য আমরা সকলের নিকটেই কৃতজ্ঞ রহিলাম।

সত্যার্থপ্রকাশ নানা কারণে জনগণের মনপ্রাণকে আকৃষ্ট করে। প্রথমতঃ ইহা পরাধীন ভারতের দাসমনোভাব ও কুসংস্কারের তিক্ত আবহাওয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় নরনারীকে স্বাধীনতার ও সর্ব্ববিধ কল্যাণের বাণী শুনাইয়াছিল। সত্যার্থপ্রকাশের প্রথম হিন্দী সংস্করণ রাজা জয়কৃষ্ণ দাস দ্বারা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। স্বদেশ, স্বাধীনতা, স্বাদেশিকতা, স্বরাজ্য, সংগঠন, ধর্ম্মরাজ্য ও চক্রবর্ত্তীরাজ্য প্রতিষ্ঠার বাণী এই গ্রন্থ দ্বারাই স্পষ্টভাবে সর্ব্বপ্রথম ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে সর্ব্বপ্রথম আর্য্যসমাজ স্থাপিত হয়। সত্যার্থপ্রকাশের সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণের পাণ্ডুলিপি মহর্ষি দয়ানন্দ স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে

তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পরোপকারিণী সভাকর্ত্তৃক ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। ঠিক সেই বৎসরেই বোম্বাই সহরে সর্ব্বপ্রথম ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়। নিঃসংশয়ে বলা যায় মহর্ষি দয়ানন্দের ন্যায় আমৃত্যু ব্রহ্মচারী, বেদজ্ঞ পণ্ডিত, গৈরিক বস্ত্রধারী, অর্দ্ধনগ্ন, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী দ্বারাই লোকচক্ষুর অন্তরালে স্বাধীন ভারতের সৌধমালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইয়াছিল। এই সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থ লিখিয়াই তিনি নিদ্রিত ভারতকে চেতনা দান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ এই গ্রন্থে বৈদিক ধর্ম্মের মানদণ্ডে প্রচলিত বিভিন্ন মত মতান্তরের যুক্তিপূর্ণ তুলনাত্মক সমালোচনা করা হইয়াছে। এই এক খানা গ্রন্থ পাঠ করিলেই জনসাধারণ বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, দর্শন, জৈনমত, বৌদ্ধমত, চারবাকমত, পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেল ও কুরাণের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে কোথায় কোথায় পার্থক্য ও ঐক্য তাহাও জানা যায়। ইহাকে বিভিন্ন মতবাদের কোষগ্রন্থ বলাও চলে।

তৃতীয়তঃ বেদত্যাগী জনসাধারণের জীবনে কি ভাবে বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার উপায়, ক্রম ও প্রণালী এই গ্রন্থে স্পষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে। চারি বর্ণ, চারি আশ্রম, ষোড়শবিধ বৈদিক সংস্কার, জ্ঞান-কর্ম্ম উপাসনা ও মোক্ষ লাভ সম্বন্ধে যথার্থ স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ ইহাতে সাংসারিক ও পারমার্থিক উন্নতির (অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের) সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে। গার্হস্থ্যধর্ম্মের সহিত সন্ন্যাসীর মোক্ষলাভের বিরোধিতা নাই, এক দিকে চক্রবর্ত্তী রাজ্য স্থাপন, শিল্প বাণিজ্য-কৃষির উন্নতি অন্য দিকে ব্রহ্মবিদ্যার্জ্জন ও মোক্ষলাভ ইহাদের মধ্যে অসামঞ্জস্য নাই। ত্যাগবাদ ও ভোগবাদের আদর্শের উপর বৈদিক ধর্ম্ম স্থাপিত। এই গ্রন্থে এই সব তথ্য সরল ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ মহর্ষি দয়ানন্দ হৃদয়ের উদারতা ও বিশালতা লইয়া বেদবিরোধী মতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। সত্যের আলোক দ্বারা তিনি অসত্যকে দুরীভূত করিতে চাহিয়াছেন। বিশ্বের কল্যাণই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। সমাজের পচনশীল ক্ষতে তিনি সমাজের হিতৈষী বন্ধুরূপে অস্ত্রোপচার করিয়া অমৃত প্রলেপ প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে সমাজে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। শত সহস্র লক্ষ লক্ষ নরনারী এই গ্রন্থের সাহায্যে অসত্য মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া সত্য সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের আলোক লাভ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রচার যতই অধিক হইবে ততই সাধারণের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

ওঁ

অথ সত্যার্থপ্রকাশস্য সূচীপত্রম্

ইত্যুত্তরার্দ্ধঃ

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী
(১৮২৪—১৮৮৩)

শ্রীমদ্দয়ানন্দ জীবনী

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী গুজরাটের অন্তর্গত কাঠিবারের মৌর্ভি রাজ্যে টঙ্কারা নামক গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। টঙ্কারা গ্রাম মৌর্ভিরাজ্যের প্রধান নগর মৌর্ভির নিকটে অবস্থিত। দয়ানন্দের পূর্ব্ব নাম ছিল মূলজী শঙ্কর। মূলজী শঙ্করের পিতার নাম কর্ষণজী এবং পিতামহের নাম লালজী ত্রিপাড়ী। ইঁহারা উদীচ্য ব্রাহ্মণ। কর্ষণজী ছিলেন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী। ভূসম্পত্তিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তিনি ধর্ম্মভীরু ও বেদানুরাগী ছিলেন। পুত্র মূলজী শঙ্করকে তিনি অষ্টম বর্ষে উপনয়ন দিয়াছিলেন, সন্ধ্যা উপাসনা শিক্ষা দিয়াছিলেন। দশমবর্ষ বয়সে মূলজী সমগ্র যজুর্ব্বেদ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে পিতার সহিত সারা দিন উপবাস করিয়া শিবরাত্রির প্রহরে প্রহরে শিবপূজা করিতেছিলেন। শিবলিঙ্গের উপর নির্ভয়ে একটি মূষিক আতপ তণ্ডুল খাইতেছে—এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মনে মূর্ত্তি পূজার সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়াছিল। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে সহোদরা ভগ্নীর ও উনবিংশ বর্ষ বয়সে খুল্লতাতের মৃত্যু তিনি স্বচক্ষে দর্শন করায় তাঁহার মনে স্থায়ী বৈরাগ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। মাতা-পিতা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার চেষ্টা করিলে পুত্র দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সে গৃহত্যাগ করেন। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীক্ষিত হইয়া শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্মচারী নামে তিনি কাষায় বস্ত্র ও কমণ্ডলু ধারণ করিলেন। পিতা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সক্ষম হন নাই। নর্ম্মদা প্রদেশের চানোদ-কল্যাণী নামক স্থানে শৃঙ্গগিরি মঠ হইতে আগত পূর্ণানন্দ সরস্বতীর নিকটে সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইয়া তিনি দয়ানন্দ সরস্বতী নাম ধারণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর। তিনি নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া জ্ঞান ও যোগবিদ্যা আহরণ করিয়াছিলেন। চানোদ-কল্যাণীতে পরমানন্দ পরমহংসের নিকট বেদান্তসার, কৃষ্ণ শাস্ত্রীর নিকট ব্যাকরণ, কাশীর রামনিরঞ্জন শাস্ত্রীর নিকট কৌমুদী ও ন্যায়শাস্ত্র এবং জ্বালানন্দ পুরী ও শিবানন্দ গিরির নিকট তিনি যোগাভ্যাস শিক্ষা করিয়াছিলেন। টেহিরিতে কোন রাজপণ্ডিতের নিকট হইতে তিনি জ্যোতিষ ও তন্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, শিবপুরী, কেদারঘাট, তুঙ্গনাথশৃঙ্গ, উখিমঠ, গুপ্তকাশী, যোশীমঠ, অলকনন্দার উৎপত্তি স্থল, সিদ্ধপদ, বসুধারা, বদরিনারায়ণ, রামপুর, চিল্কাঘটী, কাশীপুর, দ্রোণসাগর, প্রভৃতি হিমালয়ের দুর্গম তীর্থক্ষেত্রে তিনি জ্ঞানান্বেষণে ও প্রকৃত যোগীর সন্ধানেই

পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। হিমালয়ের বিভিন্ন বনে, গুহায়, নদীতটে বা তুষারাবৃত স্থানে ভ্রমণ কালে বহু সময় তাঁহার জীবনও বিপন্ন হইয়াছিল। এই ভাবে ১৭ বৎসর কাল আর্য্যাবর্ত্তের ও দাক্ষিণাত্যের নানা আশ্রম, মঠ, মন্দির দর্শন করিয়া এবং অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিয়া ৩৯ বর্ষ বয়সে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মথুরায় দণ্ডী স্বামী, ব্রহ্মবিৎ ও বৈদিক পণ্ডিত স্বামী বিরজানন্দের নিকট উপস্থিত হন। তিনি ছিলেন তৎকালীন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ পণ্ডিত। দয়ানন্দ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট পাণিনী, মহাভাষ্য, উপনিষৎ, মনুস্মৃতি, ষড়দর্শন, বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন। বিদ্যাধ্যয়ন সমাপ্তির পর গুরুর নিকট হইতে বিদায় কালে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন—"সত্য শাস্ত্রের উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প থাকিব, অবৈদিক মিথ্যা মতবাদের খণ্ডন করিব ও বৈদিক ধর্ম্মের প্রচারে জীবন অর্পণ করিব"। দয়ানন্দ এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থে ও বিদ্যাকেন্দ্রে পরিভ্রমণ করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকিলেন। আগরা, কানপুর, ঢোলপুর, করোলি, জয়পুর, আজমীর, হরিদ্বার, কর্ণবাস, রামঘাট, অনুপসহর প্রভৃতি স্থানে বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার করিয়া এবং স্থানবিশেষে তিনি দেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, মৌলবী ও পাদ্রীগণের সহিত শাস্ত্র বিচার করিয়া দিগ্বিজয়ীরূপে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। কাশীর পণ্ডিতেরা প্রমাদ গণিলেন। কাশীর সম্মানরক্ষায় কাশীরাজ অগ্রগামী হইলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শাস্ত্র বিচারের তারিখ ও সময় নির্দ্ধারিত হইল। আনন্দবাগে শাস্ত্রবিচারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। জনকোলাহলে আনন্দবাগ পরিপূর্ণ হইল। কাশীনরেশ স্বয়ং সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পণ্ডিত বালশাস্ত্রী, শিবসহায় শর্ম্মা, মাধবাচার্য্য, বামনাচার্য্য, দেবীদত্ত শর্ম্মা, বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী ও অম্বিকা দত্ত প্রভৃতি ৩০ জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত এক দিকে, অপর দিকে হিমাচল সদৃশ অচল অটল, স্থিরচিত্ত, শান্ত ও গম্ভীর মূর্ত্তি মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী একাকী। বিচার্য্য বিষয়—মূর্ত্তিপূজা বেদানুকূল কিনা। সেই শাস্ত্রবিচারে দয়ানন্দ বিজয় লাভ করিলেন। বিপক্ষ পণ্ডিতেরা কোলাহল করিয়া সভা ত্যাগ করিলেন। বঙ্গের প্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত স্বর্গীয় সত্যব্রত সামশ্রমী সেই বিচার সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বীয় মাসিক পত্র "প্রত্নকমর নন্দিনীতে" তিনি দয়ানন্দের বিজয় ঘোষণা করেন। ইহা ছাড়া "রোহিলাখণ্ড সমাচার", লাহোরের "জ্ঞানদায়িনী

পত্রিকা", কলিকাতার প্রসিদ্ধ "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকায় ও "পায়নিয়ার" পত্রিকায় শাস্ত্রবিচারের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশিত হইল। সব পত্রিকাতেই দয়ানন্দের জয় ঘোষিত হইল। কাশীর পণ্ডিতেরা নিরুপায় হইয়া "দয়ানন্দ পরাভূতি" নামক সংস্কৃত পুস্তক ও "দুর্জ্জন মতমর্দ্দন" নামক হিন্দী পুস্তক এবং গুপ্ত বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দয়ানন্দের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে লাগিলেন। শাস্ত্র বিচারের পর ২৬শে জানুয়ারী দয়ানন্দ এলাহাবাদে রওয়ানা হইলেন। এতদিন তিনি কাশীতেই ছিলেন। কাশীর শাস্ত্রবিচার সভায় "ভূপ্রদক্ষিণ" প্রণেতা ব্রাহ্ম সমাজী ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেনও উপস্থিত ছিলেন। তিনি দয়ানন্দকে কলিকাতায় যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বেদ বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে দয়ানন্দের পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতায় যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। ডুমরাঁও, পাটনা, জামালপুর, মুঙ্গের ও ভাগলপুরে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতায় উপস্থিত হন। ভাগলপুরের স্থানীয় জমিদার স্বর্গীয় তেজনারায়ণ সিংহ ও তাঁহার আত্মীয় স্বর্গীয় মহাবীর প্রসাদ স্বামীজীর শিষ্য হন। এই মহাবীর প্রসাদ কলিকাতায় থাকিতেন এবং ইনিই সর্ব্বাগ্রে কলিকাতায় আর্য্যসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি বহুদিন কলিকাতা আর্য্যসমাজের মন্ত্রী ছিলেন এবং ইঁহার অর্থ সাহায্যেই স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উপাদান সংগ্রহ করিয়া দয়ানন্দের জীবনী সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করেন। ২০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তিনি কলিকাতায় "আর্য্যাবর্ত্ত প্রেস" স্থাপন ও "আর্য্যাবর্ত্ত" হিন্দী সমাচার পত্র প্রকাশ করেন ও বহু বৈদিক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। দয়ানন্দকে হাওড়া ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিয়া স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর সেন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পাথুরিয়া ঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গৃহে উপস্থিত হন। তাঁহার ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বরাহনগরের সন্নিকটে নৈনানের বাগানবাড়ীতে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সময় কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দয়ানন্দের নিকটে গিয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, উক্ত কলেজের অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও পণ্ডিত রাজনারায়ণ গৌড় তাঁহার সহিত অতি কূট বিষয় লইয়া প্রশ্নোত্তর করিতেন। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, সিটী কলেজের অধ্যক্ষ কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, আদি ব্রাহ্ম সমাজের উপদেশক হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু মহাশয় দয়ানন্দের প্রতি অনুরক্ত হন। ব্রাহ্মসমাজী হইলেও দ্বিজেন্দ্র নাথ ও রাজনারায়ণ অগ্নিহোত্রের উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অনুরোধে কলিকাতা আর্য্য সমাজের পক্ষ হইতে পণ্ডিত শঙ্করনাথ বোলপুর শান্তি নিকেতনে উপাসনার বেদীর সম্মুখে হোম করার জন্য পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ মিশ্রকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরেও বহুদিন নিয়মিতভাবে সেখানে হোমানুষ্ঠান হইত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণে দয়ানন্দ ত্রিচত্বারিংশৎ মাঘোৎসবের ১১ই মাঘ জোড়াসাঁকো রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পুত্রগণ দয়ানন্দের সহিত বার্ত্তালাপে খুবই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্র সেন দয়ানন্দের প্রতি খুবই অনুরক্ত হইয়াছিলেন। দয়ানন্দ সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিতেন ও কৌপীন মাত্র পরিধান করিতেন। কেশবচন্দ্রের অনুরোধে তিনি হিন্দীতে বক্তৃতা আরম্ভ করেন ও সাধারণভাবে বস্ত্র পরিধান আরম্ভ করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তারিখে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের লিলি কটেজে দয়ানন্দ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী স্বর্গীয় গোরাচাঁদ দত্তের গৃহে ও ৯ই মার্চ্চ বরাহনগরের নৈশ বিদ্যালয়ে দয়ানন্দের বক্তৃতা হয়। কলিকাতায় আরও অনেক স্থানে তাঁহার বক্তৃতা হয়। তাঁহার কলিকাতায় অবস্থিতিকালে কেহ তাঁহার সহিত শাস্ত্রবিচার করিতে সাহস করেন নাই। কলিকাতার বাহিরে হুগলী, চুঁচুড়া, নবদ্বীপ, মূলাজোড় ও মুর্শিদাবাদের অপর পারে বালুচর নামক স্থানে বৈদিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা করেন। চুঁচুড়ার স্বর্গীয় বৃন্দাবনচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের গৃহে তাঁহার বক্তৃতা হয়। ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসাধারণের চাপে পড়িয়া ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কাশীনরেশের সভাপণ্ডিত ৺তারাচরণ তর্করত্ন মহাশয় দয়ানন্দের সহিত শাস্ত্রবিচারে অগ্রসর হন ও কিয়ৎকাল পরে পরাজয় স্বীকার করেন। ইনিই কাশী শাস্ত্রবিচারে ছিলেন। চুঁচুড়ার শাস্ত্রবিচার সভায় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখে তিনি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করেন। হুগলী হইতে তিনি ভাগলপুর যাত্রা করেন। বঙ্গদেশে তিনি চারি মাস কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। কলিকাতায় বেদবিদ্যালয় স্থাপনের জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। দয়ানন্দের কলিকাতা ত্যাগের

পর কলিকাতা সিনেট হলে দয়ানন্দের বিরুদ্ধে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত তারানাথ বিদ্যাবাচস্পতি, পণ্ডিত রসময় বিদ্যালঙ্কার ও নবদ্বীপের পণ্ডিত ভূষণচন্দ্র তর্করত্ন এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন। তিন শতাধিক পণ্ডিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মান্দ্রাজের রাম সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীও এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক, উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৺চারুচন্দ্র মল্লিক, রাজা কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি অনেকেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। দয়ানন্দের অনুপস্থিতিতে দয়ানন্দের বিরুদ্ধে সভার আয়োজন হইয়াছে বলিয়া ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সভায় যোগদান করেন নাই। সভায় দয়ানন্দের বিরুদ্ধে একতরফা বক্তৃতা হইয়াছিল। দয়ানন্দ বঙ্গদেশ হইতে রওয়ানা হইয়া ছাপরা, ফরক্কাবাদ, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, নাসিক প্রভৃতি স্থানে শাস্ত্রবিচার ও বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বোম্বাই সহরে উপনীত হন। এই ভ্রমণ কালে তিনি বহু স্থানে বেদবিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছিলেন। এলাহাবাদে অবস্থানকালে তিনি "সত্যার্থ-প্রকাশ" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া রাজা জয়কৃষ্ণ দাসকে তাহা মুদ্রিত করিবার ভার দিয়াছিলেন। যাহাতে বৈদিকধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য দেশব্যাপী প্রচার কার্য্য স্থায়ীরূপে চলিতে পারে এইজন্য ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল তারিখে তিনি সর্ব্বপ্রথম আর্য্যসমাজ স্থাপন করেন। পৃথক্ কোন সমাজ, সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ দ্বারাই বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হইতে পারিবে—প্রথমে তিনি এই আশাই পোষণ করিয়াছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ও প্রার্থনাসমাজের নেতৃবৃন্দের সহিত ঘনিষ্টভাবে মিশিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহারা রাজা রামমোহনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভিন্ন পথে পরিচালিত হইতেছেন। বোম্বাই সহরে মাত্র ২৩টি ব্যক্তি লইয়া আর্য্যসমাজ স্থাপিত হইল। সভাপতি হইলেন কর্ষণ দাস। দয়ানন্দকে সভাপতি পদের জন্য নানাভাবে অনুরোধ করা সত্বেও তিনি সে পদ গ্রহণ করিলেন না। সাধারণ সদস্য পদ গ্রহণ করিয়াই তিনি তৃপ্ত রহিলেন। এইবার তিনি সমগ্র বেদ মুদ্রিত করিয়া জন সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য ব্রতী হইলেন। রাবণ, মহীধর, উবট, সায়ন প্রভৃতির নবীন বেদভাষ্যে বেদের সত্য ধর্ম্ম আবৃত রহিয়াছে, অন্যদিকে মোক্ষমূলর,

গ্রীফিথ প্রভৃতির অনুবাদে বেদ সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রান্তমত প্রচারিত হইতেছে। এই বেদকে দেশের ও বিদেশের ভাষ্য ও অনুবাদের লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই তিনি যাস্কের নিরুক্তকে ভিত্তি করিয়া যৌগিক ব্যাখ্যার সাহায্যে বেদভাষ্য প্রণয়নে ব্রতী হইলেন। কাশীতে তিনি বেদভাষ্য রচনার সূত্রপাত করেন। অযোধ্যার সরযূবাগে তিনি "ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকা" প্রণয়ন করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে "ভারত সাম্রাজ্ঞী" উপাধিতে অভিহিত করার জন্য রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন যখন দিল্লীতে মহাসমারোহে দরবারের আয়োজন করিতেছিলেন তখন দয়ানন্দ "ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা"র পাণ্ডুলিপি লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভারতভূমি হইতে ধর্ম্মবিরোধ দূরীকরণের জন্য এক সম্মেলনে সর্ব্বসম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহাতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্যার সৈয়দ আহম্মদ, হরি দেশমুখ, লালা অলখধারী, নবীনচন্দ্র রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। সব প্রতিনিধিই স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু সকলে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সকলে সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। দিল্লী হইতে মিরাট যাত্রার সময়ে তিনি এক বাঙ্গালী যুবকের উপর বেদভাষ্য মুদ্রণের ভার দিয়া তাঁহাকে কাশীতে পাঠাইয়া দেন। এই বাঙ্গালী যুবকই দয়ানন্দকে মোক্ষমূলর, গ্রীফিথ প্রভৃতির বেদের ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া শুনাইতেন। কেশবচন্দ্র দয়ানন্দকে ইংলণ্ডে বেদপ্রচারের জন্য উৎসাহ দিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি প্রস্তুতও হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার প্রীতিভাজন ছাত্র শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা ইংলণ্ডে গমন করিলে তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা দ্বারা তাঁহার সে ইচ্ছা পূরণ হয় নাই। মীরাট হইতে দয়ানন্দ চাঁদপুরে আগমন করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ তারিখে মুন্সি প্যারেলাল চাঁদপুর মেলায় হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের আলোচনার জন্য এক বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করেন। তাহাতে স্কট্, নোবল, পার্কার ও জনসন্ নামক পাদরীচতুষ্টয় খ্রীষ্টানদের পক্ষ হইতে, মোহম্মদ কাশেম ও আব্দুল মন্সুর নামক মৌলবীদ্বয় মুসলমানদের পক্ষ হইতে এবং স্বামী দয়ানন্দ বৈদিক মতের বা হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ হইতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রবিচারে টিকিতে না পারিয়া মৌলবীরা ও পাদরীরা সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। সভায় বৈদিক ধর্ম্মেরই জয় ঘোষিত হইল। লাহোরের ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র রায়, পণ্ডিত অমর

নাথ প্রভৃতি দয়ানন্দকে লাহোরে আনয়ন করিলেন। দয়ানন্দের বক্তৃতায় রক্ষণশীল হিন্দুরা ক্রুদ্ধ হইলেন। ব্রাহ্মসমাজীরাও সুখী হইতে পারিলেন না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের অনেকে দয়ানন্দের বৈদিক সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ত্তৃপক্ষ দয়ানন্দের আন্দোলনের বিরোধী হইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া কতিপয় বিশিষ্ট সদস্য ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া লাহোরে আর্য্য-সমাজ স্থাপন করিলেন। লালা মূলরাজ আর্য্যসমাজের সভাপতি হইলেন এবং সারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য সহকারী সভাপতি হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের উপকরণাদি লইয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৪ জুন লাহোরের ডাঃ রহিম খাঁর গৃহে আর্য্যসমাজের প্রথম অধিবেশন হইল। সেইদিন ব্রাহ্মসমাজের নির্দ্দিষ্ট উপাসনা পদ্ধতি অনুসারেই আর্য্যসমাজের উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। আর্য্যসমাজের জন্য লাহোরে আর্য্যসমাজ স্থাপনের দিন কোন উদার ব্রাহ্ম বা হিন্দু স্থানদান করেন নাই। এখানে মুসলমান ডাঃ রহিম খাঁর উদারতা উল্লেখযোগ্য। এই ভাবে দয়ানন্দ তাঁহার জীবৎকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু আর্য্যসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। কর্ণেল অল্‌কট্ ও ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি আমেরিকা হইতে ভারতে আসিয়া দয়ানন্দকে সভাপতিরূপে রাখিয়া থিওসফিষ্ট সম্প্রদায় স্থাপন করেন। তাঁহাদের গতিবিধি ও উদ্দেশ্য সন্দেহজনক মনে করিয়া কিছুদিন পর দয়ানন্দ তাঁহাদের সংশ্রব ত্যাগ করেন। রাজপুতানার দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার কল্পে তিনি আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। উদয়পুরের মহারাণা, মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে, শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা প্রভৃতি ২৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া তিনি পরোপকারিণী সভা স্থাপন করেন এবং তাহাতে তিনি তাঁহার পুস্তক, ধন, বস্ত্রালয় ও যথাসর্ব্বস্ব দান করেন। যোধপুরে থাকাকালীন আততায়ী তাঁহার খাদ্য-দ্রব্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দেয়। তাহার ফলে তাঁহার শরীরে ব্রণ হয়। চিকিৎসার জন্য তিনি আজমীঢ়ে চলিয়া আসেন। যজুর্ব্বেদ ভাষ্য তিনি সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, ঋগ্বেদের ভাষ্য তিন চতুর্থাংশ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী অসম্পূর্ণ অংশের ভাষ্য কলিকাতার প্রসিদ্ধ দাতা শেঠ জয়নারায়ণজী পোদ্দার ও শেঠ ছাজুরাম চৌধুরীর অর্থব্যয়ে পণ্ডিত শিবশঙ্করজী কাব্যতীর্থ ও পণ্ডিত আর্য্যমুনি দ্বারা সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে অক্টোবর মঙ্গলবার উপাসনান্তে সমাধিস্থ হইয়া পরে চক্ষুউন্মীলন করিয়া "হে দয়াময়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

দয়ানন্দ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ দেশবাসীকে নিরন্তর প্রেরণা দান করিতেছে। তিনি ভারতবর্ষকে নানাবিধ অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন দেখিয়াছিলেন। ধর্ম্মের নামে, পরকালের নামে ও মুক্তির নামে বহু লোক দেশবাসীকে শোষণ করিতেছে; পূজার নামে জীব বলিদ্বারা মন্দির কলুষিত হইতেছে; স্ত্রী ও শূদ্র সর্ব্ব মানবের ধর্ম্মগ্রন্থ অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডার বেদের শিক্ষা দীক্ষা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে; কর্ত্তাভজা, গুরুবাদ, অবতারবাদ ও পৌরোহিত্যবাদের শোষণনীতি ও দুর্নীতিতে দেশবাসী বিভ্রান্ত; পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে ও চাকচিক্যে আর্য্যসন্তান দলে দলে খ্রীষ্টান মত গ্রহণ করিতেছে; সমাজের অনুদারতা ও অত্যাচারে নির্য্যাতিত হইয়া দেশবাসী মুসলমান মত গ্রহণ করিতেছে; বেদের শিক্ষাদীক্ষা বিলুপ্ত। পুরাণ, কুরাণ ও বাইবেলের মতমতান্তরে বৈদিক ধর্ম্ম লোকচক্ষুর অন্তরালে সমাচ্ছন্ন; সর্ব্বোপরি দাসমনোভাবে ও সংকীর্ণতার শৃঙ্খলে দেশের অধিকাংশ নরনারীই আবদ্ধ—দয়ানন্দ দেশের এই ভয়াবহ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। বেদ ও বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার ব্যতীত আর্য্যসন্তানগণ পূর্ব্বগৌরব ফিরিয়া পাইবে না—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বেদোদ্ধারে ব্রতী হইয়াছিলেন। যাহাতে সমগ্র বিশ্বে বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার হয় ও আর্য্যাবর্ত্তের নরনারী জ্ঞানে গুণে শুদ্ধ হয় এ জন্য তিনি আর্য্য সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। জ্ঞানকাণ্ডের জন্য তিনি "সত্যার্থ প্রকাশ" ও "ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা", কর্ম্মকাণ্ডের জন্য "সংস্কার বিধি" ও উপাসনা বা ভক্তিকাণ্ডের জন্য "আর্য্যাভিবিনয়" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আর্য্যসমাজ মহর্ষি দয়ানন্দের প্রারব্ধ কার্য্য পূরণের জন্যই স্থাপিত হইয়াছিল। শুদ্ধি, সংগঠন, বেদপ্রচার, গুরুকুল স্থাপন, অনাথ অবলা উদ্ধার দ্বারা আর্য্যসমাজ আজ ভারতে ও ভারতের বাহিরে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র ক্ষেত্রে বিপ্লব ও চেতনার সঞ্চার করিয়াছে। এ সবই মহর্ষি দয়ানন্দের দান।

ওঁ

সচ্চিদানন্দেশ্বরায় নমো নমঃ

অথ সত্যার্থ-প্রকাশস্য ভূমিকা

যে সময় আমি এই "সত্যার্থ-প্রকাশ" গ্রন্থ রচনা করি, সেই সময় ও তাহার পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ করিতাম এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনাতেও সংস্কৃতই বলিতাম। অপিচ আমার জন্মভূমির ভাষা গুজরাটী। এই সব কারণে এই (হিন্দী) ভাষায় আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিলনা। এজন্য ভাষা অশুদ্ধ হইয়াছিল। এখন ভাষা (হিন্দী) বলিবার ও লিখিবার অভ্যাস হইয়াছে। এজন্য এই গ্রন্থকে ভাষা-ব্যাকরণ অনুসারে সংশোধিত করিয়া দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করা হইল। কোথায়ও কোথায়ও শব্দ, বাক্য ও রচনার পার্থক্য ঘটিয়াছে। এরূপ করা উচিতই হইয়াছিল। কারণ পরিবর্ত্তন না করিলে ভাষার প্রাণালী সংশোধন করা কঠিন হইত। কিন্তু অর্থের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই, প্রত্যুত বিশেষ রূপেই লেখা হইয়াছে। প্রথম মুদ্রাঙ্কনে স্থানে স্থানে যে সকল ভুল ছিল সে সকল অবশ্য বাহির করিয়া সংশোধন করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ ১৪ চৌদ্দ সমুল্লাসে অর্থাৎ চৌদ্দ বিভাগে রচিত হইরাছে। তন্মধ্যে দশ সমুল্লাস লইয়া পূর্ব্বার্দ্ধ এবং চারি সমুল্লাস লইয়া উত্তরার্দ্ধ রচিত। কিন্তু শেষের দুই সমুল্লাস এবং পরবর্ত্তী স্বসিদ্ধান্ত কোন কারণ বশতঃ প্রথমে মুদ্রিত হইতে পারে নাই। এখন ঐ সকলও মুদ্রিত করান হইয়াছে।

প্রথম সমুল্লাসে—ঈশ্বরের ওঙ্কারাদি নামের ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় সমুল্লাসে—সন্তানদিগের শিক্ষা।

তৃতীয় সমুল্লাসে—ব্রহ্মচর্য্য, পঠন পাঠন ব্যবস্থা, সত্য ও অসত্য গ্রন্থসমূহের নাম এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনার রীতি।

চতুর্থ সমুল্লাসে—বিবাহ ও গৃহাশ্রমের ব্যবহার।

পঞ্চম সমুল্লাসে—বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের বিধি।

ষষ্ঠ সমুল্লাসে—রাজধর্ম্ম।

সপ্তম সমুল্লাসে—বেদ ও ঈশ্বর বিষয়।

অষ্টম সমুল্লাসে—জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়।

নবম সমুল্লাসে—বিদ্যা, অবিদ্যা, বন্ধন ও মোক্ষের ব্যাখ্যা।

দশম সমুল্লাসে—আচার, অনাচার ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়।

একাদশ সমুল্লাসে—আর্য্যাবর্ত্তীয় মতমতান্তরের খণ্ডন মণ্ডন বিষয়।

দ্বাদশ সমুল্লাসে—চার্ব্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন মত বিষয়।

ত্রয়োদশ সমুল্লাসে—খৃষ্টান মত বিষয়।

চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে—মুসলমানদের মত বিষয় এবং চতুর্দ্দশ সমুল্লাসের শেষে আর্য্যদিগের সনাতন বেদবিহিত মতের বিশেষ ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে, আমিও তাহা যথাবৎ স্বীকার করি।

আমার এই গ্রন্থ প্রণয়নের মুখ্য প্রয়োজন—সত্য সত্য অর্থের প্রকাশ করা অর্থাৎ যাহা সত্য তাহাকে সত্য এবং যাহা মিথ্যা তাহাকে মিথ্যাই প্রতিপাদন করাকে আমি সত্যার্থের প্রকাশ বলিয়া বুঝিয়াছি। সত্যের স্থানে অসত্য ও অসত্যের স্থানে সত্য প্রকাশ করাকে সত্য বলা যায় না। কিন্তু যে পদার্থ যেরূপ তাহাকে সেইরূপই বলা, লেখা এবং মানাকে সত্য বলে। যে মনুষ্য পক্ষপাতী, সে নিজের অসত্যকেও সত্য এবং অন্য বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর সত্যকেও অসত্য সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এজন্য সে সত্য মতকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব উপদেশ অথবা লেখার দ্বারা সব মনুষ্যের সম্মুখে সত্যাসত্যের স্বরূপ প্রকাশ করাই বিদ্বান্ ও আপ্ত-পুরুষদের মুখ্য কর্ম্ম। ইহার পর তাঁহারা সকলে নিজ নিজ হিতাহিত বুঝিয়া নিজেরাই সত্যার্থ গ্রহণ ও মিথ্যার্থ বর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বদা আনন্দে কাল যাপন করিতে থাকুন। মনুষ্যের আত্মা সত্যাসত্যের জ্ঞাতা। তবুও সে স্বীয় প্রয়োজন-সিদ্ধি, হঠকারিতা, দুরাগ্রহ এবং অবিদ্যাদি দোষ বশতঃ সত্য পরিত্যাগ করিয়া অসত্যের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে। কিন্তু এই গ্রন্থে সেইরূপ কিছুই রাখা হয় নাই এবং কাহারও মনে ব্যথা দেওয়া বা কাহারও অনিষ্ট করাও অভিপ্রায়

নহে। কিন্তু যাহাতে মনুষ্য জাতির উন্নতি ও উপকার হয় এবং মনুষ্যগণ সত্যাসত্য জানিয়া সত্যগ্রহণ ও অসত্য পরিত্যাগ করিতে পারে তাহাই অভিপ্রায়। কেননা সত্যোপদেশ ব্যতীত মানবজাতির উন্নতির অপর কোন উপায় নাই।

এই গ্রন্থে যদি কোথায়ও কোথায়ও অনবধানতা বশতঃ অথবা সংশোধনে ও মুদ্রাঙ্কনে ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া যায়, তবে তাহা আমি জানিলে অথবা কেহ আমাকে জানাইলে, যেরূপ সত্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেইরূপই করা যাইবে। কিন্তু যদি কেহ তাহা না করিয়া পক্ষপাত বশতঃ শঙ্কা বা খণ্ডন মণ্ডন করেন তাহা হইলে সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হইবে না। অবশ্য যদি কেহ মনুষ্য মাত্রেরই হিতৈষী রূপে কিছু জানান, তবে তাহা সত্য বলিয়া বুঝিলে তাঁহার মত গৃহীত হইবে। আজ কাল প্রত্যেক মতেই বহু বিদ্বান্ আছেন। যদি তাঁহারা পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব তন্ত্র সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ যে সকল বিষয় সকলের অনুকূলে এবং সকল মতে সত্য, সেই সব গ্রহণ করিয়া এবং পরস্পরের বিরুদ্ধ বিষয় সমূহ বর্জ্জন করিয়া প্রীতি পূর্ব্বক আচরণ করেন ও করান, তবে জগতের পূর্ণ হিত সাধিত হইতে পারে। কেননা বিদ্বান্‌দের মধ্যে বিরোধ হেতু অবিদ্বান্‌দের মধ্যে বিরোধ বর্দ্ধিত হয়। তাহাতে বহুবিধ দুঃখের বৃদ্ধি ও সুখের হানি ঘটিয়া থাকে। এই হানি স্বার্থপর লোকদিগের পক্ষে প্রীতিকর। ইহা মনুষ্যকে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যদি কেহ সার্ব্বজনিক হিত লক্ষ্য করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখন স্বার্থপর লোকেরা বিরোধ করিতে তৎপর হইয়া নানা প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করে। কিন্তু "সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ" অর্থাৎ সর্ব্বদা সত্যের বিজয় এবং অসত্যের পরাজয় এবং সত্যের দ্বারাই বিদ্বান্‌দের পথ প্রশস্ত হয়। এই দৃঢ় নিশ্চয়ের অবলম্বন দ্বারা আপ্তগণ পরোপকারে উদাসীন হইয়া কখনও সত্যার্থ প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। ইহাও সুনিশ্চিত "যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্"। এই গীতোক্ত বচনের অভিপ্রায় এই যে বিদ্যা ও ধর্ম্ম প্রাপ্তির কার্য্য সমূহ প্রথমে বিষবৎ কিন্তু পরে অমৃত তুল্য হইয়া থাকে। আমি এইরূপ বাক্য সমূহ চিত্তে ধারণ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। শ্রোতৃগণ বা পাঠকগণও প্রথমে প্রীতি সহকারে এই গ্রন্থ দেখিয়া এই গ্রন্থের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হইয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিবেন। ইহাতে এই অভিপ্রায় রাখা হইয়াছে বলিয়া মতমতান্তর সমূহের মধ্যে যে সব সত্য কথা আছে সে সবকে সকলের পক্ষে অবিরুদ্ধ হওয়ায় স্বীকার করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন মতের মধ্যে যে সব মিথ্যা কথা আছে তাহার খণ্ডন করা

হইয়াছে। মতমতান্তরের গুপ্ত বা প্রকাশ্য গর্হিত বাক্য সমূহ প্রকাশ করিয়া বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করাও ইহার অভিপ্রায়। ইহাতে পরস্পর পরস্পরের মত আলোচনা পূর্ব্বক সকলে প্রীতির সহিত একই সত্য মত গ্রহণ করিতে পারে। যদিও আমি আর্য্যাবর্ত্ত দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং বাস করিতেছি, তথাপি যেমন এদেশীয় বিভিন্ন মতের মিথ্যা বিষয় গুলির প্রতি পক্ষপাত না করিয়া যথার্থরূপে প্রকাশ করিতেছি, সেইরূপ ভিন্ন দেশীয় এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের সহিতও আচরণ করিতেছি। মনুষ্যোন্নতির জন্য স্বদেশবাসীদের সহিত যেরূপ আচরণ করি বিদেশীদের সহিতও সেইরূপই আচরণ করি। সকল সজ্জনেরই এইরূপ করা উচিত। আমিও কোন মত বিশেষের প্রতি পক্ষপাতী হইলে আধুনিক মতবাদীরা যেমন স্বমতের স্তুতি, মণ্ডন ও প্রচার করে এবং পরমতের নিন্দা, হানি ও প্রতিরোধ করিতে তৎপর হয়, আমিও তেমন হইতাম। কিন্তু এইরূপ কার্য্য মনুষ্যত্বের বাহিরে। কারণ যেরূপ পশুরা বলবান হইয়া বলহীন প্রাণীদিগকে দুঃখ দেয় এবং মারিয়াও ফেলে, মনুষ্য-দেহ প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ কার্য্য করিলে তাহারা মনুষ্য-স্বভাব বিশিষ্ট নহে, তাহারা পশু তুল্য। যাহারা বলবান হইয়া বলহীনকে রক্ষা করে, তাহাদিগকেই মনুষ্য বলে। যাহারা স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া কেবল পরের অনিষ্ট সাধন করিতে থাকে তাহাদিগকে পশুরও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া জানিবে। একাদশ সমুল্লাস পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তীয়দের বিষয়ে বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে। এই সকল সমুল্লাসের মধ্যে যে সত্য মত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা বেদোক্ত বলিয়া আমার পক্ষে সর্ব্বথা মান্য এবং নবীন পুরাণ ও তন্ত্রাদি গ্রন্থোক্ত যে সকল বাক্যের খণ্ডন করিয়াছি ঐ সকল পরিত্যাজ্য। দ্বাদশ সমুল্লাসে যে চার্ব্বাক মত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এখন ক্ষীণ ও লুপ্তপ্রায় বটে এবং অনীশ্বরবাদ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত চার্ব্বাকের ও বৌদ্ধ জৈন মতের সম্বন্ধ আছে। এই চার্ব্বাক সর্ব্বাপেক্ষা বড় নাস্তিক। তাঁহার প্রচেষ্টার প্রতিরোধ অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ মিথ্যার প্রতিরোধ না হইলে জগতে বহু অনর্থ ঘটে। চার্ব্বাকের যে মত, বৌদ্ধ ও জৈনদের যে মত তাহাও দ্বাদশ সমুল্লাসে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধ এবং জৈনদেরও চার্ব্বাক মতের সহিত সাদৃশ্য আছে এবং কিঞ্চিৎ বিরোধও আছে। আবার জৈন মতেরও চার্ব্বাক ও বৌদ্ধ মতের সহিত বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে, কোন কোন বিষয়ে পার্থক্যও আছে। এজন্য জৈনদিগকে একটি ভিন্ন শাখা বলিয়া গণ্য করা হয়। দ্বাদশ সমুল্লাসে উক্ত পার্থক্য সম্বন্ধে

লিখিত হইয়াছে। সে স্থলে তাহা যথোচিত জানিয়া লইবে। যেখানে পার্থক্য তাহা দ্বাদশ সমুল্লাসে দেখান হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন মতের বিষয়ও লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্য হইতে বৌদ্ধদিগের "দীপ বংশাদি" প্রাচীন গ্রন্থ হইতে "বৌদ্ধ মত সংগ্রহ" "সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহে" প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে উক্ত গ্রন্থ হইতে লিখিত জৈনদিগের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ আছে ;—

তন্মধ্যে :—চারি মূল সূত্র, যথা :—

(১) আবশ্যক সূত্র, (২) বিশেষ আবশ্যক সূত্র, (৩) দশবৈকালিক সূত্র, এবং (৪) পাক্ষিক সূত্র।

একাদশ অঙ্গ, যথা :—

(১) আচারাঙ্গ সূত্র, (২) সুগড়াঙ্গ সূত্র, (৩) থানাঙ্গ সূত্র, (৪) সমবায়াঙ্গ সূত্র, (৫) ভগবতী সূত্র, (৬) জ্ঞাতাধর্ম্মকথা সূত্র, (৭) উপাসক-দশা সূত্র, (৮) অন্তগড়দশা সূত্র, (৯) অনুত্তরোববাই সূত্র, (১০) বিপাক সূত্র এবং (১১) প্রশ্ন ব্যাকরণ সূত্র।

দ্বাদশ উপাঙ্গ, যথা :—

(১) উপবাঈ সূত্র, (২) রায়পসেনী সূত্র, (৩) জীবাভিগম সূত্র, (৪) পন্নবণা সূত্র, (৫) জম্বুদ্বীপন্নতী সূত্র, (৬) চন্দপন্নতী সূত্র, (৭) সুরোপন্নতী সূত্র, (৮) নিরিয়াবলী সূত্র, (৯) কপ্পিয়া সূত্র, (১০) কপবড়ীসয়া সূত্র, (১১) পুপ্পিয়া সূত্র এবং (১২) পুপ্যচুলিয়া সূত্র।

পঞ্চ কল্প সূত্র, যথা :—

(১) উত্তরাধ্যায়ন সূত্র, (২) নিশীথ সূত্র, (৩) কল্প সূত্র, (৪) ব্যবহার সূত্র এবং (৫) জীত-কল্প সূত্র।

ষট্‌ছেদ, যথা :—

(১) মহানিশীথ বৃহদ্বাচনা সূত্র, (২) মহানিশীথ লঘুবাচনা সূত্র, (৩) মধ্যম-বাচনা সূত্র, (৪) পিণ্ড-নিরুক্তি সূত্র, (৫) ওঘ-নিরুক্তি সূত্র এবং (৬) পর্য্যূষণা সূত্র।

দশ পয়ন্না সূত্র, যথা :—

(১) চতুস্সরণ সূত্র, (২) পচ্চখাণ সূত্র, (৩) তন্তুলবৈয়ালিক সূত্র, (৪) ভক্তিপরিজ্ঞান সূত্র, (৫) মহাপ্রত্যাখ্যান সূত্র, (৬) চন্দাবিজয় সূত্র, (৭) গণীবিজয় সূত্র, (৮) মরণসমাধি সূত্র, (৯) দেবেন্দ্রস্তমন সূত্র এবং (১০) সংসার সূত্র।

এতদ্ব্যতীত নন্দীসূত্র ও যোগোদ্ধার সূত্রও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে।

পঞ্চাঙ্গ, যথা :—

(১) পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গ্রন্থের টীকা, (২) নিরুক্তি, (৩) চরণী এবং (৪) ভাষ্য। এই চারি অবয়ব এবং সমস্ত মূলভাগ মিলিয়া পঞ্চাঙ্গ কথিত হয়।

ঢুণ্ডিয়াগণ এই সকল গ্রন্থের মধ্যে অবয়বগুলিকে স্বীকার করেন না। এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত বহু গ্রন্থ জৈনগণ মানিয়া থাকেন। দ্বাদশ সমুল্লাসে ইঁহাদের মত সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য। জৈন-গ্রন্থ সমূহের মধ্যে লক্ষ লক্ষ পুনরুক্তি দোষ আছে। ইহাদের ইহাও স্বভাব যে, নিজেদের কোন গ্রন্থ কোন ভিন্ন মতাবলম্বীর হাতে থাকিলে বা মুদ্রিত হইলে কেহ কেহ উহাকে অপ্রমাণ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের একথা মিথ্যা। কারণ যে গ্রন্থ কোন জৈন মানেন এবং কোন জৈন মানেন না, তাহা জৈন মতের বহির্ভূত হইতে পারে না। অবশ্য যে গ্রন্থ কোনও জৈনই মানেন না এবং কোন জৈন কখনও মানেন নাই, তাহা অগ্রাহ্য হইতে পারে। কিন্তু কোনও জৈনই মানেন না এমন কোনও জৈন-গ্রন্থ নাই। সুতরাং যিনি যে গ্রন্থ মানেন, সে গ্রন্থ বিষয়ক খণ্ডন মণ্ডনও তাঁহারই জন্য বুঝিতে হইবে। কিন্তু এমন অনেক জৈন আছেন যে, তাঁহারা ঐ গ্রন্থ মানা এবং জানা সত্ত্বেও সভায় অথবা তর্ক-বিতর্ক স্থলে মত পরিবর্ত্তন করেন। এই কারণ জৈনগণ নিজেদের গ্রন্থগুলি লুকাইয়া রাখেন এবং কোন ভিন্ন মতাবলম্বীকে দেন না, শুনান না এবং পড়ান না। কেননা উক্ত গ্রন্থ সমূহ এইরূপ অসম্ভব কথায় পরিপূর্ণ যে, জৈনদিগের মধ্যে কেহই ঐ সকলের উত্তর দিতে পারেন না। মিথ্যা কথাগুলির বর্জ্জন করাই ইহার উত্তর।

ত্রয়োদশ সমুল্লাসে খৃষ্টানদের মত লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টানগণ বাইবেলকে আপনাদের ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া মানেন। ত্রয়োদশ সমুল্লাসে তাঁহাদের বিশেষ সমাচার দ্রষ্টব্য। চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে মুসলমানদের মত সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। মুসলমানগণ কোরাণকে আপনাদের মতের মূল পুস্তক বলিয়া মানেন। ইঁহাদেরও বিশেষ আচরণ সম্বন্ধে চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে দ্রষ্টব্য। ইহার পর বৈদিক মত সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। যিনি গ্রন্থকারের তাৎপর্য্যের বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়া ইহা দেখিবেন, তিনি ইহার কিছুমাত্র তাৎপর্য্য জানিতে পারিবেন না। কারণ বাক্যার্থ-বোধের চারিটি কারণ আছে, যথা—আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসক্তি এবং তাৎপর্য্য। যিনি এই চারিটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ করেন, তিনি গ্রন্থের অভিপ্রায় যথোচিত অবগত হন! "আকাঙ্ক্ষা" :—কোন বিষয় সম্বন্ধে বক্তা ও বাক্যস্থ পদ সমূহের মধ্যে পারস্পরিক আকাঙ্ক্ষা থাকে। "যোগ্যতা" :—যাহা দ্বারা যাহা হইতে পারে, তাহাকে তাহার যোগ্যতা বলে, যেমন জল দ্বারা সিঞ্চন। "আসক্তি" :—যে পদের সহিত যাহার সম্বন্ধ, তাহারই সমীপে সেই পদ বলা অথবা লেখার নাম আসক্তি। "তাৎপর্য্য" :—বক্তা যে অর্থে যে শব্দ উচ্চারণ করেন অথবা লিখেন সেই অর্থের সহিত সেই বচন অথবা লেখাকে যুক্ত করার নাম তাৎপর্য্য। বহু হঠকারী ও দুরাগ্রহী ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা বক্তার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কল্পনা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ মতাবলম্বীরাই এইরূপ করিয়া থাকেন। কারণ মতের প্রতি আগ্রহ বশতঃ তাঁহাদের বুদ্ধি অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। অতএব আমি যেমন পুরাণ, জৈনগ্রন্থ, বাইবেল এবং কোরাণকে প্রথমে কুদৃষ্টিতে না দেখিয়া ঐ সকলের মধ্য হইতে গুণ সমূহের গ্রহণ, দোষ সমূহের বর্জ্জন এবং মানব জাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছি সকলেরই সেইরূপ করা কর্ত্তব্য। এই সকল মতের দোষ অল্পমাত্রই প্রকাশ করিয়াছি। এই সকল দেখিয়া মনুষ্যগণ সত্য ও অসত্য মতের নির্ণয় এবং সত্য গ্রহণ ও অসত্য বর্জ্জন করিতে ও করাইতে সমর্থ হউক। কারণ মনুষ্যদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া একই মনুষ্য জাতিতে বিরুদ্ধ বুদ্ধি উৎপাদন করা, পরস্পরকে পরস্পরের শত্রু করা এবং কলহ ও বিবাদ বাধাইয়া দেওয়া বিদ্বান্‌দের স্বভাব-বিরুদ্ধ। যদিও অবিদ্বানেরা এইগ্রন্থ পাঠ করিয়া অন্যরূপ মনে করিবে, তথাপি যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা ইহার অভিপ্রায় যথোচিত উপলব্ধি করিবেন। এইজন্য আমি নিজের পরিশ্রম সফল মনে করিতেছি এবং নিজের অভিপ্রায় সজ্জনদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। তাঁহারা

ইহা দেখিয়া ও অপরকে দেখাইয়া আমার পরিশ্রম সফল করিবেন। এইরূপে পক্ষপাত না করিয়া সত্যার্থ প্রকাশ করা আমার এবং সকল সদাশয় ব্যক্তির মুখ্য কর্ত্তব্য। সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা নিজ কৃপায় এই উদ্দেশ্যকে প্রসারিত ও চিরস্থায়ী করুন। ইতি—

স্থান :—
মহারাণাজীর উদয়পুর,
ভাদ্রপদ শুক্লপক্ষ সংবৎ ১৯৩৯

অলমতিবিস্তরেণ বুদ্ধিমদ্বরশিরোমণিষু
ইতি ভূমিকা।
(স্বামী) দয়ানন্দ সরস্বতী

মাত্রা, স্বর ও উচ্চারণের সঙ্কেত

'সত্যার্থ-প্রকাশ' গ্রন্থে কতকগুলি চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইবে। বেদ মন্ত্রের উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ ভেদ বুঝাইবার জন্য বৈদিক গ্রন্থ সমূহে এই সব চিহ্ন প্রয়োগ করা হয়। উদাত্ত স্বরের সহিত কোন চিহ্ন প্রযুক্ত হয় না, অনুদাত্ত স্বরের নিম্নে শায়িত একটি রেখা এবং স্বরিতের উপরে লম্বমান একটি রেখা প্রযুক্ত হয়। সামবেদে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ বুঝাইতে বর্ণের উপরে যথাক্রমে ১, ২ ও ৩ ব্যবহৃত হয়। মাত্রা তিন প্রকারের—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। প্লুত স্বর বুঝাইতে ৩ সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। ক, খ়্, গ—এখানে ক উদাত্ত, খ অনুদাত্ত এবং গ স্বরিৎ। 'নি' হ্রস্ব, 'নী' দীর্ঘ ও 'নি৩' প্লুত। উদাত্তের উচ্চ কণ্ঠে, অনুদাত্তের নিম্ন কণ্ঠে ও স্বরিতের মধ্য কণ্ঠে উচ্চারণ হইবে। বৈদিক গ্রন্থে অনুস্বার দ্বিবিধ—'ং' হ্রস্ব অনুস্বার ও 'ঁ' দীর্ঘ অনুস্বার। 'ঁ' দীর্ঘ অনুস্বারের উচ্চারণ 'গুঁম্' হইবে।—অনুবাদক।

ওম্

সচ্চিদানন্দেশ্বরায় নমো নমঃ

অথ সত্যার্থ-প্রকাশঃ

পূর্ব্বার্দ্ধঃ

অথ প্রথম সমুল্লাসারম্ভঃ।

ওম্ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শন্নো ভবত্বর্য্যমা। শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ
শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥ নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বায়ো ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি।
ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু
তদ্বক্তারমবতু। অবতু মামবতু বক্তারম্ ॥ ওম্ শান্তিশ্ শান্তিশ্ শান্তিঃ ॥১॥

ঃ—(ওম্), এই ওঙ্কার শব্দ পরমেশ্বরের সর্ব্বোত্তম নাম। কারণ ইহাতে অ, উ এবং ম্ এই তিন অক্ষর মিলিয়া এক (ওম্) সমুদায় হইয়াছে। এই একটি নাম হইতে পরমেশ্বরের অনেক নাম সূচিত হয়, যথা—'অ'কার হইতে বিরাট, অগ্নি এবং বিশ্ব প্রভৃতি; 'উ' কার হইতে হিরণ্যগর্ভ, বায়ু এবং তৈজস প্রভৃতি; 'ম' কার হইতে ঈশ্বর, আদিত্য এবং প্রাজ্ঞ প্রভৃতি নাম সূচিত ও গৃহীত হয়। প্রকরণানুসারে এই সকল যে পরমেশ্বরেরই নাম তাহা বেদাদি সত্য শাস্ত্রে সুস্পষ্ট রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(প্রশ্ন)—বিরাট প্রভৃতি নাম পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য পদার্থ বাচক নহে কেন? ব্রহ্মাণ্ড, পৃথিব্যাদি ভূত, ইন্দ্রাদি দেবতা এবং আয়ুর্ব্বেদে শুণ্ঠী প্রভৃতি ওষধিরও এই

নাম আছে কিনা ? (উত্তর)—আছে। কিন্তু পরমেশ্বরেরও আছে। (প্রশ্ন)—এই সকল নাম হইতে কেবল দেবতা-অর্থ গ্রহণ করেন কিনা ? (উত্তর)—আপনার এইরূপ অর্থ গ্রহণ সম্বন্ধে প্রমাণ কি ? (প্রশ্ন)—দেবতাগণ প্রসিদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ। এইজন্য দেবতা অর্থ গ্রহণ করিতেছি। (উত্তর)—পরমেশ্বর কি অপ্রসিদ্ধ ? পরমেশ্বর অপেক্ষাও উত্তম কেহ আছেন কি ?

এইগুলি যে পরমেশ্বরেরও নাম তাহা মানেন না কেন ? যখন পরমেশ্বর অপ্রসিদ্ধ নহেন ও তাঁহার সদৃশও কেহ নাই, তখন কেহ তাঁহার অপেক্ষা উত্তম কিরূপে হইতে পারে ? অতএব আপনার এই বাক্য সত্য নহে। কারণ ইহাতে অনেক দোষ ঘটে। যেমন—

"উপস্থিতং পরিত্যজ্যানুপস্থিতং যাচত ইতি বাধিতন্যায়ঃ"।

কেহ কাহারও জন্য ভোজ্য বস্তু রাখিয়া বলিল, "আপনি ভোজন করুন", যদি সেই ব্যক্তি তাহা পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাপ্ত ভোজ্য বস্তুর জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, তবে তাহাকে বুদ্ধিমান মনে করা যাইতে পারে না। কারণ সে উপস্থিত অর্থাৎ সমীপস্থ বস্তু পরিত্যাগ করিয়া, অনুপস্থিত অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার জন্য পরিশ্রম করিতেছে। অতএব যেমন সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান নহে, আপনার কথাও সেইরূপ হইল। কারণ, আপনি বিরাট প্রভৃতি নাম সমূহের পরমেশ্বর এবং ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও প্রমাণ-সিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অসম্ভব ও অনুপস্থিত দেবাদি অর্থ গ্রহণে পরিশ্রম করিতেছেন। এ বিষয়ে কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই। যদি আপনি এইরূপ বলেন যে, "যে স্থলে যাহার প্রকরণ, সে স্থলে তাহাই গ্রহণ করা বিধেয়" যেমন কেহ কাহাকেও বলিল, "হে ভৃত্য ! ত্বং সৈন্ধবমানয়" "হে ভৃত্য ! তুমি সৈন্ধব আনয়ন কর" তখন অবশ্যই তাহাকে সময়, অর্থাৎ প্রকরণ বিচার করিতে হইবে। কারণ সৈন্ধব দুইটি পদার্থের নাম—একটি ঘোড়া, অন্যটি লবণ। যদি তখন প্রভুর গমন কাল হয় তবে ঘোড়া, আর যদি ভোজন কাল হয় তবে লবণ আনা উচিত। কিন্তু যদি সে গমন কালে লবণ এবং ভোজন কালে ঘোড়া আনয়ন করে, তবে তাহার প্রভু তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিবেন, "তুমি নির্ব্বোধ, গমন কালে লবণ এবং ভোজন কালে ঘোড়া আনিবার প্রয়োজন কি ? তুমি প্রকরণবিৎ নও। তোমার প্রকরণ-জ্ঞান থাকিলে যে সময় যাহা আনা উচিত তাহাই আনিতে। তোমার যে প্রকরণ বিচার করা আবশ্যক ছিল, তুমি তাহা কর নাই, অতএব তুমি মূর্খ, আমার নিকট

হইতে চলিয়া যাও।” এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল যে স্থলে যে অর্থ গ্রহণীয়, সে স্থলে তাহাই গ্রহণ করা আবশ্যক। সুতরাং আমাদের ও আপনাদের সকলেরই এইরূপ স্বীকার এবং কার্য্য করা উচিত।

অথ মন্ত্রার্থঃ।

ওঁ খং ব্রহ্ম ॥ ১ ॥ যজুঃ অং ৪০। মং ১৭ ॥

দেখুন বেদে এই এই প্রকরণে ওম্ আদি পরমেশ্বরের নাম।

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত ॥ ২ ॥ ছান্দোগ্য উপনিষৎ। মং ১।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদ ঁ সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥ ৩ ॥ মাণ্ডূক্য। মং ১।

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাঁসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥৪॥ কঠোপনিষদি বল্লী ২ মং ১৫ ॥

প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামণীয়াংসমণোরপি। রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরম্ ॥ ৫ ॥

এতমগ্নিং বদন্ত্যেকে মনুমন্যে প্রজাপতিম্। ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥ ৬ ॥ মনু অং ১২। শ্লোঃ ১২২।১২৩।

স ব্রহ্মা স বিষ্ণুঃ স রুদ্রস্ স শিবস্ সোঽক্ষরস্ স পরমঃ স্বরাট্। স ইন্দ্রস্ স কালাগ্নিস্ স চন্দ্রমাঃ ॥ ৭ ॥ কৈবল্য উপনিষৎ।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যস্ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥ ৮ ॥ ঋ০ মং ১। অনু-২২ সূ০ ১৬৪। মং ৪৬।

ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃঁহ পৃথিবীং মা হিঁসীঃ ॥ ৯ ॥ যজুঃ অং ১৩। মং ১৮ ॥

ইন্দ্রো মহ্না রোদসী পপ্রথচ্ছব ইন্দ্রঃ সূর্য্যমরোচয়ৎ। ইন্দ্রেহ বিশ্বা ভুবনানি যেমির ইন্দ্রে স্বানাস ইন্দবঃ ॥ ১০ ॥ সামবেদ প্রপাঃ ৬। ত্রিক ৮। মং ২ ॥

প্রাণায় নমো যস্য সর্ব্বমিদং বশে। যো ভূতঃ সর্ব্বস্যেশ্বরো যস্মিন্ৎ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১১ ॥ অথর্ব্ববেদ কাণ্ড ১১। অঃ ২। সূঃ ৪। মঃ ১।

অর্থ—এস্থলে উক্ত প্রমাণ সমূহ উদ্ধৃত করিবার তাৎপর্য্য এই যে ঈদৃশ প্রমাণ সমূহে ওঙ্কারাদি নামে যে পরমাত্মা অর্থই গৃহীত হয়, তাহা লিখিত হইয়াছে। যেমন লোক সমাজে দরিদ্র প্রভৃতির ধনপতি আদি নাম থাকে পরমাত্মার কিন্তু সেইরূপ কোন নামই নিরর্থক নহে। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল—নাম কোন স্থলে গৌণিক (গুণ-গত), কোন স্থলে কার্ম্মিক (কর্ম্ম-গত) এবং কোন স্থলে স্বাভাবিক অর্থ বাচক। "ওম্" আদি নাম সার্থক। যেমন—(ওম্ খম্) "অবতীত্যোম্, আকাশমিব ব্যাপকত্বাৎ খম্, সর্বেভ্যো বৃহত্বাদ্ ব্রহ্ম"। রক্ষা করেন বলিয়া (ওম্) আকাশের ন্যায় ব্যাপক বলিয়া (খম্), এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া 'ব্রহ্ম' ঈশ্বরের নাম ॥ ১ ॥ (ওমিত্যেত০) ওম্ যাঁহার নাম এবং যিনি কখনও বিনষ্ট হন না, তাঁহারই উপাসনা করা উচিত, অন্যের নহে ॥ ২ ॥ (ওমিত্যেতং), বেদাদি শাস্ত্রসমূহে ওম্‌কে পরমেশ্বরের প্রধান এবং নিজ নাম বলা হইয়াছে। অন্য সমস্ত নাম গৌণিক ॥ ৩ ॥ (সর্বে বেদা০), সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান রূপ তপশ্চর্য্যা যাঁহার বিষয় বর্ণন করে ও যাহাকে মান্য করে এবং যাহার প্রাপ্তি কামনা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমকে অবলম্বন করা হয় তাঁহার নাম "ওম্" ॥ ৪ ॥

(প্রশাসিতা০) যিনি সকলের শিক্ষাদাতা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, স্বপ্রকাশ স্বরূপ এবং যিনি সমাধিস্থ বুদ্ধিদ্বারা জানিবার যোগ্য, তাঁহাকে পরম পুরুষ বলিয়া জানিবে ॥ ৫ ॥ স্বপ্রকাশ বলিয়া "অগ্নি", বিজ্ঞান স্বরূপ বলিয়া "মনু", সকলকে পালন করেন বলিয়া "প্রজাপতি", পরমৈশ্বর্য্যবান্ বলিয়া "ইন্দ্র", সকলের জীবন-মূল বলিয়া "প্রাণ" এবং নিরন্তর ব্যাপক বলিয়া পরমেশ্বরের নাম "ব্রহ্ম" ॥ ৬ ॥ (স ব্রহ্মা স বিষ্ণুঃ০) সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া "ব্রহ্মা", সর্ব্বত্র ব্যাপক বলিয়া "বিষ্ণু", দুষ্টদিগকে দণ্ড দিয়া রোদন করান বলিয়া "রুদ্র", মঙ্গলময় এবং সকলের কল্যাণকারী বলিয়া

"শিব"। "যঃ সর্বমশ্নুতে ন ক্ষরতি ন বিনশ্যতি তদক্ষরম্" (১), "যঃ স্বয়ং রাজতে স স্বরাট্" (২), "যোঽগ্নিরিব কালঃ কলয়িতা প্রলয়কর্ত্তা স কালাগ্নিরীশ্বরঃ" (৩)। (অক্ষর) যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত এবং অবিনাশী, (স্বরাট্) স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ এবং (কালাগ্নি) প্রলয়কালে সকলের কাল এবং কালেরও কাল; এই জন্য পরমেশ্বরের নাম "কালাগ্নি" ॥ ৭ ॥ (ইন্দ্রং মিত্রং) যিনি এক অদ্বিতীয় সত্য ব্রহ্মবস্তু, ইন্দ্রাদি সমস্ত নাম তাঁহারই। "দ্যুষু শুদ্ধেষু পদার্থেষু ভবোঃ দিব্যঃ।" "শোভনানি পর্ণানি পালনানি পূর্ণানি কর্ম্মাণি বা যস্য স সুপর্ণঃ"। "যো গুর্ব্বাত্মা স গরুত্মান্"। "যো মাতরিশ্বা বায়ুরিব বলবান্ স মাতরিশ্বা"। (দিব্য) যিনি প্রকৃত্যাদি দিব্য পদার্থ সমূহে ব্যাপ্ত, (সুপর্ণ) যাঁহার উত্তম পালন এবং পূর্ণ কর্ম্ম, (গরুত্মান্) যাঁহার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ মহান্, (মাতরিশ্বা) যিনি বায়ুর ন্যায় অত্যন্ত বলবান্।—এইজন্য পরমাত্মার দিব্য, সুপর্ণ, গরুত্মান্ এবং মাতরিশ্বা ইত্যাদি নাম। অবশিষ্ট নামগুলির অর্থ পরে লিখিব ॥ ৮ ॥ (ভূমিরসি০), ভবন্তি ভূতানি যস্যাং সা ভূমিঃ," যাঁহাতে সকল ভূত অর্থাৎ প্রাণী থাকে, এইজন্য পরমেশ্বরের নাম "ভূমি"। অবশিষ্ট নামগুলির অর্থ পরে লিখিত হইবে ॥ ৯ ॥ (ইন্দ্রোমহ্না০) এই মন্ত্রে 'ইন্দ্র' পরমেশ্বরেরই নাম। এইজন্য এই প্রমাণ উদ্ধৃত হইল ॥ ১০ ॥ (প্রাণায়) যেমন সমস্ত শরীর এবং ইন্দ্রিয় প্রাণের অধীন, সেইরূপ সমগ্র জগৎ পরমেশ্বরের অধীন ॥ ১১ ॥ এই সব প্রমাণের অর্থ যথার্থরূপে জ্ঞাত হইলে এই সকল নামের দ্বারা পরমেশ্বর অর্থই গৃহীত হয়; কারণ "ওম্" এবং অগ্নি আদি নামগুলির মুখ্য অর্থ দ্বারা পরমেশ্বর গৃহীত হন। যেমন ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ব্রাহ্মণ এবং সূত্রাদি ঋষি মুনিদের ব্যাখ্যা হইতে পরমেশ্বর অর্থ গৃহীত হইতে দেখা যায়, সেইরূপ সকলেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু "ওম্" কেবলমাত্র পরমেশ্বররই নাম; কিন্তু অগ্নি আদি নামে পরমেশ্বর অর্থ গ্রহণ সম্বন্ধে প্রকরণ এবং বিশেষণই নিয়ামক। ইহাতে সিদ্ধ হইল যে, যে সকল স্থলে স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা প্রভৃতি প্রকরণ হইবে এবং সর্ব্বজ্ঞ, ব্যাপক, শুদ্ধ, সনাতন ও সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি বিশেষণ থাকিবে, সে সকল স্থলে এই নামগুলি দ্বারা পরমেশ্বর অর্থ গৃহীত হইবে আর যে সকল স্থলে এইরূপ প্রকরণ আছে যে :—

ততো বিরাডজায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।** শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ

মুখাদগ্নিরজায়ত ।*** তেন দেবা অযজন্ত ***পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ যজুঃ অঃ ৩১ ।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশ সম্ভূতঃ । আকাশাদ্বায়ুঃ । বায়োরগ্নিঃ । অগ্নেরাপঃ । অদ্ভ্যঃ পৃথিবী । পৃথিব্যা ওষধয়ঃ । ওষধিভ্যোঽন্নম্ । অন্নাদ্রেতঃ । রেতসঃ পুরুষঃ । স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ ॥ তৈত্তিং উপং ব্রহ্মাংবল্লী অং ১।

(সেই সকল স্থলে) ঈদৃশ প্রমাণ সমূহে বিরাট, পুরুষ, দেব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি প্রভৃতি শব্দ লৌকিক পদার্থের নাম। কারণ যে যে স্থলে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, অল্পজ্ঞ, জড় এবং দৃশ্য প্রভৃতি বিশেষণাত্মক শব্দও লিখিত থাকে, সে সে স্থলেও পরমেশ্বর অর্থ গৃহীত হয়না। তিনি সৃষ্টি আদি ব্যাপার হইতে পৃথক। কিন্তু উপর্য্যুক্ত মন্ত্র সমূহে সৃষ্টি আদি ব্যাপার আছে অতএব এস্থলে বিরাট প্রভৃতি নামের দ্বারা পরমাত্মা অর্থ গৃহীত হয়না, কিন্তু জাগতিক পদার্থ গৃহীত হইয়া থাকে। আর যে সকল স্থলে সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণ থাকে সে সকল স্থলে পরমাত্মা, কিন্তু যে সকল স্থলে ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ এবং অল্পজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণ থাকে সেই সকল স্থলে জীব গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে। যেহেতু পরমেশ্বরের জন্ম-মৃত্যু কখনও হয়না, এইজন্য বিরাট প্রভৃতি নাম এবং জন্ম প্রভৃতি গুণ জগতের জড় ও জীবাদি সম্বন্ধে প্রযোজ্য, পরমেশ্বর সম্বন্ধে নহে। এখন কিরূপে বিরাট প্রভৃতি নাম হইতে পরমেশ্বর অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা নিম্নলিখিত প্রমাণ সমূহে জানা যাইবে,—

অথ ওঙ্কারার্থ।

বি উপসর্গ পূর্ব্বক (রাজৃ দীপ্তৌ) এই ধাতুর সহিত 'ক্বিপ্' প্রত্যয় যোগে "বিরাট" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যো বিবিধং নাম চরাঽচরং জগদ্রাজয়তি প্রকাশয়তি স বিরাট্"। যিনি বিবিধ অর্থাৎ বহু প্রকারের জগৎকে প্রকাশিত করেন, এইজন্য "বিরাট" নামের দ্বারা পরমেশ্বর অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। (অঞ্চু গতি পূজনয়োঃ), অগ, অগি, ইন্ গত্যর্থক ধাতু। এই সব হইতে "অগ্নি" শব্দ সিদ্ধ হয়। "গতেস্ত্রয়োঽর্থাঃ জ্ঞানং গমনং প্রাপ্তিশ্চেতি, পূজনং নাম সৎকারঃ"।

"যোঽঞ্চতি অচ্যতেঽগত্যঙ্গত্যেতি বা সোঽয়মগ্নিঃ"। যিনি জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, জানিবার, পাইবার এবং পূজা করিবার যোগ্য সেই পরমেশ্বরের নাম "অগ্নি"। (বিশ প্রবেশনে), এই ধাতু হইতে "বিশ্ব" শব্দ সিদ্ধ হয়। "বিশন্তি প্রবিষ্টানি সর্ব্বাণ্যাকাশাদীনি ভূতানি যস্মিন্, যো বাঽকাশাদিষু সর্ব্বেষু ভূতেষু প্রবিষ্টঃ স বিশ্ব ঈশ্বরঃ"। যাঁহাতে আকাশাদি সকল ভূত প্রবেশ করিতেছে, অথবা যিনি এই সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরের নাম "বিশ্ব"। কেবলমাত্র 'অ'কার হইতে এই সকল নাম গৃহীত হইয়া থাকে। "জ্যোতির্ব্বৈ হিরণ্যং তেজোবৈ হিরণ্যমিত্যৈতরেয়ে, শতপথে চ ব্রাহ্মণে", "যো হিরণ্যানাং সূর্য্যাদীনাং তেজসাং গর্ভ উৎপত্তিনিমিত্তমধিবরণং স হিরণ্যগর্ভঃ," যাঁহাতে সূর্য্যাদি তেজস্বান্ লোকসমূহ উৎপন্ন হইয়া যাঁহার আধারে অবস্থিতি করে, অথবা যিনি সূর্য্যাদি তেজঃস্বরূপ পদার্থ সমূহের গর্ভ অর্থাৎ উৎপত্তি ও নিবাস স্থান, সেই পরমেশ্বরের নাম "হিরণ্যগর্ভ"। এ বিষয়ে যজুর্ব্বেদের মন্ত্রের প্রমাণ আছে :—

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেকঃ আসীৎ। স দাধার থিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। (যজুঃ অঃ ১৩। মং ৪)॥

এইসব স্থলে "হিরণ্য গর্ভ" হইতে পরমেশ্বর অর্থই গৃহীত হইয়া থাকে। (বা গতি গন্ধনয়োঃ), এই ধাতু হইতে "বায়ু" শব্দ সিদ্ধ হয়। (গন্ধনং হিংসনম্), "যো বাতি চরাঽচরং জগদ্ধরতি বলিনাং বলিষ্ঠঃ স বায়ুঃ"। যিনি চরাচর জগতের ধারণ, রক্ষণ ও প্রলয় কর্ত্তা এবং যিনি সকল বলবান্ অপেক্ষা অধিক বলবান্, সেই পরমেশ্বরের নাম "বায়ু"। (তিজ নিশানে) এই ধাতু হইতে "তেজঃ" এবং ইহার সহিত তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে "তৈজস" শব্দ সিদ্ধ হয়। যিনি স্বয়ং স্বপ্রকাশ এবং সূর্য্যাদি তেজস্বান্ লোক সমূহের প্রকাশক, সেই ঈশ্বরের নাম "তৈজস"। কেবল মাত্র 'উ' কার হইতে এই সকল এবং অন্যান্য নামার্থ গৃহীত হয়। (ঈশ ঐশ্বর্য্যে), এই ধাতু হইতে "ঈশ্বর" শব্দ সিদ্ধ হয়। "য ঈষ্টে সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্ বর্ত্ততে স ঈশ্বরঃ"। যাঁহার সত্য বিচারশীল জ্ঞান এবং অনন্ত ঐশ্বর্য্য আছে, সেই পরমাত্মার নাম "ঈশ্বর"। (দো অবখণ্ডনে), এই ধাতু হইতে "অদিতি" এবং ইহার সহিত তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে "আদিত্য" শব্দ সিদ্ধ হয়। "ন বিদ্যতে

বিনাশো যস্য সোঽয়মদিতিঃ, অদিতিরেব আদিত্যঃ"। যাঁহার কখনও বিনাশ হয় না, সেই ঈশ্বরের নাম "আদিত্য"। (জ্ঞা অববোধনে), "প্র" পূর্ব্বক এই ধাতু হইতে "প্রজ্ঞ" হয়, এবং ইহার সহিত তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে "প্রাজ্ঞ" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ প্রকৃষ্টতয়া চরাঽচরস্য জগতো ব্যবহারং জানাতি স প্রজ্ঞঃ, প্রজ্ঞ এব প্রাজ্ঞঃ"। যিনি অভ্রান্ত জ্ঞানসম্পন্ন এবং যিনি সমস্ত চরাচর জগদ্ব্যাপার যথাযথরূপে জানেন, সেই ঈশ্বরের নাম "প্রাজ্ঞ"। কেবলমাত্র 'ম' কার হইতে এই সকল নামার্থ গৃহীত হয়। এস্থলে যেরূপে এক এক মাত্রা হইতে তিনটি করিয়া অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ অপর নামার্থও ওঙ্কার হইতে জানা যায়।

(শন্নো মিত্রঃ শং ব০) এই মন্ত্রে মিত্র প্রভৃতি নাম গুলিও পরমেশ্বরের। কারণ স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা শ্রেষ্ঠকেই করা হইয়া থাকে। যাঁহার গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব এবং সত্য ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ বলে। শ্রেষ্ঠদিগের মধ্যেও যিনি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই পরমেশ্বর বলে। তাঁহার সদৃশ কেহই হয় নাই, নাই এবং হইবে না। যখন তাঁহার সদৃশ কেহই নাই, তখন কেহ তদপেক্ষা মহান্ কিরূপে হইতে পারে? পরমেশ্বরের যেমন সত্য, ন্যায়, দয়া, সর্ব্ব-সামর্থ্য এবং সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি অনন্ত গুণ আছে তদ্রূপ অন্য কোন জড় পদার্থ অথবা জীবের নাই। যে পদার্থ সত্য, তাহার গুণ-কর্ম-স্বভাবও সত্য। এজন্য মনুষ্যগণ পরমেশ্বরেরই স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করিবে, তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও কখনও করিবে না। কারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেব নামক পূর্ব্বজ, মহামনা বিদ্বদ্‌গণ, দৈত্য দানব প্রভৃতি নিকৃষ্ট মনুষ্যগণ এবং অন্য সাধারণ মনুষ্যগণও পরমেশ্বরেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহারই স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করিতেন, তদ্ভিন্ন অপর কাহারও করিতেন না। আমাদের সকলেরও সেইরূপ করা উচিত। মুক্তি ও উপাসনা বিষয়ে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

প্রশ্ন :—মিত্র প্রভৃতি নাম হইতে সখা এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের প্রসিদ্ধ ব্যবহার দৃষ্ট হয় বলিয়া ঐ সকল অর্থই গ্রহণ করিবে। উত্তর—এস্থলে ঐ সকল অর্থ গ্রহণ সঙ্গত নহে। কারণ যিনি কাহারও মিত্র, তাঁহাকেই অন্য কাহারও শত্রু এবং কাহারও প্রতি উদাসীন দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য মুখ্য অর্থে সখাদি ভাব গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর যেমন নিশ্চিত রূপে সমস্ত জগতের মিত্র, কাহারও শত্রু এবং কাহারও প্রতি উদাসীন নহেন, পরমেশ্বর ব্যতীত কোনও জীব তেমন কখনও হইতে পারে না। সুতরাং

এস্থলে পরমাত্মা অর্থই গ্রহণীয়। অবশ্য গৌণ অর্থে মিত্রাদি শব্দ হইতে সুহৃৎ প্রভৃতি অর্থও গৃহীত হইয়া থাকে। (ঞি মিদা স্নেহনে) এই ধাতুর সহিত ঔণাদিক্ "ক্ত্র" প্রত্যয় যোগে "মিত্র" শব্দ সিদ্ধ হয়। "মেত্যতি স্নিহ্যতি স্নিহ্যতে বা স মিত্রঃ" যিনি সকলকে স্নেহ করেন এবং যিনি সকলের প্রীতির যোগ্য সেই পরমেশ্বরের নাম "মিত্র"। (বৃঞ্ বরণে, বর ঈপ্সায়াম্) এই সকল ধাতুর সহিত উণাদি "উনন্" প্রত্যয় যোগে "বরুণ" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ সর্ব্বান্ শিষ্টান্ মুমুক্ষূন্ ধর্ম্মাত্মনো বৃণোত্যথবা যঃ শিষ্টৈর্মুমুক্ষুভির্ধর্ম্মাত্মভির্ব্রিয়তে বর্য্যতে বা স বরুণঃ পরমেশ্বরঃ" যিনি আত্মযোগী, বিদ্বান্, মুক্তিকামী, মুক্ত এবং ধর্ম্মাত্মাদিগকে স্বীকার করেন, অথবা যিনি শিষ্ট, মুমুক্ষু, মুক্ত এবং ধর্ম্মাত্মাদিগের দ্বারা স্বীকৃত হন, সেই ঈশ্বরের নাম "বরুণ"। অথবা "বরুণো নামঃ বরঃ শ্রেষ্ঠঃ" সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরমেশ্বরের নাম "বরুণ"। (ঋ গতিপ্রাপণয়োঃ) এই ধাতুর সহিত "যৎ" প্রত্যয় যোগে "অর্য্য" শব্দ সিদ্ধ হয়। "অর্য্য" পূর্ব্বক (মাঙ্ মানে) এই ধাতুর সহিত "কনিন্" প্রত্যয় যোগে "অর্য্যামা" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যোঽর্য্যান্ স্বামিনো ন্যায়াধীশান্ মিমীতে মান্যান্ করোতি সোঽর্য্যমা" যিনি সত্য ও ন্যায়কারীদিগকে সম্মানিত করেন, যিনি পাপ পুণ্যকারীদিগের পাপ পুণ্যের ফলের যথোচিত নিয়ন্তা, সেই পরমেশ্বরের নাম "অর্য্যামা"। (ইদি পরমৈশ্বর্য্যে) এই ধাতুর উত্তর "রন্" প্রত্যয় যোগে "ইন্দ্র" শব্দ সিদ্ধ হয়। "য ইন্দতি পরমৈশ্বর্য্যবান্ ভবতি স ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ" যিনি নিখিল ঐশ্বর্য্যশালী এজন্য সেই পরমাত্মার নাম "ইন্দ্র"। "বৃহৎ" শব্দ পূর্ব্বক (পা রক্ষণে) এই ধাতুর উত্তর "ডতি" প্রত্যয়, "বৃহৎ" শব্দের ত কারের লোপ এবং সুডাগম হওয়াতে "বৃহস্পতি" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যো বৃহতামাকাশাদীনাং পতিঃ স্বামী পালয়িতা স বৃহস্পতিঃ" যিনি মহান্দিগের অপেক্ষাও মহান্ এবং যিনি আকাশাদি ব্রহ্মাণ্ডসমূহের অধিপতি, সেই পরমেশ্বরের নাম "বৃহস্পতি"। (বিষ্লৃ ব্যাপ্তৌ) এই ধাতুর সহিত "নু" প্রত্যয় যোগে "বিষ্ণু" শব্দ সিদ্ধ হয়। "বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি চরাঽচরং জগৎ স বিষ্ণুঃ" চর এবং অচর রূপ জগতে ব্যাপক বলিয়া পরমাত্মার নাম "বিষ্ণু"। "উরুর্মহান্ ক্রমঃ পরাক্রমো যস্য স উরুক্রমঃ" অনন্ত পরাক্রমশালী বলিয়া পরমেশ্বরের নাম "উরুক্রমঃ"। যে পরমাত্মা (উরুক্রমঃ) মহাপরাক্রমশালী, (মিত্র) সকলের সুহৃদ্ অর্থাৎ অবিরোধী, তিনি (শম্) সুখকারক, (বরুণঃ) সর্ব্বোত্তম, তিনি (শম্) সুখস্বরূপ, তিনি (অর্য্যামা) ন্যায়াধীশ, তিনি (শম্) সুখ-প্রচারক, তিনি (ইন্দ্রঃ) সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী, তিনি

(শম্) সর্ব্বৈশ্বর্য্য-দায়ক, তিনি (বৃহস্পতি) সকলের অধিষ্ঠাতা, (শম্) বিদ্যাদাতা এবং (বিষ্ণুঃ) সকলের মধ্যে ব্যাপক পরমেশ্বর। তিনি (নঃ) আমাদের প্রতি কল্যাণকারী (ভবতু) হউন।

(বায়ো তে ব্রহ্মণে নমোঽস্তু), (বৃহ বৃহি বৃদ্ধৌ) এই সকল ধাতু হইতে "ব্রহ্ম" শব্দ সিদ্ধ হয়। যিনি সর্ব্বোপরি বিরাজমান, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, অনন্ত বলশালী পরমাত্মা, সেই ব্রহ্মকে আমরা নমস্কার করি। হে পরমেশ্বর! (ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি) আপনিই অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, (ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি) আমি আপনাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব, কারণ আপনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া সর্ব্বদা সকলের নিকট প্রাপ্ত হইয়া আছেন। (ঋতং বদিষ্যামি) আপনার যে বেদস্থ যথার্থ আজ্ঞা, আমি সকলকে তাহারই উপদেশ দিব এবং স্বয়ং তদনুসারে আচরণও করিব। (সত্যং বদিষ্যামি) সত্য বলিব, সত্য মানিব এবং সত্যই পালন করিব। (তন্মামবতু) অতএব আপনি আমাকে রক্ষা করুন। (তদ্বক্তারমবতু) সেই আপ্ত, সত্যবক্তা আমাকে রক্ষা করুন, যেন আমার বুদ্ধি আপনার আজ্ঞাতে স্থির থাকে, এবং কখনও বিরুদ্ধগামী না হয়। কারণ আপনার যাহা আজ্ঞা তাহাই ধর্ম্ম, যাহা তদ্বিরুদ্ধ তাহাই অধর্ম্ম। (অবতু মামবতু বক্তারম্), এই দ্বিতীয়বার পাঠ অধিকার্থ-সূচক। যেমন "কশ্চিৎ কঞ্চিৎ প্রতি বদতি ত্বং গ্রামং গচ্ছ গচ্ছ," ইহাতে ক্রিয়ার দুইবার উচ্চারণ দ্বারা তুমি শীঘ্রই গ্রামে যাও, এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে, তেমনই এস্থলে আপনি অবশ্যই আমাকে রক্ষা করুন, অর্থাৎ আমি সর্ব্বদা যেন ধর্ম্মে দৃঢ় থাকি এবং অধর্ম্মকে ঘৃণা করি, আমার প্রতি এইরূপ কৃপা করুন। আমি ইহা আপনার মহৎ উপকার বলিয়া স্বীকার করিব। (ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ), ইহাতে তিনবার শান্তি পাঠের প্রয়োজন এই যে সংসারে ত্রিবিধ তাপ অর্থাৎ দুঃখ আছে। প্রথম "আধ্যাত্মিক", আত্মা ও শরীরে অবিদ্যা, রাগ, দ্বেষ, মূর্খতা এবং জ্বর পীড়াদি হয়; দ্বিতীয়—"আধিভৌতিক" যাহা শত্রু, ব্যাঘ্র এবং সর্পাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; তৃতীয়—"আধিদৈবিক, অর্থাৎ যাহা অতিবৃষ্টি, অতিশীত, অতিউষ্ণতা এবং মন ও ইন্দ্রিয় সমূহের অশান্তি হইতে উৎপন্ন হয়; আপনি আমাদিগকে এই ত্রিবিধ ক্লেশ হইতে দূরে রাখিয়া সর্ব্বদা শুভকর্ম্মে রত রাখুন। কেননা আপনিই কল্যাণস্বরূপ, সমগ্র জগতের কল্যাণকারী এবং ধার্ম্মিক ও মুমুক্ষুদের কল্যাণদাতা। অতএব

আপনি স্বয়ং নিজ কৃপায় সকল জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হউন, যেন সকল জীব ধর্ম্মাচরণ করে, অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় ও দুঃখ হইতে দূরে থাকে। "সূর্য্য আত্মাজগতস্তস্থুষশ্চ" এই যজুর্ব্বেদের বচনানুসারে জগৎ অর্থাৎ চেতন প্রাণীর ও জঙ্গম বা যাহারা গতিশীল তাহাদের এবং "তস্থুষঃ", অপ্রাণী অর্থাৎ স্থাবর জড় যেমন পৃথিব্যাদি, ঐ সকলের আত্মা বলিয়া এবং স্বপ্রকাশরূপে সকলকে প্রকাশিত করেন বলিয়া পরমেশ্বরের নাম "সূর্য্য"। (অত সাতত্য গমনে) এই ধাতু হইতে "আত্মা" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যোঽততি ব্যাপ্নোতি স আত্মা" যিনি সব জীবাদি জগতের মধ্যে নিরন্তর ব্যাপক হইয়া রহিয়াছেন। "পরশ্চাসাবাত্মা চ য আত্মভ্যো জীবেভ্যঃ সূক্ষ্মেভ্যঃ পরোঽতিসূক্ষ্মঃ স পরমাত্মা" ঈশ্বর সকল জীবাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং জীব, প্রকৃতি ও আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং সকল জীবের অন্তর্য্যামী আত্মা। এইজন্য তাঁহার নাম "পরমাত্মা"। যিনি সামর্থ্যবান তাঁহার নাম ঈশ্বর। "য ঈশ্বরেষু সমর্থেষু পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ স পরমেশ্বরঃ" যিনি ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থদের মধ্যে সমর্থ, যাঁহার তুল্য কেহই নাই তাঁহার নাম "পরমেশ্বর"। (ষুঞ্ অভিষবে, ষূঙ্ প্রাণিগর্ভ বিমোচনে) এই সকল ধাতু হইতে "সবিতা" শব্দ সিদ্ধ হয়। "অভিষবঃ প্রাণিগর্ভবিমোচনং চোৎপাদনম্। যশ্চরাচরং জগৎ সুনোতি সূতে বোৎপাদয়তি স সবিতা পরমেশ্বরঃ" যিনি সকল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, সেইজন্য সেই পরমেশ্বরের নাম "সবিতা"। (দিবু ক্রীড়া-বিজিগীষা-ব্যবহার-দ্যুতি-স্তুতি-মোদ-মদ-স্বপ্ন-কান্তি-গতিষু) এই ধাতু হইতে "দেব" শব্দ সিদ্ধ হয়। (ক্রীড়া) যিনি শুদ্ধ জগৎকে ক্রীড়া করাইতে, (বিজিগীষা) ধার্ম্মিকদিগকে জয়যুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, (ব্যবহার) যিনি সকল চেষ্টার সাধন ও উপসাধন সমূহের দাতা, যিনি (দ্যুতি) স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ ও সকলের প্রকাশক, (স্তুতি) প্রশংসার যোগ্য, (মোদ) স্বয়ং আনন্দ স্বরূপ এবং অপরের আনন্দদাতা, (মদ) মদোন্মত্তদের দণ্ডদাতা, (স্বপ্ন) সকলের নিদ্রার জন্য রাত্রির ও প্রলয়ের কর্ত্তা, (কান্তি) কামনার যোগ্য এবং (গতি) জ্ঞান স্বরূপ—এইজন্য সেই পরমেশ্বরের নাম "দেব"। অথবা "যো দীব্যতি ক্রীড়তি, স দেবঃ", যিনি নিজের স্বরূপে নিজেই আনন্দে ক্রীড়া করেন, অথবা যিনি কাহারও সাহায্য ব্যতীত ক্রীড়াবৎ সহজ স্বভাব হইতে সমস্ত জগৎ নির্ম্মাণ করেন, অথবা যিনি সকল ক্রীড়ার আধার; "বিজিগীষতে স দেবঃ" যিনি সকলের জেতা, স্বয়ং অজেয় অর্থাৎ যাঁহাকে কেহই জয় করিতে পারে না; "ব্যবহারয়তি স দেবঃ", যিনি ন্যায় ও অন্যায়রূপ ব্যবহারের জ্ঞাতা এবং উপদেষ্টা;

"যশ্চরাচরং জগৎ দ্যোতয়তি" যিনি সকলের প্রকাশক ; "যঃ স্তূয়তে স দেবঃ", যিনি সকল মনুষ্যের স্তুতির যোগ্য, এবং নিন্দার্হ নহেন ; "যো মোদয়তি স দেবঃ", যিনি স্বয়ং আনন্দ-স্বরূপ এবং অপরেরও আনন্দ দাতা, যাঁহাতে দুঃখের লেশ মাত্রও নাই ; "যো মাদ্যতি স দেবঃ", যিনি সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত ও শোক রহিত, যিনি অপরকেও হর্ষযুক্ত করেন ও দুঃখ হইতে দূরে রাখেন ; "যঃ স্বাপয়তি স দেবঃ" যিনি প্রলয় কালে অব্যক্তে সকল জীবকে নিদ্রিত করেন ; "যঃ কাময়তে কাম্যতে বা স দেবঃ", যাঁহার সমস্ত কামনা সত্য এবং শিষ্টগণ যাঁহার প্রাপ্তির কামনা করেন ; "যোগচ্ছতি গম্যতে বা স দেবঃ", যিনি সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত ও যিনি জানিবার যোগ্য, সেই পরমেশ্বরের নাম "দেব"। (কুবি আচ্ছাদনে) এই ধাতু হইতে "কুবের" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ সর্ব্বং কুবতি স্বব্যাপ্ত্যাচ্ছাদয়তি স কুবেরো জগদীশ্বরঃ" যিনি স্বীয় ব্যাপ্তি দ্বারা সকলকে আচ্ছাদন করেন সেই পরমেশ্বরের নাম "কুবের"। (প্রথ বিস্তারে) এই ধাতু হইতে "পৃথিবী" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ প্রথতে, সর্ব্বজগদ্বিস্তৃণাতি স পৃথিবী" যিনি সমগ্র বিস্তৃত জগতের বিস্তার কর্ত্তা, সেই পরমেশ্বরের নাম "পৃথিবী"। (জল ঘাতনে) এই ধাতু হইতে "জল" শব্দ সিদ্ধ হয়। "জলতি ঘাতয়তি দুষ্টান্, সংঘাতয়তি অব্যক্ত-পরমাণ্বাদীন্ তদ্ব্রহ্ম জলম্" যিনি দুষ্টদিগকে দণ্ডদান করেন এবং অব্যক্ত ও পরমাণু সমূহের পারস্পরিক সংযোগ অথবা বিয়োগ সাধন করেন, সেই পরমাত্মার নাম "জল"। (কাশৃ দীপ্তৌ) এই ধাতু হইতে "আকাশ" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বং জগৎ প্রকাশয়তি স আকাশঃ" যিনি সকল দিক্ হইতে জগতের প্রকাশক, সেইজন্য সেই পরমাত্মার নাম "আকাশ"।

(অদ ভক্ষণে) এই ধাতু হইতে "অন্ন" শব্দ সিদ্ধ হয়।

অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি তস্মাদন্নং তদুচ্যতে ॥ ১ ॥

অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্ । অহমন্নাদোহমন্নাদোহমন্নাদঃ ॥ ২ ॥

তৈত্তিঃ উপনিঃ। (অনুবাক ২।১০।)

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥ (বেদান্তদর্শনে। অঃ ১। পাঃ ২। সূঃ ৯ ॥

ইহা ব্যাস মুনি কৃত শারীরিক সূত্র। যিনি সকলকে ভিতরে রাখিতে সমর্থ, অথবা যিনি সকলের গ্রহণযোগ্য, যিনি চরাচর জগতের গ্রহণকর্ত্তা, সেই ঈশ্বরের নাম "অন্ন" "অন্নাদ" এবং "অত্তা"। এই স্থলে যে তিনবার পাঠ আছে তাহা আদরার্থে। যেমন ডুমুর ফলের মধ্যে কৃমি উৎপন্ন হইয়া উহাতেই থাকে এবং

উহাতেই নষ্ট হইয়া যায়, পরমেশ্বরের মধ্যে সমস্ত জগতের তেমনই অবস্থা হয়। (বস নিবাসে) এই ধাতু হইতে "বসু" শব্দ সিদ্ধ হয়। "বসন্তি ভূতানি যস্মিন্নথবা যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু বসতি স বসুরীশ্বরঃ" যাঁহাতে সব আকাশাদি ভূত বাস করে এবং যিনি সকলের মধ্যে বাস করিতেছেন, সেই পরমেশ্বরের নাম "বসু"। (রুদির্ অশ্রু বিমোচনে), এই ধাতুর সহিত "ণিচ্" প্রত্যয় যোগে "রুদ্র" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যো রোদয়ত্যন্যায়কারিণো জনান্ স রুদ্রঃ" যিনি দুষ্কর্ম্মকারীদিগকে রোদন করান, সেই পরমেশ্বরের নাম "রুদ্র"।

"যন্মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচা বদতি যদ্বাচা বদতি তৎ কর্ম্মণা করোতি যৎ কর্ম্মণা করোতি তদভিসম্পদ্যতে ॥"

ইহা যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণের বচন। জীব মনে যাহা চিন্তা করে, তাহা বাণী দ্বারা বলে, যাহা বাণী দ্বারা বলে তাহাই কর্ম্মের দ্বারা করে, যাহা কর্ম্মের দ্বারা করে, তাহাই প্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল যে জীব যেরূপ কর্ম্ম করে সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হয়। যখন দুষ্কর্ম্মকারী জীব ঈশ্বরের ন্যায়-ব্যবস্থানুসারে দুঃখরূপ ফল প্রাপ্ত হয়, তখন ক্রন্দন করে। এইরূপে ঈশ্বর তাহাকে রোদন করান বলিয়া পরমেশ্বরের নাম "রুদ্র"।

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নর সূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥"

মনু ॥ (অঃ ১। শ্লোঃ ১০) ॥

জল এবং জীবগণের নাম "নারা", এই সব অয়ন অর্থাৎ নিবাস স্থান যাঁহার সেই সর্ব্ব জীবে ব্যাপক, পরমাত্মার নাম "নারায়ণ"। (চদি আহ্লাদে) এই ধাতু হইতে "চন্দ্র" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যশ্চন্দতি চন্দয়তি বা স চন্দ্রঃ" যিনি আনন্দ স্বরূপ এবং যিনি সকলের আনন্দদাতা, সেই ঈশ্বরের নাম "চন্দ্র"। (মগি গত্যর্থক) ধাতু হইতে "মঙ্গেরলচ্" এই সূত্রানুসারে "মঙ্গল" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যো মঙ্গতি মঙ্গয়তি বা স মঙ্গলঃ" যিনি স্বয়ং মঙ্গল-স্বরূপ এবং সর্ব্ব জীবের মঙ্গলের কারণ, সেই পরমেশ্বরের নাম "মঙ্গল"। (বুধ অবগমনে) এই ধাতু হইতে "বুধ" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যো বুধ্যতে বোধয়তি বা স বুধঃ" যিনি স্বয়ং বোধ-স্বরূপ এবং সকল জীবের বোধের কারণ, সেই পরমেশ্বরের নাম "বুধ"। "বৃহস্পতি" শব্দের অর্থ বলা হইয়াছে। (ঈশুচির পূতী ভাবে) এই ধাতু হইতে

"শুক্র" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ শুচ্যতি শোচয়তি বা স শুক্রঃ" যিনি অত্যন্ত পবিত্র এবং যাঁহার সংসর্গে জীবও পবিত্র হইয়া যায়, সেই পরমেশ্বরের নাম "শুক্র"। (চর গতিভক্ষণয়োঃ) এই ধাতুর সহিত "শনৈস্" অব্যয় উপপদ যোগে "শনৈশ্চর" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ শনৈশ্চরতি স শনৈশ্চরঃ" যিনি সকলের মধ্যে সহজেই প্রাপ্ত ও ধৈর্য্যবান্, সেই পরমেশ্বরের নাম "শনৈশ্চর"। (রহ ত্যাগে) এই ধাতু হইতে "রাহু" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যো রহতি পরিত্যজতি দুষ্টান্, রাহয়তি পরিত্যাজয়তি বা স রাহুরীশ্বরঃ" যিনি একান্ত স্বরূপ, যাঁহার স্বরূপে অন্য পদার্থ সংযুক্ত নহে, যিনি দুষ্টদিগকে পরিত্যাগ করেন এবং করান, সেই পরমেশ্বরের নাম "রাহু"। (কিত নিবাসে রোগাপনয়নে চ) এই ধাতু হইতে "কেতু" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ কেতয়তি চিকিৎসতি বা স কেতুরীশ্বরঃ" যিনি সমস্ত জগতের নিবাস স্থান, যিনি সর্ব্ব রোগরহিত এবং যিনি মুমুক্ষুদিগকে মুক্তিসময়ে সকল রোগ হইতে মুক্ত করেন সেই পরমাত্মার নাম "কেতু"। (যজ্ দেবপূজা-সঙ্গতি করণ-দানেষু) এই ধাতু হইতে "যজ্ঞ" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ", ইহা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের বচন। "যো যজতি বিদ্বদ্ভিরিজ্যতে বা স যজ্ঞঃ" যিনি সর্ব্বব্যাপক বলিয়া সব জগতের পদার্থ সমূহকে সংযুক্ত করেন, যিনি বিদ্বান্‌দিগের পূজ্য এবং যিনি ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ঋষি মুনির পূজ্য ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন, সেই পরমেশ্বরের নাম "যজ্ঞ"। (হু দানাহদনয়োঃ আদানেচেত্যেকে) এই ধাতু হইতে "হোতা শব্দ সিদ্ধ হয়। "যো জুহোতি স হোতা" যিনি জীবদিগকে দেয় পদার্থ সমূহের দাতা এবং যিনি গ্রহণ যোগ্য পদার্থ সমূহের গ্রহীতা সেই পরমেশ্বরের নাম "হোতা"। (বন্ধ বন্ধনে), এই ধাতু হইতে "বন্ধু" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ স্বস্মিন্ চরাচরং জগদ্বধ্নাতি, বন্ধুবদ্ধর্ম্মাত্মনাং সুখায় সহায়ো বা বর্ত্ততে স বন্ধুঃ" তিনি আপনার মধ্যে সমস্ত লোক লোকান্তরকে নিয়মবদ্ধ রাখিয়াছেন এবং সকলের সহোদরের ন্যায় সহায়ক, এইজন্য তাহারা স্ব স্ব পরিধি অথবা নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে পারেনা। ভ্রাতা যেরূপ ভ্রাতার সহায়কারী, পরমেশ্বরও সেইরূপ পৃথিব্যাদি লোক সমূহের ধারণ, রক্ষণ ও সুখ দান হেতু "বন্ধু" সংজ্ঞক। (পা রক্ষণে) এই ধাতু হইতে "পিতা" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ পাতি সর্ব্বান্ স পিতা" তিনি সকলের রক্ষক। পিতা যেরূপ নিজ সন্তানদের প্রতি সর্ব্বদা কৃপালু থাকিয়া তাহাদের উন্নতি কামনা করেন, পরমেশ্বরও সেইরূপ সকল জীবের উন্নতি কামনা করেন। এইজন্য তাঁহার নাম "পিতা"। "যঃ পিতৃণাং পিতা স পিতামহঃ" পিতৃগণেরও পিতা বলিয়া পরমেশ্বরের নাম "পিতামহ"। "যঃ

পিতামহানাং পিতা স প্রপিতামহঃ” যিনি পিতামহদিগের পিতা সেই ঈশ্বরের নাম “প্রপিতামহ”। “যো মিমীতে মানয়তি সর্ব্বান্ জীবান্ স মাতা” পূর্ণ কৃপাময়ী জননী যেরূপ নিজ সন্তানদের সুখ ও উন্নতি কামনা করেন, পরমেশ্বরও সেইরূপ সকল জীবের উন্নতি কামনা করেন। এইজন্য পরমেশ্বরের নাম “মাতা”। (চর গতি ভক্ষণয়োঃ) আঙ্ পূর্ব্বক এই ধাতু হইতে “আচার্য্য” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ আচারং গ্রাহয়তি সর্ব্বা বিদ্যা বোধয়তি স আচার্য্য ঈশ্বরঃ” যিনি সত্য আচারকে অন্য দ্বারা গ্রহণ করান এবং যিনি সকল বিদ্যা প্রাপ্তির হেতু হইয়া সকল বিদ্যা প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন, সেই পরমেশ্বরের নাম “আচার্য্য” (গৃ শব্দে) এই ধাতু হইতে “গুরু’ শব্দ সিদ্ধ হয়। “যো ধর্ম্যান্ শব্দান্ গৃহ্ণাত্যুপদিশতি স গুরুঃ”।

স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ যোগসূত্রে।
সমাধি-পাদে সূঃ ২৬ ॥

ইহা যোগ সূত্র। যিনি সত্য ধর্ম্ম প্রতিপাদক ও সর্ব্ববিদ্যাযুক্ত বেদের উপদেষ্টা, যিনি সৃষ্টির আদিতে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, অঙ্গিরা এবং ব্রহ্মাদি গুরুদিগেরও গুরু এবং যাঁহার কখনও নাশ হয়না, সেই পরমেশ্বরের নাম “গুরু”। (অজ গতি ক্ষেপণয়োঃ, জনী প্রাদুর্ভাবে), এই সকল ধাতু হইতে “অজ” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যোঽজতি সৃষ্টিং প্রতি সর্ব্বান্ প্রকৃত্যাদীন্ পদার্থান্ প্রক্ষিপতি জানাতি বা কদাচিন্ন জায়তে সোঽজঃ” যিনি প্রকৃতির সমস্ত অবয়ব আকাশাদি ভূত—পরমাণু সমূহকে যথোচিত মিলিত করেন এবং জীবদিগকে শরীরের সহিত সম্বন্ধ করিয়া জন্মদান করেন, কিন্তু স্বয়ং কখনও জন্ম গ্রহণ করেন না, সেই পরমেশ্বরের নাম “অজ”। (বৃহ বৃহি বৃদ্ধৌ) এই সকল ধাতু হইতে “ব্রহ্মা” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যোঽখিলং জগন্নির্ম্মাণেন বৃংহতি বর্দ্ধয়তি স ব্রহ্মা” যিনি সমগ্র জগৎ রচনা করিয়া বর্দ্ধিত করেন, সেই পরমেশ্বরের নাম “ব্রহ্মা”। “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইহা তৈত্তিরীয় উপনিষদের বচন। “সন্তীতি সন্তস্তেষু সৎসু সাধু তৎ সত্যম্। যজ্জানাতি চরাঽচরং জগত্তজ্জ্ঞানম্। ন বিদ্যতেঽন্তোঽবধি-মর্য্যাদা যস্য তদনন্তম্। সর্ব্বেভ্যো বৃহত্ত্বাদ্ ব্রহ্ম” যে সকল পদার্থ আছে সেই সকলকে “সৎ” বলে তন্মধ্যে ‘সাধু’ বলিয়া পরমেশ্বরের নাম সত্য। তিনি সমস্ত জগতের জ্ঞাতা, এইজন্য তাঁহার নাম “জ্ঞান”। তাঁহার অন্ত-অবধি-সীমা অর্থাৎ এত লম্বা, চওড়া, ছোট, বড়—এরূপ পরিমাণ নাই, এইজন্য পরমেশ্বরের নাম “অনন্ত”। (ডু দাঞ্ দানে) আঙ্ পূর্ব্বক এই ধাতু হইতে “আদি” শব্দ

এবং নঞ্ পূর্ব্বক অনাদি শব্দ সিদ্ধ হয়। "যস্মাৎ পূর্ব্বং নাস্তি পরং চাস্তি স আদিরিত্যুচ্যতে [মহাভাষ্য ১।১।২১] ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য সোঽনাদিরীশ্বরঃ" যাঁহার পূর্ব্বে কিছুই নাই, কিন্তু পরে হয়, তাঁহাকে "আদি" বলে। যাঁহার কোন আদি কারণ নাই, সেই পরমেশ্বরের নাম "অনাদি"। (টুনদি সমৃদ্ধৌ) আঙ্ পূর্ব্বক এই ধাতু হইতে আনন্দ শব্দ সিদ্ধ হয়। "আনন্দন্তি সর্ব্বে মুক্তা যস্মিন্ যদ্বা, যঃ সর্ব্বান্ জীবানানন্দয়তি স আনন্দঃ" যিনি আনন্দ স্বরূপ, যাঁহাতে সকল মুক্ত জীব আনন্দ প্রাপ্ত হয় এবং যিনি সকল ধর্ম্মাত্মা জীবকে আনন্দিত করেন, সেই পরমেশ্বরের নাম "আনন্দ"। (অস ভুবি) এই ধাতু হইতে "সৎ" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যদস্তি ত্রিষু কালেষু ন বাধ্যতে তৎসদ্ব্রহ্ম" যিনি সর্ব্বদা বর্ত্তমান, অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান কালে যাঁহার বাধা হয়না, সেই পরমেশ্বরকে "সৎ" বলে। (চিতী সংজ্ঞানে) এই ধাতু হইতে "চিৎ" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যশ্চেতিত চেতয়তি সংজ্ঞাপয়তি সর্ব্বান্ সজ্জনান্ যোগিনস্তচ্চিৎ পরং ব্রহ্ম" যিনি চেতনস্বরূপ, সকল জীবকে চেতনা যুক্ত করেন এবং যিনি সত্যাসত্যের জ্ঞাপয়িতা, সেই পরমেশ্বরের নাম "চিৎ"। এই তিন শব্দের বিশেষণে পরমেশ্বরকে "সচ্চিদানন্দ স্বরূপ" বলে। "যো নিত্যধ্রুবোঽচলোঽবিনাশী স নিত্যঃ" যিনি নিশ্চল এবং অবিনাশী, তিনি "নিত্য" শব্দবাচ্য ঈশ্বর। (শুন্ধ শুদ্ধৌ) এই ধাতু হইতে "শুদ্ধ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ শুন্ধতি সর্ব্বান্ শোধয়তি বা স ঈশ্বরঃ" যিনি স্বয়ং পবিত্র, সকল অশুদ্ধি হইতে পৃথক এবং যিনি সকলকে শুদ্ধ করেন, সেই ঈশ্বরের নাম "শুদ্ধ"। (বুধ অবগমনে) এই ধাতুর সহিত "ক্ত" প্রত্যয় যোগে "বুদ্ধ" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যো বুদ্ধবান্ সদৈব জ্ঞাতাঽস্তি স বুদ্ধো জগদীশ্বরঃ" যিনি সর্ব্বদা সকলের জ্ঞাতা, সেই ঈশ্বরের নাম "বুদ্ধ"। (মুচ্লৃ মোচনে) এই ধাতু হইতে "মুক্ত" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যো মুঞ্চতি মোচয়তি বা মুমুক্ষূন্ স মুক্তো জগদীশ্বরঃ" যিনি সর্ব্বদা অশুদ্ধি সমূহ হইতে পৃথক এবং যিনি মুমুক্ষুদিগকে ক্লেশ হইতে মুক্ত করেন, সেই পরমাত্মার নাম "মুক্ত"। "অতএব নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবো জগদীশ্বরঃ" অতএব পরমেশ্বরের স্বভাব নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং মুক্ত। (ডু কৃঞ্ করণে) নির্ ও আঙ্ পূর্ব্বক এই ধাতু হইতে "নিরাকার" শব্দ সিদ্ধ হয়। "নির্গত আকারাৎ স নিরাকারঃ" যাঁহার কোনও আকার নাই, যিনি কখনও শরীর ধারণ করেন না সেই পরমেশ্বরের নাম "নিরাকার"। (অঞ্জু ব্যক্তি-ম্রক্ষণ-কান্তি-গতিষু) এই ধাতু হইতে "অঞ্জন" শব্দ সিদ্ধ হয় এবং "নির্" উপসর্গ যোগে 'নিরঞ্জন' শব্দ সিদ্ধ

হয়। "অঞ্জনং ব্যক্তির্ম্লেক্ষণং কুকাম ইন্দ্রিয়ৈঃ প্রাপ্তিশ্চেত্যস্মাদ্যো নির্গতঃ পৃথগ্‌ভূতঃ স নিরঞ্জনঃ" যিনি ব্যক্তি অর্থাৎ আকৃতি, ম্লেচ্ছাচার, দুষ্ট কামনা এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহের বিষয়-পথ হইতে পৃথক্, সেই ঈশ্বরের নাম "নিরঞ্জন"। (গণ সংখ্যানে) এই ধাতু হইতে 'গণ' শব্দ সিদ্ধ হয়, তদুত্তর "ঈশ" বা "পতি" শব্দের যোগে "গণেশ" এবং "গণপতি" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যে প্রকৃত্যাদয়ো জড়া জীবাশ্চ গণ্যন্তে সংখ্যায়ন্তে তেষামীশঃ স্বামী পতিঃ পালকো বা" যিনি প্রকৃত্যাদি জড় এবং জীবাখ্য-পদার্থ সমূহের পালনকর্ত্তা, সেই ঈশ্বরের নাম "গণেশ" বা "গণপতি"। "যো বিশ্বমীষ্টে স বিশ্বেশ্বরঃ" যিনি সংসারের অধিষ্ঠাতা, সেই পরমেশ্বরের নাম "বিশ্বেশ্বর"। "যঃ কূটেঽনেকবিধ ব্যবহারে স্ব স্ব রূপেণৈব তিষ্ঠতি স কূটস্থ পরমেশ্বরঃ" যিনি সকল ব্যবহারে ব্যাপ্ত এবং সকল ব্যবহারের আধার হইয়াও কোনও ব্যবহারে নিজ স্বরূপ পরিবর্ত্তন করেন না, সেই পরমেশ্বরের নাম "কূটস্থ"। "দেব" শব্দের যতগুলি অর্থ লিখিয়াছি "দেবী" শব্দেরও ততগুলি অর্থ আছে। পরমেশ্বরের নাম তিন লিঙ্গেই আছে, যথা, "ব্রহ্মচিতিরীশ্বরশ্চেতি"। যখন ঈশ্বরের বিশেষণ হইবে, তখন "দেব", যখন চিতির বিশেষণ হইবে, তখন "দেবী"। এইজন্য পরমেশ্বরের নাম "দেবী"। (শক্‌ৢ শক্তৌ) এই ধাতু হইতে "শক্তি" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ সর্ব্বং জগৎ কর্ত্তুং শক্নোতি স শক্তিঃ" যিনি সকল জগতের রচনায় সমর্থ, সেই পরমেশ্বরের নাম "শক্তি"। (শ্রিঞ্‌ সেবায়াম্) এই ধাতু হইতে "শ্রী" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ শ্রীয়তে সেব্যতে সর্ব্বেণ জগতা বিদ্বদ্ভিঃ যোগিভিশ্চ স শ্রীরীশ্বরঃ"। সমস্ত জগৎ, বিদ্বন্মণ্ডলী এবং যোগিগণ যাঁহার সেবা করেন, সেই পরমাত্মার নাম "শ্রী"। (লক্ষ দর্শনাঙ্কনয়োঃ) এই ধাতু হইতে "লক্ষ্মী" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যো লক্ষয়তি পশ্যত্যঙ্কতে চিহ্নয়তি চরাচরং জগদথবা বেদৈরাপ্তৈর্যোগিভিশ্চ যো লক্ষ্যতে স লক্ষ্মীঃ সর্ব্বপ্রিয়েশ্বরঃ" যিনি সমস্ত চরাচর জগতকে দেখেন, চিহ্নিত বা দর্শনযোগ্য করেন অর্থাৎ যিনি শরীরে নেত্র ও নাসিকা, বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল, মূল; পৃথিবী ও জলের কৃষ্ণ, রক্ত ও শ্বেতবর্ণ এবং মৃত্তিকা, প্রস্তর, চন্দ্র ও সূর্য্যাদি চিহ্ন রচনা করেন ও সবকে দেখেন; যিনি সকল শোভার শোভা এবং যিনি বেদাদি শাস্ত্র বা ধার্ম্মিক বিদ্বান্ যোগীদিগের লক্ষ্য বা দর্শনযোগ্য, সেই পরমেশ্বরের নাম "লক্ষ্মী"। (সৃ গতৌ) এই ধাতু হইতে "সরস্" ও তদুত্তর "মতুপ" এবং "ঙীপ্" প্রত্যয় যোগে 'সরস্বতী শব্দ সিদ্ধ হয়। "সরো বিবিধং জ্ঞানং বিদ্যতে যস্যাং চিতৌ সা সরস্বতী" যাঁহার বিবিধ বিজ্ঞান অর্থাৎ শব্দ, অর্থ,

সম্বন্ধ ও প্রয়োগের যথাযথ জ্ঞান আছে, সেই পরমেশ্বরের নাম "সরস্বতী"। "সর্ব্বাঃ শক্তয়ো বিদ্যন্তে যস্মিন্ স সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরঃ" যিনি স্বকার্য্য সাধনে অন্য কাহারও সহায়তা ইচ্ছা করেন না, কিন্তু নিজ সামর্থ্য দ্বারাই স্বীয় সর্ব্ব কার্য্য সম্পাদন করেন, সেই পরমাত্মার নাম "সর্ব্ব শক্তিমান্"। (ণীঞ্ প্রাপণে) এই ধাতু হইতে "ন্যায়" শব্দ সিদ্ধ হয়। "প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ" ইহা ন্যায় সূত্রের বাৎস্যায়ন মুনি কৃত ভাষ্যের বচন। "পক্ষপাত রাহিত্যাচরণং ন্যায়ঃ" যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা পরীক্ষার পর সত্য বলিয়া সিদ্ধ হয় এবং যাহা পক্ষপাত রহিত ধর্ম্মরূপ আচরণ, তাহাকে "ন্যায়" বলে। "ন্যায়ং কর্ত্তুং শীলমস্য স ন্যায়কারীশ্বরঃ" ন্যায় অর্থাৎ পক্ষপাত রহিত ধর্ম্ম করাই যাঁহার স্বভাব, সেই পরমেশ্বরের নাম "ন্যায়কারী"। (দয় দান-গতি-রক্ষণ-হিংসা-দানেষু) এই এই ধাতু হইতে "দয়া" শব্দ সিদ্ধ হয়। "দয়তে দদাতি জানাতি গচ্ছতি রক্ষতি হিনস্তি যয়া সা দয়া, বহ্বী দয়া বিদ্যতে যস্য স দয়ালুঃ পরমেশ্বরঃ" পরমেশ্বর অভয়দাতা, সকল সত্যাসত্য বিদ্যার জ্ঞাতা, সজ্জনদিগের রক্ষক এবং দুষ্ট দিগের যথোচিত দণ্ডদাতা বলিয়া তাঁহার নাম "দয়ালু"।

"দ্বয়োর্ভাবো দ্বাভ্যামিতং সা দ্বিতা দ্বীতং বা, সৈব তদেব বা দ্বৈতম্, ন বিদ্যতে দ্বৈতং দ্বিতীয়েশ্বরভাবো যস্মিংস্তদদ্বৈতম্" অর্থাৎ "স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্যং ব্রহ্ম"। দুই হওয়া বা দুইয়ের দ্বারা যুক্ত হওয়াকে দ্বিতা বা দ্বীত অথবা দ্বৈত বলে, ইহা তাঁহাতে নাই। সজাতীয়—যেমন মনুষ্যের সজাতীয় অন্য মনুষ্য, বিজাতীয়—যেমন মনুষ্যেতর জাতিবিশিষ্ট বৃক্ষ, প্রস্তর ইত্যাদি এবং স্বগত—অর্থাৎ যেমন শরীরে চক্ষু, নাসিকা ও কর্ণ ইত্যাদি অবয়বগুলির ভেদ—তেমন অন্য সজাতীয় ঈশ্বর, বিজাতীয় ঈশ্বর বা নিজ আত্মায় তত্ত্বান্তর বস্তু—এইরূপ ভেদ রহিত একই পরমেশ্বর আছেন। এইজন্য পরমাত্মার নাম "অদ্বৈত"। "গণ্যন্তে যে তে গুণা বা যৈ র্গণয়ন্তি যে তে গুণাঃ, যো গুণেভ্যো নির্গতঃ স নির্গুণ ঈশ্বরঃ" সত্ত্ব, রজ, তম, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধাদি জড়ের যত গুণ আছে এবং অবিদ্যা, অল্পজ্ঞতা, রাগ, দ্বেষ ও অবিদ্যাদি ক্লেশ জীবের এইরূপ যত গুণ আছে, সে সব হইতে তিনি পৃথক্। এ বিষয়ে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যাদি উপনিষদের প্রমাণ আছে। যিনি শব্দ, স্পর্শ এবং রূপাদি গুণ রহিত, সেই পরমাত্মার নাম "নির্গুণ"। "যো গুণৈঃ সহ বর্ত্ততে স সগুণঃ" পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞান, সর্ব্বসুখ, পবিত্রতা এবং অনন্ত বলাদি গুণযুক্ত, এইজন্য তাহার নাম "সগুণ"। যেমন পৃথিবী

গন্ধাদি গুণযুক্ত বলিয়া "সগুণ" এবং ইচ্ছাদি গুণ রহিত বলিয়া "নির্গুণ," সেইরূপ জগতের ও জীবের গুণ হইতে পৃথক্ বলিয়া পরমেশ্বর "নির্গুণ" এবং সর্ব্বজ্ঞতাদি গুণযুক্ত বলিয়া "সগুণ"। অর্থাৎ এমন কোন পদার্থ নাই যাহা সগুণতা ও নির্গুণতা হইতে পৃথক্। চেতনের গুণরহিত বলিয়া জড় পদার্থ যেমন "নির্গুণ" এবং স্ব-গুণযুক্ত বলিয়া "সগুণ", সেইরূপ জড়ের গুণ হইতে পৃথক্ বলিয়া জীব "নির্গুণ", আবার ইচ্ছাদি নিজ গুণযুক্ত বলিয়া "সগুণ"। পরমেশ্বর সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। "অন্তর্যন্তুং নিয়ন্তুং শীলং যস্য সোঽয়মন্তর্য্যামী" যিনি প্রাণী ও অপ্রাণী জগতের মধ্যে ব্যাপক হইয়া সকলকে নিয়ন্ত্রিত করেন, সেই পরমেশ্বরের নাম "অন্তর্য্যামী"। "যো ধর্ম্মে রাজতে স ধর্ম্মরাজঃ" যিনি ধর্ম্মেই প্রকাশমান, অধর্ম্মরহিত এবং ধর্ম্মেরই প্রকাশক, সেই পরমেশ্বরের নাম "ধর্ম্মরাজ"। (যমু উপরমে) এই ধাতু হইতে "যম" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ সর্ব্বান্ প্রাণিনো নিযচ্ছতি স যমঃ" যিনি সকল প্রাণীকে কর্ম্মফল দানের ব্যবস্থা করেন এবং সকল অন্যায় হইতে পৃথক্, সেই পরমাত্মার নাম "যম"। (ভজ সেবায়াম্) এই ধাতু হইতে "ভগ" শব্দ সিদ্ধ হয়, ইহার সহিত "মতুপ্" প্রত্যয় যোগে "ভগবান্" পদ সিদ্ধ হয়। "ভগঃ সকলৈশ্বর্য্যং সেবনং বা বিদ্যতে যস্য স ভগবান্" যিনি সমগ্র ঐশ্বর্য্যযুক্ত অথবা ভজনের যোগ্য, সেই পরমেশ্বরের নাম "ভগবান্"। (মন জ্ঞানে) এই ধাতু হইতে "মনু" শব্দ হইয়াছে। "যো মন্যতে স মনুঃ"। যিনি মনু অর্থাৎ বিজ্ঞানশীল এবং মানিবার যোগ্য সেই ঈশ্বরের নাম "মনু"। (পৃ পালন-পূরণয়োঃ) এই ধাতু হইতে "পুরুষ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যঃ স্বব্যাপ্ত্যা চরাঽচরং জগৎ প্রীণাতি পূরয়তি বা স পুরুষঃ"। যিনি সকল জগতের মধ্যে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরের নাম "পুরুষ"। (ডুভৃঞ্ ধারণ-পোষণয়োঃ) "বিশ্ব" পূর্ব্বক এই ধাতু হইতে "বিশ্বম্ভর" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যো বিশ্বং বিভর্ত্তি ধরতি পুষ্ণাতি বা স বিশ্বম্ভরো জগদীশ্বরঃ" যিনি জগতের ধারণ এবং পোষণকর্ত্তা, সেই পরমেশ্বরের নাম "বিশ্বম্ভর"। (কল সংখ্যানে) এই ধাতু হইতে "কাল" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "কলয়তি সংখ্যাতি সর্ব্বান্ পদার্থান্ স কালঃ" যিনি জগতের সকল পদার্থের এবং জীবদিগের সংখ্যা করেন, সেই পরমেশ্বরের নাম "কাল"। (শিষ্লৃ বিশেষণে), এই ধাতু হইতে "শেষ" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ শিষ্যতে স শেষঃ" যিনি উৎপত্তি ও প্রলয়ের পরে শেষ অর্থাৎ অবশিষ্ট থাকেন, সেই পরমাত্মার নাম "শেষ"। (আপ্লৃ ব্যাপ্তৌ) এই ধাতু হইতে "আপ্ত" শব্দ সিদ্ধ হয়। "যঃ সর্ব্বান্

ধর্ম্মাত্মন আপ্নোতি বা সর্ব্বৈর্ধর্ম্মাত্মভিরাপ্যতে ছলাদিরহিতঃ স আপ্তঃ” যিনি সত্য উপদেশক, সকল বিদ্যাযুক্ত, যিনি ধর্ম্মাত্মাদিগকে প্রাপ্ত হন এবং যিনি ধর্ম্মাত্মাদের দ্বারা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য ও ছলকপটাদিরহিত, সেই পরমাত্মার নাম “আপ্ত”। (ডুকৃঞ্ করণে) “শম্” পূর্ব্বক এই ধাতু হইতে “শঙ্কর” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। “যঃ শং কল্যাণং সুখং করোতি স শঙ্করঃ” যিনি কল্যাণ অর্থাৎ সুখের কর্ত্তা সেই পরমেশ্বরের নাম “শঙ্কর”। “মহৎ” শব্দ পূর্ব্বক “দেব” শব্দ হইতে “মহাদেব” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যো মহতাং দেবঃ স মহাদেবঃ”। যিনি মহান্, দেবগণেরও দেব, অর্থাৎ বিদ্বান্‌দের উপরে বিদ্বান্, যিনি সূর্য্যাদি পদার্থের প্রকাশক, সেই পরমাত্মার নাম “মহাদেব”। (প্রীঞ্ তর্পণে কান্তৌ চ) এই ধাতু হইতে “প্রিয়” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ পৃণাতি প্রীয়তে বা স প্রিয়ঃ” যিনি ধর্ম্মাত্মা, মুমুক্ষু ও শিষ্টদিগকে প্রসন্ন করেন এবং যিনি সকলের কাম্য, সেই পরমেশ্বরের নাম “প্রিয়”। (ভূ সত্তায়াম্) “স্বয়ম্” পূর্ব্বক এই ধাতু হইতে “স্বয়ম্ভূ” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ স্বয়ং ভবতি স স্বয়ম্ভূরীশ্বরঃ” যিনি আপনা হইতেই আছেন, যিনি কখনও কাহা হইতেও উৎপন্ন হন নাই, সেই পরমেশ্বরের নাম “স্বয়ম্ভু”। (কু শব্দে) এই ধাতু হইতে “কবি” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ কৌতি শব্দয়তি সর্ব্বা বিদ্যা স কবিরীশ্বরঃ” যিনি বেদদ্বারা সকল বিদ্যার উপদেশ করেন ও যিনি বেত্তা, সেই পরমেশ্বরের নাম “কবি”। (শিবু কল্যাণে) এই ধাতু হইতে “শিব” শব্দ সিদ্ধ হয়। “বহুলমেতন্নিদর্শনম্” ইহা দ্বারা “শিবু” ধাতু মানা হয়। যিনি কল্যাণস্বরূপ ও কল্যাণকর্ত্তা, সেই পরমেশ্বরের নাম “শিব”।

পরমেশ্বরের এই শত নাম লিখিত হইল। কিন্তু এই সকল ব্যতীতও পরমাত্মার অসংখ্য নাম আছে। কারণ, পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব যেরূপ অনন্ত, তাঁহার নামও সেইরূপ অনন্ত। সেই সকলের মধ্য হইতে প্রত্যেক কর্ম্ম ও স্বভাবের এক একটি নাম হইয়াছে। আমার লিখিত এই নামগুলি সমুদ্রে বিন্দুবৎ। কারণ, বেদাদি শাস্ত্রে পরমাত্মার অনন্ত গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সকলের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের দ্বারা জ্ঞান হইতে পারে। যাঁহারা বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করেন, তাঁহাদের অন্যান্য পদার্থের ও পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে।

প্রশ্ন—অন্যান্য গ্রন্থকারেরা যেরূপ আরম্ভে, মধ্যে এবং শেষে মঙ্গলাচরণ করেন, আপনি সেইরূপ কিছু লিখেন নাই বা করেন নাই কেন ?

উত্তর—সেইরূপ করা আমার পক্ষে সঙ্গত নহে। কারণ যে আদি, মধ্য ও অন্ত ভাগে মঙ্গল করিবে, তাহার গ্রন্থে আদি, মধ্য ও অন্তের মধ্যস্থলে যাহা কিছু লিখিত হইবে তাহা অমঙ্গলই হইবে। এইজন্য "মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাচ্ছ্রুতিতশ্চেতি" ইহা সাংখ্য শাস্ত্রের (অঃ ৫। সূঃ ১) বচন। ইহার অভিপ্রায় এই যে ন্যায়পূর্ণ, পক্ষপাতরহিত, সত্য ও বেদোক্ত ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আচরণ করাকে মঙ্গলাচরণ বলে। গ্রন্থের আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত সত্যাচরণ করাই মঙ্গলাচরণ। কোন স্থলে মঙ্গল, কোন স্থলে অমঙ্গল লেখা মঙ্গলাচরণ নহে। সদাশয় মহর্ষিগণের লেখা দেখুন :—

যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি ॥

ইহা তৈত্তিরীয়োপনিষদের (প্রপাঠক ৭। অনুবাক ১১) বচন। হে সন্তানগণ! (অনবদ্য) অনিন্দনীয় অর্থাৎ ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্মই তোমাদের করণীয়, অধর্ম্মযুক্ত কর্ম্ম করণীয় নহে। এইজন্য আধুনিক গ্রন্থ সমূহে যে "শ্রীগণেশায় নমঃ", "সীতারামাভ্যাং নমঃ", "রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ", "শ্রীগুরুচরণারবিন্দাভ্যাং নমঃ", "হনুমতে নমঃ", "দুর্গায়ৈ নমঃ", "বটুকায় নমঃ", "ভৈরবায় নমঃ", "শিবায় নমঃ", "সরস্বত্যৈ নমঃ", "নারায়ণায় নমঃ" ইত্যাদি লেখা দেখা যায়, তাহা বেদ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া বুদ্ধিমান্ লোকেরা মিথ্যা বলিয়াই মনে করেন। কারণ বেদে এবং আর্ষগ্রন্থে কোথায়ও এইরূপ মঙ্গলাচরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। আর্ষগ্রন্থে "ওম্" এবং "অথ" শব্দই দেখা যায়। দেখুন :—

"অথ শব্দানুশাসনম্"। অথেত্যয়ং শব্দোঽধিকারার্থঃ প্রযুজ্যতে। —ইহা ব্যাকরণ-মহাভষ্যে।

"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" অথেত্যানন্তর্য্যে বেদাধ্যয়নানন্তরম্।—ইহা পূর্ব্বমীমাংসায়।

"অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ" অথেতি ধর্ম্মকথনানন্তরং ধর্ম্মলক্ষণং বিশেষণ ব্যাখ্যাস্যামঃ।—ইহা বৈশেষিক দর্শনে।

"অথ যোগানুশাসনম্" অথেত্যয়মধিকারার্থঃ।—ইহা যোগশাস্ত্রে।

"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" সাংসারিকবিষয়ভোগানন্তরং ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্ত্যর্থঃ প্রযত্নঃ কর্ত্তব্যঃ।—ইহা সাংখ্যশাস্ত্রে।

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" "চতুষ্টয় সাধন সমাপ্ত্যনন্তরং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যম্"। —ইহা বেদান্তসূত্র।

"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত"।—ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদের বচন।

"ওমিত্যেতদক্ষরমিদꣳসর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্"।—ইহা মাণ্ডুক্য উপনিষদের প্রারম্ভিক বচন।

এইরূপই অন্যান্য ঋষিমুনিদের গ্রন্থে "ওম্" এবং "অথ" শব্দ লিখিত হইয়াছে। (অগ্নি, ইট্, অগ্নি, যে ত্রিসপ্তাঃ পরিয়ন্তি০) এই সকল শব্দ চারি বেদের প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে। "শ্রীগণেশায় নমঃ" ইত্যাদি শব্দ কোথায়ও নাই। বৈদিকগণ যে বেদের আরম্ভে "হরিঃ ওম্" লিখেন এবং পাঠ করেন, তাহা তাঁহারা পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক দিগের মিথ্যা কল্পনা হইতে শিখিয়াছেন। বেদাদি শাস্ত্রের আরম্ভে "হরি" শব্দ কোথায়ও নাই, সুতরাং "ওম্" বা "অথ" শব্দই গ্রন্থের আরম্ভে লেখা উচিত। ঈশ্বর বিষয়ে এই কিঞ্চিন্মাত্র লিখিত হইল। ইহার পর শিক্ষা বিষয়ে লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষাবিভূষিত
ঈশ্বরনামবিষয়ে প্রথম সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ১ ॥

অথ দ্বিতীয় সমুল্লাসারম্ভঃ।

অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামঃ।

মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ ॥

ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের বচন। বস্তুতঃ যখনই প্রথম মাতা, দ্বিতীয় পিতা এবং তৃতীয় আচার্য্য—এই তিনজন উত্তম শিক্ষক সম্ভব হয় তখনই মনুষ্য জ্ঞানবান্ হইয়া থাকে। যে সন্তানের মাতা ও পিতা ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্, তাহার কুল ধন্য! সে অত্যন্ত ভাগ্যবান্! সন্তান মাতার নিকট হইতে যেরূপ উপদেশ ও উপকার প্রাপ্ত হয়, অন্য কাহারও নিকট সেইরূপ প্রাপ্ত হয় না। মাতা সন্তানকে যেমন স্নেহ করেন ও তাহার হিত কামনা করেন, সেইরূপ অন্য কেহই করে না। এই কারণে মাতৃমান্, অর্থাৎ "প্রশস্তা ধার্ম্মিকী মাতা বিদ্যতে যস্য স মাতৃমান্", বলা হইয়াছে। যে মাতা গর্ভাধান হইতে সন্তানের সম্পূর্ণ বিদ্যালাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে সুশীলতার শিক্ষা দিয়া থাকেন, তিনি ধন্যা।

মাতা এবং পিতার পক্ষে গর্ভাধানের পূর্ব্বে, তৎকালে এবং তদন্তর মাদকদ্রব্য, মদ্য, দুর্গন্ধযুক্ত, রুক্ষ ও বুদ্ধিনাশক দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে শান্তি, আরোগ্য, বল, বুদ্ধি, পরাক্রম এবং সুশীলতা দ্বারা সভ্যতা প্রাপ্ত হওয়া যায় এইরূপ ঘৃত, দুগ্ধ, মিষ্ট অন্নপানাদি উৎকৃষ্ট পদার্থের সেবন করা উচিত। ইহাতে রজোবীর্য্যও দোষ রহিত হইয়া অত্যুত্তম গুণযুক্ত হইবে। ঋতুগমনের বিধি অনুসারে, রজোদর্শনের পঞ্চম দিবস হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত ঋতুদানের সময়। এই (রজোদর্শনের) দিনগুলির মধ্যে প্রথম চারিদিন পরিত্যাজ্য। অবশিষ্ট বার দিনের মধ্যে একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট দশ রাত্রিতে গর্ভাধান প্রশস্ত। রজোদর্শনের দিন হইতে ষোড়শ রাত্রির পর আর সমাগম করিবে না। পুনরায় যতদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত ঋতুদানের সময় না আসে ততদিন এবং গর্ভস্থিতির পর এক বৎসর পর্য্যন্ত সংযুক্ত হইবে না।

তখন যেন উভয়ের শরীর নীরোগ থাকে, পরস্পরের মধ্যে যেন প্রসন্নতা থাকে এবং যেন কোনওরূপ শোক না হয়। চরক ও সুশ্রুতে ভোজনাচ্ছাদনের বিধান মনুস্মৃতিতে স্ত্রী-পুরুষের প্রসন্নতার রীতি যেরূপ লিখিত আছে তদনুসারে আচরণ করিবে। গর্ভাধানের পর স্ত্রীর অত্যন্ত সাবধানতার সহিত আহার ও পরিধেয় গ্রহণ করা উচিত। তখন হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষের সঙ্গ করিবে না। সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত গর্ভিণী বুদ্ধি, বল, রূপ, স্বাস্থ্য, পরাক্রম, শান্তি এবং অন্যান্য গুণজনক দ্রব্যই সেবন করিতে থাকিবে।

জন্মের সময় উত্তম সুগন্ধ জলে শিশুকে স্নান করাইয়া নাড়ী ছেদনান্তে সুগন্ধ ঘৃতাদি দ্বারা হোম করিবে *। প্রসূতিরও স্নানাহারের যথোচিত ব্যবস্থা করিবে যেন শিশু ও প্রসূতির শরীর ক্রমশঃ সুস্থ ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। শিশুর মাতা অথবা ধাত্রী এইরূপ খাদ্য গ্রহণ করিবে যেন স্তন্যেও উত্তম গুণ জন্মে। ছয় দিন পর্য্যন্ত শিশুকে প্রসূতির স্তন্য দিবে, তদন্তর ধাত্রী স্তন্য পান করাইবে। মাতা পিতা ধাত্রীকে উত্তম খাদ্য ও পানীয় দিবে। যাহারা দরিদ্র, ধাত্রী রাখিতে অসমর্থ, তাহারা বুদ্ধি, পরাক্রম ও আরোগ্যকর ওষধি বিশুদ্ধ জলে ভিজাইবার পর সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। তাহার পর সেই জল গো বা ছাগদুগ্ধের সহিত সম পরিমাণে মিশাইয়া শিশুকে পান করাইবে। প্রসবের পর শিশু ও তাহার মাতাকে বিশুদ্ধ বায়ুযুক্ত অন্য কোন স্থানে রাখিবে। সেই স্থানে সুগন্ধ এবং সুদৃশ্য পদার্থও রাখিবে। যে স্থানের বায়ু শুদ্ধ সেই স্থানেই প্রসূতির ভ্রমণ করা উচিত। যে স্থানে ধাত্রী, গাভী ও ছাগী প্রভৃতির দুগ্ধ পাওয়া যাইবে না, সেস্থানে যেরূপ উচিত বুঝিবে সেইরূপ করিবে। প্রসূতির দেহাংশ হইতে শিশুর শরীর গঠিত হয়। এইজন্য প্রসবকালে প্রসূতি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রসূতি শিশুকে স্তন্য পান করাইবে না। দুগ্ধ বন্ধ করিবার জন্য স্তনের ছিদ্রের উপর এইরূপ ঔষধির প্রলেপ দিবে, যাহাতে দুগ্ধ নিঃসৃত না হয়। এইরূপ করিলে প্রসূতি দ্বিতীয় মাসে পুনরায় সুস্থ ও সবল ও যুবতী হইয়া উঠিবে। তত সময় পর্য্যন্ত পুরুষ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা বীর্য্য নিরোধ করিবে। যে স্ত্রী-পুরুষ এইরূপ করিবে তাহাদের উত্তম সন্তান জন্মিবে, তাহারা দীর্ঘায়ু হইবে, তাহাদের বল ও পরাক্রম বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং ইহাতে সন্তানসকল উত্তম, বলবান্, পরাক্রমশালী, দীর্ঘায়ু ও ধার্ম্মিক হইবে। স্ত্রী যোনিসঙ্কোচন ও

---

* শিশুর জন্ম সময়ে "জাতকর্ম্ম সংস্কার" হইয়া থাকে। তাহাতে হোম প্রভৃতি বেদোক্ত কর্ম্ম করিতে হয়। এই বিষয় "সংস্কার বিধি"তে সবিস্তার লিখিত হইয়াছে।

শোধন করিবে এবং পুরুষ বীর্য্যস্তম্ভন করিবে। এইরূপ করিলে পুনরায় যত সন্তান জন্মিবে তাহারাও উৎকৃষ্ট হইবে।

মাতা সন্তানদিগকে সর্ব্বদা উত্তম শিক্ষা দিবেন, যেন তাহারা সভ্য হয় এবং কোন অঙ্গের দ্বারা কুচেষ্টা করিতে না পারে। শিশু কথা বলিতে আরম্ভ করিলেই যাহাতে তাহার জিহ্বা কোমল হইয়া স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে সেইরূপ উপায় বিধান করিবে। যে বর্ণের যে স্থান ও প্রযত্ন, যেমন "প" এর স্থান ওষ্ঠ এবং প্রযত্ন স্পষ্ট, তদনুসারে ওষ্ঠদ্বয় মিলিত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে তেমনই হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত অক্ষরগুলি যাহাতে সম্যক্‌রূপে উচ্চারণ করিতে পারে সেইরূপ উপায় করিবে। মধুর, গম্ভীর, সুন্দর, স্বর, অক্ষর, মাত্রা, পদ, বাক্য, সংহিতা এবং অবসান যেন পৃথক্ পৃথক্ শ্রুতিগোচর হয়। যখন শিশু কিছু কিছু বলিতে ও বুঝিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহাকে সুন্দর বাক্য এবং জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, পূজ্য, পিতা, মাতা, রাজা ও বিদ্বান্ প্রভৃতির সহিত কথোপকথন ও তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থিতি ও উপবেশন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করিবে, যেন তাহারা কোন স্থানে অযোগ্য ব্যবহার না করে এবং সর্ব্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হয়। সন্তান যাহাতে জিতেন্দ্রিয়, বিদ্যানুরাগী ও সৎসঙ্গাভিলাষী হয়, তদ্রূপ চেষ্টা করিতে থাকিবে। তাহারা ব্যর্থ ক্রীড়া, রোদন হাস্য, কলহ, হর্ষ, শোক, বস্তু বিশেষের প্রতি লোলুপতা এবং ঈর্ষ্যা দ্বেষাদি যেন না করে। উপস্থেন্দ্রিয়ের স্পর্শ ও মর্দ্দন হেতু বীর্য্যের ক্ষীণতা ও নপুংসকত্ব জন্মে, হস্তে দুর্গন্ধও হয়। এই জন্য উহা স্পর্শ করিবে না। যাহাতে তাহারা সত্যবাদিতা, শৌর্য্য, ধৈর্য্য ও প্রফুল্লতা প্রভৃতি গুণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কার্য্য করাইবে। বালক বালিকাদিগকে পাঁচ বৎসর বয়সে দেবনাগরী অক্ষর শিক্ষা দিবে। বিদেশীয় ভাষার অক্ষরও শিক্ষা দিবে। ইহার পর যাহাতে সুশিক্ষা, বিদ্যা, ধর্ম্ম, পরমেশ্বর, মাতা, পিতা, আচার্য্য, বিদ্বান্, অতিথি, রাজা, প্রজা, আত্মীয়, বন্ধু, ভগ্নী এবং ভৃত্যাদির সহিত কিরূপ আচরণ করিবে সেই সব বিষয়ের মন্ত্র, শ্লোক, সূত্র, গদ্য এবং পদ্যও অর্থের সহিত কণ্ঠস্থ করাইবে।

যাহাতে সন্তানগণ কোন ধূর্ত্ত কর্ত্তৃক প্রতারিত না হয় এবং যে সকল আচরণ দ্বারা তাহারা বিদ্যা ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ভ্রান্তি জালে পতিত না হয়, সেই বিষয়ে এবং যাহাতে তাহাদের ভূত প্রেতাদি মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস না হয় সেই সম্বন্ধেও উপদেশ দিবে।

গুরোঃ প্রেতস্য শিষ্যস্তু পিতৃমেধং সমাচরন্।
প্রেতহারৈঃ সমং তত্র দশরাত্রেণ শুধ্যতি ॥
মনু০ (অ০ ৫ । ৬৫) ॥

অর্থ—যখন গুরুর মৃত্যু হয়, তখন প্রেতাখ্য মৃত-দেহের দাহকারী শিষ্য, প্রেতহার অর্থাৎ শব-বাহীদের সহিত দশম দিবসে শুদ্ধ হয়। দাহান্তে সেই মৃতদেহের নাম ভূত হয়, অর্থাৎ তিনি অমুক ব্যক্তি ছিলেন—এইরূপ বলা হয়। যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়া বর্ত্তমান কালে থাকে না, তাহা ভূতস্থ হয় বলিয়া তাহার নাম ভূত। ব্রহ্মা হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল বিদ্বানের এইরূপ সিদ্ধান্ত। কিন্তু যাহার শঙ্কা, কুসংসর্গ ও কুসংস্কার জন্মে, তাহার পক্ষে ভয় ও শঙ্কা-রূপী ভূত, প্রেত, শাকিনী ডাকিনী প্রভৃতি নানাবিধ ভ্রম-জাল দুঃখ জনক হইয়া থাকে। দেখ যখন কোন প্রাণীর মৃত্যু হয়, তখন তাহার জীবাত্মা পাপপুণ্যের বশীভূত হইয়া পরমেশ্বরের ব্যবস্থানুসারে সুখ দুঃখের ফল ভোগার্থ জন্মান্তর গ্রহণ করে। কেহ কি অবিনাশী পরমেশ্বরের এই ব্যবস্থার নাশ করিতে পারে? জ্ঞানহীন লোকেরা বৈদ্যক শাস্ত্র বা পদার্থ বিদ্যার পড়াশুনা না করিয়া ও বিচারশূন্য হইয়া সন্নিপাত জ্বরাদি শারীরিক এবং উন্মাদাদি মানসিক ব্যাধিকে ভূত প্রেতাদি নাম দিয়া থাকে। তাহারা ঐ সকলের জন্য ঔষধ সেবন ও পথ্যাদি উচিত ব্যবহার না করিয়া ধূর্ত্ত, পাষণ্ড, মহামূর্খ, অনাচারী, স্বার্থপর, মেথর, চামার, শূদ্র এবং ম্লেচ্ছ প্রভৃতিকে বিশ্বাস করে এবং নানা প্রকার ঢং ছলনা, কপটতা করে, উচ্ছিষ্ট ভোজন করে এবং মিথ্যা মন্ত্র-যন্ত্র ব্যবহার করিয়া সূত্র ও তাগা বাঁধিতে ও বাঁধাইতে থাকে। এইরূপে তাহারা নিজেদের অর্থনাশ ও সন্তানাদির দুর্দ্দশা ও রোগ বৃদ্ধি করিয়া দুঃখ দিতে থাকে। যখন কোন মূর্খ ধনী ঐ সকল দুর্বুদ্ধি, পাপী স্বার্থপরদের নিকট গিয়া বলে, "মহাশয় ইহার (বালক বালিকা, স্ত্রী অথবা পুরুষের) কি হইয়াছে জানি না"। তখন তাহারা বলে, "ইহার শরীরে প্রকাণ্ড ভূত, প্রেত, ভৈরব, শীতলাদি দেবী-দেবতা আসিয়াছে। যে পর্য্যন্ত তুমি ইহার প্রতিকার না করিবে, সে পর্য্যন্ত তাহারা ছাড়িয়া যাইবে না এবং প্রাণহরণও করিবে। "যদি তুমি মলিদা (খাদ্য বিশেষ) অথবা এই পরিমাণ ভেট দাও, তাহা হইলে আমরা মন্ত্র-জপ এবং পুরশ্চরণ দ্বারা ঝাড়িয়া ইহাদিগকে বাহির করিয়া দিতে পারি"। তখন সেই অন্ধ ও তাহার আত্মীয় স্বজনগণ বলে, "মহাশয়! আমাদের সর্ব্বস্ব যাক, ইহাকে ভাল করিয়া

দিন।” তখনই ত তাহাদের সুযোগ হয়। তখন ধূর্ত্তগণ বলে, “আচ্ছা, এই পরিমাণ সামগ্রী ও এত দক্ষিণা আন, দেবতার ভেট এবং গ্রহ-দান করাও”। তখন ধূর্ত্তগণ ঝাঁঝর, মৃদঙ্গ, ঢোল এবং থালা লইয়া রোগীর সম্মুখে বাজায় ও গান করে। তাহাদের মধ্যে একজন পাষণ্ড উন্মাদের ন্যায় নর্ত্তন কুর্দ্দন করিতে করিতে বলে, “আমি ইহার প্রাণই লইব”। তখন সেই অন্ধ ব্যক্তি ঐ সকল মেথর চামার প্রভৃতি নীচ প্রকৃতির লোকের পায়ে পড়িয়া বলে, “আপনি যাহা ইচ্ছা তাহাই নিন, ইহাকে বাঁচাইয়া দিন”। তখন সেই ধূর্ত্ত বলে, “আমি হনুমান, আন পাকা মিঠাই, তৈল, সিন্দুর, সওয়া মণ “রোট” (খাদ্য বিশেষ) এবং লাল কৌপীন”। “আমি দেবী, আমি ভৈরব, আন পাঁচ বোতল মদ, কুড়িটি মুরগী, পাঁচটি ছাগল, মিঠাই এবং বস্ত্র”। তখন সেই ব্যক্তি বলে, “যাহা চাহেন তাহাই নিন”। তখন ত সেই পাগল খুব নাচিতে ও লাফাইতে থাকে। কিন্তু, যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাকে উপহার স্বরূপ পাঁচ জুতা, ডাণ্ডা বা চপেটাঘাত করে ও লাথি মারে, তবে তাহার হনুমান, দেবী এবং ভৈরব তখনই প্রসন্ন হইয়া পলায়ন করে। কারণ ঐ সকল তাহাদের ধনাদি হরণের ছলনা মাত্র।

যখন কেহ কোন গ্রহ-গ্রস্ত গ্রহরূপী ভণ্ড জ্যোতির্ব্বিদের নিকট গিয়া বলে, “মহাশয়! ইহার কি হইয়াছে?” তখন সে বলে, “ইহার উপর সূর্য্যাদি ক্রূর গ্রহ চাপিয়াছে। যদি তুমি তাহাদের জন্য শান্তি, পাঠ, পূজা ও দান করাও, তবে সুখী হইবে, নতুবা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া তাহার মরিয়া যাওয়াও আশ্চর্য্য নহে।” (উত্তর)—বলুন জ্যোতিষী ঠাকুর! এই পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যাদি লোকও জড়। ইহারা তাপ ও আলোক দান ব্যতীত অন্য কিছুই করিতে পারে না। এই সকল কি চেতন যে ক্রুদ্ধ হইয়া দুঃখ এবং শান্ত হইয়া সুখ দিতে পারে? (প্রশ্ন)—এই সংসারে যে রাজা, প্রজা, সুখী, দুখী হইতেছে, ইহা কি গ্রহের ফল নহে? (উত্তর)—না, এ সকল পাপ পুণ্যের ফল। (প্রশ্ন)—তবে কি জ্যোতিষ শাস্ত্র মিথ্যা? (উত্তর)—না, তাহাতে যে অঙ্ক, বীজ গণিত ও রেখা গণিতাদি বিদ্যা আছে তাহা সব সত্য কিন্তু ফলের লীলা খেলা সমস্ত মিথ্যা। (প্রশ্ন)—এই যে জন্ম পত্রিকা ইহাও কি নিষ্ফল? (উত্তর)—হাঁ, উহা জন্মপত্র নহে, উহার নাম শোকপত্র রাখা উচিত। কারণ যখন সন্তানের জন্ম হয় তখন সকলের আনন্দ হয় কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত জন্মপত্র প্রস্তুত ও গ্রহফল শ্রুত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই আনন্দ থাকে। যখন পুরোহিত জন্মপত্র প্রস্তুত করাইতে বলে, তখন সন্তানের মাতা পিতা পুরোহিতকে বলেন, “ঠাকুর!

আপনি খুব ভাল জন্ম পত্রিকা তৈয়ার করুন।” যদি সে ধনাঢ্য হয় তবে পুরোহিত অনেক লাল হলুদ রেখা দ্বারা চিত্র বিচিত্র জন্মপত্র, আর যদি দরিদ্র হয়, তবে সাধারণ রীতি অনুসারে জন্মপত্র প্রস্তুত করিয়া শুনাইতে আসে। তখন সন্তানের মাতা পিতা জ্যোতিষীর সম্মুখে বসিয়া বলেন, “ইহার জন্মপত্র ভাল ত ?” জ্যোতিষী বলে, “যেমন আছে তেমনই শুনাইয়া দিতেছি। ইহার জন্মগ্রহ খুব ভাল, মিত্রগ্রহও খুব ভাল। ইহার ফলে জাতক ধনাঢ্য ও প্রতিষ্ঠাবান হইবে। সে যে সভায় গিয়া বসিবে, সেই সভায় সকলের উপর তাহার প্রভাব পড়িবে। সে শারীরিক স্বাস্থ্য ও রাজসম্মান প্রাপ্ত হইবে।” এই সকল কথা শুনিয়া পিতা এবং অন্যান্য লোকেরা বলেন, “বাঃ! বাঃ! জ্যোতিষী ঠাকুর! আপনি বড় ভাল।” জ্যোতিষী বুঝিতে পারে যে, এই সকল কথায় কার্য্যসিদ্ধি হয়না। তখন সে বলে, “এই গ্রহ ত অতি উত্তম, কিন্তু এইসব গ্রহ ক্রুর অর্থাৎ অমুক অমুক ক্রূর গ্রহের সংযোগ বশতঃ আট বৎর বয়সে ইহার মৃত্যুযোগ আছে।” ইহা শুনিয়া মাতা পিতা প্রভৃতি পুত্র-জন্মজনিত আনন্দ হারাইয়া শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া জ্যোতিষীকে বলে, “ঠাকুর মশায়! এখন আমরা কি করিব ?” তখন জ্যোতিষী বলেন, “উপায় কর।” গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করে, “কি উপায় করিব ?” জ্যোতিষী প্রস্তাব করিতে থাকে, “এই এই দান কর, গ্রহের মন্ত্র-জপ করাও এবং নিত্য ব্রাহ্মণ-ভোজন করাও, তবে অনুমান হয় যে নবগ্রহের বিঘ্ন দূর হইবে।” ‘অনুমান’ শব্দ এইজন্য যে, যদি সন্তান মরিয়া যায়, তবে সে বলিবে,—“আমি কি করিব ? পরমেশ্বরের উপর কেহই নাই, আমি ত বহু চেষ্টাই করিলাম, তুমিও করাইলে কিন্তু উহার কর্ম্মই এইরূপ ছিল।” আর যদি বাঁচিয়া যায়, তবে বলিবে, “দেখ, আমার মন্ত্রের এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণদের কি শক্তি! তোমার সন্তানকে বাঁচাইয়া দিয়াছি।” এস্থলে এরূপ হওয়া উচিত যে, যদি জপ ও মন্ত্রপাঠের দ্বারা কিছু না হয়, তবে ধূর্ত্তদের নিকট হইতে দুই গুণ তিন গুণ টাকা আদায় করা হইবে। যদি সন্তান বাঁচিয়া যায়, তথাপি ঐরূপ লওয়া উচিত, কেননা জ্যোতিষীরা যেমন বলিয়াছিল যে, ইহার কর্ম্ম এবং পরমেশ্বরের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই, গৃহস্থও সেইরূপ বলিবে,—“সে নিজের কর্ম্মে এবং পরমেশ্বরের বিধানে বাঁচিয়াছে, তোমার কার্য্যের দ্বারা নহে।” তৃতীয়তঃ, গুরু প্রভৃতিও পুণ্যদান করাইয়া স্বয়ং তাহা গ্রহণ করে, তখন জ্যোতিষীকে যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগকেও সেই উত্তর দিতে হইবে।

এখন অবশিষ্ট রহিল শীতলা, মন্ত্র, তন্ত্র, যন্ত্র প্রভৃতি। ইহারাও এইরূপ ঢং করিয়া থাকে। কেহ বলে—"যদি আমি মন্ত্রপাঠ করিয়া কাহাকেও সূত্র বা যন্ত্র বাঁধিয়া দেই, তাহা হইলে আমার দেবতা ও পীর সেই মন্ত্র ও যন্ত্রের প্রভাবে তাহার কোন বিঘ্ন হইতে দিবেনা।" তাহাকেও সেই উত্তর দিতে হইবে, "তুমি কি মৃত্যু, পরমেশ্বরের বিধান এবং কর্ম্মফল হইতেও রক্ষা করিতে পারিবে? তোমাদের এইসব করা সত্ত্বেও কত শিশু মরিয়া যায়, তোমাদের ঘরেও মরে, তোমরাও কি মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইবে?" তখন ধূর্ত্তগণ কিছুই বলিতে পারে না। তাহারা বুঝিতে পারে যে, এস্থলে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। অতএব এই সকল মিথ্যা ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া ধার্ম্মিক, সর্ব্বস্থানের উপকারী, অকপট ভাবে সকলের বিদ্যাদাতা, শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্‌দিগের প্রত্যুপকার করিবে। তাঁহারা যেরূপ জগতের উপকার করেন, সেরূপ কার্য্য কখনও পরিত্যাগ করিবে না। আর যাহারা রসায়ন, মারণ, মোহন, উচ্চাটন ও বশীকরণাদি লীলার কথা বলে, তাহাদিগকেও মহাপামর মনে করা উচিত। এই সকল মিথ্যা বিষয় সম্বন্ধে (সচেতন থাকার) উপদেশ বাল্যাবস্থাতেই সন্তানদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহাতে স্বীয় সন্তানগণ কাহারও ভ্রমজালে পতিত হইয়া দুঃখ ভোগ করিবে না। বীর্য্য-রক্ষায় যে আনন্দ ও বীর্য্য-নাশে যে দুঃখ তাহাও তাহাদিগকে এই বলিয়া জানাইয়া দেওয়া উচিত—"দেখ, যাহার শরীরে বীর্য্য সুরক্ষিত থাকে, তাহার আরোগ্য, বুদ্ধি, বল এবং পরাক্রম বৃদ্ধি হয়, তাহাতে সে অতিশয় সুখী হয়। বীর্য্য রক্ষার নিয়ম এই যে—বিষয়ের কথা, বিষয়ীদের সংসর্গ, বিষয়-চিন্তন, স্ত্রীলোক-দর্শন, একান্ত সেবন, সম্ভাষণ ও স্পর্শাদি হইতে দূরে থাকিয়া ব্রহ্মচারিগণ সুশিক্ষা ও পূর্ণ বিদ্যা লাভ করিবে। যাহার শরীর বীর্য্যহীন, সে নপুংসক ও অত্যন্ত শ্রীহীন হয়। যাহার প্রমেহ রোগ হয় সে দুর্ব্বল, নিস্তেজ ও নির্ব্বুদ্ধি হয়। সে উৎসাহ, সাহস, ধৈর্য্য, বল এবং পরাক্রম প্রভৃতি গুণরহিত হইয়া বিনষ্ট হয়। তোমরা যদি এই সময়ে সুশিক্ষা ও বিদ্যালাভে এবং বীর্য্য রক্ষায় ভুল কর তবে এই জন্মে এই অমূল্য সময় আর পাইবে না। যতদিন আমরা গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিত আছি, ততদিন পর্য্যন্ত তোমাদের বিদ্যাশিক্ষা ও শারীরিক বলবৃদ্ধি করা উচিত।" মাতা পিতা এইরূপ অন্যান্য শিক্ষাও প্রদান করিবেন। এই কারণে "মাতৃমান্ পিতৃমান্" শব্দ পূর্ব্বোক্ত বাক্যে গৃহীত হইয়াছে। মাতা জন্ম হইতে পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত এবং পিতা ষষ্ঠ হইতে

অষ্টম বর্ষ পর্য্যন্ত সন্তানকে শিক্ষা দান করিবেন। নবম বর্ষের প্রারম্ভে দ্বিজ নিজ সন্তানের উপনয়ন দিয়া আচার্য্য কুলে অর্থাৎ যে স্থানে পূর্ণ বিদ্বান্ পুরুষ এবং পূর্ণ বিদুষী স্ত্রী, শিক্ষা ও বিদ্যাদান করেন, সেই স্থানে বালক বালিকাদিগকে প্রেরণ করিবেন। শূদ্রাদি বর্ণ সন্তানদিগকে উপনয়ন না দিয়া বিদ্যাভ্যাসের জন্য গুরুকুলে প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা লেখাপড়ায় সন্তানদিগকে কখনও লালন করেন না, বরং তাড়নাই করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই সন্তানগণ বিদ্বান্, সভ্য এবং সুশিক্ষিত হয়। এ বিষয়ে ব্যাকরণ-মহাভাষ্যের প্রমাণ আছে :—

সামৃতৈঃ পাণিভির্ঘ্নন্তি গুরবো ন বিষোক্ষিতৈঃ।
লালনাশ্রয়িণো দোষাস্তাড়নাশ্রয়িণো গুণাঃ॥

(অঃ ৮।১।৮ ॥)

অর্থ—যে মাতা, পিতা ও আচার্য্য সন্তান ও শিষ্যদিগকে তাড়না করেন, মনে করিতে হইবে যে তাঁহারা স্বীয় সন্তান ও শিষ্যদিগকে স্বহস্তে অমৃত পান করাইতেছেন এবং যাঁহারা সন্তান বা শিষ্যদিগকে লালন করেন, তাঁহারা স্বীয় সন্তান ও শিষ্যদিগকে বিষ পান করাইয়া বিনষ্ট করেন। কারণ লালনের দ্বারা সন্তানগণ ও শিষ্যগণ দোষভাজন এবং তাড়নার দ্বারা গুণবান হইয়া থাকে। সন্তান এবং শিষ্যগণেরও সর্ব্বদা তাড়নে প্রসন্ন এবং লালনে অপ্রসন্ন থাকা উচিত। কিন্তু মাতা, পিতা ও শিক্ষকগণ ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ বশতঃ তাড়না করিবেন না কিন্তু বাহির হইতে ভয় দেখাইবেন এবং অন্তরে কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় চৌর্য্য, ব্যভিচার, আলস্য, প্রমাদ, মাদকদ্রব্য সেবন, মিথ্যাভাষণ, হিংসা, ক্রুরতা, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ এবং মোহ প্রভৃতি দোষের বর্জ্জন ও সত্যাচার গ্রহণ সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিবেন। কারণ যে ব্যক্তি কাহারও সম্মুখে একবার চুরি, লাম্পট্য, মিথ্যাভাষণাদি করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। যাহারা মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে, তাহাদের যেমন অনিষ্ট হয়, অন্য কাহারও সেইরূপ হয় না। অতএব যাহার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিবে, তাহার নিকট সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবে। যেমন কেহ কাহাকেও বলিল, "আমি অমুক সময়ে তোমার সহিত দেখা করিব, অথবা তুমি আমার সহিত দেখা করিবে, অথবা আমি অমুক বস্তু অমুক সময়ে তোমাকে দিব"—সেই প্রতিজ্ঞা সেইরূপ পূর্ণ করিবে, নতুবা কেহই বিশ্বাস করিবে না।

এই নিমিত্ত সর্ব্বদা সকলের সত্যভাষী ও সত্য প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত। কাহারও অভিমান করা উচিত নহে। যখন ছলনা, কপটতা বা কৃতঘ্নতা দ্বারা নিজেরই হৃদয়ে দুঃখ হয়, তখন অন্যের সম্বন্ধে কি বলা যাইতে পারে? ভিতরে একরূপ এবং বাহিরে অন্যরূপ রাখিয়া অপরকে মোহিত করা এবং অপরের ক্ষতিকে চিন্তা না করিয়া স্বার্থ-সিদ্ধি করাকে ছলনা ও কপটতা বলে। কাহারও কৃত উপকার স্বীকার না করাকে "কৃতঘ্নতা" বলে। ক্রোধাদি দোষ এবং কটুবাক্য পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ও মধুর বাক্যই বলিবে। অযথা বহু বাক্য ব্যয় করিবে না। যতটুকু বলা উচিত, তদপেক্ষা কম বা অধিক বলিবে না। বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে সম্মান করিবে। তাঁহাদের সম্মুখে উঠিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে উচ্চাসনে বসাইবে ও প্রথমে "নমস্তে" করিবে। তাঁহাদের সম্মুখে উত্তম আসনে বসিবে না। সভায় নিজের যোগ্যতা অনুসারে আসন গ্রহণ করিবে, যেন অন্য কেহ উঠাইয়া না দেয়। কাহারও সহিত বিরোধ করিবে না। গুণবান হইয়া গুণ গ্রহণ ও দোষ বর্জ্জন করিবে। সৎসংসর্গ করিবে, দুষ্ট সংসর্গ বর্জ্জন করিবে এবং কায়মনোবাক্যে ও ধনাদি অন্যান্য উৎকৃষ্ট সামগ্রী দ্বারা প্রীতি সহকারে মাতা, পিতা এবং আচার্য্যের সেবা করিবে।

যান্যস্মাকঁসুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি।
তৈত্তি০ (প্রপা০ ৭, অনু০ ১১)।

ইহার অভিপ্রায় এই যে মাতা, পিতা ও আচার্য্য নিজ সন্তান ও শিষ্যদিগকে সর্ব্বদা সত্য উপদেশ প্রদান করিবেন এবং ইহাও বলিবেন "আমাদের যাহা যাহা ধর্ম্ম-সঙ্গত কর্ম্ম, তাহা তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা যাহা দুষ্ট কর্ম্ম তাহা তাহা পরিত্যাগ করিতে থাক। যাহা সত্য বলিয়া জানিবে তাহা প্রকাশ ও প্রচার করিবে। কোন পাষণ্ড ও দুষ্টাচারীকে বিশ্বাস করিও না। যে সকল সৎ কর্ম্মের জন্য মাতা পিতা ও আচার্য্য আজ্ঞা দেন, সেই সকল সম্পূর্ণ রূপে পালন করিও"। যদি মাতা পিতা ধর্ম্ম, বিদ্যা ও সদাচার বিষয়ক শ্লোক, "নিঘণ্টু", "নিরুক্ত" "অষ্টাধ্যায়ী" অথবা অন্যান্য সূত্র বা বেদমন্ত্র কণ্ঠস্থ করাইয়া থাকেন, তবে ঐ সকলের অর্থ পুনরায় বিদ্যার্থীদিগকে জানাইয়া দিবেন। এই গ্রন্থের প্রথম সমুল্লাসে পরমেশ্বরের যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেইরূপ স্বীকার করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। যাহাতে আরোগ্য, বিদ্যা এবং বল লাভ হয়, সেইরূপ ভোজনাচ্ছাদন গ্রহণ করিবে, সেইরূপ ব্যবহার করিবে ও করাইবে; অর্থাৎ

ক্ষুধার পরিমাণ হইতে কিঞ্চিৎ কম ভোজন করিবে, মদ্য মাংস প্রভৃতি সেবনে বিরত থাকিবে। অজ্ঞাত ও গভীর জলে প্রবেশ করিবে না। কারণ জলজন্তু বা অন্য কোন কিছু দ্বারা কষ্ট হইতে পারে, অথবা সাঁতার জানা না থাকিলে ডুবিয়া যাওয়াও সম্ভব। "নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে" ইহা মনুর বচন। অজ্ঞাত জলাশয়ে অবতরণ করিয়া স্নানাদি করিবে না।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥
মনুঃ (অঃ ৬।৪৬ ॥)।

অর্থ—অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চ নীচ স্থান দেখিয়া চলিবে। বস্ত্রে ছাঁকিয়া জল পান করিব। সত্য-পূত বাক্য বলিবে। মনে মনে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে।

মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ।
ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা॥
চাণক্য নীতি (অ০ ২ শ্লো০ ১১)।

যে সকল মাতাপিতা সন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা না দেন, তাঁহারা সন্তানদিগের পূর্ণ শত্রু। বিদ্যাহীন সন্তানগণ বিদ্বান্‌দের সভায় হংস মধ্যে বকের ন্যায় তিরস্কৃত ও কুৎসিৎ দেখায়। সুতরাং কায়মনোবাক্যে ও ধনদ্বারা সন্তানদিগকে বিদ্বান্, ধার্ম্মিক, সভ্য ও সুশিক্ষিত করাই মাতাপিতার কর্ত্তব্য। ইহা মাতাপিতার পরম ধর্ম্ম ও কীর্ত্তির কার্য্য। ইহা সন্তানদিগের শিক্ষা বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা ইহা হইতেই অধিক বুঝিয়া লইবেন।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে
বালশিক্ষা বিষয়ে দ্বিতীয়ঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥২॥

অথ তৃতীয় সমুল্লাসারম্ভঃ

অথাঽধ্যয়নাধ্যাপন বিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ

এখন তৃতীয় সমুল্লাসে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নিয়ম লিখিত হইতেছে। সন্তানদিগকে উত্তম বিদ্যা, শিক্ষা এবং গুণ-কর্ম্ম-স্বভাবরূপ ভূষণে বিভূষিত করা মাতা, পিতা, আচার্য্য ও আত্মীয়-স্বজনদিগের প্রধান কর্ম্ম। স্বর্ণ, রৌপ্য, মাণিক্য, মুক্তা এবং প্রবালাদি রত্নমণ্ডিত অলঙ্কার পরাইলে মানবাত্মা কখনও সুভূষিত হইতে পারেনা। কারণ অলঙ্কার ধারণ করিলে শুধু দেহাভিমান, বিষয়াসক্তি, তস্করাদির ভয় এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে। সংসারে অলঙ্কারের জন্য দুর্ব্বৃত্তদের হস্তে শিশুদের মৃত্যু ঘটিতে দেখা যায়।

বিদ্যাবিলাসমনসো ধৃতশীলশিক্ষাঃ, সত্যব্রতা রহিতমানমলাপহারাঃ।
সংসারদুঃখদলনেন সুভূষিতা যে, ধন্যা নরা বিহিতকর্ম্মপরোপকারাঃ॥

যে সকল ব্যক্তির মন বিদ্যাবিলাসে তৎপর যাঁহারা সুন্দর শীল ও স্বভাব সম্পন্ন, যাঁহারা সত্যভাষণাদি নিয়ম পালনে রত, যাঁহারা নিরভিমান ও পবিত্র, যাঁহারা অপরের মলিনতা দূর করেন, যাঁহারা সত্যোপদেশ ও বিদ্যাদান দ্বারা সাংসারিক লোকের দুঃখ দূর করেন বলিয়া সুভূষিত এবং যাঁহারা বেদবিহিত কর্ম্মদ্বারা পরোপকারে নিযুক্ত, সেই সকল নরনারী ধন্য। এইজন্য আট বৎসর বয়সেই বালকদিগকে বালকদিগের এবং বালিকাদিগকে বালিকাদিগের পাঠশালায় প্রেরণ করিবে। দুরাচারী অধ্যাপক অথবা দুরাচারিণী অধ্যাপিকাদ্বারা শিক্ষা দান করাইবেনা; কিন্তু যাঁহারা পূর্ণ বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক তাঁহারাই অধ্যাপনা এবং শিক্ষাদানের উপযুক্ত। দ্বিজগণ স্বগৃহে বালকের যজ্ঞোপবীত এবং বালিকার সমুচিত সংস্কার করিয়া তাহাদিগকে যথোক্ত আচার্য্যকুলে, অর্থাৎ স্ব স্ব পাঠশালায় প্রেরণ করিবেন। বিদ্যাশিক্ষার স্থান নির্জ্জন হওয়া উচিত। বালক বালিকাদিগের পাঠশালা পরস্পর দুই ক্রোশ ব্যবধানে থাকা আবশ্যক। অধ্যাপক, ভৃত্য ও অনুচরবর্গ, সকলেই কন্যা-পাঠশালায় স্ত্রী এবং বালকদের পাঠশালায়

পুরুষ থাকিবে। বালিকাদের পাঠশালায় পাঁচ বৎসরের বালক এবং বালকদের পাঠশালায় পাঁচ বৎসরের বালিকাও যাইতে পারিবেনা; অর্থাৎ যতদিন বালকগণ ব্রহ্মচারী এবং বালিকাগণ ব্রহ্মচারিণী থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা পরস্পরের দর্শন, স্পর্শন, একান্ত সেবন, সম্ভাষণ, বিষয়ালাপ, ক্রীড়া, বিষয়চিন্তা এবং বিষয়সঙ্গ এই অষ্টবিধ মৈথুন হইতে দূরে থাকিবে। অধ্যাপকগণ তাহাদিগকে এই সকল হইতে রক্ষা করিবেন, যেন তাহারা উত্তম বিদ্যা, শিক্ষা, শীল, স্বভাব এবং শারীরিক ও আত্মিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বদা আনন্দবর্দ্ধনে সমর্থ হয়। নগর অথবা গ্রাম পাঠশালা হইতে এক যোজন অর্থাৎ চারিক্রোশ দূরে থাকিবে। রাজকুমার হউক, রাজকুমারী হউক, অথবা দরিদ্রের সন্তান হউক, সকলকে একরূপ বস্ত্র, খাদ্য, পানীয় ও আসন দিতে হইবে। সকলকে তপস্বী হইতে হইবে। সন্তানের মাতা পিতা নিজ নিজ সন্তানের সহিত অথবা সন্তান নিজ মাতা পিতার সহিত সাক্ষাৎ ও পরস্পর কোনরূপ পত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না। ইহাতে সন্তানগণ সাংসারিক চিন্তাশূন্য হইয়া কেবল বিদ্যোন্নতির চিন্তা করিবে। যখন তাহারা ভ্রমণ করিতে যাইবে, তখন তাহাদের সঙ্গে অধ্যাপক থাকিবেন, যেন তাহারা কোন প্রকার কুচেষ্টা, আলস্য এবং প্রমাদ করিতে না পারে।

কন্যানাং সম্প্রদানং চ কুমারাণাং চ রক্ষণম্ ॥

মনুঃ (অঃ ৭। শ্লোক ১৫২) ॥

ইহার অভিপ্রায় এই যে, এই বিষয়ে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিয়ম থাকা উচিত যে, পঞ্চম অথবা অষ্টম বৎসরের পর কেহ নিজ পুত্র কন্যাদিগকে গৃহে রাখিতে পারিবে না, পাঠশালায় অবশ্য প্রেরণ করিবে। যে প্রেরণ করিবে না সে দণ্ডনীয় হইবে। বালকের প্রথম যজ্ঞোপবীত গৃহে, দ্বিতীয় পাঠশালায় বা আচার্য্যকুলে হইবে। মাতা, পিতা বা অধ্যাপক তাঁহাদের বালক বালিকাদিগকে অর্থ সহিত গায়ত্রী মন্ত্রের উপদেশ দিবেন। সেই মন্ত্র এই :—

ওম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ যজুঃ০ অঃ ৩৬। মঃ ৩ ॥

এই মন্ত্রের প্রথমে যে "ওম্" আছে তাহার অর্থ প্রথম সমুল্লাসে লিখিত হইয়াছে। সে স্থলে তাহা জ্ঞাতব্য। এক্ষণে তিন মহাব্যাহৃতির অর্থ সংক্ষেপে

লিখিত হইতেছে :—"ভূরিতি বৈ প্রাণঃ," "যঃ প্রাণয়তি চরাঽচরং জগৎ স ভূঃ স্বয়ম্ভূরীশ্বরঃ" যিনি সমস্ত জগতের জীবনাধার, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় এবং স্বয়ম্ভু সেই প্রাণবাচক বলিয়া "ভূঃ" পরমেশ্বরের নাম। "ভুবরিত্যপানঃ," "যঃ সর্ব্বংদুঃখমপানয়তি সোঽপানঃ"। যিনি সর্ব্বদুঃখ রহিত, যাঁহার সংসর্গে জীব সর্ব্বদুঃখ-বিমুক্ত হয়, সেই পরমেশ্বরের নাম "ভুবঃ"। "স্বরিতি ব্যানঃ," "যো বিবিধং জগৎ ব্যানয়তি ব্যাপ্নোতি স ব্যানঃ" যিনি বিভিন্ন জগতে ব্যাপক হইয়া সকলকে ধারণ করেন, সেই পরমেশ্বরের নাম "স্বঃ"। এই তিনটি বচনই তৈত্তিরীয় আরণ্যকের (প্রপা০ ৭। অনু০ ৫)। (সবিতুঃ) "যঃ সুনোত্যুৎপাদয়তি সর্ব্বং জগৎ স সবিতা তস্য" যিনি জগতের স্রষ্টা এবং সর্বৈশ্বর্য্যদাতা। (দেবস্য) "যো দীব্যতি দীব্যতে বা স দেবঃ" যিনি সর্ব্বসুখদাতা এবং সকলে যাঁহার প্রাপ্তি কামনা করে, সেই পরমাত্মার (বরেণ্যং) "বর্ত্তুমর্হম্," স্বীকার করিবার যোগ্য, যাহা অতিশয় শ্রেষ্ঠ (ভর্গঃ) "শুদ্ধ স্বরূপম্," শুদ্ধ স্বরূপ ও পাবক, চেতন ব্রহ্মস্বরূপ (তৎ) সেই সেই পরমাত্মার স্বরূপকে আমরা (ধীমহি) "ধরেমহি," ধারণ করি। কি প্রয়োজনে ? (যঃ) "জগদীশ্বরঃ," যে সবিতা দেব পরমাত্মা (নঃ) "অস্মাকম্," আমাদের, (ধিয়ঃ) " "বুদ্ধীঃ" বুদ্ধি সমূহকে (প্রচোদয়াৎ) "প্রেরয়েৎ" প্রেরণা করেন, অর্থাৎ কুকর্ম্ম হইতে মুক্ত করিয়া সুকর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন। "হে পরমেশ্বর! হে সচ্চিদানন্দানন্ত স্বরূপ! হে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব! হে অজনিরঞ্জন নির্ব্বিকার! হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! হে সর্ব্বাধার জগৎপতে! সকল জগদুৎপাদক! হে অনাদে! বিশ্বম্ভর! সর্ব্বব্যাপিন্! হে করুণামৃতবারিধে! সবিতুর্দেবস্য তব যদোং ভূর্ভুবঃ স্বর্ব্বরেণ্যং ভর্গোঽস্তি তদ্বয়ং ধীমহি দধীমহি ধরেমহি ধ্যায়েম বা। কস্মৈ প্রয়োজনায়েত্যত্রাহ। হে ভগবন্! যঃ সবিতা দেবঃ পরমেশ্বরো ভবানস্মাকং ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ, স এবাস্মাকং পূজ্য উপাসনীয় ইষ্ট দেবোভবতু নাতোঽন্যং ভবত্তুল্যং ভবতোঽধিকঞ্চ কঞ্চিৎ কদাচিন্মন্যামহে"।

হে মনুষ্যগণ! যিনি সক্ষমদিগের উপরে সক্ষম, সচ্চিদানন্দ, অনন্তস্বরূপ, নিত্য শুদ্ধ, নিত্য বুদ্ধ, নিত্য মুক্ত স্বভাব, যিনি কৃপাসাগর, যথার্থ ন্যায়কারী, যিনি জন্ম মরণাদি ক্লেশ রহিত, নিরাকার, যিনি সর্ব্ব ঘটের জ্ঞাতা, যিনি সকলের ধর্ত্তা, পিতা এবং স্রষ্টা, যিনি অন্নাদি দ্বারা বিশ্বের পোষণ করেন, যিনি সর্বৈশ্বর্য্যশালী, জগন্নির্ম্মাতা, শুদ্ধস্বরূপ এবং যিনি সকলের প্রাপ্তিকামনার

যোগ্য, সেই পরমাত্মার যে শুদ্ধ চেতনস্বরূপ, আমরা তাহাই ধারণ করি। প্রয়োজন এই যে, সেই পরমেশ্বর আমাদের আত্মা ও বুদ্ধির অন্তর্য্যামিরূপে আমাদিগকে দুরাচার ও পাপমার্গ হইতে দূরে রাখিয়া সদাচার ও সত্যমার্গে পরিচালিত করিবেন। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের অন্য কোন বস্তুর ধ্যান করা উচিত নহে। কারণ তাঁহার সমানও কেহ নাই এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। তিনিই আমাদের পিতা, রাজা, ন্যায়াধীশ এবং সর্ব্বসুখদাতা।

এইরূপে গায়ত্রী মন্ত্রের উপদেশ প্রদান করিয়া স্নান, আচমন এবং প্রাণায়াম প্রভৃতি সন্ধ্যোপাসনার ক্রিয়া শিক্ষা দিবে। প্রথমে স্নান এই জন্য যে, তদ্দারা শরীরের বাহ্য অবয়ব গুলির শুদ্ধি এবং আরোগ্যাদি হইয়া থাকে। এই বিষয়ে প্রমাণ :—

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥

মনু০ (অঃ ৫। ১০৯)।

ইহা মনুস্মৃতির শ্লোক। জলের দ্বারা শরীরের বাহ্যাবয়বগুলি, সত্যাচরণ দ্বারা মন, বিদ্যা ও তপঃ অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে জীবাত্মা পবিত্র হয়। জ্ঞান অর্থাৎ পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থের বিবেক দ্বারা বুদ্ধি দৃঢ় নিশ্চয় ও পবিত্র হয়। এইজন্য আহারের পূর্ব্বে অবশ্যই স্নান করিবে।

দ্বিতীয়তঃ প্রাণায়াম, এ বিষয়ে প্রমাণ :—

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।

যোগ (সাধনপাদে সূঃ ২৮)॥

ইহা যোগশাস্ত্রের সূত্র। যখন মনুষ্য প্রাণায়াম করে তখন প্রতিক্ষণে উত্তরোত্তর অশুদ্ধি নাশ এবং জ্ঞানের প্রকাশ হইতে থাকে। যে পর্য্যন্ত মুক্তি না হয় সেই পর্য্যন্ত আত্মার জ্ঞান নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥

মনু০ (অঃ ৬। ৭১)॥

ইহা মনুস্মৃতির শ্লোক। যেমন অগ্নিতে তপ্ত করিলে সুবর্ণাদি ধাতুর মল নষ্ট হওয়ায় উহা শুদ্ধ হয়, সেইরূপ প্রাণায়াম করিলে মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহ ক্ষীণ দোষ হইয়া নির্ম্মল হইয়া থাকে। প্রাণায়ামের বিধি ঃ—

প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।

যোগ০ (সমাধি পাদে সূঃ ৩৪)।

অত্যন্ত বেগের সহিত বমন হইলে যেমন অন্নজল বাহির হইয়া যায়, সেইরূপ বলপূর্ব্বক প্রাণকে বহির্নিক্ষিপ্ত করিয়া যথাশক্তি বাহিরেই নিরুদ্ধ করিবে। যখন বাহির করিতে ইচ্ছা করিবে, তখন মুলেন্দ্রিয়কে ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিবে। ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণ বাহিরে থাকিবে। এইরূপে প্রাণ অধিক সময় বাহিরে থাকিতে সমর্থ হইবে। যখন অস্থিরতা আসিবে, তখন ধীরে ধীরে বায়ুকে ভিতরে আনিয়া পুনরায় সামর্থ্য ও ইচ্ছানুসারে সেইরূপ করিতে থাকিবে এবং মনে মনে ওঙ্কার জপ করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে আত্মা ও মন পবিত্র এবং স্থির হইবে। প্রথমতঃ "বাহ্য বিষয়ক", অর্থাৎ প্রাণকে বহুক্ষণ বাহিরেই নিরোধ করা ; দ্বিতীয়তঃ "আভ্যন্তর", অর্থাৎ প্রাণকে ভিতরে যতক্ষণ নিরোধ করা যায়, ততক্ষণ নিরোধ করা ; তৃতীয়তঃ "স্তম্ভ বৃত্তি" অর্থাৎ এক সঙ্গেই যে স্থানের প্রাণ সেই স্থানে যথাশক্তি রোধ করা ; চতুর্থতঃ "বাহ্যাভ্যন্তর-ক্ষেপী" অর্থাৎ যখন প্রাণ ভিতর হইতে বহির্গত হইতে থাকে, তখন তাহার বিরুদ্ধে তাহাকে বাহির হইতে না দিয়া, বাহির হইতে ভিতরে আনিবে। যখন প্রাণ বাহির হইতে ভিতরে আসিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহাকে ভিতর হইতে বাহিরের দিকে ধাক্কা দিয়া রোধ করিতে থাকিবে। এইরূপে একের বিরুদ্ধে অন্যের ক্রিয়া করিলে, উভয়ের গতি রুদ্ধ হওয়াতে প্রাণ নিজ বশে আসিবে এবং মন ও ইন্দ্রিয়ও নিজের অধীন হইবে। তাহাতে বল এবং পুরুষকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় বুদ্ধি তীব্র ও সূক্ষ্মরূপ হয় এবং অত্যন্ত কঠিন ও সূক্ষ্ম বিষয় শীঘ্র গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে মানব শরীরে বীর্য্যবৃদ্ধির ফলে স্থৈর্য্য, বল, পরাক্রম, জিতেন্দ্রিয়তা এবং অল্প কালের মধ্যেই সকল শাস্ত্র বুঝিয়া আয়ত্ত করিবার সামর্থ্য জন্মে। স্ত্রীলোকেরাও এইরূপ যোগাভ্যাস করিবে। ভোজন, পরিধান, উপবেশন উত্থান, সম্ভাষণ এবং জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠদিগের সহিত যথোচিত ব্যবহার সম্বন্ধেও উপদেশ দিবে।

সন্ধ্যোপাসনাকে ব্রহ্মযজ্ঞও বলা হয়। যে পরিমাণ জল কণ্ঠের নীচে হৃদয় পর্য্যন্ত পৌঁছে,—অধিক বা ন্যূন নহে,—সেই পরিমাণ জল করতলে লইয়া উহার

মূলে ও মধ্যস্থলে ওষ্ঠ লাগাইয়া "আচমন" করিবে। তাহাতে কণ্ঠস্থ কফ এবং পিত্তের কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হয়। তৎপর "মার্জ্জন" করিবে অর্থাৎ মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা নেত্রাদি অঙ্গের উপর জল সিঞ্চন করিবে। তাহাতে আলস্য দূর হয়। যদি আলস্য না থাকে এবং জল পাওয়া না যায়, তবে করিবে না। তাহার পর মন্ত্র সহিত "প্রাণায়াম', "মনসা পরিক্রমণ", "উপস্থান", "স্তুতি", "প্রার্থনা" ও "উপাসনা"র রীতি শিক্ষা দিবে। অনন্তর "অঘমর্ষণ" করিবে অর্থাৎ পাপ করিবার ইচ্ছাও কখনও করিবে না। এই সন্ধ্যোপাসনা নির্জ্জন স্থানে একাগ্রচিত্তে করিবে।

অপাং সমীপে নিয়তো নৈত্যিকং বিধিমাস্থিতঃ।
সাবিত্রীমপ্যধীয়ীত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ॥ মনু৹ (অঃ ২।১০৪)॥

ইহা মনুস্মৃতির বচন। অরণ্যে অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানে যাইয়া সাবধানে জল সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক নিত্য কর্ম্ম করিবে। সেই সময়ে সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্রের উচ্চারণ, ও অর্থজ্ঞান করিবে এবং তদনুসারে আচরণ করিবে। কিন্তু এই জপ মনে মনে করাই উত্তম।

দ্বিতীয়তঃ দেবযজ্ঞ—অগ্নিহোত্র এবং বিদ্বান্‌দিগের সংসর্গ ও সেবাদি করিলে দেবযজ্ঞ করা হয়। সন্ধ্যা ও অগ্নিহোত্র সায়ং প্রাতঃ দুই কালেই করিবে। এই দুই কালই দিন রাত্রির সন্ধি বেলা, অন্য কোন কাল নহে। ন্যূন কল্পে এক ঘণ্টা কাল অবশ্য ধ্যান করিবে। যোগিগণ যেমন সমাধিস্থ হইয়া পরমাত্মার ধ্যান করেন, সেইরূপ সন্ধ্যোপাসনাও করিতে থাকিবে। সূর্য্যোদয়ের পরে ও সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে অগ্নিহোত্র করিবার সময়। অগ্নি হোত্রের জন্য কোন ধাতু অথবা মৃত্তিকা নির্ম্মিত বেদী (যজ্ঞকুণ্ড) এইরূপে প্রস্তুত করিবে:—বেদীর উপরিভাগ বার অথবা ষোল অঙ্গুলি পরিমাণ চতুষ্কোণ এবং ঐ পরিমাণ গভীর, নীচে তিন অথবা চারি অঙ্গুলি পরিমাণ (চতুষ্কোণ) থাকিবে অর্থাৎ উপরিভাগ যে পরিমাণ প্রশস্ত হইবে, নিম্নভাগ তাহার এক চতুর্থাংশ হইবে। চন্দন, পলাশ অথবা আম্র প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ খণ্ড সমূহ বেদীর পরিমাণে ছোট বড় করিয়া উহাতে রাখিবে। উহার মধ্যে
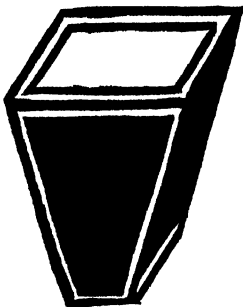
যজ্ঞকুণ্ড

অগ্নি স্থাপন করিয়া পুনরায় ইহার উপর সমিধা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ইন্ধন রাখিয়া দিবে। এইরূপ একটী প্রোক্ষণী পাত্র, তৃতীয় এইরূপ প্রণীতা পাত্র, এইপ্রকারের
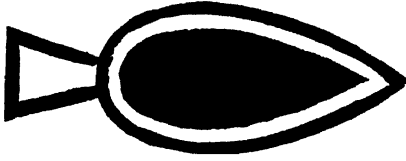
প্রোক্ষণী পাত্র   প্রণীতা পাত্র

একটী আজ্যস্থালী অর্থাৎ ঘৃত রাখিবার পাত্র এবং এইরূপ চমসা—স্বর্ণ, রৌপ্য

চমসা

আজ্যস্থালী

অথবা কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইতে পারে। প্রণীতা ও প্রোক্ষণীতে জল রাখিবে এবং ঘৃত পাত্রে ঘৃত রাখিয়া তাহা তপ্ত করিয়া লইবে। জল রাখিবার জন্য প্রণীতা এবং প্রোক্ষণী এই জন্য যে ইহা দ্বারা হস্ত প্রক্ষালনের জল লওয়া সুবিধা হয়। তাহার পর ঘৃত উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে :—

ওঁ ভূরগ্নয়ে প্রাণায় স্বাহা। ভুবর্বায়বেঽপানায় স্বাহা। স্বরাদিত্যায় ব্যানায় স্বাহা। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরগ্নিবায়্বাদিত্যেভ্যঃ প্রাণাপানব্যানেভ্যঃ স্বাহা॥

এইরূপ অগ্নিহোত্রের প্রত্যেকটি মন্ত্র পাঠ করিয়া এক একটি আহুতি দিবে। যদি অধিক আহুতি দিতে হয় তবে :—

ওম্ বিশ্বানি দেব সবিতদুর্রিতানি পরাসুব।

যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব॥ যজুঃ (অঃ ৩০।৩)।

এই মন্ত্র ও পূর্ব্বোক্ত গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। "ওম্", "ভূঃ" এবং "প্রাণঃ" প্রভৃতি পরমেশ্বরের নাম। এই সকলের অর্থ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "স্বাহা" শব্দের অর্থ এই যে, আত্মাতে যেরূপ জ্ঞান হয়, জিহ্বাদ্বারা সেইরূপই বলিবে, বিপরীত বলিবে না। পরমেশ্বর যেমন সকল

প্রাণীর সুখের জন্য জগতের সমস্ত পদার্থ রচনা করিয়াছেন, মনুষ্যেরও সেইরূপ পরোপকার করা কর্ত্তব্য।

(প্রশ্ন)—হোমের দ্বারা কি উপকার হয়? (উত্তর)—সকলেই জানে যে দুর্গন্ধ বায়ু ও জল হইতে রোগ জন্মে, রোগ হইতে প্রাণীদিগের দুঃখ হয়। সুগন্ধ বায়ু ও জল দ্বারা আরোগ্য এবং রোগনাশ হওয়ায় সুখলাভ হয়।

(প্রশ্ন)—চন্দনাদি ঘর্ষণ করিয়া কাহাকেও অনুলেপন করিলে, অথবা ঘৃতাদি ভক্ষণ করিতে দিলে অনেক উপকার হয়। উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া বৃথা নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। (উত্তর)—যদি তুমি পদার্থবিদ্যা জানিতে, তবে এমন কথা কখনও বলিতে না, কারণ কোনও দ্রব্যের অস্তিত্ব-বিলোপ ঘটেনা। দেখ, যে স্থানে হোম হয়, সেই স্থান হইতে দূরবর্ত্তী ব্যক্তি নাসিকা দ্বারা সুগন্ধ গ্রহণ করে। এইরূপে দুর্গন্ধও গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারাই বুঝিয়া লও যে, অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত পদার্থ সূক্ষ্মাকারে বিস্তৃত হইয়া বায়ুর সহিত দূরে গমন করে এবং দুর্গন্ধ নষ্ট করে। (প্রশ্ন)—যদি এইরূপই হয়, তবে কেশর, কস্তুরী, সুগন্ধ পুষ্প এবং আতর প্রভৃতি গৃহে রাখিলে বায়ু সুগন্ধময় হইয়া সুখকর হইবে। (উত্তর)—এই সুগন্ধের এমন সামর্থ্য নাই যে, গৃহের বায়ুকে বাহির করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করাইতে পারে। কারণ ইহাতে ভেদকশক্তি নাই। কিন্তু ঐ বায়ু এবং দুর্গন্ধ পদার্থকে ছিন্ন ভিন্ন এবং লঘু করিয়া বহির্গত করিবার এবং পবিত্র বায়ু প্রবেশ করাইবার সামর্থ্য অগ্নিরই আছে। (প্রশ্ন)—তবে মন্ত্রপাঠ করিয়া হোম করিবার প্রয়োজন কি? (উত্তর)—মন্ত্র সমূহে যে ব্যাখ্যান আছে তাহাতে হোমানুষ্ঠানের উপকারিতা জানা যায়, আবৃত্তির দ্বারা মন্ত্রগুলি কণ্ঠস্থ থাকে এবং বেদের পঠন পাঠন ও রক্ষা হয়।

(প্রশ্ন)—হোম না করিলে পাপ হয় কি?

(উত্তর)—হাঁ! কেননা যে মনুষ্যের শরীর হইতে যে পরিমাণ দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইয়া জল বায়ু দূষিত করে এবং রোগোৎপত্তির কারণ হইয়া প্রাণীদিগের পক্ষে দুঃখকর হয়, সেই মনুষ্যের সেই পরিমাণ পাপই হইয়া থাকে। এই জন্য সেই পাপ নিবারণার্থ সেই পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা অধিক সুগন্ধ বায়ু ও জলের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। পানাহারের দ্বারা কেবল ব্যক্তি বিশেষের সুখ হইয়া থাকে কিন্তু একজন লোক যে পরিমাণ ঘৃত এবং সুগন্ধ পদার্থাদি ভোজন করে, সেই পরিমাণ দ্রব্যের হোম দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু যে সব মনুষ্য ঘৃতাদি উত্তম বস্তু ভোজন করেনা,

তাহাদের শরীর ও আত্মার বলবৃদ্ধি হইতে পারে না। এ জন্য উত্তম ভোজ্য এবং পানীয় গ্রহণ করানও আবশ্যক। কিন্তু উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ হোম করা উচিত। অতএব হোম করা অত্যাবশ্যক। (প্রশ্ন)—প্রত্যেক মনুষ্য কত আহুতি দিবে এবং প্রত্যেক আহুতির পরিমাণ কত? (উত্তর)—প্রত্যেক মনুষ্য ষোলটি করিয়া আহুতি দিবে এবং প্রত্যেক আহুতির পরিমাণ ন্যূনকল্পে ছয়মাষা ঘৃতাদি হওয়া উচিত। আর যদি অধিক করা হয়, তবে অতি উত্তম। এইজন্য আর্য্যবর শিরোমণি মহামনা ঋষি মহর্ষি এবং রাজা মহারাজারা অনেক হোম করিতেন ও করাইতেন। যতদিন এই হোম প্রচলিত ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্ত দেশ নীরোগ ও সুখপূর্ণ ছিল। এখনও হোমের পুনঃ প্রচার হইলে সেইরূপই হইবে। এই দুই যজ্ঞের মধ্যে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, সন্ধ্যোপাসনা, ঈশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা—ব্রহ্মযজ্ঞ। দ্বিতীয়তঃ অগ্নিহোত্র হইতে অশ্বমেধ পর্য্যন্ত যজ্ঞ এবং বিদ্বান্‌দিগের সেবা ও সংসর্গ—দেবযজ্ঞ। পরন্তু ব্রহ্মচর্য্যে কেবল ব্রহ্মযজ্ঞ এবং অগ্নিহোত্রই করিতে হয়।

ব্রাহ্মণস্ত্রয়াণাং বর্ণানামুপনয়নং কর্ত্তুমর্হতি, রাজন্যো দ্বয়স্য বৈশ্যো বৈশ্যস্যৈবেতি। শূদ্রমপি কুলগুণসম্পন্নং মন্ত্রবর্জ্জমনুপনীতমধ্যাপয়েদিত্যেকে॥

ইহা সুশ্রুতের সূত্রস্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বচন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এবং বৈশ্য কেবল মাত্র বৈশ্যের যজ্ঞোপবীত দিয়া অধ্যাপনা করিতে পারে। শূদ্র কুলীন ও শুভ লক্ষণযুক্ত হইলে তাহাকে মন্ত্রসংহিতা ব্যতীত সকল শাস্ত্র পড়াইবে। অনেক আচার্য্যের মত এই যে, শূদ্র বিদ্যা শিক্ষা করিবে, কিন্তু তাহার উপনয়ন হইবে না। পরে পঞ্চম অথবা অষ্টম বর্ষ হইতে বালকেরা বালকদিগের এবং বালিকারা বালিকাদিগের পাঠশালায় যাইবে ও নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে—

ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥ মনু০॥ (৩। ১)॥

অর্থঃ—অষ্টম বর্ষের পর ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত (ব্রহ্মচর্য্য) অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গ একটি বেদের অধ্যয়নে বার বার বৎসর করিয়া ৩৬ বৎসর, তাহার সঙ্গে আট যোগ দিয়া ৪৪ বৎসর; অথবা ১৮ বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য তাহার সঙ্গে পূর্ব্বের আট বৎসর যোগ করিয়া ২৬ বৎসর; অথবা নয় বৎসর—অথবা যতকাল পর্য্যন্ত বিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হয়, ততকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে।

পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্ব্বিꣳশতি বর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনং, চতুর্ব্বিꣳশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং, তদস্য বসবোঽন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব বসব এতে হীদꣳ সর্ব্বং বাসয়ন্তি ॥ ১ ॥

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎস ব্রূয়াৎ প্রাণা বসব ইদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনꣳ সবনমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি ॥ ২ ॥

অথ যানি চতুশ্চত্বারিꣳশদ্বর্ষাণি তন্মাধ্যন্দিনꣳ সবনং চতুশ্চত্বারিꣳ-শদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্, ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনꣳ সবনং তদস্য রুদ্রা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব রুদ্রা এতে হীদꣳ সর্ব্বꣳ রোদয়ন্তি ॥ ৩ ॥

তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা রুদ্রা ইদং মে মাধ্যন্দিনꣳ সবনং তৃতীয় সবনমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাꣳ রুদ্রাণাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি ॥ ৪ ॥

অথ যান্যষ্টাচত্বারিꣳশদ্বর্ষাণি তত্তৃতীয়সবনমষ্টাচত্বারিꣳশদক্ষরা জগতী জাগতং তৃতীয়সবনং তদস্যাদিত্যান্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাবাদিত্যা এতে হীদꣳসর্ব্বমাদদতে ॥ ৫ ॥

তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা আদিত্যা ইদং মে তৃতীয় সবনমায়ুরনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানামাদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হৈব ভবতি ॥ ৬ ॥

ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদের (প্রপা০ ৩। খণ্ড ১৬) বচন। ব্রহ্মচর্য্য ত্রিবিধ, যথা :—নিকৃষ্ট, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট। তন্মধ্যে নিকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য :—পুরুষ (মনুষ্য) অন্নরসময় দেহ ও পুরি অর্থাৎ দেহে শয়নকারী জীবাত্মার সমবায়। তাহার পক্ষে যজ্ঞ অর্থাৎ অত্যন্ত শুভগুণ দ্বারা যুক্ত এবং সৎকর্ত্তব্য-পরায়ণ হওয়া উচিত। সে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ ব্রহ্মচারী থাকিয়া বেদাদি বিদ্যাধ্যয়ন এবং সুশিক্ষা গ্রহণ করিবে। যদি সে বিবাহ করিয়াও লম্পটের আচরণ না করে, তাহা হইলে তাহার শরীরে প্রাণ বলবান হইয়া সমস্ত শুভগুণের অধিষ্ঠাতা হইয়া উঠে। যাহাতে সে এই প্রথম বয়সে আপনাকে বিদ্যাভ্যাসের তপস্যায় নিযুক্ত রাখে আচার্য্য সেইরূপ উপদেশই দিবেন। ব্রহ্মচারী এইরূপ নিশ্চিত ধারণা পোষণ করিবে :—"আমি যদি প্রথমাবস্থায় যথার্থ ব্রহ্মচারী থাকি, তবে আমার শরীর

ও আত্মা সুস্থ ও বলিষ্ঠ, এবং আমার প্রাণ শুভগুণ সমূহের অধিষ্ঠাতা হইবে"। সে বলিবে—"হে মনুষ্যগণ! তোমরা এমন সুখ বিস্তার কর যাহাতে আমি আমার ব্রহ্মচর্য্য লোপ না করি। যদি আমি ২৪ বৎসরের পর গৃহাশ্রম অবলম্বন করি, তবে নিশ্চয় আমি নীরোগ থাকিব এবং আমার আয়ুও ৭০ বা ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবে"।

মধ্যম ব্রহ্মচর্য্য :—যে মনুষ্য ৪৪ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করে, তাহার প্রাণ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ এবং আত্মা বলশালী হইয়া দুষ্টদিগকে রোদন করায় এবং শ্রেষ্ঠদিগকে পালন করে। (ব্রহ্মচারী আচার্য্যকে বলিবে)—"যদি আপনার উপদেশ অনুসারে আমি এই প্রথম বয়সে কিঞ্চিৎ তপশ্চর্য্যা করি, তাহা হইলে আমার এই রুদ্ররূপ প্রাণযুক্ত মধ্যম ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হইবে"। (ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারীদিগকে বলিবে)—"হে ব্রহ্মচারিগণ! তোমরা ব্রহ্মচর্য্যে উন্নতিশীল হও। আমি যেমন ব্রহ্মচর্য্য লোপ না করিয়া যজ্ঞস্বরূপ হইয়া আচার্য্য-কুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি এবং নীরোগ রহিয়াছি, যেমন এই সব ব্রহ্মচারী শুভকর্ম্ম করে তোমরাও সেইরূপ করিতে থাক"।

উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য :—৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত তৃতীয় প্রকারের ব্রহ্মচর্য্য করিতে হয়। যেরূপ জগতী ছন্দ ৪৮ অক্ষরযুক্ত, সেইরূপ যে ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত যথাবৎ ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তাহার প্রাণ অনুকূল হইয়া সকল বিদ্যা গ্রহণ করে। যদি আচার্য্য এবং মাতা পিতা স্বীয় সন্তানদিগকে প্রথম বয়সে বিদ্যা ও গুণ গ্রহণের জন্য তপস্বী করিয়া সেই বিষয়েই উপদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে সন্তানগণ স্বভাবতঃই অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য সেবন দ্বারা ও তৃতীয় প্রকার উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া পূর্ণ অর্থাৎ চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু বৃদ্ধি করিবে। তোমরাও সেইরূপ আয়ু বৃদ্ধি কর। কারণ যে এই ব্রহ্মচর্য্য প্রাপ্ত হইয়া তাহার লোপ না করে, সে সর্ব্ববিধ রোগ শূন্য হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

চতস্রোঽবস্থাঃ শরীরস্য বৃদ্ধির্যৌবনং সম্পূর্ণতা কিঞ্চিৎ পরিহাণিশ্চেতি। আষোড়শাদ্‌বৃদ্ধিঃ। আপঞ্চবিংশতের্যৌবনম্। আচত্বারিংশতঃ সম্পূর্ণতা। ততঃ কিঞ্চিৎ পরিহাণিশ্চেতি।

পঞ্চবিংশে ততোবর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥

ইহা সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৩৫ অধ্যায়ের বচন। এই শরীরের চারি অবস্থা। প্রথম (বৃদ্ধি)—ষোড়শ বর্ষ হইতে পঞ্চবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত সকল ধাতুর বৃদ্ধি হইতে

থাকে। দ্বিতীয় (যৌবন)—পঞ্চবিংশতি বর্ষের শেষে এবং ষড়বিংশতি বর্ষের আরম্ভে যুবাবস্থার আরম্ভ হয়। তৃতীয় (সম্পূর্ণতা)—পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইতে চত্বারিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত সকল ধাতুর পুষ্টি হয়। চতুর্থ (কিঞ্চিৎ পরিহাণি)—শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ধাতু পুষ্ট হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পর যে ধাতুবৃদ্ধি হয়, তাহা শরীরে থাকে না, কিন্তু স্বপ্নে ও ঘর্ম্মাদির দ্বারা বাহির হইয়া যায়। সেই চত্বারিংশ বর্ষই বিবাহের উত্তম সময়। তবে অষ্টাচত্বারিংশ বর্ষে বিবাহ করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

(প্রশ্ন)—এই ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম কি স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সম্বন্ধে সমান?

(উত্তর)—না। যদি পুরুষ ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তবে কন্যা ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত; যদি পুরুষ ৩০ বৎস পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যপালন করে, তবে স্ত্রী ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত; যদি পুরুষ ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকে, তবে স্ত্রী ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত; যদি পুরুষ ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তবে স্ত্রী ২০ বৎসর পর্য্যন্ত; যদি পুরুষ ৪৪ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তবে স্ত্রী ২২ বৎসর পর্য্যন্ত; আর যদি পুরুষ ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তবে স্ত্রী ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে; অর্থাৎ ৪৮ বৎসরের পর পুরুষ এবং ২৪ বৎসরের পর স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচর্য্য পালন করা উচিত নহে; কিন্তু যে সকল স্ত্রী পুরুষ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা। যাহারা বিবাহ করিতেই অনিচ্ছুক, তাহারা আমরণ ব্রহ্মচারী থাকিতে পারিলে ভালই থাকিবে কিন্তু ইহা পূর্ণ বিদ্বান্, জিতেন্দ্রিয় ও নির্দ্দোষ যোগী স্ত্রী-পুরুষের জন্য। কারণ কামবেগ নিরোধ করিয়া ইন্দ্রিয় সমূহকে আত্মবশে রাখা অতীব কঠিন কার্য্য।

ঋতং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। মানুষং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ।

ইহা তৈত্তিরীয় উপনিষদের (প্রঃ ৭। অনুঃ ৯) বচন।

ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের সম্বন্ধে নিয়ম ঃ—(ঋতং) যথার্থ আচরণ সহকারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। (সত্যং০) সত্যাচরণ সহকারে সত্যবিদ্যা সমূহের

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। (তপঃ০) তপস্বী হইয়া অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান-সহকারে বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। (দমঃ০) অসদাচরণ হইতে বাহ্য ইন্দ্রিয় সমূহকে নিরুদ্ধ করিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। (শমঃ০) মনোবৃত্তি সমূহকে সর্ব্বপ্রকার দোষ হইতে নিবৃত্ত করিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। (অগ্নয়ঃ০) আহবনীয়াদি অগ্নি এবং বিদ্যুৎ প্রভৃতির তত্ত্ব জানিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে থাকিবে। (অগ্নিহোত্রং০) অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান সহকারে পঠন পাঠন করিবে। (অতিথয়ঃ০) অতিথি-সেবা সহকারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। (মানুষং০) যথাযোগ্য মনুষ্যোচিত আচরণ-সহকারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। (প্রজা০) সন্তান পালন ও রাজ্যরক্ষা সহকারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। (প্রজন০) বীর্য্যরক্ষা ও বীর্য্যবৃদ্ধি সহকারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। (প্রজাতি০) নিজ সন্তান ও শিষ্যদিগের প্রতিপালন সহকারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে থাকিবে।

যমান্ সেবেত সততং ন নিয়মান্ কেবলান্ বুধঃ।
যমান্ পতত্যকুর্ব্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্॥
মনু০ (অঃ ৪।২০৪)॥

যম পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে।

তত্রাহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।
যোগ০ (সাধনপাদে সূত্র ৩০)॥

অর্থাৎ (অহিংসা) বৈরত্যাগ; (সত্য) সত্য মানা, সত্যবলা এবং সত্যানুষ্ঠান করা; (অস্তেয়) অর্থাৎ মন, বাক্য ও কর্ম্মের দ্বারা চৌর্য্যত্যাগ; (ব্রহ্মচর্য্য) অর্থাৎ উপস্থেন্দ্রিয়ের সংযম; (অপরিগ্রহ) অতিলোভ ও আত্মাভিমান না থাকা;—এই পঞ্চবিধ যমের সর্ব্বদা সেবন করিবে। কেবল নিয়ম সেবন করিবে না। অর্থাৎ:—

শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ॥
যোগ০ (সাধনপাদে সূ০ ৩২)॥

(শৌচ) অর্থাৎ স্নানাদি দ্বারা পবিত্র থাকা, (সন্তোষ) সম্যক্‌রূপে প্রসন্ন হইয়া নিরুত্তম থাকা সন্তোষ নহে, কিন্তু যথাসাধ্য পুরুষকার করা এবং হানি লাভে শোক বা আনন্দ না করা; (তপঃ) অর্থাৎ কষ্ট সহ্য করিয়াও ধর্ম্মযুক্ত

কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা ; (স্বাধ্যায়) অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ; (ঈশ্বর প্রণিধান) ঈশ্বরের প্রগাঢ় ভক্তিতে আত্মাকে অর্পিত রাখা—এই পাঁচটিকে নিয়ম বলে। যম ব্যতীত কেবলমাত্র নিয়ম সেবন করিবে না। কিন্তু যম-নিয়ম উভয়ই সেবন করিবে। যম পরিত্যাগ করিয়া যিনি কেবল নিয়ম সেবন করেন, তিনি উন্নতি লাভ করেন না, বরং অধোগতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সংসারে পতিত অবস্থায় থাকেন ;—

কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা।
কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ ॥ মনুঃ (অঃ ২।২) ॥

অর্থ—অত্যন্ত সকামতা এবং নিষ্কামতা কাহারও পক্ষে প্রশস্ত নহে। কারণ কামনা ব্যতীত বেদজ্ঞান এবং বেদবিহিত কর্ম্মাদি শুভানুষ্ঠান কাহারও দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারেনা। অতএব—

স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈ স্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ ॥
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥

মনু০ অধ্যায় (২।২৮) ॥

অর্থ—(স্বাধ্যায়) সকল বিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ; (ব্রত) ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যভাষণাদি নিয়মপালন ; (হোম) অগ্নিহোত্রাদি হোম ; সত্যগ্রহণ, অসত্য বর্জ্জন এবং সত্যবিদ্যাদান ; (ত্রৈবিদ্যেন) বৈদিক কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান-বিদ্যাগ্রহণ ; (ইজ্যয়া) পক্ষেষ্টি প্রভৃতি কর্ম্ম ; (সুতৈঃ) সন্তানোৎপত্তি ; (মহাযজ্ঞৈঃ) ব্রহ্ম, দেব, পিতৃ, বৈশ্বদেব এবং অতিথিসেবারূপ পঞ্চ মহাযজ্ঞ এবং (যজ্ঞৈঃ) অগ্নিষ্টোমাদি, শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞানাদি যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা এই শরীরকে ব্রাহ্মী অর্থাৎ বেদ ও ভগবদ্‌ভক্তির আধার-স্বরূপ ব্রাহ্মণ-শরীর করা যায়। এই সকল সাধন ব্যতীত ব্রাহ্মণ-শরীর হইতে পারেনা।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্ ॥ মনু০ (২।৮৮) ॥

অর্থ—যেমন বিদ্বান্ সারথী অশ্বকে নিয়মে রাখে, সেইরূপ মন এবং আত্মাকে হীনকর্ম্মে আকর্ষণকারী ও বিষয় মধ্যে বিচরণশীল ইন্দ্রিয় সমূহের নিগ্রহার্থ সকল প্রকার যত্ন করিবে। কারণ ;—

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্ ।
সন্নিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥ মনু০ (২।৯৩) ॥

অর্থ—জীবাত্মা ইন্দ্রিয় সমূহের বশীভূত হইয়া নিশ্চয়ই নানাপ্রকার বড় বড় দোষ প্রাপ্ত হয় এবং যখন ইন্দ্রিয়সমূহকে নিজের বশীভূত করে, তখনই সিদ্ধিলাভ করে।

বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ ।
ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ ॥ মনু০ (২।৯৭) ॥

যে ব্যক্তি দুরাচারী ও অজিতেন্দ্রিয় তাহার বেদ, ত্যাগ, যজ্ঞ, নিয়ম, তপ এবং অন্যান্য সৎকর্ম্ম কখনও সিদ্ধ হয় না ;—

বেদোপকরণে চৈব স্বাধ্যায়ে চৈব নৈত্যিকে ।
নানুরোধোঽস্ত্যনধ্যায়ে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি ॥১॥
নৈত্যিকে নাস্ত্যনধ্যায়ো ব্রহ্মসত্রং হি তৎ স্মৃতম্ ।
ব্রহ্মাহুতিহুতং পুণ্যমনধ্যায়বষট্ কৃতম্ ॥২॥
মনু০ (২।১০৫-১০৬) ॥

বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায়, সন্ধ্যোপাসনাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে এবং হোমমন্ত্র সম্বন্ধে অনধ্যায় বিষয়ক অনুরোধ (আগ্রহ) নাই। ১ ॥ কারণ নিত্য কর্ম্মে অনধ্যায় হয়না। যেমন সর্ব্বদা নিঃশ্বাস গ্রহণ এবং প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হয়, কখনও রোধ করা যায়না, সেইরূপ প্রতিদিন নিত্যকর্ম্ম কর্ত্তব্য। নিত্যকর্ম্ম একদিনও পরিত্যাগ করিবেনা কারণ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি উত্তম কর্ম্ম অনধ্যায়েও অনুষ্ঠিত হইলে পুণ্যস্বরূপ হইয়া থাকে। যেমন মিথ্যা বলিলে সর্ব্বদা পাপ এবং সত্য বলিলে সর্ব্বদা পুণ্য হয়, সেইরূপ কুকর্ম্মে সর্ব্বদা অনধ্যায় ও সুকর্ম্মে সর্ব্বদা স্বাধ্যায় হইয়া থাকে।

অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ ।
চত্বারি তস্য বর্দ্ধন্ত আয়ুর্বিদ্যা যশোবলম্ ॥ মনু০ (২।১২১) ॥

যে সর্ব্বদা নম্র, সুশীল, বিদ্বান্ এবং বৃদ্ধসেবী, তাহার আয়ু, বিদ্যা, কীর্ত্তি এবং বল—এই চারিটি সর্ব্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর যে এইরূপ না করে তাহার আয়ু প্রভৃতি চারিটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়না।

অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োঽনুশাসনম্ ।
বাক্ চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রযোজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা ॥১॥
যস্য বাঙ্‌মনসে শুদ্ধে সম্যগ্‌গুপ্তে চ সর্ব্বদা ।
স বৈ সর্ব্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্ ॥ ২ ॥

মনু০ (২।১৫৯-১৬০) ॥

বৈরবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সকলকে কল্যাণমার্গের উপদেশ প্রদান করা বিদ্বান্ এবং বিদ্যার্থীদিগের কর্ত্তব্য। উপদেষ্টা সর্ব্বদা সুশীলতাপূর্ণ ও মধুর বাক্য বলিবেন। যিনি ধর্ম্মে উন্নত হইতে ইচ্ছা করেন. তিনি সর্ব্বদা সত্যপথে চলিবেন এবং সত্যেরই উপদেশ প্রদান করিবেন। ১ ॥ যাঁহার বাণী এবং মন সর্ব্বদা শুদ্ধ ও সুরক্ষিত থাকে তিনিই সমস্ত বেদান্ত অর্থাৎ সমগ্র বেদের সিদ্ধান্ত রূপ ফল প্রাপ্ত হন। ২ ॥

সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব ।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা ॥ মনু০ (২।১৬২) ॥

যিনি সম্মানকে বিষবৎ ভয় করেন এবং অপমানকে অমৃতবৎ কামনা করেন, সেই ব্রাহ্মণই সমগ্র বেদ এবং পরমেশ্বরকে জানেন।

অনেন ক্রমযোগেন সংস্কৃতাত্মা দ্বিজঃ শনৈঃ ।
গুরৌ বসন্ সংশ্চিনুয়াদ্ ব্রহ্মাধিগমিকং তপঃ ॥ মনু০ (২।১৬৪) ॥

এইরূপে কৃতোপনয়ন দ্বিজ ব্রহ্মচারী কুমার এবং ব্রহ্মচারিণী কন্যা ধীরে ধীরে বেদার্থজ্ঞানরূপ উত্তম তপশ্চর্য্যাকে বৃদ্ধি করিতে থাকিবেন।

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্ ।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ মনু০ (২।১৬৮) ॥

যিনি বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করিতে থাকেন, তিনি শীঘ্রই নিজ পুত্র পৌত্রাদির সহিত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাং চৈব হিংসনম্ ॥ ১ ॥
অভ্যঙ্গমঞ্জনং চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণম্ ।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্ ॥ ২ ॥

দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথাঽনৃতম্।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ ॥ ৩ ॥
একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥

মনু০ (২।১৭৭-১৮০) ॥

ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী মদ্য, মাংস, গন্ধ, মাল্য, রস, স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গ, সব অম্ল, প্রাণি-হিংসা, ॥ ১ ॥ অঙ্গ-মর্দ্দন, অকারণ উপস্থেন্দ্রিয়-স্পর্শ, নেত্রাঞ্জন, জুতা ও ছত্র ধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, শোক, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, ॥ ২ ॥ দ্যূতক্রীড়া, পরচর্চ্চা, পরনিন্দা, মিথ্যাভাষণ, স্ত্রী-পুরুষের দর্শন, পরনির্ভরশীলতা এবং পরের অপকার ইত্যাদি কুকর্ম্ম সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩ ॥ সর্ব্বত্র একাকী শয়ন করিবে। কখনও বীর্য্য স্খলন করিবে না। যদি কামনা বশতঃ বীর্য্য স্খলন করা হয়, তবে জানিবে যে, নিজের ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নষ্ট করা হইয়াছে ॥ ৪ ॥

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি। সত্যং বদ। ধর্ম্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ॥ দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। যান্যস্মাকঁ সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি। যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াঁসো ব্রাহ্মণাস্তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়া দেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ম্ম বিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনো যুক্তা অযুক্তা অলুক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুর্যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশ এষ উপদেশ এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমুচৈতদুপাস্যম্। তৈত্তিরীয়০ (প্রপাঃ ৭ অনুঃ ১১ কং ১।২।৩।৪) ॥

আচার্য্য অন্তেবাসী অর্থাৎ নিজ শিষ্য ও শিষ্যাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিবেন :—তুমি সর্ব্বদা সত্য বলিবে, ধর্ম্মাচরণ করিবে, প্রমাদ রহিত হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে, পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা করিবে এবং আচার্য্যকে তাঁহার প্রিয়ধন প্রদান পূর্ব্বক বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপত্তি করিবে। প্রমাদ বশতঃ কখনও সত্য পরিত্যাগ করিও না। প্রমাদ বশতঃ ধর্ম্ম ত্যাগ করিও না। প্রমাদ বশতঃ আরোগ্য ও নিপুণতা হারাইও না। প্রমাদ বশতঃ উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি পরিত্যাগ করিও না। প্রমাদ বশতঃ কখনও অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিও না। দেব অর্থাৎ বিদ্বান্ এবং মাতা পিতা প্রভৃতির সেবায় প্রমাদ করিও না। যেরূপ বিদ্বান্‌দিগের সম্মান করিবে, সেইরূপ মাতা পিতা আচার্য্য এবং অতিথিরও সেবা সর্ব্বদা করিতে থাকিবে। সত্যভাষণ প্রভৃতি অনিন্দিত পুণ্য-কর্ম্ম করিবে। ইহা ছাড়া মিথ্যাভাষণাদি কখনও করিবেনা। আমাদের সুচরিত্র অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গত কর্ম্ম গ্রহণ করিবে এবং আমাদের পাপাচরণ কখনও গ্রহণ করিবে না। আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা উৎকৃষ্ট বিদ্বান্ ও ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ, তাঁহাদেরই সমীপে উপবেশন করিবে এবং তাহাদিগকেই বিশ্বাস করিবে। শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। শোভনতার সহিত দান করিবে। লজ্জার সহিত দান করিবে। ভয়ের সহিত দান করিবে। প্রতিজ্ঞা বশতঃ দান করিবে। কর্ম্ম, শীল, উপাসনা ও জ্ঞান সম্বন্ধে কখনও কোনও সংশয় উপস্থিত হইলে বিচারশীল, পক্ষপাতশূন্য, যোগী অথবা অযোগী কোমলচিত্ত ধর্ম্মাভিলাষী এবং ধর্ম্মাত্মারা যে ধর্ম্মপথে থাকেন তুমিও সেই পথে থাক। ইহাই আদেশ, ইহাই আজ্ঞা, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেদোপনিষদ্, এবং ইহাই শিক্ষা। এইরূপ আচরণ করা এবং স্বীয় আচরণকে সংশোধন করা কর্ত্তব্য।

অকামস্য ক্রিয়া কাচিৎ দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্‌যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্॥ মনু০ (২।৪)॥

মনুষ্যের নিশ্চয় জানা আবশ্যক যে নিষ্কাম ব্যক্তির নেত্রের সংকোচ ও বিকাশ হওয়াও সর্ব্বথা অসম্ভব। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে যাহা যাহা করা হয় সে সব কর্ম্ম কামনা ছাড়া নহে।

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ॥ ১॥

আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ২ ॥
মনু০ (১।১০৮-১০৯) ॥

বেদের কথন, শ্রবণ, শ্রাবণ, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার ফল বেদ ও বেদানুকূল স্মৃতি প্রতিপাদিত ধর্ম্মাচরণ। সুতরাং সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণে রত থাকিবে। ১ ॥ কারণ যে ধর্ম্মাচরণ রহিত, সে বেদপ্রতিপাদিত ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত সুখরূপ ফল প্রাপ্ত হইতে পারে না। যে বিদ্যাধ্যয়ন পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করে, সেই সম্পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হয়। ২ ॥

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ।
স সাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥ মনু০ (২।১১) ॥

যে বেদ, বেদানুকূল ও আপ্ত-পুরুষ রচিত শাস্ত্র সমূহের অবমাননা করে, সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে সমাজ, পঙ্‌ক্তি এবং দেশ হইতে বহিষ্কার করা উচিত। কারণ :—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥ মনু০ (২।১২) ॥

বেদ, স্মৃতি অর্থাৎ বেদানুকূল আপ্তোক্ত মনুস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র, সৎপুরুষদিগের আচার অর্থাৎ যাহা সনাতন বা বেদ দ্বারা পরমেশ্বর প্রতিপাদিত কর্ম্ম এবং নিজ আত্মার প্রিয় কর্ম্ম অর্থাৎ যাহা আত্মার বাঞ্ছিত যেমন সত্যভাষণ—এই চারিটি ধর্ম্মের লক্ষণ; অর্থাৎ এতদ্দারাই ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় হইয়া থাকে। পক্ষপাত রহিত ন্যায়, সত্যের গ্রহণ ও সর্ব্বথা অসত্যের বর্জ্জনরূপ আচরণকে ধর্ম্ম বলে। ইহার বিপরীত, পক্ষপাতযুক্ত অন্যায় আচরণ, সত্যবর্জ্জন এবং অসত্য-গ্রহণরূপ কর্ম্মকে অধর্ম্ম বলে।

অর্থকামেষ্বসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে।
ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ ॥ মনু০ (২।১৩) ॥

যিনি (অর্থ) সুবর্ণাদি রত্ন এবং (কাম) স্ত্রীসংসর্গাদিতে আবদ্ধ হন না, তিনিই ধর্ম্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন। যিনি ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বেদদ্বারা ধর্ম্ম নির্ণয় করিবেন। কারণ বেদ ব্যতীত ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় ঠিক ঠিক হয়না।

আচার্য্য নিজ শিষ্যকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন, বিশেষতঃ রাজা, অন্যান্য ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং উত্তম শূদ্রদিগকেও বিদ্যাভ্যাস করাইবেন। কারণ যে ব্রাহ্মণ সেই যদি কেবল বিদ্যা শিক্ষা করে, ক্ষত্রিয়াদি না করে, তাহা হইলে বিদ্যা, ধর্ম্ম, রাজ্য এবং ধনাদির বৃদ্ধি কখনও হইতে পারেনা কারণ ব্রাহ্মণ ত কেবল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার দ্বারা ক্ষত্রিয়াদির নিকট হইতে জীবিকার্জ্জন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। কিন্তু জীবিকার অধীন, ক্ষত্রিয়াদির আজ্ঞাদাতা, যথাবৎ পরীক্ষক এবং দণ্ডদাতা না থাকিলে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণ কপটাচারেই লিপ্ত হইয়া পড়ে। ক্ষত্রিয়াদি বিদ্বান্ হইলে ব্রাহ্মণগণও অধিক বিদ্যাভ্যাস করে এবং ধর্ম্মপথে চলে। তাহারা বিদ্বান্ ক্ষত্রিয়াদির সম্মুখে ভণ্ডামি ও মিথ্যা ব্যবহার করিতে পারে না। যখন ক্ষত্রিয়াদি বিদ্যাহীন হয় তখন তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করে ও করাইয়া থাকে।

অতএব যদি ব্রাহ্মণগণ আপনাদের কল্যাণ কামনা করেন, তবে ক্ষত্রিয়াদিকে বিশেষ যত্নের সহিত বেদাদি সত্যশাস্ত্রের শিক্ষা দান করিবেন। কারণ ক্ষত্রিয়াদিই বিদ্যা, ধর্ম্ম, রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি করেন। তাহারা কখনও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে না, সুতরাং বিদ্যা-ব্যবহার বিষয়ে ইহারা পক্ষপাতীও হইতে পারে না। যখন সকল বর্ণের মধ্যে বিদ্যা ও সুশিক্ষার প্রচার হয় তখন কেহই ভণ্ডামিরূপ অধর্ম্মযুক্ত মিথ্যা ব্যবহার প্রচলিত করিতে পারে না। ইহাতে সিদ্ধ হইতেছে যে, ক্ষত্রিয়াদিকে নিয়মানুসারে পরিচালনা করিবেন ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী, এবং ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদিগকে সুনিয়মে পরিচালনা করিবেন ক্ষত্রিয়াদি। এই জন্য সকল বর্ণের নরনারীদিগের মধ্যে বিদ্যা ও ধর্ম্মের প্রচার হওয়া আবশ্যক।

এখন যাহা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে তাহার উত্তমরূপে পরীক্ষা হওয়া উচিত। পরীক্ষা পাঁচ প্রকারে হয়, যথা,—প্রথমতঃ যাহা যাহা ঈশ্বরের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব ও বেদের অনুকূল, সেই সবই সত্য, এবং যাহা তদ্বিরুদ্ধ তাহা অসত্য। দ্বিতীয়তঃ, যাহা যাহা সৃষ্টি ক্রমের অনুকূল, সেই সবই সত্য, এবং যাহা সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধ সেই সবই অসত্য। যেমন, যদি কেহ বলে যে, মাতাপিতার সংযোগ ব্যতীত সন্তান জন্মিয়াছে, তবে সেই উক্তি সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধ বলিয়া অসত্য। তৃতীয়তঃ, যাহা "আপ্ত" অর্থাৎ ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, সত্যবাদী এবং অকপট ব্যক্তিদিগের আচরণ ও উপদেশের অনুকূল, সেই সব গ্রাহ্য এবং যাহা তদ্বিরুদ্ধ সেই সব অগ্রাহ্য। চতুর্থতঃ, যাহা নিজ আত্মার পবিত্রতা ও বিদ্যার অনুকূল, অর্থাৎ যেমন সুখ নিজের

প্রিয় এবং দুঃখ অপ্রিয়, সেইরূপ তাহা সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে যে যদি আমি কাহাকেও দুঃখ বা সুখ দেই তবে সেও দুঃখী বা সুখী হইবে।

পঞ্চমতঃ আট প্রমাণ যথাঃ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব এবং অভাব। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষের লক্ষণাদি বিষয়ে যে সব সূত্র নিম্নে লিখিত হইবে সে সব ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত জানিবে।

ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্ ॥ ন্যায় সূ০। অ০ ১। আহ্নিক ১। সূত্র ৪॥

শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধের সহিত অব্যবহিত অর্থাৎ আবরণহীন সম্বন্ধ হয়, এইসব ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের এবং মনের সহিত আত্মার সংযোগ বশতঃ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। কিন্তু যাহা ব্যপদেশ্য অর্থাৎ সংজ্ঞা-সংজ্ঞীর সম্বন্ধ বশতঃ উৎপন্ন হয়, তাহা জ্ঞান নহে। যেমন কেহ কাহাকে বলিল, "তুমি জল আনয়ন কর"। সে জল আনিয়া তাহার নিকট রাখিয়া বলিল, "এই জল"। কিন্তু সে স্থলে "জল" এই দুই অক্ষরের সংজ্ঞাকে জল-আনয়নকারী এবং জল-আনয়নের আজ্ঞাদাতা দেখিতে পায় না। কিন্তু যে পদার্থের নাম জল, তাহাই প্রত্যক্ষ হয়। আর শব্দ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা শব্দ প্রমাণের বিষয়। "অব্যভিচারী"—যেমন কেহ রাত্রিকালে স্তম্ভ দেখিয়া উহাকে পুরুষ বলিয়া স্থির করিল। যখন সে উহা দিবাভাগে দেখিল, তখন রাত্রির পুরুষ-জ্ঞান নষ্ট হইয়া স্তম্ভ-জ্ঞান হইল। এইরূপ বিনাশী জ্ঞানের নাম ব্যভিচারী, ইহাকে প্রত্যক্ষ বলেনা। "ব্যবসায়াত্মক"—কেহ দূর হইতে নদীর বালুকা দেখিয়া বলিল, "ঐ স্থানে বস্ত্র শুকাইতেছে? অথবা জল? বা অন্য কিছু আছে?" "দেবদত্ত দাঁড়াইয়া আছে? অথবা যজ্ঞদত্ত?" যতক্ষণ একটা নির্ণয় না হয়, ততক্ষণ উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। কিন্তু যে জ্ঞান অব্যপদেশ্য, অব্যভিচারী এবং নিশ্চয়াত্মক, তাহাকেই প্রত্যক্ষ বলে।

দ্বিতীয় অনুমানঃ—

অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ॥ ন্যায়০ অ০ ১। আ০ ১। সূ০ ৫॥

যাহা প্রত্যক্ষপূর্ব্বক অর্থাৎ যাহার কোন এক দেশ অথবা সম্পূর্ণ দ্রব্যটি কোন স্থানে বা কালে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহার দূর দেশ হইতে সহচারী এক

দেশের প্রত্যক্ষ হওয়ায় অদৃষ্ট অবয়বীর জ্ঞান হওয়াকে অনুমান বলে, যেমন— পুত্রকে দেখিয়া পিতার, পর্ব্বতাদিতে ধূম দেখিয়া অগ্নির এবং জগতের দুঃখ দেখিয়া পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হইয়া থাকে। এই অনুমান তিন প্রকারের যথা— প্রথম "পূর্ব্ববৎ" যেমন, মেঘ দেখিয়া বর্ষার, বিবাহ দেখিয়া সন্তান উৎপত্তির এবং অধ্যয়নরত ছাত্র দেখিয়া বিদ্যাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা হয়। এইরূপে যে সকল স্থলে কারণ দেখিয়া কার্য্যের জ্ঞান হয় তাহা "পূর্ব্ববৎ"। দ্বিতীয়—"শেষবৎ" অর্থাৎ যেস্থলে কার্য্য দেখিয়া কারণের জ্ঞান হয়, যেমন নদী-প্রবাহের বৃদ্ধি দেখিয়া উপরে (পর্ব্বতোপরি) বৃষ্টি-বর্ষণের, পুত্রকে দেখিয়া পিতার, সৃষ্টিকে দেখিয়া অনাদি কারণের ও কর্ত্তা ঈশ্বরের এবং পাপ ও পুণ্যের আচরণ দেখিয়া সুখ ও দুঃখের জ্ঞান হয়।* ইহাকে "শেষবৎ" বলে। তৃতীয়,—"সামান্যতো দৃষ্ট", যাহা কাহারও কার্য্য বা কারণ নহে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সাধর্ম্য থাকে, যেমন কোন ব্যক্তি গমন না করিয়া অন্য স্থানে যাইতে পারে না, সেইরূপ অন্যেরও গমন ব্যতীত স্থানান্তর যাওয়া অসম্ভব। অনুমান শব্দের অর্থ এই যে, "অনু অর্থাৎ প্রত্যক্ষস্য পশ্চান্মীয়তে জ্ঞায়তে যেন তদনুমানম্" যাহা প্রত্যক্ষের পরে উৎপন্ন হয়, যেমন ধূমের প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যতীত অদৃষ্ট অগ্নির জ্ঞান কখনও হইতে পারে না।

তৃতীয় উপমান :—

প্রসিদ্ধ সাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্ ॥ ন্যায়০। অ০ ১। আ০ ১। সূ০ ৬॥

প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ সাধর্ম্য দ্বারা সাধ্যের অর্থাৎ সিদ্ধ করিবার যোগ্য জ্ঞানের সিদ্ধির যাহা সাধন, তাহাকে উপমান বলে। "উপমীয়তে যেন তদুপমানম্"। যেমন কেহ কোন ভৃত্যকে বলিল, "তুই বিষ্ণুমিত্রকে ডাকিয়া আন"। সে বলিল, "আমি তাহাকে কখনও দেখি নাই"। তাহার প্রভু বলিল, "যেমন এই দেবদত্ত, তেমনই সেই বিষ্ণুমিত্র", অথবা যেমন এই গাভী তেমনই গবয় অর্থাৎ "নীল গাই"। যখন সে সেস্থানে গেল এবং দেবদত্তের সদৃশ তাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় করিল যে এই ব্যক্তিই বিষ্ণুমিত্র, এবং তাহাকে লইয়া আসিল। অথবা কোন বনে কোন পশুকে গো সদৃশ দেখিল, তাহারই নাম গবয় বলিয়া সে স্থির করিল।

চতুর্থ শব্দ প্রমাণ :—

আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥ ন্যায়০। অ০ ১। আ০ ১। সূ০ ৭॥

* এবং সুখ ও দুঃখ দেখিয়া পাপ ও পুণ্যের জ্ঞান হয়।

যিনি আপ্ত অর্থাৎ পূর্ণ বিদ্বান্‌, ধর্ম্মাত্মা, পরোপকারপ্রিয়, সত্যবাদী, পুরুষকারসম্পন্ন এবং জিতেন্দ্রিয়, তিনি নিজ আত্মায় যাহা জানেন এবং যদ্দ্বারা সুখ পাইয়া থাকিবেন, তাহাই প্রকাশ করার ইচ্ছাদ্বারা প্রেরণা পাইয়া সকলের কল্যাণার্থ উপদেষ্টা হইয়া থাকেন, অর্থাৎ যিনি পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থের জ্ঞানলাভ করিয়া উপদেষ্টা হইয়া থাকেন, এইরূপ পুরুষের উপদেশকে এবং পূর্ণআপ্ত পরমেশ্বরের উপদেশস্বরূপ বেদকে শব্দ প্রমাণ বলিয়া জানিবে।

পঞ্চম ঐতিহ্য :—

ন চতুষ্ট্বমৈতিহ্যার্থাপত্তিসম্ভবাভাবপ্রামাণ্যাৎ।

ন্যায়০। অ০ ২। আ০ ২। সূ০ ১।

যাহা ইতিহ অর্থাৎ এইরূপ ছিল, সে এইরূপ করিয়াছিল, অর্থাৎ কাহারও জীবনচরিত্রের নাম ঐতিহ্য।

ষষ্ঠ অর্থাপত্তি :—

"অর্থাদাপদ্যতে সা অর্থাপত্তিঃ"। কেনচিদুচ্যতে "সৎসু ঘনেষু বৃষ্টিঃ, সতি কারণে কার্য্যং ভবতীতি কিমত্র প্রসজ্যতে, অসৎসু ঘনেষু বৃষ্টিরসতি কারণে চ কার্য্যং ন ভবতি"। যেমন কেহ কাহাকেও বলিল, "মেঘ হইলে বৃষ্টি এবং কারণ হইলে কার্য্য উৎপন্ন হয়।" এস্থলে না বলা সত্ত্বেও অন্য একটি কথা সিদ্ধ হইল যে, মেঘ ব্যতীত বৃষ্টি এবং কারণ ব্যতীত কার্য্য কখনও হইতে পারেনা।

সপ্তম সম্ভব :—"সম্ভবতি যস্মিন্‌ স সম্ভবঃ"। যদি কেহ বলে যে, মাতা-পিতা ব্যতীত সন্তানোৎপত্তি হইয়াছে, কেহ মৃতকে পুনর্জীবিত করিয়াছে, পর্ব্বত উত্তোলন করিয়াছে, সমুদ্রে প্রস্তর ভাসাইয়াছে, চন্দ্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে, পরমেশ্বরের অবতার হইয়াছে, মনুষ্যের শৃঙ্গ দেখিয়াছে এবং বন্ধ্যা নারীর পুত্র-কন্যার বিবাহ দিয়াছে ইত্যাদি—তবে এই সমস্ত অসম্ভব। কেননা এই সব কথা সৃষ্টিক্রম-বিরুদ্ধ। যাহা সৃষ্টিক্রমের অনুকূল তাহাই সম্ভব।

অষ্টম অভাব :—"ন ভবন্তি যস্মিন্‌ সোঽভাবঃ"। যেমন কেহ কাহাকেও বলিল, "হস্তী আনয়ন কর"। সে সেস্থানে হস্তীর অভাব দেখিয়া যে স্থানে হস্তী ছিল, সে স্থান হইতে তাহা আনয়ন করিল। এই আট প্রমাণ। তন্মধ্যে ঐতিহ্যকে শব্দ প্রমাণের অন্তর্গত এবং অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাবকে অনুমানের

অন্তর্গত গণনা করিলে চারি প্রমাণ থাকিয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ পরীক্ষা দ্বারা মনুষ্য সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারে, অন্যথা নহে।

ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্ ॥ বৈশেষিক০। অ০ ১। আ০ ১। সূ০ ৪ ॥

যখন মনুষ্যের যথাযোগ্য ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র হইয়া "সাধর্ম্ম্য" অর্থাৎ যাহা তুল্যধর্ম-বিশিষ্ট, যেমন পৃথিবী জড়, তদ্রূপ জলও জড়; "বৈধর্ম্ম্য" অর্থাৎ পৃথিবী কঠিন, কিন্তু জল তরল, এইরূপে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়—এই ছয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান বা স্বরূপ জ্ঞান হয় তখন তাহা দ্বারা "নিঃশ্রেয়সম্" মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

পৃথিব্যাঽপস্তেজোবায়ুরাকাশং কালোদিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি ॥
বৈ০। অ০ ১। আ০ ১। সূঃ ৫ ॥

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্. আত্মা এবং মন—এই নয়টি দ্রব্য।

ক্রিয়াগুণবৎসমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্।
বৈ০। অ০ ১। আ০ ১। সূঃ ১৫ ॥

"ক্রিয়াশ্চ গুণাশ্চ বিদ্যন্তে যস্মিংস্তৎ ক্রিয়াগুণবৎ" যাহাতে ক্রিয়া, গুণ এবং কেবল গুণ থাকে, তাহাকে দ্রব্য বলে। এই সকলের মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, মন এবং আত্মা—এই ছয়টি দ্রব্য ক্রিয়া ও গুণ-বিশিষ্ট। আর আকাশ, কাল এবং দিক্—এই তিনটী ক্রিয়া রহিত ও গুণ-বিশিষ্ট। (সমবায়ি) "সমবেতুং শীলং যস্য তৎ সমবায়ি, প্রাগ্‌বৃত্তিত্বং কারণং সমবায়ি চ তৎ কারণং সমবায়িকারণম্" "লক্ষ্যতে যেন তল্লক্ষণম্"। যাহা মিলন স্বভাবযুক্ত ও যাহা কার্য্য হইতে কারণ পূর্ব্বকালস্থ হয় তাহাকে দ্রব্য বলে। যদ্দ্বারা লক্ষ্য জানা যায়, তাহাকে লক্ষণ বলে যেমন চক্ষুদ্বারা রূপ জানা যায়।

রূপরসগন্ধস্পর্শবতী পৃথিবী ॥ বৈ০। অ০ ২। আ০ ১। সূ০ ১ ॥

পৃথিবী রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শবিশিষ্ট। তাহাতে রূপ, রস এবং স্পর্শ অগ্নি, জল এবং বায়ুর সংযোগে থাকে।

ব্যবস্থিতঃ পৃথিব্যাং গন্ধঃ ॥ বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ২ । সূ০ ২ ॥

পৃথিবীতে গন্ধ-গুণ স্বাভাবিক। সেইরূপ জলে রস, অগ্নিতে রূপ, বায়ুতে স্পর্শ এবং আকাশে শব্দ স্বাভাবিক।

রূপরসস্পর্শবত্য আপো দ্রবাঃ স্নিগ্ধাঃ ॥ বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ১ । সূ০ ২ ॥

রূপ, রস ও স্পর্শযুক্ত, দ্রবীভূত ও স্নিগ্ধ ইহাকে জল বলে। কিন্তু এই সকলের মধ্যে রস জলের স্বাভাবিক গুণ এবং রূপ ও স্পর্শ, অগ্নি ও বায়ুর যোগ হইতে হয়।

অপ্সু শীততা ॥ বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ২ । সূ০ ৫ ॥

জলে শীতলত্ব গুণও স্বাভাবিক।

তেজো রূপস্পর্শবৎ ॥ বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ১ । সূ০ ৩ ॥

যাহা রূপ ও স্পর্শযুক্ত তাহা তেজ। কিন্তু ইহাতে রূপ স্বাভাবিক এবং স্পর্শ বায়ুর যোগ বশতঃ আছে।

স্পর্শবান্ বায়ুঃ ॥ বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ১ । সূ০ ৪ ।

বায়ু স্পর্শগুণ-বিশিষ্ট। কিন্তু ইহাতেও তেজ ও জলের যোগবশতঃ উষ্ণতা শীতলতা থাকে।

ত আকাশে ন বিদ্যন্তে ॥ বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ১ । সূ০ ৫ ।

রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ আকাশে নাই। কিন্তু শব্দই আকাশের গুণ।

নিষ্ক্রমণং প্রবেশনমিত্যাকাশস্য লিঙ্গম্ ॥
বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ১ । সূ০ ২০ ।

যাহাতে প্রবেশ এবং নিষ্ক্রমণ হয়,—তাহা আকাশের লিঙ্গ (চিহ্ন)।

কার্য্যান্তরাপ্রাদুর্ভাবাচ্চ শব্দঃ স্পর্শবতামগুণঃ ॥
বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ১ । সূ০ ২৫ ॥

অন্য পৃথিব্যাদি কার্য্য সমূহ হইতে প্রকট হয় না বলিয়া শব্দ স্পর্শগুণ বিশিষ্ট ভূমি প্রভৃতির গুণ নহে, কিন্তু শব্দ আকাশেরই গুণ।

অপরস্মিন্নপরং যুগপচ্চিরং ক্ষিপ্রমিতি কাললিঙ্গানি ॥
বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ২ । সূ০ ৬ ॥

যাহাতে অপর, পর, (যুগপৎ) একসঙ্গে, (চিরং) বিলম্বে, (ক্ষিপ্রং) শীঘ্র, ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহাকে কাল বলে।

নিত্যেম্বভাবাদনিত্যেষু ভাবাৎ কারণে কালাখ্যেতি।
বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ২ । সূ০ ৯ ॥

নিত্য পদার্থে থাকেনা এবং অনিত্য পদার্থে থাকে, এইজন্য কারণেই কাল সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

ইত ইদমিতি যতস্তদ্দিশ্যং লিঙ্গং ॥ বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ২ । সূ০ ১০ ॥

ইহা হইতে ইহা পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, ঊর্দ্ধ এবং নিম্ন, যাহাতে এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাকে দিক্ বলে।

আদিত্যসংযোগাদ্ ভূতপূর্ব্বাদ্ ভবিষ্যতো ভূতাচ্চ প্রাচী ॥
বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ২ । সূ০ ১৪ ॥

যে দিকে প্রথম আদিত্য সংযোগ হইয়াছে, আছে এবং হইবে, তাহাকে পূর্ব্বদিক্ বলে। যে দিকে সূর্য্যাস্ত হয়, তাহাকে পশ্চিম দিক্ বলে। পূর্ব্বাভিমুখী ব্যক্তির ডানদিক্‌কে দক্ষিণ এবং বাম দিক্‌কে উত্তর দিক্ বলে।

এতেন দিগন্তরালানি ব্যাখ্যাতানি ॥ বৈ০ । অ০ ২ । আ০ ২ । সূ০ ১৬ ॥

পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্ত্তী দিক্‌কে আগ্নেয়ী, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের মধ্যবর্ত্তী দিক্‌কে নৈঋতী, পশ্চিম ও উত্তর দিকের মধ্যবর্ত্তী দিক্‌কে বায়বী এবং উত্তর ও পূর্ব্বদিকের মধ্যবর্ত্তী দিক্‌কে ঐশানী দিক্ বলে।

ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি ॥ ন্যায়০ । অ০ ১ । সূ০ ১০ ॥

যাহাতে (ইচ্ছা) রাগ, (দ্বেষ) বৈর, (প্রযত্ন) পুরুষকার, সুখ, দুঃখ, (জ্ঞান) জ্ঞাত হইবার গুণ আছে, তাহাকে জীবাত্মা বলে। বৈশেষিকে এই গুলি অধিক আছে :—

প্রাণাঽপাননিমেষোন্মেষজীবনমনোগতীন্দ্রিয়ান্তর্ব্বিকারাঃ সুখদুঃখেচ্ছা-দ্বেষ প্রযত্নাশ্চাত্মনো লিঙ্গানি ॥ বৈ০ । অ০ ৩ । আ০ ২ । সূ০ ৪ ॥

(প্রাণ) ভিতর হইতে বায়ুকে বাহিরে আনা, (অপান) বাহির হইতে বায়ুকে ভিতরে আনা,* (নিমেষ) চক্ষু বন্ধ করা, (উন্মেষ) চক্ষু উন্মীলন করা, (জীবন) প্রাণকে ধারণ করা, (মনঃ) মনন, বিচার অর্থাৎ জ্ঞান, (গতি) যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করা, (ইন্দ্রিয়) ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয়ে চালিত করা, তদ্দ্বারা বিষয় গ্রহণ করা, (অন্তর্বিকার) ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জ্বর এবং পীড়াদি বিকার, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন—এই সকল আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ কর্ম্ম ও গুণ।

যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্ ॥ ন্যায়০ অ০ ১। আ০ ১। সূ০১৬ ॥

যদ্দ্বারা এককালে দুই পদার্থের গ্রহণ অথবা জ্ঞান হয় না, তাহাকে মন বলে।

ইহা দ্রব্যের স্বরূপ ও লক্ষণ বলা হইল। এখন গুণ বলা যাইতেছে ঃ—

রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাপরিমাণানি পৃথকৃত্বং সংযোগবিভাগৌ পরত্বাং-পরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ ॥ বৈ০। অ০১। আ০ ১। সূ০ ৬।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং শব্দ—এই ২৪টিকে গুণ বলে।

দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ ইতি
গুণলক্ষণম্ ॥ বৈ০। অ০ ১। আ০ ১। সূ০ ১৬ ॥

যাহা দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, অন্য গুণকে ধারণ করে না, যাহা সংযোগ ও বিভাগের কারণ হয় না এবং যাহা (অনপেক্ষ) অর্থাৎ একে অন্যের অপেক্ষা করেনা, তাহাকে গুণ বলে।

শ্রোত্রোপলব্ধির্বুদ্ধিনির্গ্রাহ্যঃ প্রয়োগেণাংভিজ্বলিত আকাশদেশঃ শব্দঃ ॥ মহাভাষ্যে ॥

---

* কাহারও মতে প্রাণ অর্থে বায়ুকে ভিতরে লওয়া ও অপান অর্থে বায়ুকে বাহির করা—অনুবাদক।

যাহা শ্রোত্র দ্বারা উপলব্ধ, বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণীয় ও প্রয়োগ দ্বারা প্রকাশিত এবং আকাশ যাহার দেশ তাহাকে শব্দ বলে। যাহা নেত্র দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা রূপ; জিহ্বা দ্বারা মধুরাদি নানাপ্রকারের জ্ঞান হয় তাহা রস; যাহা নাসিকা দ্বারা গৃহীত হয় তাহা গন্ধ এবং যাহা ত্বক্ দ্বারা গৃহীত হয় তাহা স্পর্শ। যদ্দ্বারা এক দুই ইত্যাদি গণনা হয় তাহা সংখ্যা। যদ্দ্বারা পরিমাণ অর্থাৎ গুরু লঘু জানা যায়, তাহা পরিমাণ; এক অন্য হইতে পৃথক্ হওয়া পৃথক্ত্ব, এক অন্যের সহিত মিলিত হওয়া সংযোগ। এক অন্যের সহিত মিলিত থাকিয়া অনেক খণ্ড হইয়া যাওয়া—বিভাগ। ইহা হইতে যাহা পূর্ব্বে—তাহা পর। ইহা হইতে যাহা পরে—তাহা অপর। যদ্দ্বারা ভাল মন্দ জ্ঞান হয় তাহা বুদ্ধি। আনন্দের নাম সুখ। ক্লেশের নাম দুঃখ। (ইচ্ছা) রাগ, (দ্বেষ) বিরাগ, (প্রযত্ন) অনেক প্রকারের বল ও পুরুষকার, (গুরুত্ব) ভার, (দ্রবত্ব) দ্রব হওয়া, (স্নেহ) প্রীতি ও মসৃণতা, (সংস্কার) অন্যের সংযোগ বশতঃ বাসনা হওয়া, (ধর্ম্ম) ন্যায়াচরণ এবং কঠোরতাদি, (অধর্ম্ম) অন্যায়াচরণ ও কঠোরতার বিপরীত কোমলতা—এই চাব্বিশ (২৪) গুণ।

উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রসারণং গমনমিতি কর্ম্মাণি ॥

বৈ০। অ০ ১। আ০ ১। সূ০ ৭ ॥

"উৎক্ষেপণ"—ঊর্দ্ধচেষ্টা, "অবক্ষেপণ"—নিম্নচেষ্টা, "আকুঞ্চন"—সংকোচ, "প্রসারণ"—বিস্তার, "গমন"—যাতায়াত এবং ভ্রমণাদি—এই গুলিকে কর্ম্ম বলে। এখন কর্ম্মের লক্ষণ—

একদ্রব্যমগুণং সংযোগবিভাগেষ্বনপেক্ষকারণমিতি কর্ম্মলক্ষণম্ ॥

বৈ০। অ০ ১। আ০ ১। সূ০ ১৭ ॥

"একং দ্রব্যমাশ্রয় আধারো যস্য তদেকদ্রব্যং ন বিদ্যতে গুণো যস্য যস্মিন্ বা তদগুণং, সংযোগেষু বিভাগেষু চাপেক্ষারহিতং কারণং তৎকর্ম্মলক্ষণম্" অথবা "যৎ ক্রিয়তে তৎকর্ম্ম, লক্ষ্যতে যেন তল্লক্ষণং, কর্ম্মণো লক্ষণং কর্ম্মলক্ষণম্"

দ্রব্যের আশ্রিত, গুণরহিত এবং সংযোগ-বিভাগ হওয়ার অপেক্ষা রহিত কারণ হইলে তাহাকে কর্ম্ম বলে।

দ্রব্যগুণকর্ম্মণাং দ্রব্যং কারণং সামান্যম্ ॥ বৈ০। অ০ ১। আ০ ১। সূ০ ১৮ ॥

যাহা কার্য্য—দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্মের কারণ-দ্রব্য, তাহাকে সামান্য-দ্রব্য বলে।

দ্রব্যাণাং দ্রব্যং কার্য্যং সামান্যম্ ॥ বৈ০ । অ০ ১ । আ০ ১ । সূ০ ২৩ ॥

যাহা দ্রব্যসমূহের কার্য্য-দ্রব্য, তাহা কার্য্যত্ব বশতঃ সকল কার্য্যে সামান্য।

দ্রব্যত্বং গুণত্বং কর্ম্মত্বঞ্চ সামান্যানি বিশেষাশ্চ ॥

বৈ০ । অ০ ১ । আ০ ২ । সূ০ ৫ ।

দ্রব্যসমূহের মধ্যে দ্রব্যত্ব, গুণসমূহের মধ্যে গুণত্ব এবং কর্ম্মসমূহের মধ্যে কর্ম্মত্ব—এই সকলকে সামান্য এবং বিশেষ বলে। কেননা দ্রব্যসমূহে দ্রব্যত্ব সামান্য, এবং গুণত্ব কর্ম্মত্ব হইতে দ্রব্যত্ব বিশেষ। এইরূপ সর্ব্বত্র জ্ঞাতব্য।

সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্ ॥ বৈ০ অ০ ১ । আ০ ২ । সূ০ ৩ ॥

সামান্য এবং বিশেষ বুদ্ধির অপেক্ষা হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে, যেমন, মনুষ্যদিগের মধ্যে মনুষ্যত্ব সামান্য এবং উহা পশুত্বাদি হইতে বিশেষ। সেইরূপ স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্বের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব এবং শূদ্রত্ব বিশেষ। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব সামান্য, কিন্তু ক্ষত্রিয় প্রভৃতি হইতে বিশেষ। এইরূপ সর্ব্বত্র জ্ঞাতব্য।

ইহেদমিতি যতঃ কার্য্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ ॥

বৈ০ । অ০ ৭ । আ০ ২ । সূ০ ২৬ ॥

কারণ অর্থাৎ অবয়ব সমূহের মধ্যে অবয়বী, কার্য্য সমূহের মধ্যে ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্, গুণ ও গুণী, জাতি ও ব্যক্তি, কার্য্য ও কারণ, অবয়ব ও অবয়বী—এই সকলের মধ্যে যে নিত্য সম্বন্ধ, তাহাকে সমবায় বলে। আর অন্য দ্রব্য সমূহের যে পরস্পর সম্বন্ধ হয় তাহা সংযোগ অর্থাৎ অনিত্য সম্বন্ধ।

দ্রব্যগুণয়োঃ সজাতীয়ারম্ভকত্বং সাধর্ম্ম্যম্।

বৈ০ । অ০ ১ । আ০ ১ । সূ০ ৯ ।

দ্রব্য ও গুণের সমান জাতীয় কার্য্যের যে আরম্ভ তাহাকে সাধর্ম্ম্য বলে, যেমন পৃথিবীতে জড়ত্ব ধর্ম্ম ও ঘটাদি কার্য্য উৎপাদকত্ব স্ব-সদৃশ-ধর্ম্ম আছে; সেইরূপ জলে জড়ত্ব এবং হিমাদি স্বসদৃশ কার্য্যের আরম্ভ, পৃথিবীর সহিত জলের এবং জলের সহিত পৃথিবীর তুল্য ধর্ম্ম আছে; অর্থাৎ "দ্রব্য গুণয়োর্ব্বিজাতীয়ারম্ভকত্বং বৈধর্ম্ম্যম্"। ইহা জানা গেল যে, যাহা দ্রব্য ও গুণের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ও কার্য্যের আরম্ভ তাহাকে বৈধর্ম্ম্য বলে, যেমন পৃথিবীতে

কঠিনত্ব, শুষ্কত্ব ও গন্ধত্ব-ধর্ম্ম জলের বিরুদ্ধ, এবং জলের দ্রবত্ব, কোমলত্ব ও রস গুণ যুক্ততা পৃথিবীর বিরুদ্ধ।

কারণভাবাৎ কার্য্যভাবঃ ॥ বৈ০। অ০ ৪। আ০ ১। সূ০ ৩॥

কারণ হইলেই কার্য্য হয়।

নতু কার্য্যাভাবাৎ কারণাভাবঃ ॥ বৈ০ অ০ ১। আ০ ২। সূ০ ২।

কার্য্যের অভাব হইলে কারণের অভাব হয় না।

কারণাঽভাবাৎ কার্য্যাঽভাবঃ ॥ বৈ০। অ০ ১। আ০ ২। সূ০ ১॥

কারণ না হইলে কার্য্য কখনও হয়না

কারণগুণপূর্ব্বকঃ কার্য্যগুণো দৃষ্টঃ ॥

বৈ০। অ০ ২। আ০ ১। সূ০ ২৪॥

কারণে যাদৃশ গুণ থাকে কার্য্যেও তাদৃশ গুণ থাকে।

পরিমাণ দুই প্রকার :—

অণুমহদিতি তস্মিন্ বিশেষভাবাদ্বিশেষাভাবাচ্চ ॥

বৈ০। অ০ ৭। আ০ ১। সূ০ ১১॥

(অণু) সূক্ষ্ম, (মহৎ) প্রকাণ্ড, যেমন ত্রসরেণু লিক্ষা (চারি ত্রস রেণু) অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু দ্ব্যণুক অপেক্ষা বড়। আর পর্ব্বত পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু বৃক্ষ অপেক্ষা বড়।

সদিতি যতো দ্রব্যগুণকর্ম্মসু সা সত্তা ॥

বৈ০ অ০ ১। আ০ ২। সূ০ ৭॥

যে দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্মে "সৎ" শব্দ অন্বিত থাকে, ("সদ্দ্রব্যম্—সদ্গুণ—সৎকর্ম্ম") সৎ দ্রব্য, সৎগুণ, সৎকর্ম্ম, অর্থাৎ বর্ত্তমান কালবাচী শব্দের অন্বয় যাহাদের সঙ্গে থাকে, তাহা সত্তা।

ভাবোঽনুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব ॥

বৈ০ ॥ অ০ ১। আ০ ২। সূ০ ৪॥

সকলের সঙ্গে অনুবর্ত্তমান (সহ-স্থায়ী) হওয়ায় যে সত্তা-রূপ অস্তিত্ব, তাহাকে মহাসামান্য বলে। ভাবরূপ দ্রব্যের এই ক্রম।

অভাব পাঁচ প্রকার ঃ—ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ ॥

বৈ০ । অ০ ৯ । আ০ ১ । সূ০ ১ ॥

ক্রিয়া এবং গুণের বিশেষ নিমিত্তের অভাব হেতু প্রাক্ অর্থাৎ পূর্ব্বে (অসৎ) ছিল না, যেমন ঘট ও বস্ত্রাদি উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিলনা। ইহার নাম "প্রাগভাব"।

দ্বিতীয় ঃ—সদসৎ ॥ বৈ০ । অ০ ৯ । আ০ ১ । সূ০ ২ ॥

যাহা হইয়া থাকেনা, যেমন ঘট উৎপন্ন হইবার পর নষ্ট হইয়া যায়। ইহাকে "প্রধ্বংসাভাব" বলে।

তৃতীয় ঃ—সচ্চাসৎ ॥ বৈ০ অ০ ৯ । আ০ ১ । সূ০ ৪ ॥

যাহা আছে ও নাই, যেমন "অগৌরশ্বোঽনশ্বোগৌঃ", ঘোড়া গরু নহে, আর গরু ঘোড়া নহে ; অর্থাৎ ঘোড়াতে গরুর এবং গরুতে ঘোড়ার "অভাব"। আর গরুতে গরুর এবং ঘোড়াতে ঘোড়ার "ভাব" আছে। ইহাকে অন্যোঽন্যাভাব বলে।

চতুর্থ ঃ—যচ্চান্যদসদতস্তদসৎ ॥ বৈ০ । অ০ ৯ । আ০ ১ । সূ০ ৫ ॥

যাহা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অভাব হইতে ভিন্ন, তাহাকে "অত্যন্তাভাব" বলে। যেমন "নরশৃঙ্গ", অর্থাৎ মনুষ্যের শিং ; "খপুষ্প", আকাশ-কুসুম এবং "বন্ধ্যাপুত্র" বন্ধ্যার পুত্র ইত্যাদি।

পঞ্চম ঃ—নাস্তি ঘটো গেহ ইতি সতো ঘটস্য গেহসংসর্গপ্রতিষেধঃ ॥

বৈ০ । অ০ ৯ । আ০ ১ । সূ০ ১০ ॥

গৃহে ঘট নাই, অর্থাৎ অন্যত্র আছে, ঘরের সহিত ঘটের সম্বন্ধ নাই। এই পঞ্চবিধ অভাব।

ইন্দ্রিয়দোষাৎ সংস্কারদোষাচ্চাবিদ্যা ॥

বৈ০ । অ০ ৯ । আ০ ২ । সূ০ ১০ ॥

ইন্দ্রিয়ের দোষ এবং সংস্কারের দোষ হইতে অবিদ্যা উৎপন্ন হয়।

তদ্দুষ্টজ্ঞানম্ ॥ বৈ০ । অ০ ৯ । আ০ ২ । সূ০ ১১ ॥

দুষ্ট অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞানকে অবিদ্যা বলে।

অদুষ্টং বিদ্যা ॥ বৈ০ । অ০ ৯ । আ০ ২ । সূ০ ১২ ॥

অদুষ্ট অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানকে বিদ্যা বলে।

পৃথিব্যাদিরূপরসগন্ধস্পর্শা দ্রব্যানিত্যত্বাদনিত্যাশ্চ ॥
বৈ০ । অ০ ৭ । আ০ ১ । সূ০ ২ ॥

এতেন নিত্যেষু নিত্যত্বমুক্তম্ ॥ বৈঃ । অঃ ৭ । আ০ ১ । সূ০ ৩ ॥

যে কার্য্যরূপ পৃথিব্যাদি পদার্থ ও তন্মধ্যে যে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ গুণ, সে সকল দ্রব্যের অনিত্য হওয়াতে অনিত্য। আর কারণরূপ পৃথিবী আদি নিত্য দ্রব্যে যে সকল গন্ধাদি গুণ আছে, ঐ সকল নিত্য।

সদকারণবন্নিত্যম্ ॥ বৈ০ । অ০ ৪ । আ০ ১ । সূ০ ১ ।

যাহা বিদ্যমান্ আছে এবং যাহার কোন কারণ নাই, তাহা নিত্য, অর্থাৎ "সৎকারণবদনিত্যম্"। কারণ-বিশিষ্ট কার্য্যরূপগুণকে অনিত্য বলে।

অস্যেদং কার্য্যং কারণং সংযোগি বিরোধি সমবায়ি চেতি লৈঙ্গিকম্ ॥
বৈ০ । অ০ ৯ । আ০ ২ । সূ০ ১ ॥

ইহার এই কার্য্য বা কারণ ইত্যাদি সমবায়ি, সংযোগি, একার্থ সমবায়ি এবং বিরোধি—এই চারি প্রকার লৈঙ্গিক অর্থাৎ লিঙ্গ লিঙ্গীর সম্বন্ধ হইতে জ্ঞান হইয়া থাকে। "সমবায়ি"—যেমন আকাশ পরিমাণ বিশিষ্ট। 'সংযোগি'—যেমন শরীর ত্বক্ বিশিষ্ট ইত্যাদি স্থলে নিত্য সংযোগ আছে। "একার্থ সমবায়ি"—এক বস্তুতে দুই গুণ থাকা, যেমন কার্য্যরূপ স্পর্শ, কার্য্যের লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক। "বিরোধি"—যেমন অতীতের বৃষ্টি ভাবী বৃষ্টির বিরোধী লিঙ্গ।

"ব্যাপ্তি"—নিয়ত ধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ ॥ নিজ-শক্ত্যুদ্ভবমিত্যাচার্য্যাঃ ॥ আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ ॥
সাংখ্য সূত্র ॥ অঃ ৫ । সূঃ ২৯।৩১।৩২॥

যে দুই সাধ্য-সাধন, অর্থাৎ যাহা সিদ্ধ করিবার যোগ্য এবং যদ্দারা সিদ্ধ করা যায়, সেই দুইটি অথবা একটি মাত্র সাধনের নিশ্চিত ধর্ম্মের যে সহচার, তাহাকে ব্যাপ্তি বলে। যেমন ধূম ও অগ্নির সহচার আছে ॥ ২৯ ॥ আর ব্যাপ্য যে ধূম উহার নিজ শক্তি হইতে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যখন দূর স্থানান্তরে গমন করে,

তখন অগ্নি সংযোগ ব্যতীতও সে ধূম স্বয়ং থাকে। তাহারই নাম ব্যাপ্তি, অর্থাৎ অগ্নির ছেদন, ভেদন সামর্থ্য হইতে জলাদি পদার্থ ধূমরূপে প্রকট হয়॥ ৩১॥ যেমন মহত্তত্ত্বাদিতে প্রকৃতি আদির ব্যাপকতা এবং বুদ্ধি আদিতে ব্যাপ্যতা-ধর্ম্মের সম্বন্ধের নাম ব্যাপ্তি; যেমন শক্তি আধেয় রূপ এবং শক্তিমান্ আধার-রূপের সম্বন্ধ॥ ৩২॥

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া পঠন পাঠন করিবে। অন্যথা বিদ্যার্থীদিগের কখনও সত্যবোধ হইতে পারে না। যে যে গ্রন্থ পড়াইতে হইবে, সেই সকল গ্রন্থ পূর্ব্বোক্তরূপে পরীক্ষা করিবার পর যে যে গ্রন্থ সত্য বলিয়া নিশ্চিত হইবে তাহা তাহা পড়াইবে। এই সকল পরীক্ষাদ্বারা বিরুদ্ধ প্রতিপন্ন গ্রন্থের পঠন পাঠন করিবে না।

কারণ :—

লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং বস্তুসিদ্ধিঃ॥

লক্ষণ—যেমন "গন্ধবতী পৃথিবী" যাহা পৃথিবী তাহা গন্ধবতী। এইরূপ লক্ষণ এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা এই সকল সত্যাসত্য ও পদার্থের নির্ণয় হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্য কিছুই হয় না।

অথ পঠনপাঠনবিধিঃ॥

এখন পঠন পাঠনের বিধি লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ পাণিনি মুনি কৃত শিক্ষা। শিক্ষা সূত্ররূপ, ইহার রীতি শিক্ষা করিবে। অর্থাৎ এই অক্ষরের এই স্থান, এই প্রযত্ন, এই কারণ; যেমন 'প' এর স্থান ওষ্ঠ, প্রযত্ন স্পৃষ্ঠ এবং প্রাণ ও জিহ্বার ক্রিয়াকে করণ বলে। মাতা, পিতা এবং আচার্য্য যথাযোগ্য সকল অক্ষরের উচ্চারণ শিক্ষা দিবেন।

তদনন্তর ব্যাকরণ শিক্ষা দিবেন। প্রথমে অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রগুলি পাঠ করিবে, যেমন "বৃদ্ধিরাদৈচ্"। পরে পদচ্ছেদ, যেমন "বৃদ্ধিঃ, আৎ, ঐচ্ বা আদৈচ্"। পরে সমাস শিক্ষা করিবে। যেমন আচ্চ্ ঐচ্চ আদৈচ্" এবং অর্থ যেমন "আদৈচাং বৃদ্ধি-সংজ্ঞা ক্রিয়তে", অর্থাৎ (আ, ঐ, ঔ) ইহার বৃদ্ধি সংজ্ঞা (করা হয়); "তঃ পরো যস্মাৎ স তপরস্তাদপি পরস্তপরঃ" 'ত'কার যাহার পরে থাকে এবং যাহা ত হইতেও পরে থাকে তাহাকে "তপর" বলে। ইহাতে সিদ্ধ হইল যে 'আ'কারের পর 'ৎ' এবং 'ৎ'য়ের পরে "ঐচ্" উভয়েই "তপর"।

'ত'পরের প্রয়োজন এই যে, হ্রস্ব এবং প্লুতের বৃদ্ধি সংজ্ঞা হইল না। উদাহরণ—(ভাগঃ) এস্থলে ভজ্ ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয়ের পর 'ঘ, ঞ্' এর 'ইৎ' সংজ্ঞা হইয়া লোপ হইল। পরে "ভজ্ + অ", এস্থলে 'জ'কারের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং "ভ" কারের পরস্থিত "অ"কারের বৃদ্ধি সংজ্ঞক "আ"কার হইল। সুতরাং "ভাজ্" হইল। পুনরায় "ভাজ্" এর "জ্" স্থানে "গ্" হইয়া "অ"কারের সহিত মিলিয়া "ভাগঃ" এইরূপ প্রয়োগ হইল।

"অধ্যায়ঃ", এস্থলে "অধি" পূর্ব্বক "ইঙ্" ধাতুর হ্রস্ব "ই" স্থানে "ঘঞ্" প্রত্যয়ের পরে "ঐ" বৃদ্ধি হয় এবং উহার স্থানে "আয়্" হইবার পর মিলিত হইয়া "অধ্যায়ঃ" হইল।

"নায়কঃ", এস্থলে "নীঞ্" ধাতুর দীর্ঘ "ঈ" কারের স্থানে "ণ্বুল্ প্রত্যয়, পরে "ঐ" বৃদ্ধি, পরে উহার স্থানে "আয়্" হইবার পর মিলিত হইয়া "নায়কঃ" হইল।

পুনঃ "স্তাবকঃ", এস্থলে "স্তু" ধাতুর উত্তর "ণ্বুল্" প্রত্যয় হইয়া হ্রস্ব উকারের স্থানে "ঔ" বৃদ্ধি এবং "আব্" আদেশ হইয়া "অ" কারের সহিত মিলিত হইয়া "স্তাবকঃ" হইল।

"কৃঞ্" ধাতুর উত্তর "ণ্বুল্" প্রত্যয়, "ল্" এর "ইৎ" সংজ্ঞা হইয়া লোপ, "বু" এর স্থানে "অক" আদেশ এবং "ঋ" কারের স্থানে "আর্" বৃদ্ধি হইয়া "কারকঃ" সিদ্ধ হইল।

যে যে সূত্র পূর্ব্বাপর প্রয়োগে ঘটে, সেইগুলির কার্য্য সব বলিয়া দিতে হইবে এবং শ্লেট অথবা কাষ্ঠ ফলকে দেখাইয়া দেখাইয়া এক এক অংশ ধরিয়া বুঝাইতে হইবে। যেমন "ভজ্ + ঘঞ্ + সু", এইরূপ ধরিয়া প্রথমতঃ ঘ কারের, পরে "ঞ্" এর লোপ হওয়াতে—"ভজ্ + অ + সু" এইরূপ রহিল। পুনরায় "অ" কারের আ-কার বৃদ্ধি এবং 'জ্' এর স্থানে "গ" হওয়াতে "ভাগ্ + অ + সু" হইল। পুনঃ অকারের সহিত মিলিয়া যাওয়াতে "ভাগ + সু" রহিল। এখন উকারের 'ইৎ' সংজ্ঞা "স্" এর স্থানে 'রু' হইয়া পুনঃ 'উকারের' 'ইৎ' সংজ্ঞা লোপ হওয়াতে 'ভাগর্" হইল। এখন রেফের স্থানে (ঃ) 'বিসর্জ্জনীয়' হওয়ায় "ভাগঃ" এইরূপ সিদ্ধ হইল। যে যে সূত্রানুসারে যে যে কার্য্য হয় সেই সেই সূত্র পাঠ করিয়া, পাঠ করাইয়া এবং লিখাইয়া কার্য্য করাইতে থাকিলে এইরূপ পঠন পাঠন দ্বারা অতিশীঘ্র নিঃসন্দিগ্ধ বোধ জন্মিবে। একবার এইরূপে অষ্টাধ্যায়ী পড়াইয়া অর্থসহিত ধাতুপাঠ, দশ 'ল' কারের রূপ এবং প্রক্রিয়া সহকারে

সূত্রগুলির উৎসর্গ শিক্ষা দিতে হইবে। অর্থাৎ সামান্য সূত্র, যেমন 'কর্মণ্যণ্' কর্ম্ম উপপদ থাকিলে ধাতু মাত্রেই অণ্ প্রত্যয় হয়, উদাহরণ—'কুম্ভকারঃ'। তাহার পর অপবাদ সূত্র শিক্ষা করিতে হইবে। যেমন "আতোঽনুপসর্গে কঃ" উপসর্গ ভিন্ন কর্ম্ম উপপদ থাকিলে আকারান্ত ধাতুর উত্তর "ক" প্রত্যয় হইবে অর্থাৎ তাহা বহুব্যাপক যেমন কর্ম্ম উপপদবিশিষ্ট হইলে সকল ধাতুর উত্তর 'অণ্' প্রাপ্ত হয়। তদপেক্ষা বিশেষ অর্থাৎ অল্প বিষয়—সেই পূর্ব্ব সূত্রের বিষয় হইতে আকারান্ত ধাতুর 'ক' প্রত্যয় গ্রহণ করিল। যেরূপ উৎসর্গ বিষয়ে অপবাদ সূত্রের প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ অপবাদ সূত্রের বিষয়ে উৎসর্গ সূত্রের প্রবৃত্তি হয়না; যেমন চক্রবর্ত্তী রাজার রাজ্যে মাণ্ডলিক এবং ভূস্বামী অধীনে থাকে, কিন্তু মাণ্ডলিক রাজার রাজ্যে চক্রবর্ত্তী রাজা অধীনে থাকেনা। এইরূপেই মহর্ষি পাণিনি সহস্র সহস্র শ্লোকের মধ্যে অখিল শব্দ, অর্থ এবং সম্বন্ধ বিষয়ক বিদ্যা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। ধাতু পাঠের পর উণাদিগণ পাঠের সময় সকল সুবন্ত বিষয় উত্তমরূপে পড়াইয়া, পুনরায় দ্বিতীয়বার সংশয়, সমাধান, বার্ত্তিক, কারিকা এবং পরিভাষার প্রয়োগ সহকারে অষ্টাধ্যায়ীর দ্বিতীয়ানুবৃত্তি পড়াইতে হইবে। তদনন্তর মহাভাষ্য পড়াইতে হইবে। যদি কোন বুদ্ধিমান, পুরুষকারসম্পন্ন, অকপট ও বিদ্যোন্নতিকামী ব্যক্তি নিত্য পঠন পাঠন করেন, তবে তিনি দেড় বৎসরে অষ্টাধ্যায়ী এবং দেড় বৎসরে মহাভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া তিন বৎসরে পূর্ণ বৈয়াকরণ হইতে পারেন। তৎপর বৈদিক ও লৌকিক শব্দাবলীর ব্যাকরণজ্ঞানের সাহায্যে অন্য শাস্ত্রগুলিও শীঘ্র সহজে পড়িতে ও পড়াইতে পারেন। কিন্তু, ব্যাকরণে যেমন কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়, অন্য শাস্ত্রে সেরূপ পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। এইগুলি অধ্যয়ন করিলে তিন বৎসরে যে পরিমাণ জ্ঞান জন্মে, কুগ্রন্থ অর্থাৎ সারস্বত, চন্দ্রিকা, কৌমুদী এবং মনোরমাদি অধ্যয়ন করিলে পঞ্চাশ বৎসরেও সে পরিমাণ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। কারণ, মহামনা মহর্ষিগণ যেমন দুরূহ বিষয়গুলি সরল ভাবে স্ব স্ব গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, তেমন স্বল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যগণের কল্পিত গ্রন্থে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? মহর্ষিদিগের ভাব যথাসম্ভব সুগম এবং উহা অল্প সময়ে আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের মনোবৃত্তি এই যে, যেন রচনাকে যথাসাধ্য কঠিন করা হয়, তাহা বহু পরিশ্রমের সহিত পাঠ করিয়া যেন অল্প লাভবান্ হওয়া যায়। ইহা যেন পর্ব্বত খনন করিয়া কপর্দ্দক লাভ করা। আর আর্ষ গ্রন্থ পাঠ করা যেন একটি বার ডুব দিয়াই

বহু মূল্য মুক্তা লাভ করা। ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ছয় বা আট মাসে যাস্ক মুনি কৃত নিঘণ্টু ও নিরুক্ত অর্থসহিত পড়িবে ও পড়াইবে। অন্য নাস্তিককৃত অমরকোষাদি অন্যান্য গ্রন্থে বহু বৎসর বৃথা নষ্ট করিবেনা। তাহার পর পিঙ্গলাচার্য্যকৃত ছন্দো গ্রন্থ হইতে বৈদিক ও লৌকিক ছন্দের বিশেষ জ্ঞান, আধুনিক রচনা এবং শ্লোক রচনা প্রণালীও যথোচিত শিখিবে। এই গ্রন্থ, শ্লোক রচনা এবং বিস্তার চারি মাসে শিক্ষা করিয়া পঠন পাঠনে সমর্থ হইবে। "বৃত্তরত্নাকর" প্রভৃতি অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণের কল্পিত গ্রন্থে বহু বৎসর নষ্ট করিবে না। তৎপর মনুস্মৃতি, বাল্মিকীয় রামায়ণ এবং মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত বিদুরনীতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রকরণগুলি পাঠ করিবে। ইহাতে দুষ্ট ব্যসন দূর হইবে এবং উৎকর্ষ ও সভ্যতা লাভ হইবে। অধ্যাপকগণ কাব্যরীতি অনুসারে পদচ্ছেদ, পদার্থোক্তি, অন্বয় বিশেষ্য বিশেষণ ও ভাবার্থকে বুঝাইতে থাকিবেন এবং বিদ্যার্থিগণ এই সকল শিক্ষা করিতে থাকিবে। এক বৎসরের মধ্যে এই সব পড়িয়া লইবে।

তাহার পর পূর্ব্ব মীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায়, যোগ, সাংখ্য এবং বেদান্ত— এই ছয় শাস্ত্র যথাসম্ভব ঋষিকৃত ব্যাখ্যা অথবা শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্‌দিগের সরল ব্যাখ্যা সহ পঠন পাঠন করিবে। কিন্তু বেদান্তসূত্র অধ্যয়নের পূর্ব্বে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক— এই দশ উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিবে। ছয় শাস্ত্রের সূত্র সমূহ ভাষ্য ও বৃত্তি সহকারে দুই বৎসরের মধ্যে পড়িবে ও পড়াইবে। তৎপর ছয় বৎসরের মধ্যে চারি ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ ঐতরেয়, শতপথ, সাম এবং গোপথ ব্রাহ্মণ, তৎসঙ্গে স্বর, শব্দ, অর্থ, সম্বন্ধ এবং ক্রিয়াজ্ঞান সহকারে চারি বেদ অধ্যয়ন করিবে। এ বিষয়ে প্রমাণ :—

স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্।

যোঽর্থজ্ঞ ইৎসকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা॥ (নিরুক্ত ১।১৮)॥

এই মন্ত্র নিরুক্তে আছে। যিনি বেদের স্বর ও পাঠমাত্র পড়িয়া অর্থ জানেন না, তিনি শাখা, পত্র, এবং ফল পুষ্পের ভারবহনকারী বৃক্ষ ও ধান্যাদির ভারবহনকারী পশুর ন্যায় ভারবাহ অর্থাৎ ভারবহনকারী। আর যিনি বেদপাঠ

করেন এবং বেদার্থ সম্যক্‌রূপে জানেন, তিনিই পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হইয়া দেহান্তের পরে জ্ঞানবলে পাপসমূহ বর্জ্জন করিয়া পবিত্র ধর্ম্মাচরণ প্রভাবে সর্ব্বানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্ব শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্। উতো ত্বস্মৈ তন্বং১ বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥ ঋ০। মং ১০। সূ০৭১। মং৪।

যে অবিদ্বান্ সে শুনিয়াও শুনেনা, দেখিয়াও দেখেনা, বলিয়াও বলেনা, অর্থাৎ অবিদ্বানেরা এই বিদ্যাবাণীর রহস্য জানিতে পারেনা। কিন্তু, যেমন সুন্দর বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়া, স্বীয় পতিকে কামনা করিয়া স্ত্রী স্বীয় পতির নিকট নিজ শরীর ও স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিদ্যাও শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধ-জ্ঞাতার নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, বিদ্যাহীনের নিকট নহে।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

(ঋ০। ম০ ১। সূ০ ১৬৪। ম০ ৩৯)॥

যে ব্যাপক, অবিনাশী এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরে সমস্ত বিদ্বান্ এবং পৃথিবী সূর্য্যাদি সব লোক অবস্থিত, যাঁহাতে সকল বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য, যিনি সেই ব্রহ্মকে জানেন না, তিনি কি ঋগ্বেদাদি হইতে কোন আনন্দ প্রাপ্ত হইতে পারেন? না, না। কিন্তু যাঁহারা বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক ধর্ম্মাত্মা ও যোগী হইয়া সেই ব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা সকলে পরমেশ্বরে স্থিতি লাভ করিয়া মুক্তিরূপী পরমানন্দ লাভ করেন। এইজন্য তত্ত্বজ্ঞান সহকারেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপন হওয়া আবশ্যক। এইরূপে সকল বেদ অধ্যয়নের পর আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ চরক এবং সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষি প্রণীত চিকিৎসা শাস্ত্রের অর্থ, ক্রিয়া, শস্ত্র, ছেদন, ভেদন, লেপ, চিকিৎসা, নিদান, ঔষধ, পথ্য, শরীর, দেশ, কাল এবং বস্তুর গুণ জানিয়া ৪ (চারি) বৎসরের মধ্যে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে। অনন্তর ধনুর্ব্বেদ অর্থাৎ রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় কার্য্য। ইহা দ্বিবিধ—প্রথম রাজপুরুষ সম্বন্ধীয়, দ্বিতীয় প্রজা সম্বন্ধীয়। রাজকার্য্যে সভা,

সৈন্যাধ্যক্ষ, শস্ত্রাস্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধে জানিবে এবং নানাবিধ ব্যূহরচনার অভ্যাস অর্থাৎ আজকাল যাহাকে "কবায়দ্" বলে, শত্রুর সহিত যুদ্ধকালে যাহা করিতে হয় তাহা সম্যক্‌রূপে শিক্ষা করিবে। প্রজাপালন ও প্রজাবৃদ্ধি প্রণালী শিক্ষা করিয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবে। দুষ্টদিগের সমুচিত দণ্ডদান এবং শ্রেষ্ঠদিগের পালন সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা শিক্ষা করিবে। এই রাষ্ট্রবিজ্ঞান দুই বৎসরে শিক্ষা করিয়া গন্ধর্ব্ববেদ যাহাকে সঙ্গীতবিদ্যা বলে তাহা ও তৎসংক্রান্ত স্বর, রাগ, রাগিণী, সময়, তাল, গ্রাম, তান, বাদিত্র, নৃত্য এবং গীত আদি সম্যক্‌রূপে শিক্ষা করিবে। কিন্তু প্রধানতঃ সামবেদের গান বাদ্যযন্ত্র সহকারে শিক্ষা করিবে এবং নারদ সংহিতা প্রভৃতি আর্ষগ্রন্থ অধ্যয়ন করিবে। কিন্তু লম্পট, বেশ্যা, বৈরাগীদিগের বিষয়াসক্তিজনক গর্দ্দভশব্দবৎ ব্যর্থ-সঙ্গীত কখনও করিবে না। অর্থবেদ যাহকে শিল্প বিদ্যা বলে তাহার দ্বারা পদার্থসমূহের গুণ, বিজ্ঞান, ক্রিয়া কৌশল, বিবিধ বস্তুনির্ম্মাণ এবং পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থ-বিষয়ক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অর্থ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের বর্দ্ধক সেই বিদ্যাকে শিক্ষা করিবে এবং দুই বৎসরের মধ্যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষ শাস্ত্র ও তদনন্তর্গত বীজগণিত, অঙ্ক, ভূগোল, খগোল এবং ভূগর্ভ বিদ্যা সম্যক্‌রূপে শিক্ষা করিবে। তাহার পর সর্ব্ববিধ হাতের কাজ ও যন্ত্র কলা প্রভৃতি শিক্ষা করিবে; কিন্তু গ্রহ নক্ষত্র, জন্মপত্র, রাশি এবং মুহূর্ত প্রভৃতির ফল বিধায়ক যে সব গ্রন্থ আছে তাহাকে মিথ্যা জানিয়া কখনও পঠন পাঠন করিবেনা। বিদ্যার্থী এবং অধ্যাপকগণ এইরূপ চেষ্টা করিবেন যেন বিংশ বা একবিংশ বৎসরের মধ্যে সকল বিদ্যালাভ করিয়া মনুষ্যগণ কৃতকৃত্য হইয়া সর্ব্বদা আনন্দিত থাকে। এই রীতি অনুসারে বিংশ বা একবিংশ বর্ষে যতটা বিদ্যালাভ হইতে পারে অন্যরীতি অনুসারে একশত বৎসরেও ততটা হইতে পারে না।

ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ এইজন্য পাঠ করিবে যে তাঁহারা পরম বিদ্বান্ সর্ব্বশাস্ত্র-বিদ্ এবং ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। যাঁহারা অনৃষি অর্থাৎ অল্পশাস্ত্র অধ্যয়নকারী ও যাঁহাদের আত্মা পক্ষপাতী তাঁহাদের রচিত গ্রন্থও সেইরূপ।

পূর্ব্ব মীমাংসার ব্যাস মুনি কৃত ব্যাখ্যা, বৈশেষিকের গৌতম মুনি কৃত ব্যাখ্যা, ন্যায় সূত্রের বাৎস্যায়ন মুনিকৃত ভাষ্য, পতঞ্জলি মুনিকৃত সূত্রের ব্যাস মুনিকৃত ভাষ্য, কপিল মুনিকৃত সাংখ্য সূত্রের ভাগুরি মুনিকৃত ভাষ্য এবং ব্যাস মুনিকৃত বেদান্ত সূত্রের বাৎস্যায়ন মুনিকৃত ভাষ্য অথবা বৌধায়ন মুনিকৃত ভাষ্য, বৃত্তির সহিত পড়িবে ও পড়াইবে। এই সকল সূত্রকে কল্প এবং অঙ্গের মধ্যেও গণনা

করিবে। ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্ব—এই চারি বেদ ঈশ্বরকৃত। ঐতরেয়, শতপথ, সাম এবং গোপথ—এই চারি ব্রাহ্মণ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিঘণ্টু, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ—এই ছয় বেদাঙ্গ; বেদের উপাঙ্গ মীমাংসাদি ছয় শাস্ত্র; আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ এবং অর্থবেদ এই চারি বেদের উপবেদ; এই সকল গ্রন্থ ঋষি মুনি প্রণীত। এ সকলের মধ্যেও যাহা যাহা বেদ বিরুদ্ধ প্রতীত হইবে তাহা তাহা পরিত্যাগ করিবে। কারণ, বেদ ঈশ্বরকৃত বলিয়া অভ্রান্ত ও স্বতঃপ্রমাণ অর্থাৎ বেদের প্রমাণ বেদ দ্বারাই হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থ পরতঃ প্রমাণ অর্থাৎ এই সকলের প্রমাণ বেদাধীন। বেদের বিশেষ ব্যাখ্যা "ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা"য় দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থেও তাহা পরে লিখিত হইবে।

এখন পরিত্যাজ্য গ্রন্থগুলির পরিগণনা সংক্ষেপে করা যাইতেছে। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিকে জাল গ্রন্থ মনে করিবে—

ব্যাকরণের মধ্যে "কাতন্ত্র", "সারস্বত, চন্দ্রিকা" "মুগ্ধবোধ", "কৌমুদী" "শেখর" এবং "মনোরমা" ইত্যাদি। অভিধানের মধ্যে "অমরকোষ" প্রভৃতি। ছন্দোগ্রন্থের মধ্যে "বৃত্তরত্নাকর" প্রভৃতি। শিক্ষার মধ্যে "অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি পাণিনীয়ং মতং যথা" ইত্যাদি। জ্যোতিষের মধ্যে "শীঘ্রবোধ", "মুহূর্ত্তচিন্তামণি" ইত্যাদি। কাব্যের মধ্যে "নায়িকা ভেদ", "কুবলয়ানন্দ", "রঘুবংশ", "মাঘ", "কিরাতার্জ্জুনীয়" প্রভৃতি। মীমাংসার মধ্যে "ধর্ম্মসিন্ধু", "ব্রতার্ক" প্রভৃতি। বৈশেষিকের মধ্যে "তর্কসংগ্রহ" প্রভৃতি। ন্যায়ের মধ্যে "জাগদীশী" প্রভৃতি। যোগের মধ্যে "হঠপ্রদীপিকা" প্রভৃতি। সাংখ্যের মধ্যে "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী" ইত্যাদি। বেদান্তের মধ্যে "যোগবাশিষ্ঠ", "পঞ্চদশী" ইত্যাদি। চিকিৎসার মধ্যে "শার্ঙ্গধর" প্রভৃতি। স্মৃতির মধ্যে মনুস্মৃতির প্রক্ষিপ্ত শ্লোকসমূহ এবং অন্য সমস্ত স্মৃতি, সব তন্ত্রগ্রন্থ, সব পুরাণ, সব উপপুরাণ এবং তুলসীদাসকৃত হিন্দী রামায়ণ, "রুক্মিণীমঙ্গল" প্রভৃতি হিন্দী ভাষায় লিখিত যাবতীয় গ্রন্থ। এই সকল কপোলকল্পিত মিথ্যা গ্রন্থ।

প্রশ্ন—এই সকল গ্রন্থে কি কোন সত্য নাই? উত্তর—অল্প সত্য ত আছে, কিন্তু তৎসঙ্গে বহু অসত্যও আছে। অতএব "বিষসপৃক্তান্নবৎ ত্যাজ্যাঃ" যেরূপ অত্যুত্তম অন্ন বিষ-মিশ্রিত হইলে তাহা ত্যাজ্য হয় সেইরূপ এই সকল গ্রন্থও ত্যাজ্য। (প্রশ্ন)—আপনি কি পুরাণ এবং ইতিহাস মানেন না? (উত্তর)—হাঁ, মানি। কিন্তু সত্যই মানি, অসত্য মানি না। (প্রশ্ন)—কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা? (উত্তর)—

ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসীতি ॥

ইহা গৃহ্য সূত্রাদির বচন। পূর্ব্বলিখিত ঐতরেয় এবং শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গ্রন্থেরই ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা এবং নারাশংসী এই পাঁচ নাম। শ্রীমদ্‌ভাগবতাদির নাম পুরাণ নহে।

(প্রশ্ন)—ত্যাজ্য গ্রন্থ সমূহের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহা গ্রহণ করেন না কেন?

(উত্তর)—তন্মধ্যে যাহা সত্য, তাহা বেদাদি সত্যশাস্ত্রের, এবং মিথ্যা সমূহ তাঁহাদের নিজের। বেদাদি সত্য শাস্ত্র স্বীকার করিলে সকল সত্য গৃহীত হয়। যদি কেহ এই সকল মিথ্যা গ্রন্থ হইতে সত্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে মিথ্যাও তাঁহার গলায় জড়াইয়া যাইবে। অতএব :—"অসত্যমিশ্রং সত্যং দূরতস্ত্যাজ্যমিতি" অসত্যমিশ্রিত গ্রন্থের সত্যকেও বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। (প্রশ্ন)—আপনার মত কি? (উত্তর)—বেদ অর্থাৎ বেদে যাহা যাহা করিতে ও পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা তাহা যথাবৎ করা ও পরিত্যাগ করাকে উচিত বলিয়া মানি। বেদ আমার মান্য বলিয়া বেদই আমার মত। এইরূপই মানিয়া সকল মনুষ্যের বিশেষতঃ আর্য্যদিগের একমত হইয়া থাকা উচিত।

(প্রশ্ন)—সত্যের সহিত অসত্যের এবং এক গ্রন্থের সহিত অপর গ্রন্থের যেমন বিরোধ আছে, সেইরূপ এক শাস্ত্রের সহিত অপর শাস্ত্রেরও বিরোধ আছে। উদাহরণ স্বরূপ, সৃষ্টি বিষয়ে ছয় শাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ আছে, যথা :—মীমাংসা কর্ম্ম হইতে, বৈশেষিক কাল হইতে, ন্যায় পরমাণু হইতে, যোগ পুরুষার্থ হইতে সাংখ্য প্রকৃতি হইতে এবং বেদান্ত ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি স্বীকার করেন। ইহা কি বিরোধ নহে?

(উত্তর)—প্রথমতঃ সাংখ্য এবং বেদান্ত ব্যতীত অন্য চারি শাস্ত্রে সৃষ্টির উৎপত্তি সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে কিছুই লিখিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই সকল শাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ নাই। বিরোধ এবং অবিরোধ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নাই। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বিরোধ কোন স্থলে হইয়া থাকে? ইহা কি কেবল এক বিষয়ে? না ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে? (প্রশ্ন)—এক বিষয়ে অনেকের পরস্পরবিরুদ্ধ কথন হইলে তাহাকে বিরোধ বলে। এস্থলেও সৃষ্টি—একই বিষয়।

(উত্তর)—বিদ্যা এক বা দুই? যদি এক হয়, তবে ব্যাকরণ, চিকিৎসা শাস্ত্র এবং জ্যোতিষ প্রভৃতি ভিন্ন বিষয় হইবার কারণ কি? যেরূপ একই বিদ্যার

অনেক অবয়ব একটি অপরটি হইতে পৃথক বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, সেইরূপ সৃষ্টিবিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন ছয় অবয়ব শাস্ত্র সমূহে প্রতিপাদিত হওয়ায় ইহার মধ্যে বিরোধ কিছুই নাই। যেমন কোন ঘটনির্ম্মাণ বিষয়ে কর্ম্ম, সময়, মৃত্তিকা, বিচার-সংযোগ-বিয়োগাদি পুরুষকার, প্রকৃতির গুণ এবং কুম্ভকার কারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ সৃষ্টির যে কর্ম্ম কারণ তাহার ব্যাখ্যা মীমাংসায়, সময়ের ব্যাখ্যা বৈশেষিকে, উপাদান কারণের ব্যাখ্যা ন্যায়ে, পুরুষকারের ব্যাখ্যা যোগে, তত্ত্বসমূহের অনুক্রমানুসারে পরিগণনার ব্যাখ্যা সাংখ্যে এবং নিমিত্ত কারণ যে পরমেশ্বর তাঁহার ব্যাখ্যা বেদান্তশাস্ত্রে আছে। ইহাতে কোনও বিরোধ নাই। যেরূপ চিকিৎসা শাস্ত্রে নিদান, চিকিৎসা, ঔষধ এবং পথ্যের প্রকরণ পৃথক পৃথক বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকটির উদ্দেশ্যই রোগ নিবৃত্তি, সেইরূপ সৃষ্টির ছয়টি কারণ আছে তাহাদের মধ্যে এক একটি কারণের ব্যাখ্যা এক এক শাস্ত্রকার করিয়াছেন। অতএব ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা সৃষ্টি প্রকরণে উক্ত হইবে।

বিদ্যাশিক্ষা ও বিদ্যাদানের বিঘ্ন সমূহ পরিত্যাগ করিবে, যথা :—কুসঙ্গ অর্থাৎ দুষ্ট বিষয়াসক্ত লোকের সংসর্গ; দুষ্ট ব্যসন যেমন মদ্যাদি সেবন এবং বেশ্যা গমনাদি, বাল্য বিবাহ অর্থাৎ পঁচিশ বৎসরের পূর্ব্বে পুরুষের এবং ষোল বৎসরের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের বিবাহ; পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য না থাকা; রাজা, মাতাপিতা, বিদ্বদ্‌গণ ও বেদাদি শাস্ত্রের প্রচারের প্রতি অনুরাগ না থাকা; অতি ভোজন; অতি জাগরণ; পড়িতে পড়াইতে, পরীক্ষা গ্রহণ করিতে এবং পরীক্ষা দিতে আলস্য ও কপটতা করা, সর্ব্বোপরি বিদ্যাকে সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক মনে না করা; ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বল, বুদ্ধি, পরাক্রম, আরোগ্য, রাজ্য ও ধন বৃদ্ধি হয় ইহা স্বীকার না করা; ঈশ্বরের ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া জড় ও পাষাণ মূর্ত্তির দর্শন এবং পূজায় বৃথা সময় নষ্ট করা; মাতা, পিতা, অতিথি, আচার্য্য এবং বিদ্বান্‌দিগকে সত্যমূর্ত্তি মনে করিয়া ইঁহাদের সেবা এবং সংসর্গ না করা; বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ত্রিপুণ্ড্র, তিলক, কণ্ঠী ও মালা ধারণ করা; একাদশী, ত্রয়োদশী প্রভৃতি ব্রত করা; কাশী প্রভৃতি তীর্থ মানা; রাম, কৃষ্ণ, নারায়ণ, শিব, ভগবতী ও গণেশাদির নাম স্মরণে পাপ নাশ হয় বলিয়া বিশ্বাস করা; ভণ্ডদিগের উপদেশানুসারে বিদ্যা শিক্ষায় শ্রদ্ধা না করা; বিদ্যা, ধর্ম্ম, যোগাভ্যাস ও পরমেশ্বরের উপাসনা ত্যাগ করিয়া মিথ্যা পুরাণ নামক ভাগবতাদির পাঠ-শুনিলে মুক্তি হইবে স্বীকার করা;

লোভবশতঃ ধনাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যায় প্রীতি না রাখা এবং ইতস্ততঃ বৃথা ভ্রমণ করিতে থাকা। এই সকল মিথ্যা ব্যবহারে আবদ্ধ হইয়া এবং ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যালাভে বঞ্চিত হইয়া তাহারা রুগ্ন ও মূর্খ হইয়া থাকে। আজকালকার সাম্প্রদায়িক ও স্বার্থপর ব্রাহ্মণাদি অপর লোকদিগকে বিদ্যা ও সৎসঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়া এবং তাহাদিগকে আপনাদের জালে আবদ্ধ করিয়া দেহ, মন এবং ধন নষ্ট করে এবং মনে করে যে, যদি ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া বিদ্বান্ হয়, তবে তাহাদের ছল চাতুরী হইতে মুক্ত হইয়া ও তাহাদের শঠতা জানিতে পারিয়া তাহারা তাহাদিগকে অপমান করিবে। এই সকল বিঘ্ন দূর করিয়া রাজা ও প্রজাবর্গ আপন আপন পুত্রকন্যার বিদ্যা-শিক্ষার্থ দেহ মন ও ধন দ্বারা চেষ্টা করিতে থাকিবেন।

(প্রশ্ন)—স্ত্রী শূদ্রও কি বেদ পাঠ করিবে? ইহারা যদি বেদপাঠ করে তবে আমরা কি করিব? আর ইহাদের বেদপাঠ বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই, বরং নিষেধ আছে, যথা—

স্ত্রীশূদ্রৌ নাধীয়াতামিতি শ্রুতেঃ ॥

এই শ্রুতি আছে যে স্ত্রী এবং শূদ্র বেদপাঠ করিবেনা।

(উত্তর)—স্ত্রী পুরুষ সকলের অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেরই বেদপাঠ করিবার অধিকার আছে। তুমি অধঃপাতে যাও! এই শ্রুতি তোমার কপোল কল্পিত। ইহা কোন প্রামাণিক গ্রন্থের উদ্ধরণ নহে। সকলের যে বেদাদি শাস্ত্র পড়িবার ও শুনিবার অধিকার আছে, সে বিষয়ে যজুর্ব্বেদের ষড়্বিংশতি অধ্যায়ে দ্বিতীয় মন্ত্র প্রমাণ; যথা:—

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।

ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাꣳ শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়।

(যজু০ অ০ ২৬। ২) ॥

পরমেশ্বর বলিতেছেন (যথা) যেমন আমি (জনেভ্যঃ) সকল মনুষ্যের জন্য (ইমাম্) এই (কল্যাণীম্) কল্যাণ অর্থাৎ সাংসারিক সুখ এবং মুক্তি সুখ প্রদায়িনী (বাচম্) ঋগ্বেদাদি চারি বেদের বাণী (আবদানি) উপদেশ করিতেছি

সেইরূপ তোমরাও উপদেশ করিতে থাক। এই স্থলে যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, "জন" শব্দ দ্বিজ অর্থে গ্রহণ করা উচিত, কারণ স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরই বেদপাঠে অধিকার আছে, স্ত্রী ও শূদ্রাদি বর্ণের নাই। (উত্তর)—(ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাম্) ইত্যাদি দেখ। পরমেশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন, "আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, (অর্য্যায়) বৈশ্য, (শূদ্রায়) শূদ্র এবং (স্বায়) নিজের ভৃত্য বা স্ত্রী আদি এবং (অরণায়) অতি শূদ্রাদির জন্যও বেদ প্রকাশ করিয়াছি" অর্থাৎ সকল মনুষ্য বেদের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, শ্রবণ ও শ্রাবণ দ্বারা বিজ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া সদ্বিষয়ের গ্রহণ এবং অসদ্বিষয়ের বর্জ্জন পূর্ব্বক দুঃখবিমুক্ত হইয়া আনন্দ প্রাপ্ত হউক।

এক্ষনে বল, তোমার কথা মানিব না পরমেশ্বরের কথা মানিব? পরমেশ্বরের কথা অবশ্যই মানিতে হইবে। এত কথার পরেও যদি কেহ না মানে, তবে তাহাকে নাস্তিক বলিতে হইবে। কারণ, "নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ" যে বেদের নিন্দা করে এবং বেদ মানে না, সে নাস্তিক। পরমেশ্বর কি শূদ্রদিগের মঙ্গল ইচ্ছা করেন না? তিনি কি পক্ষপাতী যে বেদের অধ্যয়ন এবং শ্রবণ শূদ্রদের জন্য নিষিদ্ধ এবং দ্বিজদের জন্য বৈধ করিলেন? যদি শূদ্রদিগকে বেদ পড়াইবার ও শুনাইবার অভিপ্রায় তাঁহার না থাকিত, তবে তিনি তাহাদের শরীরে বাক্ ও শ্রোত্রেন্দ্রিয় রচনা করিলেন কেন? পরমাত্মা যেমন সকলের জন্য পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অন্নাদি যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ বেদও সকলের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। যে স্থলে নিষেধ আছে সেই নিষেধের অভিপ্রায় এই যে, যাহাকে পড়াইলেও কিছুই শিখিতে পারে না সে নির্ব্বোধ এবং মূর্খ হেতু তাহাকে শূদ্র বলা হয়। তাহার পড়া ও পড়ান নিষ্ফল। আর তোমরা যে স্ত্রীলোকদিগকেও বেদপাঠ করিতে নিষেধ করিতেছ তাহা তোমাদের মূর্খতা, স্বার্থপরতা এবং নির্ব্বুদ্ধিতার ফল। বেদে কন্যাদের অধ্যয়ন সম্বন্ধে প্রমাণ দেখ—

ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা৩যুবানং বিন্দতে পতিম্ ॥

অথর্ব্ব০ [কা০ ১১। প্র০ ২৪। অ০৩। ম০ ১৮]

কুমার যেরূপ ব্রহ্মচর্য্য সেবন দ্বারা পূর্ণ বিদ্যা এবং সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যুবতী, বিদুষী, স্বীয় অনুকূলা, প্রিয়া, সদৃশী স্ত্রীকে বিবাহ করে, সেইরূপ (কন্যা) কুমারী

(ব্রহ্মচর্য্যেণ) ব্রহ্মচর্য্য সেবন দ্বারা বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পূর্ণ বিদ্যা ও সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, যুবতী অবস্থায় পূর্ণ যৌবনে নিজের সদৃশ, প্রিয় এবং বিদ্বান্ (যুবানম্) পূর্ণ যৌবন সম্পন্ন পুরুষকে (বিন্দতে) প্রাপ্ত হইবে। অতএব স্ত্রীলোকেরাও অবশ্য ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং বিদ্যাগ্রহণ করিবে।

(প্রশ্ন)—স্ত্রীলোকেরা কি বেদ পাঠ করিবে? (উত্তর)—অবশ্য। দেখ শ্রৌতসূত্রাদিতে :—

ইমং মন্ত্রং পত্নী পঠেৎ ॥

অর্থাৎ স্ত্রী যজ্ঞে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যদি বেদাদি শাস্ত্র না পড়িয়া থাকে, তবে যজ্ঞে স্বর সহিত মন্ত্রোচ্চারণ এবং সংস্কৃতভাষণ কিরূপে করিতে পারিবে? ভারতীয় নারীদিগের ভূষণরূপিণী গার্গী বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পূর্ণ বিদুষী হইয়াছিলেন। ইহা শতপথ ব্রাহ্মণে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। ভাল, যদি পুরুষ বিদ্বান্ এবং স্ত্রী বিদ্যাহীনা, অথবা স্ত্রী বিদুষী ও পুরুষ বিদ্যাহীন হয়, তবে গৃহে নিয়ত দেবাসুর যুদ্ধ হইতে থাকে, তাহাতে সুখ কোথায়? অতএব স্ত্রীলোকেরা অধ্যয়ন না করিলে বালিকাদিগের পাঠশালায় অধ্যাপিকা কিরূপে হইতে পারিবেন? সেইরূপ রাজকার্য্য, বিচারকার্য্য, গৃহাশ্রমের কার্য্য, পতি ও পত্নীর পরস্পর পরস্পরকে প্রসন্ন রাখা এবং সমস্ত গৃহকর্ম্ম স্ত্রীর অধীন রাখা ইত্যাদি কার্য্য বিদ্যা ব্যতীত কখনও উত্তমরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না।

দেখ! আর্য্যাবর্ত্তের রাজপরিবারের রমণীগণ ধনুর্ব্বেদ অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যাও ভালভাবে জানিতেন। যদি তাঁহারা না জানিতেন তবে কৈকেয়ী ও অন্যান্য নারীরা কেমন করিয়া দশরথ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে গমন করিতেন এবং যুদ্ধ করিতে পারিতেন! অতএব ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়াদিগের সকল বিদ্যা, বৈশ্যার ব্যবহারবিদ্যা এবং শূদ্রার রন্ধনাদি সেবাবিদ্যা শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পুরুষের যেমন ব্যাকরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ব্যবহারবিদ্যা অন্ততঃপক্ষে কিছু কিছু শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, সেইরূপ নারীরও ব্যাকরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসা, গণিত এবং শিল্পবিদ্যা অবশ্যই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। কারণ, এই সকল শিক্ষা না করিলে সত্যাসত্যের নির্ণয়, স্বামী ও অন্যান্য সকলের প্রতি অনুকূল আচরণ, যথাযোগ্য সন্তানোৎপত্তি, সন্তানদিগের পালন, পোষণ ও সুশিক্ষাদান, গৃহের সকল কার্য্য যথোচিত সম্পাদন ও পরিচালন, চিকিৎসা বিদ্যানুযায়ী ঔষধবৎ খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করা ও করান যাইতে পারেনা। ইহাতে গৃহে কখনও রোগ প্রবেশ করিবেনা ও সকলে আনন্দে থাকিবে। শিল্পবিদ্যা না জানিলে গৃহনির্ম্মাণ

করান, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করান; গণিতবিদ্যা ব্যতীত সমস্ত হিসাব বুঝা ও বুঝান এবং বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতীত ঈশ্বর ও ধর্ম্মকে না জানিয়া অধর্ম্ম হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। অতএব যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য, সুশিক্ষা ও বিদ্যাদ্বারা নিজ সন্তানদিগের শরীর ও আত্মার বলবৃদ্ধি করেন, তাঁহারাই ধন্যবাদার্হ, তাঁহারাই কৃতকৃত্য। ঐ সকল সন্তান মাতা, পিতা, পতি, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, রাজা, প্রজা, প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন এবং সন্তানাদির সহিত যথাযোগ্য ধর্ম্মাচরণ করিবে। এই বিদ্যারূপ ভাণ্ডার অক্ষয়। ইহার ধন যতই ব্যয়িত হইবে, ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। ব্যয় করিলে অন্য সমস্ত ধনভাণ্ডার কমিয়া যায় ও উত্তরাধিকারিগণও তাহা হইতে নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু চোর বা উত্তরাধিকারিগণ ইহা গ্রহণ করিতে পারে না। প্রজাবর্গ, বিশেষতঃ রাজা এই ধনভাণ্ডারের বৃদ্ধিকারী এবং রক্ষক।

কন্যানাং সম্প্রদানঞ্চ কুমারাণাঞ্চ রক্ষণম্॥ মনু০ (৭।১৫২)॥

বালক বালিকাদিগকে পূর্ব্বোক্ত সময় হইতে পূর্ব্বোক্ত সময় পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যে রাখিয়া বিদ্যাসম্পন্ন করা রাজার কর্ত্তব্য। যদি কেহ এই অনুশাসন মান্য না করে, তবে তাহার মাতা পিতা দণ্ডনীয় হইবেন অর্থাৎ রাজার আজ্ঞানুসারে আট বৎসর বয়সের পর কাহারও পুত্র কন্যা গৃহে থাকিতে পারিবে না। কিন্তু তাহারা আচার্য্যকুলে থাকিবে এবং সমাবর্ত্তনের সময় না আসা পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারিবে না।

সর্ব্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।
বার্য্যন্নগোমহীবাসস্তিলকাঞ্চনসর্পিষাম্॥ মনু০ (৪।২৩৩)॥

সংসারে জল, অন্ন, গো, ভূমি, বস্ত্র, তিল, সুবর্ণ এবং ঘৃতাদি যত প্রকার দান আছে, তন্মধ্যে বেদবিদ্যাদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব দেহ, মন ও ধনদ্বারা যথাসম্ভব বিদ্যোন্নতির জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যে দেশে ব্রহ্মচর্য্য, বিদ্যা ও বেদোক্ত ধর্ম্মের প্রচার হইয়া থাকে, সেই দেশই সৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের এই শিক্ষা সংক্ষেপে লিখিত হইল। অতঃপর চতুর্থ সমুল্লাসে সমাবর্ত্তন এবং গৃহাশ্রমের শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে
শিক্ষাবিষয়ে তৃতীয় সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ॥ ৩॥

অথ চতুর্থ সমুল্লাসারম্ভঃ

অথ সমাবর্ত্তন--বিবাহ—গৃহাশ্রম বিধিং বক্ষ্যামঃ ।

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্ ।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবিশেৎ ॥ মনু০ (৩।২) ॥

যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আচার্য্যের অনুকূল আচরণ করিয়া ধর্ম্মানুসারে সাঙ্গোপাঙ্গ চারিবেদ, বা তিন, দুই অথবা এক বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক অখণ্ডিত-ব্রহ্মচর্য্য পুরুষ বা স্ত্রী গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবে ।

তং প্রতীতং স্বধর্ম্মেণ ব্রহ্মদায়হরং পিতুঃ ।
স্রগ্বিণং তল্প আসীনমর্হয়েৎ প্রথমং গবা । মনু০ (৩।৩) ॥

স্বধর্ম্ম অর্থাৎ আচার্য্য এবং শিষ্যের যথার্থ ধর্ম্মযুক্ত, পিতা, জনক বা অধ্যাপকের নিকট হইতে ব্রহ্মদায় অর্থাৎ বিদ্যাভাগের গ্রহীতা ও মাল্যধারণকারী শিষ্য স্বীয় পালঙ্কে উপবিষ্ট আচার্য্যকে প্রথমে গোদানের দ্বারা সম্মান করিবেন। উক্ত লক্ষণযুক্ত বিদ্যার্থীকেও কন্যার পিতা গোদানের দ্বারা সম্মানিত করিবেন ।

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি ।
উদ্বহেত দ্বিজোভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥ মনু০ (৩।৪) ॥

গুরুর আজ্ঞানুসারে স্নানান্তে গুরুকুল হইতে যথাবিধি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য স্ববর্ণানুকূল সুলক্ষণান্বিতা কন্যাকে বিবাহ করিবে ।

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে ॥ মনু০ (৩।৫) ॥

যে কন্যা মাতৃকুলের ছয় পুরুষের মধ্যে নহে এবং পিতৃ গোত্রীয়া নহে, সেইরূপ কন্যাকে বিবাহ করা উচিত। ইহার আবশ্যকতা এই যে—

পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ ॥ শতপথ ॥

ইহা নিশ্চিত যে পরোক্ষ বস্তুতে যেমন প্রীতি হয়, প্রত্যক্ষ বস্তুতে তেমন হয় না। যেমন, যদি কেহ মিশ্রীর গুণ শুনিয়া থাকে কিন্তু কখনও না খাইয়া থাকে, তবে তাহার মন উহাতেই লগ্ন থাকে, আর যেমন কোন পরোক্ষ বস্তুর প্রশংসা শুনিয়া তাহা পাইবার জন্য উৎকট আকাঙ্ক্ষা হয়, সেইরূপ যে কন্যা দূরস্থা অর্থাৎ স্বগোত্রীয়া বা মাতৃকুলের সহিত নিকট সম্বন্ধযুক্তা নহে সেই কন্যার সহিত বরের বিবাহ হওয়া উচিত। নিকটে ও দূরে বিবাহ করার এই সকল দোষ গুণ :—প্রথমতঃ (১) যে বালক বালিকা বাল্যাবস্থা হইতে পরস্পর নিকটে থাকে, পরস্পর প্রীতি, ক্রীড়া এবং কলহ করে, একে অন্যের দোষ, গুণ, স্বভাব ও বাল্যকালের অসঙ্গত আচরণ জানে এবং একে অন্যকে উলঙ্গও দেখে, তাহাদের মধ্যে বিবাহ হইলে কখনও প্রেম হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ (২) যেরূপ জলের সহিত জল মিশ্রিত হইলে কোন বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ একগোত্রে, পিতৃ বা মাতৃকুলে বিবাহ হইলে ধাতু বিনিময় না হওয়ায় উন্নতি হয় না। তৃতীয়তঃ—(৩) যেরূপ দুগ্ধে মিশ্রী বা শুন্ঠি প্রভৃতি ওষধি মিশ্রিত করিলে উত্তম গুণ জন্মে, সেইরূপ ভিন্ন গোত্রীয়, মাতৃকুল এবং পিতৃকুল হইতে পৃথক্‌স্থানীয় স্ত্রীপুরুষের বিবাহ হওয়া প্রশস্ত। চতুর্থতঃ—(৪) যেরূপ এক দেশের রোগী অন্য দেশে বায়ু এবং পানাহার পরিবর্ত্তন দ্বারা নীরোগ হয়, সেইরূপ দূর দেশস্থদিগের মধ্যে বিবাহ হইলে উত্তম হয়। পঞ্চমতঃ—(৫) নিকট সম্বন্ধ করিলে একে অন্যের নিকটস্থ হওয়াতে একের সুখ দুঃখ অন্যকে অভিভূত করে এবং পরস্পরের মধ্যে বিরোধ হওয়াও সম্ভব। দূর দেশস্থদের মধ্যে এরূপ হয় না। আর দূর দেশস্থদিগের বিবাহে প্রেমের সূত্র উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, নিকটস্থ বিবাহে তাহা হয় না। ষষ্ঠঃ—(৬) দূর দূর দেশে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপিত হইলে জিনিষ-পত্রের প্রাপ্তি সহজেই সম্ভব হয়, নিকটে বিবাহ হইলে এরূপ হয় না। এইজন্য—

দুহিতা দুর্হিতা দূরে হিতা দোগ্ধের্ব্বা ॥ নিরু০ (৩।৪) ॥

কন্যার বিবাহ দূর দেশে হইলে হিতকর হয় এইজন্য কন্যার নাম দুহিতা। নিকট হইলে সেরূপ হয় না। সপ্তমত :—(৭) নিকট সম্বন্ধে কন্যার পিতৃকুলে দারিদ্র্য হওয়াও সম্ভব। কারণ যখনই কন্যা পিতৃগৃহে আসে তখনই তাহাকে কিছু না কিছু দিতেই হয়। অষ্টমতঃ—(৮) কেহ নিকটে থাকিলে

তাহারা নিজ নিজ পিতৃকুলের সহায়তা বিষয়ে গর্ব্ব করিবে এবং যখনই উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হইবে, তখনই স্ত্রী সত্বর পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে। পরস্পরের মধ্যে অধিক নিন্দা হইবে, বিরোধও ঘটিবে, কারণ প্রায়ই স্ত্রীলোকের স্বভাব তীক্ষ্ণ এবং মৃদু। এই সকল কারণবশতঃ পিতৃগোত্রে, মাতার ছয় পুরুষের মধ্যে এবং নিকটবর্ত্তী দেশে বিবাহ প্রশস্ত নহে।

মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোঽজাবিধনধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জয়েৎ ॥ মনু০ (৩।৬)॥

ধন, ধান্য, গো, অজ, হস্তী, অশ্ব, রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা যে বংশ যতই সমৃদ্ধ হউক না কেন বিবাহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দশ কুল পরিত্যাগ করিবে :—

হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারি শ্বিত্রকুষ্ঠিকুলানি চ ॥ মনু০ (৩।৭)॥

যে কুল সৎক্রিয়াহীন এবং সৎপুরুষ রহিত, যে কুল বেদাধ্যয়ন বিমুখ, লোমশ শরীর বিশিষ্ট এবং অর্শ, ক্ষয়, শ্বাস, কাশ, আমাশয়, মৃগী এবং শ্বেত ও গলিত কুষ্ঠযুক্ত, সেই কুলের কন্যা বা বরের সহিত বিবাহ হওয়া উচিত নহে। কারণ এই সমস্ত দুর্গুণ এবং রোগ বিবাহকারীদের বংশে প্রবেশ করে। এইজন্য উত্তম পরিবারের পুত্র কন্যার মধ্যে বিবাহ হওয়া উচিত।

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাঽধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাম্ন পিঙ্গলাম্ ॥ মনু০ (৩।৮)॥

কপিল বর্ণা, অধিকাঙ্গী অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘা, স্থূলকায়া ও অধিক বলশালিনী, রোগযুক্তা, লোমবিহীনা, অধিক লোমযুক্তা, প্রগল্ভা এবং পিঙ্গল-নেত্রা কন্যাকে বিবাহ করিবে না।

নর্ক্ষ বৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বত নামিকাম্।
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাম্ ॥ মনু০ (৩।৯)॥

ঋক্ষ অর্থাৎ অশ্বিনী, ভরণী, রোহিনী-দেঈ, রেবতীবাঈ এবং চিত্রা প্রভৃতি নক্ষত্রনামযুক্তা, তুলসীয়া, গেঁদা, গোলাপী, চম্পা, চামেলী প্রভৃতি বৃক্ষ নামযুক্তা; গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদী নামযুক্তা; চাণ্ডালী প্রভৃতি অন্ত্যনামযুক্তা; বিন্ধ্যা,

হিমালয়া, পার্ব্বতী প্রভৃতি পর্ব্বতনামযুক্তা ; কোকিলা, ময়না প্রভৃতি পক্ষী নামযুক্তা ; নাগী, ভুজঙ্গা ইত্যাদি সর্প নামযুক্তা ; মাধোদাসী, মীরাদাসী ইত্যাদি পরিচারিকানামযুক্তা ও ভীমকুমারী, চণ্ডিকা, কালী আদি ভীষণ নামযুক্তা কন্যার সহিত বিবাহ হওয়া উচিত নহে, কারণ এই নামগুলি কুৎসিৎ এবং অন্যান্য পদার্থেরও ঐ সকল নাম আছে।

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীম্।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্ ॥ মনু০ (৩।১০) ॥

যাহার অঙ্গ সবল ও সুঠাম, তাহার বিপরীত নহে ; যাহার নাম সুন্দর, অর্থাৎ যশোদা, সুখদা ইত্যাদি ; যাহার গতি হংসী ও হস্তিনীর তুল্য ; যে সূক্ষ্মলোমযুক্তা, সুকেশা ও সুদতী এবং যাহার সর্ব্বাঙ্গ কোমল, তাদৃশী কন্যার সহিত বিবাহ হওয়া উচিত।

(প্রশ্ন)—বিবাহের সময় এবং রীতি কোনটি উত্তম ?

(উত্তর)—ষোড়শ বর্ষ হইতে চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত কন্যার এবং পঞ্চবিংশ বর্ষ হইতে অষ্টচত্বারিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত পুরুষের বিবাহের উত্তম সময়। প্রথম ষোড়শ এবং পঞ্চবিংশ বৎসরে বিবাহ নিকৃষ্ট। অষ্টাদশ অথবা বিংশ বৎসরের স্ত্রীর সহিত ত্রিংশ, পঞ্চত্রিংশ বা চত্বারিংশ বর্ষের পুরুষের বিবাহ মধ্যম। চতুর্ব্বিংশ বর্ষের স্ত্রী এবং অষ্টচত্বারিংশ বৎসরের পুরুষের বিবাহ উৎকৃষ্ট। যে দেশের বিবাহবিধি এইরূপ উৎকৃষ্ট এবং যে দেশে ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাভ্যাস অধিক হয়, সেই দেশ সুখী এবং যে দেশ ব্রহ্মচর্য্যবিহীন ও বিদ্যাগ্রহণে পরাঙ্মুখ এবং যে দেশে বাল্যাবস্থায়ও অযোগ্যদের বিবাহ হয়, সেই দেশ দুঃখে নিমগ্ন হয়। কেননা ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাধ্যয়ন পূর্ব্বক বিবাহের সংস্কারদ্বারাই সকল বিষয়ের সংস্কার এবং ইহার বিকৃতি দ্বারাই সকল বিষয়ের বিকৃতি হইয়া থাকে।

(প্রশ্ন)—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা চ রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা তত ঊর্দ্ধং রজস্বলা ॥ ১ ॥
মাতা চৈব পিতা তস্যা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥ ২ ॥

এই শ্লোক পরাশরে এবং শীঘ্রবোধে লিখিত আছে। ইহার অর্থ এই যে, কন্যার অষ্টম বর্ষে বিবাহ গৌরী, নবম বর্ষে রোহিণী, দশম বর্ষে কন্যা এবং তৎপর রজস্বলা সংজ্ঞা হইয়া থাকে। ১॥ যদি দশম বর্ষ পর্য্যন্ত বিবাহ না দিয়া রজস্বলা কন্যাকে তাহার মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেখেন, তবে তাঁহারা তিন জনেই নরকে পতিত হন।

(উত্তর)—ব্রহ্মোবাচ

একক্ষণা ভবেদ্ গৌরী দ্বিক্ষণেয়ন্তু রোহিণী।
ত্রিক্ষণা সা ভবেৎ কন্যা হ্যত উর্দ্ধং রজস্বলা॥ ১॥
মাতা পিতা তথা ভ্রাতা মাতুলো ভগিনী স্বকা।
সর্ব্বে তে নরকং যান্তি দৃষ্টা কন্যাং রজস্বলাম্॥ ২॥

ইহা সদ্যোনির্ম্মিত ব্রহ্মপুরাণের বচন।

অর্থ :—যতটা সময়ের মধ্যে পরমাণু একবার আবর্ত্তিত হয়, ততটা সময়কে ক্ষণ বলে। জন্মের পর কন্যা প্রথম ক্ষণে গৌরী, দ্বিতীয় ক্ষণে রোহিণী, তৃতীয় ক্ষণে কন্যা এবং চতুর্থ ক্ষণে রজঃস্বলা হইয়া থাকে।১॥ সেই রজস্বলাকে দেখিয়া তাহার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতুল এবং সহোদরা ভগ্নী, সকলেই নরকে গমন করে।২॥

(প্রশ্ন)—এই শ্লোকগুলি প্রমাণ নহে। (উত্তর)—প্রমাণ নহে কেন? যদি ব্রহ্মার শ্লোক প্রমাণ নহে, তবে তোমার শ্লোকও প্রমাণ হইতে পারেনা। (প্রশ্ন)—বাঃ বাঃ! পরাশর এবং কাশীনাথের প্রমাণও মানিবেন না? (উত্তর)—বাঃ বাঃ! তুমি কি ব্রহ্মারও প্রমাণ মানিবে না? পরাশর এবং কাশীনাথ অপেক্ষা ব্রহ্মা কি শ্রেষ্ঠ নহেন? যদি তুমি ব্রহ্মার শ্লোকগুলি না মান তবে আমি পরাশর এবং কাশীনাথের শ্লোকগুলি মানিনা। (প্রশ্ন)—তোমার শ্লোকগুলি অসম্ভব বলিয়া প্রমাণ নহে। কারণ সহস্র ক্ষণ ত জন্মকালেই কাটিয়া যায়, তবে বিবাহ কিরূপে হইতে পারে? আর ঐ সময়ে বিবাহের কোনও ফলও দেখা যায় না। (উত্তর)—যদি আমার শ্লোকগুলি অসম্ভব হয়, তবে তোমার শ্লোকগুলিও অসম্ভব। কারণ আট, নয় এবং দশ বৎসর বয়সে বিবাহ নিষ্ফল। কন্যার ষোড়শ বৎসরের পর চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত বয়সের মধ্যে বিবাহ হইলে, পুরুষের বীর্য্য পরিপক্ক ও শরীর বলিষ্ঠ

হওয়াতে এবং স্ত্রীর গর্ভাশয় পূর্ণ ও শরীর সবল হওয়াতে সন্তান উত্তম হইয়া থাকে।*

অষ্টম বর্ষীয়া কন্যার সন্তান হওয়া যেরূপ অসম্ভব, গৌরী এবং রোহিণী প্রভৃতি নাম দেওয়াও সেইরূপ অযৌক্তিক। যদি কন্যা গৌরবর্ণা না হয়, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণা হয়, তবে তাহার গৌরী নাম রাখা বৃথা। গৌরী মহাদেবের স্ত্রী এবং রোহিণী বসুদেবের স্ত্রী ছিলেন। তোমরা পৌরাণিকেরা তাঁহাদিগকে মাতৃতুল্যা মনে কর। যখন কন্যা মাত্রেই গৌরী প্রভৃতি ভাবনা করিতেছ, তখন আবার তাঁহাদিগকে বিবাহ করা কিরূপে ধর্ম্মসঙ্গত এবং সম্ভবপর হইতে পারে! সুতরাং তোমাদের ও আমাদের দুই দুইটি করিয়া শ্লোকই মিথ্যা। আমরা যেমন "ব্রহ্মোবাচ" বলিয়া শ্লোক রচনা করিয়াছি, তাহাদের শ্লোকগুলিও সেইরূপ পরাশরাদির নামে রচিত হইয়াছে। অতএব এই সকল প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া বেদের প্রমাণ অনুসারে সকল কর্ম্ম করিতে থাক। দেখ মনুতে লিখিত আছে :—

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধং তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥ মনু০ (৯।৯০)।

---

* উপযুক্ত সময় অপেক্ষা ন্যূন বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের গর্ভাধান সম্বন্ধে মুনিবর ধন্বন্তরি সুশ্রুতে নিষেধ করিয়াছেন ;—

ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥ ১॥
জাতো বা ন চিরঞ্জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়ং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥ ২॥

সুশ্রুত শারীরস্থানে অঃ ১০ শ্লোক ৪৭।৪৮

অর্থ—ষোল বৎসরের ন্যূন বয়স্কা স্ত্রীতে পঁচিশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক পুরুষ গর্ভাধান করিলে সেই কুক্ষিস্থ গর্ভ বিপন্ন হয় অর্থাৎ পূর্ণকাল পর্য্যন্ত গর্ভাশয়ে থাকিয়া উৎপন্ন হয়না : ১॥ অথবা উৎপন্ন হইলেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে না ; জীবিত থাকিলেও দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হয়। এই জন্য অতি অল্প বয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভ স্থাপন করিবে না। ২॥

ঈদৃশ শাস্ত্রোক্ত নিয়ম ও সৃষ্টিক্রম দেখিলে ও বুদ্ধির সহিত বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, ষোল বৎসরের ন্যূন বয়স্কা স্ত্রী এবং ২৫ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক পুরুষ কখনও গর্ভাধানের উপযুক্ত নহে। যাহারা এই সকল নিয়মের বিপরীত আচরণ করে, তাহারা দুঃখভাগী হয়।

কন্যা রজস্বলা হইবার পর, তিন বৎসর পর্য্যন্ত পতি অন্বেষণ করিয়া স্বসদৃশ পতিলাভ করিবে। যেহেতু প্রত্যেক মাসে রজোদর্শন হয়, সুতরাং তিন বৎসরে ছত্রিশ বার রজোদর্শনের পর বিবাহ করা উচিত, তৎপূর্ব্বে নহে।

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥ মনু° (৯।৮৯)।

বরং পুত্র কন্যা মৃত্যু পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকুক, তথাপি অসদৃশ অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ কর্ম্ম স্বভাবযুক্ত (বরকন্যার) বিবাহ হওয়া কখনও উচিত নহে। ইহাতে সিদ্ধ হইল যে, পূর্ব্বোক্ত সময়ের পূর্ব্বে এবং অসদৃশ (বরকন্যার) মধ্যে বিবাহ হওয়া অনুচিত।

(প্রশ্ন)—বিবাহ কি মাতা পিতার অধীনে হইবে? না বর কন্যার অধীনে হইবে?

(উত্তর)—বিবাহ বর কন্যার ইচ্ছাধীন হওয়া উত্তম। মাতা পিতা বিবাহের কথা বিবেচনা করিলেও বরকন্যার প্রসন্নতা ব্যতীত বিবাহ হওয়া উচিত নহে। কারণ পরস্পরের প্রসন্নতার সহিত বিবাহ হইলে বিরোধ নিতান্ত কম হয় এবং উত্তম সন্তান জন্মে। অপ্রসন্নতার সহিত বিবাহ হইলে সর্ব্বদা ক্লেশ হইতে থাকে। বিবাহের প্রয়োজন মুখ্যতঃ বর কন্যার, মাতা পিতার নহে। বর-কন্যার মধ্যে প্রসন্নতা থাকিলে তাহারাই সুখী হয়, বিরোধে তাহারাই দুঃখভোগ করে। আর—

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥ মনু° (৩।৬০)।

যে পরিবারে স্ত্রীর প্রতি পুরুষ ও পুরুষের প্রতি স্ত্রী সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে, সেই পরিবারে আনন্দ, লক্ষ্মী এবং কীর্ত্তি অবস্থান করে। যেখানে বিরোধ ও কলহ হয়, সেখানে দুঃখ, দারিদ্র্য ও নিন্দা নিবাস করে। সুতরাং যেরূপ স্বয়ম্বর প্রথা আর্য্যাবর্ত্তে পরম্পরাক্রমে প্রচলিত ছিল সেই বিবাহই উত্তম।

যখন স্ত্রী-পুরুষ বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাদের বিদ্যা, বিনয়, শীল, রূপ, আয়ু, বল, কুল, এবং শরীরের পরিমাণাদি যথাযোগ্য হওয়া উচিত। যে পর্য্যন্ত ইহাদের মিল না হইবে সে পর্য্যন্ত বিবাহে কোনই সুখ হয় না। বাল্যকালে বিবাহেও সুখ হয় না।

যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥ ১॥

ঋ০। ম০ ৩। সূ০ ৮। মং ৪॥

আ ধেনবো ধুনয়ন্তামশিশ্বীঃ শবর্দুঘাঃ শশয়া অপ্রদুগ্ধাঃ। নব্যানব্যা যুবতয়ো ভবন্তীর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ২॥

ঋ০। ম০ ৩। সূ০ ৫৫। মং ১৬॥

পূর্ব্বীরহং শরদঃ শশ্রমাণা দোষাবস্তো রুষসো জরয়ন্তীঃ। মিনাতি শ্রিয়ং জরিমা তনূনামপ্যু নু পত্নীর্বৃষণো জগম্যুঃ॥ ৩॥

ঋ০। ম০ ১। সূ০ ১৭৯। মং ১॥

যে পুরুষ (পরিবীতঃ) সুষ্ঠুরূপে যজ্ঞোপবীত ধারণ ও ব্রহ্মচর্য্য সেবন দ্বারা বিদ্বান্ এবং সুশিক্ষিত হইয়া, (সুবাসাঃ) সুন্দর বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক, ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত (যুবা) পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া, বিদ্যাগ্রহণ করিয়া গৃহাশ্রমে (আগাৎ) প্রবেশ করেন, (স, উ) তিনিই দ্বিতীয় বিদ্যাজন্মে (জায়মানঃ) প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া (শ্রেয়ান্) অতিশয় শোভাযুক্ত ও মঙ্গলকারী (ভবতি) হন। (স্বাধ্যঃ) উত্তম ধ্যানশীল, (মনসা) বিজ্ঞান দ্বারা (দেবয়ন্তঃ) বিদ্যোন্নতিকামী, (ধীরাসঃ) ধৈর্য্যশালী (কবয়ঃ) বিদ্বানেরা (তম্) সেই পুরুষকে (উন্নয়ন্তি) উন্নতিশীল করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। আর যে স্ত্রী পুরুষ, ব্রহ্মচর্য্য ধারণ, বিদ্যা এবং সুশিক্ষা গ্রহণ না করিয়া বাল্যাবস্থায় বিবাহ করে তাহারা নষ্টভ্রষ্ট হইয়া বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে সম্মান প্রাপ্ত হয় না। ১॥

(অপ্রদুগ্ধাঃ) যে সকল গাভীর দুগ্ধ দোহন করা হয় নাই, সেই (ধেনবঃ) সকল গাভীর ন্যায় (অশিশ্বীঃ) যাঁহাদের বাল্যাবস্থা অতিক্রান্ত হইয়াছে, (শবর্দুঘাঃ) যাঁহারা সকল প্রকার সদাচার পালন করেন এবং (শশয়াঃ) যাঁহারা বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন, (নব্যা নব্যাঃ) নব নব শিক্ষা ও

অবস্থায় পরিপূর্ণ (ভবন্তী) হইয়াছেন (যুবতয়ঃ) সেই পূর্ণযৌবনা স্ত্রীসকল (দেবানাম্) ব্রহ্মচর্য্যের সুনিয়মে পূর্ণতাপ্রাপ্ত বিদ্বান্‌দের (একম্) অদ্বিতীয়, (মহৎ) মহান্ (অসুরত্বম্) প্রজ্ঞা, শাস্ত্র, শিক্ষাযুক্ত ও প্রজ্ঞায় আনন্দভোগের তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া তরুণ পতি লাভ করিয়া (আধুনয়ন্তাম্) গর্ভাধান করুন। তাঁহারা কখনও ভ্রমক্রমেও বাল্যাবস্থায় মনে মনেও পুরুষের চিন্তা করিবেন না। এইরূপ কার্য্যই তাঁহাদের ইহলোক এবং পরলোকে সুখের সাধন। বাল্যবিবাহের দ্বারা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই অধিক নাশ হইয়া থাকে। ২ ॥

যাহাতে (নু) শীঘ্র (শশ্রমানাঃ) অত্যন্ত পরিশ্রমী (বৃষণঃ) বীর্য্যসিঞ্চনে সমর্থ ও পূর্ণযৌবনসম্পন্ন পুরুষ (পত্নীঃ) যুবতী প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী (জগম্যুঃ) লাভ করিয়া পূর্ণ শতবর্ষ বা ততোধিক আয়ু আনন্দের সহিত ভোগ করিতে এবং পুত্র পৌত্রাদির সহিত মিলিত থাকিতে পারে স্ত্রী-পুরুষ সর্ব্বদা সেইরূপ আচরণ করিবে। যেহেতু (পূর্ব্বীঃ) পূর্ব্ববর্ত্তী (শরদঃ) শরদ ঋতু সকল এবং (জরয়ন্তীঃ) বার্দ্ধক্য আনয়নকারী (উষসঃ) উষা কাল, (দোষা) রাত্রি এবং (বস্তো) দিন (তনূনাং) শরীরের (শ্রিয়ং) শোভাকে, বল এবং সৌন্দর্য্যকে (জরিমা) দূরীভূত করিয়া অতিশয় বার্দ্ধক্য আনয়ন করে, (অহং) আমি, স্ত্রী বা পুরুষ, (উ) উত্তমরূপে (অপি) নিশ্চয়, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিদ্যা, সুশিক্ষা, শারীরিক ও আত্মিক বল এবং যৌবন প্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করিব। ইহার বিরুদ্ধ কার্য্য বেদবিরুদ্ধ বলিয়া বিবাহ কখনও সুখদায়ক হয় না। ৩ ॥

যতদিন ঋষি মুনি এবং রাজা মহারাজা প্রভৃতি আর্য্যেরা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া স্বয়ম্বর বিবাহ করিতেন, ততদিন পর্য্যন্ত এদেশের সর্ব্বদা উন্নতি হইতেছিল। যখন হইতে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিদ্যাধ্যয়ন রহিত হইল এবং বাল্যাবস্থায় পরাধীন অর্থাৎ মাতা পিতার অধীন বিবাহ হইতে লাগিল, তখন হইতে আর্য্যাবর্ত্ত দেশে ক্রমশঃ অকল্যাণ হইতে লাগিল। অতএব এই কুপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া সজ্জনগণ পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে স্বয়ংবর বিবাহ করিবেন। বিবাহ বর্ণানুক্রম অনুসারে করিবে এবং বর্ণব্যবস্থাও গুণ কর্ম্ম স্বভাব অনুসারে হওয়া উচিত।

(প্রশ্ন)—যাহার মাতা পিতা ব্রাহ্মণ সে ব্রাহ্মণী বা ব্রাহ্মণ হইবে। কিন্তু মাতা পিতা ভিন্ন বর্ণের হইলে তাহাদের সন্তান কি কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে ?

(উত্তর)—হাঁ, অনেক হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবেও ; যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে অজ্ঞাতকুল জাবাল ঋষি, মহাভারতে ক্ষত্রিয় বর্ণের বিশ্বামিত্র এবং চণ্ডাল কুলের মাতঙ্গ ঋষি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। সেইরূপ যিনি এখনও উত্তম বিদ্যা

ও স্বভাব সম্পন্ন, তিনি ব্রাহ্মণ হইবার উপযুক্ত। মূর্খ শূদ্র হইবার যোগ্য এবং ভবিষ্যতেও এইরূপ হইবে।

(প্রশ্ন)—ভাল, রজোবীর্য্য হইতে উৎপন্ন শরীর কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য বর্ণের যোগ্য হইবে ?

(উত্তর)—রজোবীর্য্যের যোগে ব্রাহ্মণ-শরীর হয়না কিন্তু—

স্বাধ্যায়েন জপৈ র্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥ মনু০ (২।২৮)॥

ইহার অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এস্থলেও সংক্ষেপে বলা যাইতেছে ;—(স্বাধ্যায়েন) অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা (জপৈঃ) চিন্তা করা এবং অন্যের দ্বারা করান তদ্দ্বারা, (হোমৈঃ) নানাবিধ হোমানুষ্ঠান দ্বারা, (ত্রৈবিদ্যেন) শব্দ, অর্থ, সম্বন্ধ, জ্ঞান এবং স্বর উচ্চারণ সহকারে সমগ্র বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা, (ইজ্যয়া) পৌর্ণমাসী ইষ্টি ইত্যাদির অনুষ্ঠান দ্বারা, (সুতৈঃ) পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুযায়ী ধর্ম্মানুসারে সন্তানোৎপত্তি দ্বারা, (মহাযজ্ঞৈশ্চ) পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, বৈশ্যদেবযজ্ঞ এবং অতিথি যজ্ঞদ্বারা, (যজ্ঞৈশ্চ) অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, বিদ্বান্‌দিগের সঙ্গ ও সন্মান, সত্যভাষণ ও পরোপকারাদি সত্য কর্ম্ম এবং শিল্প-বিদ্যাদি সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিয়া দুষ্টাচার বর্জ্জন পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠাচার প্রতিপালন দ্বারা (ইয়ং) এই (তনুঃ) শরীর (ব্রাহ্মী) ব্রহ্মণ্য (ক্রিয়তে) করা যায়। এই শ্লোকটি কি তুমি মান না ? (প্রশ্ন)—মানি। (উত্তর)—তবে কেন রজোবীর্য্যের সংযোগে বর্ণ-ব্যবস্থা মান ? (প্রশ্ন)—আমি একা মানি না, কিন্তু বহু লোকপরম্পরাক্রমে এইরূপই মানিয়া থাকে। তুমি কি পরম্পরাও খণ্ডন করিবে ? (উত্তর)—না। তোমার বিপরীত বুদ্ধিকে না মানিয়া খণ্ডনও করিতেছি। (প্রশ্ন)—আমার বুদ্ধি বিপরীত, আর তোমার বুদ্ধি শুদ্ধ, ইহাতে প্রমাণ কি ? (উত্তর)—প্রমাণ এই যে, তুমি পাঁচ অথবা সাত পুরুষের বর্ত্তমান প্রথাকে সনাতন ব্যবহার মনে করিতেছ। আর আমি বেদ এবং সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত পরম্পরা স্বীকার করিতেছি। দেখ, পিতা শ্রেষ্ঠ হইলেও পুত্র দুষ্ট এবং পুত্র শ্রেষ্ঠ হইলেও পিতা দুষ্ট দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়ই শ্রেষ্ঠ অথবা দুষ্ট দেখা যায়। অতএব তোমরা ভ্রমে পতিত হইয়াছ। দেখ, মনু মহারাজ কি বলিয়াছেন—

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতা পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্নরিষ্যতে॥ মনু° (৪।১৭৯)॥

যে পথে পিতা এবং পিতামহ চলিয়াছেন সেইপথে সন্তানও চলিবে। কিন্তু (সতাম্) যদি পিতা এবং পিতামহ সৎপুরুষ হন্, তবে তাঁহাদের পথে চলিবে। যদি পিতা পিতামহ দুষ্ট হন, তবে তাঁহাদের পথে কখনও চলিবে না। কারণ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা পুরুষদিগের পথে চলিলে কখনও দুঃখ হয়না। তুমি ইহা মান কি না? (প্রশ্ন)—হাঁ, হাঁ, মানি। (উত্তর)—আর দেখ, পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রকাশিত বেদোক্ত বাক্যই সনাতন। যাহা বেদবিরুদ্ধ, তাহা কখনও সনাতন হইতে পারে না। এইরূপ সকলেরই স্বীকার করা কর্ত্তব্য কি না? (প্রশ্ন)—অবশ্য কর্ত্তব্য। (উত্তর)—যে এইরূপ মানে না তাহাকে বল যে, যদি কোন পিতা দরিদ্র হয় ও তাহার পুত্র ধনাঢ্য হয়, তবে কি সে পিতার দারিদ্র্যের উপর অভিমান করিয়া ধন পরিত্যাগ করিবে? যাহার পিতা অন্ধ সেই পুত্র কি নিজের চক্ষু বিদ্ধ করিবে? যাহার পিতা কুকর্ম্মা সেই পুত্রও কি কুকর্ম্মই করিবে? না, না। কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের সৎকর্ম্ম সমূহ গ্রহণ এবং দুষ্টকর্ম্ম সমূহ পরিত্যাগ করা সকলের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। যদি কেহ রজোবীর্য্যের সংযোগ হইতে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা মানে এবং গুণ কর্ম্মের সংযোগে ইহা মানে না তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, কেহ স্ববর্ণ পরিত্যাগ করিয়া নীচ, অন্ত্যজ, খ্রীষ্টান অথবা মুসলমান হইয়া গেলে তাহাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার কর না কেন? এস্থলে তুমি ইহাই বলিবে যে, যেহেতু সে ব্রাহ্মণের কার্য্য ত্যাগ করিয়াছে এইজন্য সে ব্রাহ্মণ নহে। তাহাতে ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে সব ব্রাহ্মণ উত্তম কর্ম্ম করেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ এবং যদি নিম্ন বর্ণের কেহও উচ্চবর্ণের গুণ কর্ম্ম স্বভাব বিশিষ্ট হয়, তবে তাহাকেও উচ্চবর্ণে এবং যদি কেহ উচ্চবর্ণ হইয়াও নীচ কর্ম্ম করে তবে তাহাকেও নীচবর্ণের মধ্যে গণনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। (প্রশ্ন)—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।

ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

ইহা যজুর্ব্বেদের একত্রিংশ অধ্যায়ের একাদশ মন্ত্র। ইহার অর্থ এই যে, ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য উরু হইতে এবং শূদ্র চরণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং যেমন মুখ বাহু হয়না এবং বাহু মুখ হয়না, সেইরূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি হয়না এবং ক্ষত্রিয়াদিও ব্রাহ্মণ হইতে পারেনা। (উত্তর)—তুমি এই মন্ত্রের যে অর্থ করিয়াছ তাহা ঠিক নহে। কারণ এস্থলে পুরুষ অর্থাৎ নিরাকার ব্যাপক পরমাত্মার অনুবৃত্তি। তিনি নিরাকার বলিয়া তাঁহার মুখাদি অঙ্গ হইতে পারেনা। মুখাদি অঙ্গবিশিষ্ট হইলে তিনি পুরুষ অর্থাৎ ব্যাপক নহেন। আর ব্যাপক না হইলে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, জগতের স্রষ্টা, ধর্ত্তা, প্রলয়কর্ত্তা, জীবদিগের পাপপুণ্যের জ্ঞাতা, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, অজ এবং অমর ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত হইতে পারেন না। অতএব ইহার অর্থ এই যে, যিনি (অস্য) পূর্ণ ব্যাপক পরমাত্মার সৃষ্টিতে মুখের ন্যায় সকলের মধ্যে মুখ্য বা শ্রেষ্ঠ, তিনি (ব্রাহ্মণঃ) ব্রাহ্মণ। (বাহু) "বাহুর্বৈ বলং বাহুর্বৈ বীর্য্যম্" (শতপথ ব্রাহ্মণ)। বল বীর্য্যের নাম বাহু। এই সকল যাহার মধ্যে অধিক, তিনি (রাজন্যঃ) ক্ষত্রিয়, (উরূ) কটির অধোভাগ এবং জানুর উপরিভাগের নাম উরূ। যিনি সকল পদার্থের জন্য সকল দেশে উরুবলে গমনাগমন করেন, তিনি (বৈশ্যঃ) বৈশ্য। আর (পদ্ভ্যাং) যে ব্যক্তি পদ বা নিম্ন অঙ্গের ন্যায় মূর্খতাদি দুর্গুণ বিশিষ্ট, সেই ব্যক্তি শূদ্র। অন্যত্র শতপথ ব্রাহ্মণাদিতেও এই মন্ত্রের এইরূপ অর্থই করা হইয়াছে। যেমন—

যস্মাদেতে মুখ্যাস্তস্মান্মুখতোহ্যসৃজ্যন্ত ইত্যাদি।

যেহেতু ইঁহারা মুখ্য, অতএব মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এইরূপ বলা সঙ্গত। অর্থাৎ যেমন সকল অঙ্গের মধ্যে মুখ শ্রেষ্ঠ সেইরূপ যে মনুষ্যজাতির মধ্যে সম্পূর্ণ বিদ্যা এবং উত্তম গুণ-কর্ম্ম-স্বভাবসম্পন্ন, তাঁহাকে উত্তম ব্রাহ্মণ বলে। পরমেশ্বর নিরাকার বলিয়া তাঁহার মুখাদি অঙ্গই নাই, সুতরাং মুখাদি হইতে উৎপন্ন হওয়া বন্ধ্যা স্ত্রীর পুত্রের বিবাহের ন্যায় অসম্ভব। যদি মুখাদি অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণ আদি উৎপন্ন হইত তবে তাহাদের আকৃতিও উপাদান কারণের সদৃশ হইত। যেমন মুখের আকার গোল, সেইরূপ তাঁহাদের শরীরও মুখের ন্যায় গোলাকার হওয়া উচিত। ক্ষত্রিয়ের শরীর বাহুর ন্যায়, বৈশ্যের উরুর ন্যায় এবং শূদ্রের শরীর পায়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হওয়া উচিত।

কিন্তু তাহা হয়না। যদি কেহ তোমাকে প্রশ্ন করে যে, যাহারা যাহারা মুখাদি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহাদের ব্রাহ্মণাদি সংজ্ঞা হউক কিন্তু তাহাও তোমাদের হইতে পারেনা। কারণ অপর সকলে যেমন গর্ভাশয় হইতে উৎপন্ন হয় তোমরাও সেইরূপ হইয়াছ। তুমি মুখাদি হইতে উৎপন্ন না হইয়াও ব্রাহ্মণাদি (সংজ্ঞার) অভিমান করিতেছ। অতএব তোমাদের উক্ত অর্থ নিরর্থক। আমি যে অর্থ করিয়াছি তাহাই সত্য। এইরূপ অন্যত্রও কথিত হইয়াছে, যথা :—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥ মনু০ (১০।৬৫)॥

যদি কেহ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব বিশিষ্ট হয়, তবে সে শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য হইবে। সেইরূপই কেহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব বিশিষ্ট হইলে শূদ্র হইবে। এইরূপে কেহ ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র সদৃশ হইলে, ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্রই হইয়া যায়। অর্থাৎ যে পুরুষ বা স্ত্রী, চারি বর্ণের মধ্যে যে বর্ণের সদৃশ হইবে, সে সেই বর্ণেই গণ্য হইবে।

ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ ॥১॥
অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ ॥২॥

ইহা আপস্তম্বের সূত্র। অর্থ—ধর্ম্মাচরণ দ্বারা নিকৃষ্ট বর্ণ স্ববর্ণ অপেক্ষা উচ্চ উচ্চ বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং যে যে বর্ণের উপযুক্ত, সে সেই বর্ণে গণ্য হইবে॥ ১॥ সেইরূপ অধর্ম্মাচরণ দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অর্থাৎ উচ্চ উচ্চ বর্ণের মনুষ্য নিজ বর্ণ অপেক্ষা নিম্ন বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং সেই বর্ণে গণ্য হইবে। ২॥ পুরুষেরা যেমন স্ব স্ব বর্ণের যোগ্য হয় তেমন স্ত্রীলোকদের ব্যবস্থাও বুঝিতে হইবে। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, এইরূপ ব্যবস্থা হইলে সকল বর্ণ নিজ নিজ গুণ-কর্ম্ম-স্বভাববিশিষ্ট হইয়া শুদ্ধতার সঙ্গে থাকিবে। ব্রাহ্মণকুলে কেহ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রবৎ না থাকে; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণও বিশুদ্ধ থাকিবে, অর্থাৎ বর্ণসঙ্করত্ব প্রাপ্ত হইবে না। তাহাতে কোন বর্ণের নিন্দা বা অযোগ্যতা হইবে না।

(প্রশ্ন)—যদি কাহারও একটি মাত্র পুত্র বা কন্যা থাকে এবং সেই পুত্র বা কন্যা অন্য বর্ণে প্রবিষ্ট হয়, তবে তাহার মাতা পিতার সেবা করিবে কে? তাহাতে বংশনাশও ঘটিবে। ইহার কি ব্যবস্থা হওয়া উচিত?

(উত্তর)—কাহারও সেবাভঙ্গ অথবা বংশনাশ হইবে না। কারণ তাহারা নিজ নিজ পুত্র কন্যার পরিবর্ত্তে বিদ্যাসভা ও রাজসভার ব্যবস্থানুসারে স্ববর্ণযোগ্য অন্য সন্তান প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং কোন অব্যবস্থা হইবে না।

এই বর্ণব্যবস্থা কন্যার ষোড়শবর্ষে এবং পুরুষের পঞ্চবিংশতি বর্ষে গুণকর্ম্মানুসারে পরীক্ষাপূর্ব্বক নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। এই নিয়মানুসারে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বর্ণের সহিত ব্রাহ্মণীর, ক্ষত্রিয় বর্ণের সহিত ক্ষত্রিয়ার, বৈশ্যবর্ণের সহিত বৈশ্যার এবং শূদ্রবর্ণের সহিত শূদ্রার বিবাহ হওয়া উচিত। তাহা হইলেই স্ব স্ব বর্ণের মধ্যে যথোচিত কর্ম্ম এবং পারস্পরিক প্রীতি থাকিবে। চারিবর্ণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং গুণ এইরূপ :—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥ ১ ॥ মনু০ (১।৮৮)॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞান বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ২ ॥
ভঃ গীঃ (অঃ ১৮। শ্লোঃ ৪২ ॥

ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্ঞ করা ও করান, দান এবং প্রতিগ্রহ এই ছয়টি কর্ম্ম। কিন্তু "প্রতিগ্রহ প্রত্যবরঃ" (মনু০)। অর্থাৎ (প্রতিগ্রহ) গ্রহণ করা হীন কর্ম্ম। ১ ॥ (শমঃ) মনে মনে কুকর্ম্ম করিবার ইচ্ছাও না করা এবং মনকে কখনও অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে না দেওয়া, (দমঃ) শোত্র ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে অন্যায় আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্ম্মে পরিচালিত করা; (তপঃ) সর্ব্বদা ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করা; (শৌচ) :—

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥ মনু০ (৫।১০৯)॥

জলদ্বারা বাহ্য অঙ্গ, সত্যাচরণ দ্বারা মন, বিদ্যা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জীবাত্মা এবং জ্ঞানদ্বারা বুদ্ধি পবিত্র হয়। আভ্যন্তরীণ রাগদ্বেষাদি দোষ এবং বাহিরের মল দূর করিয়া শুদ্ধ থাকা, অর্থাৎ সত্যাসত্য বিচার করিয়া সত্যগ্রহণ

ও অসত্যবর্জ্জন দ্বারা নিশ্চয়ই পবিত্র হওয়া যায়। (ক্ষান্তি) অর্থাৎ নিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, হানি-লাভ, মান-অপমানাদি হর্ষ-শোক পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মে দৃঢ়নিশ্চয় থাকা, (আর্জ্জব) কোমলতা, নিরভিমান, সরলতা ও সরল স্বভাব রাখা এবং কুটিলতাদি দোষ পরিত্যাগ করা; (জ্ঞান) সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপনা করিবার সামর্থ্য; বিবেক অর্থাৎ সত্যনির্ণয়, যে বস্তু যেমন, তাহাকে সেইরূপ জানা অর্থাৎ জড়কে জড় এবং চেতনকে চেতন জানা ও স্বীকার করা; (বিজ্ঞান) পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থকে বিশেষরূপে জানিয়া ঐ সকলকে যথোচিত কার্য্যে প্রয়োগ করা; (আস্তিক্য) বেদ, ঈশ্বর ও মুক্তিতে বিশ্বাস; পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম মানা; ধর্ম্ম, বিদ্যা ও সৎসঙ্গ; এবং মাতা, পিতা, আচার্য্য ও অতিথিসেবাকে কখনও পরিত্যাগ না করা এবং কখনও নিন্দা না করা। ২ ॥ এই পঞ্চদশ কর্ম্ম ও গুণ ব্রাহ্মণ বর্ণের মনুষ্যের মধ্যে অবশ্যই থাকা উচিত।

ক্ষত্রিয় :—

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥ ১ মনু০ (১।৮৯) ॥
শৌর্য্যং তেজো ধৃতি-র্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ২
ভ০ গী০ (অধ্যায় ১৮। শ্লোক ৪৩) ॥

ন্যায়ানুসারে প্রজারক্ষা অর্থাৎ পক্ষপাত পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠদিগকে সম্মান এবং দুষ্টদিগকে তিরস্কার করা, সর্ব্বপ্রকারে সকলকে পালন করা; (দান) বিদ্যাধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও সুপাত্রের সেবায় ধনাদি সামগ্রী ব্যয় করা; (ইজ্যা) অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করা ও করান; (অধ্যয়ন) বেদাদি শাস্ত্র সমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা; (বিষয়েষু০) বিষয়সমূহে আসক্ত না হইয়া সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় এবং শরীর ও আত্মায় বলবান্ থাকা। ১ ॥ (শৌর্য্য) একাকী শত সহস্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ভীত না হওয়া; (তেজঃ) সর্ব্বদা তেজস্বী অর্থাৎ দীনতাশূন্য, প্রগল্ভ এবং দৃঢ় থাকা; (ধৃতিঃ) ধৈর্য্যবান্ হওয়া; (দাক্ষ্য) রাজা প্রজা সম্বন্ধীয় ব্যবহারে এবং সকল শাস্ত্রে অতিশয় নিপুণ হওয়া; (যুদ্ধ) যুদ্ধে দৃঢ় ও নিঃশঙ্ক থাকা, কখনও তাহাতে পরাঙ্মুখ না হওয়া ও পলায়ন না করা; অর্থাৎ এইরূপ যুদ্ধ করা যাহাতে নিশ্চিতরূপে

বিজয় হইবে এবং আত্মরক্ষা করিবে, যদি পলায়নে বা শত্রুকে প্রতারণা করিলে বিজয় লাভ হয়, তবে তাহা করা; (দান) দানশীল থাকা; (ঈশ্বরভাব) পক্ষপাতশূন্য হইয়া সকলের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার করা: বিচারপূর্ব্বক দান করা; প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা এবং কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতে না দেওয়া—এই একাদশটি ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম এবং গুণ ॥ ২ ॥ বৈশ্য ঃ—

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিকৃপথং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ ॥ মনু০ (১।৯০)॥

(পশুরক্ষা) গবাদি পশুর পালন এবং বৃদ্ধি করা; (দান) বিদ্যা ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি করিতে ও করাইতে ধনসম্পত্তি ব্যয় করা; (ইজ্যা) অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করা, (অধ্যয়ন) বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন করা; (বণিকৃপথ) সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্য করা; (কুসীদ) শতকরা চারি আনা, ছয় আনা, আট আনা, বার আনা, ষোল আনা বা বিশ আনার অধিক সুদ গ্রহণ না করা এবং মূলধনের দ্বিগুণের অধিক অর্থাৎ এক টাকা দিয়া একশত বৎসরেও দুই টাকার অধিক গ্রহণ না করা ও না দেওয়া এবং (কৃষি) কৃষিকার্য্য করা—বৈশ্যের এই সকল গুণ ও কর্ম্ম। শূদ্র ঃ—

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥ মনু০ (১।৯১॥)

নিন্দা, ঈর্ষ্যা এবং অভিমানাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদিগের যথোচিত শূদ্রের সেবা করা উচিত এবং তদ্দারাই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা—ইহাই একমাত্র শূদ্রের গুণ এবং কর্ম্ম ॥

এই সব বর্ণ সমূহের গুণ এবং কর্ম্মবিষয়ে সংক্ষেপে লিখিত হইল। যে যে ব্যক্তির মধ্যে যে যে বর্ণের গুণ কর্ম্ম থাকিবে সেই সেই ব্যক্তিকে সেই সেই বর্ণের অধিকার দান করিবে। এইরূপ ব্যবস্থা রাখিলে সব মনুষ্য উন্নতিশীল হইবে। কারণ ইহাতে উত্তম বর্ণের ভয় হইবে যে, তাহার সন্তান মূর্খত্বাদি দোষযুক্ত হইলে শূদ্র বলিয়া গণ্য হইবে। সন্তানদিগেরও ভয় থাকিবে যে আমরা পূর্ব্বোক্ত আচারব্যবহার ও বিদ্যাসম্পন্ন না হইলে আমাদিগকে শূদ্র হইতে হইবে। আর নিম্ন বর্ণেরও উচ্চ বর্ণস্থ হইবার জন্য উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে। বিদ্যা এবং ধর্ম্ম প্রচারের অধিকার ব্রাহ্মণকে দিবে। কারণ তাঁহারা

পূর্ণ বিদ্বান্ এবং ধার্ম্মিক বলিয়া সেই কার্য্য যথোচিত সম্পাদন করিতে পারেন। ক্ষত্রিয়কে রাজ্যাধিকার দান করিলে রাজ্যের কখনও অনিষ্ট অথবা বিঘ্ন হয় না। পশুপালন প্রভৃতির অধিকার বৈশ্যকেই দান করা উচিত; কারণ তাঁহারা এ কার্য্য উত্তমরূপে করিতে পারেন। শূদ্রের সেবাধিকারের কারণ এই যে, সে বিদ্যাহীন এবং মূর্খ বলিয়া বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কার্য্য কিছুই করিতে পারে না কিন্তু সে শারীরিক কার্য্য সবই করিতে পারে। এইরূপে সকল বর্ণকে স্ব স্ব অধিকারে প্রবৃত্ত করা রাজাদের কর্ত্তব্য।

বিবাহের লক্ষণ

ব্রাহ্মোদৈব স্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাঽসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥ মনু০ (৩।২১)॥

বিবাহ আট প্রকারের—প্রথম ব্রাহ্ম, দ্বিতীয় দৈব, তৃতীয় আর্ষ, চতুর্থ প্রাজাপত্য, পঞ্চম আসুর, ষষ্ঠ গান্ধর্ব্ব, সপ্তম রাক্ষস এবং অষ্টম পৈশাচ। এই সকল বিবাহের ব্যবস্থা এইরূপ :—

বরকন্যা উভয়ে যথোচিত ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা পূর্ণ বিদ্যাসম্পন্ন ধার্ম্মিক ও সুশীল হইবে। তাহাদের পারস্পরিক প্রসন্নতার সহিত বিবাহ হওয়াকে "ব্রাহ্ম" বিবাহ বলে। বিস্তৃত যজ্ঞে ঋত্বিক্‌কর্ম্মে নিযুক্ত জামাতাকে সালঙ্কারা কন্যা দান করাকে "দৈব" বিবাহ বলে। বরের নিকট হইতে কিছু লওয়ার পর বিবাহ হওয়াকে "আর্ষ", ধর্ম্মোন্নতিকল্পে দুই জনের বিবাহ হওয়াকে "প্রাজাপত্য", বর এবং কন্যাকে কিছু প্রদানপূর্ব্বক বিবাহ হওয়াকে "আসুর", অনিয়মে এবং অসময়ে বরকন্যা উভয়ের স্বেচ্ছায় সংযোগ হওয়াকে "গান্ধর্ব্ব", যুদ্ধ করিয়া, বলাৎকার দ্বারা অর্থাৎ বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লইয়া অথবা কপটতার দ্বারা কন্যাগ্রহণ করাকে "রাক্ষস" এবং নিদ্রিতা অথবা মদমত্তা কন্যার সহিত বলাৎকারপূর্ব্বক সমাগম করাকে "পৈশাচ" বিবাহ বলে। এই সকল বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট; দৈব ও প্রাজাপত্য মধ্যম; আর্ষ, আসুর এবং গান্ধর্ব্ব নিকৃষ্ট, রাক্ষস অধম এবং পৈশাচ মহাভ্রষ্ট।

সুতরাং এইরূপ নির্দ্ধারিত থাকা আবশ্যক যে, বিবাহের পূর্ব্বে বর-কন্যা নির্জ্জন স্থানে মিলিত হইবে না। কারণ, যৌবনকালে স্ত্রী-পুরুষের নির্জ্জনবাস দোষাবহ। কিন্তু যখন বর কন্যার বিবাহ কাল উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এবং বিদ্যা পূর্ণ হইবার এক বৎসর অথবা ছয় মাস বাকী থাকে সেই

সময় পর্য্যন্ত বরকন্যার প্রতিচ্ছবি (যাহাকে ফটোগ্রাফ বলা হয়) অথবা প্রতিকৃতি তুলিয়া কন্যাদের অধ্যাপিকাদিগের নিকট কুমারের এবং কুমারের অধ্যাপকদিগের নিকট কন্যার প্রতিকৃতি প্রেরণ করিবে। যাহাদের চেহারার মিল হইবে তাহাদের ইতিহাস অর্থাৎ জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সেই দিন পর্য্যন্ত জীবন চরিত্র থাকিলে তাহা অধ্যাপকেরা আনাইয়া দেখিবেন। যদি উভয়ের মধ্যে গুণ কর্ম্ম স্বভাবের সাদৃশ্য থাকে তবে যাহার সঙ্গে যাহার বিবাহ হওয়া উচিত মনে হইবে সেই সেই পুরুষ ও স্ত্রীর প্রতিচ্ছবি ও ইতিহাস কন্যার এবং বরের হস্তে দিয়া বলিবে,—"এ বিষয়ে তোমাদের যেরূপ অভিমত হয়, আমাদিগকে জানাইবে"। সেই দুইজন পরস্পরকে বিবাহ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলে একই সময়ে তাহাদের সমাবর্ত্তন হইবে। যদি ইহারা উভয়ে অধ্যাপকদিগের সম্মুখে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে স্থানে, নতুবা কন্যার মাতাপিতার গৃহে বিবাহ হওয়া উচিত। যখন তাহারা পরস্পর সম্মুখীন হইবে, তখন অধ্যাপকগণ অথবা কন্যার মাতাপিতা প্রভৃতি সজ্জনদিগের সম্মুখে দুইজনের দ্বারা পরস্পর কথোপকথন এবং শাস্ত্রার্থ করাইবে। যদি কাহারও কোন গোপনীয় ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে তাহাও লিখিয়া একে অন্যের হস্তে দিয়া প্রশ্নোত্তর করিয়া লইবে।

যখন উভয়ের মধ্যে বিবাহের জন্য গাঢ় প্রেম জন্মে, তখন হইতে তাহাদের ভোজ্য ও পানীয় সম্বন্ধে উত্তম ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। তাহাতে তাহাদের পূর্ব্ব ব্রহ্মচর্য্য এবং বিদ্যাধ্যয়নরূপ তপশ্চর্য্যা ও ক্লেশ হেতু শরীর যে শীর্ণ হইয়াছিল তাহা চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিবে। পরে যে দিন কন্যা রজস্বলা হইবার পর শুদ্ধ হইবে, সেইদিন বেদী ও মণ্ডপ রচনা করিয়া বহু সুগন্ধ দ্রব্য ঘৃতাদি দ্বারা হোম করিবে। তখন বিদ্বান্ স্ত্রী-পুরুষদিগকে যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিবে। অনন্তর যেদিন ঋতুদানের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবে, সেইদিন "সংস্কার-বিধি" গ্রন্থোক্ত বিধি অনুসারে সকল কর্ম্ম করিবার পর মধ্যরাত্রিতে অথবা রাত্রি দশ ঘটিকার সময় অতি প্রসন্নতার সহিত সকলের সমক্ষে পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহবিধি সম্পূর্ণ করিয়া নির্জ্জনে অবস্থান করিবে।

পুরুষ বীর্য্যস্থাপন ও স্ত্রী বীর্য্যাকর্ষণের বিধি অনুসারে কার্য্য করিবে। যতদূর সম্ভব ব্রহ্মচর্য্যের বীর্য্য নষ্ট হইতে দিবে না। কারণ ঐ বীর্য্য হইতে রজঃসংযোগে যে শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাতে অপূর্ব্ব উৎকৃষ্ট সন্তান জন্মে। গর্ভাশয়ে

বীর্য্যপতনের সময় স্ত্রীপুরুষ উভয়ে স্থির থাকিবে এবং নাসিকার সম্মুখে নাসিকা ও চক্ষুর সম্মুখে চক্ষু রাখিবে, অর্থাৎ শরীর সরল ভাবে রাখিবে এবং অত্যন্ত প্রসন্নচিত্ত থাকিবে, হেলিবে দুলিবে না। পুরুষ নিজ শরীর শিথিল করিয়া রাখিবে। স্ত্রী বীর্য্যগ্রহণের সময় অপান বায়ুকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিবে এবং যোনি ঊর্দ্ধে সঙ্কোচন পূর্ব্বক বীর্য্য আকর্ষণ করিয়া গর্ভাশয়ে স্থাপন করিবে।* তাহার পর উভয়ে বিশুদ্ধ জলে স্নান করিবে। গর্ভস্থিতি সম্বন্ধে বিদুষী স্ত্রী ত সেই সময়েই জানিতে পারে। কিন্তু একমাস পরে রজস্বলা না হইলে সকলেই ইহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে। অনন্তর শুণ্ঠি, কেশর, অশ্বগন্ধা, ছোট এলাচ ও সালম মিশ্রি দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া গরম করিবার পর যাহা ঠাণ্ডা করিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা উভয়ে যথারুচি পান করিয়া নিজ নিজ শয্যায় পৃথক পৃথক শয়ন করিবে। প্রত্যেক বার গর্ভাধান কালে এই বিধি পালন করা উচিত। এক মাসের পর রজস্বলা না হইলে গর্ভস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা হয়। তখন হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষের কখনও সমাগম হওয়া উচিত নহে। কারণ, তাহা হইলে সন্তান উত্তম হয়, এবং পরবর্ত্তী সন্তানও তদ্রূপ হইয়া থাকে। অন্যথা বীর্য্য বৃথা নষ্ট হয়, উভয়ের আয়ু হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও নানা রোগ জন্মে। কিন্তু বাহ্য প্রেমালাপ প্রভৃতি ব্যবহার অবশ্য থাকা উচিত। পুরুষ বীর্য্যস্থিতি এবং স্ত্রী গর্ভরক্ষা করিয়া এইরূপ ভোজ্য ও পরিধেয় গ্রহণ করিবে যেন পুরুষের বীর্য্য স্বপ্নেও নষ্ট না হয় এবং স্ত্রীর গর্ভে সন্তানের শরীর অত্যুত্তম রূপ, লাবণ্য, পুষ্টি, বল ও পরাক্রমযুক্ত হইয়া দশম মাসে ভূমিষ্ঠ হয়। চতুর্থ মাস হইতে বিশেষরূপে এবং অষ্টম মাসের পর হইতে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত গর্ভরক্ষা করা আবশ্যক। গর্ভবতী স্ত্রী রেচক, রুক্ষ, মাদকদ্রব্য এবং বলবুদ্ধিনাশক পদার্থ কখনও সেবন করিবে না। কিন্তু ঘৃত, দুগ্ধ, উত্তম তণ্ডুল, গোধূম, মুগ এবং মাষকলাই প্রভৃতি পানাহার দেশ কাল অনুসারে বিচারপূর্ব্বক যথাযোগ্য গ্রহণ করিবে।

গর্ভাবস্থায় দুইটি সংস্কার—প্রথমতঃ চতুর্থ মাসে পুংসবন, দ্বিতীয়তঃ অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন যথাবিধি সম্পন্ন করিবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর, স্ত্রী এবং সন্তানের শরীরকে বিশেষ সাবধানতার সহিত রক্ষা করা আবশ্যক; অর্থাৎ পূর্ব্বেই শুণ্ঠিপাক অথবা সৌভাগ্য শুণ্ঠিপাক প্রস্তুত করাইয়া রাখিবে। ঐ সময়ে

---

* এই সকল গোপনীয় কথা। এইজন্য এইটুকু হইতেই সমস্ত বুঝিয়া লইবে। বিশেষ লেখা উচিত নহে।

স্ত্রী ঈষদুষ্ণ সুবাসিত জলে স্নান করিবে এবং শিশুকেও স্নান করাইবে। তাহার পর নাড়ীচ্ছেদন করিবে। শিশুর নাভিমূলে এক কোমল সূত্র বাঁধিয়া চারি অঙ্গুলী পরিমাণ ছাড়িয়া উপর হইতে কর্ত্তন করিবে। সূত্র এইরূপে বাঁধিবে যেন শরীর হইতে একবিন্দু রক্তও পতিত না হয়। পরে উক্ত স্থান শুদ্ধ করিয়া (প্রসূতির গৃহের) দ্বারদেশে সুগন্ধ ঘৃতাদির হোম করিবে। অনন্তর শিশুর পিতা শিশুর কর্ণে "বেদোঽসি", অর্থাৎ "তোমার নাম বেদ", এই বচন শুনাইয়া ঘৃত ও মধু লইয়া স্বর্ণ শলাকাদ্বারা শিশুর জিহ্বার উপর "ওম্" অক্ষর লিখিয়া সেই শলাকাদ্বারা মধু ও ঘৃত লেহন করাইবে। পরে শিশুকে মাতার হস্তে দিবে। শিশু দুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছা করিলে শিশুর মাতা তাহাকে স্তন্যদান করিবে। মাতার দুগ্ধ না থাকিলে কোন স্ত্রীলোককে পরীক্ষা করিয়া শিশুকে তাহার স্তন্য পান করাইবে। তাহার পর বিশুদ্ধ বায়ুযুক্ত অপর এক গৃহে সায়ংপ্রাতঃ সুগন্ধিত ঘৃতের হোম করিবে। প্রসূতি ও শিশুকে সেই গৃহেই রাখিবে। শিশু ছয়দিন পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করিবে। মাতাও নিজ শরীরের পুষ্টির জন্য নানাবিধ উত্তম সামগ্রী ভোজন করিবে এবং যোনি-সংকোচনও করিবে। ষষ্ঠ দিবসে স্ত্রী বাহিরে আসিবে এবং শিশুর দুগ্ধপানের জন্য একজন ধাত্রী নিযুক্ত করিবে। ধাত্রীরও উত্তম আহার্য্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করাইবে। ধাত্রী শিশুকে দুগ্ধপান করাইবে এবং পালনও করিবে কিন্তু মাতা শিশুর উপর পূর্ণদৃষ্টি রাখিবেন যেন তাহার লালন পালনে কোনরূপ ত্রুটি না হয়। প্রসূতি দুগ্ধ রোধ করিবার জন্য তাহার স্তনের অগ্রভাগের উপর এইরূপ প্রলেপ দিবে যাহাতে দুগ্ধ ক্ষরিত না হয়। সেইরূপ যথোচিত পান ভোজনও করিবে। তদনন্তর "সংস্কারবিধি" অনুসারে নামকরণাদি সংস্কার যথাকালে করিবে। পুনরায় স্ত্রী রজস্বলা হইয়া শুদ্ধ হইবার পরে সেইভাবে ঋতুদান করিবে।

ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।
পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্‌ব্রতো রতিকাম্যয়া॥ মনু০ (৩।৪৫)॥
নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্।
ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥ মনু০ (৩।৫০)॥

যিনি নিজ ভার্য্যাতেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং ঋতুগামী হন, তিনি গৃহস্থ হইলেও ব্রহ্মচারী সদৃশ।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥ ১ ॥
যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসন্ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ত্ততে ॥ ২ ॥
স্ত্রিয়াস্তু রোচমানায়াং সর্ব্বং তদ্রোচতে কুলম্।
তস্যাং ত্বরোচমানায়াং সর্ব্বমেব ন রোচতে ॥ ৩ ॥
মনু০ (৩। ৬০-৬২) ॥

যে পরিবারে ভার্য্যার প্রতি স্বামী এবং স্বামীর প্রতি ভার্য্যা সুপ্রসন্ন থাকে, সেই পরিবারেই সমস্ত সৌভাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য নিবাস করে। যেখানে কলহ হয়, সেখানে দুর্ভাগ্য এবং দারিদ্র্য স্থায়ী হয়। ১॥ স্ত্রী স্বামীর প্রতি প্রীতি না রাখিলে এবং স্বামীকে প্রসন্ন না করিলে পতির অপ্রসন্নতা বশতঃ কামোৎপত্তি হয় না। ২॥ স্ত্রী প্রসন্ন থাকিলে সমস্ত পরিবার প্রসন্ন থাকে, স্ত্রীর অপ্রসন্নতায় সব অপ্রসন্ন অর্থাৎ দুঃখদায়ক হইয়া যায়।

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥ ১ ॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২ ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা ॥ ৩ ॥
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ ॥ ৪।
মনু০ (৩। ৫৫-৫৭। ৫৯) ॥

পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবর ইহাদিগকে সসম্মানে অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা প্রসন্ন রাখিবে। যাঁহারা অতীব কল্যাণকামী, তাঁহারা এইরূপ করিবেন ॥ ১ ॥ যে গৃহে স্ত্রীলোকের সম্মান হয়, সেই গৃহে পুরুষেরা বিদ্বান্ হইয়া দেবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং আনন্দে ক্রীড়া করেন। যে গৃহে স্ত্রীলোকের সম্মান হয় না, সে গৃহে সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ যে গৃহে বা কুলে স্ত্রীলোকেরা শোকাতুরা হইয়া দুঃখভোগ করেন, সেই কুল শীঘ্র নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া যায়। যে গৃহে

বা কুলে স্ত্রীলোকেরা আনন্দ এবং উৎসাহপূর্ণ থাকেন, সেই পরিবার সর্ব্বদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে ॥ ৩ ॥ এইজন্য ঐশ্বর্য্যকামী মনুষ্যদের সমাদর ও উৎসবের সময় ভূষণ, বস্ত্র এবং আহার্য্যাদি দ্বারা সর্ব্বদা নারীদিগকে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত ॥ ৪ ॥ সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে পূজা শব্দের অর্থ সম্মান। দিন রাত্রির মধ্যে প্রত্যেক বার মিলিত অথবা পৃথক হইবার সময় একে অন্যকে প্রীতি সহকারে "নমস্তে" বলিবে।

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া ॥ মনু০ (৫।১৫০) ॥

অত্যন্ত প্রসন্নতার সহিত গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করা, নিপুণতার সহিত যাবতীয় গৃহসামগ্রী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং গৃহ পবিত্র রাখা স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য। তাঁহারা ব্যয় সম্বন্ধে অত্যন্ত উদার হইবেন না অর্থাৎ মিতব্যয়ী হইবেন। সকল সামগ্রী পবিত্র রাখিবেন এবং এইরূপ রন্ধন করিবেন যেন তাহা ঔষধের ন্যায় শরীরে বা আত্মাতে রোগ আসিতে না দেয়। যাবতীয় ব্যয়ের হিসাব রাখিয়া পতি ও অন্যান্যকে শুনাইয়া দিবেন। গৃহের ভৃত্যদিগের নিকট হইতে যথোচিত কার্য্য আদায় করিবেন এবং গৃহের কোন কর্ম্মকে নষ্ট হইতে দিবেন না।

স্ত্রিয়োরত্নান্যথো বিদ্যা সত্যং শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ ॥ মনু০ (২।২৪০) ॥

উত্তম স্ত্রী নানাবিধ রত্ন, বিদ্যা, সত্য, পবিত্রতা, উৎকৃষ্ট বাণী এবং নানাবিধ শিল্পবিদ্যা অর্থাৎ কারুকার্য্যের জ্ঞানকে সকল দেশ ও সকল মনুষ্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াদেষধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১ ॥
ভদ্রং ভদ্রমিতি ব্রূয়াদ্ ভদ্রমিত্যেব বা বদেৎ।
শুষ্কবৈরং বিবাদং চ ন কুর্য্যাৎ কেনচিৎ সহ ॥ ২ ॥

মনু০ (৪।১৩৮-১৩৯) ॥

সর্ব্বদা অন্যের হিতকর প্রিয় সত্য বলিবে। অপ্রিয় সত্য, যেমন কাণাকে কাণা বলিবেনা। অন্যকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা বলিবে না।

সর্ব্বদা ভদ্র অর্থাৎ সকলের হিতকর বাক্য বলিবে। শুষ্ক বৈর অর্থাৎ বিনা অপরাধে কাহারও সহিত বিরোধ বা বিবাদ করিবে না। যাহা অন্যের হিতকর তাহা অপ্রিয় হইলেও না বলিয়া ছাড়িবে না।

পুরুষা বহবো রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য তু পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্ল্লভঃ ॥
(মহাভারত) উদ্যোগ পর্ব্ব—বিদুর নীতি০।

হে ধৃতরাষ্ট্র! এই সংসারে অন্যকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অনেক প্রিয়বাদী ও প্রশংসাকারী লোক আছে কিন্তু শ্রুতিকটু ও হিতকর বাক্যের বক্তা এবং শ্রোতা দুর্ল্লভ। কারণ অন্যের দোষ সম্মুখে বলা, নিজের দোষ শ্রবণ করা এবং পরোক্ষে সর্ব্বদা অন্যের প্রশংসা করা সৎপুরুষদিগের কর্ত্তব্য। সম্মুখে গুণ বর্ণনা করা এবং পরোক্ষে দোষ প্রকাশ করা দুষ্টদিগের রীতি। যে পর্য্যন্ত মনুষ্য অপরের নিকট নিজের দোষ প্রকাশ না করে সে পর্য্যন্ত সে দোষমুক্ত হইয়া গুণবান্ হইতে পারে না। অতএব কখনও কাহারও নিন্দা করিবে না। যেমন:—

"গুণেষু দোষারোপণমসূয়া" অর্থাৎ "দোষেষু গুণারোপণমপ্যসূয়া" "গুণেষু গুণারোপণং দোষেষু দোষারোপণং চ স্তুতিঃ"। গুণে দোষারোপ করা এবং দোষে গুণারোপ করাকে নিন্দা বলে। গুণে গুণারোপ এবং দোষে দোষারোপ করাকে স্তুতি বলে। মিথ্যা ভাষণের নাম নিন্দা এবং সত্য ভাষণের নাম স্তুতি।

বুদ্ধিবৃদ্ধিকরাণ্যাশু ধন্যানি চ হিতানি চ।
নিত্যং শাস্ত্রাণ্যবেক্ষেত নিগমাংশ্চৈব বৈদিকান্ ॥ ১
যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি।
তথা তথা বিজানাতি বিজ্ঞানং চাস্য রোচতে ॥ ২ ॥
মনু০ (৪।১৯-২০) ॥

বুদ্ধি, ধন ও কল্যাণের শীঘ্র বৃদ্ধিকারী শাস্ত্র এবং বেদ নিত্য শুনিবে ও অপরকে শুনাইবে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পঠিত বিষয়গুলি স্ত্রীপুরুষ নিত্য বিচার করিবে এবং পড়াইতে থাকিবে ॥ ১ ॥ যেমন যেমন মনুষ্য শাস্ত্রকে যথাবৎ জানিতে থাকে তেমন তেমন সেই বিদ্যার জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাহাতেই রুচি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ২

ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ ॥ মনু০ (৪ । ২১) ॥
অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞশ্চ তর্পণম্।
হোমোদৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥ ২ ॥
মনু০ (৩ । ৭০) ॥

স্বাধ্যায়েনার্চ্চয়েদৃষীন্ হোমৈর্দেবান্ যথাবিধি।
পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈশ্চ নৄনন্নৈর্ভূতানি বলিকর্ম্মণা ॥ ৩ ॥
মনু০ (৩ । ৮১) ॥

ব্রহ্মচর্য্যের বিষয়ে দুইটি যজ্ঞের কথা লিখিত হইয়াছে, প্রথমতঃ বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা, সন্ধ্যোপাসনা এবং যোগাভ্যাস; দ্বিতীয়তঃ দেবযজ্ঞ—বিদ্বান্‌দিগের সঙ্গ, সেবা, পবিত্রতা, দিব্যগুণধারণ, দানশীলতা ও বিদ্যোন্নতি। এই দুই যজ্ঞ সায়াহ্নে এবং প্রাতঃকালে করিতে হয়।

সায়ং সায়ং গৃহপতির্নো অগ্নিঃ প্রাতঃ প্রাতঃ সৌমনসস্য দাতা ॥ ১ ॥
প্রাতঃ প্রাতর্গৃহপতির্নো অগ্নিঃ সায়ং সায়ং সৌমনসস্য দাতা ॥ ২ ॥
অ০ কাং ১৯ । অনু০ ৭ । মং ৩ । ৪ ॥

তস্মাদহোরাত্রস্য সংযোগে ব্রাহ্মণঃ সন্ধ্যামুপাসীত।
উদ্যন্তমস্তং যান্তমাদিত্যমভিধ্যায়ন্ ॥ ৩ ॥
ব্রাহ্মণে (ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে। প্রঃ ৪ । খঃ ৫) ॥
ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যস্তু পশ্চিমাম্।
স শূদ্রবৎ বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্দ্বিজকর্ম্মণঃ ॥ ৪ ॥
মনু০ (২ । ১০৩)॥

প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে যে হোম হয় তাহার হুতদ্রব্য প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বায়ু শুদ্ধ করিয়া সুখজনক হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ প্রত্যহ প্রাতঃকালে অগ্নিতে যে হোম করা হয় তাহার হুত দ্রব্য সায়ংকাল পর্য্যন্ত বায়ুর শুদ্ধি দ্বারা বল, বুদ্ধি এবং আরোগ্যকারক হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ এই নিমিত্ত দিন ও রাত্রির সন্ধিকালে অর্থাৎ সূর্য্যের উদয় ও অস্তকালে পরমেশ্বরের ধ্যান এবং অগ্নিহোত্র করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৩ ॥ যিনি সায়াহ্নে এবং প্রাতঃকালে এই দুই কার্য্য না করেন,

তাঁহাকে সৎপুরুষেরা সমস্ত দ্বিজকার্য্য হইতে বাহির করিয়া দিবেন, অর্থাৎ তাঁহাকে শূদ্রবৎ মনে করিবেন ॥ ৪ ॥ (প্রশ্ন)—ত্রিকাল সন্ধ্যা করা হইবে না কেন ? (উত্তর)—তিন কালে সন্ধি হয় না। আলোক এবং অন্ধকারের সন্ধি সায়ং এবং প্রাতঃ এই দুই কালেই হইয়া থাকে। যিনি ইহা না মানিয়া মধ্যাহ্ন কালে তৃতীয় সন্ধ্যা মানেন, তিনি মধ্যরাত্রিতেও সন্ধ্যোপাসনা করেন না কেন ? যদি মধ্যরাত্রিতে সন্ধ্যা করিতে ইচ্ছা করেন তবে প্রতি প্রহরে, প্রতি ঘটিকায়, প্রতি পলে এবং প্রতি ক্ষণেও সন্ধি হইয়া থাকে, তখনও সন্ধ্যোপাসনা করিতে থাকুন। যদি এইরূপ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহা হইতেই পারে না। কোন শাস্ত্রে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সম্বন্ধে প্রমাণও নাই। অতএব দুইকালেই সন্ধ্যা ও অগ্নিহোত্র করা সঙ্গত, তৃতীয় কালে নহে। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান ভেদে তিন কাল হইয়া থাকে, সন্ধ্যোপাসনা ভেদে নহে।

তৃতীয় "পিতৃযজ্ঞ" অর্থাৎ যাহাতে দেব অর্থাৎ বিদ্বান্, ঋষি অর্থাৎ যাঁহারা অধ্যয়ন অধ্যাপনা করেন, এবং পিতর অর্থাৎ মাতা, পিতা, বৃদ্ধ, জ্ঞানী এবং পরম যোগী—ইঁহাদের সেবা করা। পিতৃযজ্ঞ দ্বিবিধ—প্রথম শ্রাদ্ধ, দ্বিতীয় তর্পণ। শ্রাদ্ধ অর্থাৎ "শ্রৎ" সত্যের নাম, "শ্রৎ সত্যং দধাতি যয়া ক্রিয়য়া সা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়া যৎ ক্রিয়তে তচ্ছ্রাদ্ধম্"। যে ক্রিয়া দ্বারা সত্য গ্রহণ করা যায় তাহাকে শ্রদ্ধা বলে এবং শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম শ্রাদ্ধ। আর "তৃপ্যন্তি তর্পয়ন্তি যেন পিতৃন্ তত্তর্পণম্" যে যে সকল কর্ম্মের দ্বারা বিদ্যমান্ মাতা পিতা প্রভৃতি পিতৃগণ তৃপ্ত অর্থাৎ প্রসন্ন হন, এবং যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করা যায় তাহার নাম তর্পণ। কিন্তু তাহা জীবিতদিগের জন্যই, মৃতদিগের জন্য নহে।

ওম্ ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তৃপ্যন্তাম্। ব্রহ্মাদিদেবপত্ন্যস্তৃপ্যন্তাম্। ব্রহ্মাদি দেব সুতাস্তৃপ্যন্তাম্। ব্রহ্মাদিদেবগণাস্তৃপ্যন্তাম্ ॥ ইতি দেবতর্পণম্।

"বিদ্বাꣳসো হি দেবাঃ" ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের বচন। বিদ্বান্‌দিগকেই দেব বলে ; যাঁহারা সাঙ্গোপাঙ্গ চারি বেদ জানেন, তাঁহাদের নাম ব্রহ্মা। যাঁহারা তাঁহাদের অপেক্ষা অল্প বিদ্যাভ্যাস করেন, তাঁহাদের নাম দেব অর্থাৎ বিদ্বান্। তাঁহাদের ন্যায় তাঁহাদের বিদুষী পত্নীগণ ব্রাহ্মণী এবং দেবী। তাঁহাদের সদৃশ পুত্র ও শিষ্য এবং তাঁহাদের সদৃশ গণ অর্থাৎ সেবকদের সেবার নাম শ্রাদ্ধ ও তর্পণ।

অথর্ষিতর্পণম্।

ওঁ মরীচ্যাদয় ঋষয়স্তৃপ্যন্তাম্। মরীচ্যাদ্যৃষিপত্ন্যস্তৃপ্যন্তাম্। মরীচাদ্যৃষি সুতাস্তৃপ্যন্তাম্। মরীচ্যাদ্যৃষিগণাস্তৃপ্যন্তাম্॥ ইতি ঋষিতর্পণম্।

যাঁহারা ব্রহ্মার প্রপৌত্র মরীচির ন্যায় বিদ্বান্ হইয়া অধ্যাপনা করেন এবং তাঁহার সদৃশ বিদুষী পত্নীগণ যাঁহারা কন্যাদিগকে বিদ্যাদান করেন, তাঁহাদের সদৃশ তাঁহাদের পুত্র ও শিষ্য এবং তাঁহাদের সদৃশ সেবকদিগের সেবা ও সম্মান করার নাম ঋষি তর্পণ

অথ পিতৃতর্পণম্।

ওঁ সোমসদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্। অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্। বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্। সোমপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্। হবির্ভুজঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্। আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্। (সুকালিনঃ পিতরস্তৃ-প্যন্তাম্)। যমাদিভ্যো নমঃ যমাদীংস্তর্পয়ামি। পিত্রে স্বধা নমঃ পিতরং তর্পয়ামি। পিতামহায় স্বধা নমঃ পিতামহং তর্পয়ামি। (প্রপিতামহায় স্বধা নমঃ প্রপিতামহং তর্পয়ামি)। মাত্রে স্বধা নমো মাতরং তর্পয়ামি। পিতামহ্যৈ স্বধা নমঃ পিতামহীং তর্পয়ামি। (প্রপিতামহ্যৈ স্বধা নমঃ প্রপিতামহীং তর্পয়ামি)। স্বপত্ন্যৈ স্বধা নমঃ স্বপত্নীং তর্পয়ামি। সম্বন্ধিভ্যঃ স্বধা নমঃ সম্বন্ধিনস্তর্পয়ামি। সগোত্রেভ্যঃ স্বধা নমঃ সগোত্রাংস্তর্পয়ামি। ইতি পিতৃতর্পণম্।

"যে সোমে জগদীশ্বরে পদার্থবিদ্যায়াঞ্চ সীদন্তি তে সোমসদঃ" যাঁহারা পরমাত্মা এবং পদার্থবিদ্যাবিষয়ে নিপুণ তাঁহারা সোমসদ। "যৈরগ্নের্বিদ্যুতো বিদ্যা গৃহীতা তেঽগ্নিষ্বাত্তাঃ" যাঁহারা অগ্নি অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রভৃতি পদার্থের জ্ঞাতা তাঁহারা অগ্নিষ্বাত্ত। "যে বর্হিষি উত্তমে ব্যবহারে সীদন্তি তে বর্হিষদঃ" যাঁহারা উত্তম বিদ্যাবুদ্ধিযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা বর্হিষদ। "যে সোমৈশ্বর্য্য মোষধিরসং বা পান্তি পিবন্তি বা তে সোমপাঃ" যাঁহারা ঐশ্বর্য্যের রক্ষক এবং মহৌষধিরসপানদ্বারা রোগরহিত হন এবং যাঁহারা ঐশ্বর্য্যরক্ষক ঔষধ অন্যকে প্রদান করিয়া রোগমুক্ত করেন তাঁহারা সোমপা। "যে হবির্হোতুমত্তুমর্হং ভুঞ্জতে ভোজয়ন্তি বা তে হবির্ভুজঃ" যাঁহারা মাদক পদার্থ

এবং হিংসালব্ধ দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া ভোজন করেন তাঁহারা হবির্ভুজ। "য আজ্যং জ্ঞাতুং প্রাপ্তুং বা যোগ্যং রক্ষন্তি বা পিবন্তি ত আজ্যপাঃ" যাঁহারা জ্ঞাতব্য বস্তুর রক্ষক এবং যাঁহারা ঘৃত দুগ্ধাদি সেবন করেন তাঁহারা আজ্যপা। "শোভনঃ কালো বিদ্যতে যেষাং তে সুকালীনঃ" উৎকৃষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা যাঁহাদের সময় সুখময় হয় তাঁহারা সুকালীন। "যে দুষ্টান্ যচ্ছন্তি নিগৃহ্ণন্তি তে যমাঃ ন্যায়াধীশাঃ" যাঁহারা দুষ্টদিগের দণ্ডদাতা এবং শ্রেষ্ঠদিগের পালনকর্ত্তা ও যাঁহারা ন্যায়বান্ তাঁহারা যম: "যঃ পাতি সঃ পিতা" যিনি সন্তানগণের অন্নদাতা ও যিনি স্নেহের সহিত তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন অথবা যিনি জন্মদাতা তিনি পিতা। "পিতুঃ পিতা পিতামহঃ"। "পিতামহস্য পিতা প্রপিতামহঃ" যিনি পিতার পিতা, তিনি পিতামহ। যিনি পিতামহের পিতা তিনি প্রপিতামহ। "যা মানয়তে সা মাতা" যিনি অন্ন এবং স্নেহদান পূর্ব্বক সন্তানদিগকে মান্য করেন তিনি মাতা। "যা পিতুর্মাতা সা পিতামহী"। "পিতামহস্য মাতা প্রপিতামহী"। যিনি পিতার মাতা তিনি পিতামহী এবং যিনি পিতামহের মাতা তিনি প্রপিতামহী। নিজের স্ত্রী, ভগ্নী, আত্মীয়, সগোত্র এবং অপর কোন ভদ্রপুরুষ বা বৃদ্ধ—ইঁহাদিগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উত্তম অন্ন, বস্ত্র এবং সুন্দর যান প্রভৃতি প্রদানপূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে তৃপ্ত করা, অর্থাৎ যে সকল কার্য্য দ্বারা তাঁহাদের আত্মা তৃপ্ত হয় ও শরীর সুস্থ থাকে, সেই সকল কার্য্য করিয়া প্রীতির সহিত তাঁহাদের সেবা করাকে শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ বলে।

চতুর্থ বৈশ্বদেব—অর্থাৎ ভোজন প্রস্তুত হইলে সেই ভোজ্যবস্তু হইতে অম্ল, লবণাক্ত ও ক্ষারযুক্ত পদার্থ ব্যতীত ঘৃতমিশ্রিত মিষ্টান্ন লইয়া চুল্লী হইতে অগ্নি পৃথক করিয়া সেই অগ্নিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে এবং অন্ন ভাগ করিবে :—

"বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহেঽগ্নৌ বিধিপূর্ব্বকম্।
আভ্যঃ কুর্য্যাদ্দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণো হোমমন্বহম্॥ মনু০ (৩।৮৪)॥

ভোজনার্থ রন্ধনশালায় যাহা রন্ধন করা হয়, তাহার দিব্যগুণের জন্যে সেই পাকাগ্নিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা বিধিপূর্ব্বক নিত্য হোম করিবে :—

হোমের মন্ত্র

ওম্ অগ্নয়ে স্বাহা। সোমায় স্বাহা। অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা। ধন্বন্তরয়ে স্বাহা। কুহ্বৈ স্বাহা। অনুমত্যৈ

স্বাহা। প্রজাপতয়ে স্বাহা। সহদ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা। স্বিষ্টকৃতে স্বাহা ॥

উল্লিখিত প্রত্যেক মন্ত্রদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নিতে এক একবার আহুতি দিবে। পরে থালায় অথবা ভূমিতে পাতা রাখিয়া তন্মধ্যে পূর্ব্বদিক হইতে ক্রমানুসারে এই মন্ত্রগুলিদ্বারা (পক্বান্ন) ভাগ করিয়া রাখিবে :—

ওম্ সানুগায়েন্দ্রায় নমঃ। সানুগায় যমায় নমঃ। সানুগায় বরুণায় নমঃ। সানুগায় সোমায় নমঃ। মরুদ্ভ্যো নমঃ। অদ্ভ্যো নমঃ। বনস্পতিভ্যো নমঃ। শ্রিয়ৈ নমঃ। ভদ্রকাল্যৈ নমঃ। ব্রহ্মপতয়ে নমঃ। বাস্তুপতয়ে নমঃ। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ। নক্তংচারিভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ। সর্ব্বাত্মভূতয়ে নমঃ ॥

এই ভাগগুলি কোন অতিথি থাকিলে তাহাকে ভোজন করাইবে, নতুবা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর লবণান্ন অর্থাৎ ডাল, ভাত, শাক, রুটী প্রভৃতি লইয়া ভূমিতে ছয়টি ভাগ রাখিবে। এ বিষয়ে প্রমাণ :—

শুনাং চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাম্। বায়সানাং কৃমীণাঞ্চ শনকৈর্নির্ব্বপেদ্ভুবি ॥ মনু০ (৩।৯২) ॥

এইরূপে "শ্বভ্যো নমঃ", "পতিতেভ্যো নমঃ" "শ্বপগ্ভ্যো নমঃ,", "পাপরোগিভ্যো নমঃ", "বায়সেভ্যো নমঃ", "কৃমিভ্যো নমঃ", বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাগ রাখিয়া পরে কোন দুঃখী, ক্ষুধার্ত্ত প্রাণী অথবা কুকুর এবং কাক প্রভৃতিকে দিবে। এস্থলে "নমঃ" শব্দের অর্থ অন্ন। কুকুর, পাপী, চাণ্ডাল, পাপরোগী, কাক এবং কৃমি অর্থাৎ পিপীলিকা আদির অন্নদানের বিধি মনুস্মৃতি ইত্যাদিতে আছে। হবন করিবার প্রয়োজন এই যে তদ্দ্বারা পাকশালাস্থ বায়ু শুদ্ধ হয় এবং (পাকের জন্য) অনেক অজ্ঞাত এবং অদৃষ্ট জীবের যে হত্যা হয় তজ্জন্য প্রত্যুপকার করা হয়।

পঞ্চম অতিথি সেবা—যাহার কোন তিথি নিশ্চিত থাকে না তাহাকে অতিথি বলে। কোন ধার্ম্মিক, সত্যোপদেশক, সকলের উপকারার্থ সর্ব্বত্রভ্রমণকারী, পূর্ণ বিদ্বান্, পরমযোগী, সন্ন্যাসী অকস্মাৎ গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে প্রথমতঃ পাদ্য, অর্ঘ এবং আচমনীয় এই তিন প্রকার জল দিয়া,

পরে সসম্ভ্রমে আসনে বসাইয়া ভোজ্য ও পানীয় প্রভৃতি উত্তম সামগ্রী দ্বারা সেবা শুশ্রূষা করিয়া সন্তুষ্ট করিবে। তৎপর তাঁহার সৎসঙ্গ করিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষ জনক জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ এবং তাঁহাদের সদুপদেশ অনুসারে আচরণ করিবে। সময়ানুসারে গৃহস্থ এবং রাজা প্রভৃতিও অতিথির ন্যায় সম্মানযোগ্য। কিন্তু ঃ—

পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালবৃত্তিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্‌মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ ॥ মনু০ (৪।৩০) ॥

(পাষণ্ডী) অর্থাৎ বেদনিন্দক ও বেদবিরুদ্ধ আচরণকারী, (বিকর্ম্মস্থ) বেদবিরুদ্ধ কর্ম্মের কর্ত্তা, মিথ্যাবাদী, (বৈড়ালবৃত্তিক) অর্থাৎ বিড়াল যেমন স্থিরভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া তাকাইতে তাকাইতে সহসা মুষিকাদি প্রাণীকে বধ করিয়া উদর পূর্ণ করে, সেইরূপ আচরণকারীকে বৈড়ালবৃত্তিক বলে; (শঠ) অর্থাৎ জেদী, দুরাগ্রহী ও গর্ব্বিত; যাহারা স্বয়ং জানেনা এবং অন্যের কথাও গ্রাহ্য করে না; (হৈতুক) কুতার্কিক, বৃথাবাক্যব্যয়কারী, যেমন আধুনিক বেদান্তিগণ বলিয়া থাকেন, "আমি ব্রহ্ম, জগৎ মিথ্যা, বেদাদি শাস্ত্র এবং ঈশ্বরও কল্পিত" ইত্যাদি গল্প যাহারা করে এবং (বকবৃত্তি) অর্থাৎ বক যেমন এক পা উঠাইয়া ধ্যানাবস্থিতের ন্যায় থাকিয়া সহসা মৎস্যবধ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে, সেইরূপ এখনকার যে সকল বৈরাগী এবং খাকী প্রভৃতি হঠকারী, দুরাগ্রহী এবং বেদবিরোধী আছে তাহাদিগকে বাক্যদ্বারাও সম্মান করা উচিত নহে। কারণ ইহাদিগকে সম্মান করিলে ইহারা প্রবল হইয়া সংসারকে পাপাসক্ত করে। নিজেরা ত অবনতির কার্য্য করেই সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সেবকদিগকেও অবিদ্যা-রূপী মহাসাগরে নিমগ্ন করে।

এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের ফল এই যে, ব্রহ্মযজ্ঞদ্বারা বিদ্যা, শিক্ষা, ধর্ম্ম এবং সভ্যতা ইত্যাদি শুভ গুণের বৃদ্ধি হয়। অগ্নিহোত্র দ্বারা বায়ু, বৃষ্টি এবং জলের শুদ্ধি হয়। বৃষ্টি দ্বারা জগতের সুখলাভ হয়, অর্থাৎ বিশুদ্ধ বায়ুর নিঃশ্বাস, স্পর্শ এবং পানাহার দ্বারা আরোগ্য, বুদ্ধি, বল এবং পরাক্রম বর্দ্ধিত হয়। তদ্দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষসাধন পূর্ণ হয়। এই জন্য ইহাকে দেবযজ্ঞ বলে। যিনি পিতৃযজ্ঞ দ্বারা মাতা, পিতা এবং জ্ঞানী মহাত্মাদিগের সেবা করেন, তাঁহার জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহাতে তিনি সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া সত্যগ্রহণ এবং অসত্যবর্জ্জন পূর্ব্বক সুখী হইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অর্থাৎ মাতা, পিতা এবং আচার্য্য সন্তান ও শিষ্যদিগের যে উপকার করেন, তাহার প্রতিদান দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বলিবৈশ্বদেবের ফল পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাই। যে সময় পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ অতিথি জগতে না জন্মেন সে সময় পর্য্যন্ত উন্নতিও হয় না। তাঁহারা নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া সত্যোপদেশ প্রদান করেন বলিয়া প্রতারণা বৃদ্ধি পায় না। গৃহস্থদিগের সর্ব্বত্র সহজে সত্যবিজ্ঞান লাভ হইতে থাকে এবং সকল মনুষ্য একই ধর্ম্মে স্থির থাকে। অতিথি ব্যতীত সংশয়-নিবৃত্তি হয় না এবং সংশয়-নিবৃত্তি ব্যতীত দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া যায় না। দৃঢ়নিশ্চয় না হইলে সুখ কোথায় ?

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।
কায়ক্লেশাংশ্চ তন্মূলান্ বেদতত্ত্বার্থমেব চ ॥ মনু০ (৪। ৯২) ॥

রাত্রির চতুর্থ প্রহরে অথবা চারি ঘটিকার সময় উঠিয়া আবশ্যকীয় কার্য্য করিবার পর ধর্ম্ম ও অর্থ, শারীরিক রোগ সমূহের নিদান বিষয়ে চিন্তা এবং পরমাত্মার ধ্যান করিবে। কখনও অধর্ম্মাচরণ করিবে না। কারণ :—

নাধর্ম্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
শনৈরাবর্ত্তমানস্তু কর্ত্তুর্মূলানি কৃন্ততি ॥ মনু০ (৪। ১৭২)।

কৃত অধর্ম্ম কখনও নিষ্ফল হয় না। তবে যে সময় অধর্ম্ম করা হয় সেই সময়ই ফললাভ হয় না। এই কারণে অজ্ঞ লোকেরা অধর্ম্ম হইতে ভীত হয় না। তথাপি নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, সেই অধর্ম্মাচরণ ধীরে ধীরে তোমাদের সুখের মূলোচ্ছেদ করিতে থাকে। এই নিয়মানুসারে :—

অধর্ম্মেণৈধতে তাবত্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নাঞ্জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥ মনু০ (৪। ১৭৪) ॥

জলাশয়ের জল যেমন বাঁধ ভাঙ্গিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ অধর্ম্মাত্মা মনুষ্য ধর্ম্মের মর্য্যাদা হারাইয়া মিথ্যাবাদিতা, কপটতা, পাষণ্ডোচিত আচরণ করে অর্থাৎ রক্ষাকারী বেদসকলের খণ্ডন এবং বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রভৃতি কুকর্ম্ম দ্বারা পরস্ব হরণ করিয়া প্রথমে সমৃদ্ধিশালী হয়, পরে ধন এবং ঐশ্বর্য্যদ্বারা ভোজ্য পানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার, যান, স্থান, মান, এবং খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করে, সে অন্যায়ের সাহায্যে শত্রুজয়ও করে, কিন্তু পরে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় নষ্ট হইয়া যায়।

সত্যধর্ম্মার্য্যবৃত্তেষু শৌচে চৈবারমেৎ সদা।
শিষ্যাংশ্চ শিষ্যাদ্ধর্ম্মেণ বাগ্বাহূদরসংযতঃ॥ মনু০ (৪। ১৭৫)॥

যিনি (বিদ্বান্) বেদোক্ত সত্যধর্ম্ম অবলম্বন করেন অর্থাৎ পক্ষপাতবিহীন হইয়া সত্যগ্রহণ ও অসত্যবর্জ্জন পূর্ব্বক ন্যায়রূপ বেদোক্ত ধর্ম্মাদি পালন করেন, আর্য্য অর্থাৎ যিনি ধর্ম্মপথে চলেন তাঁহার ন্যায় শিক্ষক ধর্ম্মানুসারে শিষ্যদিগকে শিক্ষাদান করিতে থাকিবেন।

ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্য্যৈ র্মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈ র্বৈদ্যৈ র্জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ॥ ১॥
মাতাপিতৃভ্যাং যামীভি র্ভ্রাত্রা পুত্রেণ ভার্য্যয়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ॥ ২॥
মনু০ (১৭৯-১৮০)॥

(ঋত্বিক্) যজ্ঞকর্ত্তা, (পুরোহিত) সর্ব্বদা সদাচার শিক্ষাদাতা, (আচার্য্য) বিদ্যার অধ্যাপনাকারী, (মাতুল) মামা, (অতিথি) অর্থাৎ যাঁহার যাতায়াতের নিশ্চিত তিথি নাই, (সংশ্রিত) নিজের আশ্রিত, (বাল) বালক, (বৃদ্ধ) প্রাচীন, (আতুর) পীড়িত, (বৈদ্য) আয়ুর্ব্বেদের জ্ঞাতা, (জ্ঞাতি) সগোত্র বা সবর্ণ, (সম্বন্ধী) শ্বশুরাদি, (বান্ধব) মিত্র॥ ১॥ (মাতা) মাতা, (পিতা) পিতা, (যামী) ভগ্নী, (ভ্রাতা) ভাই, (ভার্য্যা) স্ত্রী, (দুহিতা) কন্যা এবং (দাসবর্গ) সেবকদিগের সহিত কলহ বিবাদ কখনও করিবে না।

অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচি র্দ্বিজঃ।
অম্ভস্যশ্মপ্লবেনৈব সহ তেনৈব মজ্জতি॥ মনু০ (৪। ১৯০)॥

প্রথমতঃ (অতপাঃ) ব্রহ্মচর্য্য এবং সত্যভাষণাদি তপবিহীন, দ্বিতীয়তঃ (অনধীয়ানঃ) যিনি অধ্যয়ন করেন নাই, তৃতীয়তঃ (প্রতিগ্রহরুচিঃ) ধর্ম্মার্থ অন্যের নিকট হইতে অত্যধিক দানগ্রহণকারী—এই তিনজন প্রস্তরনির্ম্মিত নৌকাদ্বারা সমুদ্রতরণকারীর ন্যায় স্বকীয় দুষ্কর্ম্মের সহিতই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হন। তাঁহারা স্বয়ং ত ডুবিয়াই থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে দাতাকেও ডুবাইয়া দেন।

ত্রিষপ্যেতেষু দত্তং হি বিধিনাপ্যর্জ্জিতং ধনম্।
দাতুর্ভবত্যনর্থায় পরত্রাদাতুরেব চ॥ মনু০ (৪। ১৯৩)॥

যিনি ধর্ম্মপথে প্রাপ্ত ধন উক্ত তিন জনকে দান করেন, সেই দাতার ইহজন্মেই, এবং গ্রহীতার পরজন্মে নাশ ঘটে। তাহা হইলে কি হইবে :—

যথা প্লবেনৌপলেন নিমজ্জত্যুদকে তরন্।
তথা নিমজ্জতোঽধস্তাদজ্ঞৌ দাতৃপ্রতীচ্ছকৌ ॥ মনু° (৪।১৯৪) ॥

যেমন প্রস্তরের ভেলায় বসিয়া জলে তরণকারী ডুবিয়া যায়, সেইরূপ অজ্ঞানী দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই অধোগতি ও দুঃখ প্রাপ্ত হন।

পাষণ্ডদের লক্ষণ

ধর্ম্মধ্বজী সদা লুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ।
বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধকঃ ॥ ১ ॥
অধোদৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরো দ্বিজঃ ॥ ২ ॥
মনু° (৪।১৯৫।১৯৬)।

যে ব্যক্তি (ধর্ম্মধ্বজী) ধর্ম্ম কিছুই করে না, কিন্তু ধর্ম্মের নামে লোকদিগকে প্রতারিত করে, (সদালুব্ধঃ) সর্ব্বদা লোভী, (ছাদ্মিকঃ) কপট, (লোকদম্ভকঃ) সংসারী লোকের সম্মুখে নিজ মহত্ত্বের গল্প করে, (হিংস্রঃ) প্রাণিঘাতক, অন্যের প্রতি বৈরবুদ্ধি সম্পন্ন (সর্ব্বাভিসন্ধকঃ) উত্তম অধম সকলের সহিত মিলিয়া থাকে, তাহাকে (বৈড়ালব্রতিকঃ) অর্থাৎ বিড়ালের ন্যায় ধূর্ত্ত ও নীচ মনে করিবে। ১ ॥ যে ব্যক্তি (অধোদৃষ্টিঃ) কীর্ত্তির জন্য নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করে, (নৈষ্কৃতিকঃ) ঈর্ষাযুক্ত, অর্থাৎ কেহ তাহার বিরুদ্ধে তিলমাত্র অপরাধ করিলেও সে তাহাকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত হয়, (স্বার্থসাধন°) কপটতা, অধর্ম্ম এবং বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা যে কোনও উপায়ে স্বার্থসিদ্ধি করিতে নিপুণ, (শঠঃ) নিজের কথা মিথ্যা হইলেও জিদ কখনও ছাড়ে না, (মিথ্যাবিনীতঃ) কপটভাবে বাহিরে শীল, সন্তোষ ও সাধুতা দেখায় (বকব্রতঃ) তাহাকে বকের ন্যায় নীচ মনে করিবে। এই সকল লক্ষণান্বিত লোকেরা পাষণ্ড। তাহাদিগকে কখনও বিশ্বাস বা সেবা করিবে না।

ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্ ॥ ১ ॥

নামুত্র হি সহায়ার্থং মাতা পিতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতি র্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥ ২ ॥
একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্ ॥ ৩ ॥

মনু॰ ৪। (২৩৮—২৪০) ॥

একঃ পাপানি কুরুতে ফলং ভুঙ্‌ক্তে মহাজনঃ।
ভোক্তারো বিপ্রমুচ্যন্তে কর্ত্তা দোষেণ লিপ্যতে ॥ ৪ ॥

(মহাভারতে উদ্যোগ প॰ প্রজাগর পঃ। অ॰ ৩২) ॥

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি ॥ ৫ ॥ মনু॰ (৪। ২৪১) ॥

পুত্তিকা অর্থাৎ উই পোকা যেমন বল্মীক প্রস্তুত করে, সেইরূপ কোনও প্রাণীকে উৎপীড়িত না করিয়া পরলোক অর্থাৎ পরজন্মের সুখার্থ ধীরে ধীরে ধর্ম্ম সঞ্চয় করা নরনারীর কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥ কারণ পরলোকে মাতা পিতা পুত্র, স্ত্রী এবং জ্ঞাতি কেহই সহায়তা করিতে পারেনা, কিন্তু ধর্ম্মই একমাত্র সহায় হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ দেখুন ! জীব একাকীই জন্মগ্রহণ করে, একাকীই মৃত্যুগ্রস্ত হয় এবং একাকীই ধর্ম্মের ফল সুখ ও অধর্ম্মের ফল দুঃখ ভোগ করে ॥ ৩ ॥ ইহাও বুঝা উচিত, পরিবারে একজন পাপ করিয়া যাহা সংগ্রহ করে, মহাজন অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহা ভোগ করে। যাহারা ভোগ করে, তাহারা পাপের ভাগী হয় না, কিন্তু যে পাপ করে, সেই পাপের ফল ভোগ করে। ৪ ॥ যখন কাহারও কোনও আত্মীয়ের মৃত্যু হয়, তখন তাহাকে মৃৎপিণ্ডের ন্যায় ভূমিতে ফেলিয়া চলিয়া যায়, বন্ধুবর্গ বিমুখ হইয়া প্রস্থান করে। কেহই তাহার সহযাত্রী হয় না, কিন্তু একমাত্র ধর্ম্মই তাহার সঙ্গী হইয়া থাকে। ৫ ॥

তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্ ॥ ১ ॥
ধর্ম্মপ্রধানং পুরুষং তপসা হতকিল্বিষম্।
পরলোকং নয়ত্যাশু ভাস্বন্তং খ শরীরিণম্॥২॥মনু॰(৪।২৪২-২৪৩)।

অতএব পরলোক অর্থাৎ পরজন্মে সুখ এবং জন্মের সাহায্যার্থ ধীরে ধীরে সর্ব্বদা ধর্ম্মসঞ্চয় করিতে থাকিবে। কারণ ধর্ম্মেরই সাহায্যে বিশাল এবং দুস্তর সাগর পার হওয়া যায়। ১॥ যিনি ধর্ম্মকেই প্রধান মনে করেন এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহার কৃতপাপ দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহাকে ধর্ম্মই প্রকাশস্বরূপ এবং আকাশ যাঁহার শরীর তুল্য সেই পরলোককে অর্থাৎ পরম দর্শনীয় পরমাত্মাকে শীঘ্র প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। ২॥

দৃঢ়কারী মৃদুর্দান্তঃ ক্রূরাচারৈরসংবসন্।
অহিংস্রো দমদানাভ্যাং জয়েৎ স্বর্গং তথাব্রতঃ॥ ১॥
বাচ্যর্থা নিয়তাঃ সর্ব্বে বাঙ্‌মূলা বাগ্‌বিনিঃসৃতাঃ।
তাংস্তু যঃ স্তেনয়েদ্ বাচং স সর্ব্বস্তেয়কৃন্নরঃ॥ ২॥
আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্॥ ৩॥

মনু॰ (৪।২৪৬, ২৫৬-১৫৬)॥

যিনি ধর্ম্মাত্মা তিনি সর্ব্বদা দৃঢ়কর্ম্মা, কোমল স্বভাব ও জিতেন্দ্রিয়, যিনি হিংসক, ক্রূর এবং দুষ্টাচারীদিগের নিকট হইতে দূরে থাকেন, তিনি মনকে জয় করিয়া বিদ্যাদি দান দ্বারা সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১॥ কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে বাণীর মধ্যে সকল অর্থ অর্থাৎ ব্যবহার নিশ্চিত থাকে, সেই বাণীই তাহার মূল এবং সেই বাণীর দ্বারাই সকল ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সেই বাণীকে অপহরণ করে, অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলে, সে চৌর্য্য প্রভৃতি সমস্ত পাপ করিয়া থাকে। ২॥ সুতরাং যিনি মিথ্যাভাষণাদি রূপ অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ও জিতেন্দ্রিয়তা দ্বারা পূর্ণ আয়ু, ধর্ম্মাচরণ দ্বারা উত্তম প্রজা এবং অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হন এবং যিনি ধর্ম্মাচরণে রত থাকিয়া কুলক্ষণ সমূহ নাশ করেন, তাঁহার ন্যায় আচরণ সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। কারণ :—

দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ॥ ১॥ মনু॰ (৪।১৫৭)।

যে ব্যক্তি দুরাচারী সে সংসারে সৎপুরুষদিগের মধ্যে নিন্দাভাজন ও দুঃখভাগী হয় এবং নিরন্তর ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অল্পায়ু ভোগ করে। অতএব এরূপ চেষ্টা করিবে :—

যদ্ যৎ পরবশং কর্ম্ম তত্তদ্‌যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
যদ্‌যদাত্মবশং তু স্যাত্তত্তৎ সেবেত যত্নতঃ ॥ ১ ॥
সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ ॥ ২ ॥

মনু° (৪।১৫৯—১৬০) ॥

যাহা যাহা পরাধীনকার্য্য তাহা তাহা যত্ন পুর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে এবং যাহা যাহা স্বাধীনকার্য্য তাহা তাহা প্রযত্ন সহকারে গ্রহণ করিবে। ১ ॥ কারণ, যাহা যাহা পরাধীন তাহা তাহা দুঃখ এবং যাহা যাহা স্বাধীন তাহা তাহা সুখ। ইহাই সংক্ষেপে সুখদুঃখের লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। ২ ॥ কিন্তু যে কার্য্য পরস্পরের অধীন, তাহা অধীন ভাবেই করা কর্ত্তব্য। যেমন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পরস্পরের অধীন ব্যবহার। অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের প্রতি এবং পুরুষ স্ত্রীর প্রতি পরস্পর প্রিয় আচরণ করিবে এবং পরস্পরের অনুকূল থাকিবে। তাহারা কখনও ব্যভিচার এবং বিরোধ করিবে না। স্ত্রী পুরুষের আজ্ঞানুসারে গৃহকর্ম্ম করিবে এবং বাহিরের কার্য্য পুরুষের অধীন থাকিবে। স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে দুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হইতে বাধা দিবে। ইহা নিশ্চয় জানা আবশ্যক যে, বিবাহের পর পুরুষ স্ত্রীর নিকট এবং স্ত্রী পুরুষের নিকট বিক্রীত হইয়া যায়, অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের হাবভাব এমন কি নখাগ্র পর্য্যন্ত এবং বীর্য্যাদি সমস্ত পরস্পরের অধীন হইয়া যায়। স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের প্রসন্নতা ব্যতীত কোন ব্যবহার করিবে না। তাহাদের মধ্যে ব্যভিচার অর্থাৎ বেশ্যাগমন এবং পরপুরুষ সংসর্গ প্রভৃতি বড়ই অপ্রীতিকর কার্য্য। এই সকল পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী স্বামীর প্রতি এবং স্বামী স্ত্রীর প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকিবে। পুরুষ ব্রাহ্মণ বর্ণ হইলে বালকদিগকে এবং স্ত্রী সুশিক্ষিতা হইলে বালিকাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে। তাঁহারা উপদেশ ও বক্তৃতা দ্বারা তাহাদিগকে বিদ্বান্ করিবে। পতি পত্নীর পূজনীয় দেব এবং পত্নী পতির পূজনীয়া অর্থাৎ সম্মান যোগ্যা দেবী। ইহারা যতদিন গুরুকুলে থাকিবে, ততদিন অধ্যাপকদিগকে মাতা পিতার তুল্য মনে করিবে। অধ্যাপকগণও শিষ্যদিগকে নিজ সন্তান সদৃশ মনে করিবেন।

অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা কিরূপ হওয়া উচিত :—

আত্মজ্ঞানং সমারম্ভস্তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা।
যমর্থা নাপকর্ষন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥ ১ ॥

নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে।
অনাস্তিকঃ শ্রদ্দধান এতৎ পণ্ডিতলক্ষণম্ ॥ ২ ॥
ক্ষিপ্রং বিজানাতি চিরং শৃণোতি, বিজ্ঞায় চার্থং ভজতে ন কামাৎ।
নাসম্পৃষ্টোহ্যুপযুঙ্‌ক্তে পরার্থে,
তৎ প্রজ্ঞানং প্রথমং পণ্ডিতস্য ॥ ৩ ॥
নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্।
আপৎসু চ ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪ ॥
প্রবৃত্তবাক্ চিত্রকথ উহবান্ প্রতিভানবান্।
আশু গ্রন্থস্য বক্তা চ যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে ॥ ৫ ॥
শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং যস্য প্রজ্ঞা চৈব শ্রুতানুগা।
অসংভিন্নার্য্যমর্য্যাদঃ পণ্ডিতাখ্যাং লভেত সঃ ॥ ৬ ॥

এসব মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে বিদুর প্রজাগরের (অধ্যায়ঃ ৩৩) শ্লোক।

অর্থ :—যাঁহার আত্মজ্ঞান এবং সম্যক্ আরম্ভ আছে অর্থাৎ যিনি কখনও নিষ্কর্ম্মা ও অলস থাকেন না, যিনি সুখদুঃখ, লাভক্ষতি, মান অপমান এবং নিন্দা স্তুতিতে কখনও হর্ষ শোক করেন না, যিনি ধর্ম্মেই সর্ব্বদা স্থির থাকেন এবং উৎকৃষ্ট পদার্থ অর্থাৎ বিষয় বস্তু যাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারেনা তাঁহাকেই পণ্ডিত বলে ॥১॥ সর্ব্বদা ধর্ম্মসঙ্গতকার্য্য করা, অধর্ম্মযুক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করা, ঈশ্বর, বেদ ও সদাচারের নিন্দা না করা এবং ঈশ্বরাদিতে অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান হওয়া—ইহাই পণ্ডিতদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ॥ ২ ॥ যিনি কঠিন বিষয়ও শীঘ্র জানিতে পারেন, যিনি দীর্ঘকাল শাস্ত্রাধ্যয়ন, শ্রবণ এবং বিচার করেন, যিনি তাঁহার সমস্ত জ্ঞান পরোপকারে নিয়োজিত করেন, যিনি স্বার্থের জন্য কোন কার্য্য করেন না এবং যিনি জিজ্ঞাসিত না হইয়া অথবা উপযুক্ত সময় না বুঝিয়া অন্যের ব্যাপারে সম্মতিদান করেন না, তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া জানিবে ॥ ৩ ॥ যিনি প্রাপ্তির অযোগ্য বস্তু কখনও পাইতে ইচ্ছা করেন না, যিনি নষ্ট পদার্থের জন্য শোক করেন না এবং যিনি বিপদের সময় মুহ্যমান অর্থাৎ ব্যাকুল হন না, তিনিই বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত ॥ ৪ ॥ যাঁহার বাণীসকল বিদ্যা বিষয়ে প্রশ্নোত্তর করিতে অতিশয় নিপুণ, বিচিত্র বক্তা, যিনি শাস্ত্র প্রকরণের বক্তা এবং যথাযোগ্য তার্কিক ও স্মৃতিমান্ এবং যিনি প্রকৃত অর্থের শাস্ত্রবক্তা, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলে ॥ ৫ ॥ যাঁহার প্রজ্ঞা শ্রুত সত্যার্থের অনুকূল, যাঁহার শ্রবণ বুদ্ধির অনুযায়ী এবং যিনি

কখনও আর্য্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের মর্য্যাদা ভঙ্গ করেন না, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলে ॥ ৬ ॥

যে স্থানে ঈদৃশ স্ত্রীপুরুষ অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা থাকেন, সে স্থানে বিদ্যা ধর্ম্ম এবং সদাচার বর্দ্ধিত হয় বলিয়া প্রতিদিন আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অধ্যয়নের অযোগ্য এবং মূর্খের লক্ষণ :—

অশ্রুতশ্চ সমুন্নদ্ধো দরিদ্রশ্চ মহামনাঃ।
অর্থাংশ্চাঽকর্ম্মণা প্রেপ্সুর্মূঢ় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ১ ॥
অনাহূতঃ প্রবিশতি হ্যপৃষ্টো বহু ভাষতে।
অবিশ্বস্তে বিশ্বসিতি মূঢ়চেতা নরাধমঃ ॥ ২ ॥

এই শ্লোকও মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে বিদুর প্রজাগরে (অধ্যায় ৩২) আছে।

অর্থ :—যে কোনও শাস্ত্র পাঠ বা শ্রবণ করে নাই, যে অতিশয় গর্ব্বিত, যে দরিদ্র হইয়াও উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং যে কর্ম্ম না করিয়াও ধন সম্পত্তি পাইবার ইচ্ছা করে, তাহাকেই বুদ্ধিমান্ লোকেরা মূঢ় বলেন ॥ ১ ॥ যে বিনা নিমন্ত্রণে কোন সভায় অথবা কাহারও গৃহে প্রবেশ করিয়া উচ্চাসনে উপবেশন করিতে ইচ্ছা করে, জিজ্ঞাসা না করিলেও সভায় বহু বৃথাবাক্য ব্যয় করে এবং যে বিশ্বাসের অযোগ্য বস্তুতে বা মনুষ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে তাহাকেই মূর্খ এবং নরাধম বলে ॥ ২ ॥ যে স্থানে ঈদৃশ পুরুষ অধ্যাপক, উপদেশক, গুরু এবং মাননীয় হয় সে স্থানে অবিদ্যা, অধর্ম্ম, অসভ্যতা, কলহ, বিরোধ এবং বিভেদ বর্দ্ধিত হওয়াতে দুঃখ বাড়িয়াই যায়। এখন বিদ্যার্থীদিগের লক্ষণ :—

আলস্যং মদমোহৌ চ চাপলং গোষ্ঠিরেব চ।
স্তব্ধতা চাভিমানিত্বং তথাঽত্যাগিত্বমেব চ ॥
এতে বৈ সপ্ত দোষাঃ স্যুঃ সদা বিদ্যার্থিনাং মতাঃ ॥ ১ ॥
সুখার্থিনঃ কুতো বিদ্যা কুতো বিদ্যার্থিনঃ সুখম্।
সুখার্থী বা ত্যজেদ্বিদ্যাং বিদ্যার্থী বা ত্যজেৎ সুখম্ ॥ ২ ॥
ইহাও বিদুর প্রজাগরের (অধ্যায় ৩৯) শ্লোক।

অর্থ :—(আলস্য) অর্থাৎ শারীরিক এবং মানসিক জড়তা, মাদকতা, মোহ অর্থাৎ বস্তু বিশেষের প্রতি আসক্তি, চপলতা এবং নানা বিষয়ে বৃথা বাক্য বলা ও শ্রবণ করা, পঠন পাঠন করিতে করিতে নিবৃত্ত হওয়া, দাম্ভিকতা ও

ত্যাগবিমুখ হওয়া বিদ্যার্থীর এই সাত প্রকার দোষ ঘটিয়া থাকে ॥ ১ ॥ যাহারা এইরূপ তাহাদের কখনও বিদ্যালাভ হয় না। সুখাভিলাষীর বিদ্যা কোথায়? বিদ্যার্থীর সুখ কোথায়? বিষয়সুখার্থী বিদ্যাকে এবং বিদ্যার্থী বিষয়সুখকে পরিত্যাগ করিবে ॥২॥ এইরূপ না করিলে বিদ্যালাভ কখনও হইতে পারে না এবং এইরূপ ব্যক্তির বিদ্যালাভ হয়—

সত্যে রতানাং সততং দান্তানামূর্দ্ধরেতসাম্ ।
ব্রহ্মচর্য্যং দহেদ্ রাজন্ সর্ব্বপাপন্যুপাসিতম্ ॥

যাঁহারা সর্ব্বদা সত্যাচরণে রত থাকেন এবং যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ও যাঁহাদের বীর্য্য কখনও অধঃস্খলিত হয় না তাঁহাদেরই ব্রহ্মচর্য্য সত্য এবং তাঁহারাই বিদ্বান্ হইয়া থাকেন ॥১॥

সুতরাং অধ্যাপক এবং বিদ্যার্থীদিগের শুভ লক্ষণান্বিত হওয়া আবশ্যক। অধ্যাপকগণ এইরূপ চেষ্টা করিবেন যেন বিদ্যার্থীরা সত্যবাদী, সত্যবিশ্বাসী ও সত্যকারী হন এবং সভ্যতা, জিতেন্দ্রিয়তা, সুশীলতাদি শুভ গুণসম্পন্ন হইয়া শরীর ও আত্মার সম্পূর্ণ বলবৃদ্ধি সহকারে বেদাদিশাস্ত্রে বিদ্বান্ হয়। তাঁহারা বিদ্যার্থীদিগের কুচেষ্টা পরিহার করাইতে এবং বিদ্যাভ্যাস করাইতে সর্ব্বদা যত্নবান হইবেন। বিদ্যার্থীরা সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, সহপাঠিগণের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, বিচারশীল এবং পরিশ্রমী হইয়া এইরূপ পুরুষকার করিবে যাহাতে পূর্ণ বিদ্যা, পূর্ণ আয়ু, পরিপূর্ণ ধর্ম্ম এবং পুরুষকার বিষয়ে শিক্ষালাভ হয়। এই সকল ব্রাহ্মণ বর্ণের কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য রাজধর্ম্মের মধ্যে বলা হইবে। বৈশ্যের কর্ত্তব্য ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা বেদাদি বিদ্যা অধ্যয়ন পূর্ব্বক (বিবাহ করিয়া) নানা দেশীয় ভাষা, নানাবিধ বাণিজ্য, রীতি এবং পণ্য সামগ্রীর দর জানা, ক্রয় বিক্রয়, দ্বীপদ্বীপান্তরে গমনাগমন, লাভার্থ কার্য্যারম্ভ, পশু পালন এবং নিপুণতার সহিত কৃষির উন্নতি সাধন করা ও করান, ধনবৃদ্ধি, বিদ্যা ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য অর্থব্যয়, সত্যবাদী ও নিষ্কপট হইয়া সত্যানুসারে সকল ব্যবহার করা এবং এইরূপে সকল বস্তুর রক্ষা করা যাহাতে কিছুই নষ্ট না হয়। শূদ্রগণ সর্ব্বপ্রকার সেবাকার্য্যে চতুর এবং রন্ধন বিদ্যায় নিপুণ হইবে। (তাহারা) অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত দ্বিজদিগের সেবা করিবে এবং তাহাদের নিকট হইতে নিজেদের উপজীবিকা গ্রহণ করিবে। দ্বিজগণ তাহাদের ভোজ্য, পানীয়, বস্ত্র, স্থান এবং বিবাহাদির ব্যয় সমস্তই দিবেন অথবা তাহাদিগকে মাসিক বেতন দিবেন। চারিবর্ণ

পরস্পর প্রীতির সহিত উপকার, সৌজন্য, সুখ, দুঃখ ও হানিলাভে একমত থাকিয়া রাজ্য ও প্রজাদের উন্নতি সাধনে শরীর, মন এবং ধন প্রয়োগ করিতে থাকিবে। কখনও স্বামী স্ত্রীর পৃথক্ অবস্থান বিধেয় নহে। কারণ—

পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসন্দুষণানি ষট্॥ মনু০ (৯। ১৩)॥

মদ্য এবং ভাং প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন, দুষ্ট লোকের সংসর্গ, পতি বিয়োগ, ভণ্ড (সাধু) দর্শনের ছলে একাকিনী যেখানে সেখানে বৃথা ভ্রমণ, পরগৃহে যাইয়া শয়ন অথবা পরগৃহে বাস—এই ছয়টি দোষ নারীচরিত্রকে কলুষিত করে। পুরুষেরও এই সকল দোষ ঘটিয়া থাকে। পতি পত্নীর মধ্যে দুই প্রকারে বিয়োগ ঘটে। (প্রথমতঃ) কোন ক্ষেত্রে কার্য্যবশতঃ দেশান্তর গমন, দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুবশতঃ বিচ্ছেদ ঘটা। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে প্রতীকার এই যে, দূরদেশে যাত্রা করিতে হইলে স্ত্রীকেও সঙ্গে রাখিবে। ইহার প্রয়োজন এই যে বহুকাল পর্য্যন্ত (পতি পত্নীর) পৃথক্ অবস্থান সঙ্গত নহে।

(প্রশ্ন)—স্ত্রী এবং পুরুষের বহু বিবাহ হওয়া উচিত কিনা? (উত্তর)—যুগপৎ অর্থাৎ এক সময় নহে। (প্রশ্ন)—তবে কি সময়ান্তরে বহুবিবাহ হওয়া উচিত? (উত্তর)—হাঁ, যেমন—

সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাদ্‌গতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ মনু০ (৯। ১৭৬)॥

যে স্ত্রীপুরুষের পাণিগ্রহণ মাত্র সংস্কার হইয়াছে, কিন্তু সংযোগ হয় নাই, অর্থাৎ স্ত্রী অক্ষতযোনি এবং পুরুষ অক্ষতবীর্য্য থাকিলে তাহাদের অন্য পুরুষ এবং স্ত্রীর সহিত পুনর্বিবাহ হওয়া উচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণের মধ্যে ক্ষতযোনি স্ত্রী এবং ক্ষতবীর্য্য পুরুষের পুনর্বিবাহ হওয়া উচিত নহে।

(প্রশ্ন)—পুনর্বিবাহে দোষ কি? (উত্তর)—(প্রথমতঃ) স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রেমের ন্যূনতা ঘটে। কারণ যখন ইচ্ছা তখনই স্ত্রী পতিকে এবং পতি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত সম্বন্ধ করিবে। (দ্বিতীয়তঃ) স্ত্রী বা পুরুষ পতি বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে চাহিলে পূর্ব্ব স্ত্রীর অথবা পূর্ব্ব পতির সম্পত্তি লইয়া যাইবে এবং তাহাদের কুটুম্বদিগের মধ্যে বিবাদ হইবে। (তৃতীয়তঃ) বহু ভদ্র পরিবারের নাম চিহ্নও থাকিবেনা এবং

তাহাদের সম্পত্তি ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। (চতুর্থতঃ) পতিব্রত এবং স্ত্রীব্রত ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইবে। এই সকল দোষের জন্য দ্বিজদিগের মধ্যে পুনর্বিবাহ বা বহুবিবাহ কখনও হওয়া উচিত নহে।

(প্রশ্ন)—সন্তানোৎপত্তি না হইলে বংশনাশ ঘটিবে এবং স্ত্রীপুরুষ ব্যভিচারাদি কর্ম্ম করিয়া গর্ভপাতাদি বহু কুচেষ্টা করিবে। এই কারণে পুনর্বিবাহ হওয়া সঙ্গত।

(উত্তর)—না, না। যদি স্ত্রীপুরুষ ব্রহ্মচর্য্যে স্থির থাকিতে ইচ্ছা করে, তবে কোন উপদ্রব হইবে না। আর যদি বংশপরম্পরা রক্ষার জন্য স্বজাতির কোন বালককে পোষ্যগ্রহণ করা হয়, তবে তাহাতে বংশরক্ষা হইবে এবং ব্যভিচারও হইবে না। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে না পারিলে নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করিয়া লইবে।

(প্রশ্ন)—পুনর্বিবাহ এবং নিয়োগের মধ্যে প্রভেদ কি? (উত্তর)—(প্রথমতঃ) বিবাহ হইলে যেমন কন্যা পিতৃগৃহ ছাড়িয়া পতিগৃহে গমন করে, পিতার সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না সেইরূপ বিধবা স্ত্রী বিবাহিত পতির গৃহেই অবস্থান করে। (দ্বিতীয়তঃ) সেই বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র সেই বিবাহিত পতির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে কিন্তু বিধবা স্ত্রীর পুত্র বীর্য্যদাতার পুত্র হয় না, তাহার গোত্রীয়ও হয়না, পুত্রের উপর তাহার কোন স্বত্ব থাকেনা। কিন্তু সে বিধবার মৃত পতিরই পুত্ররূপে পরিগণিত হয় এবং তাহারই গোত্রীয় ও তাহারই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া তাহারই গৃহে বাস করে। (তৃতীয়তঃ) বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের পক্ষে পরস্পরের সেবা এবং পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রীপুরুষের কোন সম্বন্ধই থাকেনা। (চতুর্থতঃ) বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের আমরণ সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ কার্য্যান্তে ছিন্ন হইয়া যায়। (পঞ্চমতঃ) বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ পরস্পর মিলিত হইয়া গৃহকর্ম্ম সম্পাদনে পরস্পর যত্নবান্ হইয়া থাকে কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রীপুরুষ নিজ নিজ গৃহকর্ম্ম করিতে থাকে।

(প্রশ্ন)—বিবাহ এবং নিয়োগের নিয়ম কি একই প্রকার না পৃথক্ পৃথক্? (উত্তর)—কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ একপতি এবং এক স্ত্রী মিলিত হইয়া দশটি সন্তান উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রীপুরুষ চারিটির অধিক সন্তান উৎপন্ন করিতে পারে না। অর্থাৎ কুমার ও কুমারীর বিবাহের ন্যায় বিপত্নীক পুরুষ এবং বিধবা স্ত্রীর নিয়োগ হইয়া থাকে। কুমার এবং কুমারীর নিয়োগ হয় না। বিবাহিত

স্ত্রীপুরুষ সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রীপুরুষের ব্যবহার সেইরূপ নহে। তাহারা ঋতুদানের সময় ব্যতীত (অন্য সময়ে) একত্র হইবেনা। যদি স্ত্রী নিজ প্রয়োজনে নিয়োগ করে, তবে দ্বিতীয় গর্ভস্থিতির দিন হইতে তাহার সহিত নিযুক্ত পুরুষের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। পুরুষ নিজের জন্য নিয়োগ করিলেও দ্বিতীয় গর্ভস্থিতির পর হইতে সম্বন্ধ থাকেনা। কিন্তু সেই নিযুক্ত স্ত্রী দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত সন্তানগুলিকে পালন করিয়া নিযুক্ত পুরুষকে দিবে। এইরূপে এককালে বিধবা স্ত্রী নিজের জন্য দুইটি এবং অন্য চারিজন নিযুক্ত পুরুষের প্রত্যেকের জন্য দুইটি দুইটি করিয়া সন্তান উৎপন্ন করিতে পারে। একজন বিপত্নীক পুরুষও নিজের জন্য দুইটি এবং অন্য চারি বিধবার জন্য দুইটি করিয়া পুত্র উৎপন্ন করিতে পারে। এইরূপে মোট দশটি সন্তান উৎপত্তির আজ্ঞা বেদে আছে, যথা—

ইমাং ত্বমিন্দ্র মীঢ্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু।
দশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশং কৃধি ॥

ঋঃ। মং ১০। সূঃ ৮৫। মং ৪৫ ॥

হে (মীঢ্ব, ইন্দ্র) বীর্য্যসিঞ্চনে সমর্থ ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ! তুমি এই বিবাহিতা স্ত্রী বা বিধবা স্ত্রীকে শ্রেষ্ঠ পুত্রের মাতা এবং সৌভাগ্যবতী কর। বিবাহিতা স্ত্রীতে দশ পুত্র উৎপন্ন কর এবং স্ত্রীকে একাদশ বলিয়া মনে কর। হে স্ত্রী! তুমিও বিবাহিত বা নিযুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক দশটি সন্তান উৎপন্ন কর এবং পতিকে একাদশ বলিয়া মনে কর। বেদের এই আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণের স্ত্রীপুরুষ দশ দশটির অধিক সন্তান উৎপন্ন করিবেনা। কারণ অধিক সন্তান হইলে সন্তানগুলি দুর্ব্বল নির্বুদ্ধি অল্পায়ু হয় এবং স্ত্রীপুরুষও অল্পায়ু এবং রুগ্ন হইয়া বৃদ্ধাবস্থায় বহু দুঃখ ভোগ করে।

(প্রশ্ন)—এই নিয়োগ ব্যভিচারের ন্যায় দেখাইতেছে। (উত্তর)—যেমন অবিবাহিতদিগের (সংসর্গ) ব্যভিচার, সেইরূপ নিয়োগ ব্যতীতও সংসর্গ করাকে ব্যভিচার বলা যাইতে পারে। ইহাতে সিদ্ধ হইল যে, যেমন বিধিসঙ্গত বিবাহকে ব্যভিচার বলা যায় না, সেইরূপ বিধিসঙ্গত নিয়োগকেও ব্যভিচার বলা যাইবে না। যেমন শাস্ত্রোক্ত বিধিঅনুসারে একজনের কন্যার সহিত অপর একজনের পুত্রের বিবাহের পর সমাগমে ব্যভিচার, পাপ এবং লজ্জা হয় না,

সেইরূপ বেদশাস্ত্রোক্ত নিয়োগেও ব্যভিচার, পাপ এবং লজ্জা মনে করা উচিত নহে।

(প্রশ্ন)—যথার্থ বটে, কিন্তু ইহা বেশ্যাবৃত্তির ন্যায় দেখাইতেছে। (উত্তর)—না, কারণ বেশ্যাসমাগমে কোন পুরুষ বা নিয়মের নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু নিয়োগে বিবাহের ন্যায় নিয়ম আছে। যেমন একজনের কন্যা অপরকে সম্প্রদান করা হইলে বিবাহের পর সমাগমে লজ্জা হয় না, সেইরূপ নিয়োগেও লজ্জা না হওয়া উচিত। ব্যভিচারী পুরুষ বা ব্যভিচারিণী নারী কি বিবাহের পরেও কুকর্ম্ম হইতে রক্ষা পায় ?

(প্রশ্ন)—নিয়োগের কথা আমার নিকট পাপ বলিয়াই মনে হইতেছে। (উত্তর)—যদি নিয়োগকে পাপ বলিয়া মনে কর, তবে বিবাহকে পাপ বলিয়া মনে কর না কেন ? নিয়োগে বাধাদান করিলেই ত পাপ হয়। কারণ বৈরাগ্যবান্, পূর্ণ বিদ্বান্. যোগী ব্যতীত ঈশ্বরের সৃষ্টির ক্রম অনুসারে স্ত্রী পুরুষের স্বাভাবিক ব্যবহার রুদ্ধ করিতে পারে না। গর্ভপাতরূপ ভ্রূণহত্যা এবং বিধবা স্ত্রী ও বিপত্নীক পুরুষের মহাদুঃখকে কি পাপের মধ্যে গণ্য কর না ? যতদিন তাহাদের যৌবন থাকে, ততদিন তাহারা মনে মনে সন্তানকামী এবং বিষয়ভোগবিলাসী থাকে। যদি কোন রাজ্য বা সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদিগকে বাধা দেওয়া হয় তবে গোপনে বহু কুকর্ম্ম হইতে থাকে। এই সকল ব্যভিচার ও কুকর্ম্ম রোধ করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় জিতেন্দ্রিয় থাকা। যদি তাহা না সম্ভব হয় তবে বিবাহ বা নিয়োগ না করাই সঙ্গত। কিন্তু যদি সম্ভব না হয় তবে বিবাহ এবং আপৎকালে নিয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে ব্যভিচার হ্রাস পায় এবং প্রেম বশতঃ উত্তম সন্তান উৎপন্ন হওয়াতে মনুষ্যজাতির উন্নতি হয়। গর্ভপাতও সর্ব্বপ্রকারে নিবারিত হয়। নীচ পুরুষের সহিত উত্তম স্ত্রীর এবং বেশ্যাদি নীচ স্ত্রীর সহিত উত্তম পুরুষের ব্যভিচার রূপ কুকর্ম্ম সৎকুলের কলঙ্ক, বংশোচ্ছেদ, স্ত্রী পুরুষের সন্তাপ এবং গর্ভহত্যাদি কুকর্ম্ম বিবাহ ও নিয়োগ দ্বারা নিবারিত হয়। এইজন্য নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

(প্রশ্ন)—নিয়োগে কি কি নিয়ম থাকা আবশ্যক ? (উত্তর)—বিবাহের ন্যায় নিয়োগও প্রসিদ্ধি সহকারে হওয়া উচিত। বিবাহের ন্যায় নিয়োগেও ভদ্র পুরুষদিগের অনুমতি এবং বরকন্যার প্রসন্নতা থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ যখন স্ত্রীপুরুষের নিয়োগ হয়, তখন তাহারা স্বীয় আত্মীয় কুটুম্ব স্ত্রী পুরুষদিগের সমক্ষে (প্রকাশ করিবে) "আমরা উভয়ে সন্তানোৎপত্তির জন্য নিয়োগ করিতেছি,

নিয়োগের নিয়ম পূর্ণ হইলে আমরা আর সংযুক্ত হইব না। যদি ইহার বিরুদ্ধ কার্য্য করি, তবে পাপী এবং জাতি বা রাষ্ট্রের নিকট দণ্ডনীয় হইব। প্রতিমাসে একবার গর্ভাধানকৃত্য করিব এবং গর্ভস্থিতির পর এক বৎসর পর্য্যন্ত পৃথক থাকিব।"

(প্রশ্ন)—নিয়োগ কি সবর্ণে হইবে, না ভিন্ন বর্ণের সহিতও হইবে। (উত্তর)—সবর্ণে অথবা সবর্ণ অপেক্ষা উত্তম বর্ণের পুরুষের সহিত অর্থাৎ বৈশ্যার ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের সহিত, ক্ষত্রিয়ার ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের সহিত এবং ব্রাহ্মণীর ব্রাহ্মণের সহিত নিয়োগ হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে বীর্য্য সমান অথবা উত্তম বর্ণের হওয়া উচিত, নিজ অপেক্ষা নিম্ন বর্ণের হওয়া উচিত নহে। ধর্ম্ম অর্থাৎ বেদোক্ত রীতি অনুসারে বিবাহ অথবা নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টির প্রয়োজনে।

(প্রশ্ন)—পুরুষ যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে, তখন তাহার নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা কি? (উত্তর)—পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে দ্বিজগণের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের একবার মাত্রই বিবাহ হওয়া সঙ্গত, দ্বিতীয়বার নহে, বেদাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে। কুমারের সহিত কুমারীর বিবাহ সঙ্গত। বিধবার সহিত কুমারের এবং কুমারীর সহিত বিপত্নীকের বিবাহ ন্যায়বিরুদ্ধ অর্থাৎ অধর্ম্ম। বিবাহিত পুরুষ যেমন বিধবাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না, সেইরূপ যে পুরুষ স্ত্রী সমাগম করিয়াছে তাহাকেও কুমারী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না। কুমারী কন্যা বিবাহিত পুরুষকে এবং কুমার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা না করিলে স্ত্রী পুরুষের নিয়োগের প্রয়োজন হইবে। যে ব্যক্তি যেমন তাহার সহিত তেমন ব্যক্তিরই সম্বন্ধ হওয়া উচিত এবং তাহাই ধর্ম্ম।

(প্রশ্ন)—বিবাহবিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রে যেরূপ প্রমাণ আছে, নিয়োগ বিষয়েও সেইরূপ প্রমাণ আছে কি? (উত্তর)—এ বিষয়ে বহু প্রমাণ আছে। দেখ ও শুন—

কুহস্বিদ্দোষা কুহ বস্তোরশ্বিনা কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ। কো বাং শয়ুত্রা বিধবেব দেবরং মর্য্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ॥

ঋ০। মং ১০। সূ০ ৪০। মং ২।

উদীর্ষ্ব নার্য্যভিজীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ ॥ ঋ০ । মঃ ১০ । সূ০ ১৮ ॥ ম০ ৮ ॥

হে (অশ্বিনা) স্ত্রীপুরুষ! যেমন (দেবরং বিধবেব) বিধবা দেবরের সহিত এবং (যোষা মর্য্যম্নঃ) বিবাহিতা স্ত্রী স্বীয় পতির সহিত (সধস্থে) এক স্থান ও শয্যায় একত্র হইয়া সন্তান (আ, কৃণুতে) সর্ব্বপ্রকারে উৎপন্ন করে, সেইরূপ তোমরা উভয়ে স্ত্রী পুরুষ (কুহস্বিদ্দোষাঃ) কোথায় রাত্রিতে এবং (কুহ বস্তঃ) কোথায় দিবসে একত্র বাস করিতেছিলে? (কুহভিপিত্বম্) কোথায় পদার্থ লাভ (করতঃ) করিয়াছিলে? এবং (কুহোষতুঃ) কোন সময়ে কোথায় বাস করিতেছিলে? (কো বাং শযুত্রা) তোমাদিগের শয়নস্থান কোথায়? তোমরা কে এবং কোন দেশবাসী? এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল যে দেশ বিদেশে স্ত্রী পুরুষ সঙ্গেই থাকিবে এবং বিধবা স্ত্রীও নিযুক্ত পতিকে বিবাহিত পতির ন্যায় গ্রহণ করিয়া সন্তানোৎপত্তি করিবে।

(প্রশ্ন)—যদি কাহারও কনিষ্ঠ ভ্রাতা না থাকে, তবে বিধবা কাহার সহিত নিয়োগ করিবে? (উত্তর)—দেবরের সহিত। কিন্তু দেবর শব্দের অর্থ তুমি যাহা বুঝিতেছ তাহা নহে। দেখ নিরুক্তে :—

দেবরঃ কস্মাদ্ দ্বিতীয়ো বরঃ উচ্যতে ॥ নিরুঃ । অঃ ৩ । খণ্ডঃ ১৫ ॥

বিধবার দ্বিতীয় পতিকে দেবর বলে। পতির কনিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই হউক অথবা স্ববর্ণ বা নিজ অপেক্ষা উত্তম বর্ণ হউক, যাহার সহিত নিয়োগ হইবে তাহারই নাম দেবর।

হে (নারী) বিধবে! তুমি (এতং গতাসুম্) এই মৃত পতির আশা পরিত্যাগ করিয়া (শেষে) অবশিষ্ট পুরুষদিগের মধ্যে (অভি, জীবলোকম্) জীবিত দ্বিতীয় পতি (উপৈহি) প্রাপ্ত হও এবং (উদীর্ষ্ব) ইহা বিচার করিবে এবং নিশ্চয় জানিবে যে (হস্তগ্রাভস্য দিধিষোঃ) তোমার (বিধবার) পুনঃ পাণিগ্রহণ-কারী নিযুক্ত পতির সম্বন্ধের জন্য যদি নিয়োগ হয় তবে (ইদম্) এই (জনিত্বম্) উৎপন্ন পুত্র, উক্ত নিযুক্ত (পত্যুঃ) পতির হইবে। আর তোমার প্রয়োজনে নিয়োগ করিলে এই সন্তান (তব) তোমার হইবে। তুমি এইরূপ স্থিরনিশ্চয় (অভি, সম্, বভূথ) হও। নিযুক্ত পুরুষও এই নিয়ম পালন করিবে।

অদেবৃঘ্ন্যপতিঘ্নী হৈধি শিবা পশুভ্যঃ সুযমাঃ সুবর্চাঃ।

প্রজাবতী বীরসূর্দেবৃকামা স্যোনেমমগ্নিং গার্হপত্যং সপর্য্য ॥

অথর্ব্ব° কা° ১৪। অনু° ২। ম° ১৮॥

হে নারী! (অপতিঘ্ন্যদেবৃঘ্নি) তুমি পতি এবং দেবরের দুঃখদাত্রী নও। তুমি (ইহ) এই গৃহাশ্রমে (পশুভ্যঃ) পশুদের জন্য (শিবা) কল্যাণকারিণী, (সুযমাঃ) উত্তমরূপে ধর্ম্মের নিয়মপালনকারিণী, (সুবর্চ্চাঃ) রূপবতী এবং সর্ব্বশাস্ত্রে বিদুষী, (প্রজাবতী) উত্তম পুত্রপৌত্রাদিযুক্তা, (বীরসূঃ) শূরবীর পুত্রের জননী, (দেবৃকামা) দেবরের কামনাকারিণী, (স্যোনা) সুখদায়িনী, পতি বা দেবরকে (এধি) প্রাপ্ত হইয়া (ইমম্) এই (গার্হপত্যম্) গৃহস্থ সম্বন্ধীয় (অগ্নিম্) অগ্নিহোত্র (সপর্য্য) সেবন কর।

তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ॥ মনু° (৯। ৬৯)॥

যদি অক্ষতযোনি স্ত্রী বিধবা হয়, তবে পতির কনিষ্ঠ সহোদরও তাহাকে বিবাহ করিতে পারে।

(প্রশ্ন)—এক স্ত্রী বা পুরুষ কতবার নিয়োগ করিতে পারে? এবং বিবাহিত ও নিযুক্ত পতিদিগের নাম কি কি? (উত্তর)—

সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বো বিবিদ উত্তরঃ।

তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ॥

ঋঃ। মঃ ১০। সূ° ৮৫। ম° ৪০॥

হে স্ত্রি! (তে) তোমার যে (প্রথমঃ) প্রথম বিবাহিত (পতিঃ) পতি তোমাকে (বিবিদে) প্রাপ্ত হয় তাহার নাম (সোমঃ) সুকুমারতা প্রভৃতি গুণযুক্ত বলিয়া সোম। যে দ্বিতীয়বার নিয়োগ দ্বারা তোমাকে (বিবিদে) প্রাপ্ত হয় সে (গন্ধর্ব্বঃ) এক স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ করিয়াছে বলিয়া গন্ধর্ব্ব। যে (তৃতীয় উত্তরঃ) দুই পতির পরবর্ত্তী তৃতীয় পতি সে (অগ্নিঃ) অতি উষ্ণতাযুক্ত হওয়ায় অগ্নিসংজ্ঞক, এবং যাহারা (তে) তোমার (তুরীয়ঃ) চতুর্থ হইতে একাদশ পর্য্যন্ত নিযুক্ত পতি তাহারা (মনুষ্যজাঃ) মনুষ্য নামে অভিহিত হয়।

যেমন (ইমাং ত্বমিন্দ্র) এই মন্ত্র দ্বারা স্ত্রী একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত নিয়োগ করিতে পারে, সেইরূপ পুরুষও একাদশ স্ত্রী পর্য্যন্ত নিয়োগ করিতে পারে।

(প্রশ্ন)—একাদশ শব্দদ্বারা দশ পুত্র এবং পতিকে একাদশ গণনা করা হইবে না কেন ? (উত্তর)—যদি এইরূপ অর্থ করা হয়, তবে "বিধবেব দেবরম্" "দেবরঃ কস্মাদ্ দ্বিতীয়ো বর উচ্যতে," "অদেবৃঘ্নি" এবং "গন্ধর্ব্বো বিবিদ উত্তর" ইত্যাদি বৈদিক প্রমাণ সমূহের বিরুদ্ধ অর্থ হইবে। কারণ তোমার অর্থ অনুসারে দ্বিতীয় পতিও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে ॥ ১ ॥
জ্যেষ্ঠো যবীয়সো ভার্য্যাং যবীয়ান্বাগ্রজস্ত্রিয়ম্।
পতিতৌ ভবতো গত্বা নিযুক্তাবপ্যনাপদি ॥ ২ ॥
ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব ॥ ৩ ॥ মনু° (৯। ৫৯। ৫৮। ১৫৯) ॥

মনু এইসব লিখিয়াছেন যে "সপিণ্ড" অর্থাৎ পতির ছয় পুরুষের মধ্যে, পতির কনিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অথবা স্বজাতীয় এবং নিজর অপেক্ষা উচ্চ জাতিস্থ পুরুষের সহিত বিধবা স্ত্রীর নিয়োগ হওয়া উচিত। যদি বিপত্নীক পুরুষ এবং বিধবা স্ত্রী সন্তান কামনা করে, তবে তাহার নিয়োগ হওয়া উচিত। সর্ব্বথা সন্তানের অভাব হইলে নিয়োগ হইবে। আপৎকাল অর্থাৎ সন্তান কামনা ব্যতীত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার অথবা কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিয়োগ হইলে এবং সন্তানোৎপত্তির পরেও নিযুক্তগণ সমাগম করিলে পতিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ এক নিয়োগের সীমা দ্বিতীয় সন্তানের গর্ভধারণ পর্য্যন্ত। তাহার পর সমাগম করিবে না। যদি উভয়ের প্রয়োজনে নিয়োগ হয়, তবে চতুর্থ গর্ভ পর্য্যন্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে দশ সন্তান পর্য্যন্ত হইতে পারে। তদনন্তর তাহা বিষয়াসক্তি বলিয়া গণ্য হয়। তাহাতে তাহারা পতিত বলিয়া গণ্য হয়। বিবাহিত স্ত্রীপুরুষও দশম গর্ভের পরে সমাগম করিলে কামুক বলিয়া নিন্দিত হয়। অর্থাৎ বিবাহ বা নিয়োগ সন্তানের জন্য, পশুবৎ কাম ক্রীড়ার জন্য নহে।

(প্রশ্ন)—কেবল পতির মৃত্যু হইলে নিয়োগ হয়, অথবা পতির জীবদ্দশাতেও নিয়োগ হইতে পারে ? (উত্তর)—পতির জীবদ্দশাতেও হইতে পারে।

অন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ ॥ ঋঃ। মঃ১০। সূ: ১০ ॥

পতি সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ হইলে স্বীয় স্ত্রীকে আজ্ঞা দিবে, হে সুভগে! সৌভাগ্যেচ্ছু! তুমি (মৎ) আমা ভিন্ন (অন্যম্) অন্য পতি (ইচ্ছস্ব) ইচ্ছা কর, কারণ এখন আমাদ্বারা সন্তানোৎপত্তি হইতে পারে না। তখন স্ত্রী অন্যের সহিত নিয়োগ করিয়া সন্তানোৎপত্তি করিবে কিন্তু সেই বিবাহিত সদাশয় পতির সেবায় স্ত্রী রত থাকিবে। স্ত্রীও রোগাদি দোষগ্রস্ত হইয়া সন্তানোৎপাদনে অসমর্থা হইলে নিজ পতিকে আজ্ঞা দিবে, "হে স্বামিন্! আপনি আমাতে সন্তানোৎপত্তির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন বিধবার সহিত নিয়োগ করিয়া সন্তান উৎপন্ন করুন।" পাণ্ডু রাজার স্ত্রী কুন্তী ও মাদ্রী প্রভৃতি এইরূপ করিয়াছিলেন। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর ব্যাসদেব তাঁহার ভ্রাতৃবধূ অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত নিয়োগ করিয়া যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর এবং দাসীগর্ভে বিদুরের জন্মদান করিয়াছিলেন। এই সব ইতিহাসও এ বিষয়ে প্রমাণ।

প্রোষিতো ধর্ম্মকার্য্যার্থং প্রতীক্ষ্যোঽষ্টৌ নরঃ সমাঃ।
বিদ্যার্থং ষড়্ যশোর্থং বা কামার্থং ত্রীংস্তু বৎসরান্ ॥ ১ ॥
বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী ॥ ২ ॥ মনু০ (৯।৭৬।৮১) ॥

বিবাহিতা স্ত্রী বিবাহিত পতি ধর্ম্মার্থে বিদেশে গমন করিয়া থাকিলে আট বৎসর, বিদ্যা ও কীর্ত্তির জন্য গমন করিয়া থাকিলে ছয় বৎসর এবং ধনাদি কামনায় গমন করিয়া থাকিলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রতীক্ষায় থাকিয়া পরে নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করিবে। বিবাহিত পতি ফিরিয়া আসিলে নিযুক্ত পতির সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। ১ ॥ সেইরূপ পুরুষের পক্ষেও নিয়ম এই যে, স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আট বৎসর (বিবাহের পর আট বৎসর পর্য্যন্ত তাহার গর্ভ না হইলে), সন্তান হইয়া মরিয়া গেলে দশ বৎসর এবং গর্ভবতী হইয়া প্রত্যেক বার পুত্র প্রসব না করিয়া কন্যা প্রসব করিলে একাদশ বৎসর অপেক্ষা করিবে কিন্তু স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী হইলে তাহাকে সদ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীলোকের সহিত নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিবে। ২ ॥ সেইরূপে পতি অত্যন্ত দুঃখদায়ক হইলে স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের সহিত নিয়োগ

দ্বারা সেই বিবাহিত পতির উত্তরাধিকারী সন্তান উৎপন্ন করিয়া লইবে। এই সকল প্রমাণ এবং যুক্তি অনুসারে স্বয়ম্বর বিবাহ ও নিয়োগদ্বারা স্ব স্ব কুলের উন্নতিসাধন করা কর্ত্তব্য। "ঔরস" অর্থাৎ বিবাহিত পতিদ্বারা উৎপন্ন পুত্র যেমন পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে, সেইরূপ "ক্ষেত্রজ" অর্থাৎ নিয়োগজাত পুত্রও মৃত পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয়।

এ বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বীর্য্য ও রজঃ অমূল্য পদার্থ। যে ব্যক্তি এই অমূল্য পদার্থকে পরস্ত্রী, বেশ্যা অথবা দুষ্ট পুরুষের সংসর্গে নষ্ট করে সে মহামূর্খ। কারণ কৃষক এবং মালী মূর্খ হইয়াও স্ব স্ব ক্ষেত্র বা উদ্যান ব্যতীত অন্যত্র বীজ বপন করেনা। যদি সামান্য বীজ এবং মূর্খ সম্বন্ধে এই কথা, তাহা হইলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব-দেহরূপ বৃক্ষের বীজকে কুক্ষেত্রে নষ্ট করা মহামূর্খের কার্য্য। কারণ সেই বীজের ফল পাওয়া যায়না। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বচন।

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।

আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্॥ নিরু০ ৩। ৪॥

"হে পুত্র! তুমি আমার প্রত্যেক অঙ্গজাত বীর্য্য হইতে ও হৃদয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব তুমি আমার আত্মা। তুমি আমার পূর্ব্বে মরিও না, কিন্তু একশত বৎসর জীবিত থাক।" যাহা হইতে এইরূপ মহাত্মা ও মহাশয়দের শরীর উৎপন্ন হয়, তাহা বেশ্যাদি কুক্ষেত্রে বপন করা অথবা দুষ্টবীজ উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে বপন করান মহাপাপকর্ম্ম।

(প্রশ্ন)—বিবাহের প্রয়োজন কি? ইহাতে স্ত্রীপুরুষকে বন্ধনের মধ্যে পতিত হইয়া অনেক সংকোচ এবং দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব যাহার সহিত যাহার যতদিন প্রণয় থাকে, সে ততদিন তাহার সহিত মিলিত থাকিবে। প্রণয়ের অবসান হইলে পরস্পর পৃথক হইবে। (উত্তর)—ইহা পশুপক্ষীর ব্যবহার, মনুষ্যের নহে। মনুষ্যের মধ্যে বিবাহের নিয়ম না থাকিলে গৃহাশ্রমের যাবতীয় উৎকৃষ্ট আচরণ সব নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে, কেহ কাহারও সেবা করিবে না, ব্যভিচার বৃদ্ধি পাইবে। সকলে রোগী, দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইয়া মরিয়া যাইবে। কেহ কাহারও নিকট ভয় বা লজ্জা করিবেনা। বৃদ্ধাবস্থায় কেহ কাহারও সেবা করিবে না। অত্যধিক ব্যভিচারবৃদ্ধির ফলে

সকলে রোগী, দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইয়া সবংশে বিনষ্ট হইবে। কেহ কাহারও সম্পত্তির অধিকারী অথবা উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। কাহারও কোন সম্পত্তির উপর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্বত্ব থাকিবে না। এই সকল দোষ নিবারণার্থ বিবাহ হওয়া সর্ব্বথা উচিত। (প্রশ্ন)—বিবাহ হইলে এক পুরুষের এক স্ত্রী এবং এক স্ত্রীর এক স্বামী থাকিবে। স্ত্রী গর্ভবতী বা চিররোগিণী হইলে অথবা পুরুষ চিররোগী হইলে, এবং যৌবনে উভয়ে সংযমে অসমর্থ হইলে কি করা কর্ত্তব্য? (উত্তর)—ইহার উত্তর নিয়োগ প্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। গর্ভবতী স্ত্রীর সহিত এক বৎসর সমাগম বন্ধ থাকা কালে পুরুষ এবং চিররোগী পুরুষের স্ত্রী সংযমে অসমর্থ হইলে কাহারও সহিত নিয়োগ করিয়া তাহার জন্য পুত্রোৎপত্তি করিবে কিন্তু কখনও ব্যভিচার বা বেশ্যাগমন করিবে না।

দেশের হিতার্থ যথাসম্ভব অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার ইচ্ছা, প্রাপ্তবস্তুর রক্ষা, রক্ষিত বস্তুর বৃদ্ধি এবং বর্দ্ধিত ধনের ব্যয় করিতে থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার রীতি অনুসারে নিজ নিজ বর্ণাশ্রমের ব্যবহার অনুযায়ী অত্যন্ত উৎসাহ ও যত্নের সহিত কায়, মন এবং ধন দ্বারা পরমার্থ সাধন করিবে। মাতা, পিতা, শ্বশুর এবং শাশুড়ীকে অত্যন্ত শুশ্রূষা করিবে। মিত্র, প্রতিবেশী, রাজা, বিদ্বান্, চিকিৎসক এবং সজ্জনদিগের প্রতি প্রীতি রাখিবে এবং দুষ্ট অধার্ম্মিক দিগকে উপেক্ষা করিয়া, তাহাদের সংশোধনের চেষ্টা করিবে। যথাসাধ্য প্রেমের সহিত নিজ সন্তানদিগকে বিদ্বান্ ও সুশিক্ষিত করিবার জন্য ধন সম্পত্তি ব্যয় করিবে। ধর্ম্মাচরণ সহকারে মোক্ষ সাধনে রত থাকিবে। তদ্দ্বারা পরমানন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি মান্য করিবেনা।

পতিতোঽপি দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠো ন চ শূদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্দুগ্ধা চাপি গৌঃ পূজ্যা ন চ দুগ্ধবতী খরী॥ ১॥
অশ্বালম্ভং গবালম্ভং সংন্যাসং পলপৈত্রিকম্।
দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২॥
নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥ ৩॥

এ সব কপোলকল্পিত পারাশরীর শ্লোক। কুকর্ম্মা দ্বিজকে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠকর্ম্মা শূদ্রকে নীচ মনে করা অপেক্ষা পক্ষপাত, অন্যায় এবং অধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? দুগ্ধবতী অথবা দুগ্ধহীনা গাভী সবই কি গোপালকের পালনীয়া?

কুম্ভকারেরা কি গাধা পালন করে না ? কিন্তু এই দৃষ্টান্ত বিষম। কারণ দ্বিজ ও শূদ্র মনুষ্য জাতি, গাভী ও গর্দ্দভ ভিন্ন জাতি। পশু জাতির সহিত দৃষ্টান্তের একাংশের কোন বিষয়ের সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও এই শ্লোকের অভিপ্রায় যুক্তিহীন বলিয়া এই শ্লোক কখনও বিদ্বান্‌দিগের অনুমোদনীয় হইতে পারে না। ১ ॥

যখন অশ্বালম্ভ অর্থাৎ অশ্ববধ করিয়া অথবা (গবালম্ভ) গোবধ করিয়া হোম করাই বেদবিহিত নহে, তখন কলিযুগে তাহার নিষেধ বেদবিরুদ্ধ হইবেনা কেন ? কলিযুগে এই হীনকর্ম্মের নিষেধ স্বীকার করা হইলে ত্রেতা প্রভৃতি যুগে ইহার বিধি হইয়া পড়িবে। কোন শ্রেষ্ঠ যুগে এইরূপ জঘন্য কর্ম্ম হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব। বেদাদি শাস্ত্রে সন্ন্যাসের বিধি আছে। ইহার নিষেধ ভিত্তিহীন। যখন মাংসের নিষেধ আছে, তখন চিরকালের জন্য নিষেধ আছে। যখন দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন বেদে লিখিত আছে, তখন এই শ্লোকরচয়িতা চীৎকার করিতেছে কেন ?। ২ ॥

যদি (নষ্টে) অর্থাৎ পতি দেশান্তরে গমন করিলে গৃহে স্ত্রী নিয়োগ করে, এবং সেই সময়ে বিবাহিত পতি প্রত্যাগমন করে তবে সেই স্ত্রী কাহার হইবে ? যদি কেহ বলে যে বিবাহিত পতির হইবে, তবে আমরা স্বীকার করিলাম। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা পারাশরীতে লিখিত হয় নাই। স্ত্রীর কি কেবল পাঁচটিই আপৎকাল ? রুগ্ন হইয়া পড়িয়া থাকা এবং কলহ বিবাদ ইত্যাদি আপৎকাল পাঁচেরও অধিক। অতএব এই সকল শ্লোক কখনও স্বীকার্য্য নহে। ৩ ॥

(প্রশ্ন)—কেন মহাশয় ! আপনি কি পরাশর মুনির বচনও মানেন না ?

(উত্তর)—যাহারই বচন হউক না কেন বেদবিরুদ্ধ হইলে মানি না। আর ইহা ত পরাশরের বচনও নহে। কারণ "ব্রহ্মোবাচ", "বশিষ্ঠ উবাচ", "রাম উবাচ", "শিব উবাচ", "বিষ্ণুরুবাচ" এবং "দেব্যুবাচ" ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের নাম লিখিয়া এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করা হয় যে সর্ব্বমান্যদের নামে ঐ সকল গ্রন্থ সমস্ত সংসারের মান্য হইবে এবং গ্রন্থকারেরও প্রচুর জীবিকার উপায় হইবে। এইজন্য অর্থহীন গাথাযুক্ত গ্রন্থ রচিত হয়। কতিপয় প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ব্যতীত কেবল মনুস্মৃতিই বেদানুকূল, অন্য কোন স্মৃতি নহে। এইরূপে অন্যান্য জাল গ্রন্থ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

(প্রশ্ন)—গৃহাশ্রম সকল আশ্রম অপেক্ষা নিকৃষ্ট না শ্রেষ্ঠ ? (উত্তর)—নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে সকলই শ্রেষ্ঠ কিন্তু :—

যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্ ।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্ ॥১॥ মনু০ (৬।৯০) ॥
যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ ॥ ২ ॥
যস্মাত্ত্রয়োপ্যাশ্রমিণো দানেনান্নেন চান্বহম্ ।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী ॥ ৩ ॥
স সংধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা ।
সুখং চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৪ ॥
মনুঃ (৩ । ৭৭—৭৯) ॥

যেমন নদী ও বিশাল নদ যতকাল সমুদ্রে পতিত না হয় ততকাল ভ্রমণ করিতেই থাকে, সেইরূপ সকল আশ্রম গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করিয়াই স্থির থাকে। এই আশ্রম ব্যতীত কোন আশ্রমের ব্যবহার সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী—এই তিন আশ্রমীকে অন্নাদি দান দ্বারা গৃহস্থই প্রত্যহ ধারণ করে। অতএব গার্হস্থ্য জ্যেষ্ঠাশ্রম অর্থাৎ সর্ব্ববিধ ব্যবহারেই উৎকৃষ্ট। সুতরাং যিনি মোক্ষ এবং সাংসারিক সুখ ইচ্ছা করেন, তিনি যত্নপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম ধারণ করিবেন। দুর্ব্বলেন্দ্রিয় অর্থাৎ ভীরু ও দুর্ব্বল পুরুষ গৃহস্থাশ্রম ধারণের অযোগ্য। এই আশ্রমকে উত্তমরূপে ধারণ করিবে। গৃহস্থাশ্রম সাংসারিক যাবতীয় ব্যবহারের আধার। এই আশ্রম না থাকিলে সন্তানোৎপত্তি হইত না। তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রম কিরূপে হইত? যিনি গৃহাশ্রমের নিন্দা করেন, তিনি নিন্দনীয় এবং যিনি ইহার প্রশংসা করেন তিনি প্রশংসনীয়। কিন্তু এই আশ্রমের সুখ তখনই হয় যখন স্ত্রীপুরুষ উভয়ে পরস্পরের প্রতি প্রসন্ন থাকে, উভয়ে বিদ্যা ও পুরুষকারসম্পন্ন এবং সর্ব্ববিধ ব্যবহারের জ্ঞাতা হয়। এইজন্য ব্রহ্মচর্য্য এবং পূর্ব্বোক্ত স্বয়ম্বর বিবাহ গৃহস্থাশ্রমের সুখের প্রধান কারণ। এ স্থলে সমাবর্ত্তন, বিবাহ এবং গৃহাশ্রমের শিক্ষা বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইল। ইহার পর বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের বিষয় লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে সমাবর্ত্তন-বিবাহ-গৃহাশ্রমবিষয়ে চতুর্থঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥৪॥

অথ পঞ্চম সমুল্লাসারম্ভঃ

অথ বানপ্রস্থ সন্ন্যাসবিধিং বক্ষ্যামঃ

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ ॥ শত° কা° ১৪ ॥

মনুষ্যের কর্ত্তব্য—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সমাপ্ত করিয়া গৃহী হইবে। গৃহস্থ হইয়া বানপ্রস্থ এবং বানপ্রস্থ হইবার পর সন্ন্যাসী হইবে। ক্রমানুসারে ইহাই আশ্রমের বিধান।

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ।
বনে বসেত্তু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১ ॥
গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥ ২ ॥
সন্ত্যজ্য গ্রাম্যমাহারং সর্ব্বং চৈব পরিচ্ছদম্।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিঃক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা ॥ ৩ ॥
অগ্নিহোত্রং সমাদায় গৃহ্যং চাগ্নিপরিচ্ছদম্।
গ্রামাদরণ্যং নিঃসৃত্য নিবসেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪ ॥
মুন্যন্নৈর্বিবিধৈর্মেধ্যৈঃ শাকমূলফলেন বা।
এতানেব মহাযজ্ঞান্নির্বপেদ্বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৫ ॥ মনু° (৬।১-৫) ॥

এইরূপে স্নাতক অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বক গৃহাশ্রম অবলম্বনকারী দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গৃহাশ্রমে অবস্থানের পর নিশ্চিতাত্মা হইয়া ও সম্যকরূপে ইন্দ্রিয় জয় করিয়া বনে বাস করিবে ॥ ১ ॥ কিন্তু গৃহস্থের যখন মস্তকের কেশ শ্বেত ও চর্ম্ম শিথিল হইবে এবং যখন পুত্রেরও পুত্র হইবে, তখন বনে যাইয়া বাস করিবে ॥ ২ ॥ যাবতীয় গ্রাম্য আহার্য্য, বস্ত্রাদি এবং উৎকৃষ্ট বস্তু

পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীকে পুত্রের নিকট রাখিয়া অথবা নিজের সঙ্গে লইয়া বনে বাস করিবে ॥ ৩ ॥ সাঙ্গোপাঙ্গ অগ্নিহোত্র সহকারে গ্রাম হইতে বহির্গত হইবে এবং দৃঢ়েন্দ্রিয় হইয়া অরণ্যে বাস করিবে ॥ ৪ ॥ শ্যামকাদি নানাবিধ অন্ন, সুন্দর সুন্দর তরি-তরকারী, ফল মূল ফুল এবং কন্দাদি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিবে এবং তদ্দ্বারা অতিথি সেবা ও স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ॥ ৫ ॥

স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যমনাদাতা সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ ॥ ১ ॥
অপ্রযত্নঃ সুখার্থেষু ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ।
শরণেষ্বমমশ্চৈব বৃক্ষমূলনিকেতনঃ ॥২॥ মনু০ (৬।৮, ২৬)॥

স্বাধ্যায় অর্থাৎ অধ্যয়ন-অধ্যপনায় নিত্যযুক্ত, জিতাত্মা, সকলের মিত্র, ইন্দ্রিয়-দমনশীল, বিদ্যাদিদাতা এবং সকলের প্রতি দয়ালু হইবে, কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ করিবে না। সর্ব্বদা এইরূপ আচরণ করিবে ॥ ১ ॥ শারীরিক সুখের জন্য অত্যধিক চেষ্টা করিবে না। ব্রহ্মচারী থাকিবে অর্থাৎ নিজ স্ত্রী সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও তাহার সহিত বিষয়ভোগের চেষ্টা করিবে না, ভূমিতে শয়ন করিবে। নিজের আশ্রিত অথবা নিজ সামগ্রীর উপর মমতা করিবে না, বৃক্ষমূলে বাস করিবে ॥ ২ ॥

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি যত্রাঽমৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥ ১ ॥
মুণ্ড০ (খ০ ২। মং ১১)॥

যে সকল শান্ত বিদ্বান্ তপস্যা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সত্যনিষ্ঠা এবং ভিক্ষাচরণ সহকারে বনে বাস করেন, তাঁহারা যেস্থানে অবিনাশী, হানিলাভ রহিত, পূর্ণ পুরুষ পরমাত্মা আছেন, সেই স্থানে নির্ম্মলচিত্ত হইয়া প্রাণদ্বার দিয়া সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥

অভ্যাদধামি সমিধমগ্নে ব্রতপতে ত্বয়ি।
ব্রতঞ্চ শ্রদ্ধাং চোপৈমীন্ধে ত্বা দীক্ষিতো অহম্ ॥ ১ ॥

যজুর্ব্বেদে ॥ অধ্যায় ২০। মং ২৪ ॥

বানপ্রস্থের কর্ত্তব্য—"আমি অগ্নিতে হোমানুষ্ঠান পূর্ব্বক দীক্ষিত হইয়া ব্রত, সত্যাচরণ ও শ্রদ্ধাকে প্রাপ্ত হইব"—এই অভিলাষে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবে। নানাবিধ তপশ্চর্য্যা, সৎসঙ্গ, যোগাভ্যাস এবং সুবিচার দ্বারা জ্ঞান ও পবিত্রতা লাভ করিবে। পরে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা হইলে স্ত্রীকে পুত্রের নিকট প্রেরণ করিয়া পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। ইতি সংক্ষেপেণ বানপ্রস্থবিধিঃ।

অথ সন্ন্যাসবিধিঃ

বনেষু চ বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সংগান্ পরিব্রজেৎ॥ মনু০ (৬।৩৩)॥

এইরূপে বনে আয়ুর তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বর্ষ হইতে পঞ্চ সপ্ততি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বানপ্রস্থ থাকিয়া আয়ুর চতুর্থ ভাগে সঙ্গত্যাগ পূর্ব্বক পরিব্রাট্ অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইবে। (প্রশ্ন)—গৃহাশ্রম ও বানপ্রস্থাশ্রম না করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম করিলে পাপ হয় কি না? (উত্তর)—হয়, নাও হয়। (প্রশ্ন)—এই দুই প্রকারের কথা বলিতেছেন কেন? (উত্তর)—দুই প্রকার নহে। যে বাল্যাবস্থায় বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বিষয়াসক্ত হয়, সে মহাপাপী। যে সেইরূপ না হয়, সে মহা পুণ্যাত্মা সৎপুরুষ।

যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেদ্বনাদ্বা গৃহাদ্বা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ॥

ইহা ব্রাহ্মণগ্রন্থের বচন। যেদিন বৈরাগ্যলাভ হইবে, সেইদিন গৃহ বা বন হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। পূর্ব্বে ক্রমানুসারে সন্ন্যাসের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বিকল্প এই যে, বানপ্রস্থ পালন না করিয়া গৃহস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। তৃতীয় পক্ষ এই যে, পূর্ণ বিদ্বান্, জিতেন্দ্রিয়, বিষয়-বাসনা-রহিত এবং পরহিতকামী পুরুষ ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। বেদেও ("যতয়ঃ ব্রাহ্মণস্য, বিজানতঃ") ইত্যাদি বাক্যে সন্ন্যাসবিধি আছে। কিন্তু—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥কঠ০। বল্লী ২।মং ২৩॥

যে ব্যক্তি দুরাচার হইতে বিরত হয় নাই, যাহার শান্তি নাই, যাহার আত্মা যোগী নহে এবং যাহার মন শান্ত নহে, সে ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও প্রজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না। অতএব :—

যচ্ছেদ্বাঙ্ মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেদ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥

কঠ০। বল্লী ৩। মং ১৩॥

বুদ্ধিমান্ সন্ন্যাসী বাক্য ও মনকে অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া জ্ঞান ও আত্মাতে যুক্ত করিবে এবং সেই জ্ঞান-স্বাত্মাকে পরমাত্মায় নিয়োজিত করিবে। আর সেই বিজ্ঞানকে শান্তস্বরূপ আত্মাতে স্থির করিবে।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥মুণ্ড০। খ০ ২। মং ১২॥

সমস্ত লৌকিক ভোগকে কর্ম্মদ্বারা সঞ্চিত দেখিয়া ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সন্ন্যাসী বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। কারণ অকৃত অর্থাৎ যিনি কাহারও দ্বারা সৃষ্ট হন নাই, সেই পরমাত্মাকে কৃত অর্থাৎ কেবল কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব অর্পণার্থ কিছু হস্তে লইয়া বেদবিৎ ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট বিজ্ঞানের জন্য গমন করিয়া সকল সংশয় নিবৃত্ত করিবে কিন্তু এই সব লোকদিগের সংসর্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে :—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ১ ॥
অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতর্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎকর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ২ ॥

মুণ্ড০। খ০ ২। মং ৮। ৯॥

যাহারা অবিদ্যার মধ্যে ক্রীড়া করে এবং আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত মনে করে, তাহারা নীচ গতি প্রাপ্ত হয়। সেই মূঢ়গণ, অন্ধ যেমন অন্ধের পশ্চাতে যাইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, সেইরূপ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে॥ ১॥ যে সকল

বালবুদ্ধি বহুধা অবিদ্যায় রত থাকিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করে, যাহারা কেবল কর্ম্মকাণ্ডে রত থাকে, তাহারা আসক্তি বশতঃ মোহগ্রস্ত হইয়া জানিতে ও জানাইতে পারে না। তাহারা আতুর হইয়া জন্মমরণরূপ দুঃখে নিমগ্ন থাকে ॥ ২ ॥ অতএব—

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সংন্যাসযোগাদ্‌যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতা পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥

মুণ্ড০। খ০ ২। ম০ ৬ ॥

যাঁহারা বেদান্ত অর্থাৎ পরমেশ্বরপ্রতিপাদক বেদমন্ত্রের অর্থজ্ঞান এবং তদনুকূল আচারে দৃঢ় নিশ্চয় এবং যাঁহারা সন্ন্যাস যোগ দ্বারা শুদ্ধান্তকরণ সন্ন্যাসী হন, তাঁহারা পরমেশ্বরে মুক্তিসুখ প্রাপ্ত হইয়া ভোগের পর মুক্তিসুখের সীমা শেষ হইলে সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায় সংসারে আগমন করেন। মুক্তি ব্যতীত দুঃখের নাশ হয় না। কারণ ঃ—

ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাবসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ॥ ছান্দো০। (প্র০ ৮। খং ১২) ॥

যে দেহধারী সে কখনও সুখ দুঃখপ্রাপ্তি হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না। যখন অশরীরী জীবাত্মা শুদ্ধ হইয়া মুক্তি অবস্থায় সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বরের সহিত অবস্থান করে, তখন তাহার সাংসারিক সুখদুঃখ থাকেনা। এইজন্য—

পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ
ব্যুত্থায়াথভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি ॥

শত০ কা০ ১৪। (প্র০ ৫। ব্রা০ ২। ক০ ১) ॥

সাংসারিক খ্যাতি বা লাভ, ঐশ্বর্য্যজনিত ভোগ, সম্মান এবং পুত্রাদির মোহ হইতে দূরে থাকিয়া সন্ন্যাসিগণ ভিক্ষুক হইয়া দিবারাত্র মোক্ষসাধনে তৎপর থাকিবে।

প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং তস্যাং সর্ব্ববেদসং হুত্বা ব্রাহ্মণঃ
প্রব্রজেৎ ॥১॥ যজুর্ব্বেদ-ব্রাহ্মণে ॥
প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদসদক্ষিণাম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ ॥ ২ ॥

যো দত্বা সর্ব্বভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ।
তস্য তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৩॥মনু॰ (৬।৩৮, ৩৯)॥

প্রজাপতি অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রাপ্তির জন্য ইষ্টি অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়া তাহাতে যজ্ঞোপবীত শিখাদি চিহ্ন পরিত্যাগ করিবে। আহবনীয়াদি পাঁচ অগ্নিতে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান এবং সমান—এই পঞ্চ প্রাণ আরোপণ করিয়া ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সন্ন্যাসী হইবেন ॥ ১ ॥ ২ ॥

যিনি সর্ব্বভূত অর্থাৎ প্রাণিমাত্রকে অভয়দানপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সন্ন্যাসী হন সেই ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রকাশিত বেদোক্ত ধর্ম্ম ও বিদ্যার উপদেশক সন্ন্যাসী আলোকময় অর্থাৎ মুক্তির আনন্দস্বরূপ লোক প্রাপ্ত হন।

(প্রশ্ন)—সন্ন্যাসীদের ধর্ম্ম কি? (উত্তর)—পক্ষপাতবিহীন ন্যায়াচরণ, সত্যগ্রহণ, অসত্যবর্জ্জন, ঈশ্বরের বেদোক্ত আজ্ঞাপালন, পরোপকার এবং সত্যভাষণাদি লক্ষণযুক্ত ধর্ম্ম সকল আশ্রমবাসীরই অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেরই একরূপ। কিন্তু সন্ন্যাসীর বিশেষ ধর্ম্ম এই :—

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥ ১ ॥
ক্রুদ্ধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ।
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাঞ্চ ন বাচমনৃতাং বদেৎ ॥ ২ ॥
অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ ॥ ৩ ॥
ক্লৃপ্তকেশনখশ্মশ্রুঃ পাত্রী দণ্ডী কুসম্ভবান্।
বিচরেন্নিয়তো নিত্যং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্ ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েণ চ।
অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ৫ ॥
দূষিতোঽপি চরেদ্ধর্ম্মং যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণম্ ॥ ৬ ॥
ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বুপ্রসাদকম্।
ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি ॥ ৭ ॥

প্রাণায়ামা ব্রাহ্মণস্য ত্রয়োঽপি বিধিবৎ কৃতাঃ।
ব্যাহৃতিপ্রণবৈর্যুক্তা বিজ্ঞেয়ং পরমন্তপঃ ॥ ৮ ॥
দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ ॥ ৯ ॥
প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ॥ ১০ ॥
উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয়ামকৃতাত্মভিঃ।
ধ্যানযোগেন সংপশ্যেদ্ গতিমস্যান্তরাত্মনঃ ॥ ১১ ॥
অহিংসয়েন্দ্রিয়াসঙ্গৈ র্বৈদিকৈশ্চৈব কর্ম্মভিঃ।
তপসশ্চরণৈশ্চোগ্রৈঃ সাধয়ন্তীহ তৎপদম্ ॥ ১২ ॥
যদা ভাবেন ভবতি সর্ব্বভাবেষু নিস্পৃহঃ।
তদা সুখমবাপ্নোতি প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্ ॥ ১৩ ॥
চতুর্ভিরপি চৈ বৈ তৈর্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশ লক্ষণকো ধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৪ ॥
ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ১৫ ॥
অনেন বিধিনা সর্ব্বাংস্ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ শনৈঃ শনৈঃ।
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্মুক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে ॥ ১৬ ॥

মনু০ অ০ ৬। (৪৬।৪৮।৪৯।৫২।৬০।৬৬।৬৭।৭০।৭১।৭২।৭৩।৭৫।৮০।৯১।৯২।৮১) ॥

পথে গমনকালে সন্ন্যাসী ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত না করিয়া নিম্নে ভূমির উপর দৃষ্টি রাখিবে। সর্ব্বদা বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া জলপান করিবে, নিরন্তর সত্যই বলিবে এবং সর্ব্বদা মনে মনে বিচার করিয়া সত্যগ্রহণ ও অসত্য বর্জ্জন করিবে ॥১॥ কোন স্থানে উপদেশ অথবা কথোপথন কালে কেহ সন্ন্যাসীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে, অথবা তাহার নিন্দা করিলে, তৎপ্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া তাহার কল্যাণার্থ উপদেশ প্রদান করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য। মুখের এক, নাসিকার দুই, চক্ষুর দুই এবং কর্ণের দুই রন্ধ্রে বিকীর্ণ বাণীকে কোন কারণে মিথ্যা করিবে না ॥ ২ ॥ স্বীয় আত্মা এবং পরমাত্মাতে স্থির নিরপেক্ষ থাকিয়া মদ্য মাংসাদি বর্জ্জন পূর্ব্বক, আত্মারই সাহায্যে সুখার্থী হইয়া ইহ সংসারে ধর্ম্মোন্নতি

ও বিদ্যোন্নতিজনক উপদেশার্থ সর্ব্বদা পর্য্যটন করিতে থাকিবে ॥ ৩ ॥ কেশ-নখ ছেদন এবং শ্মশ্রু ও গুম্ফ মুণ্ডিত করিবে, সুন্দর পাত্র ও দণ্ড ধারণ ও কুসুম্ভ প্রভৃতি দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নিশ্চিতাত্মা হইয়া ও কোন প্রাণীকে কষ্ট না দিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিবে ॥ ৪ ॥ ইন্দ্রিয়সমূহকে অধর্ম্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল প্রাণীর প্রতি নির্ব্বৈর থাকিয়া মোক্ষের জন্য সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে থাকিবে ॥ ৫ ॥ কেহ সংসারে নিন্দা বা স্তুতি করিলে সন্ন্যাসী সকল আশ্রমস্থ মনুষ্য ও সকল প্রাণীর প্রতি পক্ষপাতশূন্য হইয়া স্বয়ং ধর্ম্মাত্মা হইতে এবং অপরকে ধর্ম্মাত্মা করিতে চেষ্টা করিবে। সন্ন্যাসী মনে মনে নিশ্চিত রূপে জানিবে যে, দণ্ড, কমণ্ডলু এবং কাষায় বস্ত্র প্রভৃতি চিহ্ন-ধারণ ধর্ম্মের কারণ নহে। মনুষ্যদিগকে সত্যোপদেশ ও বিদ্যাদান দ্বারা উন্নতি করাই সন্ন্যাসীর প্রধান কর্ত্তব্য ॥ ৬ ॥ যদিও নির্ম্মলীবৃক্ষের ফল পেষণ করিয়া অপরিষ্কৃত জলে নিক্ষেপ করিলে জল পরিষ্কৃত হয়, তবুও উহা নিক্ষেপ না করিলে মাত্র উহার নাম উচ্চারণ বা শ্রবণ দ্বারা জল পরিষ্কৃত হইতে পারে না ॥ ৭ ॥ অতএব ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য এই যে, তিনি ওঙ্কার সহিত সপ্তব্যাহৃতি দ্বারা বিধিপূর্ব্বক যথাশক্তি প্রাণায়াম করিবেন। কিন্তু কখনও তিনটির কম প্রাণায়াম করা উচিত নহে। ইহাই সন্ন্যাসীর পরম তপস্যা ॥ ৮ ॥ যেমন অগ্নিতে উত্তপ্ত অথবা দ্রবীভূত করিলে ধাতুর মল নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ প্রাণের নিগ্রহ দ্বারা মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের দোষ ভস্মীভূত হয়। ৯ ॥ অতএব সন্ন্যাসিগণ প্রত্যহ প্রাণায়াম দ্বারা আত্মা, অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয় সমূহের দোষ, ধারণার দ্বারা পাপ, প্রত্যাহার দ্বারা সঙ্গদোষ এবং ধ্যান দ্বারা অনীশ্বর গুণ অর্থাৎ হর্ষ, শোক এবং অবিদ্যাদি জীবের দোষ ভস্মীভূত করিবেন। ১০ ॥ এই ধ্যানযোগ দ্বারা অযোগী ও অবিদ্বান্‌দিগের পক্ষে দুর্জ্ঞেয় ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল পদার্থে পরমাত্মার যে ব্যাপ্তি এবং নিজ আত্মা ও অন্তর্য্যামী পরমাত্মার যে গতি তাহা দর্শন করিবেন। ১১ ॥ পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীই প্রাণীদিগের প্রতি নির্ব্বৈর ভাব, ইন্দ্রিয়-বিষয় বর্জ্জন, বেদোক্ত কর্ম্ম এবং অত্যুগ্র তপশ্চর্য্যা দ্বারা সংসারে মোক্ষপদ লাভ করিতে ও করাইতে পারেন, অন্য কেহ পারে না। ১২ ॥ যখন সন্ন্যাসী সকল ভাবে অর্থাৎ সকল পদার্থে নিস্পৃহ, নিরাকাঙ্ক্ষ এবং আভ্যন্তরিক ও বাহ্য ব্যবহারে পবিত্র থাকেন, তখনই এই দেহে ও মরণান্তে নিরন্তর সুখ প্রাপ্ত হন। ১৩ ॥ অতএব ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী যত্নসহকারে নিম্নলিখিত দশলক্ষণান্বিত ধর্ম্ম পালন করিবে। ১৪ ॥—

প্রথম লক্ষণ—(ধৃতি) সর্ব্বদা ধৈর্য্য অবলম্বন করা ; দ্বিতীয়—(ক্ষমা) নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান এবং হানি-লাভাদি দুঃখের মধ্যেও সহিষ্ণু থাকা ; তৃতীয়—(দম) মনকে সর্ব্বদা ধর্ম্মে রত এবং অধর্ম্ম হইতে বিরত রাখা অর্থাৎ পাপকর্ম্ম করিবার ইচ্ছাও মনে উদিত না হওয়া ; চতুর্থ—(অস্তেয়) চৌর্য্যত্যাগ অর্থাৎ অনুমতি ব্যতীত ছল, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা বা অন্য কোন কার্য্য বা বেদবিরুদ্ধ উপদেশ দ্বারা পরস্বগ্রহণ করাকে চৌর্য্য বলে এবং চৌর্য্য পরিত্যাগ করাকেই সাহুকারী বলে, পঞ্চম—(শৌচ) রাগ, দ্বেষ এবং পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের এবং জল ও মৃত্তিকা মার্জ্জনাদি দ্বারা বাহিরের পবিত্রতা রক্ষা করা ; ষষ্ঠ—(ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) ইন্দ্রিয়সমূহকে অধর্ম্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে নিয়োজিত রাখা ; সপ্তম—(ধীঃ) মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য বুদ্ধি-নাশক পদার্থ, কুসংসর্গ, আলস্য এবং প্রমাদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট পদার্থ সেবন এবং সৎসঙ্গ ও যোগাভ্যাস দ্বারা বুদ্ধির উন্নতি সাধন ; অষ্টম—(বিদ্যা) পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থের যথার্থ জ্ঞান এবং ঐ সকল পদার্থ হইতে যথোচিত উপকার গ্রহণ ; আত্মায় অর্থাৎ যেরূপ মনে সেইরূপ, মনে যেরূপ বাক্যে সেইরূপ এবং বাক্যে যেরূপ কর্ম্মে সেইরূপে সত্য আচরণ করাকে বিদ্যা বলে, তদ্বিপরীত অবিদ্যা ; নবম—(সত্য) যে পদার্থ যেরূপ তাহাকে সেইরূপ মনে করা, সেইরূপ বলা এবং সেইরূপ করা ; দশম—(অক্রোধ) ক্রোধাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়া শান্তি প্রভৃতি গুণগ্রহণ—এই সকল ধর্ম্মের লক্ষণ। এই দশ লক্ষণবিশিষ্ট পক্ষপাত রহিত, ন্যায়াচরণরূপ ধর্ম্ম-পালন চারি আশ্রমবাসীরই কর্ত্তব্য। এই বেদোক্ত ধর্ম্মানুসারে স্বয়ং চলা এবং অপরকেও বুঝাইয়া চালিত করা সন্ন্যাসীদের বিশেষ ধর্ম্ম। ১৫ ॥ সন্ন্যাসী এইরূপে ধীরে ধীরে সমস্ত সঙ্গদোষ পরিত্যাগ করিয়া এবং হর্ষ শোকাদি দ্বন্দ্ববিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মেই অবস্থিত হন। গৃহস্থ প্রভৃতি সকল আশ্রমীকে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার সম্বন্ধে সত্য নিশ্চয় করা এবং অধর্ম্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত ও সকল সংশয় ছিন্ন করিয়া সত্য ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত করা সন্ন্যাসীদের প্রধান কর্ত্তব্য ॥ ১৬ ॥

(প্রশ্ন)—সন্ন্যাসগ্রহণ কি কেবল ব্রাহ্মণেরই ধর্ম্ম না ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরও ধর্ম্ম ? (উত্তর)—ব্রাহ্মণেরই অধিকার, কারণ সকল বর্ণের মধ্যে যিনি পূর্ণ বিদ্বান্, ধার্ম্মিক এবং পরোপকারপ্রিয় ব্যক্তি তাঁহারই নাম ব্রাহ্মণ। পূর্ণ বিদ্যা, ধর্ম্ম, পরমেশ্বরে নিষ্ঠা এবং বৈরাগ্য ব্যতীত সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সংসারের বিশেষ

উপকার হইতে পারে না। এইজন্য জনশ্রুতি আছে যে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরই সন্ন্যাসে অধিকার, অন্যের নহে। মনুরও এই প্রমাণ আছে :—

এষ বোঽভিহিতো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্য চতুর্ব্বিধঃ।
পুণ্যোঽক্ষয়ফলঃ প্রেত্য রাজধর্ম্মান্ নিবোধত ॥

মনু০ (৬। ৯৭)॥

মনুমহারাজ বলিতেছেন, "হে ঋষিগণ! এই চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রম পালন করা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। বর্ত্তমানে পুণ্যস্বরূপ এবং দেহত্যাগের পর মুক্তিস্বরূপ অক্ষয় আনন্দপ্রদ এই সন্ন্যাসধর্ম্ম। ইহার পর আমার নিকট রাজধর্ম্ম শ্রবণ কর"। এতদ্দারা সিদ্ধ হইল যে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণেরই সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতির জন্য ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম।

(প্রশ্ন)—সন্ন্যাসগ্রহণের প্রয়োজন কি? (উত্তর)—শরীরের মধ্যে যেমন মস্তকের প্রয়োজন, সেইরূপ আশ্রমসমূহের মধ্যেও সন্ন্যাসের প্রয়োজন। কারণ সন্ন্যাস ব্যতীত কখনও বিদ্যোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতি হইতে পারে না। অন্যান্য আশ্রমে বিদ্যাভ্যাস, গৃহকৃত্য এবং তপশ্চর্য্যাদি থাকা বশতঃ অবসর অতি অল্পই থাকে। পক্ষপাত পরিত্যাগপূর্ব্বক কার্য্য করা অন্য আশ্রমবাসীর পক্ষে দুষ্কর। সন্ন্যাসী যেমন সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া জগতের উপকার করেন সেইরূপ অন্য কোন আশ্রমবাসী করিতে পারে না। কারণ সত্যবিদ্যা দ্বারা পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে সন্ন্যাসীর যতদূর অবকাশ থাকে, অন্য কোন আশ্রমবাসীর ততদূর থাকে না। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাসী হইয়া সত্যোপদেশ দ্বারা জগতের যেমন উন্নতি করা যায়, গৃহস্থ অথবা বানপ্রস্থ আশ্রমের পর সন্ন্যাসী হইলে সেইরূপ করা যায় না। (প্রশ্ন)—সন্ন্যাস গ্রহণ করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ। কারণ, মনুষ্যসংখ্যাবৃদ্ধি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। গৃহাশ্রম না করিলে সন্তানও জন্মে না। যদি সন্ন্যাস আশ্রমই মুখ্য হয় এবং সকলে তাহা অবলম্বন করে, তবে মনুষ্যের মূলোচ্ছেদ হইবে। (উত্তর)—আচ্ছা, বিবাহ করিয়াও অনেকের সন্তান জন্মে না, অথবা জন্মিলেও শীঘ্র নষ্ট হয়। তাহাও কি তবে ঈশ্বরের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ হইল? যদি বল, "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ"। ইহা কোন কবির উক্তি। অর্থ—চেষ্টা সত্ত্বেও কার্য্যসিদ্ধি না হইলে দোষ কি? অর্থাৎ কোন দোষ নাই। তাহা হইলে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি গৃহাশ্রমে বহু সন্তান জন্মে এবং তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ ও বিবাদ করিয়া

মরে তবে কতদূর অনিষ্ট হইয়া থাকে! ভুল বুঝিবার জন্য অনেক স্থলে বিবাদ হইয়া থাকে। সন্ন্যাসী এক বেদোক্ত ধর্ম্মের উপদেশ প্রভাবে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি উৎপাদন করিলে লক্ষ লক্ষ মনুষ্য রক্ষা পাইবে এবং সহস্র সহস্র গৃহস্থের সমানসংখ্যক মনুষ্য বৃদ্ধি হইবে। আর সকল মনুষ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেই পারে না। কারণ সর্ব্বসাধারণের বিষয়াসক্তি কখনও দূর হয় না। সন্ন্যাসীর উপদেশ অনুসারে যাঁহারা ধার্ম্মিক হন, তাঁহারা যেন সন্ন্যাসীর পুত্র তুল্য।

(প্রশ্ন)—সন্ন্যাসিগণ বলিয়া থাকেন "আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই। অন্ন বস্ত্র পাইয়া আনন্দে থাকিব। অবিদ্যারূপী সংসার লইয়া মাথা ঘামাইব কেন? নিজকে ব্রহ্ম মানিয়া সন্তুষ্ট থাকিব এবং কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকেও উপদেশ দিব যে, তুমিও ব্রহ্ম, তোমাকে পাপপুণ্য কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ শীতোষ্ণ শরীরের, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রাণের এবং সুখদুঃখ মনের ধর্ম্ম। জগৎ মিথ্যা এবং জগতের যাবতীয় ব্যবহারও কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা। সুতরাং তাহাতে আবদ্ধ হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। পাপপুণ্য যাহা কিছু সব দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম, আত্মার নহে"। ইঁহারা এই সকল উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু আপনি কিছু বিলক্ষণ সন্ন্যাসধর্ম্ম বলিতেছেন। এক্ষণে কাহার কথা সত্য এবং কাহার কথা মিথ্যা মানিব?

(উত্তর)—সৎকর্ম্মও কি তাহাদের কর্ত্তব্য নহে? দেখ, মনু লিখিয়াছেন, "বৈদিকৈশ্চৈবকর্ম্মভিঃ" অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্ম যাহা ধর্ম্মসঙ্গত সত্য কর্ম্ম, তাহা সন্ন্যাসীদিগেরও অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসীরা কি গ্রাসাচ্ছাদনাদি কর্ম্মও পরিত্যাগ করিতে পারে? যদি এই সকল পরিত্যাগ করা না যায়, তবে উত্তম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তাঁহারা কি পতিত ও পাপী হইবে না? যদি তাহারা গৃহস্থদিগের নিকট হইতে অন্নবস্ত্রাদি গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের কোন প্রত্যুপকার না করে তবে কি তাহারা মহাপাপী হইবে না? যেমন চক্ষু দ্বারা দর্শন এবং কর্ণ দ্বারা শ্রবণ না হইলে চক্ষু কর্ণ বৃথা সেইরূপ সত্যোপদেশ ও বেদাদি সত্যশাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচার না করিলে সন্ন্যাসীরা জগতে বৃথা ভারস্বরূপ হইয়া থাকে। আর যে "অবিদ্যারূপী সংসারে মাথা ঘামান" ইত্যাদি কথা লেখা ও বলা হয়, যাহারা এইরূপ উপদেশ প্রদান করে তাহারা স্বয়ং মিথ্যারূপ পাপের বৃদ্ধিকারী পাপী। শরীরাদি দ্বারা যে সকল কর্ম্ম করা হয় ঐ সকল আত্মারই কর্ম্ম এবং ঐ সকলের ফলভোগীও আত্মা। যাহারা জীবকে ব্রহ্ম বলে, তাহারা অবিদ্যারূপ নিদ্রায় নিদ্রিত। কারণ জীব একদেশী ও অল্পজ্ঞ কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বজ্ঞ। ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং মুক্ত

স্বভাব। জীব কখনও বদ্ধ, কখনও মুক্ত থাকে। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তাঁহার কখনও অবিদ্যা অথবা ভ্রম হইতে পারে না। কিন্তু জীবের কখনও বিদ্যা কখনও অবিদ্যা হইয়া থাকে। ব্রহ্ম কখনও জন্ম-মরণ জনিত দুঃখ প্রাপ্ত হন না, কিন্তু জীব তাহা প্রাপ্ত হয়। অতএব তাহাদের ঐ সকল উপদেশ মিথ্যা।

(প্রশ্ন)—সন্ন্যাসী সর্ব্বকর্ম্মবিনাশী। তিনি অগ্নি ও ধাতু স্পর্শ করেন না। ইহা কি সত্য? (উত্তর)—না। "সম্যঙ্ নিত্যমাস্তে যস্মিন্ যদ্ বা সম্যঙ্ ন্যস্যন্তি দুঃখানি কর্ম্মাণি যেন স সন্ন্যাসঃ স প্রশস্তো বিদ্যতে যস্য স সন্ন্যাসী" যাহা ব্রহ্মে আছে এবং যদ্দ্বারা দুষ্ট কর্ম্মসমূহ পরিত্যক্ত হয় যিনি সেই উত্তম স্বভাববিশিষ্ট, তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলে। অতএব যিনি উত্তম কর্ম্ম করেন এবং কুকর্ম্ম সমূহের নাশ করেন, তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলে।

(প্রশ্ন)—গৃহস্থও অধ্যাপনা ও উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে, তবে সন্ন্যাসীর প্রয়োজন কি? (উত্তর)—সকল আশ্রমবাসীই সত্যোপদেশ দান করিবে এবং শুনিবে। কিন্তু সন্ন্যাসীর যতদূর অবকাশ এবং পক্ষপাতশূন্যতা থাকে, গৃহস্থের ততদূর থাকে না। অবশ্য যাঁহারা ব্রাহ্মণ তাঁহাদের মধ্যে পুরুষেরা পুরুষদিগকে এবং স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীলোকদিগকে সত্যোপদেশ ও বিদ্যাদান করিবেন। ভ্রমণের অবকাশ সন্ন্যাসীর যতদূর থাকে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতির কখনও ততদূর থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণ বেদবিরুদ্ধ আচরণ করিলে সন্ন্যাসী তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। অতএব সন্ন্যাস থাকা উচিত।

(প্রশ্ন)—"একরাত্রিং বসেৎ গ্রামে" ইত্যাদি বচনানুসারে সন্ন্যাসী কোন স্থানে কেবল মাত্র একরাত্রি বাস করিতে পারেন। অধিককাল বাস করা উচিত নহে। (উত্তর)—একথাটি কিয়দংশে উত্তম। সন্ন্যাসী এক স্থানে বাস করিলে জগতের অধিক উপকার হইতে পারে না তাহাতে স্থান বিশেষের প্রতি আসক্তি এবং রাগদ্বেষ অধিক হয়। কিন্তু যদি এক স্থানে থাকিলে বিশেষ উপকার হয় তবে থাকিবে। উদাহরণ স্বরূপ জনক রাজার ভবনে পঞ্চশিখ প্রভৃতি এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও বহু বৎসর ধরিয়া বাস করিতেন। আর এক স্থানে থাকিবে না, ইহা আধুনিক ভণ্ড সাম্প্রদায়িকগণ রচনা করিয়াছে। কারণ সন্ন্যাসী কোন এক স্থানে অধিকদিন থাকিলে তাহাদের ছল-চাতুরী ধরা পড়িবে, অধিক বৃদ্ধি পাইবে না। (প্রশ্ন)—

যতীনাং কাঞ্চনং দদ্যাত্তাম্বূলং ব্রহ্মচারিণাম্।
চৌরাণামভয়ং দদ্যাৎ স নরো নরকং ব্রজেৎ॥

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, সন্ন্যাসীকে সুবর্ণ দান করিলে দাতা নরকগামী হইবে। (উত্তর)—ইহাও বর্ণাশ্রমবিরোধী, সাম্প্রদায়িক ও স্বার্থপর পৌরাণিকদিগেরই কল্পিত। কারণ সন্ন্যাসী ধন প্রাপ্ত হইলে তাহাদের মতকে খণ্ডন করিবেন, তাহাতে তাহাদের ক্ষতি হইবে, আর সন্ন্যাসী তাহাদের অধীনে থাকিবেন না। ভিক্ষাদান প্রভৃতি তাহাদের অধীনে থাকিলে সন্ন্যাসী শঙ্কিত থাকিবেন। যদি মূর্খ ও স্বার্থপরদিগকে দান দেওয়া উত্তম মনে করা হয়, তবে বিদ্বান্ ও পরোপকারী সন্ন্যাসীদিগকে দান করিলে কোন দোষ হইতে পারে না। দেখ, মনু বলিতেছেন :—

বিবিধানি চ রত্নানি বিবিক্তেষূপপাদয়েৎ।

নানাবিধ রত্ন ও সুবর্ণ প্রভৃতি ধন (বিবিক্ত) অর্থাৎ সন্ন্যাসীকে দান করিবে। অপিচ পূর্ব্বোক্ত শ্লোক ব্যর্থ। কারণ তদনুসারে সন্ন্যাসীকে সুবর্ণদান করিলে যজমান নরকে যাইবে কিন্তু রৌপ্য, মুক্তা, হীরা প্রভৃতি দান করিলে স্বর্গে যাইবে।

(প্রশ্ন)—পণ্ডিত মহাশয় এই শ্লোকপাঠে ভুল করিয়াছেন। ইহা এইরূপ হইবে, "যতিহস্তে ধনং দদ্যাৎ", অর্থাৎ যে ব্যক্তি সন্ন্যাসীর হস্তে ধন দেয় সে নরকে যায়। (উত্তর)—এই বচনও মূর্খদের কপোল কল্পিত। কারণ যদি হস্তে দান করিলে দাতা নরকে যাইবে তবে পায়ের উপর অথবা গাঁঠরী বাঁধিয়া দিলে স্বর্গে যাইবে, এইরূপ কল্পনা মানিবার যোগ্য নহে। অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, যদি সন্ন্যাসী যোগক্ষেম অপেক্ষা অধিক ধন রাখে, তবে তাহারা তস্করাদি দ্বারা উৎপীড়িত মোহগ্রস্তও হইবে কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি কখনও অনুচিত ব্যবহার করেন না এবং মোহগ্রস্তও হন না। কারণ, তাঁহারা গৃহাশ্রমে অথবা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সমস্ত ভোগ করিয়া অথবা দেখিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহারা পূর্ণ বৈরাগ্যবান্ বলিয়া কখনও কোন বিষয়ে আসক্ত হন না।

(প্রশ্ন)—লোকে বলে যে, শ্রাদ্ধে যদি সন্ন্যাসী আসে ও যদি তাহাকে ভোজন করান যায় তবে শ্রাদ্ধানুষ্ঠাতার পিতৃপুরুষগণ পলায়ন করেন এবং নরকে পতিত হন। (উত্তর)—প্রথমতঃ মৃত পিতরগণের আগমন এবং অনুষ্ঠিত

শ্রাদ্ধকে তাঁহাদের নিকট পৌঁছান অসম্ভব। বেদ ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া ইহা মিথ্যা। ইহা ছাড়া যখন আগমনই হইল না, তখন তাহারা পলাইয়া গেল কিরূপে ? যখন পরমেশ্বরের ব্যবস্থায় পাপপুণ্যানুসারে জীবগণ মৃত্যুর পর জন্মলাভ করে তখন তাহাদের আগমন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? অতএব ইহাও উদরপরায়ণ পৌরাণিক ও বৈরাগীদিগের মিথ্যা কল্পনা। অবশ্য ইহা সত্য যে, যে স্থানে সন্ন্যাসী গমন করেন, সে স্থানে বেদাদিশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া এই মৃতক শ্রাদ্ধের ছল প্রতারণা দূরে পলায়ন করে। (প্রশ্ন)—ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ করা ও চলা কঠিন কার্য্য। কাম নিরোধ করাও কষ্টসাধ্য। অতএব গৃহাশ্রম ও বানপ্রস্থ আশ্রম সমাপ্ত করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় সন্ন্যাসগ্রহণ করা শ্রেয়ঃ। (উত্তর)—যিনি সন্ন্যাসপালনে ও ইন্দ্রিয়নিরোধে অসমর্থ, তিনি ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন না। কিন্তু যিনি সমর্থ, তিনি গ্রহণ করিবেন না কেন ? যিনি বিষয়ভোগের দোষ ও বীর্য্যসংরক্ষণের গুণ জানেন, তিনি কখনও তাহাতে আসক্ত হন না। তাঁহার বীর্য্য বিচাররূপ অগ্নির ইন্ধন সদৃশ, অর্থাৎ তাহাতেই ব্যয়িত হইয়া যায়। রোগীর জন্যই চিকিৎসক ও ঔষধের প্রয়োজন, নীরোগের জন্য নহে। বিদ্যোন্নতি, ধর্ম্মোন্নতি জগতের উপকার সাধন যে পুরুষ বা নারীর উদ্দেশ্যে, তিনি বিবাহ করিবেন না। পঞ্চশিখ প্রভৃতি পুরুষ এবং গার্গী প্রভৃতি নারী এইরূপ ছিলেন। অতএব যাঁহারা অধিকারী, তাঁহারা সন্ন্যাসী হইবেন। অনধিকারী সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে নিজেও ডুবিবেন এবং অপরকেও ডুবাইবেন। যেমন "সম্রাট্" চক্রবর্ত্তী রাজা, সেইরূপ সন্ন্যাসী "পরিব্রাট্"। প্রত্যুত রাজা স্বদেশে অথবা নিজ আত্মীয় স্বজনদিগের মধ্যে সম্মানিত হইয়া থাকেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর সর্ব্বত্র সম্মানলাভ হইয়া থাকে।

বিদ্বত্ত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে ॥ ১ ॥

ইহা চাণক্য নীতিশাস্ত্রের শ্লোক—বিদ্বান্ এবং রাজা কখনও সমান হইতে পারেন না। কারণ রাজা কেবল নিজ রাজ্যেই মানসম্মান প্রাপ্ত হন কিন্তু বিদ্বানের সম্মান ও খ্যাতি প্রতিপত্তি সর্ব্বত্র। সুতরাং বিদ্যাভ্যাস, সুশিক্ষাগ্রহণ এবং বলবান্ হওয়ার জন্য ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম ; সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানের জন্য গৃহস্থাশ্রম ; বিচার, ধ্যান, বিজ্ঞান ও তপশ্চরণের জন্য বানপ্রস্থাশ্রম এবং বেদাদি সত্যশাস্ত্রের প্রচার, ধর্ম্মাচরণ গ্রহণ, দুষ্ট ব্যবহার বর্জ্জন, সত্যোপদেশ প্রদান এবং সকলের

সংশয় দূরীকরণ ইত্যাদির জন্য সন্ন্যাস আশ্রম। কিন্তু যে সকল সন্ন্যাসী সত্যোপদেশ দান প্রভৃতি সন্ন্যাসের মুখ্য ধর্ম্ম পালন করে না, তাহারা পতিত ও নরকগামী হয়। অতএব সত্যোপদেশ দান, সংশয় নিরাকরণ, বেদাদি সত্যশাস্ত্রের অধ্যাপন এবং যত্ন পূর্ব্বক বেদোক্ত ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা জগতের উন্নতি সাধন সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য।

(প্রশ্ন)—সন্ন্যাসী ছাড়া বৈরাগী, গোঁসাই এবং খাকী প্রভৃতি সন্ন্যাস আশ্রমে পরিগণিত হইবে কিনা? (উত্তর)—না। কারণ তাহাদের মধ্যে সন্ন্যাসের একটি লক্ষণও নাই। তাহারা বেদবিরুদ্ধ মার্গে চলে এবং বেদ অপেক্ষা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের আচার্য্যদিগের বাক্যকেই অধিক মান্য করে। তাহারা নিজ নিজ মতেরই প্রশংসা করে এবং মিথ্যা প্রপঞ্চে আবদ্ধ হইয়া স্বার্থের জন্য অপরকেও স্ব স্ব মতে আবদ্ধ করে। সংশোধনের কথা দূরে থাকুক তৎপরিবর্ত্তে তাহারা সংসারকে বিভ্রান্ত করাইয়া অধোগতি প্রাপ্ত করায় ও স্বীয় প্রয়োজন সিদ্ধ করে। এই কারণে ইহাদিগকে সন্ন্যাস আশ্রমে গণনা করা যাইতে পারেনা। কিন্তু ইহারা যে পাকা স্বার্থাশ্রমী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা স্বয়ং ধর্ম্মপথে চলেন এবং সমস্ত সংসারকে চালিত করেন, যাঁহারা নিজে ও সব জগৎকে ইহলোক অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্মে এবং পরলোকে অর্থাৎ পরজন্মে স্বর্গ অর্থাৎ সুখভোগ করেন ও সুখভোগ করান, সেই সব ধর্ম্মাত্মারাই সন্ন্যাসী ও মহাত্মা। সন্ন্যাস আশ্রমের শিক্ষা বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইল। অতঃপর রাজধর্ম্ম এবং প্রজাধর্ম্ম বিষয় লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসাশ্রমবিষয়ে পঞ্চমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥

অথ ষষ্ঠ সমুল্লাসারম্ভঃ

অথ রাজধর্ম্মান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ

রাজধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি যথাবৃত্তো ভবেন্নৃপঃ।
সম্ভবশ্চ যথা তস্য সিদ্ধিশ্চ পরমা যথা ॥ ১ ॥
ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি।
সর্ব্বস্যাস্য যথান্যায়ং কর্ত্তব্যং পরিরক্ষণম্ ॥২। মনু০ (৭।১—২)।

মনু মহারাজ ঋষিদিগকে বলিতেছেন, "চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের ব্যবহার বর্ণন করিবার পর রাজ-ধর্ম্ম বর্ণন করিব। রাজার যেরূপ হওয়া উচিত, সেইরূপ যাহাতে হওয়া সম্ভব হয়, এবং যাহাতে তাঁহার পরম সিদ্ধি লাভ হইতে পারে, তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্ণন করিতেছি" ॥ ১ ॥ ব্রাহ্মণ যেমন পরম বিদ্বান্ হইয়া থাকেন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উচিত তিনি সেইরূপ বিদ্বান্ ও সুশিক্ষিত হইয়া ন্যায়ানুসারে যথাবৎ রাজ্য রক্ষা করিবেন ॥ ২ ॥ রাজ্যরক্ষা প্রণালী এইরূপ ;—

ত্রীণি রাজানা বিদথে পুরূণি পরি বিশ্বানি ভূষথঃ সদাংসি।

ঋ০। ম০ ৩। সূ০ ৩৮। মং ৬।

ঈশ্বর উপদেশ করিতেছেন যে, (রাজানা) রাজা ও প্রজাবর্গ মিলিত হইয়া (বিদথে) সুখপ্রাপ্তি এবং বিজ্ঞানোন্নতিবিধায়ক ও রাজাপ্রজা বিষয়ক ব্যবহারে (ত্রীণি সদাংসি) তিন সভা অর্থাৎ বিদ্যার্য্য সভা, ধর্ম্মার্য্য সভা, এবং রাজার্য্য সভা গঠিত করিয়া (পুরূণি) বহুবিধ (বিশ্বানি) সমগ্র প্রজাসম্বন্ধীয় মনুষ্যাদি প্রাণিগণকে (পরিভূষথঃ) বিদ্যা, স্বাতন্ত্র্য, ধর্ম্ম, সুশিক্ষা এবং ধনাদিদ্বারা সর্ব্বপ্রকারে অলঙ্কৃত করিবেন।

তং সভা চ সমিতিশ্চ সেনা চ ॥ ১ ॥

অথর্ব্ব০। কাং ১৫। অনু০ ২। ব০ ৯। ম০ ২।

সভ্য সভাং মে পাহি যে চ সভ্যাঃ সভাসদঃ ॥ ২ ॥

অথর্ব্ব° । কা° ১৯ । অনু° ৭ । ব° ৫৫ । ম° ৬ ॥

(তম্) সেই রাজধর্ম্মকে (সভা চ) তিন সভা, (সমিতিশ্চ) সংগ্রামাদি ব্যবস্থা এবং (সেনা চ) সেনা মিলিত হইয়া পালন করিবে। ১॥ সভাসদ ও রাজার কর্ত্তব্য এই যে, রাজা সভাসদবর্গকে আজ্ঞা দিবেন, "(সভ্য) হে সভার যোগ্য প্রধান সভাসদ! তুমি (মে) আমার (সভাম্) সভার ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবস্থা (পাহি) পালন কর, এবং (যে চ) যাহারা (সভ্যাঃ) সভার উপযুক্ত (সভাসদঃ) সভাসদ, তাঁহারাও সভার ব্যবস্থা পালন করুন"। ২॥ ইহার অভিপ্রায় এই যে, কোন এক ব্যক্তিকে রাজ্যের স্বতন্ত্র অধিকার দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু রাজা যিনি সভাপতি, তাঁহার অধীন সভা, সভাধীন রাজা, প্রজাধীন রাজা ও সভা, এবং রাজসভাধীন প্রজাবর্গ থাকিবে। এইরূপ না হইলে—

রাষ্ট্রমেব বিশ্যাহন্তি তস্মাদ্রাষ্ট্রী বিশং ঘাতুকঃ। বিশমেব রাষ্ট্রায়াদ্যাং করোতি তস্মাদ্রাষ্ট্রী বিশমত্তি ন পুষ্টং পশুং মন্যত ইতি ॥

শত° । কা° । ১৩ । প্র° ২ । ব্রা° ৩ । (ক° ৭ । ৮) ।

রাজন্যবর্গ প্রজা হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থাকিলে (রাষ্ট্রমেব বিশ্যাহন্তি) রাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রজার নাশ করিতে থাকিবে। সেই কারণে একক রাজা স্বেচ্ছাচারী অথবা উন্মত্ত হইয়া (রাষ্ট্রী বিশং ঘাতুকঃ) প্রজানাশক হইয়া থাকে অর্থাৎ (বিশমেব রাষ্ট্রায়াদ্যাং করোতি) সেই রাজা প্রজাকে ভক্ষণ করে (অত্যন্ত পীড়ন করে)। অতএব কোন ব্যক্তিবিশেষকে রাজ্যে স্বাধীন করা উচিত নহে। যেমন সিংহ অথবা কোন মাংসাহারী, হৃষ্টপুষ্ট পশুকে বধ করিয়া ভক্ষণ করে, সেইরূপ (রাষ্ট্রী বিশমত্তি) স্বতন্ত্র রাজা প্রজা নাশ করে, অর্থাৎ কাহাকেও নিজ অপেক্ষা বলশালী হইতে দেয় না এবং ধনাঢ্যদিগকে লুণ্ঠন করিয়া ও অন্যায়-রূপে দণ্ড দিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে। এইজন্য :—

ইন্দ্রো জয়াতি ন পরা জয়াতা অধিরাজো রাজসু রাজয়াতৈ।

চর্কৃত্য ঈড্যো বন্দ্যশ্চোপসদ্যো নমস্যো ভবেহ ॥ ১ ॥

অথর্ব্ব° । কা° ৬ । অনু° ১০ । ব° ৯৮ । ম° ১ ॥

হে মনুষ্যগণ! যিনি (ইহ) সকল মনুষ্যের মধ্যে (ইন্দ্রঃ) পরমৈশ্বর্য্যবিধাতা, যিনি শত্রুদিগকে (জয়তি) জয় করিতে সমর্থ (ন পরাজয়াতৈ) শত্রুদিগের অপরাজেয়, (রাজসু) রাজন্যবর্গের মধ্যে (অধিরাজঃ) সর্ব্বোপরি বিরাজমান্ (রাজয়াতৈ) এবং প্রকাশমান্, যিনি (চকৃ‍র্ত্যঃ) সভাপতি হইবার বিশেষ উপযুক্ত, যিনি (ঈড্যঃ) প্রশংসনীয় গুণ-কর্ম্ম স্বভাববিশিষ্ট, (বন্দ্যঃ) সম্মাননীয় (চোপসদ্যঃ) সমীপে যাইবার এবং শরণ লইবার যোগ্য, (নমস্যঃ) সর্ব্বমান্য (ভব) হইবেন, তাঁহাকেই সভাপতি রাজা করিবে।

ইমন্দেবা অসপত্নঁ৺সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায় মহতে জ্যৈষ্ঠ্যায় মহতে জানরাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায় ॥ ১ ॥ যজু° ৯। ম° ৪০ ॥

হে (দেবাঃ) বিদ্বন্মণ্ডলী, রাজা ও প্রজাগণ! তোমরা (ইমম্) এইরূপ পুরুষকে (মহতে ক্ষত্রায়) মহান্ চক্রবর্ত্তী রাজ্যের জন্য, (মহতে জ্যৈষ্ঠ্যায়) সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ হইবার জন্য, (মহতে জানরাজ্যায়) মহান্ বিদ্বজ্জন পরিপূর্ণ রাজ্য পালন করিবার জন্য এবং (ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়) পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন রাজ্য ও ধন রক্ষা করিবার জন্য, (অসপত্নঁ৺ সুবধ্বম্) সর্ব্বসম্মতিক্রমে সর্ব্বত্র পক্ষপাতরহিত, পূর্ণ বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন এবং সকলের মিত্র সভাপতি রাজাকে সর্ব্বাধীশ মানিয়া সমস্ত পৃথিবী শত্রুশূন্য কর। আর—

স্থিরা বঃ সন্ত্বায়ুধা পরাণুদে বীলূ উত প্রতিষ্কভে।
যুষ্মাকমস্তু তবিষী পনীয়সী মা মর্ত্যস্য মায়িনঃ ॥ ১ ॥

ঋ°। ম° ১। সূ° ৩৯। ম° ২।

ঈশ্বর উপদেশ করিতেছেন, "হে রাজপুরুষগণ! (বঃ) তোমাদিগের (আয়ুধা) আগ্নেয়াদি অস্ত্র এবং শতঘ্নী অর্থাৎ তোপ, ভুশুণ্ডী অর্থাৎ বন্দুক, ধনুর্ব্বাণ এবং তরবারি প্রভৃতি শস্ত্র শত্রুদিগের (পরাণুদে) পরাজয়ের জন্য (উত প্রতিষ্কভে) এবং প্রতিরোধের জন্য (বীলু) প্রশংসিত এবং (স্থিরা) দৃঢ় (সন্তু) হউক। (যুষ্মাকম্) তোমাদিগের (তবিষী) সেনা (পনীয়সী) প্রশংসনীয় (অস্তু) হউক, যাহাতে তোমরা সর্ব্বদা বিজয়ী হও, কিন্তু (মা মর্ত্যস্য

মায়িনঃ) নিন্দিত ও অন্যায়কারীদিগের জন্য এই সকল সামগ্রী না হউক। অর্থাৎ যতদিন মনুষ্য ধার্ম্মিক থাকে, ততদিন পর্য্যন্তই রাজ্যের উন্নতি হইতে থাকে, কিন্তু মনুষ্য দুষ্টাচারী হইলে নষ্টভ্রষ্ট হইয়া যায়। শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্‌দিগকে বিদ্যা সভার অধিকারী, ধার্ম্মিক বিদ্বান্‌দিগকে ধর্ম্মসভার অধিকারী এবং প্রশংসনীয় ধার্ম্মিক পুরুষদিগকে রাজসভার সভাসদ্ করিবে। আর যিনি ইঁহাদের সকলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণ কর্ম্ম স্বভাবসম্পন্ন মহাপুরুষ, তাঁহাকে রাজসভার সভাপতিরূপে বরণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসাধন করিবে। এই তিন সভার মতানুসারে সকলে রাজনীতিসংক্রান্ত নিয়মের অধীনে চলিবে। সর্ব্বহিতকর কার্য্যে সকলে সহমত এবং পরতন্ত্র থাকিবে। স্ব স্ব ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যে অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য্যে সকলে স্বতন্ত্র থাকিবে। পুনশ্চ সেই সভাপতির কিরূপ গুণ থাকা আবশ্যক—

ইন্দ্রাঽনিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতী ॥ ১ ॥
তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষূংষি চ মনাংসি চ।
ন চৈনং ভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুম্ ॥ ২ ॥
সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ ॥ ৩ ॥

মনু০ ৭। (৪।৬।৭) ॥

সেই সভাধ্যক্ষ রাজা, ইন্দ্র অর্থাৎ বিদ্যুতের ন্যায় শীঘ্র ঐশ্বর্য্যোৎপাদক, বায়ুর ন্যায় সকলের প্রাণবৎ প্রিয় ও হৃদয়ের ভাববেত্তা ; যম অর্থাৎ পক্ষপাতহীন ন্যায়াধীশের ন্যায় আচরণকারী ; সূর্য্যের তুল্য ন্যায়ধর্ম্ম ও বিদ্যা-প্রকাশক, অন্ধকার অর্থাৎ অবিদ্যা ও অন্যায় নিরোধক ; অগ্নির ন্যায় দুষ্টদিগের ভস্মকারী ; বরুণ অর্থাৎ বন্ধনকারীর ন্যায় দুষ্টদের বহুপ্রকারে বন্ধনকারী ; চন্দ্রের ন্যায় শ্রেষ্ঠদিগের আনন্দদাতা এবং ধনাধ্যক্ষের ন্যায় ধনভাণ্ডার পূর্ণকারী হইবেন। ১ ॥ যিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী এবং যিনি স্বকীয় তেজঃ প্রভাবে বাহিরে সকলকে এবং ভিতরে সকলের মনকে উত্তপ্ত করেন, যাঁহাকে পৃথিবীতে কেহই ক্রূর দৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ নহে ॥ ২ ॥ যিনি স্বকীয় প্রভাবে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, সোম, ধর্ম্ম প্রকাশক, ধনবর্দ্ধক, দুষ্টের বন্ধনকারী এবং মহান্ ঐশ্বর্য্যশালী, তিনিই সভাধ্যক্ষ অর্থাৎ সভাপতি হইবার উপযুক্ত। ৩ ॥ প্রকৃত রাজা কে—

স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ ॥ ১ ॥
দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২ ॥
সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্ব্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ ॥ ৩ ॥
দুষ্যেয়ুঃ সর্ব্ববর্ণাশ্চ ভিদ্যেরন্ সর্ব্বসেতবঃ।
সর্ব্বলোকপ্রকোপশ্চ ভবেদ্দণ্ডস্য বিভ্রমাৎ ॥ ৪ ॥
যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পাপহা।
প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি ॥ ৫ ॥
তস্যাহুঃ সংপ্রণেতারং রাজানং সত্যবাদিনম্।
সমীক্ষ্য কারিণং প্রাজ্ঞং ধর্ম্মকামার্থকোবিদম্ ॥ ৬ ॥
তং রাজা প্রণয়ন্ সম্যক্ ত্রিবর্গেনাভিবর্দ্ধতে।
কামাত্মা বিষমঃ ক্ষুদ্রো দণ্ডেনৈব নিহন্যতে ॥ ৭ ॥
দণ্ডো হি সুমহত্তেজো দুর্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্ ॥ ৮ ॥
সোঽসহায়েন মূঢ়েন লুব্ধেনাকৃতবুদ্ধিনা।
ন শক্যো ন্যায়তো নেতুং সক্তেন বিষয়েষু চ ॥ ৯ ॥
শুচিনা সত্যসন্ধেন যথাশাস্ত্রানুসারিণা।
প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা ॥ ১০ ॥

মনু০ ৭। (১৭—১৯। ২৪—২৮। ৩০,৩১) ॥

যে দণ্ড সেই পুরুষ রাজা, সেই ন্যায়ের প্রচারক এবং সকলের শাসনকর্ত্তা। দণ্ডই চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের ধর্ম্মের প্রতিভূ অর্থাৎ জামিন ॥১॥ দণ্ডই প্রজাদিগের শাসক ও রক্ষক। দণ্ড নিদ্রিত প্রজাদিগের মধ্যে জাগ্রত থাকে। এই কারণে বুদ্ধিমান্ লোকেরা দণ্ডকেই ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন ॥২॥ সুপরিচালিত দণ্ড প্রজাদিগকে আনন্দিত করে কিন্তু বিনাবিচারে পরিচালিত হইলে উহা রাজাকে সর্ব্বপ্রকারে বিনাশ করে ॥ ৩ ॥ দণ্ড ব্যতীত সকল বর্ণ দূষিত ও সকল মর্য্যাদা ছিন্নভিন্ন হয়। দণ্ড যথোচিত না হইলে সকলে উত্তেজিত হইয়া উঠে ॥ ৪ ॥ যে স্থানে

কৃষ্ণবর্ণ, রক্তনেত্র এবং ভয়ঙ্কর পুরুষের ন্যায় পাপনাশক দণ্ড বিচরণ করে, সে স্থানে দণ্ডপরিচালক পক্ষপাতবিহীন ও বিদ্বান্ হইলে প্রজাগণ মোহপ্রাপ্ত না হইয়া আনন্দিত থাকে ॥ ৫ ॥ যদি দণ্ডপরিচালক সত্যবাদী, বিচারশীল, বুদ্ধিমান্ এবং ধর্ম্ম-অর্থ-কামসিদ্ধি বিষয়ে পণ্ডিত হন, তবে বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁহাকেই দণ্ডবিধাতা বলিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥ যে রাজা সুচারুরূপে দণ্ড পরিচালনা করেন, তিনি ধর্ম্ম-অর্থ-কামসিদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজা বিষয়াসক্ত, কুটিল, ঈর্ষ্যাপরায়ণ, ক্ষুদ্রচেতা ও হীনবুদ্ধি হইলে দণ্ডদ্বারাই বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥ দণ্ড অতিশয় তেজোময়, যাহারা বিদ্যাহীন ও অধর্ম্মাত্মা তাহারা উহা ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং দণ্ড অধার্ম্মিক রাজাকে সপরিবারে বিনাশ করে ॥ ৮ ॥ কারণ যিনি আপ্ত পুরুষদিগের সহায়তা হইতে বঞ্চিত, বিদ্যা এবং সুশিক্ষা হইতে বঞ্চিত এবং যিনি বিষয়াসক্ত ও মূঢ়চেতা, তিনি কখনও ন্যায়পূর্ব্বক দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ হন না ॥ ৯ ॥ যিনি পবিত্রাত্মা, সত্যাচার যুক্ত ও সৎসঙ্গী, যিনি নীতি শাস্ত্রানুসারে যথোচিত কার্য্যকরী, যিনি শ্রেষ্ঠদিগের সহায়তাপ্রাপ্ত এবং যিনি বুদ্ধিমান্, তিনি ন্যায়দণ্ডবিধানে সমর্থ ॥ ১০ ॥ এইজন্য :—

সৈনাপত্যং চ রাজ্যং চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ।
সর্ব্বলোকাধিপত্যং চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি ॥ ১ ॥
দশাবরা বা পরিষদ্যং ধর্ম্মং পরিকল্পয়েৎ।
ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ ॥ ২ ॥
ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা ॥ ৩ ॥
ঋগ্বেদবিদ্যজুর্বিচ্চ সামবেদবিদেব চ।
ত্র্যবরা পরিষজ্জ্ঞেয়া ধর্ম্মসংশয়নির্ণয়ে ॥ ৪ ॥
একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ ॥ ৫ ॥
অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে ॥ ৬ ॥
যং বদন্তি তমোভূতা মূর্খা ধর্ম্মমতদ্বিদঃ।
তৎ পাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৄননুগচ্ছতি ॥ ৭ ॥

মনু০ ১২। (১০০। ১১০-১১৫) ॥

সকল সেনা ও সেনাপতির উপর আধিপত্য, রাজ্যাধিকার, দণ্ডবিধি সংক্রান্ত সকল কার্য্যের আধিপত্য এবং সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান সর্ব্বাধীশ রাজ্যাধিকার—এই চতুর্ব্বিধ অধিকারে পূর্ণবেদশাস্ত্র প্রবীণ, পূর্ণবিদ্যাযুক্ত, ধর্ম্মাত্মা, জিতেন্দ্রিয় এবং সুশীল ব্যক্তি-দিগকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি, প্রধান রাজ্যাধিকারী, প্রধান ন্যায়াধীশ, সভাপতি অথবা রাজা—এই চারিজনের সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হওয়া আবশ্যক ॥ ১ ॥ ন্যূন কল্পে দশজন বিদ্বান্ অথবা অত্যন্ত ন্যূনকল্পে তিনজন বিদ্বান্ পুরুষের সভা যে ব্যবস্থা করিবেন, সেই ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্যবস্থা কেহই উল্লঙ্ঘন করিবেনা ॥ ২ ॥ এই সভায় চারিবেদ, ন্যায়শাস্ত্র, নিরুক্ত এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদির জ্ঞাতা বিদ্বান্ সভাসদ্ থাকিবেন। কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থ হইলেই সভা হইবে। এই সভায় ন্যূনকল্পে দশজন বিদ্বান্ থাকা আবশ্যক ॥ ৩ ॥ যে সভায় ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, এবং সামবেদজ্ঞ তিনজন সভাসদ্ থাকেন, সেই সভার নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা কেহই উল্লঙ্ঘন করিবে না ॥ ৪ ॥ যদি সর্ব্ববেদবিদ্, দ্বিজশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী একাকীও কোন ধর্ম্ম ব্যবস্থা করেন তবে তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কারণ সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, ও কোটি কোটি অজ্ঞ ব্যক্তি মিলিত হইয়া কোন ব্যবস্থা করিলেও তাহা কখনও মান্য করা উচিত নহে ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মচর্য্য, সত্যভাষণাদি ব্রত, বেদবিদ্যা এবং বিচারহীন আজন্ম শূদ্রবৎ সহস্র সম্মেলনকেও সভা বলা যায় না ॥ ৬ ॥ অবিদ্যাযুক্ত, বেদজ্ঞান বিহীন মূর্খেরা যে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করে, তাহা কখনও মান্য করা উচিত নহে। কারণ যাহারা মূর্খোপদিষ্ট ধর্ম্মানুসারে চলে, তাহাদের শত শত প্রকার পাপ ঘটিয়া থাকে ॥ ৭ ॥ এই জন্য তিন সভায় অর্থাৎ বিদ্যাসভা, ধর্ম্মসভা ও রাজসভায় কখনও মূর্খদিগকে স্থান দিবেনা। কিন্তু সর্ব্বদা বিদ্বান্ এবং ধার্ম্মিক পুরুষদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। তাঁহারা সকলে এইরূপ হইবেন :—

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীং চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ ॥ ১ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশম্।
জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ ॥ ২ ॥
দশ কামসমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩ ॥

কামজেষু প্রসক্তো হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ।
বিযুজ্যতেঽর্থধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেম্বাত্মনৈব তু ॥ ৪ ॥
মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ ॥ ৫ ॥
পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষ্যাসূয়ার্থদূষণম্।
বাগ্‌দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোষ্টকঃ ॥ ৬ ॥
দ্বয়োরপ্যেতয়োর্মূলং যং সর্ব্বে কবয়ো বিদুঃ।
তং যত্নেন জয়েল্লোভং তজ্জাবেতাবুভৌ গণৌ ॥ ৭ ॥
পানমক্ষাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব মৃগয়া চ যথাক্রমম্।
এতৎ কষ্টতমং বিদ্যাচ্চতুষ্কং কামজে গণে ॥ ৮ ॥
দণ্ডস্য পাতনং চৈব বাক্‌পারুষ্যার্থদূষণে।
ক্রোধজেঽপি গণে বিদ্যাৎ কষ্টমেতত্ত্রিকং সদা ॥ ৯ ॥
সপ্তকস্যাস্য বর্গস্য সর্ব্বত্রৈবানুষঙ্গিণঃ।
পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরুতরং বিদ্যাদ্ ব্যসনমাত্মবান্ ॥ ১০ ॥
ব্যসনস্য চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কষ্টমুচ্যতে।
ব্যসন্যধোঽধো ব্রজতি স্বর্যাত্যব্যসনী মৃতঃ ॥ ১১ ॥

মনু০ ৭। (৪৩-৫৩)।

রাজা ও রাজসভার সভাসদ্ হইতে হইলে চারি বেদের জ্ঞান কর্ম্ম ও উপাসনা, জ্ঞান, বিদ্যাবেত্তাদের নিকট তিন বিদ্যা, সনাতন, দণ্ডনীতি, ন্যায়বিদ্যা, আত্মবিদ্যা অর্থাৎ পরমাত্মার গুণ-কর্ম্ম স্বভাবের যথার্থ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা এবং লোকের সহিত বার্ত্তারম্ভ (বলা ও জিজ্ঞাসা করা) শিক্ষা করিতে হইবে ॥ ১ ॥ সভাসদ্বর্গ ও সভাপতি ইন্দ্রিয় জয় করিবেন, ইন্দ্রিয় সমূহকে সর্ব্বদা আত্মবশে রাখিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবেন, অধর্ম্ম কার্য্য হইতে বিরত থাকিবেন এবং অপরকেও বিরত করিবেন। এইজন্য দিবারাত্র নির্দ্দিষ্ট সময়ে যোগাভ্যাসও করিতে থাকিবেন। কারণ যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় নহেন, অর্থাৎ নিজের ইন্দ্রিয় সমূহকে (মন, প্রাণ ও শরীর রূপ প্রজাকে) জয় করিতে পারেন না, তাঁহারা বাহিরের প্রজাদিগকে কখনও আত্মবশে রাখিতে সমর্থ হন না ॥ ২ ॥ কামজ দশ এবং ক্রোধজ আট দুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হইলে মনুষ্যের পক্ষে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া কঠিন। অতএব দৃঢ়োৎসাহী

হইয়া যত্নের সহিত স্বয়ং ঐ সকল ব্যসন পরিত্যাগ করিবে এবং অন্যকেও পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত করিবে ॥ ৩ ॥ যে রাজা কামজ দশ দুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হন, তিনি অর্থ অর্থাৎ রাজ্যধনাদি এবং ধর্ম্ম হইতে হীন হইয়া পড়েন। যিনি ক্রোধ জনিত আট দুর্ব্ব্যসনে আসক্ত হন, তাঁহার শরীর বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥ কামজ ব্যসন গণনা করা যাইতেছে, যথা ;—

মৃগয়া, (অক্ষ) অর্থাৎ পাশা খেলা এবং জুয়া খেলা ইত্যাদি ; দিবা নিদ্রা ; কামকথা ; পরনিন্দা অর্থাৎ অপরের কুৎসা ; অত্যধিক স্ত্রীসংসর্গ ; মাদক দ্রব্য অর্থাৎ মদ্য, অহিফেন, ভাং, গাঁজা এবং চরস প্রভৃতির সেবন ; গান, বাদ্য ও নৃত্য করা, করান, দেখা ও শ্রবণ করা এবং ইতস্ততঃ বৃথা ভ্রমণ—এই দশটি কামজ ব্যসন ॥ ৫ ॥ ক্রোধজ ব্যসনগুলি গণনা করা যাইতেছে, যথা :—(পৈশুন্যম্) অর্থাৎ পরের কুৎসা করা ; বিনা বিচারে বলপূর্ব্বক পরস্ত্রীর সহিত কুকর্ম্ম করা ; দ্রোহ করা ; ঈর্ষ্যা অর্থাৎ অপরের উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া অন্তর্দাহ উপস্থিত হওয়া ; (অসূয়া) দোষে গুণ এবং গুণে দোষারোপ করা ; (অর্থদূষণ) অর্থাৎ অধর্ম্মযুক্ত কুকার্য্যে ধন সম্পত্তি ব্যয় করা ; কঠোর বাক্য বলা এবং বিনা অপরাধে কটুবাক্য বলা অথবা কঠিন দণ্ডদান করা—এই আট দোষ ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ৬ ॥ যে সকল বিদ্বান্ পুরুষ জানেন যে, লোভই কামজ ও ক্রোধজ ব্যসন সমূহের মূল, এবং তাহাই সমস্ত দুঃখের কারণ, তাঁহারা যত্নের সহিত ঐ সকল ব্যসন পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৭ ॥ কামজ ব্যসনগুলির মধ্যে প্রথম দোষ মদ্যাদি অর্থাৎ মাদকদ্রব্য সেবন, দ্বিতীয় পাশা প্রভৃতির দ্বারা জুয়া খেলা, তৃতীয় অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ এবং চতুর্থ মৃগয়া। এই চারিটি মহাদুষ্ট ব্যসন ॥ ৮ ॥ ক্রোধজ ব্যসন সমূহের মধ্যে বিনা অপরাধে দণ্ডদান, কঠোর বাক্য প্রয়োগ এবং অন্যায়রূপে ধনসম্পত্তি ব্যয় করা—এই তিনটি দোষ ক্রোধ হইতে উৎপন্ন এবং অত্যন্ত দুঃখজনক ॥ ৯ ॥ এই কামজ ও ক্রোধজ ব্যসনের মধ্যে যে সাতটি দোষ গণনা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দোষ পর পর দোষ অপেক্ষা গুরুতর, অর্থাৎ অপব্যয় অপেক্ষা কটুবাক্য, কটুবাক্য অপেক্ষা অন্যায় দণ্ড, অন্যায় দণ্ড অপেক্ষা মৃগয়া, মৃগয়া অপেক্ষা অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ, তদপেক্ষা জুয়া অর্থাৎ দ্যূত ক্রীড়া এবং দ্যূত ক্রীড়া অপেক্ষা মদ্যাদি সেবন অধিকতর দূষনীয় ॥ ১০ ॥ এ বিষয়ে নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, দুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ। কারণ দুরাচারী ব্যক্তি যত অধিক দিন জীবিত থাকে, ততই তাহার পাপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং সে নীচ গতি প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর দুঃখ

ভোগ করিতে থাকে। যিনি কোন দুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হন না, তিনি মৃত্যুর পরেও সুখভোগ করেন। এই নিমিত্ত সকলের বিশেষতঃ রাজার কখনও মৃগয়া ও মদ্যপান প্রভৃতি দুষ্ট ব্যসনে আসক্ত না হইয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মসঙ্গত গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব অনুযায়ী আচরণ ও সৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য ॥ ১১ ॥

রাজসভাসদ্ এবং মন্ত্রী কিরূপ হওয়া উচিত—

মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরাঁল্লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্ ॥ ১ ॥
অপি যৎ সুকরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুষ্করম্।
বিশেষতোঽসহায়েন কিন্তু রাজ্যং মহোদয়ম্ ॥ ২ ॥
তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্।
স্থানং সমুদয়ং গুপ্তিং লব্ধপ্রশমনানি চ ॥ ৩ ॥
তেষাং স্বং স্বমভিপ্রায়মুপলভ্য পৃথক্ পৃথক্।
সমস্তানাঞ্চ কার্য্যেষু বিদধ্যাদ্ধিতমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
অন্যানপি প্রকুর্ব্বীত শুচীন্ প্রজ্ঞানবস্থিতান্।
সম্যগর্থসমাহর্ত্তৄনমাত্যান্ সুপরীক্ষিতান্ ॥ ৫ ॥
নিবর্ত্তেতাস্য যাবদ্ভিরিতি কর্ত্তব্যতা নৃভিঃ।
তাবতোঽতন্দ্রিতান্ দক্ষান্ প্রকুর্ব্বীত বিচক্ষণান্ ॥ ৬ ॥
তেষামর্থে নিযুঞ্জীত শূরান্ দক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
শুচীনাকরকর্ম্মান্তে ভীরূনন্তর্নিবেশনে ॥ ৭ ॥
দূতং চৈব প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদম্।
ইঙ্গিতাকারচেষ্টজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদ্গতম্ ॥ ৮ ॥
অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিৎ।
বপুষ্মান্ বীতভীর্বাগ্মী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশস্যতে ॥ ৯ ॥

মনু০। ৭। (৫৪-৫৭। ৬০-৬৪) ॥

স্বরাজ্য ও স্বদেশোদ্ভব, বেদাদি শাস্ত্রবেত্তা, শৌর্য্যবীর্য্যশালী, যাঁহার লক্ষ্য অর্থাৎ বিচার নিষ্ফল হয় না, কুলীন এবং সুপরীক্ষিত এমন সাত আট জন ধার্ম্মিক ও চতুর "সচিবান্" অর্থাৎ মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে হইবে ॥ ১ ॥ কারণ এই যে, বিশেষ সাহায্য ব্যতীত সহজ কর্ম্মও একাকী সম্পাদন করা কঠিন। সুতরাং

সুমহান্ রাজকার্য্য একজনের দ্বারা কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? অতএব কোন ব্যক্তি বিশেষকে রাজা করিয়া তাঁহার বুদ্ধির উপর রাজকার্য্যের ভার ন্যস্ত করা নিতান্ত গর্হিত ॥ ২ ॥ সুতরাং সভাপতির কর্ত্তব্য এই যে, তিনি প্রতিনিয়ত রাজকার্য্যে সুদক্ষ বিদ্বান্ মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিবেন। তদনুসারে কাহারও সহিত (সন্ধি) মিত্রতা, কাহারও সহিত (বিগ্রহ) বিরোধ করিবেন এবং (স্থান) স্থিতি ও সময় দেখিয়া নিজ রাজ্য রক্ষা করিয়া স্থির ভাবে অপেক্ষা করিবেন। (সমুদয়ম্) যখন নিজের অভ্যুদয় অর্থাৎ উন্নতি হয়, তখন দুষ্ট শত্রুকে আক্রমণ করিবেন। (গুপ্তিম্) মূল রাজসেনা এবং রাজকোষাদি রক্ষা করিবেন। (লব্ধ প্রশমনানি) অধিকৃত দেশ সমূহের মধ্যে শান্তিস্থাপন ও উপদ্রব নিবারণ করিবেন। এই ছয়গুণ সম্বন্ধে প্রত্যহ চিন্তা করিবেন ॥ ৩ ॥ সভাসদগণের পৃথক্ পৃথক্ বিচার ও অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া বহুপক্ষ-সঙ্গত এবং নিজের ও পরের হিতজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন ॥ ৪ ॥ পবিত্রাত্মা, বুদ্ধিমান্, স্থিরবুদ্ধি, ধনসামগ্রী সংগ্রহে অতিশয় নিপুণ এবং সুপরীক্ষিত ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন ॥ ৫ ॥ যতজন লোকের দ্বারা রাজকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে, ততজন নিরলস, বলবান্ এবং সুচতুর প্রধান পুরুষকে অধিকারী অর্থাৎ কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করিবেন ॥ ৬ ॥ তাঁহাদিগের অধীনে শৌর্য্য-বীর্য্যশালী, বলবান, সদ্বংশজাত ও সচ্চরিত্র কর্ম্মচারীদিগকে গুরুতর কার্য্যে এবং ভীরু ও দুর্ব্বলচিত্তদিগকে আভ্যন্তরীন কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ॥৭॥ প্রশংসনীয় কুলোদ্ভব, চতুর, পবিত্রচিত্ত, আকার-ইঙ্গিত ও চেষ্টা দ্বারা অন্তরের ভাব ও ভবিষ্যৎ জ্ঞাতা, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিকে দুত পদে নিযুক্ত করিবেন ॥৮॥ যিনি রাজকার্য্যে অত্যন্ত উৎসাহী ও অনুরক্ত; যিনি অকপট, পবিত্রাত্মা ও সুচতুর; যিনি বহুকালের কথাও বিস্মৃত হন না; যিনি দেশ কালানুযায়ী আচরণ করেন এবং যিনি সুরূপ, নির্ভীক ও মহান্ বাগ্মী তিনি রাজদূত পদের উপযুক্ত ॥৯॥ কাহাকে কাহাকে কি কি অধিকার প্রদান করা উচিত :—

> অমাত্যে দণ্ড আয়ত্তো দণ্ডে বৈনয়িকী ক্রিয়া।
> নৃপতৌ কোশরাষ্ট্রে চ দূতে সন্ধিবিপর্য্যয়ৌ ॥ ১ ॥
> দূত এব হি সংধত্তে ভিনত্ত্যেব চ সংহতান্।
> দূতস্তৎকুরুতে কর্ম্ম ভিদ্যন্তে যেন বা ন বা ॥ ২ ॥
> বুদ্ধা চ সর্ব্বতত্ত্বেন পররাজচিকীর্ষিতম্।
> তথা প্রযত্নমাতিষ্ঠেৎ যথাত্মানং ন পীড়য়েৎ ॥ ৩ ॥

ধনুর্দুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরম্ ॥ ৪ ॥
একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্ধরঃ।
শতং দশসহস্রাণি তস্মাদ্দুর্গং বিধীয়তে ॥ ৫ ॥
তৎ স্যাদায়ুধসম্পন্নং ধনধান্যেন বাহনৈঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ শিল্পিভির্যন্ত্রৈর্যবসেনোদকেন চ ॥ ৬ ॥
তস্য মধ্যে সুপর্য্যাপ্তং কারয়েদ্‌গৃহমাত্মনঃ।
গুপ্তং সর্ব্বর্ত্তুকং শুভ্রং জলবৃক্ষসমন্বিতম্ ॥ ৭ ॥
তদধ্যাস্যোদ্বহেদ্ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্।
কুলে মহতি সম্ভূতাং হৃদ্যাং রূপগুণান্বিতাম্ ॥ ৮ ॥
পুরোহিতং প্রকুর্ব্বীত বৃণুয়াদেব চর্ত্বিজম্।
তেঽস্য গৃহ্যাণি কর্ম্মাণি কুর্য্যুর্বৈ তানি কানি চ ॥ ৯ ॥
মনু০ ৭। (৬৫।৬৬।৬৮।৭০।৭৪-৭৮) ॥

অমাত্যকে দণ্ডাধিকার প্রদান করিবেন, দণ্ডের সহিত বিনয় ব্যবস্থা অর্থাৎ যাহাতে অন্যায়রূপে দণ্ডদান করা না হয়, তাহার ব্যবস্থা থাকিবে। রাজকোষ এবং রাজকার্য্য রাজার অধীন, সকল কার্য্য সভার অধীন, এবং কাহারও সহিত মিত্রতা ও বিরোধ করিবার অধিকার দূতের অধীন থাকিবে ॥১॥ যিনি বিরোধের মধ্যে মিলন করেন এবং মিলিত দুর্বৃত্তদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেন, তাঁহাকেই দূত বলে। শত্রুদিগের মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করাই দূতের কার্য্য ॥২॥ সভাপতি এবং সভাসদ্বর্গ বা দূতাদি বিরোধী রাজার রাজ্যের যথার্থ অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া এইরূপ চেষ্টা করিবেন যাহাতে আপনাদের উপর কোন উপদ্রব না হয় ॥ ৩ ॥ এই উদ্দেশ্যে সুন্দর বন এবং ধনধান্য পূর্ণ দেশে (ধনুর্দুর্গম্) ধনুর্ধারী সৈন্যবেষ্টিত দুর্গ, (মহীদুর্গম্) মৃত্তিকা নির্ম্মিত দুর্গ, (অব্দুর্গম্) জলবেষ্টিত দুর্গ, (বার্ক্ষম্) বনবেষ্টিত দুর্গ, (নৃদুর্গম্) চতুর্দ্দিকে সৈন্য-পরিবেষ্টিত দুর্গ এবং (গিরিদুর্গম্) অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে নগর স্থাপন করিবেন ॥৪॥ নগরের চতুর্দ্দিকে (প্রাকার) প্রাচীর নির্ম্মাণ করিবেন। কারণ তাহার অভ্যন্তরে থাকিয়া একজন ধনুর্ধারী ও শস্ত্রধারী বীরপুরুষ একশত শত্রুর বিরুদ্ধে এবং একশত বীরপুরুষ দশসহস্র শত্রুর

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। এই জন্য দুর্গনির্ম্মাণ অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৫ ॥ সেই দুর্গ অস্ত্র-শস্ত্র, ধন-ধান্য, বাহন, অধ্যাপক ও উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ, (শিল্পী) কারুকর, যন্ত্র, নানাবিধ কলা, (যুবসেন) পশু চারণের তৃণ ও জল প্রভৃতিদ্বারা পরিপূর্ণ থাকিবে ॥ ৬ ॥ উহার মধ্যে জল, সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষ ও পুষ্পাদি বিশিষ্ট এবং সকল ঋতুতে সুখজনক, শ্বেতবর্ণ ভবন নিজের জন্য নির্ম্মাণ করিবেন, যেন তাহার মধ্যে যাবতীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে ॥ ৭ ॥ এতদূর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিদ্যাধ্যয়নের পর এই পর্য্যন্ত রাজকার্য্য করিয়া রূপ-গুণ-সম্পন্না হৃদয়বল্লভা, উচ্চকুলসম্ভবা, সুলক্ষণা, আত্মসদৃশী বিদ্যাগুণকর্ম্মস্বভাব-বিশিষ্টা ও ক্ষত্রিয় কুলজাতা একমাত্র স্ত্রীকেই বিবাহ করিবেন। অন্য স্ত্রীলোকদিগকে অগম্যা জানিয়া তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না ॥৮॥ রাজপরিবারে অগ্নিহোত্র ও পক্ষেষ্টি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্য ঋত্বিক্ ও পুরোহিত গ্রহণ করিবেন এবং স্বয়ং সর্ব্বদা রাজকার্য্যে তৎপর থাকিবেন। অর্থাৎ দিবারাত্র রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকা এবং কোন কার্য্য বিকৃত হইতে না দেওয়াই রাজার পক্ষে সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম ॥ ৯ ॥

সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্বলিম্।
স্যাচ্চাম্নায়পরো লোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্নৃষু ॥ ১ ॥
অধ্যক্ষান্ বিবিধান্ কুর্য্যাৎ তত্র তত্র বিপশ্চিতঃ।
তেঽস্য সর্ব্বাণ্যবেক্ষেরন্নৃণাং কার্য্যাণি কুর্ব্বতাম্ ॥ ২ ॥
আবৃত্তানাং গুরুকুলাদ্ বিপ্রাণাং পূজকো ভবেৎ।
নৃপাণামক্ষয়ো হ্যেষ নিধির্ব্রাহ্মো বিধীয়তে ॥ ৩ ॥
সর্ব্বোত্তমাধমৈ রাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥ ৪ ॥
আহবেষু মিথোঽন্যোঽন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৫ ॥
ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্।
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতিবাদিনম্ ॥ ৬ ॥
ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্।
নাযুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্ ॥ ৭ ॥

নায়ুধব্যসনং প্রাপ্তং নার্ত্তং নাতিপরিক্ষতম্ ।
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥ ৮ ॥
যস্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ ।
ভর্ত্তুর্যদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিত্তৎ সর্ব্বং প্রতিপদ্যতে ॥ ৯ ॥
যচ্চাস্য সুকৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থমুপার্জ্জিতম্ ।
ভর্ত্তা তৎসর্ব্বমাদত্তে পরাবৃত্তহতস্য তু ॥ ১০ ॥
রথাশ্বং হস্তিনং ছত্রং ধনং ধান্যং পশূন্ স্ত্রিয়ঃ ।
সর্ব্বদ্রব্যাণি কুপ্যং চ যো যজ্জয়তি তস্য তৎ ॥ ১১ ॥
রাজ্ঞশ্চ দদ্যুরুদ্ধারমিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ ।
রাজ্ঞা চ সর্ব্বযোধেভ্যো দাতব্যমপৃথগ্জিতম্ ॥ ১২ ॥
মনু০ (৭ । ৮০-৮২, ৮৭, ৮৯, ৯১-৯৭) ॥

আপ্ত পুরুষদিগের দ্বারা বার্ষিক কর আদায় করিবেন এবং সভাপতি রূপ রাজা ও অন্যান্য রাজপুরুষগণ, এইসব সভা বেদবিধি অনুসারে প্রজাদিগের সহিত পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবেন ॥ ১ ॥ সভা উক্ত রাজকার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই হইবে যে, বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত রাজকর্ম্মচারিগণ নিয়মানুসারে সমুচিত কার্য্য করেন কি না তাহা তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। যাঁহারা সমুচিত কার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন এবং যাঁহারা বিরুদ্ধ কার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত দণ্ড দিবেন ॥ ২ ॥ যে কেহ বেদ প্রচাররূপ রাজার অক্ষয় ধন ভাণ্ডারের প্রচারের জন্য যথারীতি ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নান্তে গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত হইলে, রাজা ও রাজসভা তাঁহার ও তাঁহার আচার্য্যের যথোচিত সম্মান করিবেন ॥ ৩ ॥ এতদ্দ্বারা বিদ্যোন্নতি হওয়াতে রাজ্যের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রজাপালক রাজাকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট অথবা তত্তুল্য কেহ কখনও সংগ্রামে আহ্বান করিলে তিনি ক্ষাত্র ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রায় নিবৃত্ত হইবেন না। অর্থাৎ তিনি এইরূপ কৌশল সহকারে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন, যেন নিশ্চয় নিজের বিজয় লাভ হয় ॥ ৪ ॥ যে রাজা সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া শত্রু হননেচ্ছায় নির্ভয়ে যথাশক্তি যুদ্ধ করেন, তিনিই সুখ লাভ করেন। সুতরাং সংগ্রামে কখনও পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে। তবে শত্রুকে জয় করিবার জন্য কখনও কখনও তাহার সম্মুখ হইতে

লুক্কায়িত থাকা আবশ্যক। কারণ যেরূপে শত্রুকে জয় করা যায়, সেইরূপ কার্য্যই করা উচিত। যেমন সিংহও ক্রোধবশতঃ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া শীঘ্র শস্ত্রাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ মূর্খতাবশতঃ বিনষ্ট হইবে না॥ ৫॥ যাহারা যুদ্ধকালে এদিক সেদিক দণ্ডায়মান থাকে যাহারা নপুংসক, কৃতাঞ্জলি, উন্মুক্তকেশ ও উপবিষ্ট; যাহারা বলে "আমি তোমার শরণাগত"॥ ৬॥ যাহারা নিদ্রিত, মূর্চ্ছিত, নগ্ন, অস্ত্র-শস্ত্রহীন, যুদ্ধদর্শক, শত্রুর সঙ্গী॥ ৭॥ যাহারা অস্ত্র-শস্ত্রাঘাতে পীড়িত, দুঃখগ্রস্ত, অত্যন্ত আহত, ভীত এবং পলায়নপর; যোদ্ধৃগণ সৎপুরুষদিগের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে কখনও বধ করিবেন না। কিন্তু তাহাদিগকে ধরিয়া যে শিষ্ট, তাহাকে কারাগারে রাখিয়া দিবেন এবং যথোচিত খাদ্য এবং পরিধেয় প্রদান করিবেন। আহতদিগকে বিধিপূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করিবেন, তাহাদিগকে উত্ত্যক্ত না করিয়া এবং কষ্ট না দিয়া তাহাদের দ্বারা উপযুক্ত কার্য্য করাইয়া লইবেন। বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, রোগাতুর এবং শোকার্ত্তদিগের উপর কখনও শস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত নহে। কিন্তু তাহাদের পুত্র-কন্যাদিগকে নিজ সন্তানবৎ পালন করা কর্ত্তব্য। নারীদিগকে নিজ ভগ্নী অথবা কন্যাবৎ মনে করিবে ও পালন করিবে। কখনও তাহাদিগকে বিষয়াসক্তির দৃষ্টিতে দেখিবে না। রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, যাহাদের নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধাশঙ্কা না থাকে, তাহাদিগকে সসম্ভ্রমে মুক্ত করিয়া তাহাদের গৃহে অথবা দেশে প্রেরণ করিবেন। কিন্তু যাহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকে সর্ব্বদা কারারুদ্ধ রাখিবেন॥ ৮॥ যে ভৃত্য ভীত হইয়া পলায়ন করিবার পর শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হয়, সে তাহার প্রভুর সমস্ত অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া দণ্ডনীয় হইবে॥ ৯॥ যে খ্যাতি প্রতিপত্তি দ্বারা সে ইহলোক এবং পরলোকে সুখী হইতে পারিত, তাহা তাহার প্রভু প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি পলায়নান্তে নিহত হয়, তাহার কিছুমাত্র সুখলাভ হয় না, প্রত্যুত তাহার সমস্ত পুণ্যফল নষ্ট হইয়া যায়। যিনি ধর্ম্মানুসারে যথোচিত যুদ্ধ করেন, তিনি সম্মান প্রাপ্ত হন॥ ১০॥ যুদ্ধে যে যে সৈনিক অথবা সেনাধ্যক্ষ রথ, অশ্ব, হস্তী, ছত্র, ধন, ধান্য, গবাদি পশু, নারী এবং অন্য সকল প্রকার দ্রব্য, ঘৃত, তৈলের কলস প্রভৃতি যাহা যাহা জয় করেন, তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা কখনও ভঙ্গ করা উচিত নহে॥ ১১॥ কিন্তু সৈনিকগণও ঐ সকল বিজয়লব্ধ সামগ্রীর এক ষোড়শাংশ রাজাকে দিবেন। রাজাও সকলের সম্মিলিত যুদ্ধে জয়লব্ধ ধনের ষোড়শাংশ সৈন্যদিগকে দিবেন। যুদ্ধে নিহত সৈনিকের অংশ

তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানদিগকে দিবেন এবং তাঁহার স্ত্রীকে ও অসমর্থ বালকদিগকে যথোচিত পালন করিবেন। যখন বালকগণ সমর্থ হইবে, তখন তাহাদিগকে যোগ্যতানুসারে অধিকার দিবেন। যিনি নিজ রাজ্যবৃদ্ধি, সম্মান, বিজয় এবং আনন্দবৃদ্ধির ইচ্ছা করেন, তিনি কখনও এই সকল নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবেন না ॥ ১২ ॥

অলব্ধং চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ ॥
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাত্রেষু নিঃক্ষিপেৎ ॥ ১ ॥
অলব্ধমিচ্ছেদ্দণ্ডেন লব্ধং রক্ষেদবেক্ষয়া।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েদ্ বৃদ্ধ্যা বৃদ্ধং দানেন নিঃক্ষিপেৎ ॥ ২ ॥
অমায়য়ৈব বর্ত্তেত ন কথঞ্চন মায়য়া।
বুধ্যেতারিপ্রযুক্তাঞ্চ মায়ান্নিত্যং স্বসংবৃতঃ ॥ ৩ ॥
নাস্য ছিদ্রং পরো বিদ্যাচ্ছিদ্রং বিদ্যাৎ পরস্য তু।
গূহেৎ কূর্ম্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্বিবরমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
বকবচ্চিন্তয়েদর্থান্ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ।
বৃকবচ্চাবলুম্পেত শশবচ্চ বিনিষ্পতেৎ ॥ ৫ ॥
এবং বিজয়মানস্য যেঽস্য স্যুঃ পরিপন্থিনঃ।
তানানয়েদ্বশং সর্ব্বান্ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ ॥ ৬ ॥
যথোদ্ধরতি নির্দ্দাতা কক্ষং ধান্যং চ রক্ষতি।
তথা রক্ষেন্নৃপো রাষ্ট্রং হন্যাচ্চ পরিপন্থিনঃ ॥ ৭ ॥
মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া।
সোঽচিরাদ্ভ্রশ্যতে রাজ্যাৎ জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ ॥ ৮ ॥
শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।
তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ ॥ ৯ ॥
রাষ্ট্রস্য সংগ্রহে নিত্যং বিধানমিদমাচরেৎ।
সুসংগৃহীতরাষ্ট্রোহি পার্থিবঃ সুখমেধতে ॥ ১০ ॥
দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতম্।
তথা গ্রামশতানাঞ্চ কুর্য্যাদ্রাষ্ট্রস্য সংগ্রহম্ ॥ ১১ ॥

গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশং চ সহস্রপতিমেব চ ॥ ১২ ॥
গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়ম্।
শংসেদ্ গ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনম্ ॥ ১৩ ॥
বিংশতীশস্তু তৎ সর্ব্বং শতেশায় নিবেদয়েৎ।
শংসেদ্ গ্রামশতেশস্তু সহস্রপতয়ে স্বয়ম্ ॥ ১৪ ॥
তেষাং গ্রাম্যাণি কার্য্যাণি পৃথক্কার্য্যাণি চৈব হি।
রাজ্ঞোঽন্যঃ সচিবঃ স্নিগ্ধস্তানি পশ্যেদতন্দ্রিতঃ ॥ ১৫ ॥
নগরে নগরে চৈকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বার্থচিন্তকম্।
উচ্চৈঃ স্থানং ঘোররূপং নক্ষত্রাণামিব গ্রহম্ ॥ ১৬ ॥
স তাননুপরিক্রামেৎ সর্ব্বানেব সদা স্বয়ম্।
তেষাং বৃত্তং পরিণয়েৎ সম্যগ্রাষ্ট্রেষু তচ্চরৈঃ ॥ ১৭ ॥
রাজ্ঞো হি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
ভৃত্যা ভবন্তি প্রায়েণ তেভ্যো রক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ ॥ ১৮ ॥
যে কার্য্যিকেভ্যোঽর্থমেব গৃহ্নীয়ুঃ পাপচেতসঃ।
তেষাং সর্ব্বস্বমাদায় রাজা কুর্য্যাৎ প্রবাসনম্ ॥ ১৯ ॥
মনু০ ৭। (৯৯।১০১।১০৪-১০৭।১১০-১১৭।১২০-১২৪) ॥

রাজা এবং রাজসভা অলব্ধ ধনের প্রাপ্তি ইচ্ছা করিবেন, লব্ধ ধন যত্ন সহকারে রক্ষা করিবেন, রক্ষিত ধনের বৃদ্ধি করিবেন এবং বর্দ্ধিত ধন বেদবিদ্যা, ধর্ম্মপ্রচার, বিদ্যার্থী, বেদোপদেশক, অসমর্থ ও অনাথদিগের প্রতিপালনের জন্য ব্যয় করিবেন ॥১॥ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষকারের প্রয়োজন জানিয়া আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা উত্তমরূপে অনুষ্ঠান করিবেন। দণ্ড দ্বারা অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ইচ্ছা করিবেন, প্রাপ্ত ধন রক্ষা করিবেন এবং রক্ষিত ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি করিবেন। বর্দ্ধিত ধন পূর্ব্বোক্তরূপে সর্ব্বদা ব্যয় করিবেন ॥২॥ কাহারও সহিত কখনও কপট ব্যবহার করিবেন না, কিন্তু সকলের সহিত অকপট ব্যবহার করিবেন। প্রত্যহ আত্মরক্ষা করিয়া শত্রুর কৃত ছল জানিয়া উহার প্রতিরোধ করিবেন ॥৩॥ কোন শত্রু যেন নিজের ছিদ্র অর্থাৎ দুর্ব্বলতা জানিতে না পারে, কিন্তু স্বয়ং শত্রুর ছিদ্র অবগত থাকিবেন। কচ্ছপ

যেমন নিজ অঙ্গকে গুপ্ত রাখে সেইরূপ শত্রুপ্রবেশের ছিদ্র গোপন রাখিবেন ॥৪॥ বক যেমন ধ্যানস্থিত হইয়া মৎস্য ধরিবার জন্য তাকাইতে থাকে, সেইরূপ অর্থসংগ্রহের চিন্তা করিতে থাকিবেন এবং ধন-সম্পত্তি ও বল বৃদ্ধি করিয়া শত্রুকে জয় করার জন্য সিংহ সদৃশ পরাক্রম দেখাইবেন। ব্যাঘ্রের ন্যায় লুক্কায়িত থাকিয়া শত্রুকে ধৃত করিবেন এবং সমীপাগত বলবান্ শত্রুর নিকট হইতে শশকের ন্যায় দূরে পলায়ন করিয়া পরে ছলপূর্ব্বক তাহাকে করায়ত্ত করিবেন ॥৫॥ ঈদৃশ বিজয়ী সভাপতির রাজ্যে যে সকল পরিপন্থী অর্থাৎ দস্যু ও লুণ্ঠনকারী থাকে, তাহাদিগকে (সাম) মিত্রতার দ্বারা, (দান) কিঞ্চিৎ দান দ্বারা এবং (ভেদ) ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বশীভূত করিবেন। এই সকল উপায়ে বশীভূত না হইলে, অত্যন্ত কঠোর দণ্ড দ্বারা বশীভূত করিবেন ॥৬॥ ধান ভানুনী যেমন তুষ পৃথক করিয়া তণ্ডুল রক্ষা করে, অর্থাৎ চূর্ণ হইতে দেয়না, রাজাও সেইরূপ দস্যু-তস্করদিগকে বিনাশ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিবেন ॥৭॥ যে রাজা মোহ ও অবিচার বশতঃ স্বীয় রাজ্য দুর্ব্বল করে, সে জীবদ্দশাতেই রাজ্য ও বন্ধুবান্ধবের সহিত শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥৮॥ যেমন শরীর ক্ষীণ হইলে প্রাণীদিগের প্রাণও ক্ষীণ হইয়া যায়, সেইরূপ রাজা প্রজাবর্গকে দুর্ব্বল করিলে, সে তাহার প্রাণ অর্থাৎ বল এবং বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥৯॥ অতএব রাজা ও রাজসভা রাজকার্য্য সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করিবেন, যেন তাহা যথোচিত সম্পাদিত হয়। যে রাজা রাজ্যপালনে সর্ব্বতোভাবে তৎপর থাকেন, তাঁহার সর্ব্বদা সুখবৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥১০॥ এই উদ্দেশ্যে দুই, তিন, পাঁচ ও শতগ্রামের মধ্যে এক একটি রাজকীয় কার্য্যালয় রাখিতে হইবে। তন্মধ্যে যোগ্যতা অনুসারে ভৃত্য অর্থাৎ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া যাবতীয় রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হইবে ॥১১॥ এক এক গ্রামের উপর একজন প্রধান কর্ম্মচারী থাকিবেন। তাদৃশ দশখানি গ্রামের উপর দ্বিতীয় কর্ম্মচারী, বিংশ গ্রামের উপর তৃতীয়; একশত গ্রামের উপর চতুর্থ এবং এক সহস্র গ্রামের উপর পঞ্চম কর্ম্মচারী থাকিবেন। অর্থাৎ আজকাল যেমন এক গ্রামে একজন "পাটোয়ারী", তাদৃশ দশখানি গ্রামের উপর এক থানা, দুই থানার উপর এক বড় থানা, তাদৃশ পাঁচ বড় থানার উপর এক "তহশীল" এবং দশ "তহশীলের" উপর এক জিলা নির্দ্ধারিত থাকে, সেইরূপ ব্যবস্থা থাকিবে। আমাদের মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে এবংবিধ রাজনীতি গ্রহণ করা হইয়াছে ॥১২॥ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া আদেশ দিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত এক এক গ্রামাধ্যক্ষ

গ্রামগুলির মধ্যে প্রত্যহ যে সকল দোষ ঘটে, ঐ সকল দশগ্রামের অধ্যক্ষকে গোপনে জানাইবেন। সেই দশগ্রামের অধ্যক্ষ সেইরূপে দশগ্রামের বিষয় প্রত্যহ বিংশগ্রামের অধ্যক্ষকে জানাইবেন। ১৩॥ সেইরূপে বিংশ গ্রামের অধ্যক্ষ বিংশ-গ্রামের বিষয় প্রত্যহ শতগ্রামের অধ্যক্ষকে জানাইবেন। সেইরূপে শতগ্রামের অধ্যক্ষ শত গ্রামের বিষয় সহস্র গ্রামের অধ্যক্ষকে প্রত্যহ জানাইবেন। আবার প্রত্যেক বিংশ গ্রামের পাঁচ অধ্যক্ষ প্রতি সহস্র গ্রামের অধ্যক্ষকে এবং প্রত্যেক সহস্র গ্রামের দশ অধ্যক্ষ দশসহস্র গ্রামের অধ্যক্ষকে এবং লক্ষ গ্রামের রাজসভাকে প্রতিদিনের অবস্থা জানাইবেন। আবার ঐ সকল রাজসভা মহারাজসভাকে অর্থাৎ সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী মহারাজসভাকে সমস্ত পৃথিবীর অবস্থা জানাইবেন ॥১৪॥ সেইরূপ প্রত্যেক দশ সহস্র গ্রামের উপর দুইজন সভাপতি থাকিবেন। তাঁহাদের একজন রাজসভায় থাকিয়া এবং অপর অধ্যক্ষ নিরলস ভাবে ভ্রমণ করিয়া, ন্যায়াধীশ প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীদিগের কার্য্যাবলী সর্ব্বদা পরিদর্শন করিবেন ॥১৫॥ প্রধান প্রধান নগর সমূহে বিচার সভার জন্য এক একটি সুন্দর, সমুন্নত এবং চন্দ্রমাসদৃশ বিশালভবন নির্ম্মিত হইবে। সেই স্থানে যাঁহারা বিদ্যাবলে সকল বিষয় পরীক্ষা করিয়াছেন, সেইরূপ মহান্ জ্ঞানবৃদ্ধগণ বসিয়া বিচার করিবেন। যে সকল নিয়ম দ্বারা রাজা ও প্রজাবর্গের উন্নতি হয়, তাঁহারা সে সকল নিয়ম এবং বিদ্যা প্রকাশিত করিবেন ॥১৬॥ নিত্য ভ্রমণকারী সভাপতির অধীনে সমস্ত গুপ্তচর এবং দূত থাকিবেন, ইঁহারা রাজপুরুষ এবং ভিন্ন বর্ণেরও হইবেন। রাজা গুপ্তভাবে তাঁহাদের নিকট হইতে রাজকর্ম্মচারী এবং প্রজাবর্গের সমস্ত দোষগুণ অবগত হইয়া অপরাধীকে দণ্ড দিবেন এবং গুণবান্‌কে সম্মানিত করিবেন ॥১৭॥ রাজা ধার্ম্মিক সুপরীক্ষিত বিদ্বান্ এবং উচ্চ কুলসম্ভূত ব্যক্তিদিগের হস্তে প্রজা রক্ষার ভার ন্যস্ত করিবেন। শঠ, পরস্বাপহারী, তস্কর এবং দস্যুদিগকেও কুকর্ম্ম হইতে রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত রক্ষাকারী বিদ্বানদিগের অধীনে রাজভৃত্য নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা প্রজাবর্গের যথোচিত রক্ষা বিধান করিবেন ॥১৮॥ যে রাজকর্ম্মচারী অন্যায়রূপে বাদী ও প্রতিবাদীর নিকট হইতে গোপনে ধন লইয়া পক্ষপাত পূর্ব্বক অন্যায় করে, তাহাকে যথোচিত দণ্ডদান করা কর্ত্তব্য। তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহাকে এমন স্থানে রাখিবেন, যেন সে স্থান হইতে তাহার প্রত্যাবর্ত্তন করা সম্ভব না হয়। তাহাকে দণ্ডদান করা না হইলে, তাহার অনুসরণ করিয়া অন্য রাজকর্ম্মচারিগণও তাহার ন্যায় কুকর্ম্ম করিতে পারে। কিন্তু তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইলে অন্য সকলে রক্ষা পাইবে।

যে পরিমাণ ধন দ্বারা রাজকর্ম্মচারীদিগের উত্তমরূপ যোগক্ষেম হইতে পারে এবং তাঁহারা ধনাঢ্যও হইতে পারেন, সেই পরিমাণ ধন অথবা (তৎপরিবর্ত্তে) ভূমি, রাজ্যের পক্ষ হইতে মাসিক বা বার্ষিক হিসাবে অথবা এককালে তাঁহাদিগকে প্রদান করিবেন। বৃদ্ধ কর্ম্মচারিগণও অর্দ্ধেক পাইবেন কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কেবলমাত্র তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই তাঁহাদের উক্ত ব্যবস্থা স্থির থাকিবে, মৃত্যুর পরে নহে। রাজা তাঁহাদের সন্তানদিগকে যোগ্যতানুসারে সম্মান অথবা চাকুরী অবশ্য দিবেন। যাঁহার সন্তান যতদিন সমর্থ না হয় এবং স্ত্রী যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ উচিত পরিমাণ ধন দিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাদের স্ত্রী ও পুত্রগণ কুকর্ম্মরত হইলে কিছুই পাইবেন না। রাজা এই নীতি চিরকাল পালন করিবেন ॥ ১৯ ॥

যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তা চ কর্ম্মণাম্।
তথাবেক্ষ্য নৃপো রাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্ ॥ ১ ॥
যথাঽল্পাঽল্পমদন্ত্যাঽদ্যং বার্য্যোকোবৎসষট্পদাঃ।
তথাঽল্পাঽল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ ॥ ২ ॥
নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনো মূলং পরেষাং চাতিতৃষ্ণয়া।
উচ্ছিন্দন্ হ্যাত্মনো মূলমাত্মানং তাংশ্চ পীড়য়েৎ ॥
তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চ রাজা ভবতি সম্মতঃ ॥ ৪ ॥
এবং সর্ব্বং বিধায়েদমিতিকর্ত্তব্যমাত্মনঃ।
যুক্তশ্চৈবাপ্রমত্তশ্চ পরিরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৫ ॥
বিক্রোশন্ত্যো যস্য রাষ্ট্রাদ্‌হ্রিয়ন্তে দস্যুভিঃ প্রজাঃ।
সম্পশ্যতঃ সভৃত্যস্য মৃতঃ স ন তু জীবতি ॥ ৬ ॥
ক্ষত্রিয়স্য পরোধর্ম্মঃ প্রজানামেব পালনম্।
নির্দ্দিষ্টফলভোক্তা হি রাজা ধর্ম্মেণ যুজ্যতে ॥ ৭ ॥
মনু০ ৭। (১২৮। ১২৯। ১৩৯। ১৪০। ১৪২-১৪৪) ॥

যাহাতে রাজা, কর্ম্মাধ্যক্ষ, রাজপুরুষ এবং প্রজাবর্গ সুখরূপ ফল লাভ করিতে পারেন, সেইরূপ বিচার পূর্ব্বক রাজা ও রাজ-সভা রাজ্যের কর নির্দ্ধারণ করিবেন ॥ ১ ॥ জলৌকা, গোবৎস এবং ভ্রমর যেমন অল্প অল্প করিয়া খাদ্য গ্রহণ করে, সেইরূপ রাজাও প্রজাদিগের নিকট হইতে অল্প অল্প বার্ষিক কর

গ্রহণ করিবেন ॥ ২ ॥ অতি লোভ বশতঃ কখনও নিজের বা অন্যের সুখের মূলোচ্ছেদ অর্থাৎ নাশ করিবেন না। কারণ, যিনি সদাচরণ ও সুখের মূলোচ্ছেদ করেন, তিনি নিজেকে এবং অপর সকলকে কেবল দুঃখই দিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ যে মহীপতি কার্য্য দেখিয়া কঠোর এবং কোমল হন, তিনি দুষ্টদিগের প্রতি কঠোর এবং শিষ্টদিগের প্রতি কোমল ব্যবহার দ্বারা অত্যন্ত সম্মানিত হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ এইরূপে রাজ্যের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাজা অপ্রমত্ত ভাবে নিরন্তর প্রজা পালনে নিযুক্ত থাকিবেন ॥ ৫ ॥ যখন রাজ্যে দস্যুগণ রোরুদ্যমান্ প্রজাদিগের ধনসম্পত্তি ও প্রাণ হরণ করিতে থাকে, তখন যে রাজা কর্ম্মচারী ও অমাত্যদিগের সহিত তাহা দেখেন, তাঁহাকে জীবিত মনে না করিয়া কর্ম্মচারী ও অমাত্যবর্গের সহিত মৃত মনে করিবে। সেই রাজা মহা দুঃখভাগী ॥ ৬ ॥ অতএব প্রজা পালন করাই রাজার পরম ধর্ম্ম। মনুস্মৃতির সপ্তম অধ্যায়ে যেরূপ কর গ্রহণের কথা আছে এবং সভা যেরূপ কর নির্দ্ধারিত করেন, সেইরূপ করভোগী রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সুখী হন। তাহার বিপরীত আচরণ করিলে দুঃখ ভোগ করিতে হয় ॥ ৭ ॥

উত্থায় পশ্চিমে যামে কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।
হুতাগ্নির্ব্রাহ্মণাঁশ্চার্চ্চ্য প্রবিশেৎ স শুভাং সভাম্ ॥ ১ ॥
তত্র স্থিতাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রতিনন্দ্য বিসর্জ্জয়েৎ।
বিসৃজ্য চ প্রজাঃ সর্ব্বা মন্ত্রয়েৎ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ২ ॥
গিরিপৃষ্ঠং সমারুহ্য প্রাসাদং বা রহোগতঃ।
অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদবিভাবিতঃ ॥ ৩ ॥
যস্য মন্ত্রং ন জানন্তি সমাগম্য পৃথগ্ জনাঃ।
স কৃৎস্নাং পৃথিবীং ভুঙ্‌ক্তে কোশহীনোঽপি পার্থিবঃ ॥ ৪ ॥
মনু০ ৭। (১৪৫—১৪৮) ॥

রাজা রাত্রির শেষ প্রহরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শৌচান্তে নিবিষ্টচিত্তে পরমেশ্বরের ধ্যান এবং অগ্নিহোত্র করিবেন। তাহার পর ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্‌দিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া ভোজনান্তে সভায় প্রবেশ করিবেন ॥ ১ ॥ তিনি সভায় উপস্থিত দণ্ডায়মান্ প্রজাবর্গকে সসম্ভ্রমে বিদায় দিয়া প্রধান মন্ত্রীর সহিত রাজ্যব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন ॥ ২ ॥ পরে তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিতে

যাইবেন। পর্ব্বত শিখরে অথবা কোন নির্জ্জন গৃহে, অথবা শলাকাশূন্য নির্জ্জন অরণ্যে বসিয়া বিরুদ্ধ ভাবনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিবেন ॥ ৩ ॥ অপর লোকেরা মিলিত হইয়া যে রাজার গূঢ় মন্ত্রণা জানিতে পারে না অর্থাৎ যাঁহার মন্ত্রণা গভীর, শুদ্ধ, এবং পরোপকারার্থ সর্ব্বদা গুপ্ত থাকে, সেই রাজা ধনহীন হইলেও সমস্ত পৃথিবীতে রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। অতএব সভাসদ্‌বর্গের অনুমোদন ব্যতীত রাজা স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করিবেন না ॥৪॥

আসনং চৈব যানং চ সন্ধিং বিগ্রহমেব চ।
কার্য্যং বীক্ষ্য প্রযুঞ্জীত দ্বৈধং সংশ্রয়মেব চ ॥ ১ ॥
সন্ধিং তু দ্বিবিধং বিদ্যাদ্ রাজা বিগ্রহমেব চ।
উভে যানাসনে চৈব দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ২ ॥
সমানযানকর্ম্মা চ বিপরীতস্তথৈব চ।
তথা ত্বায়তিসংযুক্তঃ সন্ধির্জ্ঞেয়ো দ্বিলক্ষণঃ ॥ ৩ ॥
স্বয়ংকৃতশ্চ কার্য্যার্থমকালে কাল এব বা।
মিত্রস্য চৈবাপকৃতে দ্বিবিধো বিগ্রহঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥
একাকিনশ্চাত্যয়িকে কার্য্যে প্রাপ্তে যদৃচ্ছয়া।
সংহতস্য চ মিত্রেণ দ্বিবিধং যানমুচ্যতে ॥ ৫ ॥
ক্ষীণস্য চৈব ক্রমশো দৈবাৎ পূর্ব্বকৃতেন বা।
মিত্রস্য চানুরোধেন দ্বিবিধং স্মৃতমাসনম্ ॥ ৬ ॥
বলস্য স্বামিনশ্চৈব স্থিতিঃ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
দ্বিবিধং কীর্ত্ত্যতে দ্বৈধং যাড়্‌গুণ্যগুণবেদিভিঃ ॥ ৭ ॥
অর্থসম্পাদনার্থঞ্চ পীড্যমানঃ স শত্রুভিঃ।
সাধুষু ব্যপদেশার্থং দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥
যদাবগচ্ছেদায়ত্যামাধিক্যং ধ্রুবমাত্মনঃ।
তদাত্বে চাল্পিকাং পীড়াং তদা সন্ধিং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৯ ॥
যদা প্রহৃষ্টা মন্যেত সর্ব্বাস্তু প্রকৃতীর্ভৃশম্।
অত্যুচ্ছ্রিতং তথাত্মানং তদা কুর্ব্বীত বিগ্রহম্ ॥ ১০ ॥
যদা মন্যেত ভাবেন হৃষ্টং পুষ্টং বলং স্বকম্।
পরস্য বিপরীতঞ্চ তদা যায়াদ্রিপুং প্রতি ॥ ১১ ॥

যদা তু স্যাৎ পরিক্ষীণো বাহনেন বলেন চ।
তদাসীত প্রযত্নেন শনকৈঃ সান্ত্বয়ন্নরীন্ ॥ ১২ ॥
মন্যেতারিং যদা রাজা সর্ব্বথা বলবত্তরম্।
তদা দ্বিধা বলং কৃত্বা সাধয়েৎ কার্য্যমাত্মনঃ ॥ ১৩ ॥
যদা পরবলানাস্তু গমনীয়তমো ভবেৎ।
তদা তু সংশ্রয়েৎ ক্ষিপ্রং ধার্ম্মিকং বলিনং নৃপম্ ॥ ১৪ ॥
নিগ্রহং প্রকৃতীনাং চ কুর্য্যাদ্‌যোঽরিবলস্য চ।
উপসেবেত তং নিত্যং সর্ব্বযত্নৈর্গুরুং যথা ॥ ১৫ ॥
যদি তত্রাপি সংপশ্যেদ্দোষং সংশ্রয়কারিতম্।
সুযুদ্ধমেব তত্রাঽপি নির্বিশঙ্কঃ সমাচরেৎ ॥ ১৬ ॥

মনু০ ৭। (১৬১—১৭৬) ॥

রাজা এবং রাজকর্ম্মচারীদিগের সর্ব্বদা এ বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, (আসন) স্থিরতা, (যান) শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা, (সন্ধি) শত্রুর সহিত মিত্রতা স্থাপন, (বিগ্রহ) দুষ্ট শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা, (দ্বৈধ) সেনা দুইভাগে বিভক্ত করিয়া স্ববিনয় সাধন করা এবং (সংশ্রয়) দুর্ব্বল অবস্থায় অন্য কোন শক্তিশালী রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা—এই ছয় প্রকার কার্য্যে যথোচিত বিচার পূর্ব্বক করা কর্ত্তব্য ॥১॥ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব এবং সংশ্রয়—রাজা এই গুলির দুই প্রকারের প্রত্যেকটি সম্যক্‌রূপে অবগত হইবেন ॥২॥ (সন্ধি) শত্রুর সহিত সন্ধি অথবা বিপরীত আচরণ করিবেন, কিন্তু নিরন্তর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য করিতে থাকিবেন। এই দুই প্রকারের সন্ধি হইয়া থাকে ॥৩॥ (বিগ্রহ) কার্য্যসিদ্ধির জন্য সময়ে বা অসময়ে স্বয়ংকৃত অথবা মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে অপরাধী শত্রুর সহিত কৃত বিরোধ—এই দুই প্রকার বিরোধ হইয়া থাকে ॥৪॥ (যান) অকস্মাৎ কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে, একাকী অথবা মিত্রপক্ষের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা,—এই দুই প্রকারের যান বা গমন ॥৫॥ (আসন) স্বয়ং কোন কারণে ক্রমশঃ ক্ষীণ অর্থাৎ হীনবল হইয়া গেলে অথবা কোন মিত্রপক্ষের অনুরোধ বশতঃ স্বস্থানে বসিয়া থাকা—এই দুই প্রকারের আসন ॥৬॥ (দ্বৈধ) কোন কার্য্যসিদ্ধির জন্য সেনাপতি ও সেনাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া বিজয়লাভ করা,—এই দুই প্রকারের দ্বৈধ ॥৭॥ (সংশ্রয়) কোন কার্য্যসিদ্ধির জন্য কোন শক্তিশালী রাজা অথবা

কোন মহাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করা, যাহাতে শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতে না হয়,—এই দুই প্রকারের আশ্রয় ॥৮॥ যখন জানা যাইবে যে, অমুক সময়ে যুদ্ধ হইলে কিছু কষ্ট হইবে, কিন্তু তাহার পর যুদ্ধ করিলে উন্নতি এবং বিজয়লাভ অবশ্য হইবে, তখন শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া উচিত সময় পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন ॥৯॥ যখন নিজের সমস্ত প্রজা অথবা সেনা অত্যন্ত প্রসন্ন, উন্নতিশীল এবং উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইবে এবং নিজেকেও সেইরূপ মনে করিবেন, তখনই শত্রুর সহিত বিগ্রহ (যুদ্ধ) করিবেন ॥১০॥ যখন নিজের বল অর্থাৎ সেনা হৃষ্ট, পুষ্ট এবং প্রসন্ন, কিন্তু শত্রুর বল তদ্বিপরীত, অর্থাৎ ক্ষীণ বলিয়া জানিবেন, তখনই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন ॥১১॥ সেনা বলবাহনে ক্ষীণ হইয়া গেলে রাজা শত্রুদিগকে ধীরে ধীরে যত্নের সহিত শান্ত করিয়া স্বস্থানে অবস্থান করিবেন ॥১২॥ যে সময় রাজা শত্রুকে অত্যন্ত বলবান্ মনে করিবেন, তখন দ্বিগুণ অথবা দুই প্রকারের সেনা গঠন করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবেন ॥১৩॥ যখন রাজা স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন শত্রু শীঘ্রই আক্রমণ করিবে, তখনই অবিলম্বে কোন ধার্ম্মিক এবং শক্তিশালী রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ॥ ১৪ ॥ যে সকল প্রজা এবং নিজ সেনা শত্রুশক্তি নিগ্রহ অর্থাৎ প্রতিরোধ করে, সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত গুরুর ন্যায় সর্ব্বদা তাহাদের সেবা করিবেন ॥১৫॥ যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন তাঁহার কার্য্যে দোষ দেখিলেও নিঃশঙ্কভাবে যুদ্ধ করিবেন ॥১৬॥ কোন ধার্ম্মিক রাজার সহিত কখনও বিরোধ করিবেন না কিন্তু তাঁহার সহিত সর্ব্বদা মিত্রতা রক্ষা করিবেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত এবং শক্তিশালী রাজাকে জয় করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বোপায়ৈস্তথা কুর্য্যান্নীতিজ্ঞঃ পৃথিবীপতিঃ।
যথাস্যাভ্যধিকা ন স্যুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ ॥ ১ ॥
আয়তিং সর্ব্বকার্য্যাণাং তদাত্বং চ বিচারয়েৎ।
অতীতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং গুণদোষৌ চ তত্ত্বতঃ ॥ ২ ॥
আয়ত্যাং গুণদোষজ্ঞস্তদাত্বে ক্ষিপ্রনিশ্চয়ঃ।
অতীতে কার্য্যশেষজ্ঞঃ শত্রুভির্নাভিভূয়তে ॥ ৩ ॥
যথৈনং নাভিসংদধ্যুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ ॥
তথা সর্ব্বং সংবিদধ্যাদেষ সামাসিকো নয়ঃ ॥ ৪ ॥

মনু০ ৭। (১৭৭—১৮০)।

যাহাতে মিত্র উদাসীন (মধ্যস্থ) এবং শত্রু অধিক শক্তিশালী না হয়, তজ্জন্য নীতিজ্ঞ এবং পৃথিবীপতি রাজা সকলপ্রকার উপায় অবলম্বন করিবেন ॥১॥ সকল কার্য্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য এবং কৃতকর্ম্মের দোষগুণ সম্যক্‌রূপে বিচার করিবেন ॥২॥ তদনন্তর দোষ দূরীকরণার্থ এবং গুণ সংরক্ষণার্থ যত্ন করিবেন। যে রাজা ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পরে করণীয় কর্ম্ম সমূহের দোষ গুণ অবগত হইয়া বর্ত্তমান কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন এবং কৃতকর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবশিষ্ট কর্ত্তব্য জ্ঞাত থাকেন, তিনি কখনও শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হন না ॥৩॥ রাজকর্ম্মচারিগণ বিশেষতঃ সভাপতি রাজা সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিবেন, যেন মিত্রকে উদাসীন এবং শত্রু প্রভৃতিকে বশীভূত করিয়া কেহ বিরুদ্ধাচরণ করাইতে না পারে। এইরূপ ভ্রমে কখনও পতিত হইবেন না। ইহাকেই সংক্ষেপে বিনয় অর্থাৎ রাজনীতি বলে ॥৪॥

কৃত্বা বিধানং মূলে তু যাত্রিকং চ যথাবিধি।
উপগৃহ্যাস্পদং চৈব চারান্ সম্যগ্‌ বিধায় চ ॥ ১ ॥
সংশোধ্য ত্রিবিধং মার্গং ষড়্‌বিধং চ বলং স্বকম্।
সাংপরায়িককল্পেন যায়াদরিপুরং শনৈঃ ॥ ২ ॥
শত্রুসেবিনি মিত্রে চ গূঢ়ে যুক্ততরো ভবেৎ।
গতপ্রত্যাগতে চৈব স হি কষ্টতরো রিপুঃ ॥ ৩ ॥
দণ্ডব্যূহেন তন্মার্গং যায়াত্তু শকটেন বা।
বরাহমকরাভ্যাং বা সূচ্যা বা গরুড়েন বা ॥ ৪ ।
যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেত্ততো বিস্তারয়েদ্বলম্।
পদ্মেন চৈব ব্যূহেন নিবিশেত সদা স্বয়ম্ ॥ ৫ ॥
সেনাপতিবলাধ্যক্ষৌ সর্ব্বদিক্ষু নিবেশয়েৎ।
যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেৎ প্রাচীং তাং কল্পয়েদ্দিশম্ ॥ ৬ ॥
গুল্মাংশ্চ স্থাপয়েদাপ্তান্ কৃতসংজ্ঞান্ সমন্ততঃ।
স্থানে যুদ্ধে চ কুশলানভীরূনবিকারিণঃ ॥ ৭ ॥
সংহতান্ যোধয়েদল্পান্ কামং বিস্তারয়েদ্ বহূন্।
সূচ্যা বজ্রেণ চৈবৈতান্ ব্যূহেন ব্যূহ্য যোধয়েৎ ॥ ৮ ॥
স্যন্দনাশ্বৈঃ সমে যুদ্ধ্যেদনূপে নৌদ্বিপৈস্তথা।
বৃক্ষগুল্মাবৃতে চাপৈরসিচর্ম্মায়ুধৈঃ স্থলে ॥ ৯ ॥

প্রহর্ষয়েদ্ বলং ব্যূহ্য তাংশ্চ সম্যক্ পরীক্ষয়েৎ।
চেষ্টাশ্চৈব বিজানীয়াদরীন্ যোধয়তামপি ॥ ১০ ॥
উপরুধ্যারিমাসীত রাষ্ট্রং চাস্যোপপীড়য়েৎ।
দূষয়েচ্চাস্য সততং যবসান্নোদকেন্ধনম্ ॥ ১১ ॥
ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকারপরিখাস্তথা।
সমবস্কন্দয়েচ্চৈনং রাত্রৌ বিত্রাসয়েত্তথা ॥ ১২ ॥
প্রমাণানি চ কুর্বীত তেষাং ধর্ম্মান্যথোদিতান্।
রত্নৈশ্চ পূজয়েদেনং প্রধানপুরুষৈঃ সহ ॥ ১৩ ॥
আদানমপ্রিয়করং দানঞ্চ প্রিয়কারকম্।
অভীপ্সিতানামর্থানাং কালে যুক্তং প্রশস্যতে ॥ ১৪ ॥
মনু০ ৭। (১৮৪—১৯২। ১৯৪—১৯৬। ২০৩। ২০৪) ॥

শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কালে, রাজা নিজ রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সর্ব্বত্র দূত অর্থাৎ চতুর্দ্দিকের সমাচার দাতা পুরুষদিগকে গুপ্তভাবে স্থাপনপূর্ব্বক যাত্রার উপযোগী যথাবিধি যাবতীয় সামগ্রী—সেনা, যান, বাহন এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি সহকারে যাত্রা করিবেন ॥১॥ ত্রিবিধ মার্গ, অর্থাৎ প্রথম স্থল (ভূমি), দ্বিতীয় জল (সমুদ্র বা নদী) এবং তৃতীয় আকাশ মার্গ শুদ্ধ করিয়া, ভূমি মার্গে রথ, অশ্ব, হস্তী, জলে নৌকায় এবং আকাশে বিমান প্রভৃতি যানে গমন করিবেন। পদাতি, রথ, অশ্ব, হস্তী, অস্ত্র-শস্ত্র, ভোজ্য পানীয় প্রভৃতি যথোচিত ভাবে সঙ্গে লইয়া পূর্ণ বল সহকারে কোন কারণ ঘোষণা পূর্ব্বক ধীরে ধীরে শত্রুর নগর সমীপে গমন করিবেন ॥২॥ যে ব্যক্তি ভিতরে শত্রুর সহিত মিলিত থাকে কিন্তু বাহিরে রাজার সহিতও মিত্রতা দেখায়, অর্থাৎ গুপ্ত কথা গোপনে শত্রুর নিকট প্রকাশ করে, তাহার যাতায়াত এবং তাহার সহিত কথোপকথন সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান থাকিবেন। কারণ যে ব্যক্তি ভিতরে শত্রু, কিন্তু বাহিরে মিত্র, তাহাকে ভয়ঙ্কর শত্রু মনে করিবেন ॥ ৩ ॥ রাজা রাজকর্ম্মচারী ও জনসাধারণকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিবেন, নিজেও শিক্ষা করিবেন। পূর্ব্ব শিক্ষা প্রাপ্ত যোদ্ধৃগণই উত্তমরূপে যুদ্ধ করিতে ও করাইতে সমর্থ। শিক্ষাকালে (দণ্ডব্যূহ) অর্থাৎ দণ্ডের ন্যায় সৈন্য পরিচালন, (শকট ব্যূহ) শকট অর্থাৎ গাড়ীর ন্যায় ব্যূহ রচনা, (বরাহ ব্যূহ) শূকরের ন্যায়, অর্থাৎ শূকর যেমন একে অন্যের পশ্চাতে দৌড়াইতে থাকে এবং কখনও কখনও সকলে দলবদ্ধ হয়, সেইরূপ

(মকর ব্যূহ) কুম্ভীর যেমন জলে বিচরণ করে সেইরূপ ; (সূচী ব্যূহ) যেমন সূচীর অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, পশ্চাৎভাগ স্থূল এবং সূত্র তদপেক্ষা স্থূল হয় সেইরূপ সৈন্য সাজাইবে এবং (নীলকণ্ঠ ব্যূহ) যেমন নীলকণ্ঠ পক্ষী উপরে এবং নিম্নে লক্ষ্য বস্তুর উপর পক্ষদ্বারা আঘাত করে, সেইরূপ সৈন্যগণকে ব্যূহ রচনা শিক্ষা দিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিবেন ॥ ৪ ॥ যে দিকে ভয়ের কারণ জানা যাইবে সেদিকে সৈন্য বিস্তার করিবেন এবং চতুর্দ্দিকে সেনাপতিদিগকে স্থাপিত করিয়া (পদ্মব্যূহ) রচনা করিবেন, অর্থাৎ সৈন্যদিগকে চারিদিকে পদ্মাকারে স্থাপন করিয়া স্বয়ং মধ্যস্থলে অবস্থান করিবেন ॥ ৫ ॥ সব সেনাপতি এবং বলাধ্যক্ষকে অর্থাৎ আদেশদাতা ও সৈন্যচালক বীরকে আট দিকে রাখিবেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে সমস্ত সেনা রাখিবেন কিন্তু অন্যদিকেও সুব্যবস্থা রাখিবেন, নতুবা পশ্চাৎ এবং পার্শ্বভাগ হইতে শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে ॥ ৬ ॥ যাঁহারা গুল্ম অর্থাৎ দৃঢ় স্তম্ভ সদৃশ, যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত, ধার্ম্মিক, স্থিতি ও যুদ্ধ বিষয়ে নিপুণ, নির্ভীক এবং নির্ব্বিকারচিত্ত, তাঁহাদিগকে সেনার চতুর্দ্দিকে রাখিবেন ॥ ৭ ॥ অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া বহু সংখ্যক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে সৈন্যদিগকে মিলিত করিয়া যুদ্ধ করাইবেন। আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে সহসা নানাদিকে বিভক্ত করিয়া দিবেন। নগর, দুর্গ বা শত্রুসেনার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতে হইলে (সূচীব্যূহ) অথবা (বজ্রব্যূহ) রচনা করিয়া অর্থাৎ দ্বিধার বিশিষ্ট খড়গ যেমন দুইদিকে কর্ত্তন করে, সেইরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ করিতে থাকিবেন। এইরূপ নানাবিধ ব্যূহ অর্থাৎ সৈন্য রচনা করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিবেন। সম্মুখে শতঘ্নী (কামান) বা ভুশুণ্ডী (বন্দুক) চলিতে থাকিলে (সর্পব্যূহ) রচনা করিবেন অর্থাৎ সর্পের ন্যায় শায়িত হইয়া অগ্রসর হইতে থাকিবেন। যখন কামানের নিকটে উপস্থিত হইবেন, তখন শত্রুকে বধ অথবা ধৃত করিয়া এবং কামানের মুখ শত্রুর দিকে ঘুরাইয়া সেই কামান অথবা বন্দুক প্রভৃতি দ্বারা শত্রুকে বধ করিবেন, অথবা উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষগণকে কামানের মুখের সম্মুখে অশ্ব পৃষ্ঠে ধাবিত করাইয়া শত্রু বিনাশ করিবেন। মধ্যস্থলে সুনিপুণ অশ্বারোহী সৈন্য থাকিবে। তাহারা এক একবার আক্রমণ করিয়া শত্রু সৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ধৃত অথবা বিতাড়িত করিবেন ॥ ৮ ॥ সমভূমিতে যুদ্ধ করিতে হইলে রথ, অশ্ব এবং পদাতিক লইয়া. সমুদ্রে যুদ্ধ করিতে হইলে নৌকা দ্বারা, অল্প জলে যুদ্ধ করিতে হইলে হস্তী দ্বারা, বৃক্ষোপরি ও ঝোপের মধ্যে যুদ্ধ করিতে হইলে ধনুর্ব্বাণ দ্বারা এবং বালুকাময় স্থানে যুদ্ধ

করিতে হইলে ঢাল ও তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করিবেন ও করাইবেন ॥ ৯ ॥ যুদ্ধকালে যোদ্ধৃগণকে উৎসাহিত ও আনন্দিত করিবেন। যুদ্ধ স্থগিত হইলে শৌর্য্য ও উৎসাহবর্দ্ধক বক্তৃতা, ভোজ্য, পানীয়, অস্ত্রশস্ত্রের সহায়তা এবং ঔষধাদি দ্বারা সকলের চিত্ত প্রসন্ন রাখিবেন। ব্যূহ ব্যতীত যুদ্ধ করিবেন না ও করাইবেন না। যুদ্ধনিরত সৈন্যদিগের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। তাহারা যথার্থরূপে যুদ্ধ করিতেছে না কপটতা করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবেন ॥ ১০ ॥ কোন সময় উচিত মনে হইলে, চতুর্দ্দিক সৈন্য বেষ্টিত করিয়া শত্রুকে অবরুদ্ধ করিবেন এবং তাহার রাজ্য উপদ্রুত করিয়া তৃণ, অন্ন, জল এবং ইন্ধন নষ্ট ও দূষিত করিয়া দিবেন ॥ ১১ ॥ শত্রুর পুষ্করিণী, নগর প্রাচীর ও খাত ধ্বংস করিয়া রাত্রিকালে ভীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাকে সন্ত্রস্ত করিবেন। এইরূপে বিজয় লাভের চেষ্টা করিবেন ॥ ১২ ॥ বিজয়লাভের পর শত্রুর সহিত প্রমাণ অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা পত্রাদি লিখাইয়া লইবেন, এবং উচিত সময় মনে হইলে তাহারই বংশের কোন ধার্ম্মিক পুরুষকে এই সর্ত্তে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন—"আপনাকে আমার আজ্ঞা, অর্থাৎ ধর্ম্মানুমোদিত রাজনীতি অনুসারে কার্য্য করিয়া ন্যায় পথে প্রজা পালন করিতে হইবে।" এইরূপ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সন্নিকটে এমন লোক রাখিবেন, যাহাতে পুনরায় উপদ্রব না হয়। প্রধান পুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুকে রত্নাদি উত্তম সামগ্রী প্রদান পূর্ব্বক সম্মানিত করিবেন। এমন কার্য্য করিবেন না, যাহাতে তাহার যোগক্ষেমও না হয়। তাহাকে কারারুদ্ধ রাখা হইলেও তাহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবেন, যেন সে মনস্তাপ বিস্মৃত হইয়া আনন্দে থাকিতে পারে ॥ ১৩ ॥ যেহেতু সংসারে অন্যের সম্পত্তি গ্রহণ করা অপ্রীতিকর এবং অপরকে দান করা প্রীতিকর, এইজন্য বিশেষ সময়োচিত কার্য্য করা এবং পরাজিত শত্রুকে তাহার মনোবাঞ্ছিত সামগ্রী প্রদান করা অতি উত্তম। কখনও শত্রুকে বিদ্রূপ করিয়া উত্যক্ত করিবে না এবং "তোমাকে জয় করিয়াছি", এরূপ কথা বলিবে না। কিন্তু তাহাকে "আপনি আমার ভাই" ইত্যাদি সম্মান সূচক বাক্য বলিয়া তাহার সহিত সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করিবেন ॥ ১৪ ॥

হিরণ্যভূমিসংপ্রাপ্ত্যা পার্থিবো ন তথৈধতে।
যথা মিত্রং ধ্রুবং লব্ধ্বা কৃশমপ্যায়তিক্ষমম্ ॥ ১ ॥
ধর্ম্মজ্ঞং চ কৃতজ্ঞং চ তুষ্টপ্রকৃতিমেব চ।
অনুরক্তং স্থিরারম্ভং লঘুমিত্রং প্রশস্যতে ॥ ২ ॥

প্রাজ্ঞং কুলীনং শূরং চ দক্ষং দাতারমেব চ।
কৃতজ্ঞং ধৃতিমন্তঞ্চ কষ্টমাহুররিং বুধাঃ ॥ ৩ ॥
আর্য্যতা পুরুষজ্ঞানং শৌর্য্যং করুণবেদিতা।
স্থৌললক্ষ্যং চ সততমুদাসীনগুণোদয়ঃ ॥ ৪ ॥

মনু০ ৭। (২০৮—২১১)।

মিত্রের লক্ষণ :—রাজা অটলপ্রীতিসম্পন্ন, দূরদর্শী, কার্য্যদক্ষ, শক্তিশালী বা দুর্ব্বল মিত্র প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ সমৃদ্ধশালী হইয়া থাকেন, সুবর্ণ ও ভূমি লাভ করিয়াও তদ্রূপ হন না॥ ১॥ ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ অর্থাৎ যিনি কৃত উপকার সর্ব্বদা স্বীকার করেন, প্রসন্নস্বভাব, শ্রদ্ধাশীল এবং দৃঢ়কর্ম্মা ক্ষুদ্র মিত্রও প্রশংসা ভাজন॥ ২॥ ইহা নিশ্চয় জানা আবশ্যক যে, বুদ্ধিমান্, কুলীন, শৌর্য্য-বীর্য্যশালী নিপুণ, দাতা, কৃতজ্ঞ, এবং ধৈর্য্যশীল পুরুষকে কখনও শত্রু করা উচিত নহে। কারণ ঈদৃশ ব্যক্তিকে শত্রু করিলে দুঃখভোগ করিতে হয়॥ ৩॥

উদাসীনের লক্ষণ :—যাঁহার প্রশংসনীয় গুণ কর্ম্ম এবং উত্তম-অধম মনুষ্য সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, যিনি শৌর্য্য, বীর্য্য-করুণাসম্পন্ন এবং যিনি স্থূল লক্ষ্য, অর্থাৎ কোন বিষয়ের ভিতরে প্রবেশ না করিয়া নিরন্তর ভাসা ভাসা কথা শুনাইয়া থাকেন, তাঁহাকে উদাসীন বলে॥৪॥

এবং সর্ব্বমিদং রাজা সহ সংমন্ত্র্য মন্ত্রিভিঃ।
ব্যায়াম্যাপ্লুত্য মধ্যাহ্নে ভোক্তুমন্তঃপুরং বিশেৎ॥ ১॥

মনু০ (৭। ২১৬)॥

রাজা পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচাদির পর সন্ধ্যোপাসনা ও অগ্নিহোত্র করিয়া ও করাইয়া মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিবেন। অনন্তর কর্ম্মচারী ও সেনাধ্যক্ষের সহিত মিলিত হইবেন। তাঁহাদিগকে আনন্দিত করিয়া নানা প্রকার ব্যূহ শিক্ষা অর্থাৎ "কুচকাওয়াজ" শিক্ষা দিবেন এবং স্বয়ং অভ্যাস করিবেন। অনন্তর যাবতীয় অশ্বশালা, হস্তীশালা, গোশালা, অস্ত্রাগার, চিকিৎসালয় এবং রাজকোষ পরিদর্শন করিবেন। প্রত্যহ ঐ সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। কোন দোষ ঘটিলে তাহা সংশোধন করিবেন। তাহার পর ব্যায়াম শালায় যাইয়া ব্যায়াম করিবেন। মধ্যাহ্ন সময়ে ভোজনার্থ "অন্তঃপুরে" অর্থাৎ যে স্থানে, পত্নী প্রভৃতি থাকেন, সে স্থানে প্রবেশ করিবেন।

সুপরীক্ষিত বুদ্ধি-বল-পরাক্রমবর্দ্ধক ও রোগনাশক নানাবিধ অন্ন, ব্যঞ্জন পানীয় প্রভৃতি সুগন্ধ যুক্ত মিষ্টান্ন এবং নানা রসযুক্ত আহার্য্য দ্রব্য ভোজন করিবেন। এইরূপে সর্ব্বদা সুখে থাকিয়া সমস্ত রাজকার্য্যের উন্নতি করিতে থাকিবেন।

প্রজাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ প্রণালী—

পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা॥ মনু০ (৭।১৩০)॥

ব্যবসায়ী অথবা শিল্পীদিগের নিকট হইতে সুবর্ণ ও রৌপ্যের লভ্যাংশের পঞ্চাশদ্ভাগ, তণ্ডুল প্রভৃতি অন্নের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশভাগ গ্রহণ করিবেন। যদি ধন গ্রহণ করা হয়, তবে এইরূপ করিবেন যাহাতে কৃষক প্রভৃতি নির্ধন হইয়া দুঃখে পতিত না হয়॥১॥

কারণ এই যে, প্রজাগণ ধনাঢ্য ও নীরোগ থাকিলে এবং তাহারা যথেষ্ট খাদ্য ও পানীয় প্রাপ্ত হইলে রাজার অত্যন্ত উন্নতি হইয়া থাকে। রাজা প্রজাদিগকে নিজ সন্তানের ন্যায় সুখী করিবেন এবং প্রজাগণ রাজা ও রাজ কর্ম্মচারীদিগকে পিতৃতুল্য মনে করিবেন। ইহা সত্য যে কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবিগণ রাজার রাজা এবং রাজা তাহাদিগের রক্ষক। প্রজারা না থাকিলে কে কাহার রাজা? আর রাজা না থাকিলে কে কাহার প্রজা? রাজা-প্রজা উভয়েই স্ব স্ব কার্য্যে স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রীতিকর সম্মিলিত কার্য্যে পরতন্ত্র থাকিবেন। রাজা বা রাজকর্ম্মচারি-গণ প্রজাদিগের সাধারণ সম্মতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিবেন না। রাজকর্ম্মচারী অথবা প্রজাবর্গ রাজ-আজ্ঞার বিরুদ্ধে চলিবে না। রাজার নিজ রাজকীয় কার্য্য অর্থাৎ যাহাকে "পলিটিক্যাল" বলে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। যিনি ইহা বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তিনি চারিবেদ, মনুস্মৃতি, শুক্রনীতি এবং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া নির্ণয় করিবেন। প্রজাদিগের প্রতি ন্যায় বিচার সম্বন্ধীয় ব্যবহার মনুস্মৃতির অষ্টম ও নবম অধ্যায়োক্ত রীতি অনুসারে হওয়া বিধেয়। এ স্থলেও তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে :—

প্রত্যহং দেশদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ।
অষ্টাদশসু মার্গেষু নিবদ্ধানি পৃথক্ পৃথক্॥ ১॥
তেষামাদ্যমৃণাদানং নিক্ষেপোঽস্বামিবিক্রয়ঃ।
সম্ভূয় চ সমুত্থানং দত্তস্যানপকর্ম্ম চ॥ ২॥

বেতনস্যৈব চাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ।
ক্রয়বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামিপালয়োঃ ॥ ৩ ॥
সীমাবিবাদধর্ম্মশ্চ পারুষ্যে দণ্ডবাচিকে।
স্তেয়ঞ্চ সাহসঞ্চৈব স্ত্রীসংগ্রহণমেব চ ॥ ৪ ॥
স্ত্রীপুংধর্ম্মো বিভাগশ্চ দ্যূতমাহ্বয় এব চ।
পদান্যষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতাবিহ ॥ ৫ ॥
এষু স্থানেষু ভূয়িষ্ঠং বিবাদং চরতাং নৃণাম্।
ধর্ম্মং শাশ্বতমাশ্রিত্য কুর্য্যাৎ কার্য্যবিনির্ণয়ম্ ॥ ৬ ॥
ধর্ম্মো বিদ্ধস্ত্বধর্ম্মেণ সভাং যত্রোপতিষ্ঠতে।
শল্যং চাস্য ন কৃন্তন্তি বিদ্ধাস্তত্র সভাসদঃ ॥ ৭ ॥
সভাং বা ন প্রবেষ্টব্যা বক্তব্যং বাসমঞ্জসম্।
অব্রুবন্ বিব্রুবন্ বাপি নরো ভবতি কিল্বিষী ॥ ৮ ॥
যত্র ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মেণ সত্যং যত্রানৃতেন চ।
হন্যতে প্রেক্ষমাণানাং হতাস্তত্র সভাসদঃ ॥ ৯ ॥
ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্মো হতোঽবধীৎ ॥ ১০ ॥
বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মস্তস্য যঃ কুরুতে হ্যলম্।
বৃষলং তং বিদুর্দেবা স্তস্মাদ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ ॥ ১১ ॥
এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥ ১২ ॥
পাদোঽধর্ম্মস্য কর্ত্তারং পাদঃ সাক্ষিণমৃচ্ছতি।
পাদঃ সভাসদঃ সর্ব্বান্ পাদো রাজানমৃচ্ছতি ॥ ১৩ ॥
রাজা ভবত্যনেনাস্তু মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ।
এনো গচ্ছতি কর্ত্তারং নিন্দার্হো যত্র নিন্দ্যতে ॥ ১৪ ॥

মনু০ ৮। (৩—৮। ১২—১৯) ॥

সভা, রাজা এবং রাজকর্ম্মচারিগণ সকলে প্রত্যহ দেশাচার এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে নিম্নলিখিত অষ্টাদশ বিবাদাস্পদ মার্গে বিবাদাস্পদ কর্ম্মসমূহের বিচার

পূর্ব্বক মীমাংসা করিবেন। যে সকল নিয়ম শাস্ত্রোক্ত নহে অথচ প্রয়োজনীয়, রাজা ও প্রজাবর্গের উন্নতিকল্পে সেই সকল উৎকৃষ্ট নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবেন ॥১॥

অষ্টাদশ মার্গ এইরূপ, ইহার মধ্যে :—(১) ঋণাদান—কাহাকেও কর্জ্জ দেওয়া ও কাহারও নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা সম্বন্ধে বিবাদ হওয়া। (২) নিক্ষেপ—গচ্ছিত রাখা অর্থাৎ কেহ কাহারও নিকট ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রাখিয়া ফেরৎ চাহিলে না দেওয়া। (৩) অস্বামিবিক্রয়—একের সম্পত্তি অন্যে বিক্রয় করা। (৪) সম্ভূয় চ সমুত্থানম্—দলবদ্ধ হইয়া কাহারও উপর অত্যাচার করা। (৫) দত্তস্যানপকর্ম্ম চ—দত্ত বস্তু আত্মসাৎ করা ॥২॥ (৬) বেতনস্যৈব চাদানম্—বেতন অর্থাৎ কাহারও চাকুরীর পারিশ্রমিক হইতে গ্রহণ করা, অথবা কম দেওয়া, অথবা না দেওয়া। (৭) প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞাবিরুদ্ধ আচরণ করা। (৮) ক্রয়-বিক্রয়ানুশয়—অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে বিবাদ হওয়া। (৯) পশুর সত্বাধিকারী এবং পালকের মধ্যে বিবাদ হওয়া ॥৩॥ (১০) সীমানাসংক্রান্ত বিবাদ হওয়া। (১১) কাহাকেও কঠোর দণ্ডদান করা। (১২) কাহাকেও কঠোর বাক্য বলা। (১৩) চুরি ও ডাকাতি করা। (১৪) বলপূর্ব্বক কোন কার্য্য করা। (১৫) কোন স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ব্যভিচার হওয়া ॥ ৪ ॥ (১৬) স্ত্রী ও পুরুষের ধর্ম্মে ব্যতিক্রম ঘটা। (১৭) বিভাগ, অর্থাৎ দায়ভাগ সম্বন্ধে বিবাদ হওয়া। (১৮) দ্যূত, অর্থাৎ কোন জড় পদার্থ ও সমাহ্বয় অর্থাৎ কোন চেতন পদার্থ পণ রাখিয়া জুয়া খেলা। এই অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহার সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ এই সকল বিষয়ে বাদীপ্রতিবাদীদিগের সনাতন ধর্ম্মানুসারে বিচার করিতে হইবে, অর্থাৎ কখনও কাহারও প্রতি পক্ষপাত করিবেন না ॥ ৬ ॥ অধর্ম্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্ম আহত হইয়া সভায় উপস্থিত হইলে যদি ধর্ম্মের শল্য, অর্থাৎ তীরবৎ কলঙ্ক, বাহির করা ও অধর্ম্মকে ছেদন করা না হয়, অর্থাৎ ধার্ম্মিককে সম্মানিত ও অধার্ম্মিককে দণ্ডিত করা না হয়, তাহা হইলে উক্ত সভার সভাসদ্‌বর্গকে আহত বলিয়া মনে করিতে হইবে ॥ ৭ ॥ ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য এই যে তিনি সভায় প্রবেশ করিলে সত্যই বলিবেন, নতুবা কখনও সভায় প্রবেশ করিবেন না। যিনি সভায় অন্যায় হইতেছে দেখিয়াও নীরব থাকেন, অথবা সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধ কথা বলেন, তিনি মহাপাপী ॥ ৮ ॥ যে সভায় সভাসদ্বর্গের চক্ষুর সম্মুখে ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্তৃক এবং সত্য অসত্য কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়, সেই সভায় বুঝিতে হইবে, সকলেই মৃত তুল্য, তাহাদের মধ্যে কেহই জীবিত নহে ॥ ৯ ॥ বিনষ্ট ধর্ম্ম বিনাশকারীকে বিনাশ করে। রক্ষিত ধর্ম্ম রক্ষককে

রক্ষা করে। সুতরাং বিনষ্ট ধর্ম্ম কখনও আমাকে বিনাশ করিতে যেন না পারে, এই ভয়ে ধর্ম্মকে কখনও বিনাশ করিবে না ॥ ১০ ॥ যে ব্যক্তি সকল ঐশ্বর্য্য ও সুখবর্ষণকারী ধর্ম্মের লোপ করে, তাহাকেই বিদ্বানেরা বৃষল অর্থাৎ শূদ্র ও নীচ বলিয়া মনে করেন। সুতরাং ধর্ম্মলোপ করা কাহারও উচিত নহে ॥ ১১ ॥ এই সংসারে ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃদ্। মৃত্যুর পরেও ধর্ম্ম সহগামী হইয়া থাকে। অন্য সকল সঙ্গী ও সকল সামগ্রী দেহনাশের সহিত বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ সকলের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায় ॥ ১২ ॥ কিন্তু, ধর্ম্মের সম্বন্ধ কখনও ছিন্ন হয় না। যখন রাজসভায় পক্ষপাত বশতঃ কোন অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়, তখন অধর্ম্ম চারিভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম ভাগ অধর্ম্মকারী, দ্বিতীয় ভাগ সাক্ষী, তৃতীয় ভাগ সভাসদ্বর্গ এবং চতুর্থ ভাগ সভার সভাপতি রাজার নিকট গমন করে ॥ ১৩ ॥ যে সভায় নিন্দনীয়ের নিন্দা, প্রশংসনীয়ের প্রশংসা, দণ্ডনীয়ের দণ্ড এবং মাননীয়ের সম্মান হয়, সেই সভার রাজা ও সভাসদ্বর্গ পবিত্র ও নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। পাপ পাপকারীকেই আশ্রয় করে ॥ ১৪ ॥

এখন সাক্ষী কিরূপ হওয়া উচিত :—

আপ্তাঃ সর্ব্বেষু বর্ণেষু কার্য্যাঃ কার্য্যেষু সাক্ষিণঃ।
সর্ব্বধর্ম্মবিদোঽলুব্ধা বিপরীতাংস্তু বর্জয়েৎ ॥ ১ ॥
স্ত্রীণাং সাক্ষ্যং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুর্দ্বিজানাং সদৃশা দ্বিজাঃ।
শূদ্রাশ্চ সন্তঃ শূদ্রাণামন্ত্যানামন্ত্যযোনয়ঃ ॥ ২ ॥
সাহসেষু চ সর্ব্বেষু স্তেয়সংগ্রহণেষু চ।
বাগ্দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যে ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ ॥ ৩ ॥
বহুত্বং পরিগৃহ্নীয়াৎ সাক্ষিদ্বৈধে নরাধিপঃ।
সমেষু তু গুণোৎকৃষ্টান্ গুণদ্বৈধে দ্বিজোত্তমান্ ॥ ৪ ॥
সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈব সিধ্যতি।
তত্র সত্যং ব্রুবন্ সাক্ষী ধর্ম্মার্থাভ্যাং ন হীয়তে ॥ ৫ ॥
সাক্ষী দৃষ্টশ্রুতাদন্যদ্বিব্রুবন্নার্য্যসংসদি।
অবাঙ্নরকমভ্যেতি প্রেত্য স্বর্গাচ্চ হীয়তে ॥ ৬ ॥
স্বভাবেনৈব যদ্ ব্রূয়ুস্তদ্ গ্রাহ্যং ব্যবহারিকম্।
অতো যদন্যদ্ বিব্রূয়ুর্ধর্ম্মার্থং তদপার্থকম্ ॥ ৭ ॥

সত্যাস্তঃ সাক্ষিণঃ প্রাপ্তানর্থি প্রত্যর্থিসন্নিধৌ।
প্রাড্ বিবাকোঽনুযুঞ্জীত বিধিনাঽনেন সান্ত্বয়ন্ ॥ ৮ ॥
যদ্ দ্বয়োরনয়োর্বেত্থ কার্য্যেঽস্মিন্ চেষ্টিতং মিথঃ।
তদ্ ব্রূত সর্ব্বং সত্যেন যুষ্মাকং হ্যত্র সাক্ষিতা ॥ ৯ ॥
সত্যং সাক্ষ্যে ব্রুবন্ সাক্ষী লোকানাপ্নোতি পুষ্কলান্।
ইহ চানুত্তমাং কীর্ত্তিং বাগেষা ব্রহ্মপূজিতা ॥ ১০ ॥
সত্যেন পূয়তে সাক্ষী ধর্ম্মঃ সত্যেন বর্দ্ধতে।
তস্মাৎ সত্যং হি বক্তব্যং সর্ব্ববর্ণেষু সাক্ষিভিঃ ॥ ১১ ॥
আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী গতিরাত্মা তথাত্মনঃ।
মাবসংস্থাঃ স্বমাত্মানং নৃণাং সাক্ষিণমুত্তমম্ ॥ ১২ ॥
যস্য বিদ্বান্ হি বদতঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নাভিশঙ্কতে।
তস্মান্ন দেবাঃ শ্রেয়াংসং লোকেঽন্যং পুরুষং বিদুঃ ॥ ১৩ ॥
একোঽহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ ॥ ১৪ ॥
মনু০ ৮। (৬৩।৬৮।৭২-৭৫।৭৮-৮১।৮৩।৮৪।৯৬।৯১) ॥

সকল বর্ণের ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, অকপট, সর্ব্বধর্ম্মবিৎ, নির্লোভ এবং সত্যবাদী ব্যক্তিকে ন্যায় ব্যবস্থার সাক্ষী করিবে, তদ্বিপরীত ব্যক্তিকে কখনও সাক্ষী করিবে না ॥ ১ ॥ স্ত্রীলোকের সাক্ষী স্ত্রীলোক, দ্বিজের সাক্ষী দ্বিজ, শূদ্রের সাক্ষী শূদ্র, এবং অন্ত্যজের সাক্ষী অন্ত্যজ হইবে ॥ ২ ॥ চুরি, ব্যভিচার, কঠোর বাক্য এবং দণ্ডনিপাত প্রভৃতি যে সকল কার্য্য বলপূর্ব্বক করা হয়, তৎসম্বন্ধে সাক্ষীর পরীক্ষা করিবে না। ঐ সকল অত্যন্ত আবশ্যকীয় ও দ্রুতমীমাংসাযোগ্য মনে করিবে। কারণ এই সকল কার্য্য গোপনে করা হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥ উভয় পক্ষের সাক্ষীদিগের মধ্যে বহুমতানুসারে, তুল্য সাক্ষীদিগের মধ্যে উত্তম-গুণ-সম্পন্ন পুরুষদিগের সাক্ষ্য অনুসারে এবং উভয় পক্ষের সাক্ষী উত্তম গুণ সম্পন্ন ও তুল্য হইলে, দ্বিজোত্তম অর্থাৎ ঋষি-মহর্ষি ও যতিদিগের সাক্ষ্য অনুসারে ন্যায় বিচার করিবেন ॥ ৪ ॥ দ্বিবিধ সাক্ষী প্রামাণ্য হইয়া থাকে—প্রথম সাক্ষাৎদ্রষ্টা, দ্বিতীয় শ্রোতা। যে সাক্ষী সভায় জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্য কথা বলেন, তিনি অধার্ম্মিক ও দণ্ডার্হ নহেন। কিন্তু যে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলে সে যথোচিত

দণ্ডনীয় হইবে॥ ৫॥ যে সাক্ষী রাজসভায় অথবা শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের কোন সভায় দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের বিরুদ্ধ কথা বলে, সে বর্ত্তমানে "অবাঙ্ নরক" অর্থাৎ জিহ্বাছেদন জনিত দুঃখরূপ নরক ভোগ করে, এবং মৃত্যুর পর সুখে বঞ্চিত হয়॥ ৬॥ সাক্ষী কোন ঘটনা সম্বন্ধে স্বাভাবিক রূপে যাহা বলে, তাহাই গ্রাহ্য। তদ্ভিন্ন অপরের শিখান কথা যাহা বলে, তাহা ন্যায়াধীশ বৃথা মনে করিবেন॥ ৭॥ সভার সম্মুখে উপস্থিত অর্থী (বাদী) ও প্রত্যর্থীর (প্রতিবাদী) সাক্ষীদিগকে ন্যায়াধীশ এবং প্রাড্‌বিবাগ্ অর্থাৎ উকিল অথবা ব্যারিষ্টার শান্তভাবে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন—॥ ৮॥ "হে সাক্ষিগণ! এই দুইজনের কার্য্য সম্বন্ধে আপনারা যাহা জানেন, তাহা সত্য করিয়া বলুন। কারণ, আপনারা এ বিষয়ে সাক্ষী আছেন"॥ ৯॥ যে সাক্ষী সত্য কথা বলেন, তিনি ইহজন্মে কীর্ত্তিলাভ করেন এবং মৃত্যুর পর উত্তম জন্মলাভ করিয়া সুখভোগ করেন। কারণ বেদে লিখিত আছে যে, এই বাণীই সম্মান এবং অপমানের হেতু। সত্যবাদী সম্মানিত ও মিথ্যাবাদী নিন্দিত হইয়া থাকে॥ ১০॥ সত্য বলিলে সাক্ষী পবিত্র হয় এবং তাহাতে ধর্ম্মোন্নতি হয়। অতএব সকল বর্ণের সাক্ষীদিগের সত্যই বলা উচিত॥ ১১॥ আত্মাই আত্মার সাক্ষী। আত্মাই আত্মার গতি। ইহা জানিয়া হে পুরুষ! তুমি সকল মনুষ্যের উৎকৃষ্ট সাক্ষী স্বরূপ স্বীয় আত্মার অপমান করিও না, অর্থাৎ তুমি আত্মা, মন ও বাণীদ্বারা যে সত্য বাক্য বল, তাহাই সত্য, মিথ্যাভাষণ তাহার বিপরীত॥ ১২॥ যে বক্তার বিদ্বান্, ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ দেহের জ্ঞাতা আত্মা অন্তরে শঙ্কিত হয় না, তাঁহাকে ছাড়া বিদ্বানেরা অন্য কাহাকেও উত্তম পুরুষ মনে করেন না॥ ১৩॥ হে কল্যাণকারী পুরুষ! "আমি একাকী আছি" এইরূপ মনে করিয়া তোমার মিথ্যা বলা উচিত নহে। কিন্তু যে পুরুষ তোমার হৃদয়ে অন্তর্য্যামী, পাপপুণ্যের দ্রষ্টা মুনিস্বরূপ রহিয়াছেন সেই পরমাত্মাকে ভয় করিয়া সর্ব্বদা সত্য বলিবে॥ ১৪॥

লোভন্মোহাদ্ভয়ান্মৈত্রাৎ কামাৎ ক্রোধাত্তথৈব চ।
অজ্ঞানাদ্ বালভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিতথমুচ্যতে॥ ১॥
এষামন্যতমে স্থানে যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ।
তস্য দণ্ডবিশেষাংস্তু প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ॥ ২॥
লোভাৎ সহস্রংদণ্ড্যস্তু মোহাৎ পূর্ব্বন্তু সাহসম্।
ভয়াদ্দ্বৌ মধ্যমৌ দণ্ড্যৌ মৈত্রাৎ পূর্ব্বং চতুর্গুণম্॥ ৩॥

কামাদ্দশগুণং পূর্ব্বং ক্রোধাত্তু ত্রিগুণং পরম্ ।
অজ্ঞানাদ্ দ্বে শতে পূর্ণে বালিশ্যাচ্ছতমেব তু ॥ ৪ ॥
উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমম্ ।
চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহস্তথৈব চ ॥ ৫ ॥
অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ ।
সারাঽপরাধৌ চালোক্য দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ ॥ ৬ ॥
অধর্ম্মদণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্ত্তিনাশনম্ ।
অস্বর্গ্যঞ্চ পরত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৭ ॥
অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্ ।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকং চৈব গচ্ছতি ॥ ৮ ॥
বাগ্দণ্ডং প্রথমং কুর্য্যাদ্ ধিগ্দণ্ডং তদনন্তরম্ ।
তৃতীয়ং ধনদণ্ডন্তু বধদণ্ডমতঃপরম্ ॥ ৯ ॥

মনু০ ৮। (১১৮-১২০। ১২৫-১২৯) ॥

লোভ, মোহ, ভয়, মিত্রতা, কাম, ক্রোধ, অজ্ঞতা এবং বালবুদ্ধি বশতঃ যে সাক্ষ্য দেওয়া হয় তাহা মিথ্যা বলিয়া মনে করিতে হইবে ॥ ১ ॥ কোন ক্ষেত্রে সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তাহাকে নিম্নলিখিতরূপ নানাবিধ দণ্ডদান করা কর্ত্তব্য ॥২॥ লোভ বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে সাক্ষীর ১৫৸৶০ (পনর টাকা দশ আনা) দণ্ড হইবে। মোহ বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ৩৶০ (তিন টাকা দুই আনা) দণ্ড হইবে। ভয় বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ৬।০ (ছয় টাকা চারি আনা) দণ্ড হইবে। মিত্রতা বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ১২॥০ (বার টাকা আট আনা) দণ্ড হইবে ॥ ৩ ॥ কামনা বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ২৫৲ (পঁচিশ টাকা) দণ্ড হইবে। ক্রোধ বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ৪৬৸৶০ (ছয়চল্লিশ টাকা চৌদ্দ আনা) দণ্ড হইবে। অজ্ঞতা বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ৬৲ (ছয় টাকা) দণ্ড হইবে। বালবুদ্ধি বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ১॥৴০ (এক টাকা নয় আনা) দণ্ড হইবে ॥ ৪ ॥ উপস্থেন্দ্রিয়, উদর, জিহ্বা, হস্ত, পাদ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, দেহ এবং ধন—এই দশ স্থানের উপর দণ্ড প্রয়োগ করা হইয়া থাকে ॥৫॥ কিন্তু যে দণ্ড-ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে এবং হইবে, তদনুসারে দেশ কাল এবং পাত্র বিবেচনা করিয়া যাহার যেমন অপরাধ, তাহাকে সেইরূপ দণ্ডদান করিতে হইবে।

উদাহরণ স্বরূপ, লোভ বশতঃ সাক্ষ্য দিলে ১৫৷৶৹ (পনর টাকা দশ আনা) দণ্ড লেখা হইয়াছে কিন্তু অপরাধী অত্যন্ত দরিদ্র হইলে তাহার নিকট হইতে অল্প এবং ধনাঢ্য হইলে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ পর্য্যন্ত দণ্ড আদায় করিবে ॥৬॥ কারণ, এই সংসারে যিনি অন্যায়রূপে দণ্ডদান করেন, তাঁহার অতীত, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ এবং পরজন্মের ভাবী কীর্ত্তি নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে পরজন্মেও দুঃখোৎপত্তি ঘটে। অতএব কাহারও প্রতি অন্যায় দণ্ড করিবেন না ॥৭॥ যে রাজা দণ্ডনীয়কে দণ্ডদান করেন না এবং অদণ্ডনীয়কে দণ্ড দান করেন, অর্থাৎ দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেন, কিন্তু যে দণ্ডার্হ নহে তাহাকে দণ্ড দেন, তিনি জীবদ্দশায় ঘোর নিন্দা এবং মৃত্যুর পর মহাদুঃখ প্রাপ্ত হন। সুতরাং অপরাধীকে সর্ব্বদা দণ্ডদান করিবেন, নিরপরাধকে কখনও দণ্ড দান করিবেন না।

প্রথমতঃ বাক্ দণ্ড দিবেন অর্থাৎ তাহার "নিন্দা" করিবেন, দ্বিতীয়তঃ "ধিক্" দণ্ড দিবেন, অর্থাৎ তোমাকে "ধিক্, তুমি এইরূপ কুকর্ম্ম করিয়াছ কেন?" এইরূপ তিরস্কার করিবেন। তৃতীয়তঃ "অর্থ" দণ্ড দিবেন, এবং চতুর্থতঃ "বধ" দণ্ড অর্থাৎ চাবুক বা বেত্রাঘাত বা শিরশ্ছেদ দণ্ড দিবেন ॥ ৯ ॥

যেন যেন যথাঙ্গেন স্তেনো নৃষু বিচেষ্টতে।
তত্তদেব হরেদস্য প্রত্যাদেশায় পার্থিবঃ ॥ ১ ॥
পিতাচার্য্যঃ সুহৃন্মাতা ভার্য্যা পুত্রঃ পুরোহিতঃ।
নাদণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোঽস্তি যঃ স্বধর্ম্মে ন তিষ্ঠতি ॥ ২ ॥
কার্ষাপণং ভবেদ্দণ্ড্যো যত্রান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ।
তত্র রাজা ভবেদ্দণ্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণা ॥ ৩ ॥
অষ্টাপাদ্যন্তু শূদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিল্বিষম্।
ষোড়শৈব তু বৈশ্যস্য দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্য চ ॥ ৪ ॥
ব্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্টিঃ পূর্ণং বাপি শতং ভবেৎ।
দ্বিগুণা বা চতুঃষষ্টিস্তদ্দোষগুণবিদ্ধি সঃ ॥ ৫ ॥
ঐন্দ্রং স্থানমভিপ্রেপ্সুর্যশশ্চাক্ষয়মব্যয়ম্।
নোপেক্ষেত ক্ষণমপি রাজা সাহসিকং নরম্ ॥ ৬ ॥
বাগ্দুষ্টাত্তস্করাচ্চৈব দণ্ডেনৈব চ হিংসতঃ।
সাহসস্য নরঃ কর্ত্তা বিজ্ঞেয়ঃ পাপকৃত্তমঃ ॥ ৭ ॥

সাহসে বর্ত্তমানন্তু যো মর্ষয়তি পার্থিবঃ।
স বিনাশং ব্রজত্যাশু বিদ্বেষং চাধিগচ্ছতি ॥ ৮ ॥
ন মিত্রকারণাদ্রাজা বিপুলাদ্বা ধনাগমাৎ ॥
সমুৎসৃজেৎ সাহসিকান্ সর্ব্বভূতভয়াবহান্ ॥ ৯ ॥
গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥ ১০ ॥
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।
প্রকাশং বাঽপ্রকাশং বা মন্যুস্তন্মন্যুমৃচ্ছতি ॥ ১১ ॥
যস্য স্তেনঃ পুরে নাস্তি নান্যস্ত্রীগো ন দুষ্টবাক্।
ন সাহসিকদণ্ডঘ্নৌ স রাজা শক্রলোকভাক্ ॥ ১২ ॥
মনু০ ৮। (৩৩৪-৩৩৮। ৩৪৪-৩৪৭। ৩৫০। ৩৫১। ৩৮৬) ॥

চোর যে যে অঙ্গ দ্বারা লোকের বিরুদ্ধে কার্য্য করে, রাজা সকলের শিক্ষার্থ, তাহার সেই সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন। ১॥ পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, আচার্য্য, পুরোহিত বা মিত্র, যে কেহ হউন না কেন, যিনি স্বধর্ম্মে স্থির থাকেন না, তিনি রাজার অদণ্ড্য নহেন। অর্থাৎ যখন রাজা ন্যায়াসনে উপবিষ্ট হইয়া বিচার করেন, তখন কাহারও প্রতি পক্ষপাত না করিয়া অপরাধীকে যথোচিত দণ্ডদান করিবেন। ২॥ যে অপরাধে সাধারণ লোকের এক পয়সা দণ্ড হয়, সে অপরাধে রাজার এক সহস্র পয়সা দণ্ড হইবে। অর্থাৎ জনসাধারণ অপেক্ষা রাজার সহস্র গুণ দণ্ড হওয়া উচিত। মন্ত্রী অর্থাৎ রাজার "দেওয়ানের" আট শত গুণ, তদপেক্ষা নিম্নপদস্থের সাত শত গুণ, তদপেক্ষাও নিম্নপদস্থের ছয় শত গুণ,— এইরূপে ক্রমশঃ নিম্নপদস্থের অল্প দণ্ড হইবে। ভৃত্য অর্থাৎ চাপরাশী প্রভৃতির আট গুণ অপেক্ষা কম দণ্ড হওয়া উচিত নহে। কারণ, প্রজা অপেক্ষা রাজকর্ম্মচারীদিগের দণ্ড অধিক না হইলে তাহারা প্রজাদিগকে বিনাশ করিবে। যেমন সিংহ অধিক দণ্ড দ্বারা কিন্তু ছাগী অল্প দণ্ড দ্বারা বশীভূত হয়, সেইরূপ রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বনিম্ন ভৃত্য পর্য্যন্ত রাজকর্ম্মচারীর অপরাধের জন্য প্রজা অপেক্ষা অধিক দণ্ড হওয়া উচিত।৩॥ সেইরূপে কিঞ্চিৎ বিবেকের সঙ্গে চুরি করিলে শূদ্রের আট গুণ, বৈশ্যের ষোল গুণ এবং ক্ষত্রিয়ের বিশ গুণ ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মণের চৌষট্টি গুণ, শত গুণ অথবা একশত আটাইশ গুণ দণ্ড হওয়া উচিত। অর্থাৎ

যাহার জ্ঞান ও মর্য্যাদা যত অধিক, অপরাধের জন্য তাহার তত অধিক দণ্ড হওয়া আবশ্যক। ৫ ॥ রাজ্যাধিপতি এবং ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যাভিলাষী রাজা বলপূর্ব্বক কুকর্ম্মকারী দস্যুদিগকে দণ্ড দিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবেন না। ৬ ॥ দুঃসাহসের সহিত কুকর্ম্মকারী পুরুষদিগের লক্ষণ :—

যাহারা দুষ্ট বচন বলে, চুরি করে এবং বিনা অপরাধে দণ্ড দেয়, তাহাদের অপেক্ষাও যাহারা দুঃসাহসের সহিত বলপ্রয়োগ করে, তাহারা অধিক পাপীষ্ঠ ও দুর্ব্বৃত্ত। ৭ ॥ যে রাজা এই সকল লোককে দণ্ড না দিয়া সহ্য করেন, তিনি শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ৮ ॥ মিত্রতার খাতিরে অথবা প্রচুর ধনলোভে রাজা এই সকল প্রাণীপীড়ক দুর্ব্বৃত্তের বন্ধন ছেদন করিয়া কখনও ছাড়িয়া দিবেন না। ৯ ॥ গুরু, পুত্রাদি বালক, পিতা প্রভৃতি বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ অথবা বহুশ্রুত বিদ্বান্, যে কেহ হউন না কেন, যিনি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মচারী হন এবং বিনা অপরাধে অপরকে হত্যা করেন, তাঁহাকে বিনা বিচারে বধ করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ বধ করিবার পর বিচার করা কর্ত্তব্য। ১০ ॥ দুর্ব্বৃত্তদিগকে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে বধ করিলে হন্তার পাপ হয় না। কারণ, ক্রুদ্ধকে ক্রোধ দ্বারা বধ করাকে ক্রোধের সহিত ক্রোধের যুদ্ধ মনে করিতে হইবে। ১ ॥ যে রাজার রাজ্যে চোর, পরস্ত্রীগামী, কটুভাষী, দুঃসাহসী দুস্যু এবং দণ্ডঘ্ন অর্থাৎ রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনকারী নাই, সেই রাজা অতীব শ্রেষ্ঠ ॥ ১২ ॥

ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্যা স্ত্রী স্বজ্ঞাতিগুণদর্পিতা।
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে ॥ ১।
পুমাংসং দাহয়েৎ পাপং শয়নে তপ্ত আয়সে ॥
অভ্যাদধ্যুশ্চ কাষ্ঠানি তত্র দহ্যেত পাপকৃৎ ॥ ২ ॥
দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালঙ্করো ভবেৎ।
নদীতীরেষু তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্ ॥ ৩ ॥
অহন্যহন্যবেক্ষেত কর্ম্মান্তান্ বাহনানি চ ॥
আয়ব্যয়ৌ চ নিয়তাবাকরান্ কোষমেব চ ॥ ৪ ॥
এবং সর্ব্বানিমান্‌রাজা ব্যবহারান্ সমাপয়ন্।
ব্যাপোহ্য কিল্বিষং সর্ব্বং প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥ ৫ ॥

মনু০ ৮। (৩৭১। ৩৭২। ৪০৬। ৪১৯। ৪২০) ॥

যে স্ত্রী তাহার জাতি ও গুণের অহঙ্কারে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া ব্যভিচার করে, তাহাকে বহু স্ত্রীপুরুষের সম্মুখে জীবিত অবস্থায় কুকুর-দষ্ট করিয়া বধ করাইবেন। ১॥ সেইরূপে যে পুরুষ তাহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া পরস্ত্রী বা বেশ্যাগমন করে, সেই পাপীকে উত্তপ্ত লৌহ পালঙ্কে শায়িত করিয়া বহু লোকের সম্মুখে জীবিত অবস্থায় ভস্মীভূত করিবেন॥ ২॥ (প্রশ্ন)—রাজা অথবা রাণী, অথবা ন্যায়াধীশ বা তাহার স্ত্রী ব্যভিচার প্রভৃতি কুকর্ম্ম করিলে তাঁহাদেরও কি দণ্ড হইবে? (উত্তর)—সভা (দণ্ড দিবেন) অর্থাৎ প্রজাদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের দণ্ড অধিক হওয়া উচিত। (প্রশ্ন)—রাজা প্রভৃতি তাঁহাদের নিকট হইতে দণ্ড গ্রহণ করিবেন কেন? (উত্তর)—রাজাও একজন পুণ্যাত্মা ভাগ্যবান্ মনুষ্য। তাঁহাকে দণ্ড দেওয়া না হইলে এবং তিনি দণ্ড গ্রহণ না করিলে, অপর লোকেরা দণ্ড মানিবে কেন? আর প্রজাবর্গ, প্রধান রাজ্যাধিকারী এবং রাজসভা ধর্ম্মানুসারে দণ্ড দিতে ইচ্ছা করিলে রাজা একাকী কি করিতে পারেন? এরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে রাজা, প্রধান ও সমস্ত সমর্থ ব্যক্তি অন্যায়ে নিমগ্ন হইবেন। তাঁহারা ন্যায় ও ধর্ম্মকে ডুবাইয়া দিবেন এবং প্রজাবর্গের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজেরাও বিনষ্ট হইবেন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অর্থ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ন্যায়যুক্ত দণ্ডেরই নাম রাজা ও ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি ইহার বিলোপ করে তদপেক্ষা নীচ আর কে? (প্রশ্ন)—এরূপ কঠিন দণ্ড হওয়া উচিত নহে। কারণ, মনুষ্য জীবনদাতা অথবা কোন অঙ্গনির্ম্মাতা নহে। অতএব এরূপ দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না। (উত্তর)—যাঁহারা ইহাকে কঠোর দণ্ড মনে করেন, তাঁহারা রাজনীতি বুঝিতে পারেন না। কারণ একজনের এইরূপ দণ্ড হইলে সকলে কুকর্ম্ম হইতে দূরে থাকিয়া ধর্ম্মপথে স্থির থাকিবে। বাস্তবিক এই দণ্ড এক রাই সর্ষপ পরিমাণেও সকলের ভাগে পড়িবে না। কিন্তু লঘু দণ্ড দেওয়া হইলে কুকর্ম্ম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আর আপনি যাহাকে লঘু দণ্ড বলিতেছেন, তাহা কোটি কোটি গুণ অধিক হওয়ায় কোটি কোটি গুণ কঠিন হইবে। কারণ বহু লোক কুকর্ম্ম করিলে তাহাদের সকলকে অল্প অল্প দণ্ড দিতে হইবে। অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে এক মণ ও অপর এক ব্যক্তিকে একপোয়া দণ্ড দেওয়া হইল। তাহা হইলে, সেই দুইজনকে এক মণ এক পোয়া দণ্ড দেওয়া হইল। তাহাতে এক একজনের ভাগে বিশ সের অর্দ্ধ পোয়া দণ্ড পড়িল। দুর্ব্বৃত্তগণ এইরূপ লঘু দণ্ড বুঝিবে কি? আবার একজনকে এক মণ এবং অপর সহস্র জনের প্রত্যেককে এক পোয়া হিসাবে দণ্ড দেওয়া হইল। তাহাতে মনুষ্য জাতির উপর সর্ব্বশুদ্ধ দণ্ড

হইল ছয় মণ দশ সের। তাহা অধিক সুতরাং গুরুতর হইল। কিন্তু, এক মণ দণ্ড অল্প এবং সুগম। দীর্ঘ পথে, উপসাগরে, নদী ও মহানদীতে দেশের আয়তন অনুসারে কর স্থাপন করা কর্ত্তব্য। মহাসমুদ্রে নিশ্চিত কর নির্দ্ধারণ করা যায় না। কিন্তু যেমন সুবিধাজনক মনে হইবে, রাজা ও সমুদ্রপথে জলযান পরিচালকগণ যাহাতে লাভবান হইতে পারেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, যাঁহারা বলেন যে পূর্ব্বকালে জাহাজ চলিত না, তাঁহাদের কথা মিথ্যা। জল পথে দেশ দেশান্তর ও দ্বীপ দ্বীপান্তর-যাত্রী নিজ প্রজাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন এবং তাঁহাদের কোনরূপ কষ্ট হইতে দিবেন না॥ ৩॥ রাজা প্রত্যহ কর্ম্মসমাপ্তির পর, হস্তী-অশ্ব প্রভৃতি বাহন, দৈনন্দিন আয়, ব্যয়, আকর অর্থাৎ রত্নাদির খণি এবং কোষ (ধন ভাণ্ডার) পর্য্যবেক্ষণ করিবেন॥ ৪॥ এইরূপে যাবতীয় কার্য্য যথোচিত সম্পন্ন করিয়া ও করাইয়া, রাজা সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া পরমগতি অর্থাৎ মোক্ষ সুখ প্রাপ্ত হন॥ ৫॥

(প্রশ্ন)—সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থে যে রাজনীতি আছে, তাহা সম্পূর্ণ না অসম্পূর্ণ?

(উত্তর)—সম্পূর্ণ। কারণ, পৃথিবীতে যতপ্রকার রাজনীতি আছে এবং হইবে, ঐ সকল সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং হইবে। যাহা স্পষ্টরূপে লিখিত হয় নাই, তৎসম্বন্ধে—

প্রত্যহং লোকদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ॥ মনু০ (৮। ৩)॥

যে সকল নিয়ম রাজা ও প্রজার পক্ষে সুখকর ও ধর্ম্মসঙ্গত বিবেচিত হইবে, পূর্ণ বিদ্বান্‌দিগের রাজসভা সেই সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবেন। কিন্তু সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, যতদূর সম্ভব, বাল্য বিবাহ হইতে দেওয়া হইবে না। যৌবন ব্যতীত ও প্রসন্নতা ব্যতীত বিবাহ করিবেন না, করাইবেন না এবং করিতে দিবেন না। যথোচিত ব্রহ্মচর্য্য সেবন করিবেন ও করাইবেন। ব্যভিচার ও বহুবিবাহ রহিত করিবেন। ইহাতে শরীরের ও আত্মার সর্ব্বদা পূর্ণ বল থাকিবে। যদি কেবল আত্মার বল, বিদ্যা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা হয়, কিন্তু শারীরিক বলবৃদ্ধি করা না হয়, তবে বিদ্যা ব্যতীত রাজ্যপালনের সুব্যবস্থা কখনও হইতে পারে না। তাহাতে সকলে পরস্পর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া এবং কলহ-বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া নষ্ট-ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব সর্ব্বদা শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বল বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। ব্যভিচার ও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াশক্তির ন্যায় বল-বুদ্ধি-নাশক আর কিছুই নাই। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দিগের দৃঢ়াঙ্গ ও বলিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক।

কারণ ক্ষত্রিয়গণ ইন্দ্রিয়াসক্ত হইলে রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। এ বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, "যথা রাজা তথা প্রজা", যেমন রাজা তেমনই প্রজা। এই জন্য কখনও দুরাচরণ করিবে না, কিন্তু সর্ব্বদা ধর্ম্ম ও ন্যায়াচরণ করিয়া সকলের সংশোধনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হওয়া রাজা এবং রাজকর্ম্মচারীদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

এস্থলে সংক্ষেপে রাজধর্ম্ম বর্ণিত হইল। বেদ, মনুস্মৃতির সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়, শুক্রনীতি, বিদুর প্রজাগর, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম প্রভৃতি পাঠ করিয়া পূর্ণ রাজনীতি আয়ত্ত করিবেন, এবং (তদ্দারা) মাণ্ডলিক অথবা সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী রাজ্য করিবেন। মনে রাখিবেন, "বয়ং প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম" (যজুঃ অ০ ২৮।২৯) আমরা প্রজাপতি অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রজা। পরমাত্মা আমাদের রাজা, আমরা তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য তুল্য। তিনি কৃপা করিয়া নিজ সৃষ্টিতে আমাদিগকে রাজ্যাধিকারী করুন এবং আমাদের দ্বারা সত্য ও ন্যায় প্রবর্ত্তিত করুন।

অনন্তর ঈশ্বর এবং বেদ বিষয় লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে
রাজধর্ম্মবিষয়ে ষষ্ঠ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥৬॥

অথ সপ্তম সমুল্লাসারম্ভঃ

অথেশ্বরবেদবিষয়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ ।

যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ১ ॥

ঋ০ । ম০ ১ ॥ সূ০ ১৬৪ । ম০ ৩৯ ॥

ঈশা বাস্যমিদঁ সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥ ২ ॥

যজু০ । অ০ ৪০ । মং ১ ॥

অহম্ভুবং বসুনঃ পূর্ব্ব্যস্পতিরহং ধনানি সংজয়ামি শশ্বতঃ ।

মাং হবন্তে পিতরং ন জন্তবোঽহং দাশুষে বিভজামি ভোজনম্ ॥৩॥

অহমিন্দ্রো ন পরাজিগ্য ইদ্ধনং ন মৃত্যবেঽবতস্থে কদাচন ।

সোমমিন্মা সুন্বন্তো যাচতা বসু ন মে পূরবঃ সখ্যে রিষাথন ॥৪॥

ঋ০ । ম০ ১০ । সূ০ ৪৮ । ম০ ১ । ৫ ॥

(ঋচো অক্ষরে০)—এই মন্ত্রের অর্থ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ যিনি সকল দিব্য গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব ও বিদ্যাযুক্ত যাঁহাতে পৃথিবী ও সূর্য্যাদিলোক স্থিত রহিয়াছে; যিনি আকাশের ন্যায় ব্যাপক এবং যিনি দেবাদিদেব পরমেশ্বর; যে মনুষ্যগণ তাঁহাকে জানেনা, মানেনা ও তাঁহার

ধ্যান করেনা, সেই সকল মন্দমতি নাস্তিক সর্ব্বদা দুঃখ সাগরে নিমগ্ন থাকে। এইজন্য, তাহাকেই জানিয়া সকল মনুষ্য সর্ব্বদা সুখী হইয়া থাকে।

(প্রশ্ন)—বেদে ঈশ্বর অনেক, ইহা তুমি স্বীকার কর কি না? (উত্তর)—করি না। কারণ চারি বেদের কোন স্থলে এইরূপ লেখা নাই, যদ্দ্বারা অনেক ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু ইহাই লিখিত আছে যে ঈশ্বর এক। (প্রশ্ন)—বেদে যে অনেক দেবতার উল্লেখ আছে, তাহার অভিপ্রায় কি? (উত্তর)—দিব্য গুণযুক্ত হইলেই দেবতা বলা হয়; যথা—পৃথিবী। কিন্তু ইহাকে কোন স্থলে ঈশ্বর অথবা উপাস্য বলিয়া মানা হয় নাই। দেখ এই মন্ত্রেই "যাঁহাতে সকল দেবতা স্থিত আছে, তিনি জানিবার ও উপাসনা করিবার যোগ্য ঈশ্বর। দেবতা শব্দের ঈশ্বর অর্থ গ্রহণ করা ভুল। পরমেশ্বর দেবতাদিগের দেবতা বলিয়া মহাদেব কথিত হন কেননা তিনি সমস্ত জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা ন্যায়াধীশ এবং অধিষ্ঠাতা। "ত্রয়স্ত্রিংশস্ত্রিশতা°" ইত্যাদি বেদে প্রমাণ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তেত্রিশ দেব অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্য এবং নক্ষত্র সকল সৃষ্টির নিবাস স্থান বলিয়া এ সকলকে আট বসু বলে; প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকল, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এবং জীবাত্মা—এই এগারটি দেহান্তকালে রোদন করায় বলিয়া ইহাদিগকে রুদ্র বলে; সংবৎসরের বার মাস সকলের আয়ু হরণ করে বলিয়া এই সকলকে আদিত্য বলে; পরম ঐশ্বর্য্যের হেতু বলিয়া বিদ্যুতের নাম ইন্দ্র। যজ্ঞকে প্রজাপতি বলিবার কারণ এই যে তদ্দ্বারা বায়ু, বৃষ্টি, জল এবং ওষধির বিশুদ্ধি, বিদ্বান্‌দিগের সম্মান এবং বিবিধ শিল্পবিদ্যার সাহায্যে প্রজাপালন হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত গুণ সমূহের সংযোগ বশতঃ এই তেত্রিশটিকে দেব বলে। দেবগণের অধিপতি ও সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ বলিয়া পরমাত্মা চতুস্ত্রিংশ উপাস্য দেবতা। ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের চতুর্দ্দশ কাণ্ডে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। অন্যত্রও এইরূপ লিখিত আছে। এই সকল শাস্ত্র দেখিলে বেদে বহু ঈশ্বরবাদ-রূপ ভ্রমজালে পতিত হইয়া বিভ্রান্ত হইবে কেন? ॥ ১ ॥

হে মনুষ্য! যিনি জগতের যাবতীয় গতিশীল বস্তুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া নিয়ন্তারূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তুমি সেই ঈশ্বরকে ভয় করিয়া অন্যায়রূপে কাহারও ধন গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা করিও না। তাদৃশ অন্যায় আচরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ন্যায় আচরণরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নিজ আত্মায় আনন্দ উপভোগ কর ॥ ২ ॥

ঈশ্বর সকলকে উপদেশ দিতেছেন,—"হে মনুষ্যগণ! আমি সকলের পূর্ব্বে বিদ্যমান্, সব জগতের পতি, সনাতন জগৎকারণ এবং সমস্ত ধনের বিজেতা ও দাতা। সন্তান যেমন পিতাকে সম্বোধন করে, সকল জীব সেইরূপ আমাকে সম্বোধন করুক। আমি সকলের সুখদাতা। আমি জগতের পালনার্থ বিবিধ ভোজ্য দ্রব্য বিতরণ করিয়া থাকি"॥৩॥ আমি পরম ঐশ্বর্য্যশালী এবং সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত জগতের প্রকাশক। আমি কখনও পরাজিত ও মৃত্যুগ্রস্ত হই না। আমিই জগদ্রূপ ঐশ্বর্য্যের নির্ম্মাতা। তোমরা আমাকেই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানিবে। হে জীবগণ! তোমরা ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য যত্নবান্ হইয়া আমার নিকট বিজ্ঞান প্রভৃতি ধন প্রার্থনা কর। আমার মিত্রভাব হইতে পৃথক্ হইও না। "হে মনুষ্যগণ! আমি সত্যভাষণরূপ স্তুতিকারীগিকে সনাতন জ্ঞানাদি ধন প্রদান করি। আমি ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদপ্রকাশক। বেদ আমাকে যথার্থরূপে প্রকাশ করে। আমি বেদদ্বারা সকলের জ্ঞান বর্দ্ধিত করি। আমি সৎপুরুষদিগের প্রেরণাদাতা। আমি যজ্ঞানুষ্ঠাতাদিগের ফলদাতা। আমি এই বিশ্বে সকল পদার্থের স্রষ্টা ও ধারণকর্ত্তা। অতএব তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, আমার স্থানে অন্য কাহারও পূজা করিও না, অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া মানিও না ও জানিও না"॥৪॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

(অ০ ১৩। ম০ ৪)॥

ইহা যজুর্ব্বেদের মন্ত্র। "হে মনুষ্যগণ! যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে সূর্য্যাদি তেজোময় লোকসমূহের উৎপত্তিস্থান ও আধারস্বরূপ ছিলেন; যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে, আছে ও হইবে, যিনি তাহার অধিপতি ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন; যিনি পৃথিবী হইতে সূর্য্যলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় সৃষ্টি রচনা করিয়া ধারণ করিতেছেন; আমার ন্যায় তোমরাও সেই সুখস্বরূপ পরমাত্মাকেই ভক্তি কর"।

(প্রশ্ন)—আপনি ঈশ্বর ঈশ্বর বলেন, কিন্তু ঈশ্বর সিদ্ধি করেন কিরূপে?

(উত্তর)—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা। (প্রশ্ন)—ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ঘটিতে পারে না। (উত্তর)—

ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্। (অং ১। সূং ৪)॥

ইহা গৌতম মহর্ষি কৃত ন্যায় দর্শনের সূত্র।

কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ এবং মনের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সুখ, দুঃখ এবং সত্যাসত্য বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ বশতঃ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। কিন্তু সেই জ্ঞান অভ্রান্ত হওয়া উচিত। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, ইন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা গুণের প্রত্যক্ষ হয়, গুণীর প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন ত্বক্ প্রভৃতি চারি ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধের জ্ঞান হয় বলিয়া গুণবিশিষ্ট পৃথিবীকে আত্মা সংযুক্ত মন দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। সেইরূপ এই প্রত্যক্ষ সৃষ্টি রচনা এবং জ্ঞানাদি গুণ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া পরমেশ্বরেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যখন আত্মা মনকে এবং মন ইন্দ্রিয়সমূহকে কোন বিষয়ে নিয়োজিত করে, বা চৌর্য্যাদি কুকর্ম্ম অথবা পরোপকারাদি সৎকর্ম্ম করিতে যখনই আরম্ভ করে, তখন জীবের ইচ্ছা জ্ঞানাদি ইচ্ছিত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখনই আত্মার ভিতর হইতে কুকর্ম্মে ভয়, সংশয় ও লজ্জা এবং সৎকর্ম্মে নিঃশঙ্কতা, অভয়, আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়া থাকে। ইহা জীবাত্মার দিক হইতে নহে, কিন্তু পরমাত্মার দিক্ হইতে ঘটিয়া থাকে। যখন জীবাত্মা পবিত্র হইয়া পরমাত্মার চিন্তায় মগ্ন থাকে, তখন তাহার উভয়ই প্রত্যক্ষ হয়। পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ হইলে অনুমানাদি দ্বারা পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ কি? কেননা কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান হইয়া থাকে।

(প্রশ্ন)—ঈশ্বর ব্যাপক, না তিনি কোন স্থান বিশেষে থাকেন? (উত্তর)—ব্যাপক। কারণ একস্থানে থাকিলে তিনি সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সকলের স্রষ্টা ও প্রলয়কর্ত্তা হইতে পারিতেন না। যে স্থানে কর্ত্তা নাই, সে স্থানে তাহার ক্রিয়া হওয়া অসম্ভব।

(প্রশ্ন)—পরমেশ্বর দয়ালু ও ন্যায়কারী কিনা? (উত্তর)—হাঁ। (প্রশ্ন)—এই দুইগুণ পরস্পর বিরুদ্ধ। ন্যায় করিলে দয়া এবং দয়া করিলে ন্যায় থাকে না। কারণ কর্ম্মানুসারে ন্যূনাধিক না করিয়া সুখ দুঃখ দেওয়াকে ন্যায় বলে। আর বিনাদণ্ডে অপরাধীকে অব্যাহতি দেওয়ার নাম দয়া।

(উত্তর)—ন্যায় ও দয়ার মধ্যে প্রভেদ কেবল নামমাত্র। কারণ ন্যায়দ্বারা যে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহাই দয়াদ্বারা সিদ্ধ হয়। মনুষ্য অপরাধ জনক কার্য্য হইতে বিরত হইয়া দুঃখলাভ না করুক,—ইহাই দণ্ডদানের উদ্দেশ্য। পরদুঃখ মোচনের নাম দয়া। তুমি দয়া ও ন্যায়ের যে অর্থ করিয়াছ তাহা প্রকৃত অর্থ নহে। কারণ যে যেমন এবং যতটা কুকর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে সেইরূপ এবং ততটা দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহারই নাম ন্যায়। অপরাধীকে দণ্ড না দিলে দয়া নষ্ট হইয়া যায়। কারণ, একজন অপরাধী দস্যুকে ছাড়িয়া দিলে, সহস্র ধর্ম্মাত্মাকে দুঃখ দেওয়া হয়। যদি একজনকে ছাড়িয়া দিলে সহস্র জনের দুঃখ হয় তবে তাহা দয়া কিরূপে হইতে পারে? কিন্তু উক্ত দস্যুকে কারারুদ্ধ করিয়া পাপকর্ম্ম হইতে বিরত করিলে তাহার প্রতি দয়া করা হয়। সেই দস্যুকে বধ করিলে সহস্র মনুষ্যের প্রতি দয়া প্রকাশ পায়। (প্রশ্ন)—তবে দয়া ও ন্যায় এই দুই শব্দ বৃথা। একটি শব্দ থাকাই ভাল ছিল। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, দয়া ও ন্যায়ের উদ্দেশ্য এক নহে। (উত্তর)—এক বস্তুর অনেক নাম এবং এক নামের কি অনেক অর্থ হয় না? (প্রশ্ন)—হয়। (উত্তর)—তবে সংশয় হইল কেন? (প্রশ্ন)—যেহেতু সংসারে শুনিয়া থাকি, তাই। (উত্তর)—সংসারে ত সত্য মিথ্যা দুইই শুনা যায়। কিন্তু বিচার পূর্ব্বক নির্ণয় করা নিজের কাজ। দেখ, ঈশ্বরের পূর্ণ দয়া এই যে, তিনি সকল জীবের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য জগতে সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়া দান করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা মহতী দয়া কি হইতে পারে? ন্যায়ের ফল ত প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সুখ দুঃখের ব্যবস্থা কম ও বেশী দ্বারাই ফল প্রকাশিত হয়। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, সকলে সুখী হউক ও সকলের দুঃখ দূর হউক, মনে এইরূপ ইচ্ছা ও তজ্জনিত ক্রিয়ার নাম দয়া। আর বাহ্য চেষ্টা, অর্থাৎ বন্ধন ও ছেদনাদি যথাবৎ দণ্ডবিধান করার নাম ন্যায়। উভয়ের একই উদ্দেশ্য—সকলকে দুঃখ ও পাপ হইতে দূরে রাখা।

(প্রশ্ন)—ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? (উত্তর)—নিরাকার। কারণ, সাকার হইলে তিনি ব্যাপক হইতেন না। ব্যাপক না হইলে সর্ব্বজ্ঞাদি গুণও তাঁহাতে সম্ভব হইত না। কারণ পরিমিত বস্তুর গুণ-কর্ম্ম- স্বভাবও পরিমিত এবং উহা শীতোষ্ণ ক্ষুধাতৃষ্ণা, রোগ, দোষ ও ছেদনভেদনাদিবিহীন হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর নিশ্চয়ই নিরাকার। সাকার হইলে তাঁহার নাসিকা, কর্ণ এবং চক্ষু প্রভৃতি অঙ্গের নির্ম্মাতা অপর কেহ থাকা আবশ্যক।

কারণ, যাহা সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার নিরাকার ও চেতন সংযোগকর্ত্তা অবশ্য কেহ আছে। এস্থলে কেহ যদি বলেন যে, ঈশ্বর স্বেচ্ছায় স্বয়ং স্বীয় শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা হইলেও সিদ্ধ হইতেছে যে, শরীর নির্ম্মাণের পূর্ব্বে তিনি নিরাকার ছিলেন। অতএব পরমাত্মা কখনও শরীর ধারণ করেন না, কিন্তু তিনি নিরাকার, এইজন্য সমগ্র জগৎকে সূক্ষ্ম কারণ হইতে স্থূলাকার করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। (প্রশ্ন)—ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ কি না? (উত্তর)—হাঁ। কিন্তু তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের অর্থ যাহা জান তাহা নহে। সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের অর্থ এই যে, ঈশ্বর স্বীয় কার্য্যে অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়াদি এবং সর্ব্বজীবের পাপপুণ্যের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে কাহারও কিছুমাত্র সহায়তা লন না। অর্থাৎ তিনি তাঁহার অনন্ত সামর্থ্য দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। (প্রশ্ন)—আমি ত এইরূপ মানি যে, ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। কারণ তাঁহার উপরে দ্বিতীয় কেহই নাই। (উত্তর)—তিনি কি ইচ্ছা করেন? যদি তুমি বল যে তিনি সমস্তই ইচ্ছা করেন, সমস্তই করিতে পারেন, তবে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, পরমেশ্বর কি আত্মহত্যা করিতে পারেন? পরমেশ্বর কি মূর্খ হইতে পারেন? পরমেশ্বর কি চুরি ও ব্যভিচারাদি পাপকর্ম্ম করিয়া দুঃখী হইতে প্যারেন? এই সকল কর্ম্ম ঈশ্বরের গুণ কর্ম্ম স্বভাবের বিরুদ্ধ। অতএব ঈশ্বর সমস্তই করিতে পারেন, তোমার এই উক্তি কখনও হইতে পারেনা। সুতরাং আমি সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের যে অর্থ করিয়াছি, তাহাই প্রকৃত অর্থ। (প্রশ্ন)—পরমেশ্বর সাদি না অনাদি? (উত্তর)—অনাদি। যাঁহার কোন আদি কারণ বা কাল নাই, তাঁহাকে অনাদি বলে। এই সকল ব্যাখ্যা প্রথম সমুল্লাসে করা হইয়াছে। সে স্থলে দ্রষ্টব্য। (প্রশ্ন)—পরমেশ্বর কি চান? (উত্তর)—তিনি সকলের কল্যাণ ও সুখ চান। তিনি সকলের স্বাধীনতাও চান। তিনি কাহাকেও বিনা পাপে পরাধীন করেন না।

(প্রশ্ন)—পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করা সঙ্গত কিনা? (উত্তর)—করা উচিত। (প্রশ্ন)—স্তুতি প্রভৃতি করিলে কি ঈশ্বর নিজ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্তুতি-প্রার্থনাকারীর পাপমোচন করিয়া থাকেন? (উত্তর)—না। (প্রশ্ন)—তবে স্তুতি প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন কি? (উত্তর)—ঐ সকলের অন্য ফল আছে। (প্রশ্ন)—কি? (উত্তর)—স্তুতি দ্বারা ঈশ্বরপ্রীতি জন্মে। তাঁহার গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব দ্বারা নিজ গুণ-কর্ম্ম-স্বভাবের সংশোধন হয়। প্রার্থনা দ্বারা নিরভিমানতা, উৎসাহ ও সাহায্য লাভ হয়। উপাসনা দ্বারা পরম ব্রহ্মের

সহিত মিলন ঘটে এবং তাহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। (প্রশ্ন)—এই সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিন। (উত্তর)—যেমন—

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরꣳ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্

ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ যজুঃ। অ০ ৪০। ম০ ৮॥

(ঈশ্বর-স্তুতি)—সেই পরমাত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপক, ক্ষিপ্রকর্ম্মা এবং অনন্ত বলশালী। তিনি শুদ্ধ, সকলের অন্তর্য্যামী, সর্ব্বোপরি বিরাজমান, সনাতন এবং স্বয়ংসিদ্ধ। পরমেশ্বর সনাতন বিদ্যাদ্বারা বেদপ্রকাশ করিয়া তাঁহার সনাতন ও অনাদি জীবরূপী প্রজাদিগকে তাহার অর্থবোধ করাইয়া থাকেন। এইরূপ (গুণ কীর্ত্তনকে) সগুণ স্তুতি বলে। অর্থাৎ পরমেশ্বরের এই সকল গুণবিশিষ্ট স্তুতি সগুণ। (অকায়) অর্থাৎ পরমেশ্বর কখনও শরীর ধারণ অথবা জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁহার ছিদ্র নাই। তিনি নাড়ী প্রভৃতির বন্ধনেও বদ্ধ হন না। তিনি কখনও পাপাচরণ করেন না। তাঁহাতে ক্লেশ, দুঃখ ও অজ্ঞান কখনও সম্ভব হয় না। এই সকল রাগ ও দ্বেষাদি হইতে পৃথক্ জানিয়া ঈশ্বরের স্তুতি করার নাম নির্গুণ স্তুতি। ইহার ফল এই যে পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব অনুযায়ী নিজ গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব গঠিত হয়। অর্থাৎ পরমেশ্বর যেমন ন্যায়কারী, নিজেও সেইরূপ ন্যায়কারী হইবে। কিন্তু, যিনি কেবল ভাঁড়ের ন্যায় পরমেশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকেন, কিন্তু নিজ চরিত্র সংশোধন করেন না তাঁহার স্তুতি নিষ্ফল। প্রার্থনা :—

যাং মেধাং দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে। তয়া মামদ্য মেধয়াঽগ্নে মেধাবিনং কুরু স্বাহা॥ ১॥ যজুঃ। অ০ ৩২। ম০ ১৪।

তেজোঽসি তেজোময়ি ধেহি। বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি। বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি। মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি॥ ২॥ যজুঃ। অ০ ১৯। ম০ ৯॥

যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবন্তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।

দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকন্তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।৩॥

যেন কর্ম্মাণ্যপসো মনীষিণো যজ্ঞে কৃণ্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ। যদপূর্ব্বং যক্ষমন্তঃ প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥ ৪ ॥

যৎ প্রজ্ঞানমুতচেতো ধৃতিশ্চ যজ্জ্যোতিরন্তরমৃতং প্রজাসু যস্মান্ন ঋতে কিঞ্চন কর্ম্ম ক্রিয়তে, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥ ৫ ॥

যেনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সর্ব্বম্। যেন যজ্ঞস্তায়তে সপ্ত হোতা তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥ ৬ ॥

যস্মিন্নৃচঃ সাম যজুঁষি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ। যস্মিঁশ্চিত্তঁ সর্ব্বমোতং প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥ ৭ ॥

সুষারথিরশ্বানিব যন্মনুষ্যান্নেনীয়তেঽভীশুভির্বাজিন ইব। হৃৎপ্রতিষ্ঠং যদজিরং জবিষ্ঠং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥ ৮॥ যজুঃ। অ০ ৩৪। ম০ ১। ২।৩।৪।৫।৬॥

হে অগ্নে! অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর! বিদ্বান্, জ্ঞানী এবং যোগীরা যে বুদ্ধির উপাসনা করেন, আপনি কৃপা করিয়া বর্ত্তমান সময়ে আমাকে সেই বুদ্ধি প্রদান করুন॥ ১ ॥

আপনি জ্যোতিঃস্বরূপ, কৃপা করিয়া আমাকেও জ্যোতিঃ প্রদান করুন। আপনি অনন্ত পরাক্রমশালী, অতএব কৃপাকটাক্ষপাতে আমাকেও পূর্ণ পরাক্রম প্রদান করুন। আপনি অনন্ত বলশালী, অতএব আমাকেও বলশালী করুন। আপনি অনন্ত সামর্থ্যবান্, অতএব আমাকেও সামর্থ্যবান্ করুন। আপনি

দুষ্ট কর্ম্ম এবং দুষ্কৃতকারীদিগের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন, আমাকেও সেইরূপ করুন। আপনি নিন্দা, স্তুতি এবং আপনার বিরুদ্ধে অপরাধকারীদিগের প্রতি সহনশীল। কৃপাপূর্ব্বক আমাকেও সেইরূপ করুন ॥ ২ ॥

হে দয়ানিধে! আপনার কৃপাবলে আমার মন জাগ্রত অবস্থায় দূর দূর স্থানে গমন করে এবং দিব্যগুণযুক্ত থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় আমার সেই মন সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয় বা স্বপ্নে দূর দূর স্থানে গমন করে। সকল প্রকাশকের প্রকাশক আমার সেই মন শিবসংকল্প অর্থাৎ নিজের ও অন্য প্রাণীদিগের কল্যাণসংকল্পকারী হউক। আমার মনে যেন কখনও কাহারও অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা না হয় ॥ ৩ ॥

হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! যদ্দ্বারা কর্ম্মনিষ্ঠ ধার্ম্মিক বিদ্বানেরা যজ্ঞ ও যুদ্ধাদিতে কার্য্য করেন, যাহা অপূর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন, পূজনীয় এবং প্রজাদিগের অন্তর্নিহিত, আমার সেই মন ধর্ম্মাভিলাষী হইয়া সর্ব্বথা অধর্ম্ম পরিত্যাগ করুক ॥৪॥

যাহা উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও অপরের প্রতি জ্ঞানপ্রদ নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি, যাহা প্রজাদিগের অন্তরে জ্যোতিঃসম্পন্ন ও অবিনাশী এবং যাহা ছাড়া কেহ কোনও কর্ম্ম করিতে পারে না, আমার সেই মন শুদ্ধগুণাভিলাষী হইয়া দুর্গুণ হইতে দূরে থাকুক ॥ ৫ ॥

হে জগদীশ্বর! যদ্দ্বারা যোগিগণ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কার্য্য জানিতে পারেন; যাহা অবিনাশী জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত করিয়া সর্ব্বপ্রকারে ত্রিকালজ্ঞ করে; যাহাতে জ্ঞান ও ক্রিয়া আছে; যাহা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধি ও আত্মার সহিত সংযুক্ত এবং যদ্দ্বারা যোগিগণ যোগরূপ যজ্ঞের বৃদ্ধিসাধন করেন; আমার সেই মন যোগবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অবিদ্যাদি ক্লেশ হইতে দূরে থাকুক ॥ ৬ ॥

হে পরম জ্ঞানময় পরমেশ্বর! আপনার কৃপায় যে মনে রথনাভি সংলগ্ন অরের ন্যায় ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যাহার মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপক, প্রজাদিগের সাক্ষী, চিত্তচৈতন্যস্বরূপ বিদিত হন; আমার সেই মন অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বদা বিদ্যানুরক্ত থাকুক ॥৭॥

হে সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর! যে মন রজ্জুবদ্ধ অশ্বের ন্যায় অথবা অশ্বনিয়ন্তা সারথীর ন্যায় মনুষ্যদিগকে ইতস্ততঃ অত্যন্ত দোলায়মান করে, যেমন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, গতিশীল এবং অত্যন্ত বেগবান্, আমার সেই মন ইন্দ্রিয় সমূহকে অধর্ম্মাচরণ হইতে নিরুদ্ধ করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে চালিত করুন। আপনি আমার প্রতি এইরূপ কৃপা করুন ॥৮॥

অগ্নে নয় সুপথা রায়েঽঅস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ যজু০। অ০৪০। ম০১৬।

হে সুখদাতা, স্বপ্রকাশ-স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মন্! আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ মার্গে পূর্ণ প্রজ্ঞান দান করুন। আমাদিগকে কুটিল পাপমার্গ হইতে দূরে রাখুন। এইজন্য আমরা নম্রভাবে বারংবার আপনাকে স্তুতি করিতেছি। আপনি আমাদিগকে পবিত্র করুন।

মা নো মহান্তমুত মা নোঽঅর্ভকং মান উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতম্। মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ।

যজু০। অ০ ১৬। ম০ ১৫।

হে রুদ্র! দুর্ব্বৃত্তদিগকে পাপের দুঃখরূপ ফল প্রদান করিয়া আপনি রোদন করান। আমাদের জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ, গর্ভ, মাতাপিতা, প্রিয়জন বন্ধুবর্গ ও শরীর হনন করিবার জন্য কাহাকেও প্রেরণা দিবেন না। আমাদিগকে এমন পথে পরিচালিত করুন যেন আমরা আপনার দণ্ডনীয় না হই।

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়েতি ॥

শতপথ ব্রাঃ ॥ ১৪। ৩। ১। ৩০ ॥

হে পরম গুরু পরমাত্মন্! আপনি আমাদিগকে অসন্মার্গ হইতে পৃথক করিয়া সন্মার্গে লইয়া যান। অবিদ্যারূপ অন্ধকার হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া আমাদের নিকট বিদ্যারূপ সূর্য্য প্রকাশিত করুন। মৃত্যু ও রোগ হইতে দূরে রাখিয়া আমাদিগকে মোক্ষানন্দরূপ অমৃত প্রদান করুন।

অর্থাৎ যে যে দোষ অথবা দুর্গুণ হইতে পরমেশ্বরকে এবং নিজেকে পৃথক্ মনে করিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হয়, বিধি-নিষেধমুখীন হওয়াতে তাহাকে সগুণ ও নির্গুণ প্রার্থনা বলে। যিনি যে বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করেন, তাঁহার সেইরূপ কার্য্যই করা উচিত। যদি কেহ সর্ব্বোত্তম বুদ্ধি পাইবার জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন, তবে তজ্জন্য তাঁহাকে যথাসম্ভব চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং পুরুষকার করা বিধেয়।

এইরূপ প্রার্থনা কখনও করা উচিত নহে এবং পরমেশ্বরও তাহা স্বীকার করেন না ; যথা :—"হে পরমেশ্বর ! আপনি আমার শত্রুদিগকে বিনাশ করুন, আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ করুন, আমারই খ্যাতি প্রতিপত্তি হউক, সকলে আমার অধীনতা স্বীকার করুক" ইত্যাদি। কারণ, দুই শত্রুই পরস্পরের বিনাশের প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর কি উভয়কে বিনাশ করিবেন ? যদি কেহ বলেন যে, যাহার প্রেম অধিক তাহারই প্রার্থনা সফল হইবে। তবে আমরা বলিতে পারি যে, যাহার প্রেম অল্প তাহার শরীরেরও নাশ অল্প হওয়া উচিত। এইরূপ মূর্খতাসূচক প্রার্থনা করিতে করিতে করিতে কেহ এমন প্রার্থনাও করিয়া ফেলিবে, হে পরমেশ্বর ! আপনি আমার অন্ন প্রস্তুত করিয়া আমাকে খাওয়ান। আমার বস্ত্র ধৌত করুন। আমার কৃষিকর্ম্ম করুন"। যাহারা এইরূপে পরমেশ্বরের ভরসায় অলস হইয়া বসিয়া থাকে, তাহারা মহামূর্খ। কারণ, পরমেশ্বর পুরুষকার করিবার জন্য যে আজ্ঞা দিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহা লঙ্ঘন করে, সে কখনও সুখী হইতে পারে না। যেমন :—

"কুর্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতꣳ সমাঃ ॥ যজু০। অ০ ৪০। ম০ ২॥

পরমেশ্বর আজ্ঞা দিতেছেন যে, মনুষ্য শত বৎসর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যাবজ্জীবন কর্ম্ম করিতে করিতে জীবনধারণের ইচ্ছা করিবে, কখনও অলস হইবে না।

দেখুন সৃষ্টিতে যত প্রাণী অথবা অপ্রাণী আছে, সকলেই স্ব স্ব কর্ম্ম করে এবং সচেষ্ট থাকে। পিপীলিকা প্রভৃতি সর্ব্বদা কর্ম্মরত থাকে। পৃথিবী আদি সর্ব্বদা ভ্রমণ করে। বৃক্ষাদি সর্ব্বদা বৃদ্ধি ও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। মনুষ্যেরও এই সকল দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা উচিত। যেমন পুরুষকারসম্পন্ন ব্যক্তির সহায়তা করে, সেইরূপ পরমেশ্বরও ধর্ম্মপথে পুরুষার্থকারীর সহায় হইয়া থাকেন। যেমন কর্ম্মঠ ব্যক্তিকে ভৃত্য নিযুক্ত করা হয়, অলস ব্যক্তিকে করা হয় না, এবং যেমন দেখিতে ইচ্ছুক নেত্রবান্ পুরুষকেই কোন বস্তু দেখান হয়, অন্ধকে দেখান হয় না, সেইরূপ পরমেশ্বর সকলের উপকারার্থ প্রার্থনাকারীর সহায়ক হইয়া থাকেন। তিনি কোন অনিষ্টকর কার্য্যে সাহায্য করেন না। যেমন কেবল গুড় মিষ্ট বলিলে কেহ গুড় পায় না বা গুড়ের আস্বাদন পায় না, কিন্তু যত্নবান্ পুরুষ শীঘ্র হউক অথবা বিলম্বে হউক, গুড় প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় উপাসনা :—সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসো নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ। ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা স্বয়ন্তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে ॥

ইহা উপনিষদের বচন। সমাধিযোগ দ্বারা যাঁহার অবিদ্যা প্রভৃতি মল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যিনি আত্মস্থ হইয়া পরমাত্মাতে চিত্ত-সংলগ্ন করিয়াছেন, তিনি পরমাত্মার যোগজনিত যে আনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহা অনির্ব্বচনীয় জীবাত্মা অন্তঃকরণ দ্বারা সেই আনন্দ গ্রহণ করে।

উপাসনা শব্দের অর্থ সমীপস্থ হওয়া। অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা পরমাত্মার সমীপস্থ হইবার এবং তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্য্যামীরূপে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা উচিত। অর্থাৎ :—

তত্রাঽহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥

যোগদর্শন সাধনপাদে ॥ সূ০ ৩০ ॥

ইত্যাদি পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের সূত্র। যিনি উপাসনা আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কাহারও সহিত বৈরভাব রাখিবেন না। সর্ব্বদা সকলের প্রতি প্রীতি সম্পন্ন হইবেন। সত্য বলিবেন, কখনও মিথ্যা বলিবেন না। চুরি করিবেন না। সত্য আচরণ করিবেন। জিতেন্দ্রিয় হইবেন, লম্পট হইবেন না। নিরহঙ্কার হইবেন, কখনও গর্ব্ব করিবেন না। একত্রে এই পঞ্চবিধ যম উপাসনা যোগের প্রথম অঙ্গ।

শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥

যোগসূ০ সাধনপাদে। সূ০ ৩২ ॥

রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে এবং জলাদির দ্বারা বাহিরে পবিত্র থাকিবে। ধর্ম্মানুসারে পুরুষার্থ করিলে লাভে সন্তুষ্ট অথবা হানিতে অসন্তুষ্ট হইবে না। আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্তে পুরুষকার করিতে থাকিবে। সুখ-দুঃখ সহ্য করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে। কখনও অধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেনা। সর্ব্বদা সত্য শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিবে ও করাইবে। সৎপুরুষদিগের সঙ্গ করিবে। প্রতিনিয়ত পরমাত্মার "ওম্" এই নামের অর্থ মনন পূর্ব্বক জপ করিবে। নিজ আত্মাকে পরমেশ্বরের আজ্ঞানুকূল করিয়া (তাঁহাতেই) সমর্পণ করিবে। এই পঞ্চবিধ নিয়ম একত্রে উপাসনা যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ।

অতঃপর ছয় অঙ্গ, যোগশাস্ত্র ও ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকা দ্রষ্টব্য।*

---

* ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকার উপাসনা বিষয়ে এ সকলের বর্ণনা আছে।

উপাসনা করিতে ইচ্ছা হইলে, নির্জ্জন ও পবিত্র স্থানে আসন করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বাহ্য-বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করিবে। মনকে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, নেত্র, শিখা অথবা মেরুদণ্ডে কোথায়ও স্থির করিয়া নিজ আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে মনন করিবে ও পরমাত্মাতে মগ্ন হইয়া সংযমী হইবে। এই সকল সাধন অবলম্বন করিলে আত্মা ও অন্তঃকরণ পবিত্র হইয়া সত্য দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়। প্রতিনিয়ত জ্ঞান-বিজ্ঞান বৃদ্ধি করিলে মুক্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি অষ্টপ্রহরের মধ্যে একদণ্ড কালও এইরূপে ধ্যান করেন তিনি সর্ব্বদা উন্নতিলাভ করেন।

পূর্ব্বোক্ত স্থলে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণের সহিত পরমেশ্বরের উপাসনা করাকে সগুণ এবং দ্বেষ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শাদি গুণ হইতে পৃথক্ মানিয়া পরম সূক্ষ্ম আত্মার ভিতরে বাহিরে ব্যাপক পরমেশ্বরে দৃঢ়চিত্ত হওয়াকে নির্গুণ উপাসনা বলে।

ইহার ফল :—যেমন অগ্নির নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র শীতার্ত্ত ব্যক্তির শীত নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের সামীপ্য প্রাপ্ত হইলে সকল দোষ ও সকল দুঃখ দূর হয় এবং পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাবের ন্যায় জীবাত্মার গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব পবিত্র হইয়া উঠে। অতএব পরমেশ্বরে স্তুতি প্রার্থনা উপাসনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার পৃথক্ ফল আছে। কিন্তু ইহাতে আত্মার বল এতদূর বৃদ্ধি পাইবে যে পর্ব্বতাকার দুঃখ পাইলেও ব্যাকুল হইবে না এবং সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ হইবে। ইহা কি সামান্য কথা? যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের স্তুতি-প্রার্থনা-উপাসনা করেনা, সে কৃতঘ্ন ও মহামূর্খ। কারণ, যে পরমাত্মা জীবগণের সুখের জন্য জগতের সমস্ত পদার্থ দান করিয়াছেন তাঁহার গুণ ভুলিয়া যাওয়া এবং ঈশ্বরকে না মানা কৃতঘ্নতা ও মূর্খতা।

(প্রশ্ন)—যখন পরমেশ্বরের শ্রোত্র ও নেত্রাদি ইন্দ্রিয় নাই, তখন তিনি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কিরূপে করিতে পারেন?

(উত্তর):—অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ অ০ ৩। ম০ ১৯।

পরমেশ্বরের হস্ত নাই, কিন্তু তিনি নিজ শক্তিরূপ হস্ত দ্বারা সমস্ত রচনা এবং গ্রহণ করেন। তাঁহার চরণ নাই, কিন্তু তিনি ব্যাপক বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

যোগান। তাঁহার চক্ষুগোলক নাই, কিন্তু তিনি সমস্ত যথাবৎস্বরূপে দেখেন। তাঁহার শ্রোত্র নাই, তথাপি তিনি সকলের কথা শ্রবণ করেন। তাঁহার অন্তঃকরণ নাই, কিন্তু তিনি সমস্ত জগৎকে জানেন। তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে, এমন কেহই নাই। তিনি সনাতন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বত্র পূর্ণ বলিয়া তাঁহার নাম পুরুষ। তিনি ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ব্যতীত নিজ সামর্থ্য দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন।

(প্রশ্ন)—অনেকে তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ বলিয়া থাকেন।

(উত্তর)—ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্। অ০ ৬। ম০ ৮)।

ইহা উপনিষদের বচন। পরমাত্মার কোন কার্য্য এবং করণ নাই অর্থাৎ তিনি কোন সাধনের অপেক্ষা রাখেন না। তাঁহার সদৃশ অথবা তদপেক্ষা মহান্ কেহই নাই। তাঁহার সর্ব্বোত্তম শক্তি, অর্থাৎ তাঁহাতে যে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত বল এবং অনন্ত ক্রিয়া আছে, তাহা স্বাভাবিক, অর্থাৎ সহজাত বলিয়া শুনা যায়। যদি পরমেশ্বর নিষ্ক্রিয় হইতেন, তবে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় করিতে পারিতেন না। এইজন্য তিনি বিভু। তথাপি চেতন হওয়ায় তাঁহাতে ক্রিয়াও আছে।

(প্রশ্ন)—তাঁহার ক্রিয়া যখন আছে তখন তাহা সান্ত না অনন্ত?

(উত্তর)—যে পরিমাণ দেশ-কালে ক্রিয়া করা উচিত বুঝেন তিনি সেই পরিমাণই দেশ-কালে ক্রিয়া করেন, ন্যূনাধিক নহে। কারণ তিনি জ্ঞানময়।

(প্রশ্ন)—পরমেশ্বর তাঁহার অন্ত জানেন কি না?

(উত্তর)—পরমাত্মা পূর্ণজ্ঞানী। জ্ঞান তাহাকে বলে, যাহা দ্বারা পদার্থকে যথার্থ রূপে জানা যায়। অর্থাৎ যে বস্তু যেমন, তাহাকে তদ্রূপ জানাকে জ্ঞান বলে। পরমেশ্বর অনন্ত, সুতরাং নিজেকে অনন্ত বলিয়া জানাই জ্ঞান, তদ্বিরুদ্ধ অজ্ঞান। অর্থাৎ অনন্তকে সান্ত এবং সান্তকে অনন্ত জানার নাম ভ্রম। "যথার্থদর্শনং জ্ঞানমিতি", যাহার যেরূপ গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব, তাহাকে তদ্রূপ জানা ও মানাকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান বলে। তদ্বিপরীত অজ্ঞান। এইজন্য—

ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥

যোগ সূ০। (সমাধিপাদে সূ০ ২৪)।

যিনি অবিদ্যাদি ক্লেশ, কুশল, অকুশল, ইষ্ট, অনিষ্ট এবং মিশ্রফলদায়ক কর্ম্ম-বাসনাবিহীন, তিনিই সকল জীব হইতে পৃথক্ বিশিষ্ট পুরুষ ঈশ্বর। (প্রশ্ন)—

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥ ১ ॥ (সাং অ০ ১। সূ০ ১২)॥ প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥ ২ ॥ (সাং অ০ ৫। সূ০ ১০)॥ সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্ ॥ ৩ ॥ সাংখ্য সূ০ (অ০ ৫। সূ০ ১১)॥

প্রত্যক্ষ দ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না ॥১॥ কারণ, ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকাতে অনুমান প্রভৃতি প্রমাণও থাকিতে পারে না ॥২॥ আর ব্যাপ্তি সম্বন্ধ না থাকাতে অনুমানও হইতে পারে না। আবার প্রত্যক্ষ ও অনুমান হয় না বলিয়া শব্দ প্রমাণাদিও হইতে পারে না। এই সকল কারণে ঈশ্বরসিদ্ধি হইতে পারে না ॥৩॥

(উত্তর)—এস্থলে ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহেন। আবার অন্য পুরুষ হইতে বিলক্ষণ, অর্থাৎ সর্ব্বত্র পূর্ণ বলিয়া পরমাত্মার নাম পুরুষ। শরীরে শয়ন করে বলিয়া জীবেরও নাম পুরুষ। এই প্রকরণে বলা হইয়াছে যে—

প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ ॥১॥ সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যম্ ॥ ২ ॥ শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য ॥ ৩ ॥ সাংখ্য সূ০ (অ০ ৫। সূ০ ৮। ৯। ১২)॥

পুরুষের সহিত প্রধান শক্তির যোগ হইলে পুরুষে সঙ্গাপত্তি ঘটে। অর্থাৎ যেরূপ প্রকৃতি সূক্ষ্মরূপে মিলিত হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ পরমেশ্বরও স্থূল হইয়া পড়েন। এইজন্য পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহেন, কিন্তু নিমিত্ত কারণ ॥১॥

চেতন হইতে জগতের উৎপত্তি হইলে পরমেশ্বরের ন্যায় জগতেও সমগ্র ঐশ্বর্য্যের যোগ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। এইজন্য পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহেন, কিন্তু নিমিত্ত কারণ ॥২॥

উপনিষদেও প্রধানকেই জগতের উপাদান কারণ বলা হইয়াছে। যথা—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ ॥

ইহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (অ০ ৪। ম০ ৫।) বচন।

জন্মরহিত সত্ত্ব-রজঃ-তমোরূপ যে প্রকৃতি সেই স্বরূপাকার হইতে বহু প্রজারূপ হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রকৃতি পরিণামিনী বলিয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পুরুষ

অপরিণামী বলিয়া কখনও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া অন্যরূপে পরিণত হয় না, সর্ব্বদা কূটস্থ ও নির্ব্বিকার থাকে। অতএব যে কপিলাচার্য্যকে অনীশ্বরবাদী বলে, সেই অনীশ্বরবাদী, কপিলাচার্য্য নহেন। সেইরূপে মীমাংসায় "ধর্ম্ম" "ধর্ম্মী" হইতে, বৈশেষিকে এবং ন্যায়ে "আত্মা" শব্দ হইতে প্রমাণিত হয় যে ইহারা অনীশ্বরবাদী নহেন। কারণ যিনি সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত এবং "অততি সর্ব্বত্র ব্যাপ্নোতীত্যাত্মা" যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপক ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট এবং যিনি সকল জীবের আত্মাস্বরূপ, তাঁহাকে মীমাংসা, বৈশেষিক এবং ন্যায় ঈশ্বর বলিয়া মানেন।

(প্রশ্ন)—ঈশ্বর অবতার হন কিনা? (উত্তর)—না। কারণ, "অজ একপাৎ" (৩৪।৫৩), "সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়ম্" (৪০।৮) ইত্যাদি যজুর্ব্বেদের বচন; এই সব বচন হইতে সিদ্ধ হয় যে ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করেন না। (প্রশ্ন)—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। ভ০ গী০। (অ০ ৪। শ্লো০ ৭)।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন তখনই আমি শরীর ধারণ করিয়া থাকি। (উত্তর)—এই বাক্য বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ নহে। কিন্তু এইরূপ হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মাত্মা ছিলেন এবং তিনি ধর্ম্মের রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। "আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠদিগকে রক্ষা এবং দুষ্টদিগকে বিনাশ করিয়া থাকি"। এইরূপ হইলে কোন দোষ নাই। কারণ, "পরোপকারায় সতাং বিভূতয়ঃ", সৎপুরুষদিগের দেহ-মন ধন পরোপকারের জন্য। সুতরাং ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর হইতে পারেন না। (প্রশ্ন)—তবে সংসারে ঈশ্বরের চতুর্ব্বিংশ অবতার মানা হয় কেন? (উত্তর)—বেদার্থ না জানায় সাম্প্রদায়িক লোকদিগের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া নিজেদের মূর্খতা বশতঃ লোকেরা ভ্রমজালে আবদ্ধ হয় এবং এইরূপ অপ্রামাণিক কথা বলে ও বিশ্বাস করে। (প্রশ্ন)—যদি ঈশ্বর অবতার নহেন, তবে কংস ও রাবণ প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্তদিগের বিনাশ কিরূপে হইতে পারে? (উত্তর)—প্রথমতঃ জন্মগ্রহণ করিলে অবশ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। যে ঈশ্বর অবতার দেহ ধারণ ব্যতীত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট কংস-রাবণ প্রভৃতি একটা কীট তুল্যও নহে। তিনি সর্ব্বব্যাপক বলিয়া কংস-রাবণাদির শরীরেও পরিপূর্ণ থাকেন, যখনই ইচ্ছা, তখনই মর্ম্মচ্ছেদন করিয়া

তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারেন। ভাল, যাহারা এই অনন্ত গুণ-কর্ম্ম-স্বভাববিশিষ্ট পরমাত্মাকে একটি ক্ষুদ্র জীবের বধের জন্য জন্ম-মরণশীল বলে, তাহাদিগকে মূর্খ ভিন্ন আর কিসের সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে? যদি কেহ বলে যে, ভক্তদিগের উদ্ধারের জন্য ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করেন, তবে তাহাও সত্য নহে। কারণ যে সকল ভক্ত ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে চলেন, তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার পূর্ণ সামর্থ্য ঈশ্বরে আছে। পৃথিবী ও চন্দ্রসূর্য্যাদি সমন্বিত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ কর্ম্ম অপেক্ষা কংস-রাবণাদির বিনাশ অথবা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতাদির উত্তোলন কি গুরুতর কর্ম্ম? যদি কেহ এই সৃষ্টিতে পরমেশ্বরের কর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তবে মনে হইবে যে, "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি", অর্থাৎ ঈশ্বর সদৃশ কেহ নাই এবং হইবেও না। যুক্তি দ্বারাও ঈশ্বরের জন্ম সিদ্ধ হয় না। যেমন, যদি কেহ বলে যে, অনন্ত আকাশ গর্ভস্থ হইল, অথবা মুষ্টি দ্বারা ধৃত হইল, তবে তাহা কখনও সত্য হইতে পারেনা। কারণ আকাশ অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপক। অতএব আকাশ ভিতরেও যায় না বাহিরেও আসে না। সেইরূপ পরমাত্মা অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপক বলিয়া তাঁহার গমনাগমন কখনও সিদ্ধ হইতে পারেনা। যে স্থানে যাহা নাই, সে স্থানেই তাহার গমনাগমন হইতে পারে। পরমেশ্বর কি গর্ভে ব্যাপক ছিলেন না যে, অন্য কোন স্থান হইতে আসিলেন? তিনি কি বাহিরে থাকেন না যে, ভিতর হইতে বহির্গত হইলেন? ঈশ্বর সম্বন্ধে বিদ্যাহীন ব্যতীত আর কে এইরূপ বলিতে ও বিশ্বাস করিতে পারে? অতএব ঈশ্বরের গমনাগমন ও জন্মমরণ কখনও সিদ্ধ হইতে পারেনা। এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, "ঈশা" প্রভৃতিও ঈশ্বরের অবতার নহেন। কারণ রাগ, দ্বেষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক, সুখ, দুঃখ, জন্ম এবং মৃত্যু প্রভৃতি গুণ ও ধর্ম্ম বিশিষ্ট বলিয়া তাঁহারা মনুষ্য ছিলেন।

(প্রশ্ন)—ঈশ্বর তাঁহার ভক্তদিগের পাপ ক্ষমা করেন কিনা? (উত্তর)—না। কারণ পাপ ক্ষমা করিলে তাঁহার ন্যায় নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে মনুষ্যগণও মহাপাপী হইয়া যাইবে। কেননা ক্ষমার কথা শুনিয়াই তাহারা পাপকর্ম্মে নির্ভীক ও উৎসাহী হইয়া উঠে। রাজা অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিলে তাহারা উৎসাহের সহিত আরও গুরুতর পাপ করিতে থাকিবে। কারণ রাজা তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিলে তাহাদের এই ভরসা যে, রাজার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলে রাজা তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ফলে

যাহারা অপরাধ করেনা, তাহারাও নির্ভয়ে পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। সুতরাং সকল কর্ম্মের যথোচিত ফল প্রদান করাই ঈশ্বরের কার্য্য, ক্ষমা করা নহে।

(প্রশ্ন)—জীব কি স্বতন্ত্র না পরতন্ত্র? (উত্তর)—নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে স্বতন্ত্র, কিন্তু ঈশ্বরের ব্যবস্থায় পরতন্ত্র। "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা" ইহা পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র। যিনি স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন তিনিই কর্ত্তা। (প্রশ্ন)—স্বতন্ত্র কাহাকে বলে? (উত্তর)—শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি যাহার অধীন থাকে। স্বতন্ত্র না হইলে পাপপুণ্যের ফল প্রাপ্তি কখনও হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, ভৃত্য, স্বামী ও সেনা সেনাধ্যক্ষের আজ্ঞা অথবা প্রেরণা অনুসারে যুদ্ধে বহু মনুষ্যকে বিনাশ করিয়াও অপরাধী হয় না। সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রেরণা ও অধীনতায় কার্য্যসিদ্ধি হইলে জীবকে পাপপুণ্য স্পর্শ করে না। প্রেরয়িতা পরমেশ্বর তাহার ফলভাগী। স্বর্গ নরক অর্থাৎ সুখ এবং দুঃখের প্রাপ্তিও পরমেশ্বরেরই হইবে। যেমন কোন হত্যাকারী কোন শস্ত্র বিশেষ দ্বারা হত্যা করিলে ধৃত হইয়া দণ্ডভোগ করে শস্ত্র দণ্ডভোগ করেনা, সেইরূপ পরাধীন জীব পাপপুণ্যেরও ভাগী হইতে পারেনা। অতএব জীব নিজ সামর্থ্যানুসারে কর্ম্ম করিতে স্বতন্ত্র, কিন্তু কোন পাপকর্ম্ম করিলে সে ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে পরতন্ত্র হইয়া পাপের ফলভোগ করে। সুতরাং কর্ম্ম বিষয়ে জীব স্বতন্ত্র, কিন্তু পাপের দুঃখরূপ ফলভোগ বিষয়ে পরতন্ত্র। (প্রশ্ন)—যদি পরমেশ্বর জীবকে সৃষ্টি না করিতেন এবং সামর্থ্য না দিতেন তবে জীব কিছুই করিতে পারিত না। অতএব পরমেশ্বরের প্রেরণা দ্বারাই জীব কর্ম্ম করে। (উত্তর)—জীব কখনও উৎপন্ন হয় নাই, সে অনাদি। কিন্তু জীব জগতের উপাদান কারণ (পরমাণু) ও নিমিত্ত কারণ ঈশ্বরের ন্যায় অনাদি। পরমেশ্বর কর্ত্তৃক জীবের শরীর ও ইন্দ্রিয়গোলক সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল জীবের অধীন। যদি কেহ কায়-মন-বাক্যে কোন পাপপুণ্য করে, তবে সে নিজেই তাহার ফলভোগ করে ঈশ্বর নহে। মনে করুন, কোন কর্ম্মকার কোন পর্ব্বত হইতে লৌহ বাহির করিল। কোন ব্যবসায়ী সেই লৌহ গ্রহণ করিল। অপর একজন কর্ম্মকার তাহার দোকান হইতে লৌহ লইয়া তদ্দ্বারা তরবারি প্রস্তুত করিল। কোন সৈনিক তাহার নিকট হইতে তরবারি লইয়া তদ্দ্বারা কাহাকেও হত্যা করিল। এস্থলে লৌহের উৎপাদন কর্ত্তা, গ্রহীতা, তরবারি-নির্ম্মাতা এবং তরবারিকে রাজা দণ্ডদান করেন না, কিন্তু তরবারি দ্বারা যে হত্যা করে তাহাকেই দণ্ডদান করেন। সেইরূপ শরীরাদির সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর শরীরাদি দ্বারা কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করেন না, কিন্তু জীবকেই ভোগ করাইয়া থাকেন। যদি পরমেশ্বর কর্ম্ম করাইতেন,

তবে কোন জীব পাপ করিত না। কারণ পরমেশ্বর পবিত্র ও ধর্ম্মময় বলিয়া কোন জীবকে পাপ করিতে প্রেরণা দেন না। সুতরাং জীব নিজ কর্ম্মে স্বতন্ত্র। যেরূপ জীব স্বীয় কর্ম্ম করিতে স্বতন্ত্র সেইরূপ পরমেশ্বরও নিজ কর্ম্মে স্বতন্ত্র।

(প্রশ্ন)—জীব ও পরমেশ্বরের স্বরূপ এবং গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব কিরূপ?

(উত্তর)—উভয়েই চৈতন্যস্বরূপ। উভয়ের স্বভাব পবিত্র। উভয়েই অবিনাশী এবং ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি গুণযুক্ত কিন্তু সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, সকলের নিয়ন্ত্রণ এবং জীবদিগকে পাপপুণ্যের ফলদান প্রভৃতি ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম পরমেশ্বরের। আর সন্তানোৎপত্তি, সন্তানপালন এবং শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি উত্তম অধম কর্ম্ম জীবের। নিত্যজ্ঞান, আনন্দ এবং অনন্ত বল প্রভৃতি ঈশ্বরের গুণ। আর জীবের—

ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি।

ন্যায় সূ০। (অ০ আ০ ১। সূ০ ১০)।

প্রাণাপাননিমেষোন্মেষমনোগতীন্দ্রিয়ান্তরবিকারাঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চাত্মনো লিঙ্গানি। বৈশেষিক সূ০। (অ০ ৩। আ০ ২। সূ০ ৪)॥

(ইচ্ছা) পদার্থ সমূহের পাইবার অভিলাষ; (দ্বেষ) দুঃখাদি প্রাপ্তির অনিচ্ছা অর্থাৎ বৈরভাব; (প্রযত্ন) পুরুষকার ও বল; (সুখ) আনন্দ; (দুঃখ) বিলাপ ও অপ্রসন্নতা; (জ্ঞান) বিবেক ও চিনিতে পারা—এই (ন্যায় ও বৈশেষিকে) একরূপ; কিন্তু বৈশেষিকে (প্রাণ) প্রাণ বায়ু বহির্গত করা; (অপান) প্রাণকে বাহির হইতে ভিতরে আনা; (নিমেষ) চক্ষুর পলকপাত; (উন্মেষ) চক্ষু উন্মীলন করা; (মন) নিশ্চয় স্মরণ ও অহঙ্কার করা; (গতি) চলন; (ইন্দ্রিয়) সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা; (অন্তরবিকার) ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্ষুধা তৃষ্ণা হর্ষশোকাদি অনুভব করা; জীবাত্মার এই সকল গুণ পরমাত্মার গুণ হইতে পৃথক্। এই সকল গুণদ্বারাই আত্মার প্রতীতি করিবে। কারণ আত্মা স্থূল পদার্থ নহে। আত্মা যতকাল দেহে থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত এই গুণও প্রকাশিত থাকে। কিন্তু আত্মা দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে এই সকল গুণও দেহে থাকেনা। যাহা থাকিলে যাহা থাকে এবং যাহা না থাকিলে যাহা থাকেনা তাহাই তাহার গুণ। যেমন প্রদীপ সূর্য্যাদি না থাকিলে আলোক থাকেনা কিন্তু থাকিলে থাকে। সেইরূপ গুণ দ্বারাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান হইয়া থাকে।

(প্রশ্ন)—পরমাত্মা ত্রিকালদর্শী সুতরাং তিনি ভবিষ্যতের কথা জানেন। তিনি যেরূপ নির্দ্ধারণ করিবেন, জীব সেইরূপই করিবে। সুতরাং জীব স্বতন্ত্র

নহে। আর ঈশ্বর জীবকে দণ্ডও দিতে পারেন না। কারণ তিনি নিজজ্ঞান দ্বারা যেমন নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, জীব সেইরূপ করিতেছে। (উত্তর)—ঈশ্বরকে ত্রিকালদর্শী বলা মূর্খতা। কারণ, যাহা হইয়া থাকে তাহাকে অতীত, আর যাহা হয় নাই অথচ হইবে তাহাকে ভবিষ্যৎকাল বলে। পরমেশ্বরের কি কোন জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকেনা, অথবা কোন জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু পরে হইবে? পরমেশ্বরের জ্ঞান সর্ব্বদা একরস ও অখণ্ডিত ভাবে বর্ত্তমান থাকে। অতীত ও ভবিষ্যৎকাল জীবের জন্য। জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ত্রিকালজ্ঞতা ঈশ্বরে আছে ভাবে বটে কিন্তু স্বতঃ নাই। জীব স্বতন্ত্রভাবে যেমন কর্ম্ম করে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞতা দ্বারা সেইরূপ জানেন। আর ঈশ্বর যেমন জানেন, জীব সেইরূপ করে। অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানের জ্ঞান ও ফলদান বিষয়ে ঈশ্বর স্বতন্ত্র। জীব কিঞ্চিৎ বর্ত্তমান কর্ম্ম করিতে স্বতন্ত্র। ঈশ্বরের জ্ঞান অনাদি। সুতরাং তাঁহার কর্ম্মজ্ঞানের ন্যায় দণ্ডজ্ঞানও অনাদি। তাঁহার উভয় জ্ঞানই সত্য। কর্ম্মজ্ঞান সত্য, কিন্তু দণ্ডজ্ঞান মিথ্যা, এইরূপ কি কখনও হইতে পারে? সুতরাং এ বিষয়ে কোন দোষ ঘটে না।

(প্রশ্ন)—জীব শরীরে ভিন্ন বিভু অথবা পরিচ্ছিন্ন?

(উত্তর)—বিভু হইলে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জন্ম-মরণ, সংযোগ-বিয়োগ এবং যাতায়াত কখনও হইতে পারিত না। এইজন্য জীবের স্বরূপ অল্পজ্ঞ এবং অল্প অর্থাৎ সূক্ষ্ম। আর পরমেশ্বর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অনন্ত, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বব্যাপক স্বরূপ। সুতরাং জীব এবং পরমেশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ। (প্রশ্ন)—যে স্থানে একটি বস্তু থাকে, সে স্থানে অপর একটি বস্তু থাকিতে পারে না। সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। (উত্তর)—এই নিয়ম সমান আকার বিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে ঘটিতে পারে, অসম আকার বিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে নহে। যেমন লোহ স্থূল এবং অগ্নি সূক্ষ্ম বলিয়া লৌহের মধ্যে অগ্নি ও বিদ্যুৎ ব্যাপক হইয়া উভয়ে একই আকাশে অবস্থান করে, সেইরূপ জীব পরমেশ্বর অপেক্ষা স্থূল এবং পরমেশ্বর জীব অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া পরমেশ্বর ব্যাপক এবং জীব ব্যাপ্য। জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধের ন্যায়, সেব্য-সেবক, আধার-আধেয়, স্বামী-ভৃত্য, রাজা-প্রজা এবং পিতা-পুত্র প্রভৃতি সম্বন্ধও আছে। (প্রশ্ন)—যদি পৃথক্ পৃথক্ হয়, তবে :—

প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥১॥ অহং ব্রহ্মাস্মি ॥২॥ তত্ত্বমসি ॥৩॥ অয়মাত্মা ব্রহ্ম ॥৪॥

তবে বেদের এই মহাবাক্য গুলির অর্থ কি? (উত্তর)—এগুলি বেদবাক্যই নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থের বচন। এইগুলি মহাবাক্য বলিয়া কোন সত্য শাস্ত্রে লিখিত হয় নাই। অর্থ—(অহম্) আমি (ব্রহ্ম) অর্থাৎ ব্রহ্মস্থ (অস্মি) আছি। এখানে তাৎস্থ্যোপাধি। যেমন "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি", মঞ্চগুলি ডাকিতেছে। মঞ্চ জড় পদার্থ, ঐ সকলের ডাকিবার সামর্থ্য নাই। এইজন্য মঞ্চস্থ মনুষ্য ডাকিতেছে। সেইরূপ এস্থলেও বুঝিতে হইবে। যদি কেহ বলেন যে, সকল পদার্থই ত ব্রহ্মস্থ, তবে জীবকে ব্রহ্মস্থ বলাতে বিশেষ কি বলা হইল? ইহার উত্তর এই যে, সকল পদার্থ ব্রহ্মস্থ বটে, কিন্তু জীব যেমন সাধর্ম্ম্যযুক্ত ও নিকটস্থ, অন্য কিছু তদ্রূপ নহে। আর জীবের ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে এবং মুক্তিতে জীব ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে থাকে। এইজন্য ব্রহ্মের সহিত জীবের তাৎস্থ্য এবং তৎসহচারিতোপাধি, অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের সহচারী। অতএব জীব এবং ব্রহ্ম এক নহে। যেমন কেহ কাহাকে বলে "আমি ও এই ব্যক্তি এক" অর্থাৎ অবিরোধী, সেইরূপ যিনি সমাধিস্থ অবস্থায় পরমেশ্বরের প্রেমে বদ্ধ হইয়া তাহতে নিমগ্ন থাকেন, তিনি বলিতে পারেন, "আমি এবং ব্রহ্ম এক অর্থাৎ অবিরোধী, অর্থাৎ এক অবকাশস্থ"। যিনি পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাবানুযায়ী নিজের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব গঠন করেন, তিনি সাধর্ম্ম্য বশতঃ ব্রহ্মের সহিত এক বলিতে পারেন। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, তবে এই বাক্যের অর্থ কিরূপে করিবেন? (তৎ) ব্রহ্ম (ত্বম্) তুমি জীব (অসি) হও। হে জীব! (ত্বম্) তুমি (তৎ) সেই ব্রহ্ম (অসি) হও। (উত্তর)—তুমি "তৎ" শব্দের দ্বারা কি বুঝিতেছ? "ব্রহ্ম"। তবে ব্রহ্মপদের অনুবৃত্তি কোথা হইতে আনিলে?

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ॥

(প্রশ্ন)—পূর্ব্বোক্ত বাক্য হইতে।

(উত্তর)—তুমি এই ছান্দোগ্য উপনিষদ্ দেখও নাই। দেখিয়া থাকিলে জানিতে সেখানে ব্রহ্ম শব্দের পাঠই নাই। এমন মিথ্যা বলিতেছ কেন? ছান্দোগ্যে ত :—

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥

(ছা০ প্র০ ৬। খ০ ২। ম০ ১)।

এইরূপ পাঠ আছে। সে স্থলে ব্রহ্ম শব্দ নাই।

(প্রশ্ন)—তবে আপনি "তৎ" শব্দ দ্বারা কি গ্রহণ করিতেছেন? (উত্তর)—

"স য এষোণিমা ॥ ঐতদাত্ম্যমিদঁ সর্ব্বং তৎসত্যঁ স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি" ॥ ছান্দো০ (প্র০ ৬ । খ০ ৮ । ম০ ৬।৭) ॥

হে প্রিয় পুত্র শ্বেতকেতো! সেই পরমাত্মা জানিবার যোগ্য। তিনি অতীব সূক্ষ্ম এবং সমস্ত জগৎ ও জীবের আত্মা। তিনিই সত্যস্বরূপ এবং নিজেই নিজের আত্মা।

তদাত্মকস্তদন্তর্য্যামী ত্বমসি ॥

তুমি সেই অন্তর্য্যামী পরমাত্মার সহিত যুক্ত। এই অর্থই উপনিষদের অবিরুদ্ধ। কারণ :—

য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোন্তরোয়মাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরম্। আত্মনোন্তরোয়ময়তি স ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ।

ইহা বৃহদারণ্যকের বচন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন—হে মৈত্রেয়ি! যে পরমেশ্বর আত্মা অর্থাৎ জীবের মধ্যে অবস্থিত এবং জীবাত্মা হইতে পৃথক্, মূঢ় জীবাত্মা জানেনা যে, সেই পরমাত্মা তাহার মধ্যে ব্যাপক রহিয়াছেন। জীবাত্মা পরমেশ্বরের শরীর, অর্থাৎ যেমন শরীরের মধ্যে জীব থাকে, সেইরূপ জীবের মধ্যে পরমেশ্বর ব্যাপক রহিয়াছেন। তিনি জীবের পাপ-পুণ্যের সাক্ষিরূপে জীবাত্মা হইতে পৃথক্ থাকিয়া জীবকে পাপ-পুণ্যের ফল দান করেন এবং নিয়ন্ত্রিত করেন। সেই অবিনাশিস্বরূপ আত্মা তোমারও অন্তর্য্যামী। অর্থাৎ তোমার মধ্যে ব্যাপক রহিয়াছেন। তাঁহাকে তুমি জান।

এ সকল বচনের কি কেহ অন্যরূপ অর্থ করিতে পারেন? "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", অর্থাৎ সমাধি অবস্থায় যোগীর পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ হয়, তখন তিনি বলেন, "যিনি আমার মধ্যে ব্যাপক, সেই ব্রহ্মই সর্ব্বত্র ব্যাপক"। এইজন্য আজকাল যে সকল বেদান্তী বলেন যে, জীব এবং ব্রহ্ম এক, তাঁহারা বেদান্তশাস্ত্র জানেন না। (প্রশ্ন)—

"অনেন আত্মনা জীবেনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি। (ছা০ প্র০ ৬ । খ০ ৩ । ম০ ২) ॥ তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। (তৈত্তিরীয়০ ব্রহ্মাণ০ অনু০ ৬ ।) ॥

পরমেশ্বর বলিতেছেন,—আমি জগৎ এবং শরীর রচনা করিয়া জগতে ব্যাপক ও জীবরূপে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপের ব্যাখ্যা করিব"।

পরমেশ্বর ঐ জগৎ এবং শরীর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইত্যাদি শ্রুতির অন্যরূপ অর্থ কিরূপে করিবেন?

(উত্তর)—যদি তুমি পদ, পদার্থ এবং বাক্যার্থ জানিতে, তবে কখনও এরূপ অনর্থ করিতে না। কারণ, এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, এক প্রবেশ, অন্য অনুপ্রবেশ অর্থাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ বলা হয়। পরমেশ্বর শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্টের ন্যায় থাকিয়া বেদদ্বারা সমস্ত নাম রূপাদি বিদ্যা প্রকাশ করেন। তিনি শরীরের মধ্যে জীবকে প্রবিষ্ট করিয়া স্বয়ং জীবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তুমি "অনু" শব্দের অর্থ জানিলে এইরূপ বিপরীত অর্থ কখনও করিতে না। (প্রশ্ন)—

"সোঽয়ং দেবদত্তো য উষ্ণকালে কাশ্যাং দৃষ্টঃ স ইদানীং প্রাবৃট্সময়ে মথুরায়াং দৃশ্যতে॥"

অর্থাৎ যে দেবদত্তকে গ্রীষ্মকালে কাশীতে দেখিয়াছিলাম, তাহাকেই বর্ষাকালে মথুরায় দেখিতেছি। এস্থলে কাশীদেশ ও গ্রীষ্মকাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীর মাত্রকেই লক্ষ্য করিয়া দেবদত্ত লক্ষিত হইতেছে। সেইরূপ এই ভাগ-ত্যাগলক্ষণ দ্বারা ঈশ্বরের পরোক্ষ দেশ, কাল, মায়া, উপাধি এবং জীবের এই দেশ-কাল-অবিদ্যা ও অল্পজ্ঞতা উপাধি ত্যাগ করিয়া কেবল চেতনমাত্র লক্ষ্য করিলে একই ব্রহ্ম বস্তু উভয়ত্র লক্ষিত হয়। এই ভাগত্যাগলক্ষণা অর্থাৎ কিঞ্চিৎগ্রহণ ও কিঞ্চিৎবর্জ্জনদ্বারা যেমন ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বাচ্যার্থ ঈশ্বরের এবং জীবের অল্পজ্ঞত্বাদি বাচ্যার্থ জীবেরই চেতনমাত্র লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিলে অদ্বৈত সিদ্ধ হয়। এবিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

(উত্তর)—প্রথমতঃ তুমি কি জীব এবং ঈশ্বরকে নিত্য মনে কর, না অনিত্য মনে কর?

(প্রশ্ন)—এই উভয়কে উপাধি জন্য কল্পিত বলিয়া অনিত্য মনে করি।

(উত্তর)—সেই উপাধিকে নিত্য অথবা অনিত্য মনে কর?

(প্রশ্ন)—আমাদিগের মতে :—

জীবেশৌ চ বিশুদ্ধাচিদ্বিভেদস্তু তয়োর্দ্বয়োঃ।
অবিদ্যা তচ্চিতোর্যোগঃ ষড়স্মাকমনাদয়ঃ॥১॥
কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ।
কার্য্যকারণতাং হিত্বা পূর্ণবোধোঽবশিষ্যতে॥২॥

ইহা "সংক্ষেপশারীরিক" এবং "শারীরিকভাষ্যের" কারিকা। আমরা বেদান্তিগণ ছয় পদার্থ অর্থাৎ প্রথম জীব, দ্বিতীয় ঈশ্বর, তৃতীয় ব্রহ্ম, চতুর্থ জীব ও ঈশ্বরের বিশেষ ভেদ, পঞ্চম অবিদ্যা অজ্ঞান এবং ষষ্ঠ অবিদ্যা ও চেতনের যোগ— এই সকলকে অনাদি বলিয়া মানি। কিন্তু এক ব্রহ্মই অনাদি অনন্ত, আর অন্য পাঁচটি অনাদি সান্ত, যেমন প্রাগভাব। যতকাল অজ্ঞান থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত এই পাঁচ থাকে এবং এই পাঁচের আদি বিদিত হয় না, এই জন্য অনাদি। জ্ঞান হইবার পর নষ্ট হইয়া যায়, এই জন্য ইহাকে সান্ত অর্থাৎ বিনাশশীল বলে।

(উত্তর)—তোমাদের পূর্ব্বোক্ত এই দুই শ্লোকই অশুদ্ধ। কারণ, অবিদ্যার যোগ ব্যতীত জীব এবং মায়ার যোগ ব্যতীত ঈশ্বর তোমাদের মতে সিদ্ধ হইতে পারেনা। অতএব "তচ্চিতোর্যোগঃ", যে ষষ্ঠ পদার্থ তোমরা গণনা করিয়াছ, তাহা রহিল না। কারণ, সেই অবিদ্যা ও মায়া, জীব ও ঈশ্বরে চরিতার্থ হইয়া গেল। আবার ব্রহ্ম এবং মায়া অথবা অবিদ্যার যোগ ব্যতীত ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারেনা। সুতরাং ঈশ্বরকে অবিদ্যা এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ গণনা করা বৃথা। সুতরাং তোমাদের মতানুসারে কেবলমাত্র দুই পদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং অবিদ্যা সিদ্ধ হইতে পারে, ছয়টি নহে। আর অনন্ত, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব এবং সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মে অজ্ঞান সিদ্ধ হইলেই তোমাদের কার্য্যোপাধি ও কারণোপাধি হইতে জীব ও ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে।

যদি তাঁহার এক দেশে স্বাশ্রয় এবং স্ববিষয়ক অজ্ঞান অনাদি সর্ব্বত্র স্বীকার কর, তবে সমস্ত ব্রহ্ম শুদ্ধ হইতে পারেন না। একদেশে অজ্ঞান মানিলে ইহা পরিচ্ছিন্ন হওয়াতে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতে থাকিবে। যে যে স্থানে যাইবে সে সে স্থানের ব্রহ্ম অজ্ঞান এবং যে যে স্থান ত্যাগ করিবে সে সে স্থানের ব্রহ্ম জ্ঞানী হইতে থাকিবেন। সুতরাং কোন স্থানের ব্রহ্মকে অনাদি শুদ্ধ এবং জ্ঞানী বলিতে পারিবে না। আর যে ব্রহ্ম অজ্ঞানের সীমায় থাকিবেন তিনি অজ্ঞানকে জানিবেন। তাহাতে বাহিরের এবং ভিতরের ব্রহ্ম খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে।

যদি বল, খণ্ড খণ্ড হইলে, অখণ্ড না হইলে ব্রহ্মের ক্ষতি কি? তবে তিনি অখণ্ড রহিলেন না। যদি অখণ্ড হন, তবে তিনি অজ্ঞান নহেন। পুনশ্চ, জ্ঞানের অভাব অথবা বিপরীত জ্ঞানও গুণ বলিয়া কোন দ্রব্যের সহিত নিত্য সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া থাকে। যদি তাহা হয়, তবে সমবায় সম্বন্ধ হওয়ায় কখনও

অনিত্য হইতে পারেনা। আবার যেমন শরীরের একদেশে ব্রণ হইলে সর্ব্বত্র দুঃখ বিস্তার লাভ করে সেইরূপ একদেশে অজ্ঞান, সুখ, দুঃখ এবং ক্লেশের উপলব্ধি হইলে সমস্ত ব্রহ্মের দুঃখাদির অনুভব দ্বারাই যদি কার্য্যোপাধি অর্থাৎ অন্তঃকরণের উপাধির যোগ বশতঃ ব্রহ্মকে জীব মনে কর, তবে জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্ম কি ব্যাপক অথবা পরিচ্ছিন্ন ? যদি বল ব্রহ্ম ব্যাপক ও উপাধি পরিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ একাদশী ও পৃথক্ পৃথক্, তবে অন্তঃকরণ গতিশীল না স্থিতিশীল ?

(উত্তর)—গতিশীল।

(প্রশ্ন)—অন্তঃকরণের সহিত ব্রহ্ম গমনাগমন করেন অথবা স্থির থাকেন ?

(উত্তর)—স্থির থাকেন।

(প্রশ্ন)—অন্তঃকরণ যে যে স্থান ত্যাগ করিবে সে সে স্থানের ব্রহ্ম অজ্ঞান-রহিত এবং যে যে স্থানে যাইবেন সে সে স্থানের শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞান হইতে থাকিবেন। এই রূপে ব্রহ্ম ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞানী এবং ক্ষণে ক্ষণে অজ্ঞান হইতে থাকিবেন। ইহাতে মোক্ষ এবং বন্ধনও ক্ষণস্থায়ী হইবে। আবার যেমন একের দৃষ্ট বস্তু অন্যে স্মরণ করিতে পারেনা, সেইরূপ গতকল্যে দৃষ্ট ও শ্রুত বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান থাকিতে পারে না। কারণ, যে সময়ে দর্শন বা শ্রবণ হইয়াছিল, তাহা অন্য দেশ ও অন্য কাল এবং যে সময়ে স্মরণ করা হয়, তাহা অন্য দেশ ও অন্য কাল।

যদি বল যে, ব্রহ্ম এক, তাহা হইলে ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ নহেন কেন ? যদি বল যে, অন্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন তবে ব্রহ্মও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহা জড়, উহাতে জ্ঞান হইতে পারে না। যদি বল যে, কেবল ব্রহ্মের অথবা কেবল অন্তঃকণেরই জ্ঞান হয় না, কিন্তু অন্তঃকরণস্থ চিদাভাসের জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা হইলেও অন্তঃকরণ দ্বারা চেতনেরই জ্ঞান হইল, তবে তাহা নেত্রদ্বারা অল্প অল্পজ্ঞ হইবে কেন ? সুতরাং কারণোপাধি ও কার্য্যোপাধির যোগবশতঃ ব্রহ্ম, জীব এবং ঈশ্বর সিদ্ধ করা যাইবে না। কিন্তু ঈশ্বর নাম ব্রহ্মের এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অনাদি, অনুৎপন্ন ও অমৃতস্বরূপ জীবের নাম জীব। যদি বল যে, চিদাভাসের নাম জীব, তবে তাহা ক্ষণভঙ্গুর হওয়ায় নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহা হইলে মোক্ষসুখ ভোগ করিবে কে ? অতএব ব্রহ্ম কখনও জীব এবং জীব কখনও ব্রহ্ম নহে, হয় নাই এবং হইবে না।

(প্রশ্ন)—তবে "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ছান্দোগ্য

অদ্বৈতসিদ্ধি কিরূপে হইবে? আমাদের মতে ত ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত অবয়বসমূহের ভেদ না থাকাতে এক ব্রহ্মই সিদ্ধ হয়। জীব অন্য হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি কিরূপে হইতে পারে?

(উত্তর)—এই ভ্রমে পড়িয়া ভয় পাইতেছ কেন? বিশেষ্য বিশেষণ বিদ্যার ফল কি তাহাও জান। যদি বল, "ব্যাবর্ত্তকং বিশেষণং ভবতীতি", বিশেষণ ভেদকারক হয় তবে, "প্রবর্ত্তকং প্রকাশকমপি বিশেষণং ভবতীতি", বিশেষণ যে প্রবর্ত্তক এবং প্রকাশক হয়, তাহাও স্বীকার কর।

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অদ্বৈত বিশেষণ ব্রহ্মের। ইহাতে ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম এইরূপ যে অদ্বৈত বস্তু ব্রহ্মকে যাবতীয় জীব ও তত্ত্ব হইতে পৃথক করিতেছে এবং বিশেষণের প্রকাশক ধর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ, "অস্মিন্নগরেঽদ্বিতীয়ো ধনাঢ্যো দেবদত্তঃ। অস্যাং সেনায়ামদ্বিতীয়ঃ শূরবীরো বিক্রমসিংহঃ"। কেহ কাহাকেও বলিল যে, এই নগরে দেবদত্ত অদ্বিতীয় ধনাঢ্য এবং বিক্রমসিংহ এই সেনার মধ্যে অদ্বিতীয় শূরবীর। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, এই নগরে দেবদত্তের সদৃশ অন্য ধনাঢ্য ও এই সেনার মধ্যে বিক্রমসিংহের ন্যায় শূরবীর দ্বিতীয় কেহ নাই, তদপেক্ষা নিকৃষ্ট আছে বটে। তদ্ব্যতীত পৃথিবী আদি জড় পদার্থ, পশ্বাদি প্রাণী এবং বৃক্ষাদিও আছে। এই সকলের নিষেধ হইতে পারেনা। সেইরূপ ব্রহ্মের সদৃশ জীব অথবা প্রকৃতি নাই, কিন্তু তদপেক্ষা নিকৃষ্ট আছে বটে।

এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, ব্রহ্ম সর্ব্বদা এক, কিন্তু জীব এবং প্রকৃতিস্থ তত্ত্ব অনেক। ঐ সকল হইতে পৃথক করিয়া ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদক অদ্বৈত অথবা অদ্বিতীয় শব্দ বিশেষণ। ইহাতে জীব অথবা প্রকৃতির এবং কার্য্যরূপ জগতের অভাব ও নিষেধ হইতে পারে না। কিন্তু এ সকল আছে, তবে এ সকল ব্রহ্মের তুল্য নহে। ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধি অথবা দ্বৈতসিদ্ধির ব্যতিক্রম হয় না। অস্থির হইও না, চিন্তা কর, বুঝ।

(প্রশ্ন)—ব্রহ্মের সৎ, চিৎ এবং আনন্দ আর জীবের অস্তি, ভাতি এবং প্রিয় রূপ দ্বারা একত্ব হইতে পারে। তবে খণ্ডন করিতেছেন কেন?

(উত্তর)—কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য থাকিলেই একত্ব হইতে পারে না। যেমন পৃথিবী জড় ও দৃশ্যমান। সেইরূপ জল এবং অগ্নি আদিও জড় ও দৃশ্যমান। কেবল এইমাত্র বলিলেই একত্ব সিদ্ধ হয় না। এই সকলের মধ্যে বৈধর্ম্ম্য ভেদকারক অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, যেমন গন্ধ, রুক্ষতা ও কঠিনত্ব প্রভৃতি পৃথিবীর গুণ, এবং

রস, দ্রবত্ব ও কোমলত্ব প্রভৃতি জলের ধর্ম্ম এবং রূপ ও দাহকত্ব প্রভৃতি অগ্নির ধর্ম্ম। এ সকলের মধ্যে একত্ব নাই। যেমন মনুষ্য ও কীট চক্ষু দ্বারা দেখে, মুখ দ্বারা আহার করে এবং পদ দ্বারা যাতায়াত করে ; তথাপি মনুষ্যের আকৃতিতে পদদ্বয় এবং কীটের আকৃতিতে অনেক পদ ইত্যাদি ভেদ বশতঃ একত্ব হইতে পারে না। সেইরূপ পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান, আনন্দ, বল, ক্রিয়া, অভ্রান্তত্ব ও ব্যাপকত্ব জীব হইতে ভিন্ন, এবং জীবের অল্প জ্ঞান, অল্প বল, অল্প স্বরূপ, সব ভ্রান্তি ও পরিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি গুণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। অতএব জীব ও পরমেশ্বর এক নহে, কেননা ইহাদের স্বরূপও (পরমেশ্বর অতীব সূক্ষ্ম এবং জীব পরমেশ্বর অপেক্ষা কিছু স্থূল হওয়ায়) ভিন্ন। (প্রশ্ন)—

অথোদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি ॥

ইহা বৃহদারণ্যকের বচন। যিনি ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে অল্পমাত্রও ভেদ বুদ্ধি রাখেন, তিনি ভয় প্রাপ্ত হন। কারণ, ভয় অন্য হইতেই হইয়া থাকে।

(উত্তর)—ইহার অর্থ এইরূপ নহে। কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, যে জীব ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, অথবা পরমাত্মাকে কোন দেশ-কালে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে, অথবা তাঁহার আজ্ঞা ও গুণ-কর্ম্ম স্বভাবের বিরুদ্ধাচারী হয় অথবা অন্য কোন মনুষ্যের প্রতি বৈরভাবাপন্ন হয়, সেই ভীত হয়, কেননা দ্বিতীয় বুদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই—এইরূপ বুদ্ধি হইলে, অথবা কাহাকেও যদি বলে "আমি তোমাকে কিছুই মনে করি না, তুমি আমার কিছুই করিতে পারিবে না", অথবা কাহাকেও কষ্ট দেয় বা ক্ষতি করে তবে সেই ব্যক্তি হইতে তাহার ভয় উপস্থিত হয়। আর সর্ব্বপ্রকারে অবিরোধ হইলেই এক বলা হয়। যেমন লোকে বলে যে, "দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত এবং বিষ্ণুমিত্র এক, অর্থাৎ অবিরুদ্ধ। বিরোধ না থাকিলে সুখ এবং বিরোধ থাকিলে দুঃখ প্রাপ্তি ঘটে। (প্রশ্ন)—ব্রহ্ম ও জীবের সর্ব্বদা একতা ও অনেকতা থাকে অথবা কখনও উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া যায় বা যায় না ? (উত্তর)—ইহার পূর্ব্বে এখনই কিছু উত্তর দিয়াছি। কিন্তু সাধর্ম্ম্য অন্বয়ভাবে একতা হইয়া থাকে। যেমন আকাশ ও মূর্ত্তদ্রব্যে জড়ত্ব থাকায় এবং কখনও পৃথক না থাকায় একতা এবং আকাশের বিভু, সূক্ষ্ম, অরূপ, অনন্তাদি গুণ ও মূর্ত্তিমান পদার্থের পরিচ্ছিন্ন দৃশ্যত্বাদি বৈধর্ম্ম্যবশতঃ ভেদ হইয়া থাকে অর্থাৎ যেমন পৃথিবী আদি

পদার্থ আকাশ হইতে কখনও ভিন্ন থাকিতে পারে না কেননা অন্বয় অর্থাৎ অবকাশ ব্যতীত মূর্ত্তদ্রব্য কখনও থাকিতে পারে না এবং ব্যতিরেক অর্থাৎ স্বরূপতঃ ভিন্ন হওয়ায় পার্থক্য আছে। সেইরূপ ব্রহ্ম ব্যাপক হওয়ায় জীব ও পৃথিবী আদি পদার্থ ব্রহ্ম হইতে পৃথক থাকিতে পারে না এবং স্বরূপতঃ একও হইতে পারে না। যেমন গৃহ নির্ম্মাণ করিবার পুর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন দেশে মাটি, কাঠ, লোহা আদি পদার্থ আকাশেই থাকে, যখন গৃহ নির্ম্মিত হইয়া গেল তখনও আকাশেই বর্ত্তমান রহিল এবং যখন নষ্ট হইয়া গেল অর্থাৎ সেই ঘরের সব অবয়ব ভিন্ন ভিন্ন দেশকে প্রাপ্ত হইল তখনও আকাশেই রহিল অর্থাৎ তিন কালেই আকাশ হইতে ভিন্ন হইতে পারিল না এবং স্বরূপতঃ ভিন্ন হওয়ায় কখনও এক ছিল না, এক নাই ও এক হইবে না। এইরূপ জীব ও সংসারের সমস্ত পদার্থ পরমেশ্বরে ব্যাপ্য হওয়ায় পরমাত্মা হইতে তিনকালেই ভিন্ন এবং স্বরূপতঃ ভিন্ন হওয়ায় এক কখনও হয় না। আজকালকার বেদান্তিগণের দৃষ্টি কাণা লোকের মত অন্বয়ের দিকে পড়িয়া ব্যতিরেক ভাব হইতে ছুটিয়া বিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এমন কোন দ্রব্য নাই যাহাতে সগুণনির্গুণতা, অন্বয়, ব্যতিরেক, সাধর্ম্ম্য, বৈধর্ম্ম্য ও বিশেষণ ভাব থাকে না।

(প্রশ্ন)—পরমেশ্বর সগুণ অথবা নির্গুণ ?

(উত্তর)—উভয় প্রকার।

(প্রশ্ন)—ভাল, দুই তরবারি এক কোষে কিরূপে থাকিতে পারে ? একই পদার্থে সগুণতা এবং নির্গুণতা কিরূপে থাকিতে পারে ?

(উত্তর)—যেমন জড়ের রূপাদি গুণ আছে কিন্তু চেতনের জ্ঞানাদি গুণ জড়ের মধ্যে নাই, সেইরূপ চেতনের মধ্যে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ আছে, কিন্তু রূপাদি জড়ের গুণ নাই। সুতরাং "যদ্‌গুণৈঃ সহ বর্ত্তমানং তৎ সগুণম্", "গুণেভ্যো যন্নির্গতং পৃথগ্‌ভূতং তন্নির্গুণম্" যাহা গুণবিশিষ্ট তাহা সগুণ এবং যাহা গুণবিহীন তাহাকে নির্গুণ বলে। নিজ নিজ স্বাভাবিক গুণযুক্ত এবং অন্য বিরোধী গুণ রহিত হওয়াতে সকল পদার্থই সগুণ ও নির্গুণ। কেবল সগুণত্ব অথবা কেবল নির্গুণত্ব বিশিষ্ট কোন পদার্থ নাই। প্রত্যুত একই পদার্থে সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব সর্ব্বদা থাকে। সেইরূপ পরমেশ্বরে স্বীয় অনন্ত জ্ঞান, বল ইত্যাদি গুণ থাকাতে তিনি সগুণ; কিন্তু রূপাদি জড়ের এবং দ্বেষাদি জীবের গুণ না থাকাতে তিনি নির্গুণ কথিত হন।

(প্রশ্ন)—সংসারে নিরাকারকে নির্গুণ এবং সাকারকে সগুণ বলে। অর্থাৎ

যখন পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন না, তখন তিনি নির্গুণ। যখন পরমেশ্বর অবতীর্ণ হন, তখন তিনি সগুণ কথিত হন।

(উত্তর)—ইহা কেবল অজ্ঞান ও বিদ্যাহীনদিগের কল্পনা মাত্র। মূর্খেরা ন্যায় যেখানে সেখানে বৃথা চীৎকার করিয়া থাকে। সন্নিপাত মনুষ্যের নিরর্থক প্রলাপের ন্যায় মূর্খদিগের কথা অথবা তাহাদের লেখাকে বৃথা মনে করা উচিত।

(প্রশ্ন)—পরমেশ্বর আসক্ত অথবা বিরাগযুক্ত?

(উত্তর)—উভয়ই নহেন। কারণ নিজ অপেক্ষা ভিন্ন উত্তম বস্তুতে আসক্তি হইয়া থাকে। পরমেশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন এবং পরমেশ্বর অপেক্ষা উত্তম কোন পদার্থ নাই সুতরাং তাঁহাতে আসক্তি সম্ভব নহে। আবার, যিনি প্রাপ্ত বস্তু পরিত্যাগ করেন তাঁহাকে বিরাগী বলে। যেহেতু পরমেশ্বর ব্যাপক, এইজন্য তিনি কোন বস্তুকে ত্যাগ করিতে পারে না। অতএব পরমেশ্বর বিরাগীও নহেন।

(প্রশ্ন)—পরমেশ্বরের ইচ্ছা আছে কি না?

(উত্তর)—তথাকথিত ইচ্ছা নাই। কারণ, যাহার প্রাপ্তিতে বিশেষ সুখ হইতে পারে, সেইরূপ অপ্রাপ্ত উত্তম বস্তুর জন্য ইচ্ছা হইয়া থাকে। ঈশ্বর বিষয়ে তাহা সম্ভব হইলে তাঁহার ইচ্ছা থাকিতে পারিত। কিন্তু ঈশ্বরের কোন বস্তু অপ্রাপ্ত নাই। ঈশ্বর অপেক্ষা উত্তম এবং পূর্ণসুখজনক কোন পদার্থও নাই। এজন্য ঈশ্বরে সুখের অভিলাষও নাই। সুতরাং তাঁহাতে ইচ্ছা সম্ভব নহে। কিন্তু সকল প্রকার বিদ্যাদর্শন ও সব সৃষ্টির রচনা যাহাকে ঈক্ষণ বলে তাহা আছে। এই সকল সংক্ষিপ্ত বিষয় হইতেই সৎপুরুষগণ বিস্তার করিতে পারিবেন।

ঈশ্বর বিষয়ে সংক্ষেপে এই লিখিত হইল। অতঃপর বেদবিষয় লিখিত হইয়েছে :—

যস্মাদৃচো অপাতক্ষন্ যজুর্যস্মাদপাকষন্। সামানি যস্য লোমান্যথর্বাঙ্গি-
রসো মুখম্। স্কম্ভন্তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ॥

অথর্ব০ কা০ ১০। প্রপা০ ২৩। অনু০। মং ২০॥

যে পরমাত্মা হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি কোন দেবতা? ইহার (উত্তর)—যিনি সকলকে সৃষ্টি করিয়া ধারণ করিতেছেন, সেই পরমাত্মা।

স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥

যজুঃ। অ ৪০। মং ৮॥

তিনি স্বয়ম্ভূ, সর্ব্বব্যাপক, শুদ্ধ, সনাতন, নিরাকার পরমেশ্বর, তিনি সনাতন জীবরূপী প্রজাদিগের কল্যাণার্থ যথার্থ রীতি অনুসারে বেদদ্বারা সকল বিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন।

(প্রশ্ন)—আপনি পরমেশ্বরকে নিরাকার না সাকার মানেন?

(উত্তর)—নিরাকার মানি।

(প্রশ্ন)—পরমেশ্বর নিরাকার হইলে ত মুখ দ্বারা বর্ণোচ্চারণ ব্যতীত কিরূপে বেদবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকিবেন? কেননা বর্ণের উচ্চারণে তালু প্রভৃতি স্থান ও জিহ্বার অবশ্য প্রযত্ন হওয়া আবশ্যক।

(উত্তর)—পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বব্যাপক বলিয়া স্বকীয় ব্যাপ্তি দ্বারা জীবদিগকে বেদবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিতে তাঁহার মুখাদি কিছুরই প্রয়োজন হয়না। কারণ, মুখ ও জিহ্বাদ্বারা বর্ণোচ্চারণ নিজের জন্য নহে, কিন্তু অপরের বোধের জন্য করা হইয়া থাকে। মুখ ও জিহ্বার ব্যাপার ব্যতীত মনে অনেক বিষয়ের বিচার এবং শব্দোচ্চারণ হইয়া থাকে। অঙ্গুলিদ্বারা কর্ণরন্ধ্র রুদ্ধ করিয়া দেখ ও শুন যে মুখ, জিহ্বা এবং তালু প্রভৃতি স্থান ব্যতীত কিরূপ কিরূপ শব্দ হইতেছে। সেইরূপ ঈশ্বর অন্তর্য্যামীরূপে জীবকে উপদেশ দিয়াছেন। কেবল অন্যকে বুঝাইবার জন্য উচ্চারণের প্রয়োজন। নিরাকার সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর জীবস্থ স্বরূপে জীবাত্মায় স্বীয় অখিল বেদ বিদ্যার উপদেশ প্রকাশ করেন। পুনরায় মনুষ্য তাহা নিজমুখে উচ্চারণ করিয়া অপরকে শ্রবণ করাইয়া থাকে। এইজন্য ঈশ্বরে পুর্ব্বোক্ত দোষ ঘটিতে পারে না।

(প্রশ্ন)—ঈশ্বর কবে কাহার আত্মায় বেদ প্রকাশ করিয়াছেন? (উত্তর)—

অগ্নের্ঋগ্বেদো বায়োর্যজুর্ব্বেদঃ সূর্য্যাৎ সামবেদঃ ॥

শত০। (১১। ৪। ২। ৩)॥

পরমাত্মা প্রথমে সৃষ্টির আদিতে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গিরা—এই সকল ঋষির আত্মায় এক একটি বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। (প্রশ্ন)—

যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ॥

(শ্বেতাশ্ব০। অ০ ৬। মং ১৮)॥

ইহা উপনিষদের বচন। এই বচনানুসারে পরমেশ্বর ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তবে, আবার অগ্নি ইত্যাদি ঋষিদিগের আত্মায় তাহা করিলেন কেন?

(উত্তর)—ব্রহ্মার আত্মায় অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা বেদপ্রকাশ করিয়াছিলেন। দেখ! মনু কি লিখিয়াছেন:—

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।

দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণম্॥ মনু০ (১।২৩)॥

পরমাত্মা আদি সৃষ্টিতে মনুষ্যদিগকে উৎপন্ন করিয়া অগ্নি প্রভৃতি চারি মহর্ষি দ্বারা ব্রহ্মাকে চারিবেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। ব্রহ্মা অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গিরার নিকট ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ববেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

(প্রশ্ন)—সেই চারিজনের মধ্যেই বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, অন্যের মধ্যে করেন নাই, সুতরাং ঈশ্বর পক্ষপাতী হইলেন।

(উত্তর)—সেই চারিজনই সব জীবের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পবিত্রাত্মা ছিলেন। তাঁহাদের সদৃশ অপর কেহ ছিল না। এই জন্য তাঁহাদের মধ্যেই পবিত্র বিদ্যার প্রকাশ করা হইয়াছিল।

(প্রশ্ন)—কোন দেশীয় ভাষায় বেদ প্রকাশ না করিয়া সংস্কৃত ভাষায় করা হইল কেন?

(উত্তর)—কোনও দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করিলে ঈশ্বর পক্ষপাতী হইতেন। কারণ যে দেশের ভাষায় প্রকাশ করিতেন, সেই দেশের অধিবাসীদিগের পক্ষে বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সহজ হইত, কিন্তু অন্য দেশীয়দিগের পক্ষে কঠিন হইত। এইজন্য সংস্কৃত ভাষাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। সংস্কৃত কোন দেশের ভাষা নহে। আর বেদ-ভাষা অন্য সকল ভাষার মূল। সেই ভাষাতেই বেদ প্রকাশ করা হইয়াছে। যেমন ঈশ্বরের পৃথিব্যাদি সৃষ্টি সকল দেশ এবং সকল দেশবাসীর জন্যই একরূপ ও সকল শিল্পবিদ্যার মূল, সেইরূপ পরমেশ্বরের বিদ্যার ভাষাও একরূপ হওয়া উচিত। তাহাতে সর্ব্বদেশীয় লোকের অধ্যয়ন অধ্যাপনায় সমান পরিশ্রম হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বর পক্ষপাতী নহেন। সংস্কৃত ভাষা সকল ভাষার মূলও বটে।

(প্রশ্ন)—বেদ ঈশ্বরকৃত, অন্যকৃত নহে, এ বিষয়ে প্রমাণ কি?

(উত্তর)—যেমন ঈশ্বর পবিত্র, সর্ব্ববিদ্যাবিৎ, শুদ্ধ গুণ-কর্ম্ম-স্বভাববিশিষ্ট, ন্যায়কারী, দয়ালু এবং অন্যান্য গুণসম্পন্ন, সেইরূপ যে পুস্তকে ঈশ্বরের গুণ-কর্ম্ম-

স্বভাবের অনুকূল কথা আছে তাহা ঈশ্বরকৃত, অন্যকৃত নহে। যে পুস্তকে সৃষ্টিক্রম, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং আপ্ত ও পবিত্রাত্মাদিগের ব্যবহারবিরুদ্ধ কথা নাই তাহা ঈশ্বরোক্ত। ঈশ্বরের জ্ঞান যেমন অভ্রান্ত, যে পুস্তকে সেইরূপ অভ্রান্ত জ্ঞানের প্রতিপাদন আছে, তাহা ঈশ্বরোক্ত। পরমেশ্বর ও তাঁহার সৃষ্টিক্রম যেরূপ, যে পুস্তকে সেইরূপ ঈশ্বর, সৃষ্টিকার্য্য, কারণ এবং জীবের প্রতিপাদন আছে, সেই পুস্তক পরমেশ্বরকৃত। বেদ যেমন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং পবিত্রাত্মাদিগের স্বভাবের অবিরুদ্ধ, বাইবেল ও কেরোণ প্রভৃতি অন্যান্য পুস্তক সেইরূপ নহে। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে বাইবেল ও কোরাণ প্রসঙ্গে এ বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা যাইবে।

(প্রশ্ন)—ঈশ্বর কর্ত্তৃক বেদ প্রকাশের কিছুই প্রয়োজন নাই। কারণ, মনুষ্যগণ ক্রমশঃ জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক রচনা করিতে পারে।

(উত্তর)—না। কখনও পারে না। কেননা কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব। বন্য মনুষ্যেরা সৃষ্টিকে দেখিয়াও বিদ্বান্ হয় না। কিন্তু কোন শিক্ষক পাইলেই বিদ্বান্ হইয়া থাকে। এখনও কাহারও নিকট বিদ্যাশিক্ষা না করিয়া কেহই বিদ্বান্ হয় না। সেইরূপ যদি পরমাত্মা পূর্ব্বোক্ত আদি সৃষ্টির ঋষিদিগকে এবং ঋষিগণ অপর মনুষ্যদিগকে বেদবিদ্যা শিক্ষা না দিতেন, তবে সকলেই বিদ্যাহীন থাকিয়া যাইত। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কাহারও বালককে নির্জ্জন স্থানে, মুর্খ অথবা পশুদিগের সঙ্গে রাখা হইলে সে তাহার সঙ্গীদের ন্যায়ই হইয়া যাইবে। বন্য ভীল প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যতদিন আর্য্যাবর্ত্ত দেশ হইতে শিক্ষা বিস্তৃত হয় নাই, ততদিন মিশর, গ্রীস এবং ইউরোপ প্রভৃতি দেশের মনুষ্যদিগের মধ্যে কোনরূপ বিদ্যার বিস্তার হয় নাই। ইউরোপের কলম্বাস প্রভৃতি ব্যক্তি যতদিন পর্য্যন্ত আমেরিকায় যান নাই, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারাও সহস্র, লক্ষ অথবা কোটি বৎসর ধরিয়া বিদ্যাহীন ছিল। পরে সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়াতে বিদ্বান্ হইয়াছে। সেইরূপ সৃষ্টির আদিতে মনুষ্য পরমাত্মার নিকট হইতে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া উত্তরোত্তর বিদ্বান্ হইয়া আসিতেছে।

স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ॥ যোগসূ০ সমাধি-পাদে সূ০ ২৬॥

যেমন বর্ত্তমানকালে আমরা অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা করিয়াই বিদ্বান্ হইয়া থাকি, সেইরূপ পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন অগ্নি প্রভৃতি ঋষিদিগেরও গুরু

অর্থাৎ অধ্যাপক ছিলেন। কারণ পরমেশ্বরের জ্ঞান নিত্য বলিয়া তিনি জীবের ন্যায় সুষুপ্তি এবং প্রলয় কালে জ্ঞানরহিত হন না। তাঁহার জ্ঞান নিত্য। সুতরাং ইহা নিশ্চিতরূপে জানা আবশ্যক যে, নিমিত্ত ব্যতীত কখনও নৈমিত্তিক অর্থ সিদ্ধ হয় না।

(প্রশ্ন)—বেদ সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অগ্নি প্রভৃতি ঋষিগণ সেই ভাষা জানিতেন না। তাঁহারা বেদের অর্থ জানিলেন কিরূপে ?

(উত্তর)—পরমেশ্বর জানাইয়াছেন। ধর্ম্মাত্মা যোগী মহর্ষিগণ যখন যখন যে যে মন্ত্রের অর্থ জানিতে ইচ্ছা করিয়া ধ্যানাবস্থিত হইয়া পরমেশ্বরের স্বরূপে সমাধিস্থ হইতেন, তখন তখন পরমাত্মা তাঁহাদিগকে অভীষ্ট মন্ত্রের অর্থ জানাইয়াছেন। যখন অনেকের আত্মায় বেদার্থের প্রকাশ হইল, তখন ঋষি-মুনিগণ সেই বেদার্থ ও ঋষি মুনিদিগের ইতিহাস সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করিলেন। ঐ সকল গ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম অথবা বেদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ বলিয়া ঐ সকলের নাম ব্রাহ্মণ হইয়াছে, আর :—

ঋষয়ো (মন্ত্রদৃষ্টয়ঃ) ······মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ ॥ নিরু০ (১।২০) ॥

যে ঋষি যে মন্ত্রের অর্থ দর্শন করিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে কেহ সেই মন্ত্রের অর্থ প্রকাশ করেন নাই। তিনি সেই মন্ত্রের অর্থ প্রকাশ করিলেন এবং অপরকেও শিক্ষা দিলেন। সেই জন্য সেই মন্ত্রের সঙ্গে সেই ঋষির নাম অদ্যাবধি স্মরণার্থ লিখিত হইয়া আসিতেছে। যদি কেহ ঋষিদিগকে মন্ত্রকর্ত্তা বলেন, তবে বুঝিতে হইবে যে, তিনি অসত্য কথা বলিতেছেন। তাঁহারা ত মন্ত্রার্থের প্রকাশক মাত্র।

(প্রশ্ন)—কোন গ্রন্থের নাম বেদ ?

(উত্তর)—ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্ব মন্ত্রসংহিতার নাম বেদ। অন্য কোন গ্রন্থের নাম বেদ নহে।

(প্রশ্ন)—"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনামধেয়ম্" ॥ ইত্যাদি কাত্যায়ন প্রভৃতি মুনিকৃত প্রতিজ্ঞাসূত্রের কি অর্থ করিবেন ?

(উত্তর)—দেখ! সংহিতাগ্রন্থের আরম্ভ ও অধ্যায়সমাপ্তিতে সনাতন কাল হইতে বেদশব্দ লিখিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থের আরম্ভে বা অধ্যায় সমাপ্তিতে তাহা কোথায়ও লিখিত হয় নাই। আর নিরুক্তে—

ইত্যপি নিগমো ভবতি। ইতি ব্রাহ্মণম্। (নিঃ অঃ।৫। খং ৩। ৪) ॥
ছন্দো ব্রাহ্মণানি চ তদ্বিষয়াণি ॥ (অষ্টাধ্যা০ ৪। ২। ৬৬) ॥

ইহা পাণিনীয় সূত্র। ইহাতেও স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, বেদ মন্ত্রভাগ এবং ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যাভাগ। এই বিষয়ে বিশেষ জানিতে ইচ্ছা হইলে মৎপ্রণীত "ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা" দ্রষ্টব্য। সেই গ্রন্থে সিদ্ধ হইয়াছে যে, নানারূপে প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া উক্ত বচন কাত্যায়নের হইতে পারে না। সেই বচন মানিলে বেদ কখনও সনাতন হইতে পারে না। কারণ, ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে বহু ঋষি, মহর্ষি ও রাজাদের ইতিহাস লিখিত আছে। কাহারও ইতিহাস তাহার জন্মের পরেই লিখিত হইয়া থাকে। সেই গ্রন্থও তাহার জন্মের পরে হয়। বেদে কাহারও ইতিহাস নাই কিন্তু তন্মধ্যে যে সকল শব্দদ্বারা বিদ্যা জানা যায়, সেই সকল শব্দের প্রয়োগ আছে। কোন মনুষ্যবিশেষের সংজ্ঞা অথবা কথাপ্রসঙ্গ বেদে নাই।

(প্রশ্ন)—বেদের কতগুলি শাখা আছে ?

(উত্তর)—এগার শত সাতাইশ।

(প্রশ্ন)—শাখা কাহাকে বলে ?

(উত্তর)—ব্যাখ্যানকে শাখা বলে।

(প্রশ্ন)—সংসারে বিদ্বানেরা বেদের অবয়বভূত বিভাগ সমূহকে শাখা বলিয়া মানেন কি ?

(উত্তর)—একটু বিবেচনা করিয়া দেখ যে, ইহা যথার্থ কিনা। কারণ, বেদের যাবতীয় শাখা আশ্বলায়ন প্রভৃতি ঋষিদিগের নামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু মন্ত্রসংহিতা পরমেশ্বরের নামে প্রসিদ্ধ। চারি বেদ যেমন পরমেশ্বরকৃত বলিয়া মানি, সেইরূপ আশ্বলায়নী প্রভৃতি শাখাগুলিকেও সেই সেই ঋষিকৃত বলিয়া মানি। সমস্ত শাখায় মন্ত্রের প্রতীক ধরিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, তৈত্তিরীয় শাখায় "ইষেত্বোর্জ্জে ত্বেতি" ইত্যাদি প্রতীক ধরিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু বেদসংহিতায় কোন প্রতীক গ্রহণ করা হয় নাই। অতএব পরমেশ্বরকৃত চারিবেদ মূল বৃক্ষ। আশ্বলায়ন প্রভৃতি যাবতীয় শাখা ঋষি-মুনিকৃত, পরমেশ্বরকৃত নহে। ইহার বিশেষ ব্যাখা দেখিতে চাহিলে তাহা "ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকায়" দ্রষ্টব্য। যেমন মাতা পিতা নিজ সন্তানদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাহাদের উন্নতি ইচ্ছা করেন, সেইরূপ পরমেশ্বর সকল মনুষ্যের প্রতি কৃপা করিয়া বেদকে প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা মনুষ্যগণ অবিদ্যারূপ অন্ধকার এবং ভ্রমজাল হইতে মুক্ত হইয়া বিদ্যা ও বিজ্ঞানরূপ সূর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে অবস্থান করে এবং বিদ্যা ও সুখবৃদ্ধি করিতে থাকে।

(প্রশ্ন)—বেদ নিত্য অথবা অনিত্য ?

(উত্তর)—নিত্য। পরমেশ্বর নিত্য বলিয়া তাঁহার জ্ঞানাদি গুণও নিত্য। নিত্য পদার্থের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব নিত্য। অনিত্য পদার্থের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব অনিত্য।

(প্রশ্ন)—বেদপুস্তকও কি নিত্য ?

(উত্তর)—না। পুস্তক ত পত্র ও মসীনির্ম্মিত তাহা কিরূপে নিত্য হইতে পারে ? তবে শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধ নিত্য।

(প্রশ্ন)—সম্ভবতঃ ঈশ্বর পূর্ব্বোক্ত ঋষিদিগকে জ্ঞান দিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই জ্ঞানের সাহায্যে বেদ রচনা করিয়াছিলেন।

(উত্তর)—জ্ঞেয় ব্যতীত জ্ঞান হয় না। গায়ত্রী আদি ছন্দ, ষড়্জাদি ও উদাত্তানুদাত্ত আদি স্বরজ্ঞানের সহিত গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দসমূহের রচনাসামর্থ্য সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত আর কাহারও নাই। এইরূপ সর্ব্বজ্ঞানযুক্ত শাস্ত্র নির্ম্মাণ করাও অপরের সাধ্যতীত। ঋষিমুনিগণ বেদাধ্যয়নের পর ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও ছন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ বিদ্যাপ্রকাশার্থ রচনা করিয়াছেন। পরমাত্মা বেদপ্রকাশ না করিলে কেহ কিছুই রচনা করিতে পারিতেন না। সুতরাং বেদ পরমেশ্বরোক্ত। সকলেরই বেদানুকূল আচরণ করা কর্ত্তব্য। যদি কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে, "আপনার মত কি" ? তবে এই উত্তর দেওয়া উচিত, "আমার মত বেদ"। অর্থাৎ বেদোক্ত বিষয় সকল আমি স্বীকার করি। অতঃপর সৃষ্টি বিষয়ে লিখিত হইবে।

ঈশ্বর এবং বেদবিষয় সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইল।৭॥

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে ঈশ্বরবেদবিষয়ে সপ্তমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ॥ ৭ ॥

অথ অষ্টম সমুল্লাসারম্ভঃ

অথ সৃষ্ট্যুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়বিষয়ান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আ বভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ৎসো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ১ ॥

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্ ॥ ২ ॥

ঋ০। মং ১০। সূ০ ১২৯। মং ৭। ৩ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ ॥

ঋ০। মং। ১০। সূ০ ১২১। মং ১ ॥

পুরুষ এবেদꣳ সর্ব্বং যদ্ভূতংযচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥৪॥ যজু০ অ০ ৩১। মং ২ ॥

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম ॥ ৫ ॥

তৈত্তিরীয়োপনি০ (ভৃগুবল্লী। অনু০ ১)।

হে (অঙ্গ) মনুষ্য! যাঁহা হইতে এই বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে, যিনি ধারণ ও প্রলয় কর্ত্তা, যিনি এই জগতের স্বামী এবং যাঁহার

ব্যাপকতার মধ্যে সমস্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইয়া থাকে তিনিই পরমাত্মা। তাঁহাকে তুমি জান। অপর কাহাকেও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া মানিও না ॥ ১ ॥

এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকারাচ্ছন্ন, রাত্রিরূপে অবিজ্ঞেয়, আকাশরূপ সব জগৎ তুচ্ছ অর্থাৎ অনন্ত পরমেশ্বরের সম্মুখে একদেশী ও আচ্ছাদিত ছিল। অনন্তর পরমেশ্বর নিজ শক্তিবলে কারণরূপ হইতে কার্য্যরূপ করিয়াছেন ॥ ২ ॥

হে মনুষ্যগণ! যিনি সূর্য্যাদি সমস্ত তেজস্বী পদার্থের আধার। যিনি অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ জগতের এক অদ্বিতীয় পতি, যিনি জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন এবং যিনি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পরমাত্মদেবের প্রতি প্রেম-ভক্তি কর। ৩ ॥

হে মনুষ্যগণ! যিনি সকলের মধ্যে পূর্ণ পুরুষ, যিনি অবিনাশী কারণস্বরূপ, যিনি জীবগণের অধিপতি এবং যিনি পৃথিবী আদি জড় পদার্থ ও জীব হইতে পৃথক, সেই পুরুষই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। ৪ ॥

যে পরমাত্মার রচনা হইতে পৃথিবী আদি সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, যাঁহাতে জীবন ধারণ করে এবং যাঁহার মধ্যে প্রলয়প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছা কর। ৫ ॥

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ শারীরিক সূ০ অ০ ১। পা০ ১। সূ০ ২ ॥

যাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় হয়, সেই ব্রহ্ম জানিবার যোগ্য। (প্রশ্ন)—এই জগৎ কি পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? না অপর কেহ ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা? (উত্তর)—নিমিত্ত কারণ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহার উপাদান কারণ প্রকৃতি। (প্রশ্ন)—পরমেশ্বর কি প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেন নাই? (উত্তর)—না। প্রকৃতি অনাদি। (প্রশ্ন)—আদি কাহাকে বলে? কতগুলি পদার্থ অনাদি? (উত্তর)—ঈশ্বর, জীব এবং জগতের কারণ—এই তিন অনাদি। (প্রশ্ন)—এ বিষয়ে প্রমাণ কি? (উত্তর)—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি ॥১॥ ঋ০ ম০ ১। সূ০ ১৬৪। ম০ ২০॥

শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ২ ॥ যজু০, অ০ ৪০। মং ৮ ॥

(দ্বা) ব্রহ্ম ও জীব উভয়ে (সুপর্ণা) চেতনত্ব ও পালকত্ব প্রভৃতি গুণবশতঃ সদৃশ; (সযুজা) ব্যাপ্য ব্যাপকভাবে সংযুক্ত; (সখায়া) পরস্পর মিত্রতাযুক্ত; সনাতন এবং অনাদি; (সমানম্) তদ্রূপ (বৃক্ষম্) অনাদি মূলস্বরূপ কারণ এবং শাখারূপ কার্য্যযুক্ত বৃক্ষ; অর্থাৎ যাহা স্থূল হইয়া পুনশ্চ প্রলয়ে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়, সেই তৃতীয় অনাদি পদার্থ;—এই তিনের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাবও অনাদি। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রথম জীব এই বৃক্ষরূপ সংসারে পাপ-পুণ্যরূপ ফলসমূহের (স্বাদ্বত্তি) উত্তমরূপে ভোগ করে। দ্বিতীয় পরমাত্মা, কর্ম্মফল (অনশ্নন্) ভোগ না করিয়া চারিদিকে অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র প্রকাশমান হইয়া আছেন। জীব হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে জীব এবং উভয় হইতে প্রকৃতি ভিন্ন-স্বরূপ এবং তিনই অনাদি ॥ ১ ॥

(শাশ্বতীভ্যঃ) অর্থাৎ অনাদি সনাতন জীবরূপ প্রজার জন্য পরমাত্মা বেদদ্বারা সকল বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন ॥২॥

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি। অ০ ৪। মং ৫)॥

ইহা উপনিষদের বচন। প্রকৃতি, জীব এবং পরমাত্মা—এই তিন অজ অর্থাৎ যাহার কখনও জন্ম হয় না এবং ইহারা কখনও জন্মগ্রহণ করে না। অর্থাৎ এই তিন সমগ্র জগতের কারণ। ইহাদের কোন কারণ নাই। অনাদি জীব, এই অনাদি প্রকৃতিকে ভোগ করিতে করিতে আসক্ত-হয়। কিন্তু পরমাত্মা তাহাতে আসক্ত হন না এবং ভোগও করেন না। ঈশ্বর এবং জীবের লক্ষণ ঈশ্বরবিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে। এখন প্রকৃতির লক্ষণ লিখিত হইতেছে:—

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং পঞ্চতন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ॥ সাঙ্খ্য সূ০। (অ০ ১। সূ০ ৬১)॥

(সত্ত্ব) শুদ্ধ, (রজঃ) মধ্যম (তমঃ) জাড্য অর্থাৎ জড়তা—এই তিন বস্তুর মিলনে যে এক সংঘাত হয়, তাহার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব বুদ্ধি, তাহা হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রা সূক্ষ্ম ভূত ও দশ ইন্দ্রিয় এবং একাদশ মন; পঞ্চতন্মাত্রা হইতে পৃথিবী আদি পঞ্চ ভূত—এই চতুর্ব্বিংশ

তত্ত্ব এবং পঞ্চবিংশতি পুরুষ অর্থাৎ জীব ও পরমেশ্বর। তন্মধ্যে প্রকৃতি অবিকারিণী ও মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার ও পঞ্চ সূক্ষ্মভূত প্রকৃতির কার্য্য এবং ইন্দ্রিয়, মন ও স্থূল ভূত সমূহের কারণ। পুরুষ কাহারও প্রকৃতি অথবা উপাদান কারণ বা কার্য্য নহে। (প্রশ্ন)—

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ ॥ ১ ॥ (ছান্দো° প্রঃ ৬। খঃ ২)।
অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ॥২॥ (তৈত্তিরীয়োপনি° ব্রহ্মানন্দব°। অনু° ৭)॥
আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ ॥৩॥ (বৃহ°। অ° ১। ব্রা° ৪। ম° ১)॥
ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ ॥ ৪ ॥ (শত° ১১। ১। ১১। ১)॥

ইহা উপনিষদের বচন। হে শ্বেতকেতো! এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎ। ১ ॥ অসৎ। ২ ॥ আত্মা। ৩ ॥ এবং ব্রহ্মস্বরূপ ছিল। ৪ ॥ পরে—

তদৈক্ষত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি। সোঽকাময়ত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি ॥ তৈত্তিরীয় উপনি° ব্রহ্মানন্দবল্লী, অনু° ৬ ॥

সেই পরমাত্মাই স্বেচ্ছায় বহুরূপ হইয়াছেন।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥

ইহাও উপনিষদের বচন,—নিশ্চয়ই এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম। ইহাতে নানা প্রকারের কোন পদার্থ নাই, কিন্তু সমস্তই ব্রহ্মরূপ।

(উত্তর)—এই সকল বচনের অনর্থ করিতেছ কেন? উপনিষদে লিখিত আছে :—

(এবমেব খলু) সোম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছদ্ভিস্ সোম্য শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ, তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ ॥

ছান্দোগ্য উপনি°। প্র° ৬। খং ৮। মং ৪ ॥

হে শ্বেতকেতো! অন্নরূপ পৃথিবী কার্য্য হইতে জলরূপ মূলকারণকে জানিবে। কার্য্যরূপ জল হইতে তেজোরূপ মূল এবং তেজোরূপ কার্য্য হইতে সৎরূপ কারণ নিত্য প্রকৃতিকে জানিবে। এই সত্যস্বরূপ প্রকৃতিই সমস্ত জগতের মূল গৃহ ও স্থিতির স্থান। এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্ব অসৎসদৃশ এবং জীবাত্মা,

ব্রহ্ম ও প্রকৃতিতে লীন হইয়া বিদ্যমান ছিল, অভাব ছিল না। আর, (সর্ব্বং খলু) এই বচনটি "কহীঁ কা ইঁট কহীঁ কা রোড়া, ভানুমতী নে কুণবা জোড়া"র ন্যায়ই লীলা খেলা। কারণ :—

সর্ব্বং খল্বিদম্ ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত ॥

ছান্দোগ্য০ (প্রঃ ৩ ॥ খঃ ১৪। মঃ ১) ॥ এবং

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ (কঠোপনি০। অ০ ২।বল্লী০ ৪।ম০ ১১) ॥

যেমন শরীরের অঙ্গ যতকাল শরীরে থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত উহা কার্য্যকরী থাকে, কিন্তু পৃথক হইলে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, সেইরূপ প্রকরণস্থ বাক্য সার্থক। কিন্তু প্রকরণ হইতে পৃথক, অথবা বাক্যান্তরের সহিত সংযুক্ত হইলে, অনর্থক হইয়া পড়ে। উক্ত বচনের অর্থ শোন ! হে জীব ! তুমি ব্রহ্মের উপাসনা কর। সেই ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং জীবনধারণ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম সৃজন এবং ধারণ করেন বলিয়া এই সমস্ত জগৎ বিদ্যমান অথবা তাঁহার সহচারী রহিয়াছে। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাহারও উপাসনা করিও না। এই চেতন মাত্র, অখণ্ড ও একরস ব্রহ্ম নানা বস্তুর সংমিশ্রণ নহে। কিন্তু যাবতীয় বস্তু পৃথক পৃথক স্বরূপে পরমেশ্বর রূপ আধারে অবস্থিত আছে।

(প্রশ্ন)—জগতের কারণ কতগুলি ?

(উত্তর)—তিনটি। প্রথম নিমিত্ত, দ্বিতীয় উপাদান এবং তৃতীয় সাধারণ। যদ্দ্বারা নির্ম্মিত হইলে কোন কিছু নির্ম্মিত হয়, যদ্ব্যতীত নির্ম্মিত হয় না তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলে। উহা স্বয়ং নির্ম্মিত হয় না, কিন্তু অপরকে প্রকারান্তর করিয়া নির্ম্মাণ করে। দ্বিতীয় উপাদান কারণ। যদ্ব্যতীত কোন কিছু নির্ম্মিত হয় না এবং যাহা অবস্থান্তররূপ হইয়া নির্ম্মিত অথবা বিকৃত হয়, তাহাই উপাদান কারণ। তৃতীয় সাধারণ কারণ। যাহা নির্ম্মাণ কার্য্যের সাধন এবং সাধারণ নিমিত্ত তাহাকে সাধারণ কারণ বলে। নিমিত্ত কারণ দ্বিবিধ। প্রথম ও মুখ্য নিমিত্ত কারণ পরমাত্মা। তিনি কারণ হইতে সারা সৃষ্টির সৃজন, ধারণ, প্রলয় এবং সকল ব্যবস্থার রক্ষা করেন। পরমেশ্বরের সৃষ্টির মধ্য হইতে পদার্থ সমূহ লইয়া বহুবিধ কার্য্যান্তর নির্ম্মাণকারী সাধারণ নিমিত্ত কারণ জীব দ্বিতীয় নিমিত্ত কারণ।

উপাদান কারণ প্রকৃতি—পরমাণু। উহাকে সমস্ত জগৎনির্ম্মাণের সামগ্রী (উপাদান) বলে। উহা জড় পদার্থ বলিয়া স্বয়ং নির্ম্মিত অথবা বিকৃত হইতে

পারে না। কিন্তু অপর কাহারও দ্বারা নির্ম্মিত অথবা বিকৃত হইয়া থাকে। কখনও কখনও জড় নিমিত্ত দ্বারা জড়ের উৎপত্তি ও বিকৃতি হয়। উদাহরণ স্বরূপ পরমেশ্বরের সৃষ্ট বীজ ভূমিতে পতিত হইয়া জলপ্রাপ্ত হইলে বৃক্ষাকার এবং অগ্নি প্রভৃতি জড় পদার্থের সংযোগ বশতঃ বিকৃতও হইয়া থাকে। কিন্তু নিয়মানুসারে এই সকল পদার্থের নির্ম্মিত অথবা বিকৃত হওয়া পরমেশ্বর ও জীবের অধীন।

যখন কোন বস্তু নির্ম্মিত হয়, তখন যে যে সাধন অর্থাৎ জ্ঞান, দর্শন, বল, হস্ত ও নানাবিধ উপকরণ এবং দিক, কাল ও আকাশ তাহা সাধারণ কারণ হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, ঘটনির্ম্মাণকর্ত্তা কুম্ভকার নিমিত্ত, মৃত্তিকা উপাদান; দণ্ড, চক্র প্রভৃতি সামান্য নিমিত্ত এবং দিক, কাল, আকাশ, আলোক, চক্ষু, হস্ত, জ্ঞান ও ক্রিয়া প্রভৃতি নিমিত্ত সাধারণ এবং নিমিত্ত কারণও হইয়া থাকে। এই তিন কারণ ব্যতীত কোন বস্তু নির্ম্মিত অথবা বিকৃত হইতে পারে না। (প্রশ্ন)—নবীন বেদান্তিগণ কেবল পরমেশ্বরকেই জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণ বলিয়া মানেন।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ ॥

(মুণ্ডকো০ মু০ ১। খং ১। মং ৭)॥

ইহা উপনিষদের বচন। মাকড়সা যেমন বাহির হইতে কোন পদার্থ না লইয়া দেহ নির্গত তন্তুদ্বারা জাল রচনা করিয়া স্বয়ং তন্মধ্যে খেলা করে, ব্রহ্মও সেইরূপ নিজ হইতে জগৎরচনা করিয়া স্বয়ং জগদাকার হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। সেই ব্রহ্ম ইচ্ছা ও কামনা করিলেন, "আমি বহুরূপ অর্থাৎ জগদাকার হইব"। সংকল্পমাত্রই সমস্ত জগৎরূপ নির্ম্মিত হইল। কারণ :—

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা ॥

(গৌড়পাদীয় কা০ শ্লোক ৩১)॥

ইহা মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকা। যাহা আদিতে ও অন্তে থাকে না, তাহা বর্ত্তমানেও নাই। কিন্তু সৃষ্টির আদিতে জগৎ ছিল না, ব্রহ্ম ছিলেন। প্রলয়ান্তে জগৎ থাকিবে না কেবল ব্রহ্মই থাকিবেন। তাহা হইলে বর্ত্তমানে সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম নহে কেন? (উত্তর) যদি আপনার কথনানুসারে ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হন, তবে তিনি পরিণামী ও অবস্থান্তরযুক্ত বিকারী হইয়া পড়িবেন। কেননা উপাদান কারণের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব কার্য্যে ঘটিয়া থাকে।

কারণগুণপূর্ব্বকঃ কার্য্যগুণো দৃষ্টঃ ॥

বৈশেষিক। সূ০ ২। (আ০ ১। সূ০ ২৪)॥

যদি উপাদান কারণের সদৃশ কার্য্যের গুণ হয়, তবে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ কার্য্যরূপ জগৎ হওয়াতে অসৎ, জড় এবং আনন্দরহিত হইয়া পড়েন। ব্রহ্ম অজ কিন্তু জগৎ উৎপত্তিশীল। ব্রহ্ম অদৃশ্য কিন্তু জগৎ দৃশ্য। ব্রহ্ম অখণ্ড কিন্তু জগৎ খণ্ডরূপ। যদি ব্রহ্ম হইতে পৃথিবী প্রভৃতি কার্য্য উৎপন্ন হয়, তবে পৃথিবী প্রভৃতি কার্য্যের জড়ত্বাদি গুণ ব্রহ্মেও থাকিবে। অর্থাৎ পৃথিবী আদি জড় পদার্থের ন্যায় ব্রহ্মও জড় পদার্থ হইয়া পড়িবেন। যেমন পরমেশ্বর চেতন সেইরূপ পৃথিবী আদি কার্য্যেরও চেতন হওয়া আবশ্যক।

আপনি মাকড়সার যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা আপনার মতের সাধক নহে বরং বাধক। কারণ মাকড়সার জড়দেহ তাহার তন্তুর উপাদান কারণ এবং জীবাত্মা নিমিত্ত কারণ। ইহাও পরমাত্মার অদ্ভুত রচনাকৌশল। কারণ অন্য কোন জীব শরীর হইতে তন্তু নির্গত করিতে পারে না। সেইরূপ সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম নিজের মধ্যে ব্যাপ্য প্রকৃতি ও পরমাণুরূপ কারণ হইতে স্থূল জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া এবং উহাকে দৃশ্যতঃ স্থূলরূপ করিয়া স্বয়ং তন্মধ্যে ব্যাপক সাক্ষীভূত এবং আনন্দময় হইয়া রহিয়াছেন।

পুনশ্চ যে পরমাত্মা ঈক্ষণ অর্থাৎ দর্শন, বিচার এবং কামনা করিলেন, "আমি সমস্ত জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া প্রকাশিত হইব", অর্থাৎ যখন জগৎ উৎপন্ন হয় তখনই জীবগণের বিচার, জ্ঞান, ধ্যান, উপদেশ এবং শ্রবণের মধ্যে পরমেশ্বর প্রকাশিত এবং বিবিধ স্থূল পদার্থের সঙ্গে বিদ্যমান থাকেন। যখন প্রলয় হয়, তখন পরমেশ্বর এবং মুক্ত জীব ব্যতীত অপর কেহ তাহা জানিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত যে কারিকা তাহা ভ্রমমূলক। কেননা সৃষ্টির আদিতে অর্থাৎ প্রলয়কালে জগৎ স্থূলরূপে প্রকাশিত ছিল না, এবং সৃষ্টির অন্ত অর্থাৎ প্রলয়ের আরম্ভ হইতে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত জগতের কারণ সূক্ষ্মরূপে অপ্রকাশিত থাকে। কারণ :—

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে ॥ (ঋ০ ম০ ১০। সূ০ ১২৯। মং ৩)॥

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।

অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥ (মনু০ ১৷৫)॥

এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয় অবস্থায় অন্ধকারে আবৃত ও আচ্ছাদিত ছিল। প্রলয়ারম্ভের পরেও সেইরূপই থাকে। সেই সময়ে উহা কাহারও

জানিবার, তর্ক করিবার অথবা সুস্পষ্ট চিহ্ন দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহের উপলব্ধিযোগ্য ছিল না, হইবে না। কিন্তু বর্ত্তমানে উহা জানা যায়, স্পষ্ট চিহ্নসমূহের দ্বারা জানিবার যোগ্য এবং যথাযথরূপে উপলব্ধ হয়। পুনশ্চ উক্ত কারিকাকার বর্ত্তমানেও জগতের অভাব লিখিয়াছেন। ইহা সর্ব্বথা প্রমাণ বিরুদ্ধ। কারণ প্রমাতা প্রমাণদ্বারা যাহা জ্ঞাত এবং প্রাপ্ত হয়, তাহা কখনও অন্যথা হইতে পারে না।

(প্রশ্ন)—পরমেশ্বরের জগৎ নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন কি? (উত্তর)—নির্ম্মাণ না করিবার প্রয়োজন কি? (প্রশ্ন)—নির্ম্মাণ না করিলে তিনিও আনন্দে থাকিতেন এবং জীবগণও সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত হইত না। (উত্তর)—ইহা অলস ও অপদার্থের কথা, পুরুষকারসম্পন্ন ব্যক্তির নহে। আর প্রলয়াবস্থায় জীবের সুখ-দুঃখ কি? সৃষ্টির সুখ-দুঃখ তুলনা করিলে সুখ বহু গুণে অধিক হইবে এবং বহু পবিত্রাত্মা জীবও মুক্তিসাধন করিয়া মোক্ষানন্দ ভোগ করেন। জীব প্রলয়াবস্থায় সুষুপ্তের ন্যায় কর্ম্মরহিত হইয়া পড়িয়া থাকে। ঈশ্বর প্রলয়ের পূর্ব্ব সৃষ্টির পাপপুণ্যের ফল জীবগণকে কিরূপে দিতে পারিতেন? জীবগণই বা কিরূপে কর্ম্মফল ভোগ করিতে পারিত? যদি কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, "চক্ষুর প্রয়োজন কি"? তুমি বলিবে, "দর্শন"। তাহা হইলে জগৎ সৃষ্টি ব্যতীত ঈশ্বরের সৃষ্টিবিজ্ঞান, বল এবং ক্রিয়ার প্রয়োজন কি? তুমি উত্তরে অন্য কিছুই বলিতে পারিবে না। আর জগৎসৃষ্টি দ্বারাই পরমাত্মার ন্যায়শীলতা, ধারণ এবং দয়া প্রভৃতি গুণ সার্থক হইতে পারে। তাঁহার অনন্ত সামর্থ্য জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় ব্যবস্থা দ্বারাই সার্থক হইয়া থাকে। যেমন নেত্রের স্বাভাবিক গুণ দর্শন, সেইরূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়া সমস্ত জীবকে অসংখ্য পদার্থ প্রদান পূর্ব্বক পরোপকার করা ঈশ্বরের স্বাভাবিক গুণ।

(প্রশ্ন)—প্রথমে বীজ না বৃক্ষ? (উত্তর)—বীজ। কারণ বীজ হেতু, নিদান, নিমিত্ত এবং কারণ ইত্যাদি শব্দ একার্থবাচক। যেহেতু কারণের নাম বীজ, এইজন্য উহা কার্য্যের পূর্ব্বেই থাকে।

(প্রশ্ন)—যদি পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ হন, তবে তিনি কারণ এবং জীবকেও উৎপন্ন করিতে পারেন। যদি করিতে না পারেন, তবে তিনি সর্ব্বশক্তিমানও হইতে পারেন না। (উত্তর)—সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের অর্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। যিনি অসম্ভব কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহাকেই কি সর্ব্বশক্তিমান্ বলে? যদি ঈশ্বর অসম্ভব কার্য্য অর্থাৎ কারণ ব্যতীত কার্য্য উৎপন্ন করিতে

পারেন, তাহা হইলে তিনি কারণ ব্যতীত দ্বিতীয় ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে, স্বয়ং মৃত্যুগ্রস্ত হইতে এবং জড়, দুঃখী, অন্যায়কারী, অপবিত্র ও দুষ্কর্ম্মকারী ইত্যাদিও হইতে পারেন কি না? ঈশ্বর স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অর্থাৎ যেমন অগ্নি উষ্ণ, জল শীতল এবং পৃথিবী আদি সমস্ত জড়—এই সবকে বিপরীত গুণবিশিষ্ট করিতে পারেন না। ঈশ্বরের নিয়ম সত্য ও পূর্ণ বলিয়া তিনি তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের অর্থ এই পর্য্যন্তই যে, পরমাত্মা কাহারও সাহায্য ব্যতীত নিজের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন।

(প্রশ্ন)—ঈশ্বর সাকার অথবা নিরাকার? নিরাকার হইলে তিনি হস্তাদি সাধন ব্যতীত জগন্নির্ম্মাণ করিতে পারেন না। কিন্তু সাকার হইলে কোন দোষ ঘটে না। (উত্তর)—ঈশ্বর নিরাকার। যাহা সাকার অর্থাৎ শরীরবিশিষ্ট তাহা ঈশ্বর নয়। কারণ তাহা হইলে তিনি পরিমিত শক্তিসম্পন্ন, দেশ-কাল-বস্তুসমূহে পরিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ছেদন-ভেদন, শীতোষ্ণ ও জ্বরপীড়াদিযুক্ত হইতেন। তাঁহাতে জীবের গুণ ব্যতীত ঈশ্বরের গুণ থাকিতে পারিত না। যেমন তুমি ও আমি সাকার অর্থাৎ শরীরধারী বলিয়া অণু-পরমাণু-ত্রসরেণু এবং প্রকৃতিকে স্ববশে আনিতে পারি না, সেইরূপ স্থূলদেহধারী পরমেশ্বরও সূক্ষ্ম পদার্থ সমূহ হইতে স্থূল জগৎ নির্ম্মাণ করিতে পারেন না। পরমেশ্বরের ভৌতিক ইন্দ্রিয় গোলক ও হস্ত-পদাদি অবয়ব নাই কিন্তু তিনি তাঁহার অনন্ত শক্তি, বল এবং পরাক্রম দ্বারা যে সকল কার্য্য করেন, তাহা জীব ও প্রকৃতি দ্বারা কখনও হইতে পারে না। তিনি প্রকৃতি অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপক বলিয়া প্রকৃতিকে জগদাকার দান করেন। (প্রশ্ন)—মনুষ্যাদির মাতা-পিতা সাকার বলিয়া যেরূপ তাহাদের সন্তানেরাও সাকার হইয়া থাকে ও মাতা-পিতা নিরাকার হইলে সন্তানেরাও নিরাকার হইত, সেইরূপ পরমেশ্বর নিরাকার হইলে তাঁহার সৃষ্ট জগৎও নিরাকার হইত। (উত্তর)—আপনার এই প্রশ্ন বালকোচিত। কারণ, আমি এইমাত্র বলিয়াছি যে, পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহেন কিন্তু নিমিত্ত কারণ। প্রকৃতি ও পরমাণু যাহা স্থূল তাহা জগতের উপাদান কারণ। ঐ সকল সর্ব্বথা নিরাকার নহে কিন্তু পরমেশ্বরের তুলনায় স্থূল এবং অন্য কার্য্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম। (প্রশ্ন)—পরমেশ্বর কি কারণ ব্যতীত কার্য্য করিতে পারেন না? (উত্তর)—না। কারণ যাহার অভাব আছে, অর্থাৎ যাহা বর্ত্তমান নহে, তাহার ভাব অর্থাৎ বর্ত্তমান হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব। যেমন যদি কেহ গল্পচ্ছলে বলে, "আমি বন্ধ্যার পুত্র-কন্যার বিবাহ

দেখিয়াছি, তাহারা নরশৃঙ্গের ধনু এবং আকাশ-কুসুমের মালা ধারণ করিয়াছিল, এবং মৃগতৃষ্ণিকার জলে স্নান ও গন্ধর্ব্বনগরে বাস করিত, সেই স্থানে বিনা মেঘে বৃষ্টি এবং মৃত্তিকা ব্যতীত সব অন্নাদি উৎপন্ন হইত"। এ সকল যেমন অসম্ভব, সেইরূপ কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তিও অসম্ভব। আবার যেমন, যদি কেহ বলে, "মম মাতাপিতরৌ ন স্তোঽহমেবমেবজাতঃ। মম মুখে জিহ্বা নাস্তি বদামি চ", অর্থাৎ "আমার মাতাপিতা ছিল না, এমনই এমনই হইয়াছি, আমার মুখে জিহ্বা নাই, কিন্তু কথা বলিতেছি; গর্ত্তে সর্পাদি ছিল না, কিন্তু এখন নির্গত হইয়াছে; আমি কোনও স্থানে ছিলাম না, ইহারাও কোন স্থানে ছিল না, কিন্তু আমরা সকলে আসিয়াছি"। এইরূপ অসম্ভব কথা, প্রমত্ত গীত অর্থাৎ পাগলের প্রলাপ মাত্র।

(প্রশ্ন)—যদি কারণ ব্যতীত কার্য্য না হয়, তবে কারণের কারণ কি? (উত্তর)—যাহা কেবল কারণরূপই, তাহা কাহারও কার্য্য হয় না। যাহা কাহারও কারণ এবং কাহারও কার্য্য হয়, তাহা স্বতন্ত্র পদার্থ। যেমন পৃথিবী গৃহাদির কারণ এবং জলাদির কার্য্য। কিন্তু আদি কারণ প্রকৃতি অনাদি।

মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্। সাংখ্য সূ° (অ° ১। সূ° ৬৭)॥

মূলের মূল অর্থাৎ কারণের কারণ হয় না। অতএব যাহা সকল কার্য্যের কারণ, তাহার কারণ নাই। কেননা, কোন কার্য্যের আরম্ভের পূর্ব্বে তিনটি কারণ অবশ্যই থাকে। যেমন বস্ত্রনির্ম্মাণের পূর্ব্বে তন্তুবায়, তুলার সূত্র ও নালিকা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে বলিয়া বস্ত্রনির্ম্মিত হয়, সেইরূপ জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে পরমেশ্বর, প্রকৃতি, কাল এবং আকাশ ছিল বলিয়া এবং জীব অনাদি বলিয়া এই জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সকলের মধ্যে কোন একটি না থাকিলে জগৎও হইত না।

অত্র নাস্তিকা আহুঃ—শূন্যং তত্ত্বং ভাবো বিনশ্যতি
বস্তুধর্ম্মত্বাদ্বিনাশস্য ॥ ১ ॥ সাংখ্য সূ° (অ° ১। সূ° ৪৪)॥
অভাবাৎ ভাবোৎপত্তি র্নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ ॥ ২ ॥
ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ ॥ ৩ ॥
অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ কণ্টকতৈক্ষ্ণ্যাদিদর্শনাৎ ॥ ৪ ॥
সর্ব্বমনিত্যমুৎপত্তিবিনাশধর্ম্মকত্বাৎ ॥ ৫ ॥
সর্ব্বং নিত্যং পঞ্চভূতনিত্যত্বাৎ ॥ ৬ ॥

সর্ব্বং পৃথগ্ ভাবলক্ষণপৃথক্ত্বাৎ ॥ ৭ ॥

সর্ব্বমভাবো ভাবেম্বিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ ॥ ৮ ॥

ন্যায় সূ০ । অ০ ৪ । আ০ ১ ।

এ স্থলে নাস্তিকেরা বলে যে, শূন্যই একমাত্র পদার্থ। সৃষ্টির পূর্ব্বে শূন্য ছিল এবং অন্তেও শূন্য থাকিবে। কারণ, যাহা ভাব অর্থাৎ বর্ত্তমান পদার্থ, তাহার অভাব হইয়া শূন্যে পরিণত হইবে।

(উত্তর)—আকাশ, অদৃশ্য অবকাশ এবং বিন্দুকেও শূন্য বলে। শূন্য জড় পদার্থ। এই শূন্যের মধ্যে সমস্ত পদার্থ অদৃশ্য থাকে। যেমন একটি বিন্দু হইতে রেখা, রেখাসমূহ হইতে বর্ত্তুলাকার হইয়া থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরের রচনানুসারে ভূমি এবং পর্ব্বতাদি সৃষ্ট হইয়া থাকে। পুনশ্চ শূন্যের জ্ঞাতা শূন্য নহে ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলে যে, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যেমন অঙ্কুর বীজকে না ফাটাইয়া উৎপন্ন হয় না। বীজ ভাঙ্গিয়া দেখিলে তন্মধ্যে অঙ্কুরের অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেহেতু পূর্ব্বে অঙ্কুর দৃষ্ট হয় নাই, অতএব উহা অভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। (উত্তর)—যাহা বীজকে ফাটায় তাহা প্রথম হইতেই বীজের মধ্যে ছিল। না থাকিলে কখনও উৎপন্ন হইত না ॥ ২ ॥

তৃতীয় শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলে যে, পুরুষ কর্ম্ম করিলে কর্ম্মফল প্রাপ্তি হয় না। অনেক কর্ম্ম নিষ্ফল হইতে দেখা যায়। অতএব অনুমান করা যায় যে, কর্ম্মফলপ্রাপ্তি ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বর যে কর্ম্মফল দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তিনি দিয়া থাকেন, যে কর্ম্মফল দিতে ইচ্ছা করেন না, তাহা তিনি দেন না। সুতরাং কর্ম্মফল ঈশ্বরাধীন। (উত্তর)—কর্ম্মফল ঈশ্বরাধীন হইলে কর্ম্মব্যতীত ঈশ্বর ফল দেন না কেন? সুতরাং ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে কর্ম্মানুযায়ী ফল দান করেন। ঈশ্বর স্বতন্ত্র উদাসীন পুরুষকে কর্ম্মফল দিতে পারেন না, কিন্তু জীব যেমন কর্ম্ম করে ঈশ্বর তদ্রূপই ফল দান করেন ॥ ৩ ॥

চতুর্থ শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলে যে, নিমিত্ত ব্যতীত পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষের কণ্টক তীক্ষ্ণাগ্র দেখা যায়। এতদ্দারা জানা যায় যে, সৃষ্টির আরম্ভ সময়ে শরীরাদি পদার্থ নিমিত্ত ব্যতীত উৎপন্ন হইয়া থাকে। (উত্তর)—যাহা হইতে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই তাহার নিমিত্ত। কণ্টক বৃক্ষ ব্যতীত কণ্টক উৎপন্ন হয়না কেন? ॥৪॥

পঞ্চম শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলে যে, যেহেতু সকল পদার্থই উৎপত্তি ও বিনাশশীল, সুতরাং সব অনিত্য।

শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

ইহা কোন গ্রন্থের শ্লোক। নবীন বেদান্তিগণ পঞ্চম নাস্তিক শ্রেণীর অন্তর্গত। কারণ তাহাদের মতে কোটি কোটি গ্রন্থের এই সিদ্ধান্ত যে, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে"। (উত্তর)—সকলের নিত্যতা নিত্য হইলে সকল অনিত্য হইতে পারে না। (প্রশ্ন)—সকলের নিত্যতাও অনিত্য, যেমন অগ্নি কাষ্ঠকে নষ্ট করিয়া স্বয়ং নষ্ট হইয়া যায়। (উত্তর)—যাহা যথার্থরূপে উপলব্ধ হয়, তাহার বর্তমান অনিত্যত্ব ও পরমসূক্ষ্ম কারণকে কখনও অনিত্য বলা যাইতে পারে না। যদি বেদান্তিগণ ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, তবে ব্রহ্ম সত্য বলিয়া তাঁহার কার্য্য কখনও অসত্য হইতে পারে না। যদি বল যে, রজ্জুও সর্পাদি স্বপ্নবৎ কল্পিত, তথাপি তাহা হইতে পারে না কারণ, কল্পনা গুণ। গুণ হইতে দ্রব্য এবং দ্রব্য হইতে গুণ পৃথক থাকিতে পারে না। কল্পনাকারী নিত্য হইলে তাহার কল্পনাও নিত্য হওয়া আবশ্যক। নতুবা তাহাকেও অনিত্য বলিয়া স্বীকার কর। দর্শন ও শ্রবণ ব্যতীত স্বপ্ন কখনও হয় না। জাগ্রত অবস্থায় অর্থাৎ বর্তমানে যে সত্য পদার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতে প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান হয়, সংস্কার অর্থাৎ তাহার বাসনারূপ জ্ঞান আত্মাতে স্থিত থাকে। তাহাই স্বপ্নে প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন সুষুপ্তি অবস্থায় বাহ্য পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানাভাব সত্ত্বেও বাহ্য পদার্থ সমূহ বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ প্রলয়েও কারণদ্রব্য বিদ্যমান থাকে। সংস্কার ব্যতীত স্বপ্ন হইলে জন্মান্ধেরও রূপের স্বপ্ন হওয়া উচিত। সুতরাং স্বপ্নাবস্থায় পদার্থ সমূহের জ্ঞানমাত্র থাকে, বাহিরে সকল পদার্থ বিদ্যমান থাকে। (প্রশ্ন)—যেমন জাগ্রত অবস্থার দৃশ্যমান পদার্থ সমূহ সুষুপ্তিতে অনিত্য, সেইরূপ জাগ্রত অবস্থার দৃশ্যমান্ পদার্থ সমূহকেও স্বপ্নাবস্থার দৃশ্যমান্ পদার্থ সমূহের ন্যায় মনে করা উচিত। (উত্তর)—এইরূপ কখনও মনে করা যায় না। কারণ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিতে বাহ্য পদার্থ সমূহের জ্ঞানাভাব মাত্র হয়, অভাব হয় না। যেমন কাহারও পশ্চাদ্ভাগে অনেক পদার্থ অদৃষ্ট থাকিলে ঐ সকলের অভাব হয়না, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থা সম্বন্ধেও সেইরূপ। অতএব যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম, জীব এবং জগতের কারণ অনাদি ও নিত্য তাহাই সত্য॥ ৫॥

ষষ্ঠ শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলে যে, যেহেতু পঞ্চভূত নিত্য, অতএব সমস্ত জগৎ নিত্য। (উত্তর)—ইহা সত্য নহে। কারণ যে পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ দৃষ্ট হয় তাহা নিত্য নহে। সমস্ত স্থূল জগৎ, শরীর এবং ঘটপটাদি পদার্থকে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতে দেখা যায়। সুতরাং কার্য্যকে নিত্য বলিয়া মানা যায় না॥ ৬॥

সপ্তম শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলে যে, সকল পদার্থ পৃথক পৃথক, এক নহে। আমরা যে সকল পদার্থ দেখি, তন্মধ্যে কোন দ্বিতীয় একই পদার্থ দৃষ্ট হয় না। (উত্তর)—অবয়ব সমূহের মধ্যে অবয়বী, বর্ত্তমান কাল, আকাশ, পরমাত্মা এবং জাতি—এই সকল পৃথক পৃথক পদার্থসমূহের মধ্যে একই। এই সকল হইতে পৃথক কোন পদার্থ থাকিতে পারে না। সুতরাং সমস্ত পদার্থ পৃথক নহে, কিন্তু স্বরূপতঃ পৃথক পৃথক এবং পৃথক পৃথক পদার্থ সমূহের মধ্যে এক পদার্থও আছে ॥৭॥

অষ্টম শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলে যে, যেহেতু সকল পদার্থের মধ্যে ইতরেতর অভাবের সিদ্ধি হয়, সুতরাং সমস্ত অভাবরূপ। যেমন "অনশ্বো গৌঃ, অগৌরশ্বঃ"। গো অশ্ব নহে, অশ্ব গো নহে। সুতরাং সমস্ত অভাবরূপ মানা উচিত। (উত্তর)—সকল পদার্থেই ইতরেতরাভাবের যোগ আছে। কিন্তু "গবি গৌরশ্বেঽশ্বো ভাবরূপো বর্ত্ততে এব", গোতে গো এবং অশ্বে অশ্বের ভাবই আছে, অভাব কখনও হইতে পারে না। পদার্থে ভাব না থাকিলে ইতরেতরাভাব কাহার মধ্যে বলা যাইবে? ৮॥

নবম শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলে যে স্বভাব হইতে জগতের উৎপত্তি হয়। যেমন জল ও অন্ন একত্রে পচিলে কীট উৎপন্ন হয়। বীজ, পৃথিবী ও জলের সংমিশ্রণে ঘাস, বৃক্ষ এবং প্রস্তরাদি উৎপন্ন হয় এবং যেমন সমুদ্র ও বায়ুর সংযোগ বশতঃ তরঙ্গ, তরঙ্গ হইতে সমুদ্রফেন এবং হরিদ্রা, চূণ ও লেবুর রসের সংমিশ্রণে তিলক মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়, সেইরূপ সমস্ত জগৎ, তত্ত্বসমূহের স্বাভাবিক গুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা কেহই নাই। (উত্তর)—জগতের উৎপত্তি স্বভাব হইতে হইলে ইহার কখনও বিনাশ হইবে না। আবার বিনাশও স্বভাব হইতে হয় বলিয়া স্বীকার করিলে উৎপত্তি হইবে না। উভয় স্বভাব দ্রব্যে যুগপৎ স্বীকার করিলে কখনও উৎপত্তি ও বিনাশের ব্যবস্থা হইতে পারে না। নিমিত্ত বশতঃ উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলে নিমিত্তকে উৎপন্ন ও বিনাশশীল দ্রব্য হইতে পৃথক মনে করিতে হইবে।

স্বভাব হইতে উৎপত্তি ও বিনাশ হইলে যথাসময়ে উৎপত্তি ও বিনাশ হওয়া সম্ভব নহে। যদি স্বভাব হইতেই উৎপত্তি হয়, তবে এই পৃথিবীর নিকটে অন্য পৃথিবী এবং চন্দ্র সূর্য্য আদি উৎপন্ন হয় না কেন? যে যে পদার্থের যোগে যাহা যাহা উৎপন্ন হয় তাহা তাহা ঈশ্বরকৃত পদার্থ ছাড়া অন্য কিছু নহে; যেমন—বীজ, অন্ন ও জলাদি যোগে ঘাস, বৃক্ষ এবং কীটাদি উৎপন্ন হয়, তদ্ব্যতীত হয় না। হরিদ্রা, চূণ ও লেবুর রস, দূর দূর দেশ হইতে আসিয়া স্বয়ং মিলিত হয় না। কিন্তু কেহ মিলিত করিলেই মিলিত হয়। আবার যথোচিত পরিমাণে মিলিত করিলেই তিলক মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়, ন্যূনাধিক পরিমাণে অথবা অন্য প্রকার হইলে তিলক মৃত্তিকা হয় না। সেইরূপ প্রকৃতি ও পরমাণু জ্ঞান ও যুক্তিপূর্ব্বক পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সংমিশ্রিত না হইলে জড় পদার্থের কোন কার্য্যসিদ্ধির উপযোগী পদার্থ বিশেষরূপে নির্ম্মিত হওয়া অসম্ভব। স্বভাব হইতে সৃষ্টি হয় না কিন্তু পরমেশ্বরের রচনাক্রমে সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(প্রশ্ন)—এই জগতের কর্ত্তা ছিল না, নাই এবং হইবে না। কিন্তু অনাদিকাল হইতে ইহা যেরূপ নির্ম্মিত ছিল সেইরূপই আছে। ইহার কখনও উৎপত্তি হয় নাই এবং কখনও বিনাশও হইবে না। (উত্তর)—কর্ত্তা ব্যতীত কোন ক্রিয়া অথবা ক্রিয়াজন্য কোন পদার্থ নির্ম্মিত হইতে পারে না। পৃথিব্যাদি পদার্থের মধ্যে সংযোগ বিশেষ হইতে রচনা দৃষ্ট হয়। ইহা কখনও অনাদি হইতে পারে না। যাহা সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা সংযোগের পূর্ব্বে এবং বিনাশের অন্তে থাকে না। যদি তুমি ইহা স্বীকার না কর, তবে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন প্রস্তর, হীরক এবং ইস্পাত প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া, অথবা গলাইয়া কিংবা ভস্ম করিয়া দেখ যে, এ সবলের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ পরমাণুসমূহ মিলিত রহিয়াছে কি না। যদি মিলিত হইয়া থাকে, তবে কালক্রমে অবশ্য পৃথক্ পৃথক্‌ও হইয়া যাইবে॥ ১০॥

(প্রশ্ন)—অনাদি ঈশ্বর কেহই নাই। কিন্তু যিনি যোগাভ্যাস দ্বারা অণিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণযুক্ত পূর্ণজ্ঞানী হন, সেই জীবকেই পরমেশ্বর বলে। (প্রশ্ন)—যদি অনাদি ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা না হন, তবে সাধনা দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত জীবগণের আধার জীবনজগৎ, শরীর এবং ইন্দ্রিয়গোলক কিরূপে নির্ম্মিত হইতে পারে? এই সকল ব্যতীত জীব সাধনা করিতে পারে না। সাধনাব্যতীত সিদ্ধি কিরূপে হইবে? জীব

যতই সাধনা করিয়া সিদ্ধ হউক না কেন, কখনও সনাতন, অনাদি এবং অনন্ত-সিদ্ধিসম্পন্ন পরমেশ্বরের সদৃশ হইতে পারে না। কারণ জীবের চরম সীমা পর্য্যন্ত জ্ঞানবৃদ্ধি হইলেও তাহার জ্ঞান ও সামর্থ্য পরিমিত। তাহার জ্ঞান ও সামর্থ্য অনন্ত হইতে পারে না। দেখ! আজ পর্য্যন্ত ঈশ্বরকৃত সৃষ্টিক্রমকে পরিবর্ত্তন করিতে পারেন এমন কোন যোগী হন নাই, হইবেনও না। অনাদিসিদ্ধ পরমেশ্বর নেত্র দ্বারা দেখিবার এবং কর্ণদ্বারা শুনিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কোনও যোগী তাহা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। সুতরাং জীব কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না।

(প্রশ্ন)—কল্প কল্পান্তরে ঈশ্বর কি ভিন্ন ভিন্ন রূপ সৃষ্টি করেন অথবা একরূপ সৃষ্টি করেন? (উত্তর)—এখন যেরূপ আছে, পূর্ব্বেও সেইরূপ ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। কোনরূপ প্রভেদ করা হয় নাই।

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ

দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥

ঋ০। ম০ ১০। সূ০ ১৯০। ম০ ৩॥

(ধাতা) পরমেশ্বর যেমন পূর্ব্বকল্পে সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানেও সেইরূপ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও সেইরূপ করিবেন। অতএব পরমেশ্বরের কার্য্য ভ্রম-প্রমাদরহিত বলিয়া সর্ব্বদা একরূপই হইয়া থাকে। যিনি অল্পজ্ঞ এবং যাঁহার জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, তাঁহারই কার্য্যে ভ্রম হইয়া থাকে, ঈশ্বরের কার্য্যে নহে। (প্রশ্ন)—সৃষ্টি বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রে কি মতের ঐক্য আছে না বিরোধ আছে? (উত্তর)—ঐক্য আছে। (প্রশ্ন)—ঐক্য থাকিলে—

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ॥

(তৈত্তিরীয়োপনি০)। ব্রহ্মানন্দব০। অনু০ ১॥

ইহা তৈত্তিরীয় উপনিষদের বচন। সেই পরমেশ্বর এবং প্রকৃতি হইতে আকাশ বা অবকাশ অর্থাৎ যে কারণরূপ দ্রব্য সর্ব্বত্র যেন বিস্তৃত ছিল, উহাকে

একত্র করাতে অবকাশ উৎপন্ন হয়, বস্তুতঃ আকাশের উৎপত্তি হয় না। কেননা আকাশ ব্যতীত প্রকৃতি ও পরমাণু কোথায় থাকিতে পারে? আকাশের পরে বায়ু, বায়ুর পরে অগ্নি, অগ্নির পরে জল, জলের পরে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে বীর্য্য, বীর্য্য হইতে শরীর অর্থাৎ পুরুষ উৎপন্ন হয়। এস্থলে আকাশাদি ক্রমানুসারে এবং ছান্দোগ্যে অগ্নি আদি ক্রমানুসারে এবং ঐতরেয়ে জলাদি ক্রমানুসারে সৃষ্টি হইয়াছে। বেদে কোন স্থলে পুরুষ হইতে, কোন স্থলে হিরণ্যগর্ভ আদি হইতে, মীমাংসায় কর্ম্ম হইতে, বৈশেষিকে কাল হইতে, ন্যায়ে পরমাণু হইতে, যোগে পুরুষকার হইতে, সাংখ্যে প্রকৃতি হইতে এবং বেদান্তে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি মান্য হইয়াছে। এখন কাহাকে সত্য এবং কাহাকে মিথ্যা মনে করিব? (উত্তর)—এ বিষয়ে সকলেই সত্য, কেহই মিথ্যা নহে। যিনি বিপরীত বুঝেন তিনিই মিথ্যা। কেননা পরমেশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ এবং প্রকৃতি উপাদান কারণ। মহা-প্রলয়ের পরে সৃষ্টি আকাশাদি ক্রমে হইয়া থাকে। অর্থাৎ যখন আকাশ এবং বায়ুর প্রলয় হয় না, অগ্নি আদির হয়, তখন অগ্ন্যাদিক্রমে সৃষ্টি হইয়া থাকে। যখন বিদ্যুৎ এবং অগ্নিরও নাশ হয় না, তখন জলক্রমে সৃষ্টি হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে প্রলয়ে যে পদার্থ পর্য্যন্ত প্রলয় হয়, সেই পদার্থ হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

প্রথম সমুল্লাসে লিখিত হইয়াছে যে, পুরুষ এবং হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি পরমেশ্বরের নাম। একই কার্য্যে একই বিষয়ে বিরুদ্ধবাদ হওয়াকে বিরোধ বলে। ছয় শাস্ত্রে ঐক্য এইরূপ :—

মীমাংসার মতে কর্ম্ম চেষ্টা ব্যতীত জগতে কোন কার্য্যই হয় না। বৈশেষিক মতে সময় ব্যতীত সৃষ্টি হয় না। ন্যায়ের মতে উপাদান কারণ ব্যতীত কোন বস্তু সৃষ্ট হইতে পারে না। যোগমতে বিদ্যা, জ্ঞান এবং বিচার ব্যতীত সৃষ্টি হইতে পারে না। সাংখ্যমতে তত্ত্বসমূহের মিলন ব্যতীত সৃষ্টি হয় না। বেদান্ত-মতে সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি না করিলে কোন পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব ছয় কারণ হইতে সৃষ্টি হইয়া থাকে। উক্ত ছয় কারণের ব্যাখ্যা এক-এক শাস্ত্রে এক-এক প্রকার লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধই নাই। যেমন ছয় জন পুরুষ মিলিয়া দেওয়ালের উপর চাল স্থাপন করে, সেইরূপ ছয় শাস্ত্রকার মিলিয়া সৃষ্টিরূপ কার্য্যের ব্যাখ্যা পূর্ণ করিয়াছেন। উদাহরণ

স্বরূপ পাঁচজন অন্ধ ও একজন ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তিকে কেহ হস্তীর এক এক অঙ্গের কথা বলিল। তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল "হস্তী কিরূপ"? তাহাদের মধ্যে একজন বলিল "স্তম্ভের ন্যায়", দ্বিতীয় জন বলিল "কুলার ন্যায়", তৃতীয় ব্যক্তি বলিল মুষলের ন্যায়", চতুর্থ ব্যক্তি বলিল "ঝাঁটার ন্যায়", পঞ্চম ব্যক্তি বলিল "বেদীর ন্যায়" এবং ষষ্ঠ ব্যক্তি বলিল "কৃষ্ণবর্ণ চারিটি স্তম্ভের উপর কিঞ্চিৎ মহিষাকার"। সেইরূপ আধুনিক অনার্ষ, নবীনগ্রন্থপাঠী এবং প্রাকৃতভাষাভাষী লোকেরা ঋষি প্রণীত গ্রন্থপাঠ না করিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধি কল্পিত নবীন সংস্কৃত ও ভাষাগ্রন্থ পাঠ করেন এবং একে অন্যের নিন্দায় তৎপর হইয়া মিথ্যা বিবাদে রত থাকেন। তাঁহাদের কথা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অথবা অন্য কাহারও মানিবার যোগ্য নহে। কারণ অন্ধ অন্ধের অনুসরণ করিলে দুঃখ পাইবে না কেন? বাস্তবিক আধুনিক অল্পবিদ্যাযুক্ত স্বার্থপর এবং ইন্দ্রিয়াসক্ত লোকদিগের লীলাখেলা জগতের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

(প্রশ্ন)—যদি কারণ ব্যতীত কার্য্য না হয়, তবে কারণের কারণ নাই কেন?

(উত্তর)—ওহে সরলবুদ্ধি ভ্রাতৃগণ! নিজের বুদ্ধি কিছু কার্য্যে প্রয়োগ করিতেছ না কেন? দেখ! সংসারে দুইটি পদার্থ আছে, তন্মধ্যে একটি কারণ অপরটি কার্য্য। যাহা কারণ, তাহা কার্য্য নহে এবং যখন কার্য্য তখন তাহা কারণ নহে। যতকাল মনুষ্য সৃষ্টিকে যথার্থরূপে বুঝিতে না পারে, ততকাল পর্য্যন্ত সে সম্যক জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না।

নিত্যায়াঃ সত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থায়াঃ প্রকৃতেরুৎপন্নানাং পরমসূক্ষ্মাণাং পৃথক্ পৃথক্ বর্ত্তমানানাং তত্ত্বপরমাণূনাং প্রথমঃ সংযোগারম্ভঃ সংযোগ-বিশেষাদবস্থান্তরস্য স্থূলাকারপ্রাপ্তিঃ সৃষ্টিরুচ্যতে॥

অনাদি নিত্যস্বরূপ সত্ত্ব-রজঃ-তম গুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন যে পরমসূক্ষ্ম পৃথক পৃথক বিদ্যমান্ তত্ত্বাবয়ব সমূহের প্রথম সংযোগারম্ভ, সেই সংযোগ বিশেষ হইতে অবস্থান্তর অর্থাৎ অন্য অবস্থায় সূক্ষ্ম এবং স্থূলাকার হইতে হইতে বিচিত্ররূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। এইরূপ সংসর্গ হওয়াকে সৃষ্টি বলে।

ভাল, যে পদার্থ প্রথম সংযোগে মিলিত হয় ও মিলন ঘটায়, যাহা সংযোগের আদি এবং বিয়োগের অন্ত অর্থাৎ যাহার বিভাগ হইতে পারে না, তাহাকে কারণ বলে। যাহা সংযোগের পরে নির্ম্মিত হয়, কিন্তু বিয়োগের পর তদ্রূপ থাকেনা, তাহাকে কার্য্য বলে। যে সেই কারণের কারণ, কার্য্যের কার্য্য,

কর্ত্তার কর্ত্তা, সাধনের সাধন এবং সাধ্যের সাধ্য ইত্যাদি কথা বলে, সে চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির এবং জ্ঞান থাকিতেও মূঢ়। চক্ষুর চক্ষু, প্রদীপের প্রদীপ, সূর্য্যের সূর্য্য কি কখনও হইতে পারে? যাহা হইতে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় তাহা কারণ এবং যাহা উৎপন্ন হয় তাহা কার্য্য। যিনি কারণকে কার্য্যরূপে নির্ম্মাণ করেন তিনি কর্ত্তা।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

ভগবদ্গীতা (অ০ ২। ১৬)॥

অসতের ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা এবং সতের অভাব অর্থাৎ অবর্ত্তমানতা কখনও হয় না। তত্ত্বদর্শিগণ এই উভয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। পক্ষপাতী, দুরাগ্রহী, মলিনাত্মা এবং বিদ্যাহীন লোকেরা কিরূপে ইহা সহজে জানিতে পারে? যে বিদ্বান্ ও সৎসঙ্গপরায়ণ হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিচার করে না, সে সর্ব্বদা ভ্রমজালে জড়িত থাকে। যাঁহারা সকল বিদ্যার সিদ্ধান্ত জানেন, জানিবার জন্য পরিশ্রম করেন এবং জানিয়া অকপট ভাবে অপরকে জানান, তাঁহারা ধন্য। সুতরাং যে কারণ ব্যতীত সৃষ্টি মানে, সে কিছুই জানে না।

সৃষ্টির সময় উপস্থিত হইলে পরমাত্মা পূর্ব্বোক্ত পরমসূক্ষ্ম পদার্থ সমূহকে সম্মিলিত করেন। ঐ সকলের প্রথম অবস্থায় পরমসূক্ষ্ম প্রকৃতিরূপ কারণ অপেক্ষা যাহা কিঞ্চিৎ স্থূল হয়, তাহার নাম মহত্তত্ত্ব। যাহা মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা কিঞ্চিত স্থূল হয়, তাহার নাম অহঙ্কার। অহঙ্কার হইতে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ সূক্ষ্মভূত শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা এবং ঘ্রাণ—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, হস্ত, পাদ, উপস্থ ও মলদ্বার—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং একাদশ মন, অপেক্ষাকৃত স্থূলরূপে উৎপন্ন হয়। উক্ত পঞ্চতন্মাত্রা হইতে অনেক স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে যে পঞ্চ স্থূলভূত উৎপন্ন হয়, আমরা ঐ সকলকে প্রত্যক্ষ করি। স্থূলভূত হইতে নানাবিধ ওষধি এবং বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়। ওষধি এবং বৃক্ষাদি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে বীর্য্য এবং বীর্য্য হইতে শরীর উৎপন্ন হয়।

কিন্তু আদিতে মৈথুনী সৃষ্টি হয় না। পরমাত্মা স্ত্রীপুরুষের শরীর সৃষ্টি করিয়া তাঁহাতে জীবসংযোগ করিয়া দিলে মৈথুনী সৃষ্টি চলিতে থাকে। দেখ! শরীর-রচনার মধ্যে কিরূপ সৃষ্টিবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন। ভিতরে অস্থিযোজনা, নাড়ীবন্ধন, মাংসলেপন,

চর্ম্মাচ্ছাদন, প্লীহা, যকৃৎ, ক্ষুদ্র পাখার ন্যায় ফুসফুস স্থাপন, জীব সংযোজন, শিরোরূপ মূলরচনা, লোম-নখাদি স্থাপন, তারের ন্যায় চক্ষুর অতীব সূক্ষ্ম শিরা রচনা, ইন্দ্রিয়মার্গ প্রকাশ, জীবের জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থায় ভোগের জন্য বিশেষ বিশেষ স্থানের নির্ম্মাণ, সকল ধাতুর বিভাগ, কলা-কৌশল স্থাপন প্রভৃতি অদ্ভুত সৃষ্টি পরমেশ্বর ব্যতীত অপর কে করিতে পারে? এই সকল ব্যতীত নানাবিধ রত্ন ধাতুপূর্ণ ভূমি, বট প্রভৃতি বৃক্ষাদির বীজের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম রচনা, অসংখ্য হরিৎ, শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, চিত্রবিচিত্র ও মিশ্রিত বর্ণের পত্র, পুষ্প এবং ফল-মূল নির্ম্মাণ, মিষ্ট, ক্ষার, কটু, কষায়, তিক্ত অম্ল প্রভৃতি বিবিধ রস, সুগন্ধাদিযুক্ত পত্র, পুষ্প, ফল, অন্ন এবং কন্দ-মূল প্রভৃতি রচনা, কোটি কোটি পৃথিবী ও চন্দ্র সূর্য্যাদি লোকের সৃষ্টি, ধারণ, ভ্রমণ করান এবং নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি পরমেশ্বর ব্যতীত কেহই করিতে পারে না। যখন কেহ কোন পদার্থ দেখে তখন তাহার দ্বিবিধ জ্ঞান উৎপন্ন হয়—প্রথমতঃ পদার্থের জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ পদার্থের রচনা দেখিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার জ্ঞান। উদাহরণ স্বরূপ কোন ব্যক্তি বনে একখানি সুন্দর অলঙ্কার পাইয়া মনে করিল যে, উহা সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং কোন চতুর স্বর্ণকার উহা নির্ম্মাণ করিয়াছে। সেইরূপ নানাবিধ সৃষ্টির রচনা দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের প্রতিপাদন হইয়া থাকে।

(প্রশ্ন)—প্রথমে কি মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, অথবা পৃথিব্যাদির? (উত্তর)—পৃথিব্যাদির। কারণ পৃথিব্যাদি ব্যতীত মনুষ্যের স্থিতি ও পালন হইতে পারে না। (প্রশ্ন)—সৃষ্টির আদিতে কি একজন না বহু মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল? (উত্তর)—অনেক। কারণ যে সকল জীবের কর্ম্ম ঐশী সৃষ্টিতে উৎপন্ন হইবার উপযুক্ত ছিল, সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বর তাঁহাদিগকেই উৎপন্ন করিয়াছিলেন। যজুর্ব্বেদে ও তাহার ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, "মনুষ্যা ঋষয়শ্চ যে। ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত"। এই প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, আদিতে অনেক অর্থাৎ শত শত, সহস্র সহস্র মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। সৃষ্টি দেখিলেও জানা যায় যে, মনুষ্যজাতি বহু মাতাপিতার সন্তান। (প্রশ্ন)—আদি সৃষ্টিতে মনুষ্যাদি বাল্য, যৌবন বা বৃদ্ধাবস্থায় না তিন অবস্থাতেই উৎপন্ন হইয়াছিল? (উত্তর)—যৌবন অবস্থায়। কারণ শৈশব অবস্থায় উৎপন্ন করিলে তাহাদের প্রতিপালনের জন্য অন্য মনুষ্যাদির প্রয়োজন হইত। আবার বৃদ্ধাবস্থায় সৃষ্টি করিলে মৈথুনী সৃষ্টি হইত না। সুতরাং যৌবন অবস্থাতেই সৃষ্টি হইয়াছিল। (প্রশ্ন)—সৃষ্টির আরম্ভ আছে কি

না? (উত্তর)—নাই। যেমন দিনের পূর্ব্বে রাত্রি, রাত্রির পূর্ব্বে দিন, দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, এইরূপে চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়, প্রলয়ের পূর্ব্বে সৃষ্টি, সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি চক্রবৎ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সৃষ্টির আদি অথবা অন্ত নাই। কিন্তু যেমন দিন বা রাত্রির আরম্ভ ও অন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ সৃষ্টি এবং প্রলয়েরও আদি অন্ত হইয়া থাকে। যেমন পরমাত্মা, জীব ও জগতের কারণ—এই তিন স্বরূপতঃ অনাদি, সেইরূপ জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি প্রবাহরূপে অনাদি। যেমন নদী প্রবাহ কখনও শুষ্ক, কখনও অদৃশ্য এইরূপ দৃষ্টিগোচর হয়, বর্ষাকালে দৃশ্য ও গ্রীষ্মকালে অদৃশ্য হয়, সেইরূপ জগদ্ব্যাপার সমূহকে প্রবাহরূপ জানিতে হইবে। পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব যেমন অনাদি, তাঁহার জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ও সেইরূপ অনাদি। ঈশ্বরের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাবের যেমন আরম্ভ ও অন্ত নাই, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মেরও সেইরূপ আরম্ভ ও অন্ত নাই। (প্রশ্ন)—পরমেশ্বর কোন কোন জীবকে মনুষ্য জন্ম, কোন জীবকে সিংহাদি ক্রূর জন্ম, কোন কোন জীবকে হরিণ ও গবাদি পশু জন্ম, কোন কোন জীবকে বৃক্ষ-কৃমি-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি জন্ম দিয়াছেন। ইহাতে পরমাত্মায় পক্ষপাত ঘটিতেছে। (উত্তর)—পক্ষপাত ঘটিতেছে না। কারণ পূর্ব্ব সৃষ্টিতে কৃত ঐ সকল জীবের কর্ম্মানুসারে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কর্ম্ম ব্যতীত জন্ম ব্যবস্থা করিলেই পক্ষপাত করা হইত।

(প্রশ্ন)—মনুষ্যের আদি সৃষ্টি কোথায় হইয়াছিল? (উত্তর)—ত্রিবিষ্টপ অর্থাৎ যাহাকে তিব্বত বলে সেই দেশে। (প্রশ্ন)—আদি সৃষ্টিতে কি এক জাতি ছিল অথবা অনেক জাতি ছিল? (উত্তর)—এক মানব জাতি ছিল। পরে "বিজানীহ্যার্য্যান্ যে চ দস্যবঃ" (ঋ০ ১।৫১।৮), ইহা ঋগ্বেদের বচন। শ্রেষ্ঠদিগের আর্য্য, বিদ্বান্ এবং দেব নাম এবং দুষ্টদের দস্যু অর্থাৎ ডাকাইত ও মূর্খ নাম—এইরূপ আর্য্য ও দস্যু দুই নাম হইল। "উত শূদ্রে উতার্য্যে" অথর্ব্ববেদের বচন। আর্য্যদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারি বিভাগ হইল। দ্বিজ বিদ্বান্‌দিগের নাম আর্য্য এবং মূর্খদিগের নাম শূদ্র ও অনার্য্য অর্থাৎ "অনাড়ী" হইল। (প্রশ্ন)—তৎপর তাঁহারা এদেশে কিরূপে আসিলেন? (উত্তর)—যখন আর্য্য ও দস্যু, অর্থাৎ বিদ্বান্ দেব ও অবিদ্বান্ অসুরের মধ্যে কলহ বিবাদ বশতঃ নানা উপদ্রব হইতে লাগিল, তখন আর্য্যগণ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এই ভূখণ্ডকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জানিয়া এখানেই আসিয়া

বাস করিতে লাগিলেন। এইজন্য এদেশের নাম "আর্য্যাবর্ত্ত" হইল। (প্রশ্ন)—আর্য্যাবর্ত্তের সীমা কতদূর পর্য্যন্ত? (উত্তর)—

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্ত পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥১॥
সরস্বতীদৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশমার্য্যাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥২॥

মনু০ (২।২২।১৭)॥

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র ॥ ১ ॥ পশ্চিমে সরস্বতী অর্থাৎ অটক নদী এবং পূর্ব্বদিকে দৃষদ্বতী নদী। উহা নেপালের পূর্ব্বভাগের পর্ব্বতশ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গ ও আসামের পূর্ব্ব এবং ব্রহ্মদেশের পশ্চিম দিয়া দক্ষিণের সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। ইহার নাম ব্রহ্মপুত্র। অটক উত্তরস্থ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণের উপসাগরে মিলিত হইয়াছে। উত্তরে হিমালয়ের মধ্যরেখা, দক্ষিণে পর্ব্বত পর্য্যন্ত ও বিন্ধ্যাচল হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত—এইসব অঞ্চলের অন্তবর্ত্তী দেশগুলিকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে। কারণ দেব অর্থাৎ বিদ্বান্ এবং আর্য্যগণ এই সকল দেশে বসতি স্থাপন করিয়া বাস করিয়াছিলেন।

(প্রশ্ন)—ইহার পূর্ব্বে এদেশের কি নাম ছিল? এদেশে তখন কাহারা বাস করিত? (উত্তর)—ইহার পূর্ব্বে এদেশের কোন নাম ছিল না। আর্য্যদিগের পূর্ব্বে এদেশে কেহ বাসও করিত না। কারণ আর্য্যগণ সৃষ্টির আদিতে কিছুকাল পরে একেবারে তিব্বত হইতে এদেশে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

(প্রশ্ন)—কেহ কেহ বলেন যে, আর্য্যগণ ইরান হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের নাম আর্য্য হইয়াছে। তাঁহাদের পূর্ব্বে এদেশে বন্য লোকেরা বাস করিত। আর্য্যগণ তাহাদিগকে অসুর ও রাক্ষস এবং আপনাদিগকে দেবতা বলিতেন। তাহাদের সহিত আর্য্যদিগের যে সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা দেবাসুর সংগ্রাম নামে আখ্যায়িকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(উত্তর)—ইহা সর্ব্বথা মিথ্যা। কারণ:—

বিজানীহ্যার্য্যান্যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্ ॥

ঋ০। ম০ ১। সূ০ ৫১। মং ৮॥

উ॒ত শূদ্রে উতার্য্যে ॥ অথর্ব্ব০ (কা০ ১৯ । ব০ ৬২) ॥

ইহা লিখিত হইয়াছে যে, ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ এবং আপ্ত-পুরুষদিগের নাম আর্য্য। তদ্বিপরীত লোকদিগের নাম দস্যু অর্থাৎ ডাকাইত, দুর্বৃত্ত, অধার্ম্মিক এবং মূর্খ। সেইরূপ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য দ্বিজদিগের নাম আর্য্য এবং শূদ্রের নাম অনার্য্য অর্থাৎ অনাড়ী। যখন বেদে এইরূপ উক্তি আছে, তখন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিদেশীয়দিগের কপোল-কল্পনা কখনও বিশ্বাস করিতে পারেন না। আর্য্যাবর্ত্ত দেশীয় অর্জ্জুন ও মহারাজা দশরথ প্রভৃতি হিমালয় পর্ব্বতে আর্য্যদিগের সহিত দস্যু, ম্লেচ্ছ, এবং অসুরদিগের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে দেব অর্থাৎ আর্য্যদিগের রক্ষা এবং অসুরদিগের পরাজয় করিতে সহায়ক হইয়াছিলেন।

এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে চতুর্দ্দিকে অর্থাৎ হিমালয়ের পূর্ব্বে, অগ্নিকোণে, দক্ষিণে, নৈঋ৺তকোণে, পশ্চিমে, বায়ুকোণে, উত্তরে এবং ঈশানকোণের দেশ সমূহে যে সকল মনুষ্য বাস করিত, তাহাদেরই নাম অসুর। কারণ যখনই হিমালয় প্রদেশস্থ আর্য্যদিগের উপর যুদ্ধার্থ আক্রমণ হইত, তখনই রাজা মহারাজা ঐ সকল উত্তরাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে আর্য্যদিগের সহায়তা করিতেন। শ্রীরামচন্দ্রের সহিত দক্ষিণদেশে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার নাম দেবাসুর সংগ্রাম নহে, কিন্তু রাম-রাবণ অথবা আর্য্য-রাক্ষস সংগ্রাম।

কোন সংস্কৃতগ্রন্থে বা ইতিহাসে এইরূপ লিখিত নাই যে, আর্য্যগণ ইরান হইতে আসিয়াছিলেন বা এদেশীয় বন্য মনুষ্যদিগকে যুদ্ধে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া এদেশের রাজা হইয়াছিলেন। তাহা হইলে বিদেশীয়দিগের লেখা কিরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে ? আর—

ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ॥১॥ মনু০ ১০।৪৫ ॥

ম্লেচ্ছ দেশস্ত্বতঃ পরঃ ॥ ২ ॥ মনু০ (২ ॥ ২৩) ॥

আর্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন অন্য দেশকে দস্যুদেশ এবং ম্লেচ্ছদেশ বলে। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে পূর্ব্বদেশ, ঈশান, উত্তর, বায়ব্য এবং পশ্চিম-দেশবাসীদিগের নাম দস্যু, ম্লেচ্ছ ও অসুর এবং নৈঋ৺ত্য, দক্ষিণ এবং আগ্নেয় দিকে আর্য্যাবর্ত্তবহির্ভূত দেশবাসীদিগের নাম রাক্ষস ছিল। এখনও দেখ, নিগ্রোদিগের চেহারা যেরূপ রাক্ষসদের বর্ণনা আছে, তদ্রূপ ভয়ঙ্কর দেখায়।

আর্য্যাবর্ত্তের ঠিক নিম্নদেশের অধিবাসীদিগের নাম নাগ। আর্য্যাবর্ত্তবাসী-দিগের পদতলে অবস্থিত বলিয়া সেই দেশের নাম পাতাল ছিল। নাগবংশীয় অর্থাৎ নাগনামা লোকদিগের বংশের লোকেরা সেই দেশে রাজত্ব করিতেন। এখানেরই নাগরাজকন্যা উলুপীর সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ হইয়াছিল। অর্থাৎ ইক্ষাকু হইতে কৌরব-পাণ্ডবের সময় পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে আর্য্যদিগের রাজত্ব ছিল এবং আর্য্যাবর্ত্ত ব্যতীত অন্যান্য দেশেও বেদের অল্পবিস্তর প্রচার ছিল। এ বিষয়ে প্রমাণ এই যে, ব্রহ্মার পুত্র বিরাট, বিরাটের পুত্র মনু, মনুর মরীচি প্রভৃতি দশ পুত্রের মধ্যে স্বায়ম্ভব প্রমুখ সাতজন রাজা ছিলেন। তাঁহাদিগের বংশের সন্তান ইক্ষাকু আর্য্যাবর্ত্তের প্রথম রাজা ছিলেন। তিনি আর্য্যাবর্ত্তে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আর্য্যদিগের মধ্যে আলস্য, প্রমাদ এবং পারস্পরিক বিরোধ হেতু এখন অন্যান্য দেশে রাজত্ব করা ত দূরে থাকুক, আর্য্যাবর্ত্তেও তাঁহাদিগের অখণ্ড, স্বতন্ত্র, স্বাধীন এবং নির্ভয় রাজ্য নাই। যাহা কিছু আছে, তাহাও বিদেশীয়দিগের পদানত হইতেছে। অল্প কয়েকজন মাত্র রাজা স্বতন্ত্র আছেন। দুর্দিন উপস্থিত হইলে দেশবাসীদিগকে অনেক প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যিনি যতই করুন না কেন স্বদেশীয় রাজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিদেশীয় শাসন মতমতান্তরে আগ্রহরহিত, নিজের ও পরের প্রতি পক্ষপাতশূন্য এবং প্রজাদিগের প্রতি মাতাপিতার ন্যায় দয়ালু, কৃপালু ও ন্যায়পরায়ণ হইলেও সম্পূর্ণ সুখকর হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষা ও আচারব্যবহার সম্বন্ধীয় বিরোধ দূর হওয়া অতীব দুষ্কর। তাহা দূর না হইলে পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ উপকার ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া কঠিন। সুতরাং বেদাদি শাস্ত্রে এবং ইতিহাসে যে সকল ব্যবস্থার উল্লেখ আছে, সেই সকল মান্য করা সৎপুরুষ-দিগের কর্ত্তব্য।

(প্রশ্ন)—জগতের উৎপত্তিতে কতকাল ব্যতীত হইয়াছে? (উত্তর)—এক অর্ব্বুদ, ছিয়ানব্বই কোটি, কয়েক লক্ষ ও কয়েক সহস্র বৎসর জগতের উৎপত্তি এবং বেদপ্রকাশের পর অতীত হইয়াছে। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা মৎপ্রণীত "ভূমিকায়" * লিখিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সৃষ্টির উৎপত্তি ও রচনা এইরূপ জানিতে হইবে।

সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম খণ্ড অর্থাৎ যাহা বিভক্ত করা যায় না, তাহার নাম পরমাণু। ষাইট পরমাণু মিলিয়া এক অণু হয়। দুই অণু মিলিয়া এক দ্ব্যণুক

* "ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকায়" বেদোৎপত্তি বিষয় দ্রষ্টব্য।

হয়। তিন দ্ব্যণুক হইতে অগ্নি, চারি দ্ব্যণুক হইতে জল এবং পাঁচ দ্ব্যণুক হইতে পৃথিবী অর্থাৎ তিন দ্ব্যণুকে এক ত্রসরেণু ও তাহার দ্বিগুণ হইলে পৃথিবী আদি দৃশ্য পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরমাত্মা এইরূপ ক্রমানুসারে পরমাণু মিলিত করিয়া পৃথিবী ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

(প্রশ্ন)—পৃথিব্যাদিকে কে ধারণ করে? কেহ বলে শেষ অর্থাৎ সহস্র ফণাযুক্ত সর্পের মস্তকের উপর পৃথিবী অবস্থিত। আবার কেহ বলে যে, বৃষশৃঙ্গের উপর পৃথিবী আছে। তৃতীয় কেহ বলে যে পৃথিবী কিছুরই উপর নাই। চতুর্থ কেহ বলে যে, বায়ু পৃথিবীর আধার। পঞ্চম কেহ বলে যে সূর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবী স্বস্থানে অবস্থিত আছে। ষষ্ঠ কেহ বলে যে, পৃথিবী গুরুত্ব বশতঃ আকাশের নিম্নে চলিতেছে। এ সকল কথার মধ্যে কোনটি সত্য বলিয়া মানিব?

(উত্তর)—যাহার মতে পৃথিবী শেষ সর্প ও বৃষশৃঙ্গের উপর অবস্থিত, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, সর্প ও বৃষের মাতাপিতার জন্মকালে পৃথিবী কাহার উপর ছিল? সর্প ও বৃষ প্রভৃতি কিসের উপর আছে? বৃষ পক্ষাবলম্বী মুসলমান ত নির্ব্বাক হইবে কিন্তু সর্পপক্ষাবলম্বী বলিবে যে, সর্প কূর্ম্মের উপর, কূর্ম্ম জলের উপর, জল অগ্নির উপর, অগ্নি বায়ুর উপর এবং বায়ু আকাশে অবস্থিত। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, সমস্ত সৃষ্টি কাহার উপর আছে? তাহারা অবশ্য বলিবে যে, পরমেশ্বরের উপর। আবার যখন কেহ জিজ্ঞাসা করিবে যে শেষ এবং বৃষ কাহার সন্তান? তাহারা বলিবে যে শেষ কশ্যপ ও কদ্রুর এবং বৃষ গাভীর সন্তান। কশ্যপ মরীচির, মরীচি মনুর, মনু বিরাটের এবং বিরাট ব্রহ্মার পুত্র। আদিতে ব্রহ্মা সৃষ্ট হইয়াছিলেন। শেষ সর্পের জন্মের পুর্ব্বে পাঁচ পুরুষ গত হইয়াছিল। তখন কে পৃথিবীকে ধারণ করিত? অর্থাৎ কশ্যপের জন্মকালে পৃথিবী কাহার উপর ছিল? তখন "তেরী চুপ মেরী ভী চুপ"—তাহার পর বিবাদ আরম্ভ হইবে।

এই কথার যথার্থ অভিপ্রায় এই যে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে "শেষ" বলে। কোন কবি বলিয়াছেন, "শেষাধারা পৃথিবীত্যুক্তম্" অর্থাৎ শেষের আধার পৃথিবী। কেহ এই বাক্যের অর্থ না বুঝিয়া সর্পের মিথ্যা কল্পনা করিয়াছে। কিন্তু পরমেশ্বর সৃষ্টি ও প্রলয়ের পরে "শেষ" অর্থাৎ পৃথক থাকেন। এইজন্য তাঁহাকে "শেষ" বলা হয় এবং তিনিই পৃথিবীর আধার।

সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ। ১০।৮৫।১॥

ইহা ঋগ্বেদের বচন। (সত্য) অর্থাৎ যিনি ত্রিকালাবাধ্য এবং যাঁহার কখনও নাশ হয় না, সেই পরমেশ্বর পৃথিবী, আদিত্য ও যাবতীয় লোক ধারণ করিয়াছেন।

উক্ষা দাধার পৃথিবীমুতদ্যাম্ ॥ *

ইহাও ঋগ্বেদের বচন। এই "উক্ষা" শব্দের অর্থ কেহ বৃষ বুঝিয়া থাকিবে। কারণ বৃষের নামও উক্ষা। কিন্তু সেই মূঢ়ের এই জ্ঞান হইল না যে, বৃষের এত বড় পৃথিবী ধারণ করিবার ক্ষমতা কোথা হইতে আসিবে। বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর উপর জলসিঞ্চন করে বলিয়া সূর্য্যের নাম উক্ষা। সূর্য্য নিজ আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছে। কিন্তু পরমেশ্বর ব্যতীত সূর্য্যাদির ধারণকর্ত্তা অপর কেহই নাই।

(প্রশ্ন)—পরমাত্মা এতগুলি প্রকাণ্ড ভূমণ্ডল কিরূপে ধারণ করিতে পারেন? (উত্তর)— অনন্ত আকাশের সম্মুখে বৃহৎ বৃহৎ ভূমণ্ডল কিছুই নহে অর্থাৎ যেমন সমুদ্রের সম্মুখে ক্ষুদ্র জলকণাবৎও নহে। সেইরূপ অনন্ত পরমেশ্বরের সম্মুখে অসংখ্যাত লোকলোকান্তর একটি পরমাণু সদৃশও বলা যাইতে পারে না। পরমেশ্বর অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র ব্যাপক। "বিভুঃ প্রজাসু" (যজুঃ ৩২ ৮), সেই পরমাত্মা সকল প্রজার মধ্যে ব্যাপক হইয়া সকলকে ধারণ করিতেছেন। তিনি খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং পৌরাণিকদিগের কথা অনুসারে বিভু না হইলে, সমস্ত সৃষ্টিকে কখনও ধারণ করিতে পারিতেন না। কারণ না পাইয়া কেহ কাহাকেও ধারণ করিতে পারে না। যদি কেহ বলেন যে, এই সকল লোক পরস্পর পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া স্থিত আছে, পরমেশ্বরের ধারণ করিবার প্রয়োজন কি"? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, "এই সৃষ্টি কি অনন্ত না "সান্ত"? যদি তিনি বলেন, "অনন্ত", তবে তাঁহাকে বলিতে হইবে যে, সাকার বস্তু কখনও অনন্ত হইতে পারে না। যদি তিনি বলেন, "সান্ত", তবে জিজ্ঞাস্য শেষ সীমায় অর্থাৎ যাহার পরে আর কোন লোক নাই, সেখানে কাহার আকর্ষণে ধারণ হইতে

* ঋগ্বেদে "উক্ষা স দ্যাবাপৃথিবী বিভর্ত্তি" এই বচন আছে। অথর্ব্ববেদে "অনড্বান্ দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্" ॥ (৪।১১।১) এইরূপ আছে।

পারে? যেমন সমষ্টি ও ব্যষ্টি; মিলিত ভাবে সমুদয় বৃক্ষ সমষ্টিকে অরণ্য বলে, কিন্তু এক একটি বৃক্ষাদিকে পৃথক পৃথক গণনা করা হইলে ব্যষ্টি বলে। সেইরূপ সমস্ত ভূমণ্ডল-সমষ্টির নাম জগৎ। এইরূপ সমগ্র জগতের ধারণ ও আকর্ষণকর্ত্তা পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কেহই নহে। সুতরাং যিনি সমস্ত জগতের রচয়িতা, তিনিই পরমেশ্বর।

স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাম্ ॥ (যজুঃ। ১৩। ৪)॥

ইহা যজুর্বেদের বচন। যে পরমাত্মা পৃথিবী আদি আলোকবিহীন লোক-লোকান্তর, সূর্য্যাদি আলোকময় লোকসমূহ এবং অন্যান্য যাবতীয় পদার্থকে সৃজন ও ধারণ করিয়া সকলের মধ্যে ব্যাপক হইয়া রহিয়াছেন, তিনিই সমস্ত জগতের কর্ত্তা ও ধর্ত্তা। (প্রশ্ন)—পৃথিবী আদি লোক কি ভ্রমণ করে, না স্থির আছে? (উত্তর)—ভ্রমণ করে। (প্রশ্ন)—কেহ কেহ বলে যে, সূর্য্য ভ্রমণ করে, কিন্তু পৃথিবী ভ্রমণ করে না। আবার কেহ কেহ বলে যে, পৃথিবী ভ্রমণ করে, সূর্য্য ভ্রমণ করে না। ইহার মধ্যে কোন্ কথাটি সত্য বলিয়া মানিব? (উত্তর)—এই দুইটিই অর্দ্ধ সত্য। কারণ, বেদে লিখিত আছে যে,—

আয়ঙ্গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্ মাতরঃ পুরঃ।
পিতরং চ প্রযন্ত্স্বঃ॥ যজুঃ অ০ ৩। মং ৬॥

অর্থাৎ এই ভূমণ্ডল জলের সহিত সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। অতএব পৃথিবী ভ্রমণ করে।

আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যং চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥

যজুঃ। অ০ ৩৩। মং ৪৩॥

বর্ষাদির প্রবর্ত্তক, প্রকাশস্বরূপ, তেজোময় এবং রমণীয় স্বরূপযুক্ত সবিতা অর্থাৎ সূর্য্য অমৃতরূপ বৃষ্টি কিরণ দ্বারা যাবতীয় প্রাণী ও অপ্রাণীর মধ্যে অমৃত প্রবেশ করাইয়া থাকে এবং মূর্ত্তিমান্ পদার্থ সমূহকে আলোকিত করিয়া

ও সমস্ত লোকের সহিত আকর্ষণযুক্ত হইয়া স্বীয় পরিধিতে ভ্রমণ করিতে থাকে কিন্তু কোন লোকের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে না। এইরূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক সূর্য্য প্রকাশক এবং অন্য সমস্ত লোকলোকান্তর প্রকাশ্য ; যেমন :—

দিবি সোমো অধিশ্রিতঃ ॥ অথ০ কাং ১৪। অনু০ ১। মং ১ ॥

যেমন এই চন্দ্রলোক সূর্য্য দ্বারা আলোকিত হয়, সেইরূপ পৃথিবী আদি লোকও সূর্য্যেরই আলোকে আলোকিত হইয়া থাকে। কিন্তু দিন রাত্রি সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। কারণ ভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিব্যাদি লোকের যে অংশ সূর্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেই অংশে দিন এবং যে অংশ পশ্চাৎ অর্থাৎ অন্তরাল হইতে থাকে, সেই অংশে রাত্রি হয়। অর্থাৎ উদয়, অস্ত, সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন এবং মধ্যরাত্রি আদি যত কাল বিভাগ আছে, ঐ সকল দেশদেশান্তরে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ যখন আর্য্যাবর্ত্তে সূর্য্যোদয় হয়, তখন পাতাল অর্থাৎ আমেরিকায় সূর্য্যাস্ত হয়। যখন আর্য্যাবর্ত্তে সূর্য্যাস্ত হয়, তখন পাতালে সূর্য্যোদয় হয়। যখন আর্য্যাবর্ত্তে মধ্যদিন অথবা মধ্যরাত্রি হয়, তখন পাতালে মধ্যরাত্রি বা মধ্যদিন থাকে। যাহারা বলে যে, সূর্য্য ভ্রমণ করে, কিন্তু পৃথিবী ভ্রমণ করে না, তাহারা অজ্ঞ। এরূপ হইলে, কয়েক সহস্র বৎসরের দিন ও রাত্রি হইত। সূর্য্যের নাম (ব্রধ্ন), সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণ বড় এবং কোটি কোটি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। যেমন সর্ষপের সম্মুখে ঘুরিলে পর্ব্বতের অনেক বিলম্ব হয়, কিন্তু সর্ষপের ঘুরিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না ; সেইরূপ পৃথিবী ভ্রমণ করে বলিয়া যথা নিয়মে দিন রাত্রি হয়, সূর্য্যের ভ্রমণের জন্য নহে। যাহারা বলে যে, সূর্য্য স্থির থাকে, তাহারা জ্যোতির্বিদ্যাবিৎ নহে। কারণ, ভ্রমণ না করিলে সূর্য্য একরাশি হইতে অন্য রাশি অর্থাৎ স্থান প্রাপ্ত হইত না, এবং গুরু পদার্থ ভ্রমণ ব্যতীত আকাশে কখনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিতে পারে না। আবার জৈনগণ বলেন যে, পৃথিবী ভ্রমণ করে না, কিন্তু ক্রমশঃ নিম্নে চলিয়া যাইতেছে। কেবল জম্বুদ্বীপে দুই সূর্য্য ও দুই চন্দ্র আছে। তাঁহারা ত ভাঙের গভীর নেশায় নিমগ্ন আছেন। কেন ? যদি পৃথিবী ক্রমশঃ নিম্নে চলিয়া যাইত, তাহা হইলে চতুর্দ্দিকে বায়ুচক্র গঠিত না হওয়াতে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত। আর নিম্নভাগের অধিবাসীদিগের বায়ু স্পর্শ হইত না, কিন্তু উপরিভাগের অধিবাসীদিগের অধিক বায়ু স্পর্শ হইত, এবং বায়ুর গতিও একরূপ হইত। দুই সূর্য্য ও দুই

চন্দ্র থাকিলে রাত্রি এবং কৃষ্ণপক্ষ ঘটাও অসম্ভব হইত। এইজন্য এক পৃথিবীর নিকটে এক চন্দ্র এবং অনেক পৃথিবীর মধ্যে এক সূর্য্য আছে।

(প্রশ্ন)—চন্দ্র, সূর্য্য এবং তারা কিরূপ পদার্থ? ঐ সকলের মধ্যে মনুষ্যাদির সৃষ্টি আছে কি না? (উত্তর)—এই সমস্ত তারা এক একটি লোক, তন্মধ্যে মনুষ্যাদি প্রজাও আছে। কারণ:—

এতেষু হীদꣳ সর্ব্বং বসু হিতমেতে হীদꣳ সর্ব্বং বাসয়ন্তে তদ্যদিদꣳ সর্ব্বং বাসয়ন্তে তস্মাদ্বসব ইতি॥

শত০। কা০ ১৪। (প্র০ ৬। ব্রা০ ৭। ক০ ৪)॥

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, নক্ষত্র ও সূর্য্য—এই সকলের নাম বসু। কারণ, এই সকলের মধ্যে যাবতীয় পদার্থ এবং প্রজা বাস করে। ইহারাই সকলকে বাস করাইয়া থাকে। যেহেতু এই সকল বাসগৃহ স্বরূপ, অতএব এই সকলের নাম বসু। পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্র বসু। সুতরাং এই সকলের মধ্যে এইরূপ প্রজা থাকা সম্বন্ধে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? পরমেশ্বরের এই ক্ষুদ্র পৃথিবী মনুষ্যাদি জীব সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং ঐ সকল লোক কি শূন্য থাকিবে? পরমেশ্বরের কোন কর্ম্মই নিরর্থক নহে। এই সকল অসংখ্য লোক কি মনুষ্যাদি সৃষ্টি ব্যতীত কখনও সফল হইতে পারে? অতএব সর্ব্বত্র মনুষ্যাদির সৃষ্টি আছে। (প্রশ্ন)—এই পৃথিবীতে মনুষ্যাদি সৃষ্টির যেরূপ আকৃতি ও অবয়ব, অন্যান্য লোকেও কি তদ্রূপ না বিপরীত? (উত্তর)—আকৃতিতে কিছু প্রভেদ হওয়া সম্ভব। এই পৃথিবীতে যেমন চীন, আফ্রিকা, আর্য্যাবর্ত্ত এবং ইউরোপ প্রভৃতি দেশে অবয়ব, বর্ণ, রূপ এবং আকৃতির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে, লোক-লোকান্তরেও সেইরূপ আছে। কিন্তু এই লোকে যে জাতির যে প্রকার সৃষ্টি আছে, অন্য লোকেও সেই জাতির সেইরূপ সৃষ্টি আছে। এই লোকে শরীরের যে যে স্থানে নেত্রাদি অঙ্গ আছে, লোকান্তরেও সেই সেই স্থানে সেই সেই জাতির অঙ্গ সেইরূপই আছে। কারণ:—

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।

দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥ ঋ০। ম০ ১০। সূ০ ১৯০॥

(ধাতা) পরমাত্মা পূর্ব্বকল্পে সূর্য্য, চন্দ্র, দ্যুলোক, ভূমি, অন্তরিক্ষ এবং তথাকার সুখকর পদার্থসমূহ যেইরূপ রচনা করিয়াছিলেন, এই কল্পে অর্থাৎ এই সৃষ্টিতেও সেইরূপ এবং সমস্ত লোক লোকান্তরেও সেইরূপ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

(প্রশ্ন)—এই লোকে যে সকল বেদ প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ সকল লোকেও সেই সকল বেদের প্রকাশ আছে কিনা? (উত্তর)—ঐ সকলের প্রকাশ আছে। একই রাজার রাজ্যব্যবস্থা ও রাজনীতি যেমন সকল দেশে একইরূপ থাকে, রাজরাজেশ্বর পরমাত্মার বেদোক্ত নীতিও সেইরূপ তাঁহার সমস্ত সৃষ্টিরাজ্যে একই প্রকার। (প্রশ্ন)—যদি এই জীব ও প্রকৃতিতত্ত্ব অনাদি এবং এই সকল ঈশ্বর-সৃষ্ট না হয় তাহা হইলে এই সকলের উপর ঈশ্বরের অধিকার থাকাও উচিত নহে। কারণ সকলেই স্বতন্ত্র। (উত্তর)—যেমন রাজা ও প্রজাবর্গ সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও প্রজাবর্গ রাজার অধীনে থাকে, সেইরূপ জীব ও জড় পদার্থ পরমেশ্বরের অধীন। পরমেশ্বর সকল সৃষ্টির রচয়িতা, জীবদিগের কর্ম্মফলদাতা, সকলের যথোচিত রক্ষক এবং অনন্ত শক্তিশালী। সুতরাং জীব এবং জড় পদার্থ তাঁহার অধীন হইবে না কেন? অতএব জীব কর্ম্মে স্বতন্ত্র, কিন্তু কর্ম্মফলভোগে ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে পরতন্ত্র। সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি, সংহার এবং পালনকর্ত্তা।

অতঃপর বিদ্যা, অবিদ্যা, বন্ধন এবং মোক্ষবিষয় লিখিত হইবে। এস্থলে অষ্টম সমুল্লাস সম্পূর্ণ হইল ।৮॥

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দসরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে সৃষ্ট্যুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়বিষয়েঽষ্টমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥৮॥

অথ নবম সমুল্লাসারম্ভঃ

অথ বিদ্যাঽবিদ্যাবন্ধমোক্ষবিষয়ান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ

বিদ্যাং চাঽবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ঁ সহ।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥

যজুঃ। অ০ ৪০। ম০ ১৪ ॥

যিনি যুগপৎ বিদ্যা ও অবিদ্যার স্বরূপ জ্ঞাত হন, তিনি অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্মোপাসনা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানদ্বারা মোক্ষপ্রাপ্ত হন। অবিদ্যার লক্ষণ :—

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ॥

[পাত০ দ০ সাধনপাদে, সূ০ ৫]

ইহা যোগসূত্রের বচন। অনিত্য সংসার ও দেহাদিতে নিত্য বুদ্ধি, অর্থাৎ যে কার্য্যজগৎ দৃষ্ট ও শ্রুত হয় তাহা চিরকাল থাকিবে, চিরকাল আছে এবং যোগবলে দেবগণের এই শরীর চিরকালই থাকে, এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি হওয়া অবিদ্যার প্রথম অংশ। অশুচি অর্থাৎ মলময় নারীদেহ ইত্যাদিতে এবং মিথ্যা ভাষণ ও চৌর্য্য প্রভৃতি অপবিত্র বিষয়ে পবিত্র বুদ্ধি দ্বিতীয় ভাগ। অত্যধিক বিষয়সম্ভোগরূপ দুঃখে সুখবুদ্ধি তৃতীয় ভাগ। অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি অবিদ্যার চতুর্থ অংশ। এই চারি প্রকারের বিপরীত জ্ঞানকে অবিদ্যা বলে। ইহার বিপরীত অর্থাৎ অনিত্যে অনিত্যবুদ্ধি, নিত্যে নিত্যবুদ্ধি, দুঃখে দুঃখবুদ্ধি, সুখে সুখবুদ্ধি, অনাত্মায় অনাত্মবুদ্ধি এবং আত্মায় আত্মবুদ্ধির নাম বিদ্যা। অর্থাৎ "বেত্তি যথাবত্তত্ত্বপদার্থস্বরূপং যয়া সা বিদ্যা যয়া তত্ত্বস্বরূপং ন জানাতি ভ্রমাদন্যস্মিন্নন্যন্নিশ্চিনোতি যয়া সাঽবিদ্যা"। যদ্দ্বারা পদার্থের যথার্থ স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা বিদ্যা এবং যদ্দারা তত্ত্বস্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় না এবং একবস্তু

অন্য বস্তু বলিয়া প্রতীত হয় তাহাকে অবিদ্যা বলে। কর্ম্ম ও উপাসনাকে অবিদ্যা বলিবার কারণ এই যে, এই সকল বাহ্য ও অন্তর ক্রিয়াবিশেষ, জ্ঞান বিশেষ নহে। এইজন্য উক্ত মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, শুদ্ধ কর্ম্ম ও পরমেশ্বরের উপাসনা ব্যতীত কেহ মৃত্যুদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। অর্থাৎ পবিত্র কর্ম্ম, পবিত্র উপাসনা এবং পবিত্র জ্ঞান হইতেই মুক্তি, আর অপবিত্র মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি কর্ম্ম, পাষাণাদি মূর্ত্তির উপাসনা ও মিথ্যাজ্ঞান হইতে বন্ধন হইয়া থাকে। কোন মনুষ্যই ক্ষণমাত্রের জন্যও কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানরহিত থাকে না। অতএব ধর্ম্মানুমোদিত সত্যভাষণাদি কর্ম্মানুষ্ঠান এবং মিথ্যাভাষণাদি অধর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়াই মুক্তির সাধন।

(প্রশ্ন)—কে মুক্তি প্রাপ্ত হয় না? (উত্তর)—যে বদ্ধ। (প্রশ্ন)—বদ্ধ কে? (উত্তর)—অধর্ম্ম ও অজ্ঞানে আবদ্ধ জীব। (প্রশ্ন)—বন্ধন এবং মোক্ষ কি স্বাভাবিক অথবা নৈমিত্তিক? (উত্তর)—নৈমিত্তিক। কারণ স্বাভাবিক হইলে বন্ধন ও মুক্তির অবসান কখনও হইত না। (প্রশ্ন)—

ন নিরোধো নচোৎপত্তির্নবদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥

(গৌড়পাদীয় কারিকা। প্র০ ২। কা০ ৩২)॥

এই শ্লোক মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকা সম্বন্ধীয়। অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম বলিয়া বাস্তবিক পক্ষে জীবের নিরোধ নাই, অর্থাৎ জীব কখনও আবরণে আচ্ছন্ন হয় না, জন্মগ্রহণ করে না বা বন্ধন প্রাপ্ত হয় না। জীব সাধক নহে অর্থাৎ কোন বিষয়ের জন্য সাধনা করে না, মুক্তি পাইবার ইচ্ছা করে না এবং জীবের মুক্তিও কখনও নাই। কারণ যখন পরমার্থ দ্বারা বন্ধন হইল না, তখন মুক্তি কি? (উত্তর)—নবীন বেদান্তীদিগের এইরূপ উক্তি সত্য নহে। কারণ জীবের স্বরূপ অল্প সুতরাং জীব আবরণে আবদ্ধ হয়, শরীরের সহিত প্রকট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, পাপকর্ম্মের ফলভোগরূপ বন্ধনে বদ্ধ হয়, সেই বন্ধনমোচনের সাধন অবলম্বন করে, দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করে এবং দুঃখ বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিও ভোগ করে। (প্রশ্ন)—এই সকল ধর্ম্ম, দেহ ও অন্তঃকরণের, জীবের নহে। জীব পাপ-পুণ্যরহিত সাক্ষীমাত্র। শীতোষ্ণ প্রভৃতি শরীরাদির ধর্ম্ম, আত্মা নির্লিপ্ত। (উত্তর)—দেহ ও অন্তঃকরণ জড় পদার্থ। এই সকলের শীতোষ্ণ

প্রাপ্তি ও ভোগ নাই। যে চেতন মনুষ্যাদি প্রাণী ইহা স্পর্শ করে সেই শীতোষ্ণ উপলব্ধি ও ভোগ করে। সেইরূপ প্রাণও জড় পদার্থ। প্রাণের ক্ষুধাও নাই, পিপাসাও নাই কিন্তু প্রাণবান জীবই ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করিয়া থাকে। সেইরূপ মনও জড় পদার্থ। মনের হর্ষ বা শোক হইতে পারে না কিন্তু জীব মন দ্বারা হর্ষ-শোক ও সুখ-দুঃখ ভোগ করে। জীব শ্রোত্রাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা যেরূপ উত্তম অধম শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে সেইরূপ অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার দ্বারা সংকল্প-বিকল্প, নিশ্চয়, স্মরণ ও অহংভাব অনুভব করে এবং দণ্ড ও সম্মানভাজন হইয়া থাকে। যেমন তরবারি দ্বারা হত্যাকারী দণ্ডনীয় হয়, তরবারি দণ্ডনীয় হয় না, সেইরূপ দেহ-ইন্দ্রিয়-অন্তঃকরণ এবং প্রাণরূপ সাধন দ্বারা উত্তম-অধম কর্ম্মের কর্ত্তা জীবই সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। জীব কর্ম্মের সাক্ষী নহে কিন্তু কর্ত্তা এবং ভোক্তা। কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই কর্ম্মের সাক্ষী। কর্ম্মানুষ্ঠানতা জীবই কর্ম্মে লিপ্ত হয়। জীব ঈশ্বররূপ সাক্ষী নহে।

(প্রশ্ন)—জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। যেমন দর্পণ ভাঙ্গিয়া গেলে বিম্বের কিছুই অনিষ্ট হয় না, সেইরূপ যতকাল অন্তঃকরণরূপ উপাধি থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বস্বরূপ জীব থাকে। অন্তঃকরণ বিনষ্ট হইলে জীব মুক্ত হয়। (উত্তর)—ইহা বালকের কথা। কারণ সাকারেই সাকারের প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে যেমন মুখ ও দর্পণ সাকার এবং একটি অপরটি হইতে পৃথক্ও বটে। পৃথক না হইলে প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। ব্রহ্ম নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপক সুতরাং তাঁহার প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। (প্রশ্ন)—দেখ, গভীর স্বচ্ছ জলে নিরাকার ও ব্যাপক আকাশের আভাস পতিত হয়। সেইরূপ স্বচ্ছ অন্তঃকরণে পরমাত্মার আভাস পতিত হয়। এইজন্য ইহাকে চিদাভাস বলে। (উত্তর)—ইহা বালকবুদ্ধির মিথ্যা প্রলাপ। কারণ আকাশ দৃশ্যমান নহে। চক্ষু দ্বারা কিরূপে তাহা দৃষ্ট হইতে পারে? (প্রশ্ন)—যাহা উপরে নীল ও ধূম্রাকার দৃষ্ট হয় তাহা আকাশ কিনা? (উত্তর)—না। (প্রশ্ন)—তবে উহা কি? (উত্তর)—পৃথিবী, জল এবং অগ্নির পৃথক পৃথক ত্রসরেণু দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে নীলিমা দেখা যায়, তাহা যে জলরাশি বর্ষিত হয় তাহার নীলিমা। যাহা ধূম্রাকার দৃষ্ট হয়, তাহা বায়ুমণ্ডলে ঘূর্ণায়মান পৃথিবী হইতে উত্থিত ধূলিরাশি। ঐ সকলের প্রতিবিম্ব জলে অথবা দর্পণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, আকাশের কখনও নহে।

(প্রশ্ন)—যেমন ঘটাকাশ, মঠাকাশ, মেঘাকাশ এবং মহদাকাশের ব্যবহারিক ভেদ হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মের ব্রহ্মাণ্ড ও অন্তঃকরণের উপাধিগত ভেদ বশতঃ ঈশ্বর ও জীব নাম হইয়া থাকে। ঘটাদি নষ্ট হইলে মহদাকাশই বলা হইয়া থাকে। (উত্তর)—ইহাও অবিদ্বানের কথা। কারণ আকাশ কখনও ছিন্নভিন্ন হয় না। কার্য্যকালে "ঘট আনয়ন কর" ইত্যাদি ব্যবহার হইয়া থাকে। কেহ বলে না "ঘটের আকাশ আনয়ন কর"। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বাক্য যুক্তি সঙ্গত নহে।

(প্রশ্ন)—যেমন মৎস্য ও কীট প্রভৃতি সমুদ্রে এবং পক্ষী প্রভৃতি আকাশে বিচরণ করে, সেইরূপ অন্তঃকরণ চিদাকাশস্বরূপ ব্রহ্মে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্তঃকরণ জড় পদার্থ হইলেও সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার সত্তাদ্বারা অগ্নি-সংপৃক্ত লৌহের ন্যায় চেতন হইয়া থাকে। যেমন তাহা বিচরণ করে কিন্তু আকাশ এবং ব্রহ্ম নিশ্চল, সেইরূপ জীবকে ব্রহ্ম স্বীকার করিলে কোন দোষ ঘটে না।(উত্তর)—তোমার এই দৃষ্টান্ত ঠিক নহে। কারণ যদি সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম অন্তঃকরণে প্রকাশমান হইয়া জীব হন, তবে তাহাতে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ থাকে কি না? যদি বল যে আবরণ বশতঃ সর্ব্বজ্ঞতা থাকে না, তবে বল, ব্রহ্ম কি আবৃত ও খণ্ডিত না অখণ্ডিত? যদি বল যে ব্রহ্ম অখণ্ডিত, তবে তাঁহার মধ্যে কোন আবরণ নিক্ষেপ করা যাইতে পারে না। আবরণ না থাকিলে, সর্ব্বজ্ঞতা থাকিবে না কেন? যদি বল যে ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া অন্তঃকরণের সহিত যেন বিচরণ করেন স্বরূপতঃ নহে, তবে যখন তিনি স্বয়ং বিচরণ করেন না, তখন অন্তঃকরণ পূর্ব্বপ্রাপ্ত যে যে স্থান পরিত্যাগ করিবে এবং যে যে স্থানে অগ্রসর হইতে থাকিবে, সে সে স্থানের ব্রহ্ম ভ্রান্ত ও অজ্ঞান হইয়া পড়িবেন। আর যে সকল স্থান পরিত্যক্ত হইবে, সে সকল স্থানের ব্রহ্ম জ্ঞানী, পবিত্র এবং মুক্ত হইতে থাকিবেন। এইরূপে অন্তঃকরণ, সৃষ্টির সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে বিকৃত করিবে এবং বন্ধন ও মুক্তিও ক্ষণে ক্ষণে হইতে থাকিবে। তোমার কথিত প্রমাণ অনুসারে তাহা হইলে কোন জীবের পূর্ব্বদৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের স্মরণ হইত না। কারণ যে ব্রহ্ম দেখিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্ম থাকিলেন না। অতএব ব্রহ্ম ও জীব, জীব ও ব্রহ্ম, কখনও এক নহে, সর্ব্বদা পৃথক্ পৃথক্।

(প্রশ্ন)—এই সমস্ত অধ্যারোপ মাত্র। এক বস্তুতে অন্য বস্তু স্থাপনকে অধ্যারোপ বলে। ব্রহ্মবস্তুতে সমস্ত জগৎ ও তাহার ব্যবহারের অধ্যারোপ করিয়া জিজ্ঞাসুকে বুঝান হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সমস্তই ব্রহ্ম। (প্রশ্ন)—

অধ্যারোপ করায় কে? (উত্তর)—জীব। (প্রশ্ন)—জীব কাহাকে বলে? (উত্তর)—অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চেতনকে। (প্রশ্ন) অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চেতন কি অন্য না তাহাই ব্রহ্ম? (উত্তর)—তাহাই ব্রহ্ম। (প্রশ্ন)—তবে কি ব্রহ্মাই নিজের মধ্যে জগতের মিথ্যা কল্পনা করিলেন? (উত্তর)—হউক, তাহাতে ব্রহ্মের ক্ষতি কি? (প্রশ্ন)—মিথ্যা কল্পনাকারী কি মিথ্যাবাদী নহে?

(উত্তর)—না। কারণ যাহা মন ও বাণী দ্বারা কল্পিত ও কথিত হয় সে সমস্ত মিথ্যা। (প্রশ্ন)—তবে মন ও বাণী দ্বারা মিথ্যাকল্পনাকারী ও মিথ্যাবাদী ব্রহ্ম, কল্পিত ও মিথ্যাবাদী হইল কি না? (উত্তর)—হউক। আমাদের ইষ্টাপত্তি আছে।

বাহবা! মিথ্যাবাদী বেদান্তিগণ! তোমরা সত্যস্বরূপ, সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প পরমাত্মাকে মিথ্যাচারী করিলে! ইহা কি তোমাদের দুর্গতির কারণ নহে? কোন্ উপনিষদে, সূত্রগ্রন্থে অথবা বেদে লিখিত আছে যে, পরমেশ্বর মিথ্যাসংকল্পকারী ও মিথ্যাবাদী? তোমাদের কথা যেন "উল্টি চোর কোতবালকো দণ্ডে", অর্থাৎ চোরের কোতবালকে দণ্ড দিবার কাহিনীর ন্যায়। দারোগা চোরকে দণ্ড দিবে ইহাই ত উচিত কিন্তু চোরের দারোগাকে দণ্ড দেওয়া বিপরীত কথা। সেইরূপ তোমরা মিথ্যা সঙ্কল্পকারী ও মিথ্যাবাদী হইয়া তোমাদের দোষ ব্রহ্মে বৃথা আরোপ করিতেছ। ব্রহ্ম মিথ্যাজ্ঞানী, মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যাকারী হইলে অনন্ত ব্রহ্মাই সেইরূপ হইয়া পড়িবে। কেননা ব্রহ্ম এক রস, সত্যস্বরূপ, সত্যমানী, সত্যবাদী এবং সত্যকারী। পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি তোমাদের, ব্রহ্মের নহে। তোমাদের কথিত বিদ্যা অবিদ্যা এবং তোমাদের অধ্যারোপও মিথ্যা। কারণ তোমরা ব্রহ্ম না হইয়াও আপনাদিগকে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মকে জীব মনে করিতেছ। ইহা মিথ্যাজ্ঞান নয় তবে কি? যিনি সর্ব্বব্যাপক, তিনি কখনও পরিচ্ছিন্ন ও অজ্ঞান হন না, এবং বন্ধনেও পতিত হন না। কারণ জীবই অজ্ঞান, পরিচ্ছিন্ন, একদেশী, অল্প এবং অল্পজ্ঞ। সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম সেইরূপ নহেন।

এখন মুক্তি ও বন্ধন বিষয়ের বর্ণনা করা যাইতেছে

(প্রশ্ন)—মুক্তি কাহাকে বলে? (উত্তর)—"মুঞ্চন্তি পৃথগ্ভবন্তি জনা যস্যাং সা মুক্তিঃ"। যে অবস্থায় মুক্ত হওয়া যায় তাহার নাম মুক্তি। (প্রশ্ন)—কি হইতে মুক্ত হওয়া? (উত্তর)—সকল জীব যাহা হইতে মুক্ত হইতে

ইচ্ছা করে। (প্রশ্ন)—কি হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে? (উত্তর)—যাহা হইতে মুক্তি ইচ্ছা করে। (প্রশ্ন)—কি হইতে মুক্তি ইচ্ছা করে? (উত্তর)—দুঃখ হইতে। (প্রশ্ন)—মুক্ত হইয়া কাহাকে প্রাপ্ত হয় এবং কোথায় থাকে? (উত্তর)—সুখ প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মে থাকে। (প্রশ্ন)—কি কি কার্য্য করিলে মুক্তি এবং কি কি কার্য্য করিলে বন্ধন হয়? (উত্তর)—পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন; অধর্ম্ম, অবিদ্যা, কুসঙ্গ, কুসংস্কার এবং দুষ্ট ব্যসন হইতে দূরে অবস্থান; সত্যভাষণ, পরোপকার, বিদ্যা ও পক্ষপাতরহিত ন্যায় এবং ধর্ম্মের বৃদ্ধি; পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঈশ্বরের স্তুতি-প্রার্থনা-উপাসনা অর্থাৎ যোগাভ্যাস করা; অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, ধর্ম্মানুমোদিত পুরুষকার, জ্ঞানোন্নতি সাধন; সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনসমূহের অবলম্বন এবং পক্ষপাতরহিত ন্যায়ধর্ম্মানুসারে যাবতীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠান ইত্যাদি সাধন দ্বারা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। এই সকলের বিপরীত ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা বন্ধন হইয়া থাকে।

(প্রশ্ন)—মুক্তিতে জীবের লয় হয় না জীব বিদ্যমান্ থাকে? (উত্তর)—বিদ্যমান্ থাকে। (প্রশ্ন)—কোথায় থাকে? (উত্তর)—ব্রহ্মে। (প্রশ্ন)—ব্রহ্ম কোথায় থাকেন? মুক্ত জীব কি এক স্থানে থাকে অথবা স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করে? (উত্তর)—যে ব্রহ্ম সর্ব্বত্র পূর্ণ, মুক্ত জীব তাঁহাতে অব্যাহতগতি অর্থাৎ কোন স্থানে তাহার বাধা থাকেনা এবং সে বিজ্ঞান ও আনন্দপূর্ণ হইয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে। (প্রশ্ন)—মুক্ত জীবের স্থূল শরীর থাকে কি না? (উত্তর)—থাকে না। (প্রশ্ন)—সুখ ও আনন্দ কিরূপে ভোগ করে? (উত্তর)—মুক্ত জীবের সত্যসংকল্প প্রভৃতি স্বাভাবিক গুণ ও সামর্থ্য থাকে, ভৌতিক সঙ্গ থাকেনা। যেমন—

শৃণ্বন্ শ্রোত্রং ভবতি, স্পর্শয়ন্ ত্বগ্ভবতি, পশ্যন্ চক্ষুর্ভবতি, রসয়ন্ রসনা ভবতি, জিঘ্রন্ ঘ্রাণং ভবতি, মন্বানো মনো ভবতি, বোধয়ন্ বুদ্ধির্ভবতি। চেতয়ংশ্চিত্তম্ভবত্যহংকুর্ব্বাণোঽহঙ্কারো ভবতি॥ শতপথঃ, কাং ১৪॥

মোক্ষে জীবাত্মার সঙ্গে ভৌতিক শরীর অথবা ইন্দ্রিয় গোলক থাকে না। কিন্তু তাহার স্বাভাবিক শুদ্ধ গুণ থাকে। মুক্তি অবস্থায় জীবাত্মা শুনিতে ইচ্ছা করিলে স্বশক্তিদ্বারাই শ্রোত্র, স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করিলে ত্বক্, দেখিবার সংকল্প হইলে চক্ষু, স্বাদ গ্রহণের জন্য রসনা, গন্ধ গ্রহণের জন্য ঘ্রাণ, সংকল্প-বিকল্প করিবার সময় মন, নিশ্চয় করিবার জন্য বুদ্ধি, স্মরণ করিবার জন্য চিত্ত, অহংবুদ্ধির

জন্য অহঙ্কার এবং সংকল্পমাত্র সাংকল্পিক শরীর হইয়া থাকে। শরীরের আধারে থাকিয়া জীব যেমন ইন্দ্রিয়গোলক দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করে, সেইরূপ মুক্তি অবস্থায় স্বশক্তি দ্বারা সমস্ত আনন্দ ভোগ করে।

(প্রশ্ন)—জীবাত্মার শক্তি কত প্রকারের এবং কি পরিমাণের? (উত্তর)—মুখ্য শক্তি এক প্রকার কিন্তু বল, পরাক্রম, আকর্ষণ, প্রেরণা, গতি, ভীতি, বিচার, ক্রিয়া, উৎসাহ, স্মরণ, নিশ্চয়, ইচ্ছা, প্রেম, দ্বেষ, সংযোগ, বিভাগ, সংযোজন, বিভাজন, শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন, গন্ধ গ্রহণ এবং জ্ঞান—এই (২৪) চতুর্ব্বিংশ প্রকার সামর্থ্যযুক্ত। জীব তদ্দ্বারা মুক্তি অবস্থায়ও আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে। মুক্তির সঙ্গে জীবের লয় হইলে মুক্তিসুখ কে ভোগ করিত? জীবের নাশকেই যে মুক্তি মনে করে সে মহামূর্খ। কারণ জীবের পক্ষে দুঃখ বিমুক্ত হইয়া আনন্দস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপক এবং অনন্ত পরমেশ্বরে সানন্দে অবস্থান করাই মুক্তি। দেখ, বেদান্ত শারীরিক সূত্রে :—

অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্ ॥ (বেদান্ত দ০। ৪। ৪। ১০)॥

ব্যাসদেবের পিতা বাদরি মুক্তি-অবস্থায় জীবের এবং জীবের সহিত মনের বিদ্যমানতা স্বীকার করেন। অর্থাৎ পরাশর মুক্তিতে জীবের এবং মনের লয় স্বীকার করেন না। সেইরূপ :—

ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ॥ (বেদান্ত দ০ ৪। ৪। ১১)॥

এবং আচার্য্য জৈমিনি মুক্ত জীবের মনের ন্যায় সূক্ষ্ম শরীর, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণ প্রভৃতিরও বিদ্যমানতা স্বীকার করেন, অভাব স্বীকার করেন না।

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ। (বেদান্ত দ০ ৪। ৪। ১২)॥

ব্যাসমুনি মুক্তি-অবস্থায় ভাব অভাব উভয়ই স্বীকার করেন। অর্থাৎ তখন শুদ্ধসামর্থ্যযুক্ত জীব বিদ্যমান থাকে; অপবিত্রতা, পাপাচরণ, দুঃখ এবং অজ্ঞানাদির অভাব হয় বলিয়া মনে করেন।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥
(কঠ০। অ০ ২। ব০ ৬। ম০ ১০)॥

ইহা উপনিষদের বচন। যখন জীবের সহিত শুদ্ধ মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে এবং বুদ্ধি স্থিরনিশ্চয় হয়, সেই অবস্থাকে পরমাগতি অর্থাৎ মোক্ষ বলে।

য আত্মা অপহতপাপ্‌মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎ সোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ সর্ব্বাংশ্চ লোকা-নাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্‌ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি।

(ছান্দো০ প্র০ ৮। খ০ ৭। মং ১)॥

স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্‌ কামান্‌ পশ্যন্‌ রমতে॥ য এতে ব্রহ্মলোকে তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তস্মাত্তেষাঁ সর্ব্বে চ লোকা আত্তাঃ সর্ব্বে চ কামাঃ স সর্ব্বাঁশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাঁশ্চ কামান্‌ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি॥

(ছান্দো০। প্র০ ৮। খ০ ১২। মং ৫। ৬)॥

মঘবন্মর্ত্যং বা ইদঁ শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যাঽমৃতস্যাশরীরস্যাত্মনো-ধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়-য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ॥

(ছান্দো০ প্র০ ৮। খ০ ১২। মং ১)॥

যে পরমাত্মা অপহতপাপ্‌মা; সর্ববপাপ, জরা, মৃত্যু, শোক ও ক্ষুৎপিপাসারহিত এবং যিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প, তাঁহার অনুসন্ধান করা এবং তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য। সেই পরমাত্মার সম্বন্ধবশতঃ মুক্তজীব সমস্ত লোক ও সমস্ত কামনা প্রাপ্ত হন। যিনি পরমাত্মাকে জানিয়া মোক্ষসাধন করিতে এবং নিজকে শুদ্ধ করিতে জানেন, সেই মুক্ত জীব শুদ্ধ দিব্য নেত্র ও শুদ্ধ মন দ্বারা কামনাসমূহ প্রত্যক্ষ করেন এবং ঐ সকল প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে বিচরণ করেন। তিনি ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ দর্শনীয় পরমাত্মায় স্থির থাকিয়া মোক্ষ সুখ ভোগ করেন। মুমুক্ষু বিদ্বানেরা সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মারই উপাসনা করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা সর্ব্বলোক ও সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ সংকল্পানুযায়ী লোক ও কাম্য পদার্থ প্রাপ্ত হন। সেই মুক্ত জীবগণ স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়া সংকল্পময় শরীর দ্বারা আকাশে পরমেশ্বরে বিচরণ করেন। কোন শরীরধারী ব্যক্তি সাংসারিক-দুঃখরহিত হইতে পারে না। প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "হে পরমপূজিত

ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ! এই স্থূল শরীর মরণধর্ম্মী। সিংহমুখে ছাগীর ন্যায় ইহা মৃত্যুমুখে অবস্থিত। এই দেহ অমর ও বিদেহী জীবাত্মার নিবাস স্থান। এইজন্য জীব সর্ব্বদা সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। শরীরধারী জীবের সাংসারিক সুখের নিবৃত্তি ঘটে এবং শরীররহিত মুক্ত জীবাত্মা ব্রহ্মে অবস্থান করে। সাংসারিক সুখ-দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করেনা, কিন্তু সে সর্ব্বদা আনন্দে থাকে"।

(প্রশ্ন)—জীব মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় কখনও জন্ম-মরণরূপ দুঃখে পতিত হয় কিনা? কারণ :—

ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ইতি ॥

উপনিষদ্বচনম্ (ছা॰ প্র॰ ৮। খ॰ ১৫)॥

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥

(শারীরিক সূত্র ৪। ৪। ৩৩)॥

যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ভগবদ্গীতা ॥

ইত্যাদি বচন হইতে জানা যায় যে, যে অবস্থা হইতে জীব পুনরায় কখনও সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে না, তাহার নাম মুক্তি। (উত্তর)—ইহা সত্য নহে। কারণ, বেদে ইহার নিষেধ আছে। যথা :—

কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।

কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥১॥

অগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।

স নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥ ২ ॥

ঋ॰ ॥ ম॰ ১। সূ॰ ২৪। মং ১। ২ ॥

ইদানীমিব সর্ব্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ ॥৫॥ সাংখ্যসূত্র ১। সূ॰ ১৫৯ ॥

(প্রশ্ন) আমরা কাহার নামকে পবিত্র বলিয়া জানিব? অবিনাশী পদার্থ সমূহের মধ্যে বিদ্যমান, চিরপ্রকাশস্বরূপ কোন্ দেব আমাদিগকে মুক্তিসুখ ভোগ করাইয়া, পুনরায় এই সংসারে জন্মদান করেন এবং পিতৃমাতৃদর্শন ঘটান? ॥১॥ (উত্তর) আমরা এই স্বপ্রকাশস্বরূপ, অনাদি এবং সদামুক্ত পরমাত্মার নামকে

পবিত্র বলিয়া জানিব। তিনি আমাদিগকে মুক্তিতে আনন্দ ভোগ করাইয়া পুনরায় মাতাপিতার সংযোগে জন্মদান করিয়া তাঁহাদের দর্শন করান। সেই পরমাত্মাই মুক্তিবিধাতা এবং সকলের অধিপতি ॥ ২ ॥ জীব যেমন এই সময়ে বদ্ধ ও মুক্ত থাকে, সেইরূপ সর্ব্বদাই থাকে। বন্ধন ও মুক্তির অত্যন্ত বিচ্ছেদ কখনও হয় না। আবার বন্ধন ও মুক্তি সর্ব্বদা থাকে না। ৩ ॥ (প্রশ্ন)—

তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ।
দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে
তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ। ন্যায় সূত্র (১। ২২। ২) ॥

দুঃখের অত্যন্ত বিচ্ছেদকে মুক্তি বলে। কারণ মিথ্যাজ্ঞান অবিদ্যা, লোভাদি দোষ, বিষয় দুষ্ট ব্যসনে প্রবৃত্তি এবং জন্ম ও দুঃখের উত্তরোত্তর অবসানে পূর্ব্বের পূর্ব্বের নিবৃত্তি হইলেই মোক্ষ হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। (উত্তর)—ইহা আবশ্যক নহে যে, অত্যন্ত শব্দের অর্থ অত্যন্তাভাবই হইবে। যেমন, "অত্যন্তং দুঃখমত্যন্তং সুখং চাস্য বর্ত্ততে",—এই ব্যক্তির অত্যন্ত দুঃখ এবং অত্যন্ত সুখ হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, তাহার অধিক দুঃখ এবং অধিক সুখ হইয়াছে। সেইরূপ এস্থলেও "অত্যন্ত" শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। (প্রশ্ন)—যদি মুক্তি হইতেও জীব প্রত্যাবৃত্ত হয়, তবে কতকাল পর্য্যন্ত মুক্তি অবস্থায় থাকে? (উত্তর)—

তে ব্রহ্মলোকে হ পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥
(মুণ্ডক০ ৩। খ০ ২। মং ৬) ॥

ইহা মুণ্ডক উপনিষদের বচন। মুক্ত জীবগণ মুক্তি অবস্থায় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মে আনন্দ ভোগ করিয়া, পুনরায় মহাকল্পের পর মুক্তিসুখের অবসানে সংসারে প্রত্যাগমন করে।

মহাকল্পের গণনা এইরূপ:—তেতাল্লিশ লক্ষ, বিশ সহস্র বৎসরে এক চতুর্যুগী; দুই সহস্র চতুর্যুগীতে এক অহোরাত্র; এইরূপ ত্রিশ অহোরাত্রিতে এক মাস; এইরূপ বার মাসে এক বৎসর এবং এইরূপ শত বৎসরে এক পরান্ত কাল হইয়া থাকে। ইহা গণিতের নিয়মানুসারে সম্যক রূপে বুঝিয়া লইবে। মুক্তিসুখ ভোগের এই পরিমাণ কাল।

(প্রশ্ন)—সমস্ত সংসারের ও সকল গ্রন্থকারের মত এই যে, জীব মুক্তি

হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় কখনও জন্ম-মরণে পতিত হয় না। (উত্তর)—ইহা কখনও হইতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ জীবের সামর্থ্য ও দেহাদি সাধন পরিমিত। সুতরাং ঐ সকলের ফল অনন্ত কিরূপে হইতে পারে? জীবের অসীম সামর্থ্য, কর্ম্ম এবং সাধন নাই। এই কারণে জীব অনন্ত সুখ ভোগ করিতে পারে না। যাহাদের সাধন অনিত্য, তাহাদের ফল নিত্য হইতে পারে না। আবার, যদি কেহই মুক্তি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন না করে, তবে সংসারের উচ্ছেদ ঘটিবে অর্থাৎ জীব নিঃশেষ হইবে। (প্রশ্ন)—যত সংখ্যক জীব মুক্ত হয়, ঈশ্বর ততসংখ্যক নূতন জীব উৎপন্ন করিয়া সংসারে আনয়ন করেন বলিয়া জীব নিঃশেষ হয় না। (উত্তর)—তাহা হইলে জীব অনিত্য হইয়া পড়ে। কারণ যাহার উৎপত্তি হয়, তাহার বিনাশও হইয়া থাকে। তাহা হইলে আপনার মতানুসারে জীব মুক্তি পাইয়াও বিনষ্ট হইবে। সুতরাং মুক্তি অনিত্য হইয়া পড়িল। আর মুক্তির স্থানে অনেক ভীড় হইবে। কারণ, সে স্থানে আয় অধিক কিন্তু ব্যয় কিছুই না হওয়াতে বৃদ্ধির সীমা পরিসীমা থাকিবে না। আবার দুঃখানুভব ব্যতীত সুখানুভব হইতে পারে না। কেন না, কটু না থাকিলে কাহাকে মধুর বলা যাইবে? আর মধুর না থাকিলে কটুই বা কাহাকে বলা যাইবে? এক স্বাদ ও এক রসের বিরুদ্ধ হওয়ায় দুই রসের পরীক্ষা হইয়া থাকে। যদি কেহ কেবল মিষ্ট দ্রব্যই পান-ভোজন করিতে থাকে, তবে সকল প্রকার রসভোগীর ন্যায় তাহার সুখানুভব হয় না। আবার, যদি ঈশ্বর সান্ত কর্ম্মের অনন্ত ফল দান করেন, তবে তাঁহার ন্যায়শীলতা নষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণ ভার উত্তোলন করিতে পারে, তাহার উপর সেই পরিমাণ ভার ন্যস্ত করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এক মণ ভার উত্তোলন করিতে পারে, তাহার মস্তকের উপর দশ মণ ভার চাপাইয়া দিলে যেমন ভারার্পণকারীর নিন্দা হইয়া থাকে, সেইরূপ অল্পজ্ঞ ও অল্পসামর্থ্যবিশিষ্ট জীবের উপর অনন্ত সুখের ভারার্পণ করা ঈশ্বরের পক্ষে উচিত কার্য্য নহে। আবার যদি পরমেশ্বর নূতন নূতন জীব উৎপন্ন করেন, তাহা হইলে যে কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার অবসান হইবে। কারণ কোন ধনভাণ্ডার যতই বিশাল হউক না কেন, যদি তাহাতে কেবল ব্যয়ই থাকে কিন্তু আয় না থাকে, তবে এক সময়ে না এক সময়ে উহার নিঃশেষ হইবে। সুতরাং মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া এবং মুক্তি হইতে প্রত্যাগমন করা—এই ব্যবস্থাই ঠিক। কোন অপরাধী কি অল্পকালের কারাগার অপেক্ষা আজীবন কারাগার অথবা ফাঁসী-দণ্ড ভাল মনে করে? মুক্তি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন না থাকিলে আজীবন

কারাগারের সহিত মুক্তির প্রভেদ এই যে, মুক্তিতে বাধ্যতামূলক পরিশ্রম নাই। আর ব্রহ্মে লয় হওয়া সমুদ্রে ডুবিয়া মরার ন্যায় হইবে।

(প্রশ্ন)—পরমেশ্বরের ন্যায় জীব নিত্যমুক্ত ও পূর্ণসুখী হইলে কোন দোষ ঘটিবে না। (উত্তর)—পরমেশ্বর অনন্ত স্বরূপ। তাঁহার গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব ও সামর্থ্য অনন্ত। এই জন্য তিনি কখনও অবিদ্যা ও দুঃখবন্ধনে পতিত হন না। জীব মুক্ত হইয়াও শুদ্ধস্বরূপ, অল্পজ্ঞ ও পরিমিত গুণ-কর্ম্ম-স্বভাববিশিষ্ট থাকে। জীব কখনও পরমেশ্বরের সমান হয় না।

(প্রশ্ন)—তাহা হইলে মুক্তিও জন্ম-মরণ সদৃশ। সুতরাং তজ্জন্য পরিশ্রম করা বৃথা। (উত্তর)—মুক্তি জন্ম-মরণ সদৃশ নহে। কারণ (৩৬০০০) ছত্রিশ সহস্রবার সৃষ্টি ও প্রলয় হইতে যে পরিমাণ কালের প্রয়োজন হয়, ততকাল পর্য্যন্ত জীবদিগের মুক্তির আনন্দে থাকা এবং দুঃখ না থাকা কি সামান্য কথা? যদি আজ পানভোজন করা সত্ত্বেও কাল ক্ষুধা হয়, তাহা হইলে পানভোজনের ব্যবস্থা কর কেন? ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সামান্য ধন, রাজ্য, প্রতিষ্ঠা, স্ত্রী এবং সন্তানাদির জন্য ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয় হইলে মুক্তির জন্য ব্যবস্থা করার প্রয়োজন থাকিবে না কেন? মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হওয়া সত্ত্বেও যেমন জীবনধারণের উপায় অবলম্বন করা হয়, সেইরূপ মুক্তি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইলেও মুক্তির উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

(প্রশ্ন)—মুক্তির সাধন কি কি? (উত্তর)—কতকগুলি সাধন সম্বন্ধে পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সাধন এইরূপ।

মুক্তিকামী জীবনমুক্ত হইবে অর্থাৎ মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি যাবতীয় পাপ-কর্ম্মের ফল দুঃখ সকল পরিত্যাগ করিবে এবং সুখরূপ ফলদায়ক সত্যভাষণ প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণ অবশ্য করিবে। যিনি দুঃখমোচন ও সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে অবশ্যই অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে হইবে। কারণ পাপাচরণ দুঃখের এবং ধর্ম্মাচরণ সুখের মূল কারণ।

সৎ-সংসর্গে থাকিয়া বিবেকের সাহায্যে সত্যাসত্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে। এ সকল পৃথক পৃথক জানিবে; জীবশরীর অর্থাৎ জীবের পঞ্চকোষ সম্বন্ধে বিচার করিবে।

প্রথম "অন্নময়" কোষ। উহা ত্বক্ হইতে অস্থি পর্য্যন্ত সমস্ত "পৃথিবী"ময়। দ্বিতীয় "প্রাণময়" কোষ। ইহাতে "প্রাণ" অর্থাৎ যাহা ভিতর হইতে বাহিরে যায়; "অপান" যাহা বাহির হইতে ভিতরে আসে; "সমান" যাহা

নাভীস্থ হইয়া সর্ব্বত্র শরীরে রস সঞ্চারিত করে; "উদান", যাহা দ্বারা কণ্ঠস্থ অন্নজল আকৃষ্ট হয় ও বল পরাক্রম বৃদ্ধি পায় এবং "ব্যান" যদ্দ্বারা জীব সমস্ত শারীরিক চেষ্টাদি করে। তৃতীয় "মনোময়" কোষ। ইহাতে মনের সহিত অহঙ্কার ও পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ থাকে। চতুর্থ "বিজ্ঞানময়" কোষ। ইহাতে বুদ্ধি, চিত্ত এবং শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও নাসিকা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকে। এতদ্দ্বারা জীব জ্ঞানাদি কার্য্য সম্পাদন করে। পঞ্চম "আনন্দময়" কোষ। ইহাতে প্রীতি, প্রসন্নতা, অল্পবিস্তর আনন্দ এবং আধার কারণরূপ প্রকৃতি থাকে। এই পঞ্চকোষ দ্বারা জীব সর্ব্ববিধ জ্ঞান, কর্ম্ম উপাসনা প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া থাকে।

অবস্থা ত্রিবিধ—প্রথম "জাগ্রত", দ্বিতীয় "স্বপ্ন" এবং তৃতীয় "সুষুপ্তি"।

শরীর ত্রিবিধ—প্রথম স্থূল শরীর, যাহা দৃষ্ট হয়; দ্বিতীয় পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত, মন এবং বুদ্ধি—এই সপ্তদশ তত্ত্বের সমষ্টিকে "সূক্ষ্ম শরীর" বলে। এই সূক্ষ্মশরীর জীবনে মরণেও জীবের সঙ্গে থাকে। ইহা দ্বিবিধ—প্রথম ভৌতিক অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতের অংশ দ্বারা নির্ম্মিত ও দ্বিতীয় স্বাভাবিক অর্থাৎ জীবের স্বাভাবিক গুণস্বরূপ। এই দ্বিতীয় সূক্ষ্ম এবং ভৌতিক শরীর মুক্তি অবস্থায়ও থাকে। এতদ্দ্বারাই জীব মুক্তিতে সুখ ভোগ করে। তৃতীয় "কারণ শরীর"। ইহাতে সুষুপ্তি অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রা হয়। ইহা প্রকৃতিরূপ বলিয়া সর্ব্বত্র ব্যাপক এবং সকল জীবের পক্ষে একই প্রকার। চতুর্থ "তুরীয় শরীর"। ইহাতে জীব সমাধি দ্বারা পরমাত্মার আনন্দস্বরূপে মগ্ন থাকে।

এই সমাধি সংস্কারজন্য শুদ্ধ শরীরের পরাক্রম মুক্তিতেও যথার্থরূপে সহায়তা করে। সকলেই জানে যে, জীব এই সকল কোষ এবং অবস্থা হইতে পৃথক। কারণ মৃত্যু হইলে সকলেই বলে যে, জীব বহির্গত হইয়া গেল। এই জীবকেই সকল বিষয়ের প্রেরয়িতা, ধর্ত্তা, সাক্ষী, কর্ত্তা এবং ভোক্তা বলা হয়। যদি কেহ বলে যে জীব কর্ত্তা, ভোক্তা নহে তবে জানিবে সে অজ্ঞ ও বিচারহীন। কারণ জীব ব্যতীত জড়পদার্থ সমূহের সুখ-দুঃখ ভোগ অথবা পাপ পুণ্যের কর্তৃত্ব অন্য কাহারও কখনও হইতে পারে না। অবশ্য এই সকলের সম্বন্ধ বশতঃ জীব পাপ-পুণ্যের কর্ত্তা ও সুখ-দুঃখের ভোক্তা হইয়া থাকে। যখন ইন্দ্রিয় অর্থের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত এবং আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রেরণাদ্বারা প্রাণকে উত্তম অথবা অধম কর্ম্মে নিয়োজিত করে,

তখনই উহা বহির্মুখ হইয়া যায়। তখন ভিতর হইতে আনন্দ, উৎসাহ, অভয়, এবং কুকর্ম্মে ভয়, শঙ্কা এবং লজ্জা উৎপন্ন হয়। ইহা অন্তর্য্যামী পরমাত্মার শিক্ষা। যিনি এই শিক্ষানুসারে আচরণ করেন, তিনিই মুক্তিজন্য সুখ প্রাপ্ত হন। যিনি বিপরীত আচরণ করেন, তিনি বন্ধনজন্য দুঃখ ভোগ করেন।

মুক্তির দ্বিতীয় সাধন বৈরাগ্য অর্থাৎ বিবেক দ্বারা সত্যাসত্য জানা, সত্যাচরণ গ্রহণ এবং অসত্যাচরণ বর্জ্জন—ইহাই বিবেক। পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত পদার্থসমূহের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব জানিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা, উপাসনায় তৎপর থাকা, তাঁহার বিরুদ্ধ আচরণ না করা এবং সৃষ্টি হইতে উপকার গ্রহণ করাকে বিবেক বলে।

অতঃপর মুক্তির তৃতীয় সাধন "ষট্ক সম্পত্তি", অর্থাৎ যড়বিধ কর্ম্মানুষ্ঠান। প্রথমতঃ "শম" অর্থাৎ নিজ আত্মাকে অন্তঃকরণের সহিত অধর্ম্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণে রত রাখা। দ্বিতীয়তঃ "দম" অর্থাৎ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ এবং শরীরকে ব্যভিচারাদি কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া জিতেন্দ্রিয় থাকা ও এইরূপ শুভকর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকা। তৃতীয়তঃ "উপরতি", অর্থাৎ দুষ্কর্ম্মকারীদিগের সংসর্গ হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকা। চতুর্থতঃ "তিতিক্ষা", অর্থাৎ নিন্দা, স্তুতি, হানি, লাভ যতই হউক না কেন, হর্ষ-শোক পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা মুক্তিসাধনে রত থাকা। পঞ্চমতঃ "শ্রদ্ধা" অর্থাৎ বেদাদি সত্যশাস্ত্র ও ইহার জ্ঞানদ্বারা পূর্ণ আপ্ত, বিদ্বান্ এবং সত্যোপদেষ্টা মহাত্মাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করা। ষষ্ঠতঃ "সমাধান" অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা। এই ছয়টি মিলিয়া অন্য তৃতীয় সাধন কথিত হয়। চতুর্থ সাধন "মুমুক্ষুত্ব" অর্থাৎ ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্তের যেমন অন্নজল ব্যতীত অপর কিছুতেই প্রীতি থাকে না, সেইরূপ মুক্তিসাধন ও মুক্তি ব্যতীত অপর কিছুতেই প্রীতি না রাখা।

এই চারি "সাধন"। তৎপর চারি "অনুবন্ধ", অর্থাৎ সাধনের পরবর্ত্তী অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। তন্মধ্যে প্রথমতঃ মোক্ষের "অধিকারী", যিনি এই চতুর্ব্বিধ সাধনাযুক্ত, তিনিই মোক্ষের অধিকারী। দ্বিতীয়তঃ "সম্বন্ধ" অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিপ্রতিপাদ্য এবং বেদাদি শাস্ত্র প্রতিপাদক,—এই দুইটিকে সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া অন্বিত করা। তৃতীয়তঃ "বিষয়ী" অর্থাৎ সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম, ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়-বিশিষ্ট পুরুষের নাম "বিষয়ী"। চতুর্থতঃ "প্রয়োজন" অর্থাৎ সমস্ত দুঃখনিবৃত্তির পর পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি-সুখ ভোগ করা। এই চারিটিকে "অনুবন্ধ" বলে।

তদনন্তর "শ্রবণ চতুষ্টয়"—প্রথমতঃ "শ্রবণ" অর্থাৎ যখন কোন বিদ্বান্ উপদেশ প্রদান করেন, তখন শান্তভাবে মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করা। বিশেষতঃ ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণে অত্যন্ত মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। কারণ, সকল বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা সূক্ষ্ম। দ্বিতীয়তঃ শ্রবণের পর "মনন" অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রুতবিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করা। যে বিষয়ে সংশয় হয়; তাহা পুনরায় জিজ্ঞাসা করা এবং শ্রবণকালেও বক্তা ও শ্রোতা উচিত মনে করিলে জিজ্ঞাসা ও সমাধান করা। তৃতীয়তঃ "নিদিধ্যাসন" অর্থাৎ শ্রবণ ও মনন পূর্ব্বক নিঃসন্দেহ হইবার পর সমাধিস্থ হইয়া যাহা শ্রবণ মনন করা হইয়াছে, তাহা ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা এবং যাহা শ্রবণ মনন করা হইয়াছে, তাহা সেইরূপ কিনা জানা। চতুর্থতঃ সাক্ষাৎকার অর্থাৎ পদার্থের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব যথার্থরূপে জানা। এই চারিটিকে "শ্রবণচতুষ্টয়" বলে।

তমোগুণ অর্থাৎ ক্রোধ, মলীনতা, আলস্য-প্রমাদ প্রভৃতি এবং রজোগুণ অর্থাৎ ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, কাম, অভিমান ও বিক্ষেপাদি দোষ হইতে সদা দূরে থাকিয়া সত্ত্ব অর্থাৎ শান্ত প্রকৃতি, পবিত্রতা, বিদ্যা এবং বিচার প্রভৃতি ধারণ করিবে। (মৈত্রী) অর্থাৎ সুখীজনের সহিত মিত্রতা করিবে, (করুণা) অর্থাৎ দুঃখী জনকে দয়া করিবে; (মুদিতা) অর্থাৎ পুণ্যাত্মাদর্শনে আনন্দিত হইবে, (উপেক্ষা) অর্থাৎ দুরাত্মাদিগের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিবে না বা বৈরভাবও পোষণ করিবে না। মুমুক্ষু প্রত্যহ ন্যূনকল্পে দুই ঘণ্টাকাল অবশ্য ধ্যান করিবে। তদ্দ্বারা অভ্যন্তরস্থ মন প্রভৃতি পদার্থ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। দেখ! জীব চেতন বলিয়া জ্ঞানস্বরূপ এবং মনের সাক্ষী। কারণ যখন মন শান্ত, চঞ্চল, প্রফুল্ল অথবা বিষাদযুক্ত হয়, তখন তাহাকে যথার্থরূপে দর্শন করে। সেইরূপ জীব ইন্দ্রিয় ও প্রাণ প্রভৃতির জ্ঞাতা, পূর্ব্বদৃষ্টবিষয়ের স্মরণকর্ত্তা এবং একই সময়ে অনেক পদার্থের বেত্তা, ধারণ ও আকর্ষণ কর্ত্তা; এবং সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক। পৃথক না হইলে এই সকলের স্বতন্ত্র কর্ত্তা, প্রেরয়িতা এবং অধিষ্ঠাতা হইতে পারিত না।

অবিদ্যাঽস্মিতা রাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ ॥

যোগশাস্ত্রে পাদে ২। সূ০ ৩॥

এই সকলের মধ্যে অবিদ্যার স্বরূপ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। পৃথক্ বর্ত্তমান বুদ্ধিকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে না করা "অস্মিতা"। সুখে প্রীতির নাম "রাগ",

দুঃখে অপ্রীতির নাম "দ্বেষ"। প্রাণীমাত্রই ইচ্ছা করে, "আমি সর্ব্বদা এই শরীরেই থাকি, আমার কখনও মৃত্যু না হউক"। মৃত্যুদুঃখ হইতে যে ত্রাস হয়, তাহাকে "অভিনিবেশ" বলে। যোগাভ্যাস এবং বিজ্ঞান দ্বারা এই পঞ্চ ক্লেশ দূরীভূত করিয়া এবং ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্তির পরমানন্দ ভোগ করিতে হইবে।

(প্রশ্ন)—আপনি যেরূপ মুক্তি মানেন, অন্য কেহ সেইরূপ মানে না। দেখ! জৈনগণ মোক্ষশিলা, শিবপুরে যাইয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকাকে, খৃষ্টানগণ চতুর্থ আকাশে বিবাহ, যুদ্ধ, গীত-বাদ্য করা এবং বস্ত্রাদি ধারণপূর্ব্বক আনন্দভোগ করাকে; তদ্রূপ মুসলমানগণ সপ্তম আকাশকে; বামমার্গিগণ শ্রীপুরকে; শৈবগণ কৈলাসকে; বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠকে এবং গোকুলের গোঁসাইগণ গোলকে যাইয়া সুন্দরী স্ত্রী, অন্ন, পানীয়, বস্ত্র এবং স্থানাদি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে থাকাকে মুক্তি মনে করে। পৌরাণিকগণ (সালোক্য) অর্থাৎ ঈশ্বরধামে নিবাস, (সানুজ্য) অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ঈশ্বরের সন্নিকটে অবস্থান, (সারূপ্য) অর্থাৎ উপাস্য দেবতার আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকা, (সামীপ্য) অর্থাৎ সেবকের ন্যায় ঈশ্বরের সমীপে থাকা, এবং (সাযুজ্য) অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হওয়া—এই পাঁচ প্রকারের মুক্তি স্বীকার করেন। বেদান্তিগণ ব্রহ্মে লয় হওয়াকে মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন। (উত্তর)—দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে যথাক্রমে জৈন, খৃষ্টান এবং মুসলমানদিগের মুক্তি বিষয় বিশেষরূপে লিখিত হইবে।

বামমার্গিগণ যে শ্রীপুরে যাইয়া লক্ষ্মীর ন্যায় স্ত্রীসম্ভোগ, মদ্য, মাংসভোজন এবং আমোদ প্রমোদ করাকে মুক্তি মনে করেন, তাহাতে ইহলোক অপেক্ষা অধিক কিছুই নাই। সেইরূপ মহাদেব ও বিষ্ণুসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট পুরুষের পার্ব্বতী ও লক্ষ্মী সদৃশ স্ত্রীর সহিত আনন্দ সম্ভোগ করা সম্বন্ধে এখানকার ধনাঢ্য ও রাজাদিগের অপেক্ষা এইমাত্র অধিক লিখিত হইয়াছে যে, সে স্থানে রোগ হইবে না এবং চিরযৌবন থাকিবে। তাহাদের এই সকল কথা মিথ্যা। কারণ যে স্থানে ভোগ সে স্থানে রোগ, যে স্থানে রোগ, সে স্থানে বার্দ্ধক্য অবশ্য হয়। আর পৌরাণিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, তাহাদের যে পাঁচ প্রকারের মুক্তি আছে, তাহা কৃমি, কীট-পতঙ্গ এবং পশ্বাদিরাও স্বাভাবিকরূপে প্রাপ্ত হয় কি না। সমস্ত লোক ঈশ্বরের এবং সমস্ত জীব তাঁহাতেই অবস্থান করে। সুতরাং "সালোক্য মুক্তি" অনায়াসে পাওয়া যাইতেছে। "সামীপ্য"—ঈশ্বর সর্ব্বত্র

ব্যাপ্ত বলিয়া সকলেই তাঁহার সমীপস্থ। অতএব "সামীপ্য" মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ। "সানুজ্য"—জীব ঈশ্বর অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে ক্ষুদ্র এবং চেতন বলিয়া স্বতঃ বন্ধুবৎ। সুতরাং সানুজ্যমুক্তিও প্রযত্ন ব্যতীত সিদ্ধ হইয়া থাকে। সকল জীব সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মায় ব্যাপ্ত বলিয়া তাঁহার সহিত সংযুক্ত। সুতরাং "সাযুজ্য" মুক্তিও স্বতঃসিদ্ধ। অন্য সাধারণ নাস্তিকগণ মৃত্যুর পর তত্ত্বের সহিত তত্ত্বের মিলন হওয়াকে যে পরম মুক্তি মানে, তাহা কুক্কুর এবং গর্দ্দভাদিও প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই সকল মুক্তি নহে, বরং একপ্রকার বন্ধন। কারণ এই সকল লোক শিবপুর, মোক্ষশিলা, চতুর্থ আকাশ, সপ্তম আকাশ, শ্রীপুর, কৈলাস, বৈকুণ্ঠ এবং গোলককে কোনও এক স্থানবিশেষ ও মুক্তিস্থান বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ঐ সকল স্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মুক্তির অবসান হইয়া যায়। সুতরাং কোন নগরের সীমার মধ্যে নজরবন্দ থাকার ন্যায় একপ্রকার বন্ধন হইবে। যে অবস্থায় জীব ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারে, কোথায়ও প্রতিরুদ্ধ হয় না, এবং যে অবস্থায় কোনও প্রকার ভয়, সংশয় ও দুঃখ থাকেনা তাহাকে মুক্তি বলে। জন্মকে সৃষ্টি এবং মৃত্যুকে প্রলয় বলে। জীব যথাসময়ে জন্মগ্রহণ করে।

(প্রশ্ন)—জন্ম এক না অনেক? (উত্তর)—অনেক। (প্রশ্ন)—অনেক হইলে পূর্ব্বজন্ম ও মৃত্যুর বিষয় স্মরণ হয় না কেন? (উত্তর)—জীব অল্পজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী নহে, এইজন্য স্মরণ থাকেনা। আবার যে মনদ্বারা জানা যায়, তাহাও একই সময়ে দুই জ্ঞান ধারণ করিতে পারে না। পূর্ব্বজন্মের কথা ত দূরে থাকুক, এই দেহেই যখন জীব গর্ভে ছিল, তাহার শরীর গঠিত হইয়াছিল, তৎপশ্চাৎ সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল এবং পঞ্চম বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, ঐ সকল স্মরণ হয় না কেন? আবার জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় নানা বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার পর সুষুপ্তি অর্থাৎ গাঢ়নিদ্রা হইলে, জাগ্রত প্রভৃতি অবস্থার কথা স্মরণ হয় না কেন? যদি কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, "বার বৎসর পূর্ব্বে, ত্রয়োদশ বৎসরের পঞ্চম মাসে, নবম দিনে, দশ ঘটিকার সময় প্রথম মিনিটে তুমি কি করিয়াছিলে? তখন তোমার মুখ, হস্ত, কর্ণ, নেত্র এবং শরীর কোনদিকে কিরূপে ছিল, তুমি কি চিন্তা করিতেছিলে"? তুমি কি উত্তর দিবে? যখন এই শরীরেই এইরূপ, তখন পূর্ব্বজন্মের বিষয় স্মরণ সম্বন্ধে সংশয় করা কেবল বালকের কার্য্য। আর এই সকল স্মরণ হয় না বলিয়াই জীব সুখী। নতুবা সকল জন্মের দুঃখ স্মরণ করিয়া দুঃখে মরিয়া

যাইত। কেহ পূর্ব্ব এবং পরজন্মের কথা জানিতে ইচ্ছা করিলেও সে জানিতে পারে না। কারণ, জীবের জ্ঞান এবং স্বরূপ অল্প। ঈশ্বর ঐ সকল বিষয় জানেন, জীব জানিতে পারে না।

(প্রশ্ন)—যখন জীবের পূর্ব্বজ্ঞান থাকে না এবং ঈশ্বর তাহাকে দণ্ডদান করেন, তখন তাহার সংশোধন হইতে পারে না। কারণ যদি সে জানিত, "আমি এইরূপ কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহারই এই ফল", তাহা হইলেই সে পাপকর্ম্ম হইতে বিরত হইত। (উত্তর)—তুমি কয় প্রকার জ্ঞান স্বীকার কর? (প্রশ্ন)—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা আট প্রকার। (উত্তর)—তবে তুমি সংসারে জন্ম হইতে বিভিন্ন সময়ের রাজ্য, ধন, বিদ্যা, বুদ্ধি, দারিদ্র্য, নির্ব্বুদ্ধিতা, মূর্খতা এবং সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দেখিয়া পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান করিতে পার না কেন? যদি দুইজন লোকের রোগ হয়, তন্মধ্যে একজন চিকিৎসক, অন্য জন চিকিৎসক নহে, তবে যিনি চিকিৎসক তিনি রোগের নিদান অর্থাৎ কারণ জানিতে পারেন, কিন্তু যিনি চিকিৎসাবিদ্যায় অনভিজ্ঞ তিনি জানিতে পারেন না। কারণ এই যে, যিনি চিকিৎসক, তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, অপর ব্যক্তি তাহা করেন নাই। কিন্তু জ্বরাদি রোগ হইলে চিকিৎসানভিজ্ঞ ব্যক্তিও জানিতে পারে যে, কোন কুপথ্য সেবন করায় তাঁহার রোগ হইয়াছে। সেইরূপ জগতে বিচিত্র সুখ-দুঃখ প্রভৃতি কম বেশী দেখিয়া পূর্ব্বজন্মের বিষয় অনুমান করিতে পার না কেন? পূর্ব্বজন্ম না মানিলে, পরমেশ্বর পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। কারণ, তিনি পাপ ব্যতীত দারিদ্র্য প্রভৃতি দুঃখ এবং পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্য ব্যতীত রাজ্য, ধনাঢ্যতা এবং সুবুদ্ধি প্রদান করিবেন কেন? কিন্তু পূর্ব্বজন্মের পাপ-পুণ্য অনুসারে দুঃখ ও সুখ প্রদান করেন বলিয়া পরমেশ্বর যথার্থ ন্যায়কারী। (প্রশ্ন)—একমাত্র জন্ম হইলেও পরমেশ্বর ন্যায়কারী হইতে পারেন। কারণ, রাজা সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান, তিনি যাহা করেন, তাহাই ন্যায়। উদ্যানপালক নিজ উদ্যানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা বৃক্ষ রোপণ করে, তন্মধ্যে সে কোন বৃক্ষকে কর্ত্তন করে, কোন বৃক্ষকে উন্মূলিত করে, কোন বৃক্ষকে রক্ষা ও বর্দ্ধিত করে। সেইরূপ যাঁহার যে বস্তু, তিনি তাহা ইচ্ছানুসারে রাখিতে পারেন। তাঁহার উপর অন্য ন্যায়কারী নাই যিনি তাঁহাকে দণ্ড দিতে পারেন। তিনি কাহাকেও ভয় করেন না। (উত্তর)— পরমাত্মা ন্যায় করিতে ইচ্ছা করেন এবং তিনি কখনও অন্যায় করেন না। এইজন্য তিনি পূজনীয় ও মহান্। ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে তিনি ঈশ্বরই হইতে পারেন না। যেমন উদ্যানপালক নির্ব্বিচারে রাস্তায় অথবা অস্থানে বৃক্ষ

রোপণ করিলে, কর্ত্তনযোগ্য বৃক্ষকে কর্ত্তন না করিলে, অযোগ্য বৃক্ষকে বর্দ্ধিত করিলে এবং যোগ্য বৃক্ষকে বর্দ্ধিত না করিলে দোষভাজন হয়, সেইরূপ বিনা কারণে কার্য্য করিলে ঈশ্বরেও দোষ ঘটে। পরমেশ্বর স্বভাবতঃ পবিত্র এবং ন্যায়কারী। এইজন্য তিনি ন্যায়সঙ্গত কার্য্যই করিয়া থাকেন। উন্মত্তের ন্যায় কার্য্য করিলে তিনি পৃথিবীস্থ একজন উচ্চস্থানীয় ন্যায়াধীশ অপেক্ষাও হীন হইবেন ও কুখ্যাত হইবেন। এ জগতে যোগ্যতা ও উত্তম কর্ম্ম ব্যতীত সম্মান দিলে এবং দুষ্ট কর্ম্ম ব্যতীত দণ্ডদান করিলে কি তাহার নিন্দা ও অকীর্ত্তি হয় না? সুতরাং ঈশ্বর অন্যায় করেন না এবং এই কারণে কাহাকেও ভয়ও করেন না।

(প্রশ্ন)—পরমাত্মা প্রথম হইতেই যাহাকে যে পরিমাণ দেওয়া স্থির করেন তাহাকে সেই পরিমাণই দেন, এবং যাহার জন্য যাহা করা উচিত বিবেচনা করেন, তাহার জন্য তাহাই করেন। (উত্তর)—এবিষয়ে জীবদিগের কর্ম্মানুসারেই বিচার হইয়া থাকে, অন্যথা নহে। অন্যথা হইলে তিনি অপরাধী অথবা অন্যায়কারী হইয়া পড়েন। (প্রশ্ন)—ছোট বড় সকলের দুঃখ একই প্রকার। বড় লোকের বড় চিন্তা, ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র চিন্তা। উদাহরণস্বরূপ, কোন ধনীর লক্ষ টাকার জন্য রাজদ্বারে বিচার উপস্থিত হইলে, তিনি গ্রীষ্মকালে পাল্কী করিয়া বাটী হইতে বিচারালয়ে গমন করেন। তাঁহাকে বাজারের মধ্য দিয়া যাইতে দেখিয়া অজ্ঞ লোকেরা বলিতে থাকে, "পাপ-পুণ্যের ফল দেখ! একজন পাল্কীর মধ্যে আনন্দে বসিয়াছে, অন্যেরা নগ্নপদে আপাদমস্তক ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পাল্কী বহন করিতেছে"। কিন্তু যাহারা বুদ্ধিমান্ তাহারা বুঝিতে পারে যে, আদালত যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই ধনীর মনস্তাপ ও সন্দেহ এবং বাহকদিগের আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া ধনাঢ্য ব্যক্তি এখানে সেখানে যাইবার কথা ভাবিতে থাকেন। একবার মনে করেন, উকীলের নিকট যাই, আবার ভাবেন সেরেস্তাদারের নিকট যাই। আজ জয় কি পরাজয় হইবে জানি না। অন্যদিকে বাহকেরা তামাক খাইতে খাইতে পরস্পর কথোপকথন করে এবং পরে আনন্দে নিদ্রা যায়। যদি ধনাঢ্য ব্যক্তি জয়লাভ করেন, তবে তাঁহার কিঞ্চিৎ আনন্দ হয়, কিন্তু পরাজয় হইলে তিনি দুঃখসাগরে নিমগ্ন হন। বাহকেরা কিন্তু যেমন তেমনই থাকে। এইরূপে রাজা সুন্দর ও সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলেও শীঘ্র নিদ্রা আসে না কিন্তু শ্রমজীবিগণ কঙ্কর-প্রস্তর-মৃত্তিকায় এবং উচ্চ-নীচ ভূমিতেও শয়ন করিয়া শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়ে। এইরূপ সর্ব্বত্র

বুঝিতে হইবে। (উত্তর)—অজ্ঞ লোকেরা এইরূপ মনে করিয়া থাকে। যদি কোন ধনীকে বলা যায়, "তুমি বাহকের কার্য্য কর", এবং বাহককে বলা হয়, "তুমি ধনাঢ্য হও", তাহা হইলে ধনী কখনও বাহক হইতে ইচ্ছা করে না কিন্তু বাহকেরা ধনী হইতে ইচ্ছা করে। সুখদুঃখ সমান হইলে কেহ নিজ নিজ অবস্থা হইতে উন্নত বা অবনত হইতে ইচ্ছা করিত না। দেখ! একজন বিদ্বান্, পুণ্যাত্মা ও ঐশ্বর্য্যশালী রাজার রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, অপর একজন মহাদরিদ্র ঘাসকর্ত্তকের স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। একজন গর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া আজীবন সকল প্রকার সুখ, অপর একজন সকল প্রকার দুঃখ ভোগ করে। একজন ভূমিষ্ট হইবার পর সুন্দর, সুগন্ধযুক্ত জলাদিতে স্নান করে, বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহার নাড়ীচ্ছেদন করা হয়, পরে তাহাকে দুগ্ধপানাদি করান হয়। সে দুগ্ধপান করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাকে মিশ্রি মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ যথেষ্ট দেওয়া হয়। তাহাকে আনন্দিত রাখিবার জন্য ভৃত্য, খেলনা ও বাহন রাখা হয়। সে উত্তম স্থানে লালিত পালিত হওয়াতে আনন্দে খেলা করে। অপর একজনের জঙ্গলে জন্ম হয় বলিয়া সে স্নানের জন্য জলও প্রাপ্ত হয় না। দুগ্ধপান করিতে ইচ্ছা করিলে দুগ্ধদানের পরিবর্ত্তে তাহাকে কীল চড় মারা হয়। তখন সে অত্যন্ত আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে থাকে। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসাও করে না।

পাপ-পুণ্য ব্যতীত জীবের সুখদুঃখ হইলে পরমেশ্বরে দোষ ঘটে। আবার কৃতকর্ম্ম ব্যতীত সুখ-দুঃখপ্রাপ্তি হইলে স্বর্গ-নরকও থাকা উচিত নহে। পরমেশ্বর যদি কর্ম্মব্যতীত এখন সুখ-দুঃখ দিয়া থাকেন, তবে মৃত্যুর পরেও যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে নরকে বা স্বর্গে প্রেরণ করিবেন। তাহা হইলে সকল জীব অধার্ম্মিক হইবে। তাহারা ধর্ম্ম করিবে কেন? কারণ ধর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তাহাদের সন্দেহ হইবে। সমস্তই পরমেশ্বরের অধীন, তাঁহার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ করিবেন। ফলে পাপকর্ম্মে ভয় থাকিবে না এবং সংসারে পাপবৃদ্ধি ও ধর্ম্মক্ষয় হইতে থাকিবে। সুতরাং পূর্ব্বজন্মের পাপ-পুণ্যানুসারে বর্ত্তমান জন্ম এবং বর্ত্তমান ও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে ভবিষ্যৎ জন্ম হইয়া থাকে।

(প্রশ্ন)—মনুষ্য ও পশ্বাদি প্রাণীর শরীরে জীব কি একই প্রকার অথবা বিভিন্ন জাতীয়? (উত্তর)—জীব একই প্রকার। কিন্তু পাপ-পুণ্যের সংযোগ অনুসারে অপবিত্র অথবা পবিত্র হইয়া থাকে। (প্রশ্ন)—মনুষ্যের জীব পশ্বাদিতে এবং পশ্বাদির জীব মনুষ্যের শরীরে, স্ত্রীর জীব পুরুষের শরীরে

এবং পুরুষের জীব স্ত্রীর শরীরে যাতায়াত করে কিনা ? (উত্তর)—হাঁ, অবশ্য যাতায়াত করে। কারণ পাপের বৃদ্ধি এবং পুণ্যের হ্রাস হইলে মনুষ্যের জীব পশ্বাদির নীচদেহ প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ ধর্ম্ম অধিক এবং অধর্ম্ম অল্প হইলে দেব অর্থাৎ বিদ্বানদের শরীর লাভ হয়। পাপ-পুণ্য সমান হইলে সামান্য মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যেও উত্তম, মধ্যম ও অধম পাপপুণ্যানুসারে মনুষ্যাদির উত্তম, মধ্যম ও অধম শরীরপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অধিক পাপের ফল পশ্বাদির শরীরে ভোগ করিবার পর, পুনরায় পাপ-পুণ্য সমান হইলে জীব মনুষ্যশরীর ধারণ করে এবং পুণ্যফল ভোগ করিবার পর পুনরায় মধ্যম মনুষ্যশরীর প্রাপ্ত হয়। জীবের শরীর হইতে বহির্গত হওয়ার নাম "মৃত্যু" এবং শরীরের সহিত সংযুক্ত হওয়ার নাম "জন্ম"।

জীব শরীর ত্যাগ করিবার পর যমালয়ে অর্থাৎ আকাশস্থ বায়ুতে থাকে। কারণ বেদে লিখিত আছে "যমেন বায়ুনা"। সুতরাং যম বায়ুর একটি নাম, গরুড় পুরাণের কল্পিত যম নহে। ইহার বিশেষ খণ্ডন-মণ্ডন একাদশ সমুল্লাসে লিখিত হইবে।

পরে ধর্ম্মরাজ অর্থাৎ পরমেশ্বর জীবকে পাপপুণ্য অনুসারে জন্মদান করেন। জীব ঈশ্বরের প্রেরণায় বায়ু, অন্ন, জল অথবা দেহছিদ্র দ্বারা অপরের শরীরে প্রবেশ করে, তৎপর ক্রমশঃ বীর্য্যে যাইয়া গর্ভে স্থিত হয় এবং শরীর ধারণ করিয়া বহির্গত হয়। যদি স্ত্রীদেহ ধারণ করিবার উপযুক্ত কর্ম্ম থাকে তবে স্ত্রীদেহে, এবং যদি পুরুষদেহ ধারণ করিবার উপযুক্ত কর্ম্ম থাকে, তবে পুরুষদেহে প্রবেশ করে। গর্ভস্থিতি কালে স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গে রজো-বীর্য্য সমান হইলে নপুংসক হয়।

এইরূপে জীব যতকাল উত্তম কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত বহুবিধ জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে নিপতিত থাকে; উত্তম কর্ম্মের ফলে মনুষ্যদিগের মধ্যে উত্তম জন্ম লাভ করে এবং মুক্তি-অবস্থায় জন্মান্তর-দুঃখ রহিত হইয়া মহাকল্প পর্য্যন্ত আনন্দে অবস্থান করে। (প্রশ্ন)—মুক্তি কি এক জন্মে লাভ হয়, অথবা অনেক জন্মে ? (উত্তর)—অনেক জন্মে। কারণ :—

> ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
> ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাঽবরে॥

মুণ্ডক (২। খ০ ২। মং ৮)।

যখন জীবের হৃদয়স্থ অবিদ্যা ও অজ্ঞানরূপী গ্রন্থি কর্ত্তিত হয়, সকল সংশয় ছিন্ন এবং দুষ্ট কর্ম্মের ক্ষয় হয়, তখনই সেই জীব, যে পরমাত্মা তাহার আত্মার অন্তরে

ও বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাতে নিবাস করে। (প্রশ্ন)—মুক্তি অবস্থায় জীব কি পরমেশ্বরে মিশিয়া যায় না পৃথক্ থাকে? (উত্তর)—পৃথক্ থাকে। কারণ, মিশিয়া গেলে মুক্তিসুখ ভোগ করিবে কে? আর তাহাতে মুক্তির যাবতীয় সাধন নিষ্ফল হইয়া যাইবে। তাহা ত মুক্তি নহে, কিন্তু জীবের প্রলয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে জীব পরমেশ্বরের আজ্ঞাপালন, সৎকর্ম্মানুষ্ঠান, সৎসঙ্গ ও যোগাভ্যাস করে এবং পূর্ব্বোক্ত সমস্ত সাধন অবলম্বন করে, সেই মুক্তি লাভ করে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।
সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।
তৈত্তিরী০ (আনন্দব০। অনু০ ১)॥

যে জীবাত্মা স্বীয় বুদ্ধি ও আত্মায় অবস্থিত সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে জানে, সে সেই সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মে থাকিয়া "বিপশ্চিৎ" অনন্ত বিদ্যাযুক্ত ব্রহ্মের সঙ্গে সমস্ত কাম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যে যে আনন্দ কামনা করে, সে সে আনন্দ প্রাপ্ত হয়; ইহাকে মুক্তি বলে। (প্রশ্ন)—জীব যদি শরীর ব্যতীত সাংসারিক সুখ ভোগ করিতে না পারে তবে মুক্তি অবস্থায় শরীর ব্যতীত কিরূপে আনন্দ ভোগ করিতে পারে? (উত্তর)—পূর্ব্বে এ বিষয়ের মীমাংসা করা হইয়াছে। আরও কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর। জীবাত্মা যেমন শরীরের আধারে পার্থিব সুখ ভোগ করে, সেইরূপ পরমেশ্বরের আধারে মুক্তির আনন্দ ভোগ করে। সেই মুক্ত জীব অনন্ত ব্যাপক ব্রহ্মে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি দর্শন করে, অন্য মুক্তাত্মাদিগের সহিত মিলিত হয় এবং সৃষ্টিবিদ্যাক্রমানুসারে দর্শন করিতে করিতে সমস্ত লোক-লোকান্তরে অর্থাৎ সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য লোকে পরিভ্রমণ করে। তখন মুক্তাত্মা তাহার জ্ঞানাতীত বিষয় সমূহ দর্শন করে। জ্ঞান যত অধিক হইতে থাকে আনন্দও তত অধিক হইতে থাকে। মুক্ত অবস্থায় জীবাত্মা নির্ম্মল থাকে সুতরাং পূর্ণ জ্ঞানী হইয়া সন্নিহিত সমস্ত পদার্থ যথার্থরূপে উপলব্ধি করে। এই সুখ বিশেষই স্বর্গ। আর বিষয় তৃষ্ণায় আবদ্ধ হইয়া দুঃখবিশেষ ভোগ করার নাম নরক। সুখের নাম "স্বঃ"। "স্বঃ সুখং গচ্ছতি যস্মিন্ স স্বর্গঃ"। "অতো বিপরীতো দুঃখভোগো নরক ইতি"। সাংসারিক সুখকেই সামান্য স্বর্গ এবং পরমেশ্বর প্রাপ্তিজনিত আনন্দকে বিশেষ স্বর্গ বলে। সকল জীব স্বভাবতঃ সুখাভিলাষী। সকলেই দুঃখ হইতে মুক্তি ইচ্ছা করে।

কিন্তু যতদিন পুণ্যকর্ম্ম না করে এবং পাপ পরিত্যাগ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখমোচন হয় না। কেন না, যাহার কারণ অর্থাৎ মূল আছে, তাহা কখনও নষ্ট হয় না। যেমন :—

ছিন্নে মূলে বৃক্ষো নশ্যতি তথা পাপে ক্ষীণে দুঃখং নশ্যতি ॥

যেমন মূল ছিন্ন হইলে বৃক্ষ নষ্ট হয়, সেইরূপ পাপ দূরীভূত হইলে দুঃখের নাশ হইয়া থাকে। দেখ! মনুস্মৃতিতে পাপ-পুণ্যের বহুপ্রকার গতি বর্ণিত হইয়াছে। যথা :—

মানসং মনসৈবায়মুপভুঙ্‌ক্তে শুভাশুভম্।
বাচা বাচাকৃতং কর্ম্ম কায়েনৈব চ কায়িকম্ ॥ ১ ॥
শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্ ॥ ২ ॥
যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে।
স তদা তদ্‌গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণম্ ॥ ৩ ॥
সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতম্।
এতদ্ ব্যাপ্তিমদেতেষাম্ সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ ॥ ৪ ॥
তত্র যৎপ্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।
প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ ॥ ৫ ॥
যত্তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।
তদ্রজোঽপ্রতিপং বিদ্যাৎ সততং হারি দেহিনাম্ ॥ ৬ ॥
যত্তু স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥ ৭ ॥
ত্রয়াণামপি চৈতেষাং গুণানাং যঃ ফলোদয়ঃ।
অগ্র্যো মধ্যো জঘন্যশ্চ তং প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ ৮ ॥
বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধর্ম্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম্ ॥ ৯ ॥
আরম্ভরুচিতাঽধৈর্য্যমসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণম্ ॥ ১০ ॥

লোভঃ স্বপ্নো ধৃতিঃ ক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা।
যাচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্ ॥ ১১ ॥
যৎ কর্ম্ম কৃত্বা কুর্ব্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি।
তজ্‌জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্ব্বং তামসং গুণলক্ষণম্ ॥ ১২ ॥
যেনাস্মিন্ কর্ম্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুষ্কলাম্।
ন চ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়ং তু রাজসম্ ॥ ১৩ ॥
যৎ সর্ব্বেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্।
যেন তুষ্যতি চাত্মাস্য তৎ সত্ত্বগুণলক্ষণম্ ॥ ১৪ ॥
তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরম্ ॥ ১৫ ॥
মনু০। অ০ ১২ ॥ (শ্লো০ ৮। ৯। ২৫—৩৩। ৩৫—৩৮) ॥

অর্থাৎ মনুষ্য এইরূপে উত্তম, মধ্যম এবং অধম স্বভাব জানিয়া উত্তম স্বভাব গ্রহণ এবং মধ্যম ও অধম স্বভাব পরিত্যাগ করিবে। ইহাও নিশ্চয় জানা আবশ্যক যে, জীব মন, বাণী এবং শরীর দ্বারা যে শুভ অথবা অশুভ কর্ম্ম করে তাহার ফল যথাক্রমে মন, বাণী ও শরীর দ্বারা ভোগ করে অর্থাৎ সুখ-দুঃখ ভোগ করে ॥ ১ ॥ মনুষ্য শরীর দ্বারা চৌর্য্য, পরস্ত্রী গমন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের হত্যা প্রভৃতি কুকর্ম্ম করিলে বৃক্ষাদি স্থাবর জন্ম, বাণী দ্বারা পাপ করিলে পক্ষী ও মৃগাদি জন্ম এবং মন দ্বারা পাপ করিলে চাণ্ডালাদির শরীর লাভ হয় ॥ ২ ॥ যে জীবের শরীরে যে গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, সেই গুণ তাহাকে আত্মবৎ করিয়া তুলে ॥ ৩ ॥ যখন আত্মার জ্ঞান থাকে তখন সত্ত্বগুণ, যখন অজ্ঞান থাকে তখন তমঃ এবং যখন রাগ-দ্বেষ থাকে তখন রজোগুণ প্রবল বলিয়া জানিতে হইবে। এই তিন প্রাকৃতিক গুণ যাবতীয় সাংসারিক পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া আছে ॥ ৪ ॥ এ বিষয়ে জানা আবশ্যক যে, যখন আত্মায় প্রসন্নতা থাকে, মন প্রসন্ন এবং প্রশান্ত অবস্থার ন্যায় শুদ্ধ ভানযুক্ত থাকে, তখন বুঝিতে হইবে যে, সত্ত্বগুণ প্রধান এবং রজঃ ও তমোগুণ অপ্রধান রহিয়াছে ॥ ৫ ॥ যখন আত্মা ও মন দুঃখিত ও অপ্রসন্ন হইয়া বিষয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখন বুঝিতে হইবে যে, রজোগুণ প্রধান এবং সত্ত্ব ও তমোগুণ অপ্রধান রহিয়াছে ॥ ৬ ॥ যখন আত্মা ও মন সাংসারিক পদার্থে বিমোহিত ও বিবেক শূন্য অবস্থায় থাকে এবং বিষয়াসক্তিহেতু

বিতর্ক ও জ্ঞানের উপযুক্ত থাকে না, তখন নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে, আমাতে তমোগুণ প্রধান এবং সত্ত্ব ও রজোগুণ অপ্রধান রহিয়াছে ॥ ৭ ॥ এখন আমরা এই গুণত্রয়ের উত্তম, মধ্যম এবং অধম ফল সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপ আলোচনা করিব ॥ ৮ ॥ বেদাভ্যাস, ধর্ম্মানুষ্ঠান, জ্ঞানোন্নতি, পবিত্রতালাভের ইচ্ছা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধর্ম্মক্রিয়া এবং আত্মচিন্তা সত্ত্বগুণের লক্ষণ ॥ ৯ ॥ যখন রজোগুণের উদয় এবং সত্ত্ব ও তমোগুণের তিরোভাব হয়, তখন কার্য্যারম্ভে রুচি, ধৈর্য্যত্যাগ, অসৎকর্ম্ম গ্রহণ এবং নিরন্তর বিষয়ভোগে প্রীতি হইয়া থাকে। তখনই বুঝিতে হইবে যে, আত্মায় রজোগুণ প্রধানভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ১০ ॥ যখন তমোগুণের আবির্ভাব এবং অন্য দুই গুণের তিরোভাব হয়, তখন অত্যধিক লোভ অর্থাৎ সকল পাপের মূল বৃদ্ধি পায়, অত্যধিক আলস্য ও নিদ্রা ; ধৈর্য্যনাশ, ক্রূরতা, নাস্তিক্য অর্থাৎ বেদ ও ঈশ্বরে অশ্রদ্ধা ; অন্তঃকরণের বিভিন্ন বৃত্তি ও একাগ্রতার অভাব এবং দুষ্ট ব্যসনে বিশেষ আসক্তি হয়, তখন বিদ্বানেরা তাহা তমোগুণের লক্ষণ বলিয়া জানিবেন ॥ ১১ ॥ যখন কোন কর্ম্ম করিতে, কোন কর্ম্ম করিয়া এবং করিবার ইচ্ছা হইলে নিজ আত্মা লজ্জা, শোক ও ভয় অনুভব করে, তখন বুঝিতে হইবে যে, আত্মায় তমোগুণের প্রাবল্য হইয়াছে ॥ ১২ ॥ যখন জীবাত্মা কর্ম্মদ্বারা ইহলোকে বিপুল যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা করে এবং দারিদ্র্য সত্ত্বেও চারণ এবং ভাট প্রভৃতিকে দান দিতে বিরত হয় না, তখন বুঝিতে হইবে যে, আত্মায় রজোগুণ প্রবল হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ যখন মানবাত্মা সর্ব্বত্র জ্ঞানলাভের ইচ্ছা করে, গুণ গ্রহণ করিতে থাকে, সৎকর্ম্মে লজ্জা অনুভব করে না এবং সৎকর্ম্মে প্রসন্ন হয় অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণে রুচি থাকে, তখন বুঝিতে হইবে যে, আত্মায় সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ তমোগুণের লক্ষণ কাম, রজোগুণের লক্ষণ অর্থসংগ্রহের ইচ্ছা এবং সত্ত্বগুণের লক্ষণ ধর্ম্মের সেবা। তমোগুণ অপেক্ষা রজোগুণ এবং রজোগুণ অপেক্ষা সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ ॥ ১৫ ॥

এক্ষণে জীব যে যে গুণ দ্বারা যে যে গতি প্রাপ্ত হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে ঃ—

দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্‌ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ ॥ ১ ॥
স্থাবরাঃ কৃমিকীটাশ্চ মৎস্যাঃ সর্পাশ্চ কচ্ছপাঃ।
পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব জঘন্যা তামসী গতিঃ ॥ ২ ॥

হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শূদ্রা ম্লেচ্ছাশ্চ গর্হিতাঃ।
সিংহা ব্যাঘ্রা বরাহাশ্চ মধ্যমা তামসী গতিঃ॥ ৩॥
চারণাশ্চ সুপর্ণাশ্চ পুরুষাশ্চৈব দাম্ভিকাঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ তামসীষূত্তমা গতিঃ॥ ৪॥
ঝল্লা মল্লা নটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্রবৃত্তয়ঃ।
দ্যূতপানপ্রসক্তাশ্চ জঘন্যা রাজসী গতিঃ॥ ৫॥
রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব রাজ্ঞাং চৈব পুরোহিতাঃ।
বাদযুদ্ধপ্রধানাশ্চ মধ্যমা রাজসী গতিঃ॥ ৬॥
গন্ধর্ব্বা গুহ্যকা যক্ষা বিবুধানুচরাশ্চ যে।
তথৈবাপ্সরসঃ সর্ব্বা রাজসীষূত্তমা গতিঃ॥ ৭॥
তাপসা যতয়ো বিপ্রা যে চ বৈমানিকা গণাঃ।
নক্ষত্রাণি চ দৈত্যাশ্চ প্রথমা সাত্ত্বিকী গতিঃ॥ ৮॥
যজ্বান ঋষয়ো দেবা বেদা জ্যোতীংষি বৎসরাঃ।
পিতরশ্চৈব সাধ্যাশ্চ দ্বিতীয়া সাত্ত্বিকী গতিঃ॥ ৯॥
ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ॥
উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥ ১০॥
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন ধর্ম্মস্যাসেবনেন চ।
পাপান্সংযান্তি সংসারানবিদ্বাংসো নরাধমাঃ॥ ১১॥

মনু০। অ০ ১২। (শ্লোঃ ৪০। ৪২—৫০। ৫২)॥

সাত্ত্বিক মনুষ্য দেব অর্থাৎ বিদ্বান্, রজোগুণান্বিত মনুষ্য মধ্যম ও তমোগুণান্বিত মনুষ্যেরা নীচগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥১॥ যাহারা অত্যন্ত তমোগুণান্বিত, তাহারা স্থাবর বৃক্ষাদি, কৃমি, কীট, মৎস্য, সর্প, কচ্ছপ, পশু এবং মৃগজন্ম প্রাপ্ত হয়॥২॥ যাহারা মধ্যম তমোগুণান্বিত তাহারা হস্তী, অশ্ব, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, নিন্দিত কর্ম্মকারী, সিংহ, ব্যাঘ্র এবং বরাহ অর্থাৎ শূকরজন্ম প্রাপ্ত হয়॥৩॥ যাহারা উত্তম তমোগুণান্বিত, তাহারা চারণ (কবিতা ও দোহা প্রভৃতি রচনা করিয়া মনুষ্যের গুণকীর্ত্তনকারী), সুন্দর পক্ষী, দাম্ভিক পুরুষ অর্থাৎ নিজের আনন্দের জন্য আত্মপ্রশংসাকারী, হিংসক রাক্ষস, পিশাচ এবং অনাচারী অর্থাৎ মদ্যাদি

পানকারী ও অশুচি হয়, এই সব উত্তম তমোগুণের ফল ॥৪॥ যাহারা জঘন্য রজোগুণান্বিত, তাহারা ভল্লা অর্থাৎ তরবারি প্রভৃতি দ্বারা আঘাতকারী, অথবা কোদাল প্রভৃতি দ্বারা খননকারী, মল্লা অর্থাৎ নৌকাদির চালক, নট অর্থাৎ বাঁশ প্রভৃতির উপর লম্ফদান, আরোহণ এবং অবরোহণ প্রভৃতি কলা প্রদর্শনকারী, শস্ত্রধারী ভৃত্য এবং মদ্যপানাসক্ত মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করে। ইহা অধম রজোগুণের ফল ॥৫॥ যাহারা মধ্যম রজোগুণবিশিষ্ট তাহারা রাজা, ক্ষত্রিয়বর্ণস্থ রাজার পুরোহিত, বাদবিবাদকারী, দূত, প্রাড্‌বিবাক (উকিল, ব্যারিষ্টার) এবং যুদ্ধ বিভাগের অধ্যক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে ॥৬॥ যাহারা উত্তম রজোগুণবিশিষ্ট তাহারা গন্ধর্ব্ব (গায়ক), গুহ্যক (বাদিত্রবাদক), যক্ষ (ধনাঢ্য), বিদ্বান্‌দিগের সেবক এবং অপ্সরা অর্থাৎ উত্তম রূপবতী স্ত্রী—এই সকলের জন্মপ্রাপ্ত হয়।৭॥ যাঁহারা তপস্বী, যতি, সন্ন্যাসী, বেদপাঠী, বিমানচালক, জ্যোতির্ব্বিদ্‌ এবং দৈত্য অর্থাৎ দেহরক্ষক মনুষ্য, তাঁহাদিগকে প্রথম সত্ত্ব গুণজনিত কর্ম্মের ফল বলিয়া জানিতে হইবে ॥৮॥ যাঁহারা মধ্যম সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করেন, সেই সব জীব যজ্ঞকর্ত্তা, বেদার্থবিৎ, বিদ্বান্‌, বেদ-বিদ্যুৎ-কালবিদ্যাবিৎ, রক্ষক, জ্ঞানী এবং (সাধ্য) কার্য্যসিদ্ধির জন্য সেবনীয় অধ্যাপক জন্ম প্রাপ্ত হন ॥৯॥ যাঁহারা উত্তম সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট হইয়া উত্তম কর্ম্ম করেন, তাঁহারা ব্রহ্মা অর্থাৎ সকল বেদের বেত্তা, বিশ্বসৃজ্‌ অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিক্রমবিদ্যা জানিয়া বিবিধ বিমানাদি যান-নির্ম্মাণকারী, ধার্ম্মিক, সর্ব্বোত্তমবুদ্ধিসম্পন্ন ও অব্যক্তের জন্মলাভ করেন এবং প্রকৃতির বশিত্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হন ॥১০॥ যাহারা ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া বিষয়াসক্ত হয় ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মাচারী এবং মূর্খ হয়, তাহারা মনুষ্যদিগের মধ্যে নীচ ও দুঃখজনক ঘৃণিত জন্ম প্রাপ্ত হয় ॥১১॥

এইরূপে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের প্রভাবে জীব যেরূপ কর্ম্ম করে, তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা মুক্তিকামী তাঁহারা গুণাতীত অর্থাৎ সমস্ত গুণের স্বভাবে আবদ্ধ না হইয়া মহাযোগী হইয়া মুক্তিসাধন করিবেন। কারণ :—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ১ ॥ [পা০ ১।২]
তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্‌ ॥ ২ ॥ [পা০ ১।৩]

এই সকল পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের সূত্র। মনুষ্য রজোগুণ ও তমোগুণযুক্ত কর্ম্ম হইতে মনকে নিরুদ্ধ করিবে ও শুদ্ধ সত্ত্বগুণযুক্ত কর্ম্ম হইতেও মনকে নিরুদ্ধ করিবে এবং শুদ্ধ সত্ত্বগুণযুক্ত হইবে। পরে সত্ত্বগুণকেও নিরুদ্ধ

করিয়া একাগ্র হইবে অর্থাৎ এক পরমাত্মায় এবং ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্মের অগ্রভাগে চিত্ত নিবদ্ধ রাখিবে অর্থাৎ সকল বিষয় হইতে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিবে ॥১॥ যখন চিত্ত একাগ্র ও নিরুদ্ধ হয়, তখন সর্ব্বদ্রষ্টা ঈশ্বরের স্বরূপে জীবাত্মার স্থিতি হইয়া থাকে ॥২॥ মুক্তির জন্য এই সকল সাধন অবলম্বন করিবে। আর :—

অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ ॥

ইহা সাংখ্যের (১ । ১) সূত্র। আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধীয় পীড়া, আধিভৌতিক অর্থাৎ অন্য প্রাণীদিগের দ্বারা দুঃখপ্রাপ্ত হওয়া এবং আধিদৈবিক অর্থাৎ অতিবৃষ্টি, অতিতাপ, অতিশীত, মন এবং ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় এই ত্রিবিধ দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ পরম পুরুষার্থ।

অতঃপর আচার, অনাচার এবং ভক্ষ্যাঽভক্ষ্য বিষয় লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দসরস্বতীস্বামিনির্ম্মিতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে বিদ্যাঽবিদ্যাবন্ধমোক্ষবিষয়ে নবমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ৯ ॥

অথ দশম সমুল্লাসারম্ভঃ

অথাঽঽচারাঽনাচার ভক্ষ্যাঽভক্ষ্য বিষয়ান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ

এক্ষণে ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান, সুশীলতা, সৎসংসর্গ ও সদ্বিদ্যাগ্রহণে রুচি প্রভৃতি আচার এবং তদ্বিপরীত যাহাকে অনাচার বলে তৎসম্বন্ধে লিখিত হইতেছে ঃ—

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধতঃ ॥ ১ ॥

কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা।
কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ ॥ ২ ॥

সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ।
ব্রতানি যমধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩ ॥

অকামস্য ক্রিয়া কাচিদ্ দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্ ॥ ৪ ॥

বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ ॥ ৫ ॥

সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ ॥ ৬ ॥

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্ ॥ ৭ ॥

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥ ৮ ॥

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥ ৯ ॥

অর্থকামেষ্বসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে।
ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ॥ ১০॥
বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাম্।
কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥ ১১॥
কেশান্তঃ ষোড়শে বর্ষে ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
রাজন্যবন্ধোর্দ্বাবিংশে বৈশ্যস্য দ্ব্যধিকে ততঃ॥ ১২॥
মনু০। (অ০ ২। শ্লোঃ ১-৪।৬।৮।৯।১১-১৩।২৬।৩১)॥

সর্ব্বদা মনুষ্যের এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, যাঁহারা রাগ-দ্বেষবিহীন বিদ্বান্, তাঁহারা যাহা নিত্য সেবন করেন এবং হৃদয় অর্থাৎ আত্মাদ্বারা যাহা সত্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া জানেন, সেই ধর্ম্মই মাননীয় ও আচরণীয়॥১॥ কেননা এ সংসারে অত্যধিক সকামতা অথবা নিষ্কামতা প্রশস্ত নহে। কারণ কামনা দ্বারাই বেদার্থ জ্ঞান ও বেদোক্ত কর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে॥২॥ যদি কেহ বলেন, "আমার কোন ইচ্ছা নাই এবং আমি নিষ্কাম হইয়াছি বা হইব", তবে তাহা কখনও হইতে পারে না। কারণ সকল কাম অর্থাৎ যজ্ঞ, সত্যভাষণাদি ব্রত, যম-নিয়মরূপী ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই সঙ্কল্প হইতে হইয়া থাকে॥৩॥ হস্ত, পাদ, নেত্র ও মন প্রভৃতি কামনা দ্বারাই চালিত হয়। এ সব কামনা দ্বারাই চলে। ইচ্ছা ব্যতীত চক্ষুর উন্মীলন-নিমীলনও হইতে পারে না॥৪॥ এই জন্য সম্পূর্ণ বেদ, মনুস্মৃতি, অন্যান্য ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র, সৎপুরুষদিগের আচার এবং নিজ আত্মার প্রীতিকর কার্য্য, অর্থাৎ যাহাতে ভয়, সংশয় ও লজ্জা উৎপন্ন না হয়, সেই কর্ম্মানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। দেখ, যখনই কেহ মিথ্যা কথা বলে এবং চৌর্য্য আদি কুকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে, তখনই তাহার আত্মায় ভয়, সংশয় ও লজ্জা নিশ্চয় উৎপন্ন হয়। সুতরাং ঐ সকল কর্ম্ম করা উচিত নহে॥৫॥ মনুষ্য উত্তমরূপে বিচার করিয়া জ্ঞাননেত্রের সাহায্যে সমগ্র শাস্ত্র, বেদ, সৎপুরুষদিগের আচার এবং নিজ আত্মার অবিরুদ্ধ ধর্ম্মে প্রবেশ করিবে। সেই ধর্ম্ম শ্রুতি-প্রমাণ অনুসারে নিজ আত্মার অনুকূল হওয়া আবশ্যক॥৬॥ যিনি বেদোক্ত ও বেদানুকূল স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি এবং পরলোকে সর্ব্বোত্তম সুখ ভোগ করেন॥৭॥ শ্রুতিকে বেদ এবং স্মৃতিশাস্ত্রকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলে। তদ্দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করা

আবশ্যক। যে বেদ এবং বেদানুকূল আপ্তগ্রন্থ সমূহের অপমান করে, তাহাকে শ্রেষ্ঠ লোকেরা সমাজচ্যুত করিবেন, কারণ বেদনিন্দককে নাস্তিক বলে ॥৮॥ সুতরাং বেদ, স্মৃতি, সৎপুরুষদিগের আচার এবং নিজ আত্মার জ্ঞানের অনুকূল প্রিয় আচরণ—ধর্ম্মের এই চারি লক্ষণ অর্থাৎ এই সকলের দ্বারাই ধর্ম্ম লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ কিন্তু যিনি ধনলোভে এবং কাম অর্থাৎ বিষয়ভোগে আসক্ত না হন, তাঁহারই ধর্ম্মজ্ঞান হইয়া থাকে। যিনি ধর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে বেদই পরম প্রমাণ ॥ ১০ ॥ অতএব বেদবিহিত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য নিজেদের এবং সন্তানদের কল্যাণের জন্য নিষেকাদি সংস্কার করিবেন। এই সকল সংস্কার ইহজন্মে ও পরজন্মে পবিত্রকারী ॥ ১১ ॥ ব্রাহ্মণের ষোড়শ বর্ষে, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশ বর্ষে এবং বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশ বর্ষে কেশান্ত কর্ম্ম ও ক্ষৌরমুণ্ডন কর্ম্ম হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ এই বিধির পর কেবল শিখা রাখিয়া অন্যান্য কেশ অর্থাৎ শ্মশ্রু, গুম্ফ এবং মস্তকের কেশ সর্ব্বদা মুণ্ডন করিতে থাকিবে, অর্থাৎ আর কখনও রাখিবে না। শীতপ্রধান দেশ হইলে ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবে অর্থাৎ ইচ্ছামত কেশ রাখিবে। উষ্ণপ্রধান দেশ হইলে শিখা সহিত সমস্ত কেশ ছেদন করা উচিত। কারণ মস্তকে কেশ থাকিলে উষ্ণতা অধিক হইয়া থাকে। তাহাতে বুদ্ধির হ্রাস হয়। শ্মশ্রু-গুম্ফ রাখিলে পান-ভোজন উত্তমরূপে হয় না এবং তন্মধ্যে উচ্ছিষ্টও থাকিয়া যায়।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্ ॥ ১ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সন্নিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥ ২ ॥
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ৩ ॥
বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ ॥ ৪ ॥
বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানাক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্ ॥ ৫ ॥

শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥
নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়ান্ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ ॥ ৭ ॥
বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো যদ্যদুত্তরম্ ॥ ৮ ॥
অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ।
অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদম্ ॥ ৯ ॥
ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্ ॥ ১০ ॥
বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণাস্তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রানামেব জন্মতঃ ॥ ১১ ॥
ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ ॥ ১২ ॥
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি ॥ ১৩ ॥
অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োঽনুশাসনম্।
বাক্ চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রযোজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা ॥ ১৪ ॥

মনু০। অ০ ২। (শ্লো০ ৮৮। ৯৩। ৯৪। ৯৭। ১০০। ৯৮।
১১০।১৩৬। ১৫৩-১৫৭। ১৫৯) ॥

যে সকল ইন্দ্রিয় চিত্তহরণকারী বিষয় সমূহে মনকে প্রবৃত্ত করে, সেই সকলকে নিরোধ করিতে চেষ্টা করা মনুষ্যের মুখ্য কর্ত্তব্য। যেমন সারথী অশ্বকে সংযত করিয়া শুদ্ধ-মার্গে চালিত করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত করিয়া অধর্ম্মমার্গ হইতে নিবৃত্ত এবং সর্ব্বদা ধর্ম্মমার্গে চালিত করিবে ॥ ১ ॥ কারণ, ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয়াসক্তি ও অধর্ম্মে চালিত করিলে, মনুষ্যের নিশ্চয়ই দোষ ঘটে, কিন্তু এই সকলকে জয় করিয়া ধর্ম্মপথে চালিত করিলে, অভীষ্টসিদ্ধি হয় ॥ ২ ॥ ইহা নিশ্চিত যে, যেমন অগ্নিতে ইন্ধন ও ঘৃত নিক্ষেপ করিলে অগ্নি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সেইরূপ উপভোগ দ্বারা বিষয় বাসনার উপশম কখনও হয় না বরং উহা

কেবল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইজন্য মনুষ্যের কখনও বিষয়াসক্ত হওয়া উচিত নহে ॥ ৩ ॥ যিনি জিতেন্দ্রিয় নহেন, তাঁহাকে বিপ্রদুষ্ট বলে। তাঁহার কার্য্যদ্বারা বেদজ্ঞান, ত্যাগ, যজ্ঞ, নিয়ম এবং ধর্ম্মাচরণ সিদ্ধ হয় না। কিন্তু যিনি জিতেন্দ্রিয় ও ধার্ম্মিক তাঁহারই এ-সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ অতএব পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং একাদশ মনকে নিজের বশীভূত করিয়া যুক্ত আহার-বিহার ও যোগ দ্বারা শরীর রক্ষা করিয়া সর্ব্বার্থ সিদ্ধ করিবে ॥ ৫ ॥ যিনি স্তুতি শ্রবণে হর্ষ এবং নিন্দা শ্রবণে দুঃখ প্রকাশ করেন না; যিনি প্রীতিকর স্পর্শে সুখ এবং অপ্রীতিকর স্পর্শে দুঃখ অনুভব করেন না; যিনি সুন্দর রূপ দেখিয়া প্রসন্ন এবং কুরূপ দেখিয়া অপ্রসন্ন হন না; যিনি উত্তম ভোজনে আনন্দিত ও নিকৃষ্ট ভোজনে দুঃখিত হন না এবং যিনি সুগন্ধে রুচি ও দুর্গন্ধে অরুচি প্রকাশ করেন না তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় বলে ॥ ৬ ॥ জিজ্ঞাসিত না হইয়া অথবা কপটভাবে জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর দিবে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে জড়ের ন্যায় থাকিবে। অবশ্য অকপট জিজ্ঞাসুকে জিজ্ঞাসিত না হইয়াও উপদেশ প্রদান করিবে ॥ ৭ ॥ প্রথম ধন, দ্বিতীয় বন্ধু, কুটুম্ব ও কুল, তৃতীয় বয়ঃক্রম, চতুর্থ উত্তম কর্ম্ম এবং পঞ্চম শ্রেষ্ঠ বিদ্যা—এই পাঁচটি সম্মানাস্পদ। কিন্তু ধন অপেক্ষা বন্ধু, বন্ধু অপেক্ষা বয়ঃক্রম, বয়ঃক্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম এবং কর্ম্ম অপেক্ষা পবিত্র বিদ্যা, উত্তরোত্তর অধিক সম্মানাস্পদ ॥ ৮ ॥ শত বৎসর বয়স হইলেও বিদ্যা ও বিজ্ঞানবিহীন ব্যক্তি বালক এবং বিদ্যা ও বিজ্ঞানদাতা বালক হইলেও বৃদ্ধের ন্যায় মাননীয়। কারণ সকল শাস্ত্র এবং আপ্ত বিদ্বানেরা অজ্ঞানীকে বালক ও জ্ঞানীকে পিতা বলিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥ অধিক বয়ঃক্রম এবং কেশ শ্বেত হইলেই এবং বহু ঐশ্বর্য্য ও আত্মীয়-স্বজন থাকিলেই কেহ বৃদ্ধ হয় না। কিন্তু ঋষি-মহাত্মাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, যিনি আমাদের মধ্যে বিদ্যায় এবং বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ তিনিই বৃদ্ধ ॥ ১০ ॥ ব্রাহ্মণ জ্ঞানে, ক্ষত্রিয় বলে, বৈশ্য ধন-ধান্যে এবং শূদ্র জন্মে অর্থাৎ অধিক আয়ু দ্বারা বৃদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ মস্তকের কেশ শ্বেত হইলেই কেহ বৃদ্ধ হয় না। কিন্তু কৃতবিদ্য যুবককে জ্ঞানিগণ মহান্ বলিয়া জানেন ॥ ১২ ॥ বিদ্যাহীন ব্যক্তি কাষ্ঠ নির্ম্মিত হস্তী ও চর্ম্ম নির্ম্মিত মৃগের ন্যায়। তাদৃশ মনুষ্যকে জগতে নাম মাত্র মনুষ্য বলা হয় ॥ ১৩ ॥ অতএব বিদ্যাধ্যয়ন দ্বারা বিদ্বান্ ও ধর্ম্মাত্মা হইয়া নির্ব্বৈরভাবে সকল প্রাণীর কল্যাণার্থ উপদেশ প্রদান করিবে। উপদেশ কালে কোমল ও মধুর বাক্য বলিবে। যাঁহারা সত্যোপদেশ দ্বারা ধর্ম্মের বৃদ্ধি ও অধর্ম্মের নাশ করেন সেই সব ব্যক্তিই ধন্য ॥ ১৪ ॥

নিত্য স্নান করিবে। বস্ত্র, অন্ন, পানীয় ও বাসস্থান সমস্ত পবিত্র রাখিবে। কারণ এ-সকল পবিত্র থাকিলে চিত্তশুদ্ধি ও আরোগ্যলাভ হয় ও তদ্দ্বারা পুরুষকার বৃদ্ধি পায়। ময়লা ও দুর্গন্ধ দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত পরিষ্কার করিবে।

আচারঃ প্রথমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ॥ মনু০ অ০ (১।১০৮)॥

সত্যভাষণাদি আচরণকেই বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত আচার বলে।

মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরম্। যজু০ অ০ ১৬। ম০ ১৫॥

আচার্য্যো উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে।

(অথর্ব্ব০ কা০ ১১। ব০ ১৫)॥

মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব।
অতিথিদেবো ভব॥ (তৈত্তিরীয়ারণ্যকে। প্র০ ৭। অনু০ ১১)॥

মাতা-পিতা, আচার্য্য এবং অতিথির সেবা করাকে দেবপূজা বলে। জগতের হিতকর কর্ম্ম করা এবং অনিষ্টকর কার্য্য পরিত্যাগ করাই মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য। নাস্তিক, লম্পট, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর, কপট এবং প্রতারক প্রভৃতি অসৎ লোকের সংসর্গ কখনও করিবে না। সর্ব্বদা আপ্ত, সত্যবাদী, ধর্ম্মাত্মা এবং পরোপকার প্রিয় ব্যক্তিদিগের সংসর্গ করাই শ্রেষ্ঠাচার।

(প্রশ্ন)—আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে বিভিন্ন দেশে গমন করিলে আর্য্যাবর্ত্তবাসী-দিগের আচার নষ্ট হয় কি না? (উত্তর)—মিথ্যা কথা। কারণ যে কোন স্থানে অন্তর-বাহির পবিত্র করা ও সত্যভাষণাদি আচরণ করা হউক না কেন, তদ্দ্বারা কেহ কখনও ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয় না কিন্তু কেহ আর্য্যাবর্ত্তে থাকিয়াও দুরাচারী হইলে তাহাকে ধর্ম্ম ও আচার ভ্রষ্ট বলা হয়। যদি ভিন্ন দেশে গমন করিলে আচার নষ্ট হইত, তাহা হইলে এইরূপ লিখিত হইত না :—

মেরোর্হরেশ্চ দ্বে বর্ষে বর্ষং হৈমবতং ততঃ।
ক্রমেণৈব ব্যতিক্রম্য ভারতং বর্ষমাসদৎ॥
স দেশান্ বিবিধান্ পশ্যংশ্চীনহূণনিষেবিতান্॥ (অ০ ৩২৭)॥

এই শ্লোকগুলি মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্ম বিষয়ে ব্যাস-শুক সংবাদে লিখিত আছে। এক সময়ে ব্যাসদেব তাঁহার পুত্র শুক এবং শিষ্যের

সহিত পাতালে অর্থাৎ আধুনিক আমেরিকায় বাস করিতেছিলেন। শুকাচার্য্য পিতাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আত্মবিদ্যা কি এই পর্য্যন্ত অথবা আরও অধিক? ব্যাসদেব জানিয়াও উত্তর দিলেন না। কারণ, তিনি পূর্ব্বে এ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। অপরকে সাক্ষী করিবার জন্য তিনি পুত্র শুকদেবকে বলিলেন, "হে পুত্র! তুমি মিথিলা নগরীতে যাইয়া জনক রাজাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও। তিনি ইহার সমুচিত উত্তর দিবেন"। পিতার বাক্য শুনিয়া শুকাচার্য্য পাতাল হইতে মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বে মেরু অর্থাৎ হিমালয়ের ঈশান, উত্তর ও বায়ব্য কোণে অবস্থিত দেশের নাম হরিবর্ষ ছিল। বানরকে হরি বলে। ঐ দেশের অধিবাসিগণ বানরের ন্যায় এখনও রক্তমুখ ও পিঙ্গলনেত্র। বর্ত্তমান সময়ে যে দেশের নাম "ইউরোপ", সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম হরিবর্ষ। তিনি সেই দেশ, "হূণ" ও "ইহূদী" দেশও পরিদর্শন করিয়া চীনে আগমন করিলেন। অনন্তর চীন হইতে হিমালয়ে এবং হিমালয় হইতে মিথিলা পুরীতে আগমন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পাতালে অশ্বতরী অর্থাৎ অগ্নিযানে বা বাষ্পীয় পোতে আরোহণপূর্ব্বক পাতালে যাইয়া উদ্দালক ঋষিকে লইয়া মহারাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে উপস্থিত করিয়াছিলেন। গান্ধার অর্থাৎ কান্দাহারের রাজকন্যার সহিত ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হইয়াছিল। পাণ্ডুর স্ত্রী মাদ্রী ইরাণের রাজকন্যা ছিলেন। পাতাল অর্থাৎ আমেরিকার রাজকন্যা উলোপীর সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ হইয়াছিল। দেশ-দেশান্তর ও দ্বীপ-দ্বীপান্তরে যাতায়াত না থাকিলে এ সকল ঘটনা কিরূপে সম্ভব হইত? মনুস্মৃতিতে সমুদ্রগামী জলযানের উপর যে কর-আদায়ের উল্লেখ আছে, তাহাও আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দ্বীপান্তরে যাইবার জন্য সম্ভব ছিল। আর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে সমস্ত পৃথিবীর রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব চতুর্দ্দিকে গমন করিয়াছিলেন। তাহাতে দোষ মনে করিলে তাঁহারা কখনও যাইতেন না। পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্ত-বাসিগণ ব্যবসায় রাজকার্য্য এবং ভ্রমণ উপলক্ষে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেন। আজকাল যে স্পর্শদোষ ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা উৎপন্ন হইয়াছে, মূর্খদিগের ভ্রম এবং অজ্ঞানবৃদ্ধিই তাহার মূল। যাঁহারা দেশ-দেশান্তর ও দ্বীপ-দ্বীপান্তরে গমন করিতে শঙ্কা করেন না, তাঁহারা নানা দেশে নানা জনসংসর্গে আসিয়া ও নানাবিধ রীতি-নীতি দেখিয়া স্বরাজ্যোন্নতি ও বাণিজ্য-বিস্তার করেন এবং নির্ভীক শৌর্য্যবীর্য্যশালী হইয়া উত্তম রীতি-নীতি-গ্রহণ ও দুর্নীতিবর্জ্জনে তৎপর হইয়া

ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠেন। যাহারা ভ্রষ্টাচারিণী ম্লেচ্ছকুলোৎপন্না বেশ্যাদি সমাগমেও আচার ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় না, তাহারাই দেশ-দেশান্তরে সৎপুরুষের সংসর্গে স্পর্শদোষ ঘটে বলিয়া মনে করে। ইহা কেবল মূর্খতা নহে ত কি? অবশ্য এতটা কারণ ত আছে যে, যাহারা মাংস ভক্ষণ এবং মদ্যপান করে তাহাদের শরীর এবং বীর্য্যাদি ধাতুও দুর্গন্ধাদি দোষে দূষিত হয়। এইজন্য তাহাদের সংসর্গ করিলে আর্য্যদিগের মধ্যেও এই সমস্ত দোষ ঘটিতে পারে, ইহা যথার্থ বটে। কিন্তু যখন তাহাদের সহিত মেলা-মেশায় ও তাহাদের গুণগ্রহণে কোন দোষ অথবা পাপ হয় না, তখন তাহাদের মদ্যপানাদি দোষ বর্জ্জনপূর্ব্বক তাহাদের গুণগ্রহণ করিতে কোন ক্ষতি নাই। মূর্খেরা তাহাদিগকে স্পর্শ এবং দর্শন করাও পাপ মনে করে। তজ্জন্য ইহারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেও পারে না কারণ, যুদ্ধ করিতে হইলে দেখা এবং স্পর্শ করা আবশ্যক হয়। রাগ-দ্বেষ, অন্যায় এবং মিথ্যাভাষণাদি দোষ বর্জ্জন করিয়া নির্ব্বৈরভাব, প্রীতি, পরোপকার এবং সৌজন্য প্রভৃতি অবলম্বন করাই সজ্জনদিগের পক্ষে সদাচার। ইহাও জানা আবশ্যক যে, ধর্ম্ম আমাদের আত্মা ও কর্ত্তব্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। যদি আমরা উত্তম কর্ম্ম করি, তবে আমাদের দেশ-দেশান্তর এবং দ্বীপ-দ্বীপান্তর গমনে কোনও দোষ হইতে পারে না। দোষ কেবল পাপকর্ম্মেই ঘটিয়া থাকে। অবশ্য বেদোক্ত ধর্ম্মের প্রতিপাদন এবং অসত্য মতের খণ্ডন অবশ্যই শিক্ষা করিতে হইবে, যেন কেহ আমাদিগকে মিথ্যা প্রতীতি জন্মাইতে না পারে। দেশ-দেশান্তর ও দ্বীপ-দ্বীপান্তরে রাজত্ব অথবা বাণিজ্য ব্যতীত কখনও কি স্বদেশের উন্নতি হইতে পারে? যদি কোন দেশের অধিবাসিগণ কেবল স্বদেশেই বাণিজ্য করে এবং বিদেশীয়গণ তাহাদের দেশে আসিয়া বাণিজ্য ও রাজত্ব করে, তবে সে দেশে দারিদ্র্য ও দুঃখ ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না। ভণ্ড ও ধূর্ত্তগণ জানে যে, জনসাধারণকে বিদ্যাশিক্ষা ও দেশ-দেশান্তর-গমনের অনুমতি দেওয়া হইলে তাহারা বুদ্ধিমান্ হইয়া উঠিবে এবং প্রতারণার জালে পতিত হইবে না। তাহাতে তাহাদের মর্য্যাদা ও জীবিকা নষ্ট হইবে। এইজন্য তাহারা গ্রাসাচ্ছাদন সম্বন্ধে গোলযোগ বাধাইয়া থাকে, যেন কেহ বিদেশে যাইতে না পারে। অবশ্য এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত যে, কেহ যেন কখনও ভ্রমক্রমেও মদ্য-মাংস গ্রহণ না করে।

যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা কি নিশ্চিতরূপে জানেন না যে, যুদ্ধকালে রাজ-পুরুষদিগের মধ্যে "চৌকা" (প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক পৃথক সীমাবদ্ধ ভোজন-স্থান)

রচনা করিয়া পৃথক রন্ধন ও ভোজন ব্যবস্থা অবশ্যই পরাজয়ের হেতু ? কিন্তু এক হস্তে ভোজন ও জলপান করিতে থাকা, আর অশ্ব, হস্তী অথবা রথের উপর আরোহণ বা পদব্রজে গমন করিয়া অন্য হস্তে শত্রু বিনাশ করিতে করিতে বিজয়লাভ করাই ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে সদাচার এবং পরাজিত হওয়াই অনাচার। মূঢ়তাবশতঃ এই সকল লোক "চৌকা" লাগাইয়া ও পরস্পর বিরোধ করিয়া, অপরের সহিত বিরোধ বাধাইয়া, সকল স্বাধীনতা, আনন্দ, ধন, রাজ্য, বিদ্যা ও পুরুষকারের উপর "চৌকা" রচনা করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া ইচ্ছা করিতেছে, "যদি কিছু আহার্য্য পাই, তবে রন্ধন করিয়া ভোজন করি" কিন্তু তাহা হয় না। এইরূপে তাহারা সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তকে "চৌকায়" পরিণত করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। অবশ্য ভোজনের স্থান ধোয়া, লেপন করা, ঝাঁট দেওয়া ও আবর্জ্জনা দূর করা বিষয়ে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদিগের ন্যায় কদর্য্য পাকশালা রাখা উচিত নহে।

(প্রশ্ন)—সখরী ও নিখরী কাহাকে বলে ? (উত্তর)—জলাদিতে অন্ন পাক করা হইলে সখরী হয়। ঘৃত ও দুগ্ধে পাক করা হইলে নিখরী অর্থাৎ চোখী হয়। ইহাও ধূর্ত্তদিগের প্রচলিত ছলচাতুরী মাত্র। কারণ অধিক ঘৃত ও দুগ্ধ মিশ্রিত বস্তু খাইতে সুস্বাদু সুতরাং অধিকমাত্রায় স্নেহজাতীয় পদার্থ উদরে দিবার জন্য তাহারা এই প্রপঞ্চ রচনা করিয়াছে। অগ্নিতে অথবা কালক্রমে পক্ক বস্তুকে "পাকা" এবং যাহা রন্ধন করা হয় না, তাহাকে "কাঁচা" বলে। পক্ক ভোজ্য, অপক্ক অভোজ্য—এইরূপ সাধারণ নিয়ম চলে না। কারণ ছোলা প্রভৃতি কাঁচাও ভোজন করা হইয়া থাকে। (প্রশ্ন)—দ্বিজগণ স্বহস্তে পাক করিয়া খাইবেন, না শূদ্রের হস্তে পাক করাইয়া ভোজন করিবেন ? (উত্তর)—শূদ্রের হস্তে প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিবেন। কারণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের নরনারী বেদাধ্যাপন, রাজ্যপালন, পশুপালন, কৃষি এবং বাণিজ্যে তৎপর থাকিবেন। শূদ্রের পাত্রে বা তাহার গৃহে পক্ক অন্ন আপৎকাল ব্যতীত ভোজন করিবে না। প্রমাণ শুনুন :—

আর্য্যাধিষ্ঠিতা বা শূদ্রাঃ সংস্কর্ত্তারঃ স্যুঃ ॥

আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র। (প্রপাঠক ২। পটল ২। খণ্ড ২। সূত্র ৪)॥

ইহা আপস্তম্বের সূত্র। আর্য্যদিগের গৃহে শূদ্র অর্থাৎ মূর্খ স্ত্রীপুরুষেরা রন্ধন প্রভৃতি সেবাকার্য্য করিবে। কিন্তু তাহার শরীর ও বস্ত্রাদি পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক। আর্য্যদিগের গৃহে রন্ধন করিবার সময় মুখ বাঁধিয়া রন্ধন করিবে। যেন মুখ হইতে উচ্ছিষ্ট এবং নির্গত প্রশ্বাস অন্নে না পড়ে। প্রত্যেক অষ্টম দিবসে ক্ষৌর কর্ম্ম ও নখচ্ছেদন করাইবে। স্নান করিয়া রন্ধন করিবে। আর্য্যদিগকে ভোজন করাইবার পর নিজেরা ভোজন করিবে।

(প্রশ্ন)—যখন শূদ্রস্পৃষ্ট অন্নভোজনও দোষজনক তখন তাহার হস্তে পক্ক অন্ন কিরূপে ভোজন করা যাইতে পারে? (উত্তর)—ইহাও কপোল কল্পিত মিথ্যা কথা। জানিবেন যিনি গুড়, চিনি, ঘৃত, দুগ্ধ, আটা, শাক এবং ফলমূল ভোজন করিয়াছেন, তিনি জগতের সমস্ত লোকের হস্তে প্রস্তুত খাদ্য ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছেন। কারণ যখন শূদ্র, চামার, মেথর, মুসলমান এবং খৃষ্টান প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে ইক্ষু কর্ত্তন করে, ছাড়ায় এবং পেষণ করিয়া রস নির্গত করে, তখন মল-মূত্র পরিত্যাগ করিবার পর হাত না ধুইয়াই উহা স্পর্শ ও উত্তোলন করে ও ধরে এবং ইক্ষুদণ্ড অর্দ্ধেক চুষিয়া রস পান করিয়া বাকী অর্দ্ধেক তন্মধ্যে নিক্ষেপ করে। রস পাক করিবার সময় ঐ রসে রুটিও সিদ্ধ করিয়া ভোজন করে। চিনি প্রস্তুত করিবার সময় পুরাতন জুতা দ্বারা উহা ঘর্ষণ করে। সেই জুতার তলায় মল-মূত্র-গোবর এবং ধূলা লাগিয়া থাকে। তাহারা দুগ্ধের মধ্যে তাহাদের গৃহের উচ্ছিষ্ট পাত্রের জল ঢালে, সেই উচ্ছিষ্ট পাত্রে ঘৃতাদি রাখে; আটা পিষিবার সময় সেইরূপ উচ্ছিষ্ট হস্তে উত্তোলন করে। তখন আটায় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মও পড়িতে থাকে ইত্যাদি। ফল-মূল কন্দেও ঐরূপ লীলা-খেলা হইয়া থাকে। এই সকল সামগ্রী ভোজন করা হইলে, সকলের হস্তের অন্ন ভোজন করা হয়। (প্রশ্ন)—ফল-মূল কন্দ ও রস প্রভৃতি অদৃষ্ট বস্তুতে দোষ মনে করি না। (উত্তর)—বাহবা! সত্য কথা! এইরূপ উত্তর না দিলে কি ছাই ভস্ম খাইতে? গুড়, চিনি মিষ্ট লাগে, ঘৃত-দুগ্ধ পুষ্টিকর, এইজন্য স্বার্থপর লোকেরা কি না রচনা করিয়াছে! যদি অদৃষ্ট বস্তুতে দোষ না হয়, তবে কোন মেথর অথবা মুসলমান অন্য স্থানে স্বহস্তে কোন খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিলে ভোজন করিবে কি না? যদি বল "না", তবে অদৃষ্টেও দোষ আছে। অবশ্য মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি মাংসাহারী ও মদ্যপায়ী দিগের হস্তে প্রস্তুত অন্নভোজনে আর্য্যদিগের মদ্যপান ও মাংসাহারের অপরাধ হইতে পারে। কিন্তু আর্য্যদিগের পরস্পরের মধ্যে একরূপ ভোজন হওয়া বিষয়ে কোন দোষ দৃষ্ট হয় না। যতদিন পরস্পরের মধ্যে এক মত, এক লাভ-ক্ষতি এবং এক সুখ-দুঃখ বোধ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত উন্নতি হওয়া সুকঠিন।

তবে কেবল একরূপ খাদ্য ও পানীয় হইলেই সংস্কার হইতে পারেনা। যতদিন কুকর্ম্ম পরিত্যাগ ও সৎকর্ম্ম গ্রহণ করা না হয়, ততদিন উন্নতির পরিবর্ত্তে অনিষ্ট হইয়া থাকে। আর্য্যদিগের পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য, মতভেদ, ব্রহ্মচর্য্য ও পঠন-পাঠনের অভাব, বাল্যকালে অস্বয়ংবর বিবাহ, বিষয়াসক্তি, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি দোষ এবং বেদ-বিদ্যা প্রচারের অভাব ইত্যাদি কুকর্ম্ম আর্য্যাবর্ত্তে বিদেশীয় রাজত্বের কারণ। যখন ভাই ভাই পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদে লিপ্ত থাকে, তখনই তৃতীয় পক্ষ বিদেশী আসিয়া মধ্যস্থ হইয়া বসে। পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা কি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ? দেখ! মহাভারতের যুদ্ধে সকলে যুদ্ধস্থলে বাহনের উপর থাকিয়াই পান-ভোজন করিতেন। পরস্পরের মধ্যে অনৈক্যবশতঃ কুরু-পাণ্ডব এবং যাদবদিগের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। কিন্তু এখনও সেই রোগ পিছে লাগিয়াই আছে। জানিনা এই ভীষণ রাক্ষস কখনও ছাড়িয়া যাইবে, না আর্য্যদিগকে সর্ব্বসুখে বঞ্চিত করিয়া দুঃখসাগরে ডুবাইয়া মারিবে। আর্য্যগণ আজ পর্য্যন্তও সেই জ্ঞাতিহন্তা, স্বদেশনাশক, নীচ দুর্য্যোধনের দুষ্ট মার্গের অনুসরণ করিয়া দুঃখবৃদ্ধি করিতেছে। পরমেশ্বর কৃপা করুন, যেন আর্য্যদিগের এই মহাব্যাধি বিনষ্ট হয়।

ভক্ষ্যাভক্ষ্য দ্বিবিধ। প্রথমতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত, দ্বিতীয়তঃ চিকিৎসাশাস্ত্রোক্ত। ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত যথা :—

অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রভবানি চ ॥ মনু০ (৫ । ৫) ॥

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এবং শূদ্রেরাও অপবিত্র ও মল-মূত্রাদির সংসর্গজাত শাক, ফল-মূল প্রভৃতি ভোজন করিবে না।

বর্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ। মনু০ (। ২ । ১৭৭) ॥

মদ্য, গঞ্জিকা, সিদ্ধি এবং অহিফেন প্রভৃতি বিবিধ মাদক দ্রব্য পরিত্যাজ্য।

বুদ্ধিং লুম্পতি যদ্দ্রব্যং মদকারী তদুচ্যতে ॥

(শার্ঙ্গধর। অ০ ৪। শ্লো০ ২১) ॥

বুদ্ধিনাশক দ্রব্য কখনও সেবন করিবে না। পচা, বিকৃত, দূষিত, কুপক্ক এবং মদ্যমাংসাহারী ম্লেচ্ছদিগের হস্তে প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিবে না। কারণ তাহাদের শরীর মদ্য মাংসের পরমাণুতে পরিপূর্ণ।

কোনও উপকারী পশুর হিংসা করিবে না। একটি গাভীর শরীর হইতে দুগ্ধ, ঘৃত, বৃষ এবং অন্য গাভী উৎপন্ন হয়। তাহাতে একটি গাভীর দ্বারা উহার এক পুরুষে চারি লক্ষ পঁচাত্তর সহস্র ছয় শত মনুষ্য সুখভোগ করে। এমন পশুকে হত্যা করিবে না এবং করিতে দিবে না।

যদি কোন একটি গাভী হইতে প্রতিদিন বিশ সের এবং অন্য একটি গাভী হইতে দুই সের দুগ্ধ পাওয়া যায়, তবে প্রত্যেকটি গাভী হইতে প্রতিদিন গড়ে এগার সের দুগ্ধ হয়। কোন কোন গাভী ১৮ মাস এবং কোন কোন গাভী ছয় মাস পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়, তাহাতে গড়ে বার মাস হয়। সুতরাং প্রত্যেক গাভীর আজীবন দুগ্ধদ্বারা ২৪৯৬০ (চব্বিশ সহস্র নয় শত ষাট) মনুষ্য একবার তৃপ্ত হইতে পারে। যদি এক একটি গাভীর ছয় ছয়টি করিয়া বৎস ও বৎসতরী হইয়া থাকে এবং যদি প্রত্যেকটি গাভীর দুইটি করিয়া মরিয়াও যায়, তথাপি প্রত্যেক গাভীর দশটি করিয়া অবশিষ্ট থাকে। তন্মধ্যে পাঁচটি গাভীর সারাজীবনের দুগ্ধ একত্র করিলে ১২৪৮০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার আট শত) মনুষ্য তৃপ্ত হইতে পারে। অবশিষ্ট পাঁচটি বৃষ সমস্ত জীবনে ন্যূনপক্ষে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) মণ অন্ন উৎপন্ন করিতে পারে। যদি তাহা হইতে প্রত্যেক মনুষ্য তিন পোয়া করিয়া অন্ন ভোজন করে, তবে আড়াই লক্ষ মনুষ্যের তৃপ্তি হয়। সুতরাং দুগ্ধ এবং অন্ন একত্র করিলে ৩৭৪৮০০ (তিন লক্ষ চুয়াত্তর সহস্র আট শত) মনুষ্য তৃপ্ত হয়। উভয় সংখ্যা একত্র করিলে একটি গাভীর দ্বারা উহার এক জীবনে ৪৭৫৬০০ (চারি লক্ষ পঁচাত্তর সহস্র ছয় শত) মনুষ্য একবার পালিত হয়। যদি বংশানুবংশের বৃদ্ধি হিসাবে গণনা করা হয়, তবে অসংখ্য মনুষ্যের পালন হয়। এতদ্ব্যতীত বৃষ গাড়ী টানে, বাহনের কার্য্য এবং ভারোত্তোলন প্রভৃতি কার্য্য করে। তদ্দ্বারা মনুষ্যের অনেক উপকার হয়। বিশেষতঃ গোদুগ্ধ অধিক উপকারী। বৃষের ন্যায় মহিষও উপকারী। কিন্তু গোদুগ্ধ এবং গব্য ঘৃত দ্বারা বুদ্ধিবৃদ্ধি হওয়াতে যত লাভ হয়, মহিষের দুগ্ধে তত হয় না। এইজন্য আর্য্যগণ গাভীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হিতকারী বলিয়া গণনা করিয়াছেন। বিদ্বান্ মাত্রেরই এইরূপ করা উচিত।

ছাগদুগ্ধ দ্বারা ২৫৯২০ (পঁচিশ সহস্র নয় শত বিশ) মনুষ্যের পালন হয়। সেই রূপ হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, মেষ এবং গর্দ্দভ প্রভৃতি পশু দ্বারাও মহোপকার

হইয়া থাকে *। যাহারা এই সকল পশুকে হত্যা করে, তাহাদিগকে নরহন্তাকারী বলিয়া জানিবে।

দেখ! আর্য্যদিগের রাজত্বকালে এই সকল মহোপকারী গবাদি পশুকে হত্যা করা হইত না। সে সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মনুষ্যাদি সকল প্রাণী আনন্দে জীবনযাপন করিত। কারণ দুগ্ধ, ঘৃত এবং বৃষ প্রভৃতি পশুর আধিক্যবশতঃ প্রচুর অন্ন ও দুগ্ধ পাওয়া যাইত। যখন মাংসাহারী, মদ্যপায়ী এবং গবাদি পশুর হত্যাকারী বিদেশীয়গণ রাজ্যাধিকারী হইল, তখন হইতে আর্য্যদিগের ক্রমশঃ দুঃখ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কারণ :—

নষ্টে মূলে নৈব ফলং ন পুষ্পম্ ॥ (বৃদ্ধচাণক্য। অ০ ১০।১৩)॥

যখন বৃক্ষের মূলই কর্ত্তিত হয় তখন ফল ফুল কোথা হইতে আসিবে? (প্রশ্ন)—সকলেই অহিংসক হইলে ব্যাঘ্রাদি পশু এত বৃদ্ধি পাইবে যে, তাহারা গবাদি পশুকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিবে ও পুরুষকার ব্যর্থ হইবে। (উত্তর)—অনিষ্টকারী পশু ও মনুষ্যদিগকে দণ্ডদান এবং বধ করা রাজ-পুরুষদিগের কর্ত্তব্য। (প্রশ্ন)—তবে কি এ সকল পশুর মাংস ফেলিয়া দিবে? (উত্তর)—ইচ্ছা হয় ফেলিয়া দিবে, কুকুরাদি মাংসাহারী পশুদিগকে ভক্ষণ করাইবে জ্বালাইয়া দিবে অথবা কোন মাংসাহারীকে ভোজন করাইবে। তাহাতে সংসারের কিছুই ক্ষতি হইবে না কিন্তু সেই মাংসাহারী মনুষ্যের স্বভাব হিংস্র হইতে পারে। যে সকল ভোজ্য বস্তু হিংসা, চৌর্য্য, বিশ্বাস-ঘাতকতা এবং ছল-শঠতাদি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অভক্ষ্য। যাহা অহিংসা ও পুণ্যকর্ম্মাদি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই ভক্ষ্য। যে সকল বস্তু দ্বারা স্বাস্থ্যলাভ, রোগনাশ, বুদ্ধি-বল-পরাক্রম এবং আয়ুবৃদ্ধি হয়, সেই তণ্ডুল, গোধুম, ফল-মূল-কন্দ, ঘৃত-দুগ্ধ-মিষ্টান্ন ইত্যাদি যথোচিত পাক ও মিশ্রিত করিয়া যথাসময়ে পরিমিত ভোজন করিবে। এই সকলকে ভক্ষ্য বলে। যে সকল পদার্থ নিজ প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও বিকার উৎপাদনকারী, সেই সকল সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। যাহার পক্ষে যে বস্তু বিহিত, সে তাহাই গ্রহণ করিবে। ইহাকেও ভক্ষ্য বলে।

(প্রশ্ন)—এক সঙ্গে ভোজনে কি কোন দোষ আছে? (উত্তর)—দোষ আছে। কারণ একজনের সহিত অপর একজনের স্বভাব ও প্রকৃতির

* ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা "গোকরুণানিধি" পুস্তিকায় করা হইয়াছে।

মিল হয় না। কুষ্ঠরোগীর সহিত ভোজনে সুস্থ ব্যক্তির শোণিত বিকৃত হয়। সেইরূপ অন্য লোকের সহিত ভোজন করিলেও কিছু না কিছু বিকৃতি ঘটে, সংশোধন হয় না এইজন্য :—

নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদ্দদ্যান্নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা।
ন চৈবাত্যশনং কুর্য্যান্নচোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্‌ব্রজেৎ॥ মনু০ (২। ৫৬)॥

কাহাকেও নিজের উচ্ছিষ্ট দিবে না। কাহারও সহিত একপাত্রে ভোজন করিবে না। অধিক ভোজন করিবে না। ভোজনের পর মুখ হাত না ধুইয়া ইতস্ততঃ যাতায়াত করিবে না। (প্রশ্ন)—তাহা হইলে "গুরোরুচ্ছিষ্ট-ভোজনম্", এই বাক্যের কি অর্থ হইবে? (উত্তর)—উক্ত বাক্যের অর্থ এই যে, গুরুর ভোজনের পর পৃথক্ রক্ষিত শুদ্ধ অন্ন ভোজন করিবে অর্থাৎ গুরুকে ভোজন করাইবার পর শিষ্যের ভোজন করা উচিত। (প্রশ্ন)—যদি উচ্ছিষ্ট মাত্রই নিষিদ্ধ হইল, তবে মধুমক্ষিকার উচ্ছিষ্ট মধু, গোবৎসের উচ্ছিষ্ট দুগ্ধ, নিজের একগ্রাস ভোজনের পর নিজের যে উচ্ছিষ্ট তাহাও ভোজন করা উচিত নহে। (উত্তর)—মধু নামমাত্র উচ্ছিষ্ট। উহা অনেক ঔষধির সার হইতে গৃহীত হয়। গোবৎস উহার মাতার নিঃসৃত দুগ্ধ বাহির হইতে পান করে, ভিতরের দুগ্ধ পান করিতে পারে না সুতরাং উহা উচ্ছিষ্ট নহে। গোবৎসের দুগ্ধ পানের পর জল দ্বারা উহার মাতার স্তন প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ পাত্রে দুগ্ধ দোহন করা উচিত। নিজের উচ্ছিষ্ট নিজের পক্ষে বিকারজনক হয় না। দেখ! ইহা স্বভাবসিদ্ধ যে, কাহারও উচ্ছিষ্ট কেহ ভোজন করিবে না। নিজের মুখ, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, উপস্থ এবং গুহ্যেন্দ্রিয়ের মলমূত্রাদি স্পর্শে ঘৃণা হয় না, কিন্তু অপরের মলমূত্র স্পর্শ করিতে ঘৃণা হয়। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, এই ব্যবহার সৃষ্টিক্রমের বিপরীত নহে। অতএব মনুষ্যমাত্রই কেহ কাহারও উচ্ছিষ্ট বা ভুক্তাবশেষ ভোজন করিবে না।

(প্রশ্ন)—ভাল, স্বামী ও স্ত্রীরও কি পরস্পরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করা উচিত নহে? (উত্তর)—না। কারণ তাহাদেরও শরীর বিভিন্ন প্রকৃতির। (প্রশ্ন)— বলুন মহাশয়! মনুষ্য মাত্রেরই হস্তপক্ক দ্রব্য ভোজনে দোষ কি? ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলের শরীর অস্থি, মাংস ও চর্ম্মনির্ম্মিত। ব্রাহ্মণের শরীরে যেরূপ শোণিত আছে, চাণ্ডালাদির শরীরেও সেইরূপ শোণিত আছে। তবে মনুষ্যমাত্রেরই হস্তপক্ক অন্ন ভোজনে দোষ কি? (উত্তর)—দোষ আছে।

কারণ যে সকল উত্তম সামগ্রী ভোজন ও পান দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর শরীরে দুর্গন্ধাদি দোষ বিহীন রজো-বীর্য্য উৎপন্ন হয়, চাণ্ডাল ও চাণ্ডালীর শরীরে সেরূপ হয় না। তাহাদের শরীর যেমন দুর্গন্ধের পরমাণুতে পূর্ণ থাকে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সেরূপ থাকেনা। এইজন্য ব্রাহ্মণাদি উত্তম বর্ণের হস্তে ভোজন করিবে। চণ্ডাল, মেথর, চামার প্রভৃতি নিম্নস্তরের লোকদিগের হস্তে ভোজন করিবে না। ভাল, যদি কেহ তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে—মাতা, শ্বশ্রূ, ভগ্নী, কন্যা এবং পুত্রবধূ প্রভৃতির শরীর যেরূপ চর্ম্ম নির্ম্মিত, তোমার স্ত্রীর শরীরও সেইরূপ। তবে কি তুমি মাতা এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের সহিতও নিজ স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করিবে, তখন তোমাকে সংকুচিত হইয়া চুপ করিয়াই থাকিতে হইবে। যেমন উত্তম অন্ন হস্ত ও মুখ দ্বারা ভোজন করা হয় সেইরূপ যদি দুর্গন্ধ অন্নও ভোজন করা যাইতে পারে, তবে কি মলাদিও ভক্ষণ করিবে? তাহাও কি হইতে পারে? (প্রশ্ন)—যদি গোময় দ্বারা আহারস্থান লেপন করা হয়, তবে নিজের মল দ্বারা তাহা করা হইবে না কেন? আর গোময় লেপনে রন্ধনশালা অপবিত্র হয় না কেন? (উত্তর)—মনুষ্যের মলে যেরূপ দুর্গন্ধ হয়, গোময়ে সেরূপ হয় না। গোময় মসৃণ বলিয়া শীঘ্র উঠিয়া যায় না। তাহাতে বস্ত্র বিকৃত বা মলিন হয় না। মৃত্তিকা হইতে যেরূপ ময়লা জন্মে, শুষ্ক গোময় হইতে সেরূপ হয় না। মৃত্তিকা ও গোময় দ্বারা যে স্থান লেপন করা হয়, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর হয়। রন্ধনশালায় ভোজন করিলে ঘৃত, মিষ্ট এবং উচ্ছিষ্ট পতিত হয়। তাহাতে মক্ষিকা, কীট এবং অন্যান্য অনেক জীব অপরিষ্কৃত স্থান হইতে আসে। প্রতিদিন ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিয়া লেপন করা না হইলে সেই স্থানটি পায়খানার ন্যায় হইয়া উঠিবে। অতএব প্রত্যহ গোময়, মৃত্তিকা এবং সম্মার্জনী দ্বারা উক্ত স্থান পরিষ্কার রাখিবে। পাকা বাড়ী হইলে জল দ্বারা ধুইয়া শুদ্ধ করিয়া রাখিবে। তাহাতে পূর্বোক্ত দোষসমূহের নিবৃত্তি হয়। মিঞাসাহেবদের রন্ধনশালায় দেখা যায়, কোথায়ও কয়লা, কোথায়ও ছাই, কোথায়ও কাষ্ঠ, কোথায়ও ভগ্ন মৃৎপাত্র, কোথায়ও উচ্ছিষ্ট রেকাব এবং কোথায়ও বা হাড় ও অন্যান্য পদার্থ পড়িয়া থাকে। মক্ষিকার ত কথাই নাই। স্থানটি এমন জঘন্য মনে হয় যে, কোন ভদ্রলোক যাইয়া সে স্থানে বসিলে তাহার বমন হইবার উপক্রম হয় এবং স্থানটি পূর্বোক্ত দুর্গন্ধময় স্থানের ন্যায়ই দেখায়। ভাল, যদি কেহ ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, "যদি গোময় দ্বারা লেপন করা দোষজনক মনে কর, তবে চুলীতে ঘুঁটে

পুড়াইয়া সেই অগ্নিতে তামাক খাইলে এবং গৃহের প্রাচীরে গোময় লেপন করিলে সম্ভবতঃ মিঞাসাহেবদের রন্ধন ও ভোজনশালা অপবিত্র হইয়া যাইবে। ইহাতে সন্দেহ আছে কি" ?

(প্রশ্ন)—রন্ধনশালায় ভোজন করা উচিত, না বাহিরে ভোজন করা উচিত ? (উত্তর)—উত্তম ও রমণীয় স্থানে ভোজন করা উচিত। কিন্তু যুদ্ধাদি স্থলে অশ্ব ও অন্যান্য যান বাহনের উপর বসিয়া বা দাঁড়াইয়া পান-ভোজন করা কর্ত্তব্য। (প্রশ্ন)—কেবল স্বপক্ব অন্নই কি ভোজন করা উচিত ? অন্যের হস্তপক্ব অন্ন ভোজন করা কি উচিত নহে ? (উত্তর)—আর্য্যদিগের দ্বারা শুদ্ধ রীতি অনুসারে প্রস্তুত অন্ন আর্য্যদিগের সহিত ভোজন করিতে কোন দোষ নাই। কারণ ব্রাহ্মণবর্ণের স্ত্রীপুরুষেরা রন্ধন, লেপন এবং পাত্র মার্জ্জন প্রভৃতি কার্য্যে সময় নষ্ট করিতে থাকিলে বিদ্যোন্নতি এবং অন্যান্য শুভগুণের বৃদ্ধি কখনও হইতে পারে না। দেখ! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে পৃথিবীর রাজন্যবর্গ ও ঋষি-মহর্ষিগণ আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে একই রন্ধনশালা হইতে ভোজন করিয়াছিলেন। যখন খ্রীষ্টান ও মুসলমান প্রভৃতি মতমতান্তর প্রচলিত হইল, তখন হইতে আর্য্যদিগের পরস্পরের মধ্যে বৈরভাব ও বিরোধ হইতে লাগিল। তাহারাই মদ্যপান এবং গোমাংস প্রভৃতি ভোজন স্বীকার করিল। সেই সময় হইতে ভোজনাদিতে গোলযোগ উপস্থিত হইল। দেখ! আর্য্যাবর্ত্তদেশীয় নৃপতিগণ কাবুল, কান্দাহার, ইরাণ, আমেরিকা এবং ইউরোপ প্রভৃতি দেশের রাজকন্যা গান্ধারী, মাদ্রী এবং উলোপী প্রভৃতিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শকুনি প্রভৃতি কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সহিত পান-ভোজন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ ছিল না। কারণ সেই সময়ে সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র বেদোক্ত মত প্রচলিত ছিল এবং তাহাতেই সকলের নিষ্ঠা ছিল। সকলেই পরস্পরের সুখ-দুঃখ ও লাভ-ক্ষতি নিজের মনে করিতেন। তখনই পৃথিবীতে সুখ ছিল। এখন অনেক ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হওয়াতে দুঃখ ও বিরোধ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার নিবারণ করা বুদ্ধিমান্‌দিগের কর্ত্তব্য। পরমাত্মা সকলের মনে সত্য মতের এমন অঙ্কুর রোপণ করুন, যেন মিথ্যা মত শীঘ্রই বিলুপ্ত হয় এবং বিদ্বন্মণ্ডলী বিচার পূর্ব্বক বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া আনন্দ বৃদ্ধি করিতে পারেন।

আচার-অনাচার ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল। এই দশম সমুল্লাসের সহিত এই গ্রন্থের পূর্ব্বার্দ্ধ সম্পূর্ণ হইল। এ সকল সমুল্লাসে বিশেষ

খণ্ডন-মণ্ডন লিখিত হয় নাই। কারণ এই যে, যতদিন মনুষ্য সত্যাসত্যের আলোচনায় কিঞ্চিৎ সামর্থ্য অর্জ্জন না করে, ততদিন পর্য্যন্ত সে স্থূল ও সূক্ষ্ম খণ্ডনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না। এইজন্য সকলকে সত্যাসত্য বিষয়ের উপদেশ দানের পর উত্তরার্দ্ধে অর্থাৎ পরবর্ত্তী চারি সমুল্লাসে বিশেষ খণ্ডন-মণ্ডন লিখিত হইবে। এই চারি সমুল্লাসের মধ্যে প্রথম সমুল্লাসে আর্য্যবর্ত্তীয় মত-মতান্তরের, দ্বিতীয় সমুল্লাসে জৈন মতের, তৃতীয় সমুল্লাসে খ্রীষ্টান মতের এবং চতুর্থ সমুল্লাসে মুসলমান মতের খণ্ডন-মণ্ডন লিখিত হইবে। চতুর্দ্দশ সমুল্লাসের অন্তে স্বমতও লিখিত হইবে। বিশেষ খণ্ডন-মণ্ডন দেখিতে চাহিলে উক্ত চারি সমুল্লাসে দ্রষ্টব্য। অবশ্য পূর্ব্ববর্ত্তী দশ সমুল্লাসেও স্থলবিশেষে সাধারণভাবে যৎকিঞ্চিৎ খণ্ডন-মণ্ডন করা হইয়াছে। যিনি পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ন্যায়দৃষ্টি সহকারে চতুর্দ্দশ সমুল্লাস পাঠ করিবেন, তাঁহার আত্মায় সত্যার্থের প্রকাশ হইবে এবং তদ্দ্বারা তিনি আনন্দ অনুভব করিবেন। কিন্তু যিনি হঠকারিতা, দুরাগ্রহ এবং ঈর্ষ্যা সহকারে এই গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করিবেন তাঁহার পক্ষে ইহার যথার্থ অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং যিনি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যথোচিত বিচার করিবেন না, তিনি ইহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া হাবুডুবু খাইবেন। সত্যাসত্যের নির্ণয় করিয়া সত্যগ্রহণ ও অসত্যবর্জ্জন পূর্ব্বক পরমানন্দ লাভ করা বিদ্বান্‌দিগের কর্ত্তব্য। সেইরূপ গুণগ্রাহী পুরুষই বিদ্বান্ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ ফলপ্রাপ্ত হন ও আনন্দিত থাকেন।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দসরস্বতীস্বামিকৃতে সত্যার্থ-প্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে আচারাঽনাচার ভক্ষ্যাঽভক্ষ্যবিষয়ে দশমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ১০ ॥

সমাপ্তোঽয়ম্পূর্ব্বার্দ্ধঃ ॥

উত্তরার্দ্ধঃ

অনুভূমিকা (১)

ইহা প্রমাণসিদ্ধ যে, পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদ-মত ব্যতীত অন্য কোন মত ছিল না। বেদোক্ত সমস্ত বিষয় বিদ্যার অবিরুদ্ধ। বেদের প্রভাব লুপ্ত হওয়াতে মহাভারতের যুদ্ধ ঘটে এবং ইহাতেই পৃথিবীতে অবিদ্যান্ধকার বিস্তৃত হয়। ফলে মনুষ্যের বুদ্ধি ভ্রমযুক্ত হয় এবং যাঁহার মনে যেরূপ চিন্তার উদয় হইল, তিনি তদ্রূপ মতই প্রচলিত করিলেন। ঐ সকল মতের মধ্যে (৪) চারিটিই অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ পৌরাণিক, জৈন, খৃষ্টান এবং মুসলমান মত অন্য সমস্ত মতের মূল। এ সকল মত ক্রমান্বয়ে একটির পর একটি করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। এখন এই চারি মতের শাখা এক সহস্রের কম নহে। যাহাতে এ সকল মতাবলম্বীর, তাঁহাদের শিষ্যগণের এবং অন্য সকলের পরস্পর সত্যাসত্য বিচার করিতে অধিক পরিশ্রম না হয়, এই উদ্দেশ্য লইয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে যে সকল সত্যমতের মণ্ডন ও অসত্য মতের খণ্ডন করা হইয়াছে, তাহা সকলের জানা আবশ্যক মনে করিয়াছি। এ বিষয়ে আমার বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে পূর্ব্বোক্ত চারি মতের মূলগ্রন্থ সমূহ পাঠ করিয়া যৎদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা সকলের নিকট নিবেদন করা সঙ্গত মনে করিয়াছি। কারণ গুপ্ত বিজ্ঞানের পুনঃপ্রাপ্তি সহজ নহে। পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই গ্রন্থ পাঠ করিলে কোন্ মত সত্য ও কোন্ মত অসত্য, তাহা সকলেই জানিতে পারিবেন। তাহার পর স্ব স্ব উপলব্ধি অনুসারে সত্যমত গ্রহণ ও অসত্য মত বর্জ্জন করা সকলের পক্ষে সহজ হইবে। ইহাদের মধ্যে পুরাণাদি গ্রন্থের শাখা শাখান্তর রূপ মতান্তর আর্য্যাবর্ত্ত দেশে প্রচলিত হইয়াছে। ইহাদের দোষ-গুণ সংক্ষেপে ১১শ সমুল্লাসে প্রদর্শিত হইতেছে। যদি আমার এই কার্য্য দ্বারা কোন উপকার হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে না করেন, তবে তিনি যেন বিরোধও না করেন। কারণ

কাহারও অনিষ্ট করা, অথবা কাহারও সহিত বিরোধ করা আমার অভিপ্রেত নহে কিন্তু সত্যাসত্য নির্ণয় করা ও করান আমার উদ্দেশ্য। এইরূপ ন্যায়দৃষ্টি সহকারে কার্য্য করা সকলের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। মনুষ্যজন্ম সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার ও করাইবার জন্য, বাদবিবাদ করা ও করাইবার জন্য নহে। এই মত-মতান্তরের বিবাদ বশতঃ জগতের যে-সকল অনিষ্ট ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং ঘটিবে, তাহা পক্ষপাতরহিত বিদ্বানেরা জানিতে পারেন। যতদিন মানবজাতির মধ্যে মিথ্যা মত-মতান্তরের বিরোধ দূর না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত পরস্পরের মধ্যে আনন্দ থাকিবে না। যদি আমরা সকলে বিশেষতঃ বিদ্বানেরা, ঈর্ষা-দ্বেষ পরিত্যাগ ও সত্যাসত্যের নির্ণয় করিয়া, সত্যগ্রহণ ও অসত্যবর্জ্জন করিতে ও করাইতে ইচ্ছা করি, তবে তাহা আমাদের পক্ষে অসাধ্য নহে। ইহা নিশ্চিত যে, বিদ্বান্‌দিগের বিরোধই সকলকে বিরোধ-জালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যদি তাঁহারা কেবলমাত্র স্বার্থসাধনে তৎপর না হইয়া সকলের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে এখনই মতের ঐক্য হইতে পারে। ইহার উপায় এই গ্রন্থের শেষে লিখিত হইবে। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মা সকল মনুষ্যের আত্মায় একমত হইবার উৎসাহ প্রদান করুন।

অলমতিবিস্তরেণ বিপশ্চিদ্বরশিরোমণিষু ॥

উত্তরার্দ্ধ

অথৈকাদশসমুল্লাসারম্ভঃ

অথাঽঽর্য্যাবর্ত্তীয়মতখণ্ডনমণ্ডনে বিধাস্যামঃ

এখন আর্য্যাবর্ত্তদেশের অধিবাসী আর্য্যদিগের মতের খণ্ডন মণ্ডন করা হইবে। পৃথিবীতে আর্য্যাবর্ত্তের ন্যায় অপর কোন দেশ নাই। এইজন্য এ দেশের নাম সুবর্ণভূমি। কারণ এই দেশেই সুবর্ণ প্রভৃতি রত্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত আর্য্যগণ সৃষ্টির আদিতে এই দেশেই আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। আমরা সৃষ্টিপ্রকরণে বলিয়া আসিয়াছি যে, শ্রেষ্ঠ পুরুষের নাম আর্য্য এবং আর্য্যেতর মনুষ্যের নাম দস্যু। পৃথিবীর সকল দেশই এ দেশের প্রশংসা করিয়া থাকে এবং মনে করে যে, স্পর্শমণির কথা যাহা শুনা যায় তাহা মিথ্যা, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তই যথার্থ স্পর্শমণি। ইহার স্পর্শমাত্রই লৌহরূপ দরিদ্র বিদেশী স্বর্ণ অর্থাৎ ধনাঢ্য হইয়া উঠে।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥ (মনু° ২।২০)

সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, আর্য্যদিগের সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্ব্বোপরি একমাত্র রাজ্য ছিল। অন্যান্য দেশে মাণ্ডলিক অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন। কৌরব-পাণ্ডব পর্য্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় রাজন্য ও প্রজাবর্গ এতদ্দেশীয় রাজ্য ও রাজশাসন মান্য করিতেন। সৃষ্টির আদিতে রচিত মনুস্মৃতিই তাহার প্রমাণ। এই আর্য্যাবর্ত্তদেশপ্রসূত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিদ্বান্‌দিগের নিকট হইতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, দস্যু এবং ম্লেচ্ছাদি পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য স্ব স্ব যোগ্য বিদ্যা ও চরিত্র শিক্ষা করিতেন। মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ ও মহাভারতের যুদ্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্য এতদ্দেশীয় রাজ্যাধীন ছিল। শোন! চীনের ভগদত্ত, আমেরিকার বব্রুবাহন, য়ুরোপের বিড়ালাক্ষ অর্থাৎ মার্জ্জারের চক্ষুর

ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট ইউনান্ বা গ্রীক নামধেয় যবন এবং ইরানের শল্য প্রভৃতি রাজন্যবর্গ রাজসূয় যজ্ঞে এবং মহাভারতের যুদ্ধে আদিষ্ট হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। রঘুবংশের রাজত্বকালে রাবণও এদেশের অধীন ছিল। রামচন্দ্রের সময়ে রাবণ বিদ্রোহী হইলে, রামচন্দ্র তাহাকে দণ্ডদান করেন এবং তাহাকে রাজ্যচ্যুত ও বিনাশ করিয়া তাহার ভ্রাতা বিভীষণকে রাজ্যদান করেন।

স্বায়ম্ভব রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া পাণ্ডব পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের চক্রবর্ত্তী রাজ্য ছিল। তাহার পর আর্য্যগণ পারস্পরিক বিরোধ বশতঃ যুদ্ধ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। কারণ, পরমাত্মার সৃষ্টিতে দাম্ভিক, অন্যায়কারী এবং বিদ্যাহীনদিগের রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। জগতে ইহা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রচুর ধন হইলে আলস্য, পুরুষকারের অভাব, ঈর্ষা-দ্বেষ, বিষয়াসক্তি এবং প্রমাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাহাতে দেশে বিদ্যা ও সুশিক্ষা নষ্ট হয় এবং দুর্গুণ ও দুষ্টব্যসন বর্দ্ধিত হয়। ফলে মদ্য-মাংসসেবন, বাল্য-বিবাহ এবং স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি দোষ বৃদ্ধি পায়। যখন যুদ্ধবিভাগে যুদ্ধবিদ্যা কৌশল এবং সৈন্যবল এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, পৃথিবীতে অপর কেহ তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে না তখনই তাহাদের মধ্যে পক্ষপাত ও অভিমান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যায়ও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইসকল দোষ ঘটিলে নিজেদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় অথবা অধিকতর শক্তিশালী কোন নিম্নবংশোৎপন্ন পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া সেই রাজাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়। শিবাজী ও গোবিন্দ সিং মুসলমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া এইভাবে মুসলমান সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন।

অথ কিমেতৈর্ব্বা পরেঽন্যে মহাধনুর্ধরাশ্চক্রবর্ত্তিনঃ কেচিৎ সুদ্যুম্ন ভূরিদ্যুম্নেন্দ্রদ্যুম্ন কুবলয়াশ্ব যৌবনাশ্ব বদ্ধ্র্যশ্বাশ্বপতি শশবিন্দু হরিশ্চন্দ্রাঽম্বরীষ ননক্তু সর্য্যাতি যযাত্যনরণ্যাক্ষসেনাদয়ঃ। অথ মরুত্ত ভরত প্রভৃতয়ো রাজানঃ। মৈত্র্যুপনিঃ প্রং ১। খং ৪॥

এই সব প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভারতের যুগ পর্য্যন্ত আর্য্যকুলেই সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী নৃপতিগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এখন দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাদের সন্তানগণ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বিদেশীয়দিগের পদাক্রান্ত হইতেছেন। এখানে যেমন সুদ্যুম্ন, ভূরিদ্যুম্ন, ইন্দ্রদ্যুম্ন, কুবলয়াশ্ব, যৌবনাশ্ব, বদ্ধ্র্যশ্ব, অশ্বপতি, শশবিন্দু, হরিশ্চন্দ্র, অম্বরীষ, ননক্তু, সর্য্যাতি, যযাতি, অনরণ্য, অক্ষসেন, মরুত্ত এবং ভরত সার্ব্বভৌম অর্থাৎ সর্ব্বদেশপ্রসিদ্ধ

চক্রবর্ত্তী রাজাদিগের নাম লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ স্বায়ম্ভব প্রভৃতি চক্রবর্ত্তী রাজাদিগের নাম মনুস্মৃতি এবং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। ইহা মিথ্যা মনে করা অজ্ঞান ও পক্ষপাতীর কার্য্য।

(প্রশ্ন)—আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি যে সকল বিদ্যার কথা লিখিত আছে, ঐ সকল সত্য কি? সেই সময়ে কামান এবং বন্দুক ছিল কি না? (উত্তর)—এই সকল যে ছিল তাহা সত্য; কারণ এ সকল পদার্থবিদ্যা দ্বারা সম্ভব। (প্রশ্ন)—এসকল কি দেবতাদের মন্ত্র দ্বারা সিদ্ধ হইত? (উত্তর)—না, যে সব বাক্য অস্ত্রশস্ত্রকে কার্য্যকরী করিত, তাহা ছিল "মন্ত্র" অর্থাৎ বিচার। ইহা দ্বারাই তাহা কার্য্যকরী করিত ও প্রচলন করিত। "মন্ত্র" শব্দমূলক বলিয়া তাহা দ্বারা কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। যদি কেহ বলে যে, মন্ত্র দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি সেই মন্ত্র জপ করে তাহার হৃদয় ও জিহ্বা ভস্মীভূত হইবে। ফলে সে শত্রুকে বিনষ্ট করিতে গিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইবে। অতএব বিচারের নাম মন্ত্র। উদাহরণ স্বরূপ, রাজকার্য্যের বিচারকর্ত্তাকে "রাজমন্ত্রী" বলা হয়। মন্ত্র অর্থাৎ বিচার দ্বারা প্রথমে যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান হয়। পরে সেই জ্ঞান কার্য্যে প্রয়োগ করিলে, বহুবিধ পদার্থ এবং কলা-কৌশল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি লৌহের বাণ অথবা গোলা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে এমন কোন পদার্থ রাখা হয় যে, উহার সহিত অগ্নি সংযোগ করিলে বায়ুতে ধূম বিস্তৃত হয় এবং সূর্য্যকিরণ কিংবা বায়ু সংস্পর্শে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, তবে তাহাকে আগ্নেয়াস্ত্র কহে। তাহা নিবারণ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহার উপর বারুণাস্ত্র প্রয়োগ করিবে। যেমন কেহ আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিয়া শত্রুসেনা বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ সেনাপতি নিজ সেনার রক্ষার্থ বারুণাস্ত্র দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্রের ক্রিয়া নিবারণ করিবে। বারুণাস্ত্র এইরূপ দ্রব্যসংযোগে নির্ম্মিত হয় যে, বায়ুস্পর্শ মাত্রই তাহার ধূম মেঘ হইয়া তৎক্ষণাৎ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে এবং অগ্নি নির্ব্বাপিত করে। সেইরূপ নাগপাশ অস্ত্র শত্রুর উপর প্রয়োগ মাত্রই তাহার অঙ্গ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়া ফেলে। সেইরূপ মোহনাস্ত্র নামে অপর একটি অস্ত্রে মাদকদ্রব্য নিক্ষেপ করিলেই তাহার ধূম লাগিবা মাত্র সমস্ত শত্রুসেনা নিদ্রিত অথবা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এইরূপ বহুবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ছিল। ইহা ছাড়া তার, সীসক অথবা অন্য কোন পদার্থ হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া শত্রু বিনাশ করা হইত। তাহাকে আগ্নেয়াস্ত্র এবং পাশুপত অস্ত্র বলা হইত।

"কামান" এবং "বন্দুক" অন্যদেশীয় ভাষার শব্দ, সংস্কৃত এবং আর্য্যাবর্ত্তীয় ভাষার নহে। কিন্তু বিদেশীয়গণ যাহাকে "কামান" এবং "বন্দুক" বলে সংস্কৃতে এবং ভাষায় তাহাকে "শতঘ্নী" ও "ভুশুণ্ডী" বলে। যাঁহারা সংস্কৃত বিদ্যা অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়া যাহা তাহা লিখেন ও বলেন। বুদ্ধিমান্ লোকেরা তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। যত প্রকার বিদ্যা পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়াছে, ঐ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত হইতে মিশরীয়গণ, মিশরীয়দিগের নিকট হইতে গ্রীকগণ, গ্রীকদের নিকট হইতে রোমকগণ, রোমকদিগের নিকট হইতে অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশে ও য়ুরোপ হইতে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

এখন পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তে সংস্কৃতের যত প্রচার আছে, অন্য কোন দেশে তত নাই। কেহ কেহ বলে যে, জার্ম্মানীতে সংস্কৃতের বহুল প্রচার আছে এবং মোক্ষমূলর সাহেব যত সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছেন, অন্য কেহ তত করেন নাই। ইহা কেবল কথার কথা। কারণ "যস্মিন্ দেশে দ্রুমো নাস্তি তত্রৈরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে" অর্থাৎ যে দেশে কোন বৃক্ষ নাই, সে দেশে এরণ্ডকেই বৃহৎ বৃক্ষ বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। সেইরূপ য়ুরোপে সংস্কৃতের প্রচার না থাকাতে জার্ম্মানগণ এবং মোক্ষমূলর সাহেব যৎসামান্য যাহা পাঠ করিয়াছেন তাহাই সে দেশের পক্ষে অধিক। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সংস্কৃতে তাঁহাদের পাণ্ডিত্য নগণ্য মনে হইবে। কারণ আমি জার্ম্মানদেশবাসী জনৈক "প্রিন্সিপালের" পত্র হইতে জানিয়াছি যে, জার্ম্মানীতে সংস্কৃতভাষায় লিখিত পত্রের অর্থ করিতে পারেন, এমন লোকও নিতান্ত বিরল। মোক্ষমূলর সাহেবের সংস্কৃত-সাহিত্য ও কিঞ্চিৎ বেদ-ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া আমি জানিতে পারিতেছি যে, তিনি নানা স্থলে আর্য্যাবর্ত্তীয় টীকাকারদিগের টীকা দেখিয়া যেমন তেমন করিয়া একটা কিছু লিখিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ, "যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি"॥ (ঋক্ ১।৬।১)॥ তিনি এই মন্ত্রে অশ্ব অর্থ করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য যে সূর্য্য অর্থ করিয়াছেন, তাহা ইহা অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ পরমাত্মা। ইহা মৎপ্রণীত "ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। উক্ত গ্রন্থে এই মন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সংস্কৃতে জার্ম্মানদেশের ও মোক্ষমূলর সাহেবের পাণ্ডিত্য কতদূর তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। ইহা নিশ্চিত যে, পৃথিবীতে যত বিদ্যা ও যত মত প্রচারিত হইয়াছে, ঐ সকল আর্য্যাবর্ত্ত দেশ হইতেই হইয়াছে। দেখ,

"জ্যাকালয়ট্" * নামক ফরাসী দেশীয় জনৈক সাহেব, তৎপ্রণীত "বাইবেল্-ইন্-ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন যে, আর্য্যাবর্ত্ত সমস্ত বিদ্যা ও কল্যাণের ভাণ্ডার। সমস্ত বিদ্যা ও সমস্ত মত এই দেশ হইতেই বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, "হে পরমেশ্বর! পূর্ব্বকালে আর্য্যাবর্ত্ত যেরূপ উন্নত ছিল, আমাদের দেশকেও সেইরূপ করুন"। তাঁহার লেখা উক্ত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সম্রাট্ দারাশিকোহও নিশ্চিতরূপে জানিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষায় যেমন পূর্ণ বিদ্যা আছে, তদ্রূপ অন্য কোন ভাষায় নাই। তিনি উপনিষদের অনুবাদে লিখিতেছেন,—"আমি আরবী প্রভৃতি অনেক ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছি কিন্তু তাহাতে আমার মনের সংশয় দূর হয় নাই এবং আমি আনন্দ পাই নাই। যখন সংস্কৃত পড়িলাম ও শুনিলাম, তখন নিঃসংশয় হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম।" কাশীর মানমন্দিরে শিশুমার চক্র দেখ। ইহার সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ না থাকিলেও, ইহা কেমন সুন্দর! ইহার দ্বারা আজ পর্য্যন্তও খগোলের অনেক বৃত্তান্ত জানা যায়। যদি "জয়পুরাধীশ সবাই" ইহার সংরক্ষণ এবং ভগ্ন অংশগুলির পুনর্নির্ম্মাণ করেন, তবে অতি উত্তম কার্য্য হইবে। মহাভারতের যুদ্ধ এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশকে এমন আঘাত করিয়াছে যে, আজ পর্য্যন্ত এদেশ তাহার পূর্ব্বাবস্থায় উপনীত হইতে পারে নাই। ভাই ভাইকে হত্যা করিলে যে সর্ব্বনাশ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধিঃ ॥ (বৃদ্ধ চাণক্য, অ০ ১৬।১৭)।

ইহা কোন কবির বচন। বিনাশকাল নিকটবর্ত্তী হইলে বুদ্ধি বিপরীত হইয়া থাকে। তাহাতে মনুষ্য বিপরীত কার্য্য করে। কেহ সরলভাবে বুঝাইলেও সে বিপরীত বুঝে এবং বিপরীত বুঝাইলে সরল বুঝে। বহু প্রসিদ্ধ বিদ্বান্, রাজা-মহারাজা এবং ঋষি-মহর্ষিগণ মহাভারতের যুদ্ধে অন্য দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন এবং অনেকে স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে বিদ্যা ও বেদোক্ত ধর্ম্মের প্রচার নষ্ট হইয়া যায়। সকলে পরস্পর ঈর্ষ্যা-দ্বেষ এবং দম্ভ প্রকাশ করিতে থাকে। সেই সময়ে যিনি শক্তিশালী হইলেন, তিনিই দেশকে বশীভূত করিয়া রাজ্য অধিকার করিলেন। এইরূপে আর্য্যাবর্ত্তে সর্ব্বত্র খণ্ড খণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। সে অবস্থায় দ্বীপ-দ্বীপান্তরের রাজ্যব্যবস্থা কে করে? ব্রাহ্মণ বিদ্যাহীন হইলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ যে বিদ্যাহীন হইবে

* মূলে গোলুষ্টকার ছিল।

সে বিষয়ে বলিবার কি আছে? পরম্পরাক্রমে অর্থসহিত বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিবার যে প্রথা ছিল, তাহাও লুপ্ত হইল। ব্রাহ্মণগণ কেবল জীবিকার্থ যাহা পাঠমাত্র করিতেন, তাহাও ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকে শিক্ষা দিতেন না। গুরু বিদ্যাহীন হইল; ছলনা, কপটতা এবং অধর্ম্মও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ ভাবিলেন যে নিজেদের জীবিকা উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহারা সকলে সহমত হইয়া স্থির করিলেন এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকে এই বলিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন, "আমরাই ত তোমাদের পূজ্য দেব। আমাদের সেবা ব্যতীত তোমাদের স্বর্গ অথবা মুক্তিলাভ হইবে না। আমাদের সেবা না করিলে তোমরা ঘোর নরকে পতিত হইবে"। সর্ব্বমান্য বেদ এবং ঋষি মুনিদিগের শাস্ত্রে লিখিত ছিল যে, পূর্ণবিদ্য ধার্ম্মিকদিগের নাম ব্রাহ্মণ। কিন্তু সেই নাম মুর্খ, বিষয়াসক্ত, কপট, লম্পট এবং অধার্ম্মিকদিগের উপর অরোপিত হইল। ভাল! আপ্ত বিদ্বান্‌দিগের লক্ষণ কি এ সকল মুর্খের মধ্যে কখনও ঘটিতে পারে? যখন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি যজমান সংস্কৃত বিদ্যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলেন, তখন তাহাদিগের নিকট যে সকল অলীক গল্প বলা হইত, সেই সকল হতভাগা তাহা বিশ্বাস করিত। তখন এই নামমাত্র ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ সুবিধা হইতে লাগিল। তাহারা সকলকে নিজেদের বাগ্‌জালে জড়িত করিয়া বশীভূত করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—

ব্রহ্মবাক্যং জনার্দ্দনঃ ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের মুখ হইতে যে কোন বাক্য নির্গত হয়, তাহা যেন সাক্ষাৎ ভগবানের মুখনিঃসৃত। যখন জ্ঞানান্ধ অথচ ধনাঢ্য ক্ষত্রিয়াদি শিষ্য জুটিতে লাগিল, তখন তথাকথিত ব্রাহ্মণগণ যেন বিষয়ানন্দের উপবন প্রাপ্ত হইল। তাহারা ইহাও ঘোষণা করিল যে, পৃথিবীর যাবতীয় উৎকৃষ্ট বস্তু সব ব্রাহ্মণের জন্য অর্থাৎ তাহারা গুণ-কর্ম্ম-স্বভাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া জন্মের ভিত্তিতে স্থাপন করিল। তাহারা যজমানদিগের নিকট হইতে মৃতকের দান পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। যাহার যেমন ইচ্ছা, সে সেইরূপই করিতে লাগিল; এমন কি তাহারা বলিল, "আমরা ভূদেব, আমাদের সেবা ব্যতীত কেহ দেবলোক প্রাপ্ত হইতে পারে না"। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক, "তোমরা কোন্ লোকে প্রবেশ করিবে? তোমাদের কার্য্য ত ঘোর নরকভোগের উপযুক্ত। তোমরা কৃমি, কীট, পতঙ্গাদি হইবে। তখন তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া "আমরা যদি শাপ দিই, তবে তোমাদের

সর্ব্বনাশ হইবে। কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে "ব্রহ্মদ্রোহী বিনশ্যতি" অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণবিদ্বেষী তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। অবশ্য ইহা সত্য যাহারা পূর্ণবেদজ্ঞ, পরমাত্মার জ্ঞাতা, ধর্ম্মাত্মা ও সমস্ত জগতের হিতকারী পুরুষদিগের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে, তাহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে কিন্তু যাহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহে, তাহাদের ব্রাহ্মণ নাম হইতে পারে না এবং তাহারা সেবার উপযুক্ত নহে।

(প্রশ্ন)—তবে আমরা কি? (উত্তর)—তোমরা "পোপ"। (প্রশ্ন)—"পোপ" কাহাকে বলে? (উত্তর)—রোমান ভাষায় জ্যেষ্ঠ এবং পিতার নাম "পোপ" কিন্তু এখন যাহারা ছলনা ও কপটতা দ্বারা অপরকে প্রতারিত করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে তাহাদিগকে "পোপ" বলে।

(প্রশ্ন)—আমরা ত ব্রাহ্মণ এবং সাধু; কারণ আমাদের পিতা ব্রাহ্মণ, মাতা ব্রাহ্মণী এবং আমরা অমুক সাধুর শিষ্য। (উত্তর)—ইহা সত্য। কিন্তু শোন ভাই! পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা ব্রাহ্মণী হইলে এবং স্বয়ং কোন সাধুর শিষ্য হইলে কেহ ব্রাহ্মণ অথবা সাধু হইতে পারে না কিন্তু যাঁহারা পরহিতকারী তাঁহারা নিজ গুণকর্ম্মস্বভাব দ্বারাই ব্রাহ্মণ এবং সাধু হইয়া থাকেন। শুনিয়াছি, রোমের পোপ তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতেন, "তোমরা যদি তোমাদের পাপ আমার নিকট প্রকাশ কর, তবে ক্ষমা করিয়া দিব। আমার সেবা ও আমার আদেশ ব্যতীত কেহই স্বর্গে যাইতে পারে না। যদি তোমরা স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা কর, তবে আমার নিকট যত টাকা গচ্ছিত রাখিবে, তত মূল্যের সামগ্রী স্বর্গে প্রাপ্ত হইবে।" ইহা শুনিয়া যখন কোন জ্ঞানান্ধ ধনাঢ্য ব্যক্তি, স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা করিয়া পোপকে প্রচুর ধন দিত, তখন তিনি যীশু ও মেরীর মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া হুণ্ডী লিখিয়া দিতেন:—"হে প্রভু যীশুখৃষ্ট! অমুক ব্যক্তি স্বর্গে যাইবার জন্য তোমার নামে আমার নিকট লক্ষ মুদ্রা জমা করিয়া দিয়াছে। সে স্বর্গে উপস্থিত হইলে তুমি তোমার পিতার স্বর্গরাজ্যে পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা মূল্যের বাগান বাটী, পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা মূল্যের যান বাহন ভৃত্য, পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রার ভোজ্য পানীয় ও বস্ত্রাদি এবং পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা আত্মীয় স্বজন ভাই বন্ধু প্রভৃতির নিমন্ত্রণের জন্য দান করাইবে"। অনন্তর পোপ সেই হুণ্ডী-পত্রের নিম্নভাগে স্বাক্ষর করিয়া তাহার হস্তে দিয়া বলিতেন, "তোমার আত্মীয়-স্বজনদিগকে বলিয়া রাখিবে যে, যখন তোমার মৃত্যু হইবে, তখন যেন এই হুণ্ডী-পত্র

কবরের মধ্যে তোমার মস্তকের নীচে রাখা হয়। পরে যখন স্বর্গীয় দূত তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইবেন, তখন তিনি সেই হুণ্ডী-পত্র সহিত তোমাকে স্বর্গে লইয়া গিয়া লিখিত পরিমাণে সকল সামগ্রী তোমাকে প্রদান করাইবেন"। এখন দেখ! "পোপ" যেন স্বর্গের ঠিকাদারী লইয়াছিলেন! ইউরোপে যতদিন মূর্খতা ছিল, ততদিন সে দেশেও এইরূপ পোপ লীলা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন বিদ্যা বিস্তারের ফলে পোপের মিথ্যা লীলা বেশী চলে না, তবে নির্ম্মূলও হয় নাই।

সেইরূপ জানা আবশ্যক যে, আর্য্যাবর্ত্তেও "পোপ" যেন লক্ষ লক্ষ অবতার হইয়া লীলা বিস্তার করিতেছে। রাজা-প্রজা সকলকে বিদ্যাশিক্ষা এবং সৎসঙ্গলাভে বাধা দেওয়া এবং দিবারাত্র তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করা ব্যতীত পোপদিগের অন্য কোন কার্য্য নাই; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহারা ছলনা কপটতা প্রভৃতি কুৎসিত ব্যবহার করে, তাহাদিগকেই "পোপ" বলে। তাহাদিগের মধ্যেও যাঁহারা ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ এবং পরোপকারী, তাঁহারা যথার্থই ব্রাহ্মণ এবং সাধু। এখন ছল-কপট স্বার্থপর লোকেরা যাহারা সকলকে প্রতারিত করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে "পোপ" শব্দে তাহাদিগকেই বুঝিতে হইবে এবং সৎপুরুষদিগকে ব্রাহ্মণ ও সাধু নামে গ্রহণ করিতে হইবে। দেখ! সদ্ব্রাহ্মণ এবং সাধু কেহ না থাকিলে বেদাদি সত্যশাস্ত্রগ্রন্থসমূহ স্বরসহিত পঠন পাঠন কে করিত এবং কেই বা জৈন, মুসলমান এবং খৃষ্টান প্রভৃতির জাল হইতে মুক্ত থাকিয়া আর্য্যদিগকে বেদাদি সত্যশাস্ত্রে শ্রদ্ধাশীল করিয়া বর্ণাশ্রমে রাখিত? ব্রাহ্মণ ও সাধু ব্যতীত ইহাতে কে সমর্থ হইত? মনু বলেন,—"বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যম্",—পোপলীলা দ্বারা বিভ্রান্ত না হইয়া জৈন প্রভৃতি মত হইতে নিরাপদ থাকাকে বিষ পরিত্যাগ করিয়া অমৃত গ্রহণের ন্যায় গুণ মনে করিতে হইবে। যজমানগণ বিদ্যাহীন হইলে ব্রাহ্মণগণ কিঞ্চিৎ পূজা-পাঠ শিক্ষা করিয়া গর্ব্বিত হইয়া উঠিল। তাহারা একমত হইয়া রাজন্যবর্গকে বলিল যে, ব্রাহ্মণ এবং সাধুগণ দণ্ডনীয় নহেন। দেখ! প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং সাধুদিগের সম্বন্ধেই "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" "সাধুর্নহন্তব্যঃ"—ঈদৃশ বচনগুলি পোপগণ নিজেদের সম্বন্ধে আরোপ করিল। তাহারা ঋষি-মুনিদিগের নামে মিথ্যাবচনপূর্ণ গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া তাহাদিগকে শুনাইতে লাগিল এবং প্রসিদ্ধ ঋষি-মহর্ষিদিগের নাম লইয়া নিজেদের উপর হইতে দণ্ড-ব্যবস্থা রহিত করিল। অনন্তর তাহারা যথেচ্ছাচার করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপ কঠোর নিয়মাবলী প্রচলিত হইল যে পোপদিগের আজ্ঞা ব্যতীত কেহ যেন শয়ন, উত্থান, উপবেশন, যাতায়াত এবং পান-ভোজনাদিও করিতে না পারে। তাহারা নৃপতিদিগের মনে এমন ধারণা বদ্ধমূল করিল যে "পোপ"সংজ্ঞক নাম মাত্র ব্রাহ্মণ এবং সাধুগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে, তাহাদিগকে কখনও দণ্ড দেওয়া হইবে না। তাহাদিগকে দণ্ডদানের ইচ্ছাও কেহ মনে স্থান দিবে না। যখন এইরূপ মূর্খতা উপস্থিত হইল, তখন "পোপ"গণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে ও করাইতে লাগিল। মহাভারতের যুদ্ধের এক সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এই বিকৃতির সূত্রপাত হইয়াছিল। কারণ, ঐ সময়ে ঋষি মুনিদিগের থাকা সত্ত্বেও আলস্য, প্রমাদ এবং ঈর্ষ্যা-দ্বেষের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল। সত্যোপদেশের অভাবে আর্য্যাবর্ত্তে অবিদ্যা বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদ আরম্ভ হইল।

উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ। ইতরথান্ধপরম্পরা ॥

সাংখ্য সূ০ (অ০ ৩।৭৯।৮১) ॥

অর্থাৎ সদুপদেষ্টা থাকিলে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ভাল ভাবে সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং সদুপদেষ্টা ও শ্রোতার অভাবে অন্ধপরম্পরা চলিতে থাকে। পুনরায় সৎপুরুষগণ জন্মিয়া সত্যোপদেশ দান করিলে অন্ধপরম্পরা নষ্ট হওয়ায় আলোক পরম্পরা চলিতে থাকে। পুনরায় পোপগণ তাহাদের পূজা, এমন কি তাহাদের চরণ পূজাও করাইতে আরম্ভ করিল এবং বলিল; "ইহাতেই তোমাদের কল্যাণ হইবে"। যখন জনসাধারণ এসকল মেষপালকবৎ মিথ্যা গুরু ও শিষ্যদিগের বশীভূত হইল, তখন তাহারা প্রমাদ ও বিষয়াসক্তিতে নিমগ্ন হইয়া গেল। তাহাদের বিদ্যা-বল-বুদ্ধি-পরাক্রম এবং শৌর্য্য-বীর্য্যাদি যাবতীয় শুভগুণ নষ্ট হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা বিষয়াসক্ত হইয়া গোপনে মদ্য-মাংস সেবন করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদেরই মধ্যে বামমার্গী আবির্ভূত হইয়া, "শিব উবাচ", "পার্ব্বত্যুবাচ" এবং "ভৈরব উবাচ", ইত্যাদি লিখিয়া তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিল এবং তন্মধ্যে এই সকল বিচিত্র লীলা-খেলা সন্নিবিষ্ট করিল—

মদ্যং মাংসং চ মীনং চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
এতে পঞ্চ মকারাঃ স্যুর্মোক্ষদা হি যুগে যুগে ॥১॥ (কালীতন্ত্রাদিতে)।

প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥২॥ (কুলার্ণব তন্ত্র)।
পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে।
পুনরুত্থায় বৈ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৩ ॥ (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)।
মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য বিহরেৎ সর্ব্বযোনিষু ॥ ৪ ॥
বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব।
একৈব শাম্ভবী মুদ্রা গুপ্তা কুলবধূরিব ॥ ৫ ॥ (জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র) ॥

এই সকল গণ্ডমূর্খ পোপের লীলা খেলা দেখ! এই বামমার্গিগণ বেদবিরুদ্ধ মহাপাপজনক কার্য্যগুলিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিল। তাহারা মদ্য, মাংস, মীন অর্থাৎ মৎস্য, মুদ্রা (পুরী, কচুরী, বৃহৎ রুটি প্রভৃতির চর্ব্বণ, যোনি, পাত্রাধার মুদ্রা) এবং পঞ্চম মৈথুন অবলম্বন করিয়া সকল পুরুষকে শিব এবং সকল স্ত্রীকে পার্ব্বতীতুল্য মনে করে—

অহং ভৈরবস্ত্বং ভৈরবী হ্যাবয়োরস্তু সঙ্গমঃ।

যে কোনও স্ত্রী অথবা পুরুষ হউক না কেন, এই অর্থশূন্য বচন পাঠ করিয়া সমাগম করা বামমার্গিগণ দোষজনক মনে করে না। যে সকল হীনচরিত্রা স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিতে নাই, তাহাদিগকে ইহারা অতি পবিত্র মনে করে। শাস্ত্রে রজস্বলা স্ত্রীলোকের স্পর্শ নিষিদ্ধ। বামমার্গিগণ তাহাকেও অতি পবিত্র মনে করে। ইহাদের মাথা-মুণ্ডহীন শ্লোক শোন—

রজস্বলা পুষ্করং তীর্থং চাণ্ডালী তু স্বয়ং কাশী। চর্ম্মকারী প্রয়াগঃ স্যাদ্রজকী মথুরা মতা ॥ অযোধ্যা পুক্কসী প্রোক্তা ॥ [রুদ্রযামল তন্ত্র]

"রজস্বলার সহিত সমাগম পুষ্করস্নান, চাণ্ডালীর সমাগম কাশীযাত্রা, চর্ম্মকারিণীর সমাগম প্রয়াগস্নান, রজকীর সমাগম মথুরা যাত্রা জানিবে এবং কঞ্জরীর সহিত লীলা করিলে মনে করিবে অযোধ্যা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিলে।" ইহারা মদ্যের নাম "তীর্থ", মাংসের নাম "শুদ্ধি" ও "পুষ্প", মৎস্যের নাম "তৃতীয়া" ও "জলতুম্বিকা", মুদ্রার নাম "চতুর্থী" এবং মৈথুনের নাম "পঞ্চমী" রাখিয়াছে ॥১॥ এইরূপ নাম রাখিবার কারণ এই যে, অন্য কেহ যেন বুঝিতে না পারে। ইহারা নিজেদের "কৌল", "আর্দ্রবীর", "শাম্ভব" এবং "গণ" প্রভৃতি নাম রাখিয়াছে। যাহারা বামমার্গী নহে তাহাদের নাম ইহারা

"কণ্টক" "বিমুখ" এবং "শুষ্কপশু প্রভৃতি রাখিয়াছে। যখন ভৈরবীচক্র হয় তখন ব্রাহ্মণ হইতে চাণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলের নাম "দ্বিজ" হয় কিন্তু ভৈরবীচক্র হইতে পৃথক্ হইবার পর সকলেই নিজ নিজ বর্ণ হইয়া যায়॥২॥ ভৈরবীচক্রে বামমার্গিগণ ভূমি অথবা পিঁড়ির উপর একটি বিন্দু, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ অথবা বর্ত্তুলাকার চিহ্ন রচনা করিয়া তদুপরি মদ্যের কলস স্থাপন করে এবং উহার পূজা করে। অনন্তর এই মন্ত্র পাঠ করে, "ব্রহ্মশাপং বিমোচয়," হে মদ্য! তুমি ব্রহ্মাদির অভিশাপ হইতে মুক্ত হও। যে স্থানে বামমার্গী ব্যতীত অন্য কেহ প্রবেশ করিতে পারে না এইরূপ কোনও এক গুপ্ত স্থানে স্ত্রীপুরুষগণ সম্মিলিত হয়। সে স্থানে পুরুষেরা একটি স্ত্রীলোককে বিবস্ত্রা করিয়া পূজা করে। স্ত্রীলোকেরাও একজন পুরুষকে বিবস্ত্র করিয়া পূজা করে। অতঃপর কাহারও স্ত্রী, কাহারও কন্যা, মাতা, ভগ্নী এবং পুত্রবধূ প্রভৃতি সে-স্থানে উপস্থিত হয়। একটি পাত্রকে মদ্যপূর্ণ করিয়া মাংস এবং বড়া প্রভৃতি একখানি থালাতে রাখিয়া দেওয়া হয়। তাহাদের আচার্য্য সেই মদ্যপাত্র হস্তে লইয়া "ভৈরবোঽহম", "শিবোঽহম্", "আমি ভৈরব" "আমি শিব" বলিয়া তাহা পান করে। অনন্তর ঐ উচ্ছিষ্ট পাত্র হইতে সকলে তাহা পান করে। তখন কাহারও স্ত্রীকে, কোনও বেশ্যাকে অথবা কোনও পুরুষকে বিবস্ত্র করিয়া তাহার হস্তে তরবারি দিয়া স্ত্রীর নাম দেবী ও পুরুষের নাম মহাদেব রাখা হয় এবং তাহাদের উপস্থেন্দ্রিয়ের পূজা করা হয়। তখন সেই দেবী অথবা শিবকে মদ্যের পেয়ালা পান করাইয়া, সেই উচ্ছিষ্ট পাত্র হইতে সকলে এক এক পেয়ালা পান করে। সেইরূপ পান করিতে করিতে ক্রমশঃ উন্মত্ত হইয়া পড়ে। তখন কাহারও ভগ্নী, কন্যা অথবা মাতা, যে কেহ হউক না কেন, যে যাহার সহিত ইচ্ছা কুকর্ম্ম করে। কখনও অত্যধিক মত্ততা হইলে তাহারা পরস্পর জুতা, লাথি, ঘুসী মারা-মারি এবং কেশাকেশি করে। কাহারও কাহারও সেই স্থানেই বমন হয়। তখন তাহাদের মধ্যে উপস্থিত কোন অঘোরী অর্থাৎ যে-ব্যক্তি সকলের মধ্যে সিদ্ধ বলিয়া গণ্য, সে সেই বমি ভক্ষণ করে। ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ ব্যক্তি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

হালাং পিবতি দীক্ষিতস্য মন্দিরে সুপ্তো নিশায়াং
গণিকাগৃহেষু। বিরাজতে কৌলবচক্রবর্ত্তী॥

যে ব্যক্তি দীক্ষিত অর্থাৎ শৌণ্ডিকের গৃহে যাইয়া বোতলের পর বোতল মদ্যপান করে, বেশ্যালয়ে যাইয়া তাহার সহিত কুকর্ম্ম করিয়া শয়ন করে এবং

নির্লজ্জ ও নিঃশঙ্কভাবে এই সকল কর্ম্ম করে, সে বামমার্গীদিগের মধ্যে চক্রবর্ত্তী রাজার ন্যায় সর্ব্বোপরি সম্মান প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কুকর্ম্মী সেই তাহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে সৎকর্ম্ম করে এবং কুকর্ম্ম হইতে ভীত হয়, সেই নিকৃষ্ট। কারণ :—

পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ ॥

[জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র, শ্লোক ৪৩]

তন্ত্রে এইরূপ কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি লোকলজ্জা, শাস্ত্রলজ্জা, কুললজ্জা এবং দেশলজ্জা প্রভৃতি পাশে বদ্ধ থাকে সেই জীব এবং যে নির্লজ্জ হইয়া কুকর্ম্ম করে সেই সদাশিব। উড্ডীশ তন্ত্রাদিতে এক প্রকার প্রয়োগ লিখিত আছে যে, এক গৃহের চতুর্দ্দিকে প্রকোষ্ঠ থাকিবে। তন্মধ্যে মদ্যের বোতল পূর্ণ করিয়া রাখিবে। এক প্রকোষ্ঠ হইতে এক বোতল মদ্য পান করিয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে যাইবে, সেই প্রকোষ্ঠ হইতে মদ্যপান করিয়া তৃতীয় প্রকোষ্ঠে এবং তৃতীয় প্রকোষ্ঠ হইতে মদ্য পান করিয়া চতুর্থ প্রকোষ্ঠে যাইবে। কাষ্ঠবৎ ভূমিতে পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া মদ্য পান করিবে। একবার মাদকতা কাটিয়া গেলে পুনরায় পূর্ব্ববৎ পান করিয়া পতিত হইবে। তৃতীয়বার এইরূপে পান করিয়া পতিত হইবার পর উঠিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ॥ ৩ ॥ ইহা সত্য যে, এইরূপ লোকের পুনরায় মনুষ্যজন্ম হওয়াই কঠিন এবং সে বহুকাল পর্য্যন্ত নীচ যোনিতে নিপতিত থাকিবে। বামমার্গীদিগের তন্ত্রগ্রন্থে নিয়ম আছে যে, একমাত্র মাতা ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোককে ত্যাগ করা উচিত নহে অর্থাৎ কন্যা অথবা ভগ্নী যে-কেহ হউক না কেন, সকলের সহিতই সমাগম করা উচিত। বামমার্গীদিগের মধ্যে দশমহাবিদ্যা প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে মাতঙ্গী বিদ্যাবিশিষ্ট কেহ বলে, "মাতরমপি ন ত্যজেৎ," অর্থাৎ মাতার সহিতও সমাগম না করিয়া ছাড়িবে না ॥ ৪ ॥ ইহারা স্ত্রী পুরুষের সমাগম কালে এই জপ করে, "আমরা যেন সিদ্ধিপ্রাপ্ত হই"। এমন পাগল মহামূর্খ সম্ভবতঃ সংসারে খুবই কম !!! যে ব্যক্তি মিথ্যা প্রচার করিতে ইচ্ছা করে, সে অবশ্যই সত্যের নিন্দা করে। দেখ! বামমার্গিগণ বলে যে, বেদ, শাস্ত্র পুরাণ সামান্য গণিকাতুল্য। কিন্তু তাহাদের শাম্ভবী মুদ্রা গুপ্ত কুলবধূসদৃশ ॥৫॥ এই কারণে ইহারা বেদবিরুদ্ধ মত স্থাপন করিয়াছে। পরে তাহাদের মত বিশেষরূপে প্রচারিত হইলে তাহারা

ধূর্ত্ততার সহিত বেদের নামেও বামমার্গের লীলা-খেলা ক্রমে ক্রমে প্রচলিত করিল। অর্থাৎ—

সৌত্রামণ্যাং সুরাং পিবেৎ। প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসম্।

বৈদিকী হিংসা হিংসা ন ভবতি॥

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥ মনু০ (অ০ ৫। ৫৬)॥

সৌত্রামণি যজ্ঞে মদ্যপান করিবে। ইহার অর্থ এই যে, সৌত্রামণি যজ্ঞে সোমরস অর্থাৎ সোমলতার রস পান করিবে। "প্রোক্ষিত" অর্থাৎ যজ্ঞে মাংস-ভোজনে দোষ নাই। বামমার্গিগণ এইরূপ পামরোচিত বাক্যগুলি প্রচলিত করিয়াছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, যদি বৈদিকী হিংসা হিংসা না হয়, তবে তোমার ও তোমার আত্মীয়-স্বজনকে বধ করিয়া হোম করা হইলে চিন্তার বিষয় কি? মাংসভক্ষণ, মদ্যপান এবং পরস্ত্রীগমন প্রভৃতিতে দোষ নাই, এরূপ বলা বালকোচিত। কারণ প্রাণীদিগকে কষ্ট না দিলে মাংস পাওয়া যায় না। বিনা অপরাধে কষ্ট দেওয়াও ধর্ম্ম-কার্য্য নহে। মদ্যপান ত সর্বথা নিষিদ্ধ। কারণ, আজ পর্য্যন্ত বামমার্গীদিগের গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে মদ্যপানের বিধি নাই, অন্য সর্ব্বত্র নিষেধ আছে। বিবাহ ব্যতীত মৈথুনেও দোষ আছে, তাহা নির্দ্দোষ বলা দূষণীয়। এইরূপে মুনিঋষিদিগের গ্রন্থে নানাবিধ বচন প্রক্ষিপ্ত করিয়া এবং নিজেদের নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া গোমেধ ও অশ্বমেধ নামক যজ্ঞ করাইতেও আরম্ভ করিল। এই সকল পশুকে হত্যা করিয়া হোম করিলে, যজমান এবং পশু স্বর্গলাভ করে, এরূপও তাহারা ঘোষণা করিল। এ-বিষয়ে ইহা নিশ্চিত যে, ইহারা ব্রাহ্মণগ্রন্থে অশ্বমেধ, গোমেধ এবং নরমেধ প্রভৃতি শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ জানিতে পারে নাই। জানিলে এমন অনর্থ করিবে কেন?

(প্রশ্ন)—অশ্বমেধ, গোমেধ এবং নরমেধ প্রভৃতি শব্দের অর্থ কি?

(উত্তর)—এই-সকলের অর্থ এই:—

রাষ্ট্রং বা অশ্বমেধঃ॥ (শত০ ১৩।১।৬।৩)

অন্নঁ হি গৌঃ॥ (শত০ ৪।৩।১।২৫)

অগ্নির্বা অশ্বঃ। আজ্যং মেধঃ॥ (শতপথ ব্রাহ্মণে)॥

অশ্ব-গবাদি পশু এবং মনুষ্য বধ করিয়া হোম করিবার কথা কোথায়ও নাই। কেবল বামমার্গীদিগের গ্রন্থেই এইরূপ অনর্থ লিখিত আছে। বামমার্গিগণই এই

সকল প্রচলিত করিয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থে যে যে স্থলে এসকল আছে, সে সে স্থলে বামমার্গীদিগের দ্বারাই প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। দেখ! রাজা ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিবেন ও বিদ্যাদির দাতা যজমানের ঘৃতাদি দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবেন, ইহাই অশ্বমেধ। অন্ন, ইন্দ্রিয়, কিরণ এবং পৃথিবী ইত্যাদি পবিত্র রাখা গোমেধ। মনুষ্যের মৃত্যুর পর বিধিপূর্ব্বক তাহার শরীর দাহ করাকে নরমেধ বলে।

(প্রশ্ন)—যজ্ঞকর্ত্তা বলেন যে, যজ্ঞ করিলে যজমান ও পশু উভয়েই স্বর্গগামী হয় এবং হোম করিয়া পশুকে পুনর্জীবিত করা হয়। এ-সকল কথা সত্য কি না? (উত্তর)—না। কারণ যাহারা বলে যে স্বর্গে যায়, তাহাদিগকে বধ করিয়া ও হোম করিয়া স্বর্গে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। তাহাদের প্রিয় মাতা-পিতা এবং স্ত্রী-পুত্রাদিকে বধ করিয়া হোম দ্বারা স্বর্গে পাঠাইয়া দেওয়া হয় না কেন? অথবা বেদী হইতে পুনরায় জীবিত করিয়া লওয়া হয় না কেন? (প্রশ্ন)—যজ্ঞের সময় বেদ-মন্ত্র পাঠ করা হয়। বেদে ঐ সকল না থাকিলে কোথা হইতে পাঠ করা হয়? (উত্তর)—মন্ত্র কাহাকেও কোথায়ও পাঠ করিতে বাধা দেয় না। কারণ, মন্ত্র শব্দবিশেষ। কিন্তু মন্ত্রের অর্থ এই নহে যে পশুকে বধ করিয়া হোম করিবে। "অগ্নয়ে স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ এই যে অগ্নিতে হবি এবং পুষ্টিকর ও অন্যান্য গুণজনক ঘৃতাদি উত্তম পদার্থ দ্বারা হোম করিলে বায়ু, বৃষ্টি ও জল বিশুদ্ধ হওয়ায় জগতের পক্ষে সুখকর হইয়া থাকে। কিন্তু মূর্খেরা এই সত্য অর্থ বুঝিত না, কারণ যাহারা স্বার্থপর তাহারা তাহাদের স্বার্থসিদ্ধি ব্যতীত অন্য কিছুই জানে না এবং মানে না। "পোপ" দিগের এইরূপ অনাচার এবং মৃতকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি অনুষ্ঠান দেখিয়া, বেদাদি শাস্ত্রের মহাভয়ঙ্কর নিন্দক বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রচলিত হইল। শুনা যায় যে এদেশে গোরখপুরের একরাজা ছিলেন। পোপেরা তাঁহার দ্বারা যজ্ঞ করাইয়া অশ্বের সহিত তাঁহার মহিষীর সমাগম করায়। তাহাতে রাজমহিষীর মৃত্যু হইলে রাজার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি নিজ পুত্রকে রাজ্যদান পূর্ব্বক সাধু হইয়া পোপদিগের রহস্য প্রকাশ করিতে থাকেন। তাঁহারই অনুগামীরূপে চার্ব্বাক এবং আভাণক মতের উৎপত্তি হয়। এই সকল মতবাদীরা এইরূপ শ্লোক রচনা করিয়াছিল :—

পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥ ১॥

মৃতানামিহ জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারণম্ ।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্ ॥ ২ ॥

যদি পশু বধ করিয়া অগ্নিতে হোম করিলে পশু স্বর্গে যায়, তবে যজমান আপনার পিতা প্রভৃতিকে বধ করিয়া স্বর্গে প্রেরণ করে না কেন? ১ ॥ যদি মৃতের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধ-তর্পণ করা হয়, তবে বিদেশযাত্রীর পান-ভোজনের জন্য পাথেয় লওয়া বৃথা ॥২॥ শ্রাদ্ধ-তর্পণ দ্বারা মৃতের নিকট অন্নজল উপস্থিত হইলে কোন জীবিত প্রবাসী ও পথচারীর জন্য গৃহে ভোজ্যসামগ্রী রন্ধন করিয়া তাহার নামে অন্নপাত্র ও জলপূর্ণ ঘটী রাখিয়া দিলে, ঐ সকল তাহার নিকট উপস্থিত হয় না কেন? যদি কোন জীবিত ব্যক্তি দূরদেশে অথবা দশ হাত অন্তরে অবস্থান করিলেও প্রদত্ত অন্ন তাহার নিকট না যায়, তবে অনুপস্থিত মৃত ব্যক্তি কিরূপে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে? যাহা হউক, জনসাধারণ তাহাদের এইরূপ যুক্তিসিদ্ধ উপদেশ মান্য করিতে লাগিল এবং তাহাদের মতের প্রসার হইতে লাগিল। যখন অনেক রাজা ও ভূস্বামী তাহাদের মতকে গ্রহণ করিল তখন "পোপ"গণও তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হইল। কারণ যেদিকে টাকা অধিক, তাহারা সেই দিকেই যায়। সুতরাং তাহারা শীঘ্রই জৈনমতাবলম্বী হইতে লাগিল।

জৈনদিগের মধ্যেও অন্যরূপ অনেক পোপ-লীলা আছে। তাহা দ্বাদশ সমুল্লাসে লিখিত হইবে। অনেকে ইহাদের মত স্বীকার করিল বটে কিন্তু পার্ব্বত্য দেশ, কাশী, কান্যকুব্জ, পশ্চিম এবং দক্ষিণ দেশের অনেকে জৈন মত স্বীকার করিল না। জৈনগণ বেদার্থ না জানিয়া বাহিরের পোপ-লীলাকে ভ্রমবশতঃ বেদ মনে করিয়া বেদেরও নিন্দা করিতে লাগিল। তাহারা বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, যজ্ঞোপবীত এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানও নষ্ট করিল। যে স্থানে বেদ-সম্বন্ধীয় যত পুস্তক পাইল, সে সকল নষ্ট করিয়া আর্য্যদিগের উপর তাহারা রাজ্যশাসন প্রতিষ্ঠিত করিল এবং তাহাদিগগের উপর উৎপাতও করিতে লাগিল। যখন তাহারা নির্ভয় ও নিঃশঙ্ক হইল, তখন স্বমতাবলম্বী গৃহস্থ ও সাধক-দিগের সম্মান এবং বেদমতাবলম্বীদিগের অপমান করিয়া পক্ষপাতপূর্ব্বক তাহাদিগকে দণ্ড দিতে লাগিল। তাহারা নিজে সুখেস্বচ্ছন্দে থাকিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। জৈনগণ ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত নিজেদের তীর্থঙ্করদিগের বৃহৎ বৃহৎ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে লাগিল। এইরূপে জৈনদের দ্বারা পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজা

প্রচলিত হইল। পরমেশ্বরে বিশ্বাস হ্রাস পাইল এবং লোকে পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজায় প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে আর্য্যাবর্ত্তে তিন শত বৎসর ব্যাপী জৈন-রাজত্বের ফলে বেদার্থ-জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল। এ সকল ঘটনার পর আনুমানিক প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল।

পরে দ্বাবিংশ শত বৎসর পূর্ব্বে দ্রবিড় দেশোদ্ভব শঙ্করাচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যবলে ব্যাকরণাদি যাবতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলন, "হায়! সত্য আস্তিক বেদমত বিলুপ্ত এবং নাস্তিক জৈনমত প্রচলিত হওয়ায় বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। যে কোনও রূপে এই মত নিরস্ত করা আবশ্যক।" শঙ্করাচার্য্য শাস্ত্রাধ্যয়ন ত করিয়াছিলেনই, জৈন-গ্রন্থসমূহেও তাঁহার অধ্যয়ন ছিল। যুক্তিও তাঁহার প্রবল ছিল। কিরূপে জৈনদিগকে নিরস্ত করা যাইতে পারে এবিষয়ে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, উপদেশ ও শাস্ত্র বিচার দ্বারা ইহাদিগকে নিরস্ত করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি উজ্জয়িনী নগরীতে আগমন করিলেন। তখন সুধন্বা উজ্জয়িনীতে রাজা ছিলেন। তিনি জৈনগ্রন্থ এবং কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থও পাঠ করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইয়া বেদবিষয়ে উপদেশ করিতে লাগিলেন। তিনি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি সংস্কৃত ও জৈন গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং আপনি জৈন-মত মানেন। এইজন্য আপনার নিকট নিবেদন এই যে আপনি জৈন-পণ্ডিত দিগের সহিত শাস্ত্র-বিচারের ব্যবস্থা করুন। প্রতিজ্ঞা এই থাকিবে যে, যিনি পরাজিত হইবেন তিনি বিজেতার মত স্বীকার করিবেন এবং আপনিও বিজেতার মত গ্রহণ করিবেন। যদিও সুধন্বা জৈনমতাবলম্বী ছিলেন, তথাপি সংস্কৃত গ্রন্থ-পাঠের ফলে তাঁহার বুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ জ্ঞানালোক ছিল। তজ্জন্য তাঁহার মন পশুত্বে অত্যধিক আচ্ছন্ন ছিল না। কারণ বিদ্বানেরা সত্যাসত্যের পরীক্ষা করিয়া সত্যকে গ্রহণ ও অসত্যকে বর্জ্জন করিয়া থাকেন। যতদিন রাজা সুধন্বা কোনও প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ এবং উপদেশক প্রাপ্ত হন নাই ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মনে এই সংশয় ছিল যে এ সকল মত-মতান্তরের মধ্যে কোন্‌টি সত্য এবং কোন্‌টি মিথ্যা। শঙ্করাচার্য্যের বাক্য শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিলেন, "আমি নিশ্চয় শাস্ত্র-বিচার দ্বারা সত্যাসত্যের নির্ণয় করাইব"। তিনি দূর দূর হইতে জৈনপণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সভা আহ্বান করিলেন। উক্ত সভায় শঙ্করাচার্য্যের বেদমত এবং জৈনদের

বেদবিরুদ্ধ মত আলোচ্য বিষয় ছিল অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের পক্ষ ছিল বেদমত স্থাপন ও জৈনমত খণ্ডন এবং জৈনদিগের পক্ষ ছিল স্বমত-স্থাপন ও বেদমত খণ্ডন। কয়েক দিন ধরিয়া শাস্ত্রবিচার হইল। জৈনদিগের মত ছিল—সৃষ্টিকর্ত্তা অনাদি ঈশ্বর কেহই নাই; জগৎ ও জীব অনাদি; এই দুইয়ের উৎপত্তি ও বিনাশ কখনও হয় না। শঙ্করাচার্য্যের মত ছিল ইহার বিপরীত—অনাদি-সিদ্ধ পরমাত্মাই জগতের কর্ত্তা; জগৎ ও জীব মিথ্যা; পরমেশ্বর নিজে মায়া দ্বারা জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তিনিই ধারণ এবং প্রলয়কর্ত্তা; জীব ও এই প্রপঞ্চ স্বপ্নবৎ। পরমেশ্বর স্বয়ং এই সকল রূপে লীলা করিতেছেন।

বহুদিন পর্য্যন্ত শাস্ত্র-বিচারের পর অবশেষে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা জৈনমত খণ্ডিত হইল এবং শঙ্করাচার্য্যের মত অখণ্ডিত রহিল। তখন জৈন পণ্ডিতগণ এবং রাজা সুধন্বা জৈনমত পরিত্যাগপূর্ব্বক শঙ্করাচার্য্যের মত গ্রহণ করিলেন। মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। রাজা সুধন্বা তাঁহার আত্মীয়, বন্ধুবর্গ এবং অন্যান্য রাজাদিগকে পত্র লিখিয়া শঙ্করাচার্য্যের সহিত শাস্ত্রবিচার করাইলেন। কিন্তু তখন জৈনদিগের পরাজয়কাল উপস্থিত সুতরাং তাহারা পরাজিত হইতে লাগিল।

অনন্তর সুধন্বাপ্রমুখ রাজন্যবর্গ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে শঙ্করাচার্য্যের পর্য্যটনের ব্যবস্থা করিলেন এবং তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভৃত্যাদি সঙ্গে দিলেন। সেই সময় হইতে পুনরায় সকলের যজ্ঞোপবীত হইতে লাগিল এবং বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনাও প্রচলিত হইল। শঙ্করাচার্য্য দশ বৎসরের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তে সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া জৈনমত খণ্ডন এবং বেদমত মণ্ডন করিলেন। শঙ্করাচার্য্যের সময়েই জৈন-বিধ্বংস হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে যত জৈনমূর্ত্তি বাহির করা হইতেছে, ঐ সকল শঙ্করাচার্য্যের সময়ে ভগ্ন হইয়াছিল। যে সকল মূর্ত্তি অভগ্ন অবস্থায় বাহির করা হইতেছে, সেইগুলি ভগ্ন হইবার ভয়ে জৈনগণ ভূমিতলে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত কোন কোন স্থান হইতে সেই সকল মূর্ত্তি বাহির হইতেছে। শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে শৈবমতও কিঞ্চিৎ প্রচলিত ছিল। তিনি সেই মত এবং বামমার্গীদের মতও খণ্ডন করিলেন। সে সময়ে এদেশে প্রভূত ধন ছিল এবং স্বদেশ-ভক্তিও ছিল। শঙ্করাচার্য্য এবং রাজা সুধন্বা জৈনমন্দিরসমূহ ভগ্ন করান নাই, কারণ এই সকল মন্দিরের মধ্যে তাঁহাদের বৈদিক পাঠশালা স্থাপন করিবার ইচ্ছা ছিল। বেদ-মত পুনঃপ্রবর্ত্তনের পর তাঁহারা বিদ্যা-প্রচারসম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন। এই সময়ে দুইজন জৈনের প্রতি শঙ্করাচার্য্য অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। ইহারা নামে মাত্র বেদমতাবলম্বী,

কিন্তু ভিতরে গোঁড়া জৈন অর্থাৎ ভণ্ড তপস্বী ছিল। ইহারা সুযোগ পাইয়া শঙ্করাচার্য্যকে এমন বিষমিশ্রিত বস্তু ভোজন করাইল যে, তাঁহার অগ্নিমান্দ্য হইল। পরে শরীরে স্ফোটকাদি হইয়া ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার দেহান্ত ঘটিল। তখন সকলে নিরুৎসাহ হইল। যে বিদ্যাপ্রচারের কথা ছিল, তাহাও আর হইয়া উঠিল না। তিনি শারীরিক-ভাষ্য প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্যবর্গ সে সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি জৈনমত খণ্ডনের জন্য ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা এবং জীব-ব্রহ্মের একতা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে তাঁহারা উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা দক্ষিণে শৃঙ্গেরী, পূর্ব্বে ভূগোবর্দ্ধন, উত্তরে যোশী এবং দ্বারিকায় সারদা মঠ স্থাপন করিলেন। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য এবং মোহান্ত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া আনন্দভোগ করিতে লাগিল। কারণ শঙ্করাচার্য্যের পর তাঁহার শিষ্যদিগের বিশেষ সম্মানলাভ হইয়াছিল।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, যদি জীব ও ব্রহ্মের একতা এবং জগৎ মিথ্যা, ইহাই শঙ্করাচার্য্যের মত হয়, তবে তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে কিন্তু যদি তিনি জৈনমত খণ্ডনার্থ উক্ত মত স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে অপেক্ষাকৃত ভাল।

নবীন বেদান্তীদিগের মত এইরূপ (প্রশ্ন)—জগৎ স্বপ্নবৎ; রজ্জুতে সর্প, শুক্তিকায় রজত, মৃগতৃষ্ণিকায় জল, গন্ধর্ব্ব নগর এবং ইন্দ্রজালবৎ এই সংসার মিথ্যা। এক ব্রহ্মই সত্য। সিদ্ধান্তী—তুমি মিথ্যা কাহাকে বলিতেছ? নবীন বেদান্তী—যাহা নাই, অথচ আছে বলিয়া প্রতীত হয় তাহাই মিথ্যা। সিদ্ধান্তী—যে-বস্তু নাই, তাহার প্রতীতি কিরূপে হইতে পারে? নবীন—অধ্যারোপ দ্বারা। সিদ্ধান্তী—অধ্যারোপ কাহাকে বলে?

নবীন—"বস্তুন্যবস্ত্বারোপণমধ্যাসঃ" "অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে"। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপকে অধ্যাস অথবা অধ্যারোপ বলে এবং তাহার নিরাকরণকে অপবাদ বলে। এই দুই হইতে প্রপঞ্চরহিত ব্রহ্মে প্রপঞ্চরূপ জগৎ বিস্তৃত হয়।

সিদ্ধান্তী—তুমি রজ্জুকে বস্তু এবং সর্পকে অবস্তু মনে করিয়া এই ভ্রমজালে পতিত হইয়াছ। সর্প কি বস্তু নহে? যদি বল যে রজ্জুতে সর্প নাই, তবে অন্য স্থানে আছে। তোমার হৃদয়ে তাহার সংস্কার মাত্র আছে। সুতরাং সেই সর্পও অবস্তু রহিল না। সেইরূপ স্থাণুতে পুরুষ এবং শুক্তিতে রজত ইত্যাদি ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। আবার স্বপ্নেও যে সকল বস্তুর ভান হইয়া

থাকে, ঐ সকল বস্তু অন্যত্র থাকে এবং আত্মাতেও ঐ সকলের সংস্কার থাকে। সুতরাং স্বপ্ন ও বস্তুতে অবস্তুর আরোপ সদৃশ নহে।

নবীন—যাহা কখনও দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই, যেমন নিজের শিরশ্ছেদ হইয়াছে, নিজেই রোদন করিতেছি; উপরের দিকে জলপ্রবাহ চলিতেছে এবং যাহা কখনও ঘটে নাই তাহা দেখা যাইতেছে; এ সকল কিরূপে সত্য হইতে পারে?

সিদ্ধান্তী—এই দৃষ্টান্তও তোমার পক্ষ সিদ্ধ করিতেছে না। কারণ দর্শন-শ্রবণ ব্যতীত সংস্কার হয় না। সংস্কার ব্যতীত স্মৃতি এবং স্মৃতি ব্যতীত সাক্ষাৎ অনুভূতি হয় না। যখন কেহ কাহারও নিকট শ্রবণ করে অথবা দেখে যে, অমুকের শিরশ্ছেদ হইয়াছে, তাহার ভ্রাতা এবং পিতা প্রভৃতিকে যুদ্ধে রোদন করিতে দেখিয়াছে এবং প্রস্রবণের জল উর্দ্ধদিকে উঠিতে দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে; ঐ সকলের সংস্কার তাহার আত্মায় থাকে। যখন সে জাগ্রত অবস্থার পদার্থ হইতে পৃথক্ হইয়া দেখে, তখন সে আত্মাতেই পুর্ব্বদৃষ্ট অথবা পুর্ব্বশ্রুত পদার্থসমূহ দেখিতে পায়। যখন নিজের মধ্যেই তাহা দেখে, তখনই নিজের শিরশ্ছেদ, নিজের রোদন এবং উর্দ্ধগামী জলপ্রবাহ দেখিতে পায়। সুতরাং ইহাও বস্তুতে অবস্তুর আরোপের ন্যায় হইল না। কিন্তু যেমন চিত্রকর পুর্ব্ব দৃষ্ট, শ্রুত অথবা কৃত বিষয় আত্মা হইতে নির্গত করিয়া কাগজের উপর অঙ্কিত করে, অথবা যেমন প্রতিবিম্ব অঙ্কনকারী প্রতিবিম্ব দেখিয়া নিজ আত্মাতে উহার ধারণ করিয়া প্রতিবিম্ব অঙ্কিত করে, ইহাও সেইরূপ। অবশ্য ইহা সত্য যে, কখনও কখনও স্বপ্নে স্মরণযুক্ত প্রতীতি হয়; যেমন নিজ অধ্যাপককে দেখিতেছি। কখনও কখনও বহু পূর্ব্বে দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানে সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। তখন স্মরণ থাকেনা যে, আমি ঐ সময়ে যাহা দেখিয়াছিলাম, শুনিয়া-ছিলাম অথবা করিয়াছিলাম, তাহাই দেখিতেছি, শুনিতেছি অথবা করিতেছি। জাগ্রতাবস্থায় যে নিয়মে স্মরণ হয়, স্বপ্নাবস্থায় সে ভাবে নিয়মপুর্ব্বক হয় না। দেখ! জন্মান্ধের রূপের স্বপ্ন হয় না। অতএব তোমার অধ্যাস ও অধ্যারোপের লক্ষণ মিথ্যা। আর বেদান্তিগণ যে বিবর্ত্তবাদ অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হওয়ার দৃষ্টান্ত ব্রহ্মে জগতের প্রতীতি হওয়া বিষয়ে দিয়া থাকেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে।

নবীন—অধিষ্ঠান ব্যতীত অধ্যস্তের প্রতীতি হয় না। রজ্জু না থাকিলে সর্পেরও প্রতীতি হইতে পারে না। রজ্জুতে সর্প তিন কালেই থাকে না

কিন্তু কিঞ্চিৎ অন্ধকার ও কিঞ্চিৎ আলোক সংযোগে অকস্মাৎ রজ্জু দর্শনে সর্পের ভ্রম হওয়াতে দ্রষ্টা ভয়ে কম্পিত হয়। যখন সে প্রদীপাদি দ্বারা ইহা দেখে, তখন তাহার ভ্রম ও ভয় নিবৃত্ত হইয়া যায়। সেইরূপ ব্রহ্মে জগতের যে মিথ্যা প্রতীতি হইয়াছে, ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে সর্পের নিবৃত্তি ও রজ্জুর প্রতীতির ন্যায় জগতের নিবৃত্তি এবং ব্রহ্মের প্রতীতি হয়।

সিদ্ধান্তী—ব্রহ্মে জগতের ভান কাহার হইয়াছে? নবীন—জীবের। সিদ্ধান্তী—জীব কোথা হইতে হইল? নবীন—অজ্ঞান হইতে। সিদ্ধান্তী—অজ্ঞান কোথা হইতে হইল এবং কোথায় থাকে? নবীন—অজ্ঞান অনাদি এবং উহা ব্রহ্মে থাকে। সিদ্ধান্তী—ব্রহ্মে ব্রহ্মের অথবা অন্য কাহারও অজ্ঞান হইল? সেই অজ্ঞান কাহার হইল?

নবীন—চিদাভাসের। সিদ্ধান্তী—চিদাভাসের স্বরূপ কি? নবীন—ব্রহ্ম; ব্রহ্মে ব্রহ্মের অজ্ঞান হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম নিজ স্বরূপ নিজেই ভুলিয়া যান। সিদ্ধান্তী—ব্রহ্মের ভ্রম হইবার কারণ কি? নবীন—অবিদ্যা। সিদ্ধান্তী—অবিদ্যা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞের গুণ, না অল্পজ্ঞের? নবীন—অল্পজ্ঞের। সিদ্ধান্তী—তবে তোমার মতে এক অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ চেতন ব্যতীত অন্য কোন চেতন আছে কি না? অল্পজ্ঞ কোথা হইতে আসিল? অবশ্য যদি অল্পজ্ঞ চেতনকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মান তবে ঠিক। যদি ব্রহ্মের কোনও এক স্থানে নিজ স্বরূপের অজ্ঞান হয়, তবে সেই অজ্ঞান সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। যেমন শরীরের এক স্থানের ব্রণের যন্ত্রণা সমস্ত শরীরের অবয়বগুলিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়, সেইরূপ যদি ব্রহ্মও এক দেশে অজ্ঞান ও ক্লেশযুক্ত হন, তবে সমস্ত ব্রহ্মই অজ্ঞান হইয়া ক্লেশ অনুভব করিবেন। নবীন—এ সকল উপাধির ধর্ম্ম, ব্রহ্মের নহে। সিদ্ধান্তী—উপাধি জড় না চেতন? উহা সত্য না মিথ্যা? নবীন—অনির্ব্বচনীয়; অর্থাৎ তাহাকে জড় বা চেতন, সত্য বা মিথ্যা বলিতে পারা যায় না। সিদ্ধান্তী—তোমার এইরূপ বলা "বদতো ব্যাঘাতঃ"এর ন্যায়। কারণ যাহাকে অবিদ্যা বলিতেছ উহা জড় কি চেতন, সৎ কি অসৎ, তাহা বলিতে পার না। কথাটা এইরূপ—কেহ পিতল মিশ্রিত সুবর্ণকে সুবর্ণ না পিতল, পরীক্ষা করিবার জন্য কোন স্বর্ণ ব্যবসায়ীর নিকট লইয়া গেল। তখন সে ইহাই বলিবে "আমি ইহাকে সুবর্ণও বলিতে পারি না, পিতলও বলিতে পারি না; কিন্তু ইহার মধ্যে উভয় ধাতুর সংমিশ্রণ আছে"। নবীন—দেখ! যেমন ঘটাকাশ, মঠাকাশ, মেঘাকাশ এবং মহদাকাশ উপাধি অর্থাৎ ঘট, ঘর এবং মেঘ থাকাতে আকাশ ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হয়;

বাস্তবিক মহদাকাশই আছে; সেইরূপ মায়া, অবিদ্যা, সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং অন্তঃকরণের উপাধিবশতঃ ব্রহ্ম অজ্ঞানের নিকট পৃথক্ পৃথক্ প্রতীয়মান হইতেছেন। বস্তুতঃ তিনি একই। নিম্নলিখিত প্রমাণে কি বলা হইয়াছে দেখুন :—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
(কঠ উ॰ বল্লী॰ ৫। ম॰ ৯)॥

যেমন অগ্নি দীর্ঘ, বিস্তৃত, গোলাকার, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সর্ব্ববিধ আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে ব্যাপক হইয়া তদাকার দেখায়, অথচ তাহা হইতে পৃথক্, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা অন্তঃকরণে ব্যাপক হইয়া অন্তঃকরণাকার হইতেছেন। কিন্তু তিনি অন্তঃকরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সিদ্ধান্তী—তোমার ইহা বলাও নিরর্থক। কারণ যেমন ঘট, মঠ, মেঘ এবং আকাশকে ভিন্ন মানিতেছ, সেইরূপ কার্য্য-কারণরূপ জগৎ এবং জীবকে ব্রহ্ম হইতে, আর ব্রহ্মকে এ সকল হইতে ভিন্ন মানিয়া লও। নবীন—যেমন অগ্নি সকল পদার্থে প্রবিষ্ট হইয়া তদাকার দেখায়, সেইরূপ পরমাত্মা জড় এবং জীবের মধ্যে ব্যাপক হইয়া সাকার অজ্ঞানদিগের নিকট সাকার দৃষ্ট হন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম জড়ও নহেন, জীবও নহেন। যেমন সহস্র জল-কুণ্ড রক্ষিত হইলে তন্মধ্যে সূর্য্যের সহস্র প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়; প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য এক, কুণ্ডগুলি নষ্ট হইলে, অথবা জল প্রবাহিত কিংবা প্রসারিত হইলে সূর্য্য নষ্ট, প্রবাহিত অথবা প্রসারিত হয় না। সেইরূপ অন্তঃকরণে যে ব্রহ্মের আভাস পতিত হইয়াছে, তাহাকে চিদাভাস বলে। যতক্ষণ অন্তঃকরণ আছে, ততক্ষণ জীবও আছে। জ্ঞান দ্বারা অন্তঃকরণ নষ্ট হইলে, জীব ব্রহ্মস্বরূপ হয়। ব্রহ্ম-স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ জীব যতদিন এই চিদাভাসকে কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী, পাপী, পুণ্যাত্মা এবং জন্ম-মরণধর্ম্মী ইত্যাদি মনে করিয়া এ-সকল নিজের মধ্যে আরোপ করে, ততদিন পর্য্যন্ত সে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয় না। সিদ্ধান্তী—তোমার এই দৃষ্টান্ত নিরর্থক। কারণ সূর্য্য সাকার পদার্থ, জল-কুণ্ডও সাকার। সূর্য্য জল-কুণ্ড হইতে এবং জল-কুণ্ড হইতে সূর্য্য পৃথক্; সেই কারণে প্রতিবিম্ব পতিত হয়। নিরাকার হইলে ঐ সকলের প্রতিবিম্ব কখনও হইত না। পরমেশ্বর নিরাকার এবং আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপক বলিয়া কোন পদার্থ হইতে তাঁহার কিংবা কোন পদার্থের তাঁহা হইতে পৃথক্ হওয়া অসম্ভব। আবার পরস্পরের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক

সম্বন্ধ বশতঃ একও হইতে পারে না। অর্থাৎ অন্বয়ব্যতিরেকভাবে দেখিলে ব্যাপ্য-ব্যাপক মিলিত অথচ সর্ব্বদা পৃথক্ থাকে। এক হইলে নিজের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব সম্বন্ধ কখনও ঘটিতে পারে না। বৃহদারণ্যকের অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে ইহা স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। ব্রহ্মের আভাসও পড়িতে পারে না। কারণ আকার ব্যতীত আভাস হওয়া অসম্ভব। তুমি যে অন্তঃকরণোপাধি দ্বারা ব্রহ্মকে জীব মানিতেছ, তাহা বালকোচিত। অন্তঃকরণ চলমান এবং খণ্ড খণ্ড, কিন্তু ব্রহ্ম অচল এবং অখণ্ড। যদি তুমি ব্রহ্ম এবং জীবকে পৃথক্ না মান, তবে ইহার উত্তর দাও। অন্তঃকরণ যে-যে স্থানে যাইবে সে-সে স্থানের ব্রহ্মকে অজ্ঞান এবং যে-যে স্থান পরিত্যাগ করিবে, যে-সে স্থানের ব্রহ্মকে জ্ঞানী করিবে কি না? যেমন আলোকের মধ্যে ছাতা যে-যে স্থানে যায়, সে-সে স্থানের আলোককে আবরণযুক্ত এবং যে-যে স্থান হইতে সরিয়া যায়, সে-সে স্থানের আলোককে আবরণরহিত করে; সেইরূপ অন্তঃকরণ ব্রহ্মকে ক্ষণে-ক্ষণে জ্ঞানী, অজ্ঞান, বদ্ধ এবং মুক্ত করিতে থাকিবে। অখণ্ড ব্রহ্মের এক দেশে আবরণের প্রভাব সর্ব্বদেশে হওয়ায় সমস্ত ব্রহ্ম অজ্ঞান হইবে। কারণ তিনি চেতন। আবার মথুরায় যে অন্তঃকরণস্থ ব্রহ্ম যে-বস্তু দেখিয়াছে, কাশীতে সে-অন্তঃকরণস্থ ব্রহ্মের তাহা স্মরণ হইতে পারে না। কারণ—"অন্যদৃষ্টমন্যো ন স্মরতীতি ন্যায়াৎ" একের দৃষ্ট বস্তুর স্মরণ অন্যের হয় না। যে-চিদাভাস মথুরায় দেখিয়াছিল, সে-চিদাভাস কাশীতে থাকে না। কিন্তু যাহা মথুরাস্থ অন্তঃকরণের প্রকাশক, তাহা কাশীস্থ ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্মই জীব হইলে, উভয়ে পৃথক্ না হইলে, জীবের সর্ব্বজ্ঞ হওয়া উচিত। ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পৃথক্ হইলে প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ পূর্ব্বদৃষ্ট ও পূর্ব্বশ্রুত বিষয়ের জ্ঞান কাহারও হইতে পারে না। যদি বল যে, ব্রহ্ম এক বলিয়া স্মরণ হয়, তবে কোন এক স্থানে অজ্ঞানতা অথবা দুঃখ হইলে, সমস্ত ব্রহ্মের অজ্ঞানতা অথবা দুঃখ হওয়া উচিত। আবার এতাদৃশ দৃষ্টান্ত দ্বারা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বভাব ব্রহ্মকে অশুদ্ধ, অজ্ঞান এবং বদ্ধ প্রভৃতি দোষযুক্ত এবং অখণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করা হইল।

নবীন—নিরাকারেরও আভাস হইয়া থাকে, যেমন দর্পণে অথবা জলাদিতে আকাশের যে আভাস পড়ে তাহা নীল, অথবা অন্য কোন প্রকার গভীর গাঢ় বর্ণ দেখায়, সেইরূপ সমস্ত অন্তঃকরণে ব্রহ্মের আভাস পতিত হয়। সিদ্ধান্তী—আকাশের রূপই নাই সুতরাং কেহ নেত্র দ্বারা উহাকে দেখিতেই পায় না। যে-

পদার্থ দেখাই যায় না তাহা দর্পণে এবং জলাদিতে কিরূপে দেখা যাইবে? সাকার বস্তু গভীর অথবা অগভীর বর্ণযুক্ত দৃষ্ট হয়, নিরাকার নহে। নবীন—তবে যাহা উপরে নীলবৎ দৃষ্ট হয়, তাহারই দর্পণের মালিকের মধ্যে ভান হয়; তাহা কোন পদার্থ? সিদ্ধান্তী—তাহা পৃথিবী হইতে উড্ডীন জল, পৃথিবী এবং অগ্নির ত্রসরেণু। যে-স্থান হইতে বর্ষা হয়, সে-স্থানে জল না থাকিলে বর্ষা কোথা হইতে হইবে? সুতরাং যাহা দূরে দূরে শিবিরের ন্যায় দৃষ্ট হয়, তাহা জল-চক্র। যেমন কুজ্ঝটিকা দূর হইতে ঘন দেখায়, কিন্তু নিকট হইতে পাতলা শিবিরের ন্যায় দেখায়, সেইরূপ আকাশে জল দৃষ্ট হয়। নবীন—আমার রজ্জু, সর্প এবং স্বপ্নাদির দৃষ্টান্ত কি মিথ্যা? সিদ্ধান্তী—না। তোমার ধারণা মিথ্যা; ইহা আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছি। ভাল, বল ত প্রথমে কাহার অজ্ঞানতা হয়? নবীন—ব্রহ্মের। সিদ্ধান্তী—ব্রহ্ম কি অল্পজ্ঞ, না সর্ব্বজ্ঞ? নবীন—সর্ব্বজ্ঞও নহেন, অল্পজ্ঞও নহেন। কারণ, সর্ব্বজ্ঞতা এবং অল্পজ্ঞতা উপাধিযুক্তেরই হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তী—উপাধিযুক্ত কে? নবীন—ব্রহ্ম। সিদ্ধান্তী—তাহা হইলে ব্রহ্মাই সর্ব্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ হইলেন। তবে তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞের প্রতিষেধ করিয়াছিলে কেন? যদি বল যে, উপাধি কল্পিত, অর্থাৎ মিথ্যা, তবে কল্পক অর্থাৎ কল্পনাকারী কে? নবীন—জীব ব্রহ্ম, না অন্য? সিদ্ধান্তী—অন্য। কারণ, জীব ব্রহ্ম-স্বরূপ হইলে, যিনি মিথ্যা-কল্পনা করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম হইতে পারেন না। যাঁহার কল্পনা মিথ্যা, তিনি কখনও সত্য হইতে পারেন? নবীন—আমরা সত্য ও অসত্য দুইকেই মিথ্যা বলিয়া মানি এবং বাণীদ্বারা বলাও মিথ্যা। সিদ্ধান্তী—যখন তুমি মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা-মননকারী, তখন মিথ্যাবাদী নহ কেন? নবীন—থামুন, সত্য-মিথ্যা আমার মধ্যেই কল্পিত। আমি উভয়েরই সাক্ষী এবং অধিষ্ঠান। সিদ্ধান্তী—তুমি সত্য-মিথ্যার আধার হইলে সুতরাং তুমি সাধু ও চোর সদৃশ হইলে। তাহাতে তুমি প্রামাণিকও রহিলে না। কারণ, যিনি সর্ব্বদা সত্য মানেন, সত্য বলেন এবং সত্য করেন, কখনও মিথ্যা বলেন না, মানেন না এবং আচরণ করেন না, তিনিই প্রামাণিক। তুমি নিজেই নিজের বাক্যকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতেছ সুতরাং তুমি নিজেই মিথ্যাবাদী। নবীন—যে অনাদি মায়া ব্রহ্মের আশ্রয় এবং যাহা ব্রহ্মকেই আবৃত করে, আপনি তাহা মানেন কি না? সিদ্ধান্তী—মানি না। কারণ তুমি মায়ার এমন অর্থ করিতেছ যে, বস্তু নাই, অথচ ভাসমান হয়। যাহার হৃদয়ে বিচারশক্তি নাই, সে-ই ইহা স্বীকার করিবে। কারণ যে-বস্তু নাই, তাহার ভাসমান হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব। উদাহরণ

স্বরূপ, বন্ধ্যার পুত্রের প্রতিবিম্ব কখনও হইতে পারে না। আর তুমি "সম্মুলাঃ সোম্যেমাঃ প্রজাঃ" ইত্যাদি ছান্দোগ্য উপনিষদোক্ত বচনের বিরুদ্ধ বলিতেছ? নবীন—যাঁহারা আপনার অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত সেই বশিষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া নিশ্চলদাস পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ যাহা লিখিয়াছেন, আপনি তাহা খণ্ডন করিতেছেন? আমরা বশিষ্ঠ, শঙ্করাচার্য্য এবং নিশ্চলদাস প্রভৃতিকে আপনার অপেক্ষা অধিক বিদ্বান্ মনে করি। সিদ্ধান্তী—তুমি কি বিদ্বান্ না অবিদ্বান্? নবীন—আমারও কিঞ্চিৎ বিদ্যা আছে। সিদ্ধান্তী—ভাল, তাহা হইলে তুমি আমার সম্মুখে বশিষ্ঠ, শঙ্করাচার্য্য এবং নিশ্চলদাসের পক্ষ স্থাপন কর, আমি তাহা খণ্ডন করিতেছি। যাঁহার পক্ষ সিদ্ধ হইবে, তিনিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইবেন। তাঁহাদের এবং তোমার বাক্য অখণ্ডনীয় হইলে তুমি তাঁহাদের যুক্তি দ্বারা আমার কথা খণ্ডন করিতে পার না কেন? খণ্ডন করিতে পারিলে, তাঁহাদের এবং তোমার কথা মাননীয় হইবে। অনুমান হয় যে, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি জৈনমত খণ্ডন করিবার জন্যই এই মত স্বীকার করিয়া থাকিবেন। কারণ দেশ-কালানুযায়ী স্বপক্ষ সিদ্ধ করিবার জন্য অনেক স্বার্থী বিদ্বান্ স্বপ্রয়োজন সিদ্ধির জন্য স্বজ্ঞানের বিরুদ্ধও কল্পনা করিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা এসকল বিষয়, অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের একত্ব এবং জগৎ মিথ্যা ইত্যাদি সত্য বলিয়া মানিয়াও থাকেন, তবে তাঁহাদের মত সত্য হইতে পারে না।

আবার, দেখ! নিশ্চলদাসের পাণ্ডিত্য এইরূপ—"জীবো ব্রহ্মাঽভিন্নশ্চেতনত্বাৎ"। তিনি "বৃত্তিপ্রভাকরে" জীব ও ব্রহ্মের একত্ব সিদ্ধির জন্য অনুমান লিখিয়াছেন যে, চেতন বলিয়া জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ইহা নিতান্ত অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির বাক্যসদৃশ। কারণ কেবলমাত্র সাধর্ম্ম্য বশতঃ একের সহিত অন্যের একত্ব সিদ্ধ হয় না; বৈধর্ম্ম্য ভেদক হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কেহ বলে যে, "পৃথিবী জলাঽভিন্না জড়ত্বাৎ" পৃথিবী জড় বলিয়া জল হইতে অভিন্ন। যেমন এই বাক্য কখনও সঙ্গত হইতে পারে না, নিশ্চলদাসোক্ত লক্ষণও সেইরূপ নিরর্থক। কারণ জীবের অল্পত্ব, অল্পজ্ঞত্ব এবং ভ্রান্তিমত্ত্বাদি ধর্ম্ম ব্রহ্মের বিরুদ্ধ এবং ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব, সর্বজ্ঞত্ব এবং অভ্রান্তত্ব ইত্যাদি ধর্ম্ম জীবের বিরুদ্ধ। এতদ্দারা সিদ্ধ হইতেছে যে ব্রহ্ম এবং জীব ভিন্ন ভিন্ন। যেমন গন্ধবত্ত্ব এবং কঠিনত্ব প্রভৃতি পৃথিবীর ধর্ম্ম রসবত্ত্ব ও দ্রবত্ব প্রভৃতি জল-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ বলিয়া পৃথিবী ও জল এক নহে। সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে বৈধর্ম্ম্য থাকাতে, জীব ও ব্রহ্ম কখনও এক ছিল না, নহে এবং হইবে না। এতদ্দারাই নিশ্চলদাস প্রভৃতির পাণ্ডিত্য বুঝিয়া লইবে।

যোগবাসিষ্ঠ-রচয়িতা একজন আধুনিক বেদান্তী ছিলেন। ইহা বাল্মীকি, বসিষ্ঠ অথবা রামচন্দ্র দ্বারা কথিত বা শ্রুত নহে। কারণ তাঁহারা সকলে বেদানুযায়ী ছিলেন। তাঁহারা বেদবিরুদ্ধ রচনা করিতে, বলিতে অথবা শুনিতে পারেন না।

(প্রশ্ন)—ব্যাসদেব রচিত শারীরিক-সূত্রেও জীব-ব্রহ্মের একত্ব দৃষ্ট হয়, দেখ—

সম্পাদ্যাহহবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ ॥ ১ ॥
ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥ ২ ॥
চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌডুলোমিঃ ॥ ৩ ॥
এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥ ৪ ॥
অত এব চানন্যাধিপত্তিঃ ॥ ৫ ॥

(বেদান্ত দং অং ৪। পাং ৪। সূং ১। ৫-৭। ৯)।

অর্থাৎ জীব স্বীয় স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকট হয়। জীব পূর্ব্বে ব্রহ্মস্বরূপ ছিল। কারণ স্ব-শব্দদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের বোধ হয় ॥ ১ ॥ "অয়মাত্মা অপহত-পাপ্মা," ইত্যাদি উদ্ধৃত বাক্যে ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত হেতুদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপে জীব স্থিত থাকে, ইহা জৈমিনি আচার্য্যের মত ॥ ২ ॥ ঔডুলোমি আচার্য্যের মতে তদাত্মক স্বরূপনিরূপণাদি বৃহদারণ্যকের হেতুরূপ বচনানুসারে, জীব চৈতন্যমাত্র স্বরূপে মুক্তিতে স্থিত থাকে ॥৩॥ ব্যাসদেব পূর্ব্বোক্ত এই সকল উদ্ধরণ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিরূপ হেতু বশতঃ জীবের ব্রহ্মস্বরূপ হওয়াতে অবিরোধ মানেন ॥৪॥ যোগী ঐশ্বর্য্যযুক্ত নিজ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অন্য অধিপতি রহিত অর্থাৎ স্বয়ং নিজের এবং সকলের অধিপতিরূপ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিতে অবস্থিত থাকেন ॥৫॥ (উত্তর)—এসকল সূত্রের অর্থ এরূপ নহে। প্রকৃত অর্থ শুনুন। যতদিন জীব স্বীয় শুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া এবং সর্ববিধ মল রহিত হইয়া পবিত্র না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যোগবলে ঐশ্বর্য্য এবং নিজের অন্তর্য্যামী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে স্থিত হইতে পারে না ॥১॥ এইরূপে যখন যোগী পাপাদিরহিত এবং ঐশ্বর্য্যযুক্ত হয়, তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত মুক্তির আনন্দ ভোগ করিতে পারেন। জৈমিনি আচার্য্যের এই মত ॥ ২ ॥ যখন জীব অবিদ্যা প্রভৃতি দোষ-মুক্ত হয় এবং শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র স্বরূপে স্থির হয় তখনই "তদাত্মকত্ব" অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপের সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥ ব্যাসদেবের মত এই যে, যখন জীব জীবদ্দশায় ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইয়া ঐশ্বর্য্য ও শুদ্ধ

বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তখন জীব মুক্ত হইয়া নিজের নির্ম্মল পূর্ব্বস্বরূপে আনন্দভোগ করিতে থাকে ॥৪॥ যখন যোগী সত্যসঙ্কল্প হন, তখন তিনি স্বয়ং পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া মুক্তিসুখ ভোগ করেন। সে স্থানে জীব স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকে। সংসারে যেমন কেহ প্রধান এবং কেহ অপ্রধান থাকে, মুক্তিতে সেইরূপ হয় না। সমস্ত মুক্ত জীব একরূপই হইয়া থাকে ॥৫॥ তাহা না হইলে—

নেতরোনুপপত্তেঃ ॥ (১ । ১ । ১৬) ১ ॥
ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ (১ । ১ । ১৭) ২ ॥
বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ ॥ (১ । ১ । ২২) ৩ ॥
অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি ॥ (১ । ১ । ১৯) ৪ ॥
অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥ (১ । ১ । ২০) ৫ ॥
ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ (১ । ১ । ২১) ৬ ॥
গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥ (১ । ২ । ১১) ৭ ॥
অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ (১ । ২ । ৩) ৮ ॥
অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥ (১ । ২ । ১৮) ৯ ॥
শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥ (১ । ২ । ২০) ১০ ॥

ব্যাসমুনিকৃত বেদান্তসূত্রাণি ॥

অর্থ—ব্রহ্মেতর জীব সৃষ্টিকর্ত্তা নহে। কারণ এই অল্প, অল্পজ্ঞ ও অল্পসামর্থ্যযুক্ত জীবের মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে। অতএব জীব ব্রহ্ম নহে ॥১॥ "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" ইহা উপনিষদের বচন। জীব এবং ব্রহ্ম পৃথক্, কারণ এই দুইয়ের ভেদ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এইরূপ না হইলে রস অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দস্বরূপ হয়—এই প্রাপ্তিবিষয় ব্রহ্ম এবং পাইবার পাত্র জীবের নিরূপণ হইতে পারে না। অতএব জীব এবং ব্রহ্ম এক নহে ॥২॥

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনঃ শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥

মুণ্ডকোপনিষদি (মুং ২ খং ১ মং ২) ॥

দিব্য, শুদ্ধ অমূর্ত্ত, সকলের মধ্যে পূর্ণ, অন্তরে বাহিরে নিরন্তর ব্যাপক, অজ, জন্ম-মরণ-শরীরধারণাদিরহিত, শ্বাস-প্রশ্বাস-শরীর-মন সম্বন্ধরহিত, প্রকাশস্বরূপ

ইত্যাদি পরমেশ্বরের বিশেষণ। অক্ষর অর্থাৎ নাশরহিত প্রকৃতি অপেক্ষা জীব সূক্ষ্ম, ইহা অপেক্ষাও পরমেশ্বর সূক্ষ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। যেহেতু প্রকৃতি এবং জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদিত হয়, অতএব প্রকৃতি এবং জীব হইতেও ব্রহ্ম ভিন্ন ॥৩॥ এই সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মে জীবের যোগ অথবা জীবে ব্রহ্মের যোগ প্রতিপাদিত হওয়াতে জীব এবং ব্রহ্ম ভিন্ন। কারণ ভিন্ন পদার্থের মধ্যেই যোগ হইয়া থাকে ॥৪॥ এই ব্রহ্মের অন্তর্য্যামিত্বাদি ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। জীবের অভ্যন্তরে ব্রহ্ম ব্যাপক বলিয়া, ব্যাপ্য জীব ব্যাপক ব্রহ্ম হইতে পৃথক্। কারণ ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ ভেদেই ঘটে ॥ ৫ ॥ পরমাত্মা যেমন জীব হইতে ভিন্ন-স্বরূপ, সেইরূপ ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, পৃথিব্যাদি ভূত, দিক্, বায়ু ও সূর্য্যাদি দিব্যগুণসমূহের ভোক্তা দেবতাবাচ্য বিদ্বান্ হইতেও পরমাত্মা পৃথক্ ॥ ৬ ॥ "গুহাং প্রবিষ্টৌ সুকৃতস্য লোকে" ইত্যাদি উপনিষদ বচনানুসারে জীব এবং পরমাত্মা পৃথক্। উপনিষদের বহু স্থলে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥ "শরীরে ভবঃ শারীরঃ"; শরীরধারী জীব ব্রহ্ম নহে। কারণ ব্রহ্মের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব জীবে ঘটে না ॥ ৮ ॥ (অধিদেবঃ) দিব্য মন এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ, (অধিভূতঃ) পৃথিব্যাদি ভূত, (অধ্যাত্ম) সকল জীবের মধ্যে পরমাত্মা অন্তর্য্যামী রূপে স্থিত আছেন। কারণ পরমাত্মার ব্যাপকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম উপনিষেদে সর্ব্বত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥৯॥ শরীরধারী জীব ব্রহ্ম নহে। কারণ ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ স্বরূপতঃ সিদ্ধ ॥১০॥

এই সকল শারীরিক সূত্রদ্বারাও স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এবং জীবের ভেদ সিদ্ধ হয়। সেইরূপ বেদান্তীদিগের উপক্রম এবং উপসংহারও ঘটিতে পারে না। কারণ উপক্রম অর্থাৎ আরম্ভ ব্রহ্ম হইতে এবং "উপসংহার" অর্থাৎ প্রলয়ও ব্রহ্ম হইতেই হইয়া থাকে। যদি ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু না মান তবে উৎপত্তি এবং প্রলয়ও ব্রহ্মের ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। কিন্তু বেদাদি সত্যশাস্ত্রসমূহে উৎপত্তি ও বিনাশ রহিত ব্রহ্মের প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ব্রহ্ম নবীনবেদান্তীদিগের উপর কুপিত হইবেন! কারণ নির্ব্বিকার, অপরিণামী, শুদ্ধ, সনাতন এবং অভ্রান্ত ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত ব্রহ্মে বিকার, উৎপত্তি এবং অজ্ঞান প্রভৃতি কোনরূপই সম্ভব হইতে পারে না। সেইরূপ উপসংহার (প্রলয়) হইবার পরেও ব্রহ্ম, কারণাত্মক জড় এবং জীব সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। এই জন্য উপক্রম এবং উপসংহারও বেদান্তীদিগের মিথ্যা

কল্পনা। এইরূপ অনেক ভ্রান্তিপূর্ণ কথা আছে; সে সকল শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিরুদ্ধ।

অতঃপর জৈন এবং শঙ্করাচার্য্যের কতিপয় অনুযায়ী যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার সংস্কার আর্য্যাবর্ত্তে প্রসারিত হইয়াছিল। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে খণ্ডন-মণ্ডনও চলিতেছিল। শঙ্করাচার্য্যের তিন শত বৎসর পরে উজ্জয়িনী নগরীতে রাজা বিক্রমাদিত্য কিঞ্চিৎ প্রতাপশালী হইয়াছিলেন। তিনি রাজন্যবর্গের মধ্যে আরব্ধ যুদ্ধ মিটাইয়া শান্তি স্থাপন করেন। তৎপরে রাজা ভর্ত্তৃহরি কাব্যাদি শাস্ত্র এবং অন্যান্য বিষয়েও কথঞ্চিৎ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সংসারবিরাগী হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করেন। বিক্রমাদিত্যের পাঁচশত বৎসর পরে ভোজ রাজা হইলেন। তাঁহারা ব্যাকরণ এবং কাব্য অলঙ্কারাদির এরূপ প্রচার করিলেন যে, তাঁহাদের রাজ্যে মেষপালক কালিদাসও রঘুবংশ-কাব্যের রচয়িতা হইয়াছিলেন। কেহ ভোজরাজার নিকট উত্তম শ্লোক রচনা করিয়া লইয়া গেলে, তাঁহাকে প্রচুর ধন দেওয়া হইত এবং তিনি সম্মানও লাভ করিতেন।

অতঃপর রাজন্যবর্গ এবং ধনাঢ্যগণ বিদ্যাধ্যয়নই পরিত্যাগ করিলেন। যদিও শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে এবং বামমার্গীদিগের পরে শৈবাদি সম্প্রদায়ের মতবাদীরা ছিল, তথাপি তাহাদের শক্তিসামর্থ্য ছিল না। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে শৈবদিগের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল। বামমার্গীদিগের দশ-মহাবিদ্যা প্রভৃতি শাখার ন্যায় শৈবদিগের পাশুপত প্রভৃতি বহু শাখা ছিল। লোকেরা শঙ্করাচার্য্যকে শিবের অবতার বলিয়া নির্দ্ধারণ করিল। তাঁহার অনুযায়ী সন্ন্যাসিগণও শৈবমত অবলম্বন করিলেন এবং বামমার্গীদিগকেও তাহাদের সহিত মিলাইতেছিলেন। বামমার্গিগণ শিবপত্নী দেবীর উপাসক এবং শৈবগণ মহাদেবের উপাসক হইলেন। উভয়ে অদ্যাবধি রুদ্রাক্ষ ও ভস্মধারণ করেন। কিন্তু শৈবগণ বামমার্গীদিগের ন্যায় বেদবিরোধী নহেন।

ধিক্ ধিক্ কপালং ভস্ম-রুদ্রাক্ষ-বিহীনম্ ॥ ১ ॥

রুদ্রাক্ষান্ কণ্ঠদেশে দশনপরিমিতান্ মস্তকে বিংশতী দ্বে,
ষট্ ষট্ কর্ণপ্রদেশে করযুগলগতান্ দ্বাদশান্ দ্বাদশৈব।
বাহ্বোরিন্দোঃ কলাভিঃ পৃথগিতি গদিতমেকমেবং শিখায়াম্,
বক্ষস্যষ্টাঽধিকং যঃ কলয়তি শতকং স স্বয়ং নীলকণ্ঠঃ ॥ ২ ॥

এইরূপে ইহারা বহুবিধ শ্লোক রচনা করিয়া বলিতে লাগিল যে, যাহার কপালে ভস্ম এবং কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ নাই, তাহাকে ধিক্। "তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা" তাহাকে চণ্ডালবৎ বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য ॥১॥ যিনি কণ্ঠে বত্রিশ, মস্তকে চল্লিশ, কর্ণে ছয় ছয়টি, হস্তে বার বারটি, বাহুতে যোল যোলটি, শিখায় একটি এবং হৃদয়ে একশত আটটি রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন, তিনি সাক্ষাৎ মহাদেব তুল্য ॥২॥ শাক্তেরাও এইরূপ মানে। বামমার্গী এবং শৈবগণ অতঃপর একমত হইয়া যোনি-লিঙ্গ স্থাপন করিল। তাহারা উহাকে জলাধারী এবং লিঙ্গ নাম দিয়া পূজা করিতে লাগিল। নির্লজ্জদিগের একটুও লজ্জা হইল না যে, তাহারা এই জঘন্য কার্য্য করিতেছে কেন? জনৈক কবি লিখিয়াছেন, "স্বার্থী দোষং ন পশ্যতি" স্বার্থপর লোকেরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য কুকার্য্যকেও শ্রেষ্ঠ কার্য্য মনে করে এবং তাহাতে কোন দোষ দেখে না। তাহারা পাষাণাদির মূর্ত্তি এবং যোনি-লিঙ্গের পূজায় ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষসিদ্ধি মনে করিতে লাগিল। রাজা ভোজের পরবর্ত্তী কালে জৈনগণ নিজেদের মন্দির সমূহে মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া মূর্ত্তির দর্শন ও স্পর্শনাদির জন্য যাতায়াত আরম্ভ করিলে তাহাদের শিষ্যেরাও তাহাদের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন ত এই সব পোপের শিষ্যগণও জৈনদের মন্দিরে যাতায়াত করিতে লাগিল। অপর দিকে পশ্চিম পথে ভিন্ন মত এবং যবনগণও আর্য্যাবর্ত্তে যাতায়াত করিতে লাগিল। তখন পোপগণ এই শ্লোক রচনা করিলেন :—

> ন বদেদ্‌যাবনীং ভাষাং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।
> হস্তিনা তাড্যমানোঽপি ন গচ্ছেজ্জৈনমন্দিরম্ ॥

যতই কষ্ট হউক না কেন, প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও অর্থাৎ মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলেও যাবনী অর্থাৎ ম্লেচ্ছভাষা মুখেও উচ্চারণ করিবে না। উন্মত্ত হস্তী কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া জৈনমন্দিরে প্রবেশ করিলে যদি প্রাণরক্ষা হয়, তথাপি জৈনমন্দিরে প্রবেশ করিবে না। সে স্থানে প্রবেশ করিয়া রক্ষা পাওয়া অপেক্ষা হস্তীর সম্মুখীন হইয়া মরা ভাল। এইরূপ ইহারা নিজেদের শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতে লাগিল। যখন কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিত, "আপনাদের মত সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক গ্রন্থের প্রমাণ আছে কি?" তখন তাহারা উত্তর দিত, "হাঁ, আছে"। যখন বলা হইত,

"দেখান", তখন তাহারা মার্কণ্ডেয় পুরাণাদির বচন পাঠ করিত এবং দুর্গাপাঠে দেবীর যে বর্ণনা লিখিত আছে, তাহা শুনাইত।

রাজা ভোজের রাজ্যে কেহ কেহ ব্যাসদেবের নামে মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও শিবপুরাণ রচনা করিয়াছিল। সে বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া রাজা ভোজ উক্ত পণ্ডিতদিগকে হস্তচ্ছেদনাদি দণ্ডদান করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন যে, যে কেহ কাব্যগ্রন্থাদি রচনা করিবেন, তিনি নিজের নামেই করিবেন, ঋষিমুনিদিগের নামে করিবেন না। এ বিষয় রাজা ভোজ প্রণীত "সঞ্জীবনী" নামক ইতিহাসে লিখিত আছে। এই গ্রন্থ গবালিয়র রাজ্যে "ভিণ্ড" নগরে তেওয়ারী ব্রাহ্মণদিগের গৃহে আছে। লখুনার রাও সাহেব এবং তাঁহার গোমস্তা রামদয়াল চৌবে মহাশয় উহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। তাহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, ব্যাসদেব ৪৪০০ এবং তাঁহার শিষ্যগণ ৫৬০০ শ্লোকযুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বসমেত ১০,০০০ শ্লোকযুক্ত মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোকসংখ্যা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে ২০,০০০ হয়। মহারাজ ভোজ বলেন যে তাঁহার পিতার সময়ে ২৫,০০০ এবং তাঁহার অর্দ্ধেক বয়সে ৩০,০০০ শ্লোকযুক্ত মহাভারত পাওয়া যায়। শ্লোকসংখ্যা এইরূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, মহাভারত এক উটের বোঝা হইয়া পড়িবে। আর ঋষিমুনিদিগের নামে পুরাণাদিগ্রন্থ রচিত হইতে থাকিলে, আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ ভ্রমজালে পতিত হইবে এবং বৈদিকধর্ম্মরহিত হইয়া ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। এতদ্দারা জানা যায় যে, রাজা ভোজের মধ্যে কিছু কিছু বৈদিক সংস্কার ছিল। ভোজ প্রবন্ধে লিখিত আছে :—

ঘট্যৈকয়া ক্রোশদশৈকমশ্বঃ সুকৃত্রিমো গচ্ছতি চারুগত্যা।
বায়ুং দদাতি ব্যজনং সুপুষ্কলং বিনা মনুষ্যেণ চলত্যজস্রম্ ॥

রাজা ভোজের রাজ্যে এবং তৎসমীপবর্ত্তী স্থানে এমন এমন বহু সুদক্ষ শিল্পী ছিলেন যে তাঁহারা ঘোটকাকার যন্ত্রকলাযুক্ত এক যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহা এক ঘণ্টার কম সময়ে ১১ ক্রোশ এবং পুর্ণ এক ঘণ্টায় ২৭॥ ক্রোশ যাইত। উহা স্থলে ও অন্তরীক্ষেও যাতায়াত করিত। তাহারা এক প্রকার পাখা এইরূপ প্রস্তুত করিয়াছিল যে, উহা মনুষ্যদ্বারা চালিত না হইয়াও কলা-যন্ত্রবলে সর্ব্বদা চালিত হইত এবং প্রচুর বায়ু সঞ্চার করিত। এই দুই পদার্থ আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিলে ইউরোপীয়গণ অহঙ্কারে এত স্ফীত হইত না।

যখন পোপগণ তাহাদের শিষ্যদিগকে জৈনদিগের নিকটে যাইতে বাধা দিয়াও, তাহাদের জৈনমন্দিরে যাতায়াত বন্ধ করিতে পারিল না এবং লোকেরা জৈনদিগের ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্যও যাতায়াত করিতে লাগিল তখন জৈন পোপগণ পৌরাণিক পোপের শিষ্যদিগকে বিভ্রান্ত করিতে লাগিল। পৌরাণিকগণ ভাবিল যে, ইহার কোন উপায় করা উচিত। তাহা না হইলে তাহাদের শিষ্যগণ জৈন হইয়া যাইবে। সুতরাং পৌরাণিক পোপগণ স্থির করিল যে, জৈনদিগের ন্যায় তাহাদেরও অবতার, মন্দির, মূর্ত্তি হউক এবং ধর্ম্মকথা-সম্বন্ধীয় পুস্তক রচিত হউক। ইহারা জৈনদিগের ২৪ তীর্থঙ্করের ন্যায় ২৪ অবতার, মন্দির এবং মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইল। জৈনদিগের আদি ও উত্তর পুরাণাদির ন্যায় পৌরাণিকদিগের অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হইতে লাগিল।

রাজা ভোজের দেড়শত বৎসর পরে বৈষ্ণব মতের সূত্রপাত হয়। "শঠকোপ" নামক একব্যক্তি কঞ্জর-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার দ্বারা এই মত কিঞ্চিৎ প্রচলিত হইল। মেথর কুলোদ্ভব মুনিবাহন এবং তৃতীয় যবনকুলোদ্ভব যবনাচার্য্য আচার্য্য হইলেন। তদনন্তর চতুর্থ ব্রাহ্মণ-কুলজাত রামানুজ আবির্ভূত হইলেন। তিনি তাঁহার মত প্রসারিত করেন। শৈবগণ শিবপুরাণাদি, শাক্তগণ দেবীভাগবতাদি এবং বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুপুরাণাদি রচনা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা এসকল গ্রন্থ নিজেদের নামে প্রকাশ করিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, তাঁহাদের নামে রচিত হইলে এসকল গ্রন্থ কেহই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিবেন না। এইজন্য তাঁহারা ব্যাসাদি ঋষি-মুনিদিগের নামে পুরাণ রচনা করিলেন। বাস্তবিক, এসকল গ্রন্থের "নবীন" নাম রাখাই উচিত ছিল। কিন্তু যেমন কোন দরিদ্র ব্যক্তি নিজ পুত্রের নাম "মহারাজাধিরাজ" এবং আধুনিক পদার্থের নাম "সনাতন" রাখে, সেইরূপ এ বিষয়েও আশ্চর্য্য কি? ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যেমন বিবাদ আছে, সেইরূপ পুরাণগুলির মধ্যেও বিবাদ রহিয়াছে।

দেখ! দেবীভাগবতে শ্রীপুরের অধিষ্ঠাত্রী "শ্রী" নাম্নী এক দেবীর উল্লেখ আছে। তিনি সমগ্র জগৎ এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহাদেবকেও সৃষ্টি করিলেন। যখন দেবীর ইচ্ছা হইল, তখন তিনি তাঁহার হস্ত ঘর্ষণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার হস্তে এক স্ফোটক হইল। সেই স্ফোটক হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। দেবী ব্রহ্মাকে বলিলেন, "তুমি আমাকে বিবাহ কর"। ব্রহ্মা বলিলেন, "তুমি আমার মাতা হও,

আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি না"। তাহা শুনিয়া মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে ভস্মীভূত করিলেন। তিনি পুনরায় হস্ত ঘর্ষণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দ্বিতীয় পুত্র উৎপন্ন করিলেন এবং তাহার নাম বিষ্ণু রাখিলেন। বিষ্ণুকেও পূর্ব্বোক্তরূপে বলিলেন। বিষ্ণু স্বীকৃত না হইলে তাঁহাকেও তিনি ভস্মীভূত করিলেন। দেবী পুনরায় পূর্ব্বোক্তরূপে তৃতীয় পুত্র উৎপন্ন করিয়া তাঁহার নাম "মহাদেব" রাখিলেন এবং তাঁহাকেও বলিলেন, "তুমি আমাকে বিবাহ কর"। মহাদেব বলিলেন; "আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি না, তুমি অন্য স্ত্রীদেহ ধারণ কর"। দেবী তাহাই করিলেন। তখন মহাদেব বলিলেন, "এই দুইস্থানে ভস্মের ন্যায় কি পড়িয়া আছে"! দেবী বলিলেন, 'ইহারা তোমার দুই ভাই ; ইহারা আমার আজ্ঞা পালন করে নাই বলিয়া আমি ইহাদিগকে ভস্মীভূত করিয়াছি"। মহাদেব বলিলেন, আমি একা কি করিব ? ইহাদিগকে জীবিত কর এবং আরও দুইজন স্ত্রীলোক উৎপন্ন কর। তিন জনের বিবাহ তিন জনের সহিত হইবে"। দেবী তাহাই করিলেন। অনন্তর তিন জনের সহিত তিন জনের বিবাহ হইল। বাহবা! মাতাকে বিবাহ করিল না, কিন্তু ভগ্নীকে বিবাহ করিল! ইহা কি উচিত কার্য্য বলিয়া মনে করিতে হইবে? পরে দেবী ইন্দ্রাদিকে উৎপন্ন করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং ইন্দ্রকে তাঁহার পাল্কীবাহক ভৃত্য করিলেন। এইরূপ মনগড়া সুদীর্ঘ গল্প রচিত হইয়াছে। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, "দেবীর শরীর এবং শ্রীপুরের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? দেবীর মাতাপিতা কাহারা ছিলেন"? যদি বলে যে দেবী অনাদি, তবে সংযোগজ বস্তু কখনও অনাদি হইতে পারে না। যদি মাতা পুত্রের বিবাহ করিতে ভয় পায়, তবে ভ্রাতার ভগ্নী বিবাহ করা এমন কি ভাল কথা?

এই "দেবীভাগবতে" যেমন মহাদেব, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মাদির হীনতা ও দেবীর মহত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ "শিবপুরাণে" দেবী প্রভৃতির অনেক হীনতা বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ ইহারা সকলে মহাদেবের দাস এবং মহাদেব সকলের ঈশ্বর। যদি রুদ্রাক্ষ অর্থাৎ বৃক্ষবিশেষের ফলের আঁটি এবং ভস্ম ধারণ করিলে মুক্তি হয় বলিয়া মনে করা যায়, তবে ভস্মে লুণ্ঠিত গর্দ্দভ প্রভৃতি পশুর, কুঁচাদির ধারণকারী ভীল ও কঞ্জর প্রভৃতির এবং শূকর কুকুর গর্দ্দভাদি ভস্ম লুণ্ঠিত পশুদিগের মুক্তি হয় না কেন?

(প্রশ্ন)—"কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদে" ভস্মলেপন করিবার যে বিধান আছে, তাহা কি মিথ্যা? এবং "ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ", (যজুর্ব্বেদবচন) ইত্যাদি বেদমন্ত্রে

ভস্মধারণের বিধান আছে। আর পুরাণে বর্ণিত আছে যে রুদ্রের চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হওয়াতে যে-বৃক্ষ হইয়াছিল, তাহার নাম রুদ্রাক্ষ। এইজন্য রুদ্রাক্ষ ধারণে পুণ্য হয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে। একটি মাত্র রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলেও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে যাওয়া যায়, যমরাজ ও নরকের ভয় থাকে না। (উত্তর)—"কালাগ্নিরুদ্রোপনিষৎ" কোন "রখোড়িয়া" অর্থাৎ ভস্মধারী রচনা করিয়াছে। কারণ "যস্য প্রথমা রেখা সা ভূর্লোকঃ", ইত্যাদি বচন (উক্ত গ্রন্থে) নিরর্থক। প্রতিদিন হস্তরচিত ভস্মরেখা কিরূপে ভূলোক বা তাহার বাচক হইতে পারে? আর যে "ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ" ইত্যাদি মন্ত্র আছে তাহা ভস্ম অথবা ত্রিপুণ্ড্র ধারণের সূচক নহে; কিন্তু "চক্ষুর্বৈ জমদগ্নিঃ", (শতপথ) "হে পরমেশ্বর! আমার নেত্রের জ্যোতিঃ (ত্র্যায়ুষম্) তিন গুণ অর্থাৎ তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত থাকুক; আর আমিও এমন পুণ্যকর্ম্ম করি যাহাতে আমার দৃষ্টিনাশ না হয়"। ভাল, ইহা কত বড় মূর্খতার কথা যে, অশ্রুপাত হইতেও বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে! কেহ কি পরমেশ্বরের সৃষ্টিক্রমের অন্যথা করিতে পারে? পরমাত্মা যে-বৃক্ষের যে-বীজ রচনা করিয়াছেন, সে-বীজ হইতেই সে-বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে; অন্যথা নহে। এই হেতু রুদ্রাক্ষ, ভস্ম, তুলসী, কমলাক্ষ, ঘাস এবং চন্দনাদি কণ্ঠে ধারণ করা বন্য পশুবৎ মনুষ্যের কার্য্য। এইরূপে বামমার্গী এবং শৈবগণ অতিশয় মিথ্যাচারী, বিরোধী এবং কর্ত্তব্যত্যাগী। তাহাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তিনি এ-সকল কথা বিশ্বাস না করিয়া সৎকর্ম্ম করিয়া থাকেন। যদি রুদ্রাক্ষ এবং ভস্মধারণ করিলে যমরাজের দূত ভয় পায়, তবে সম্ভবতঃ পুলিশের সিপাহীরাও ভয় পায়! যদি কুকুর, সিংহ, সর্প, বৃশ্চিক, মক্ষিকা এবং মশক প্রভৃতিও রুদ্রাক্ষ এবং ভস্মধারীদিগকে ভয় না করে, তবে ন্যায়াধীশগণ তাহাদিগকে ভয় করিবেন কেন?

(প্রশ্ন)—বামমার্গী এবং শৈবগণ প্রশংসনীয় না হউন কিন্তু বৈষ্ণবগণ ত প্রশংসনীয়? (উত্তর)—বৈষ্ণবগণও বেদবিরোধী বলিয়া তদপেক্ষা নিন্দনীয়। (প্রশ্ন)—

"নমস্তে রুদ্রমন্যবে।" "বৈষ্ণবমসি।" "বামনায় চ।" "গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে।" "ভগবতী ভূয়াঃ।" "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।"

এই সব বেদ-প্রমাণ দ্বারা শৈব প্রভৃতি মত সিদ্ধ হয়; তবে আবার খণ্ডন করিতেছেন কেন? (উত্তর)—এই সকল বচনদ্বারা শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায় সিদ্ধ হয়

না। কারণ, "রুদ্র" পরমেশ্বর, প্রাণাদি বায়ু, জীব এবং অগ্নি ইত্যাদির নাম। যিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দুষ্টদিগকে রোদন করান সেই রুদ্র পরমাত্মাকে নমস্কার, প্রাণ ও জঠরাগ্নিকে অন্ন দিবে (নম ইতি অন্ননাম—নিঘণ্টু ২।৭), যিনি মঙ্গলকারী এবং যিনি সমস্ত জগতের অত্যন্ত হিতকারী সেই পরমাত্মাকে নমস্কার।

"শিবস্য পরমেশ্বরস্যায়ং ভক্তঃ শৈবঃ।" "বিষ্ণোঃ পরমাত্মনোঽয়ং ভক্তো বৈষ্ণবঃ।" "গণপতেঃ সকল জগৎস্বামিনোঽয়ং সেবকো গাণপতঃ।" "ভগবত্যাঃ বাণ্যা অয়ং সেবকঃ ভাগবতঃ।" "সূর্য্যস্য চরাচরাত্মনোঽয়ং সেবকঃ সৌরঃ।"

এ সকল রুদ্র, শিব, বিষ্ণু, গণপতি এবং সূর্য্যাদি পরমেশ্বরের নাম এবং ভগবতী সত্য-ভাষণযুক্তা বাণীর নাম। এ সকল না বুঝিয়া লোকে কিরূপ বিবাদ বাধাইয়াছে যথা—

কোন এক বৈরাগীর দুই চেলা ছিল। তাহারা প্রতিদিন গুরুর পা টিপিয়া দিত। তাহারা ভাগ করিয়া একজন দক্ষিণ এবং অন্য জন বাম পদ সেবার ভার লইয়াছিল। একদিন তাহাদের একজন বাজার করিবার জন্য কোন স্থানে গমন করে। অপর জন নিজ সেব্য পদের সেবা করিতে থাকে। ইত্যবসরে গুরুদেব পার্শ্বপরিবর্ত্তন করাতে উক্ত শিষ্যের সেব্য পদের উপর তাহার গুরু-ভ্রাতার সেব্য পদ পতিত হইল। তাহাতে সে দণ্ড লইয়া সেই পদের উপর আঘাত করিল। গুরু বলিলেন, "ওরে দুষ্ট! তুই একি করিলি"? চেলা বলিল, "আমার সেব্যপদের উপর এই পদ আসিয়া পড়িল কেন?" ইত্যবসরে যে চেলা বাজারে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিল। সেও সেব্য পদের সেবা করিতে আরম্ভ করিল। সে দেখিল যে, সেই পদ ফুলিয়া গিয়াছে। তখন সে বলিল, "গুরুদেব! আমার এই সেব্য পদের কি হইয়াছে"? গুরু সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তখন সেই মূর্খও নিঃশব্দে দণ্ড লইয়া সজোরে গুরুর অন্য পদের উপর আঘাত করিল। তখন গুরু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন উভয় চেলা দণ্ড লইয়া তাঁহার দুই পদের উপর আঘাত করিতে লাগিল। মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। তাহা শুনিয়া লোকেরা আসিয়া বলিল, "সাধু! আপনার কি হইয়াছে? তাহাদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সাধুকে ছাড়াইয়া লইয়া, সেই মূর্খ চেলাদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন

"দেখ, এই দুই পদই তোমাদের গুরুর। এই পদদ্বয়েরই সেবা করিলে তিনি সুখ প্রাপ্ত হন, তাহাতে ব্যথা দিলে তাঁহারই কষ্ট হয়"।

একই গুরুর সেবায় শিষ্যেরা যেমন লীলা-খেলা করিল, সেইরূপ এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, অনন্ত-স্বরূপ পরমাত্মার বিষ্ণু এবং রুদ্র প্রভৃতি যে অনেক নাম আছে এবং যে-সকল নামার্থ প্রথম সমুল্লাসে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সত্যার্থ না জানিয়া শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায় পরস্পর পরস্পরের নিন্দা করিয়া থাকে। অল্পবুদ্ধিগণ একটুও নিজেদের বুদ্ধি খাটাইয়া চিন্তা করে না যে, বিষ্ণু, রুদ্র, এবং শিবাদি নাম এক অদ্বিতীয়, সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বান্তর্য্যামী জগদীশ্বরের অনেক গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব সূচক বলিয়া তাঁহারই বাচক। ভাল, এমন মূর্খদিগের উপর কি ঈশ্বরের কোপ হয় না? এখন চক্রাঙ্কিত বৈষ্ণবদিগের অদ্ভুত লীলা দেখুন!

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মালা মন্ত্রস্তথৈব চ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তহেতবঃ॥
অতপ্ততনূর্ন তদামো অশ্নুতে। ইতি শ্রুতেঃ।

(রামানুজপটলপদ্ধতৌ)

অর্থাৎ (তাপঃ) শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মের চিহ্ন সমূহকে অগ্নিতে তাপাইয়া বাহুমূলে দাগ দিবার পর দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে শীতল করা হয় এবং কেহ কেহ সেই দুগ্ধ পানও করে। এখন দেখুন! প্রত্যক্ষ মনুষ্যমাংসের স্বাদও সম্ভবতঃ তাহাতে থাকে। ইহারা এইরূপ কর্ম্মদ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার আশা করে এবং বলে যে, শঙ্খ-চক্রাদির দ্বারা শরীর তপ্ত করা ব্যতীত জীব পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে পারে না, কারণ সে (আমঃ) অর্থাৎ কাঁচা। যেমন কাহারও নিকট রাজ্যের চাপরাস প্রভৃতি চিহ্ন থাকিলে সকলে তাহাকে রাজপুরুষ মনে করিয়া ভয় করে, সেইরূপ বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্রাদি অস্ত্র চিহ্ন দেখিয়া যমরাজ এবং তাঁহার দূতগণ ভীত হন ও বলেন—

দোহা—বানা বড়া দয়াল কা, তিলক ছাপ ঔর মাল।
যম ডরপে কালু কহে, ভয় মানে ভূপাল॥

অর্থাৎ ভগবানের ভেক, তিলক, ছাপ এবং মালা ধারণ করা শ্রেষ্ঠ কার্য্য। তদ্দ্বারা যমরাজ এবং রাজাও ভীত হন। এইরূপই (পুণ্ড্রম্) ললাটে ত্রিশূলের ন্যায় চিত্র

অঙ্কিত করা, (নাম) নারায়ণ দাস, বিষ্ণুদাস অর্থাৎ দাস-শব্দান্ত নাম রাখা, (মালা) পদ্মবীজের মালা এবং পঞ্চম (মন্ত্র) যথা :—ওম্ নমো নারায়ণায় ॥ ১ ॥ ইহারা জনসাধারণের জন্য এই মন্ত্র রচনা করিয়াছে। সেইরূপ—শ্রীমন্নারায়ণ-চরণং শরণং প্রপদ্যে॥ শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ ॥২॥ শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ ॥৩॥ ইত্যাদি মন্ত্র ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্তদিগের জন্য রচনা করিয়াছেন। দেখুন! ইহাও এক প্রকার ব্যবসায় বিশেষ। যেমন মুখ তেমন তিলক! এই পাঁচ সংস্কারকে চক্রাঙ্কিতগণ মুক্তির হেতু বলিয়া মানেন। মন্ত্র গুলির অর্থ—আমি নারায়ণকে নমস্কার করিতেছি ॥১॥ আমি লক্ষ্মীযুক্ত নারায়ণের চরণারবিন্দের শরণ লইতেছি ॥২॥ আমি শ্রীযুক্ত নারায়ণকে নমস্কার করিতেছি ॥৩॥ অর্থাৎ শোভাযুক্ত নারায়ণকে আমার নমস্কার। বামমার্গিগণ যেমন পঞ্চ-মকার মানে, চক্রাঙ্কিতগণও সেইরূপ পাঁচ সংস্কার মানে। তাহারা শঙ্খ-চক্রদ্বারা দাগ দিবার জন্য যে বেদ মন্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করে, তাহার পাঠ এবং অর্থ এইরূপ :—

পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে প্রভুর্গাত্রাণি পর্য্যেষি বিশ্বতঃ। অতপ্ততনূর্ন তদামো অশ্নুতে শৃতাস ইদ্বহন্তস্তৎসমাশত ॥ ১ ॥ তপোষ্পবিত্রং বিততং দিবস্পদে ॥ ২ ॥ (ঋ০ ম০ ৯। সূ০ ৮৩। মন্ত্র ১—২)॥

হে ব্রহ্মাণ্ডপতে! বেদের রক্ষক, সর্ব্বসামর্থ্যযুক্ত, সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভো! আপনি নিজ ব্যাপ্তি দ্বারা সংসারের সকল অবয়ব ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য, সত্যভাষণ, শম, দম, যোগাভ্যাস, জিতেন্দ্রিয়তা এবং সৎসঙ্গ ইত্যাদি তপশ্চর্য্যারহিত অপরিপক্ক অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট আত্মা, আপনার সেই সর্ব্বব্যাপক পবিত্র স্বরূপকে প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত তপঃপ্রভাবে শুদ্ধ হন, তাঁহারাই তপশ্চর্য্যা করিতে করিতে আপনার শুদ্ধ স্বরূপকে উত্তমরূপে প্রাপ্ত হন ॥ ১ ॥ যাঁহারা প্রকাশ-স্বরূপ পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে বিস্তৃত, পবিত্র আচরণরূপ তপশ্চর্য্যা করেন, তাঁহারাই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত ॥ ২ ॥

এখন চিন্তা করুন যে রামানুজীয় প্রভৃতি এই মন্ত্র হইতে কিরূপে "চক্রাঙ্কিত" হওয়া সিদ্ধ করে? ভাল, বলুন! তাহারা কি বিদ্বান্ না অবিদ্বান্ ছিল? যদি বলেন যে বিদ্বান্ ছিল, তবে মন্ত্রটির এইরূপ অসম্ভব অর্থ করিল কেন? এই মন্ত্রে "অতপ্ততনূঃ" শব্দ আছে; কিন্তু "অতপ্ত ভুজৈকদেশঃ" নাই। আবার

"অভপ্ততনূঃ" ইহার অর্থ নখ-শিখাগ্র পর্য্যন্ত সমুদায়। যদি চক্রাঙ্কিতগণ এই প্রমাণ হইতে অগ্নি দ্বারাই তাপিত করা স্বীকার করে, তবে নিজ নিজ শরীরকে কোন চুল্লীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করুক। তাহাও এই মন্ত্রার্থ বিরুদ্ধ হয়। কারণ মন্ত্রে সত্যভাষণাদি পবিত্র কর্ম্মকে তপশ্চর্য্যা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

ঋতং তপঃ সত্যং (তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং) তপো দমস্তপঃ
স্বাধ্যায়স্তপঃ ॥ তৈত্তিরীয়ঃ প্র০ ১০। অ০ ৮॥

এ-সকলকে তপ বলে। (ঋতং তপঃ) যথার্থ শুদ্ধভাব, সত্য মানা, সত্য বলা, সত্য করা, মনকে অধর্ম্ম-মার্গ হইতে নিবৃত্ত করা, বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহকে অন্যায় আচরণ হইতে বিরত রাখা অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়-মন দ্বারা শুভ কর্ম্মের আচরণ করা, বেদাদি সত্যবিদ্যার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এবং বেদানুকূল আচরণ প্রভৃতি পুণ্য-কর্ম্মানুষ্ঠানের নাম তপ। কোন ধাতুকে তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা চর্ম্ম দগ্ধ করাকে তপ বলে না। দেখ! চক্রাঙ্কিতগণ তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মনে করে কিন্তু তাহারা তাহাদের পরম্পরা এবং কুকর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না।

"শঠকোপ" নামক এক ব্যক্তি চক্রাঙ্কিতদিগের আদি পুরুষ ছিল। চক্রাঙ্কিতদিগের গ্রন্থ-সমূহে এবং নাভা-ডোম রচিত ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিয়াছে :—

বিক্রীয় শূর্পং বিচচার যোগী।

এই সব বচন চক্রাঙ্কিতদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে। শঠকোপ যোগী কুলা নির্ম্মাণ করিত এবং তাহা বিক্রয়ার্থ বিচরণ করিত অর্থাৎ সে "কঞ্জর" জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ সে ব্রাহ্মণদিগের নিকট অধ্যয়ন করিতে অথবা উপদেশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহারা তাহাকে তিরস্কার করিয়া থাকিবেন। এই নিমিত্ত সে ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধ সম্প্রদায়, তিলক এবং চক্রাঙ্কিত প্রভৃতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ মনগড়া নানা বিষয়ের প্রচলন করিয়া থাকিবে। শঠকোপের চেলা "মুনিবাহন" চাণ্ডাল বর্ণে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার চেলা "যাবনাচার্য্য" যবন-কুলোৎপন্ন ছিল। কেহ-কেহ তাহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে "যামুনাচার্য্য"ও বলিয়া থাকেন। তাহার পরে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব "রামানুজ" চক্রাঙ্কিত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কতিপয় হিন্দী-গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। রামানুজও কিঞ্চিৎ সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃতে শ্লোকবদ্ধ গ্রন্থ, শারীরিক সূত্র ও

উপনিষদের টীকা শঙ্করাচার্য্যকৃত শারীরিক সূত্রের টীকার বিরুদ্ধে রচনা করেন। তিনি শঙ্করাচার্য্যের অনেক নিন্দা করেন।

শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতমত—জীব-ব্রহ্ম এক, বাস্তবিক দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই, জগৎ-প্রপঞ্চ সমস্ত মিথ্যা মায়ারূপ এবং অনিত্য। রামানুজের মত ইহার বিরুদ্ধ। তাঁহার মতে জীব, ব্রহ্ম এবং মায়া তিনটিই নিত্য। এস্থলে বিচার্য্য এই যে, শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ব্রহ্মাতিরিক্ত জীব এবং কারণ-বস্তু স্বীকার না করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আর রামানুজের এই অংশে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অর্থাৎ জীব এবং মায়া সহিত পরমেশ্বর এক, এইরূপ তিন মানা অথচ অদ্বৈত বলা ও জীবকে সর্ব্বথা ঈশ্বরের অধীন ও পরতন্ত্র মানা সর্ব্বথা ব্যর্থ। কণ্ঠী, তিলক, মালা এবং মূর্ত্তি পূজা প্রভৃতি ভ্রান্তমত প্রচলন করা ও অসঙ্গত কথা চক্রাঙ্কিতদের মধ্যে আছে। চক্রাঙ্কিত মত যতদুর বেদবিরুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্যের মত ততদূর বেদ বিরুদ্ধ নহে।

(প্রশ্ন)—মূর্ত্তিপূজা কোথা হইতে প্রচলিত হইল? (উত্তর)—জৈনদিগের নিকট হইতে। (প্রশ্ন)—জৈনগণ কোথা হইতে প্রচলিত করিল? (উত্তর)—নিজেদের মূর্খতা হইতে। (প্রশ্ন)—জৈনগণ বলেন যে, শান্ত, ধ্যানাবস্থিত, উপবিষ্ট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নিজের আত্মারও শুভ পরিণাম হইয়া থাকে। (উত্তর)—জীব চেতন কিন্তু মূর্ত্তি জড়। তবে কি জীবও মূর্ত্তির ন্যায় জড় পদার্থ হইয়া যাইবে? মূর্ত্তিপূজা কেবল ভ্রান্তমত বিশেষ। ইহা জৈনগণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। এইজন্য দ্বাদশ সমুল্লাসে এই মতের খণ্ডন করা হইবে। (প্রশ্ন)—শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় মূর্ত্তিপূজায় জৈনদিগের অনুকরণ করে নাই। বৈষ্ণবাদির মূর্ত্তিও জৈনদিগের মূর্ত্তির ন্যায় নহে। (উত্তর)—অবশ্য ইহা সত্য। জৈন-মূর্ত্তির অনুকরণে নির্ম্মিত হইলে, এ-সকল জৈনমতের সহিত মিশিয়া যাইত। এই নিমিত্ত জৈনমূর্ত্তির বিরুদ্ধ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। বিশেষতঃ জৈনদিগের সহিত বিরোধ করা বৈষ্ণবদিগের এবং বৈষ্ণবদিগের সহিত বিরোধ করা জৈনদিগের প্রধান কার্য্য ছিল। জৈনগণ তাঁহাদের মূর্ত্তিসমূহ বিবস্ত্র, ধ্যানাবস্থিত এবং সংসারবিরাগী মনুষ্যের আকৃতিবিশিষ্ট করিয়া নির্ম্মাণ করিত। বৈষ্ণবাদি তদ্বিরুদ্ধ যথেষ্ট শৃঙ্গারযুক্ত, স্ত্রীলোকের সহিত রঙ্গ-রাগ-ভোগ-বিষয়াসক্তি-সূচক আকৃতিবিশিষ্ট, দণ্ডায়মান এবং উপবিষ্ট মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত। জৈনগণ শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসি-ঘড়ী প্রভৃতি বাজায় না। কিন্তু বৈষ্ণবাদি মহাকোলাহল করিয়া থাকে। এইরূপ লীলা-খেলা রচনা করাতেই ত

বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়স্থ পোপদিগের শিষ্যেরা জৈনদিগের জাল হইতে বাঁচিয়া ইহাদিগের লীলায় জড়িত হইল এবং ব্যাসাদি মহর্ষির নামে মনগড়া অসম্ভব গাথাসম্বলিত গ্রন্থ রচনা করিল। তাহারা ঐ সকল গ্রন্থের নাম পুরাণ রাখিয়া কথকতাও শুনাইতে আরম্ভ করিল। অতঃপর এইরূপ বিচিত্র মায়া রচনা করিতে লাগিল যে, প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া গোপনে কোন পর্ব্বতে অথবা অরণ্যাদিতে রাখিয়া আসিত, অথবা ভূমিতে পুতিয়া রাখিত। পরে ইহারা চেলাদের মধ্যে ঘোষণা করিত যে রাত্রিকালে মহাদেব, পার্ব্বতী, রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম, লক্ষ্মীনারায়ণ, ভৈরব এবং হনুমান প্রভৃতি স্বপ্নে বলিয়া দিয়াছেন, 'আমি অমুক স্থানে আছি, আমাকে সে স্থান হইতে আনিয়া মন্দিরে স্থাপন কর এবং তুমি আমার পূজারী হইলে আমি মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করিব'। জ্ঞানান্ধ ধনাঢ্যগণ এ সকল পোপলীলা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেন, "এখন এই মূর্ত্তি কোথায় আছে"? তখন "পোপ" বলিতেন, "অমুক পর্ব্বতে অথবা অরণ্যে আছে; আমার সঙ্গে চল দেখাইব"। তখন জ্ঞানান্ধগণ সেই ধূর্ত্তের সঙ্গে সে স্থানে যাইয়া মূর্ত্তি দর্শন করিত এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার পায়ে পড়িয়া বলিত, "আপনার উপরে এই দেবতার বড়ই কৃপা; এখন ইঁহাকে আপনি লইয়া চলুন, আমি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিব। মন্দিরে এই দেবতার স্থাপনা করিয়া আপনি পূজা করিবেন। আমরাও এই প্রতাপশালী দেবতার দর্শন-স্পর্শন করিয়া মনোবাঞ্ছিত ফল লাভ করিব"। একজনের এইরূপ লীলা-খেলা রচনার পর দেখাদেখি সকল "পোপ" তাহাদের জীবিকার্থ ছলনা-কপটতা সহকারে বিভিন্ন মূর্ত্তি স্থাপন করিল।

(প্রশ্ন)—পরমেশ্বর নিরাকার, তিনি ধ্যানগম্য নহেন। এইজন্য মূর্ত্তি অবশ্যই থাকা উচিত। ভাল, যে ব্যক্তি কিছুই করে না সেও মূর্ত্তির সম্মুখে যাইয়া করযোড়ে পরমেশ্বরের নাম স্মরণ ও উচ্চারণ করে। ইহাতে ক্ষতি কি? (উত্তর)—পরমেশ্বর নিরাকার এবং সর্ব্বব্যাপক। তাঁহার মূর্ত্তিই নির্ম্মিত হইতে পারে না। কেবলমাত্র মূর্ত্তি দর্শনে পরমেশ্বরের স্মরণ হইলে, ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট যে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং বনস্পতি প্রভৃতি বিবিধ পদার্থে অদ্ভুত রচনা করিয়াছেন, সেই পৃথিবী ও পর্ব্বতাদি পরমেশ্বর-রচিত মহামূর্ত্তি স্বরূপ এবং যাহা হইতে ঐ সকল মনুষ্যকৃত মূর্ত্তি সমূহ নির্ম্মিত হয় সে সকল দেখিয়া কি পরমেশ্বরের স্মরণ হইতে পারে না? তুমি বলিতেছ

যে, মূর্ত্তি দর্শনে পরমেশ্বরের স্মরণ হয়, তোমার এই উক্তি সর্ব্বথা মিথ্যা। কারণ সেই মূর্ত্তি সম্মুখে না থাকিলে যখন পরমেশ্বরের স্মরণ হইবে না, তখন মনুষ্য নির্জ্জন পাইয়া চৌর্য্য এবং লাম্পট্য প্রভৃতি কুকর্ম্মে রত হইতে পারে। কেন না সে জানে যে এ সময়ে এস্থানে কেহই আমাকে দেখিতেছে না। ফলে সে অনর্থ না করিয়া ছাড়ে না। এইরূপে পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজায় অনেক দোষ ঘটে। এখন দেখুন! যিনি পাষাণাদি মূর্ত্তিকে না মানিয়া সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বান্তর্য্যামী এবং ন্যায়কারী পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা জানেন এবং মানেন, তিনি তাঁহাকে সকলের সদসৎকর্ম্মের দ্রষ্টা এবং স্বয়ং পরমাত্মা হইতে ক্ষণ মাত্রও দূর নহেন জানিয়া কুকর্ম্ম করা দূরে থাকুক, মনেও কুচেষ্টা করিতে পারেন না। কারণ তিনি জানেন, "যদি আমি বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারাও কোন কুকর্ম্ম করি, তবে এই অন্তর্য্যামীর ন্যায়বিধানে কিছুতেই দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইব না"।

আবার কেবলমাত্র নামস্মরণেও কোন ফল হয় না। "মিশ্রি, মিশ্রি" বলিলে মিষ্ট এবং "নিম্ব, নিম্ব" বলিলে তিক্ত অনুভব হয় না। জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করিলেই মিষ্টত্ব অথবা তিক্তত্ব জানা যায়।

(প্রশ্ন)—নাম লওয়া কি সর্ব্বথা মিথ্যা? পুরাণে নামস্মরণের বিশেষ মাহাত্ম্য লিখিত আছে। (উত্তর)—তোমাদের নাম লইবার প্রণালী ভাল নহে। তোমরা যেভাবে নাম স্মরণ কর উহা মিথ্যা। (প্রশ্ন)—আমাদের প্রণালী কিরূপ? (উত্তর)—বেদ-বিরুদ্ধ। (প্রশ্ন)—ভাল, এখন আপনি আমাদিগকে নাম স্মরণের বেদোক্ত প্রণালী বলিয়া দিন। (উত্তর)—নামস্মরণের প্রণালী এইরূপ হওয়া উচিত, যেমন ঈশ্বরের এক নাম "ন্যায়কারী"। ইহার অর্থ এই যে যেমন পক্ষপাত রহিত হইয়া পরমাত্মা সকলের প্রতি যথোচিত ন্যায় বিচার করেন, সেইরূপ বুঝিয়া সকলে অন্যের প্রতি সর্ব্বদা ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবে; কখনও অন্যায় করিবে না। এইরূপ একটিমাত্র নামের দ্বারাও মনুষ্যের কল্যাণ হইতে পারে।

(প্রশ্ন)—আমরাও জানি যে, পরমেশ্বর নিরাকার কিন্তু তিনি শিব, বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য্য এবং দেবী প্রভৃতির শরীর ধারণ করিয়া রামকৃষ্ণাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। ইহাও কি মিথ্যা? (উত্তর)—অবশ্য মিথ্যা। কারণ "অজ একপাৎ", "অকায়ম্" ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা বেদে উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর জন্ম-মরণ

রহিত। তিনি শরীর ধারণ করেন না। সেইরূপ যুক্তি দ্বারাও পরমেশ্বরের অবতার কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ তিনি আকাশবৎ সর্ব্বত্র ব্যাপক ও অনন্ত এবং সুখদুঃখ ও দৃশ্যত্ব প্রভৃতি গুণ রহিত। তিনি এক ক্ষুদ্র বীর্য্যে, ক্ষুদ্র গর্ভাশয়ে এবং ক্ষুদ্র শরীরে কিরূপে আসিতে পারেন? যিনি একদেশী, তাঁহার যাতায়াত আছে। কিন্তু যিনি অচল ও অদৃশ্য এবং যাঁহা হইতে একটি পরমাণুও পৃথক্ নহে, তাঁহার অবতার বলা যেন বন্ধ্যা-পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহার পৌত্র দর্শন করার ন্যায়। (প্রশ্ন)—যেহেতু পরমেশ্বর ব্যাপক, অতএব তিনি মূর্ত্তিতেও আছেন। সুতরাং যে কোন পদার্থে ইচ্ছা ভাবনা করিয়া তাঁহার পূজা করা কি ভাল নহে? দেখ:—

ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন পাষাণে ন মৃণ্ময়ে।
ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্ভাবো হি কারণম্॥

দেব পরমেশ্বর কাষ্ঠ, পাষাণ অথবা মৃত্তিকানির্ম্মিত কোন পদার্থে থাকেন না, তিনি ভাবেই বিদ্যমান থাকেন। যে-স্থানে ভাবনা করা যায়, সে-স্থানেই পরমেশ্বর সিদ্ধ হন।

(উত্তর)—যেহেতু পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপক, অতএব কোন বস্তু-বিশেষে ভাবনা করা, অন্যত্র না করা, যেন কোন চক্রবর্ত্তী রাজাকে সকল রাজ্যসত্তা হইতে বিচ্যুত করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের অধিপতি মনে করা। দেখ, ইহা কত বড় অপমান! তুমিও সেইরূপ পরমেশ্বরের অপমান করিতেছ। যদি পরমেশ্বরকে ব্যাপক বলিয়া মান, তাহা হইলে উদ্যান হইতে পুষ্প-পত্র ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে অর্পণ কর কেন? চন্দন ঘর্ষণ করিয়া লেপন কর কেন? ধূপ জ্বালাইয়া দাও কেন? ঘণ্টা-কাঁসী-ঘড়ী-ঝাঁজে কাষ্ঠের দ্বারা আঘাত কর কেন? পরমেশ্বর তোমার হস্তে আছেন, তবে করযোড় কর কেন? তিনি মস্তকে আছেন, তবে মস্তক নত কর কেন? তিনি অন্ন এবং জলাদিতে আছেন, তবে তাঁহাকে নৈবেদ্য অর্পণ কর কেন? তিনি জলে আছেন, তবে তাঁহাকে স্নান করাও কেন? সমস্ত পদার্থেই ত পরমাত্মা ব্যাপক আছেন। তুমি ব্যাপকের পূজা কর, না ব্যাপ্যের? যদি ব্যাপকের পূজা কর, তবে প্রস্তর কাষ্ঠাদির উপর পুষ্প চন্দনাদি অর্পণ কর কেন? যদি ব্যাপ্যের পূজা কর, তবে "আমি পরমেশ্বরের পূজা করিতেছি", এমন মিথ্যা কথা বল কেন? "আমি প্রস্তরাদির পূজারী"—এই সত্য কথাটি বল না কেন?

এখন বল "ভাব" সত্য কি মিথ্যা? যদি বল সত্য, তবে পরমেশ্বর তোমার ভাবের অধীন হইয়া বদ্ধ হইবেন। আর তুমি মৃত্তিকায় স্বর্ণ-রজতাদি, প্রস্তরে হীরা-পান্না প্রভৃতি, সমুদ্রফেনায় মুক্তা, জলে ঘৃত-দুগ্ধ-দধি প্রভৃতি এবং ধূলিতে ময়দা শর্করা প্রভৃতির ভাবনা করিয়া ঐ সকলকে সে-সে-রূপে প্রস্তুত কর না কেন? তোমরা কখনও দুঃখের ভাবনা কর না, কিন্তু দুঃখ হয় কেন? সর্ব্বদা সুখের ভাবনা কর, কিন্তু সুখী হও না কেন? অন্ধ ব্যক্তি নেত্রের ভাবনা করিয়া দেখে না কেন? মৃত্যুর ভাবনা কর না, কিন্তু মৃত্যুগ্রস্ত হও কেন? সুতরাং তোমার ভাবনা সত্য নহে। যে বস্তু যাহা তাহাকে তাহাই মনে করার নাম ভাবনা। অগ্নিকে অগ্নি এবং জলকে জল জানার নাম ভাবনা। জলকে অগ্নি এবং অগ্নিকে জল মনে করা অভাবনা। কেননা যে বস্তু যাহা তাহাকে তাহাই জানার নাম জ্ঞান, অন্যথা জানার নাম অজ্ঞান। অতএব তুমি অভাবনাকে ভাবনা এবং ভাবনাকে অভাবনা বলিতেছ। (প্রশ্ন)—হাঁ মহাশয়! যতক্ষণ বেদমন্ত্রদ্বারা আবাহন করা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেবতা আগমন করেন না। কিন্তু আবাহন করা হইলে তৎক্ষণাৎ দেবতা আগমন করেন এবং বিসর্জ্জন করা হইলে চলিয়া যান। (উত্তর)—যদি মন্ত্রপাঠ করিয়া আবাহন করিলেই দেবতা উপস্থিত হন, তবে মূর্ত্তি চেতন হন না কেন? বিসর্জ্জন করিলে চলিয়াই বা যান না কেন? আবার সেই দেবতা কোথা হইতেই বা আগমন করেন? কোথায়ই বা চলিয়া যান? অন্ধগণ! শ্রবণ কর, পূর্ণ পরমাত্মা আসেনও না, যানও না। যদি মন্ত্রবলে পরমেশ্বরকে আবাহন করিয়া আনাইতে পার, তবে সেই মন্ত্রবলে স্বীয় মৃতপুত্রের শরীরে জীবকে আবাহন করিয়া আনাইতে পার না কেন? শত্রুর শরীরে জীবাত্মার বিসর্জ্জন করিয়া তাহাকে মারিতে পার না কেন? নির্ব্বোধ, সরলমতি ভাই সব! পোপগণ তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিয়া থাকে। বেদে পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজা এবং পরমেশ্বরের আবাহন বিসর্জ্জন করার একটি অক্ষরও নাই। (প্রশ্ন)—

প্রাণা ইহাগচ্ছন্তু সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।
আত্মেহাগচ্ছতু সুখং চিরং তিষ্ঠতু স্বাহা।
ইন্দ্রিয়াণীহাগচ্ছন্তু সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥

এই সব বেদমন্ত্র আছে। আপনি "নাই" বলিতেছেন কেন ? (উত্তর)—ভাই সব! বুদ্ধি একটু কার্য্যে ত প্রয়োগ কর! এ সকল কপোলকল্পিত, বামমার্গীদিগের বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থোক্ত পোপরচিত পংক্তি; বেদ-বচন নহে। (প্রশ্ন)—তন্ত্র কি মিথ্যা ? (উত্তর)—হাঁ, সর্ব্বথা মিথ্যা। বেদে যেমন আবাহন এবং প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদি পাষাণাদি-মূর্ত্তি বিষয়ক একটি মন্ত্রও নাই, সেইরূপ "স্নানং সমর্পয়ামি" ইত্যাদি বচনও নাই। এতটুকুও নাই যে, "পাষাণাদিমূর্ত্তিং রচয়িত্বা মন্দিরেষু সংস্থাপ্য গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ" অর্থাৎ পাষাণ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া মন্দিরে স্থাপন করিবে এবং চন্দন-অক্ষতাদি দ্বারা পূজা করিবে—এমন বাক্যের লেশমাত্রও নাই। (প্রশ্ন)—যদি বেদে বিধি না থাকে, তবে খণ্ডনও নাই। যদি খণ্ডন থাকে, তবে "প্রাপ্তৌ সত্যাং নিষেধঃ" মূর্ত্তি থাকিলেই ত খণ্ডন হইতে পারে। (উত্তর)—বিধি ত নাইই, অধিকন্তু পরমেশ্বরের স্থানে অন্য কোনও পদার্থকে পূজনীয় মানিবে না, এইরূপ সর্ব্বথা নিষেধ আছে। অপূর্ব্ববিধি কি হয় না ? শোন এইরূপ আছে—

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাँরতাঃ ॥ ১ ॥ যজুঃ ॥ অ০ ৪০। মং ৯ ॥ ন তস্য প্রতিমা অস্তি ॥ ২ ॥ যজু০ ॥ অ০ ৩২। মং ৩ ॥

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ১ ॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ২ ॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যন্তি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৩ ॥
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদँ শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৪ ॥
যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥ কেনোপনি০ ॥

যাহারা ব্রহ্মের স্থানে অসম্ভূতি অর্থাৎ অনুৎপন্ন, অনাদি প্রকৃতি-রূপ কারণের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞানতা এবং দুঃখসাগরে

নিমগ্ন হয়। যাহারা ব্রহ্মের স্থানে সম্ভূতিকে অর্থাৎ কারণ হইতে উৎপন্ন কার্য্যরূপ পৃথিব্যাদি ভূত, পাষাণ, বৃক্ষাদির অবয়ব এবং মনুষ্যাদির শরীরের উপাসনা করে, তাহারা উক্ত অন্ধকার অপেক্ষাও অধিকতর অন্ধকারে নিপতিত হয়; অর্থাৎ মহামূর্খরূপে চিরকাল ঘোর দুঃখরূপ নরকে পতিত হইয়া মহাক্লেশ ভোগ করে॥ ১॥ যিনি সমস্ত জগতে ব্যাপক, সেই নিরাকার পরমাত্মার প্রতিমা, পরিমাণ, সাদৃশ্য অথবা মূর্ত্তি নাই॥ ২॥ যিনি বাণীর ইয়ত্তার বিষয় নহেন, অর্থাৎ যেমন "এই জল গ্রহণ কর"—এমন নহেন, কিন্তু যাঁহার ধারণ এবং সত্তা দ্বারা বাণী প্রবৃত্ত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং উপাসনা কর; যাহা তাঁহা হইতে ভিন্ন, তাহা উপাস্য নহে॥ ১॥ মনের ইয়ত্তার মধ্যে যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনকে জানেন, তাঁহাকে তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান ও উপাসনা কর; ব্রহ্মের স্থানে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, জীব ও অন্তঃকরণের উপাসনা করিও না॥ ২॥ যিনি চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট হন না কিন্তু যাঁহার দ্বারা চক্ষু দেখিতে পায়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং উপাসনা কর; ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সূর্য্য-বিদ্যুৎ-অগ্নি আদি জড় পদার্থের উপাসনা করিও না॥ ৩॥ যিনি শ্রোত্রদ্বারা শ্রুত হন না কিন্তু যাঁহার দ্বারা শ্রোত্র শ্রবণ করে, তুমি তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং তাঁহারই উপাসনা কর; তাঁহার স্থানে তাঁহা হইতে ভিন্ন শব্দ প্রভৃতির উপাসনা করিও না॥ ৪॥ যিনি প্রাণদ্বারা চালিত হন না কিন্তু যাঁহার দ্বারা প্রাণ গতিশীল হয়, সেই ব্রহ্মকেই তুমি জান, এবং তাঁহারই উপাসনা কর; তাঁহা হইতে ভিন্ন, বায়ুর উপাসনা করিও না। ৫॥ ইত্যাদি অনেক নিষেধ আছে। নিষেধ প্রাপ্ত-অপ্রাপ্ত উভয়েরই হইয়া থাকে। প্রাপ্তের নিষেধ—যেমন কেহ কোথায়ও বসিয়া আছে, তাহাকে সে-স্থান হইতে উঠাইয়া দেওয়া। অপ্রাপ্তের নিষেধ—যেমন কেহ বলিল, "হে পুত্র! তুমি কখনও চুরি করিও না, কূপে পতিত হইও না, অসৎ-সংসর্গ করিও না এবং বিদ্যাহীন থাকিও না" ইত্যাদি। যাহা মনুষ্যের জ্ঞানে অপ্রাপ্ত, তাহা পরমেশ্বরের জ্ঞানে প্রাপ্ত সুতরাং প্রাপ্তেরও নিষেধ করা হইয়াছে। এই কারণে পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজা একান্ত নিষিদ্ধ।

(প্রশ্ন)—মূর্ত্তিপূজায় পুণ্য না থাকুক, পাপও ত নাই? (উত্তর)—কর্ম্ম দ্বিবিধ। এক বিহিত, অন্য নিষিদ্ধ। বিহিত কর্ম্ম—বেদে যাহা সত্যভাষণাদি কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা। নিষিদ্ধ কর্ম্ম—বেদে যাহা মিথ্যাভাষণাদি অকর্ত্তব্য বলিয়া নিষিদ্ধ আছে, তাহা। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান যেমন ধর্ম্ম,

তাহা না করা তেমন অধর্ম্ম ; সেইরূপ নিষিদ্ধ কর্ম্ম করা অধর্ম্ম এবং না করা ধর্ম্ম। যখন তোমরা বেদের নিষিদ্ধ মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি কর্ম্ম কর তখন তোমরা পাপী নহ কেন ? (প্রশ্ন)—দেখুন ! বেদ অনাদি। পূর্ব্বে মূর্ত্তির কি প্রয়োজন ছিল ? কারণ, তখন দেবতাগণ প্রত্যক্ষ ছিলেন। এই পদ্ধতি ত পরবর্ত্তী কালে তন্ত্র-পুরাণমতে প্রচলিত হইয়াছে। যখন মনুষ্যের জ্ঞান ও সামর্থ্য হ্রাস পাইল, তখন সে পরমেশ্বরের ধ্যান করিতে অসমর্থ হইল। কিন্তু সে ত মূর্ত্তির ধ্যান করিতে পারে ! এই নিমিত্ত অজ্ঞানদিগের জন্য মূর্ত্তিপূজা। কেননা, সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিয়াই গৃহের উপরিভাগে যাওয়া যায়। প্রথম সোপান পরিত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে ইচ্ছা করিলে উঠা যায় না। সুতরাং মূর্ত্তিই প্রথম সোপান। মূর্ত্তিপূজা করিতে করিতে জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে অন্তঃকরণ পবিত্র হইলে মনুষ্য পরমাত্মার ধ্যান করিতে সমর্থ হয়। লক্ষ্যবেধকারী যেমন প্রথমতঃ স্থূল লক্ষ্যের প্রতি বাণ অথবা গুলি গোলা প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে করিতে পরে সূক্ষ্ম লক্ষ্যও বিদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ স্থূল মূর্ত্তির পূজা করিতে করিতে পরে সূক্ষ্ম ব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন বালিকাগণ যতদিন যথার্থ পতি প্রাপ্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত পুতুল খেলা করে, সেইরূপ মূর্ত্তিপূজা করা কুকর্ম্ম নহে।

(উত্তর)—যেহেতু বেদবিহিত আচরণ ধর্ম্ম এবং বেদবিরুদ্ধ আচরণ অধর্ম্ম, অতএব তোমার বলা সত্ত্বেও মূর্ত্তিপূজা করা অধর্ম্ম স্থির হইল। যে-সকল গ্রন্থ বেদবিরুদ্ধ, ঐ সকল গ্রন্থের প্রমাণ দেওয়া নাস্তিকের কার্য্য বলিয়া জানিবে। শোন—

নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥ ১ ॥ (মনুঃ ২। ১১)।
যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২ ॥
উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তেচ যান্যতোন্যানি কানিচিৎ।
তান্যর্ব্বাকালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ ॥ ৩ ॥
মনু০। অ০ ১২। (৯৫। ৯৬) ॥

মনু বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি বেদের নিন্দা অর্থাৎ অপমান করে, বেদত্যাগ ও বেদবিরুদ্ধ আচরণ করে তাহাকে নাস্তিক বলে ॥ ১ ॥ যে-সকল গ্রন্থ

বেদবহির্ভূত ঘৃণিত ব্যক্তিদিগের রচিত বলিয়া সংসারকে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করে, সে-সকল গ্রন্থ নিষ্ফল, অসত্য, অন্ধকারসদৃশ এবং ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখজনক ॥২॥ এ সকল বেদবিরুদ্ধ কল্পিত গ্রন্থ আধুনিক বলিয়া শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। এ-সকল গ্রন্থ মানা নিষ্ফল ও মিথ্যা ॥৩॥

এইরূপে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া মহর্ষি জৈমিনি পর্য্যন্ত সকলের মত এই যে, বেদবিরুদ্ধ মত স্বীকার না করা এবং বেদানুকূল আচরণ করাই ধর্ম্ম। কেননা বেদ সত্যার্থপ্রতিপাদক। ইহা ছাড়া যাবতীয় তন্ত্র ও পুরাণ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া মিথ্যা। সুতরাং বেদবিরুদ্ধ গ্রন্থোক্ত মূর্ত্তি-পূজাও অধর্ম্ম। জড়-পূজাদ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান কখনও বর্দ্ধিত হইতে পারে না বরং মূর্ত্তি-পূজা দ্বারা যে জ্ঞান আছে, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। অতএব জ্ঞানীদিগের সেবা ও সংসর্গই জ্ঞান-বৃদ্ধির কারণ, পাষাণাদি নহে। পাষাণাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তির পূজা দ্বারা কেহ কি পরমেশ্বরকে ধ্যানগম্য করিতে সমর্থ হয়? না, না। মূর্ত্তি-পূজা সোপান নহে কিন্তু একটি প্র"াণ্ড গর্ত্ত। তন্মধ্যে পতিত হইলে মনুষ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। পুনরায় সেই গর্ত্ত হইতে সে নির্গত হইতে পারে না, তন্মধ্যেই সে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য, সামান্য ধার্ম্মিক বিদ্বান্ হইতে পরম্-বিদ্বান্ যোগী পর্য্যন্ত সকলের সংস লব্ধ সদ্বিদ্যা এবং সত্যভাষণাদি গৃহের উপরিভাগে যাইবার জন্য সোপানের ন্যায় পরমেশ্বর-প্রাপ্তির সোপান। কিন্তু মূর্ত্তি-পূজা করিতে করিতে কেহ জ্ঞানী ত হয় নাই, প্রত্যুত মূর্ত্তিপূজকগণ অজ্ঞান থাকিয়া মনুষ্যজন্ম বৃথা নষ্ট করে। অনেকে মরিয়া গিয়াছে; যাহারা এখনও আছে বা হইবে, তাহারাও মনুষ্য-জন্মে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষপ্রাপ্তি-রূপ ফল হইতে বিমুখ হইয়া বৃথা নষ্ট হইয়া যাইবে। মূর্ত্তি-পূজা ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিষয়ে স্থূল লক্ষ্য সদৃশ নহে কিন্তু ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ হওয়া এবং সৃষ্টিবিদ্যাই স্থূল লক্ষ্যবৎ। এ-সকল বৃদ্ধি করিতে করিতে মনুষ্য ব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হয়। মূর্ত্তিপূজা পুতুল খেলার ন্যায় নহে; কিন্তু প্রথম অক্ষর-পরিচয় এবং সুশিক্ষা, পুতুল খেলার ন্যায় ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধন। শুনুন! মনুষ্য সুশিক্ষা ও বিদ্যালাভ করিলে, সত্যস্বামী স্বরূপ পরমাত্মাকেও প্রাপ্ত হইবে।

(প্রশ্ন)—সাকারে মন স্থির হয় কিন্তু নিরাকারে স্থির হওয়া কঠিন। এইজন্য মূর্ত্তিপূজা থাকা উচিত। (উত্তর)—প্রথমতঃ,—সাকারে মন কখনও স্থির হইতে পারে না। কারণ, মন কারকে সহসা গ্রহণ করিয়া,

তাহারই এক-এক অবয়বের মধ্যে বিচরণ করে, অন্য বস্তুর প্রতি ধাবমান হয়। কিন্তু নিরাকার পরমাত্মার গ্রহণে মন যথাশক্তি প্রবলবেগে ধাবমান হইয়াও অন্ত পায় না। নিরবয়ব বলিয়া মন চঞ্চলও থাকে না। কিন্তু তাঁহার গুণ-কর্ম্ম-স্বভাবের চিন্তা করিতে করিতে আনন্দে মগ্ন ও স্থির হইয়া যায়। সাকারে মন স্থির হইলে, জগতে সকলের মনই স্থির হইত। কারণ, জগতে মনুষ্য স্ত্রী, পুত্র, ধন এবং মিত্র প্রভৃতি সাকার পদার্থে আবদ্ধ থাকে। নিরাকারে লগ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও মন স্থির হয় না। কেননা, মন নিরবয়ব বলিয়া নিরাকারে স্থির হইয়া যায়। অতএব মূর্ত্তিপূজা করা অধর্ম্ম। দ্বিতীয়তঃ—মূর্ত্তিপূজা উপলক্ষে লোকেরা কোটি কোটি টাকা মন্দিরে ব্যয় করিয়া দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং মন্দিরে প্রমাদ ঘটে। তৃতীয়তঃ—মন্দিরে স্ত্রী-পুরুষের মেলা হয়। তাহাতে ব্যভিচার, কলহ-বিবাদ এবং রোগাদি উৎপন্ন হয়। চতুর্থতঃ—মূর্ত্তিপূজাকেই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সাধন মনে করিয়া লোকেরা পুরুষকার-রহিত হয় এবং বৃথা মনুষ্যজন্ম নষ্ট করে। পঞ্চমতঃ—বিবিধ বিরুদ্ধ স্বরূপ, নাম ও চরিত্রবিশিষ্ট মূর্ত্তিসমূহের পুজারীদিগের মতের ঐক্য নষ্ট হয়। ফলে তাহারা বিরুদ্ধ মতে চলে এবং পরস্পরের মধ্যে ভেদবুদ্ধি করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করে। ষষ্ঠতঃ—মূর্ত্তিপূজার ভরসায় শত্রুর পরাজয় এবং নিজের বিজয় মনে করিয়া মূর্ত্তিপূজক নিশ্চেষ্ট থাকে। ফলে নিজের পরাজয় হইলে রাজ্য, স্বাতন্ত্র্য এবং ঐশ্বর্য্য-সুখ শত্রুর অধীন হয় এবং স্বয়ং পরাধীন সরাই-রক্ষকের অশ্ব এবং কুম্ভকারের গর্দ্দভের ন্যায় শত্রুর বশীভূত হইয়া বহুবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। সপ্তমতঃ—যদি কেহ কাহাকেও বলে, "আমি তোমার উপবেশনের আসন বা নামের উপর পাথর রাখিতেছি" তখন সে যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করে অথবা গালি দেয়, সেইরূপ যাহারা পরমেশ্বরের উপাসনা-স্থান হৃদয়ে এবং নামে মূর্ত্তি স্থাপন করে, পরমেশ্বর সেই দুর্ব্বুদ্ধিদিগের সর্ব্বনাশ করিবেন না কেন? অষ্টমতঃ—লোকেরা ভ্রান্ত হইয়া মন্দিরে মন্দিরে ও দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে কষ্টভোগ করে, ধর্ম্ম, সংসার এবং পারমার্থিক কার্য্য নষ্ট করে, চোর প্রভৃতি দ্বারা উৎপীড়িত হয় এবং প্রতারকদিগের দ্বারা প্রতারিত হইতে থাকে। নবমতঃ—দুষ্টবুদ্ধি পূজারীদিগকে যে ধন দেওয়া হয়, তাহা তাহারা বেশ্যা পরস্ত্রীগমন, মদ্যপান, মাংসাহার এবং কলহ-বিবাদে ব্যয় করে। তাহাতে দাতার সুখের মুল নষ্ট হইয়া দুঃখ উৎপন্ন হয়। দশমতঃ—

মাতাপিতা প্রভৃতি মাননীয় দিগের অপমান এবং পাষাণাদি মূর্ত্তির সম্মান করিয়া মনুষ্য কৃতঘ্ন হইয়া যায়। একাদশতঃ—যখন কেহ সেই মূর্ত্তিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলে কিংবা চোর অপহরণ করে, তখন মূর্ত্তিপূজক "হায়! হায়"! করিয়া কাঁদিতে থাকে। দ্বাদশতঃ—পূজারীগণ পরস্ত্রী এবং পূজারিণীগণ পরপুরুষের সঙ্গবশতঃ প্রায়ই কলুষিত হইয়া দাম্পত্যপ্রেমের আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকে। ত্রয়োদশতঃ—প্রভু এবং ভৃত্যের মধ্যে যথোচিত আজ্ঞাপালন না হওয়াতে তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়। চতুর্দ্দশতঃ—যাহারা জড়পদার্থের ধ্যান করে, তাহাদের আত্মাও জড়বুদ্ধি হয়। কারণ ধ্যেয়ের জড়ত্ব-ধর্ম্ম অন্তঃকরণ দ্বারা অবশ্য আত্মায় আসে। পঞ্চদশতঃ—পরমেশ্বর জল-বায়ুর দুর্গন্ধ নিবারণ এবং আরোগ্যের জন্য সুগন্ধ পুষ্পাদি সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু পূজারীগণ তাহা ছিন্ন-ভিন্ন করে। কে জানে, এই সকল পুষ্পের সুগন্ধ আকাশে উত্থিত হইয়া কতদিন পর্য্যন্ত জল-বায়ু শুদ্ধ করিত! পূর্ণ সুগন্ধ বিস্তৃত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত এই সকলের সুগন্ধ থাকিত! পূজারীগণ কিন্তু মাঝখানে তাহা নষ্ট করিয়া দেয়। পুষ্পাদি কর্দ্দমের সহিত মিশিয়া পচিয়া বিপরীত দুর্গন্ধ উৎপাদন করে। প্রস্তরের উপর অর্পণ করিবার জন্যই কি পরমাত্মা পুষ্পাদি সুগন্ধ দ্রব্য সৃষ্টি করিয়াছেন? ষোড়শতঃ—প্রস্তরের উপর অর্পিত পুষ্প-চন্দন এবং আতপ তণ্ডুল প্রভৃতি জল ও মৃত্তিকার সহিত সংযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ নর্দ্দমা অথবা কুণ্ডের মধ্যে আসিয়া পচিবার পর, তাহা হইতে পুরীষ-গন্ধের ন্যায় দুর্গন্ধ আকাশে উত্থিত হয় এবং সহস্র সহস্র জীব সেই নর্দ্দমা অথবা কুণ্ডের মধ্যে পতিত হইয়া মরিয়া পচিতে থাকে। মূর্ত্তিপূজায় এইরূপ অনেক দোষ আছে। অতএব সৎপুরুষদিগের পাষাণাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তিপূজা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা প্রস্তরমূর্ত্তির পূজা করিয়াছেন, করেন এবং করিবেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত দোষ হইতে রক্ষা পান নাই, পাইতেছেন না এবং পাইবেনও না।

(প্রশ্ন)—আপনার মতে কোনরূপ মূর্ত্তিপূজা করিতে ও করাইতে নাই। কিন্তু আমাদের আর্য্যাবর্ত্তে প্রাচীন পরম্পরা হইতে "পঞ্চদেব পূজা" শব্দ চলিয়া আসিতেছে। শিব, বিষ্ণু, অম্বিকা, গণেশ এবং সূর্য্যের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করাকেই "পঞ্চায়তন পূজা" বলে। ইহা কি পঞ্চাতয়ন-পূজা নহে? (উত্তর)—কোন প্রকারের মূর্ত্তি পূজা করিবে না। কিন্তু নিম্নে যে "মূর্ত্তিমান্" সম্বন্ধে বলা হইবে, তাহার পূজা অর্থাৎ সম্মান করা উচিত। সেই পঞ্চদেব-পূজা

এবং পঞ্চায়তন-পূজা শব্দের অর্থ অতি উত্তম কিন্তু বিদ্যাহীন মূঢ়গণ তাহার সদর্থ পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। আজকাল যে শিবাদি পঞ্চমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করা হয়, তাহার ত খণ্ডন এখনই করা হইয়াছে। এখন সত্য, বেদোক্ত এবং বেদানুকূল পঞ্চায়তন, দেবপূজা ও মূর্ত্তিপূজার বিষয় শ্রবণ কর—

মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরম্ ॥১॥ যজু০ ॥ (অ০ ১৬। মং ১৫)
আচার্য্যো ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে ॥২॥ অথর্ব্ব০ ॥ (কা০ ১১।
ব০ ৫। মং ১৭)
অতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ ॥৩॥ অথর্ব্ব০ (কা০ ১৫। ব০ ১৩। মং ৬)
অর্চ্চত প্রার্চ্চত প্রিয়মেধাসো অর্চ্চত ॥ ৪ ॥ ঋগ্বেদে ॥
ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি ॥ ৫ ॥
তৈত্তিরীয়োপনি০ (বল্লী০ ১। অনু০ ১)
কতম একো দেব ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে ॥ ৬ ॥
শতপথ০। কা০ ১৪। প্রপাঠ০ ৬। ব্রাহ্ম০ ৭। কণ্ডিকা০ ১০ ॥
মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো ভব আচার্য্যদেবো ভব অতিথিদেবো ভব ॥৭॥
তৈত্তিরীয়ো০ ॥ (ব০। ১ অনু০ ১১)
পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥ ৮ ॥ মনু০। অ০ ৩। ৫৫ ॥
পূজ্যো দেববৎ পতিঃ ॥ ৯ ॥ মনুস্মৃতৌ ॥

প্রথম দেবতা মূর্ত্তিমতী পূজনীয়া মাতা অর্থাৎ সন্তানগণ কায়-মন-ধনদ্বারা সেবা করিয়া মাতাকে প্রসন্ন রাখিবে। কখনও তাঁহাকে হিংসা অর্থাৎ তাড়ণা করিবে না।

দ্বিতীয় দেবতা সম্মানের পাত্র পিতা। মাতার ন্যায় তাঁহার সেবা কবিবে ॥১॥

তৃতীয় দেবতা বিদ্যাদাতা আচার্য্য। তাঁহাকে কায়-মন-ধন দ্বারা সেবা করিবে ॥২॥

চতুর্থ দেবতা অতিথি অর্থাৎ তিনি বিদ্বান্, ধার্ম্মিক, অকপট এবং সকলের উন্নতিকামী। তিনি জগতে ভ্রমণ করিতে করিতে সত্যোপদেশদ্বারা সকলকে সুখী করেন, তাঁহার সেবা করিবে ॥ ৩ ॥

পঞ্চম দেবতা স্ত্রীর পক্ষে পূজনীয় পতি এবং পতির পক্ষে পূজনীয়া পত্নী।

এই পাঁচ মূর্ত্তিমান্ দেব। ইঁহাদিগের সংসর্গে মনুষ্য-দেহের উৎপত্তি, পালন, সত্যশিক্ষা, বিদ্যা ও সত্যোপদেশ লাভ হইয়া থাকে। ইঁহারাই পরমেশ্বর প্রাপ্তির সোপান-পরম্পরা। যাহারা ইঁহাদিগের সেবা না করিয়া পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজা করে, তাহারা পাপিষ্ঠ ও নরকগামী। (প্রশ্ন)—মাতাপিতা প্রভৃতির সেবা করা হউক, মূর্ত্তিপূজাও করা হউক, তবে ত কোন দোষ নাই? (উত্তর)—পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে, মাতাপিতা প্রভৃতি মূর্ত্তিমান দেবতাদিগের সেবা কল্যাণজনক। ইহা বড়ই অনর্থের কথা যে, মূঢ়গণ সাক্ষাৎ মাতাপিতা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সুখদাতা দেবতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অদেব পাষাণ প্রভৃতিতে মস্তক আঘাত করা স্বীকার করিয়াছে। কারণ, তাহারা মনে করে যদি মাতাপিতা প্রভৃতির সম্মুখে নৈবেদ্য অথবা পূজা-সামগ্রী রাখা হয়, তবে তাঁহারা স্বয়ং তাহা ভক্ষণ করিয়া ফেলিবেন এবং তাঁহারা নৈবেদ্য ও পূজা-সামগ্রী গ্রহণ করিলে তাহাদের নিজেদের মুখে অথবা হস্তে কিছুই পড়িবে না। এইজন্য তাহারা পাষাণাদির মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উহার সম্মুখে নৈবেদ্য সজ্জিত করিয়া রাখে এবং টং টং, পুঁ পুঁ শব্দে ঘণ্টা ও শঙ্খ বাজাইয়া কোলাহল করে। তাহারা মূর্ত্তিকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া স্বয়ং ঐ সকল ভোগ করে। যেমন কেহ কাহাকেও এই বলিয়া ছলনা অথবা উত্যক্ত করে, "ত্বমঙ্গুষ্ঠং গৃহাণ ভোজনং পদার্থং বাহহং গ্রহীষ্যামি," —"তুমি ঘণ্টা লও" এবং অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া তাহার সম্মুখ হইতে সকল বস্তু লইয়া স্বয়ং ভোগ করে। পূজারিদিগের অর্থাৎ পূজানামক সৎকর্ম্মের শত্রুদিগের লীলা-খেলাই এইরূপ। তাহারা মূর্খদিগকে জাঁক-জমক পারিপাট্য দেখাইয়া মূর্ত্তিগুলি সজ্জিত করে এবং নিজেরা বেশ্যা অথবা "ভড়ুয়া"র ন্যায় বেশভূষা গ্রহণ করিয়া নির্ব্বুদ্ধি, হতভাগ্য এবং অনাথদিগের সামগ্রী লইয়া আনন্দ ভোগ করে। কোন ধার্ম্মিক রাজা থাকিলে তিনি এ-সকল পাষাণপ্রিয়কে পাষাণ ভাঙ্গা-গড়াতে ও গৃহনির্ম্মাণাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া খাদ্য ও পানীয় দান এবং জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতেন।

(প্রশ্ন)—যেমন স্ত্রীপ্রভৃতির পাষাণমূর্ত্তি দেখিয়া কামোৎপন্ন হয় সেইরূপ বীতরাগ এবং শান্তদিগের মূর্ত্তি দর্শনে বৈরাগ্য ও শান্তিলাভ হইবে না কেন? (উত্তর)—তাহা হইতে পারে না। কারণ মূর্ত্তির জড়ত্ব-ধর্ম্ম আত্মায় সংক্রমিত হওয়াতে বিচার-শক্তি হ্রাস পায়। বিবেক ব্যতীত বৈরাগ্য, বৈরাগ্য ব্যতীত বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ব্যতীত শান্তি হয় না। যাহা কিছু

হইবার তাহা সৎপুরুষদিগের সংসর্গ, উপদেশ এবং তাঁহাদের ইতিহাস প্রভৃতি পাঠের ফলে হইয়া থাকে। কাহারও দোষগুণ না জানিয়া কেবল তাহার মূর্ত্তিদর্শনে তাহার প্রতি প্রীতি উৎপন্ন হয় না। গুণজ্ঞানই প্রীতির কারণ। মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি কুকর্ম্মের জন্যই আর্য্যাবর্ত্তে কোটি কোটি নিষ্কর্ম্মা পুজারী, ভিক্ষুক, অলস এবং পুরুষকারবিহীন মনুষ্য রহিয়াছে। তাহারা মূঢ় বলিয়া সমস্ত সংসারে মূঢ়তা বিস্তার করিতেছে। ফলে মিথ্যা এবং প্রতারণাও অনেক বিস্তার লাভ করিয়াছে। (প্রশ্ন)—দেখুন! কাশীতে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবকে "লাটভৈরব" প্রভৃতি অনেক আশ্চর্য্য জনক ঘটনা দেখাইয়াছিলেন। যখন মুসলমানগণ ঐ সকল দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করিতে গিয়া কামান দাগিল ও গোলা প্রভৃতি বর্ষণ করিল তখন বড় বড় ভ্রমর বহির্গত হইয়া সৈন্যদিগকে ব্যাকুল করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। (উত্তর)—এই আশ্চর্য্যজনক ঘটনা পাষাণকৃত নহে। কিন্তু সে-স্থানে সম্ভবতঃ ভীমরুলের চাক সংলগ্ন ছিল। উহারা স্বভাবতঃই ক্রুরস্বভাব। কেহ উহাদিগকে বিরক্ত করিলে উহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে দংশন করিবার জন্য ছুটিয়া আসে। দুগ্ধ-ধারা সম্বন্ধে আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারও পুজারীদিগের লীলা-খেলা মাত্র।

(প্রশ্ন)—দেখুন! মহাদেব ম্লেচ্ছকে দর্শন দিবেন না বলিয়াই কূপের মধ্যে এবং "বেণীমাধব" জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া লুকাইয়াছিলেন। ইহাও কি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নহে? (উত্তর)—ভাল, কালভৈরব ও লাটভৈরব যাঁহাদের রক্ষক, ভূত প্রেত এবং গরুড় প্রভৃতি যাঁহাদের অনুচর, তাঁহারা যুদ্ধ করিয়া মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দিলেন না কেন? পুরাণে মহাদেব এবং বিষ্ণু সম্বন্ধে আখ্যায়িকা আছে যে, তাঁহারা ত্রিপুরাসুর প্রভৃতি মহাভয়ঙ্কর বহু দুরাত্মাদিগকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। তাহা হইলে তাঁহারা মুসলমানদিগকে ভস্ম করিলেন না কেন? এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, মূর্ত্তিগুলি যুদ্ধ করিবার ও করাইবার কার্য্যে কিছুই নয়। মুসলমানগণ মন্দির এবং মূর্ত্তিসমূহ ভগ্ন করিতে করিতে কাশীর নিকট উপস্থিত হইলে, পূজারীগণ সেই পাষাণ-লিঙ্গকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং বেণীমাধবকে ব্রাহ্মণের গৃহে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। যদি কালভৈরবের ভয়ে যমদূত পর্য্যন্ত কাশীতে না যায় এবং কালভৈরব প্রলয়কালেও কাশীকে বিনষ্ট হইতে না দেন, তাহা হইলে তিনি ম্লেচ্ছ-দূতকে ভয় দেখাইলেন না কেন? নিজ রাজার মন্দিরকে নষ্ট হইতে দিলেন কেন? এ সমস্তই পোপ-মায়া।

(প্রশ্ন) গয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের পাপখণ্ডন হয়; সে-স্থানে

শ্রাদ্ধের পুণ্যপ্রভাবে পিতৃগণ স্বর্গে গমন করেন এবং তাঁহারা হাত বাড়াইয়া পিণ্ড গ্রহণ করেন। এ সকল কথাও কি মিথ্যা ? (উত্তর) সর্ব্বথা মিথ্যা। যদি সে স্থানে পিণ্ডদানের এইরূপ প্রভাব হয় তবে পিতৃগণের সুখের জন্য যে-সকল পাণ্ডাকে লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়, তাহাদের সেই টাকা বেশ্যাগমনাদি পাপ কার্য্যে ব্যয় করিতে যে পাপ হয়, তাহার খণ্ডন হয় না কেন ? আর আজকাল পাণ্ডা ব্যতীত অন্য কাহারও হাত বাহির করিতে দেখা যায় না। কোন ধূর্ত্ত কখনও ভূমিতে গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে সম্ভবতঃ কোন এক জনকে বসাইয়া দিয়া থাকিবে। পরে তাহার মুখের উপর কুশ বিছাইয়া পিণ্ডদান করিলে সেই ভণ্ড তাহা গ্রহণ করিয়া থাকিবে। যদি এইরূপ কোন নির্ব্বোধ ধনাঢ্য ব্যক্তিকে কেহ প্রতারিত করে, তবে তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। সেইরূপ রাবণ যে বৈদ্যনাথকে আনয়ন করিয়াছিলেন তাহাও মিথ্যা কথা। (প্রশ্ন) দেখুন! কলিকাতার কালীকে এবং কামাক্ষ্যা প্রভৃতি দেবীকে লক্ষ লক্ষ লোক মানে, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে ? (উত্তর) কিছুই না। এ-সকল অন্ধলোক মেষের ন্যায় একে অন্যের অনুগমন করে এবং গর্ত্তে ও কূপে পতিত হয়, পিছে সরিতেও পারে না। এইরূপ মূর্খেরা একে অন্যের অনুগমন করিয়া মূর্ত্তিপূজারূপ গর্ত্তে আবদ্ধ হয় এবং দুঃখ ভোগ করে। (প্রশ্ন) ভাল, ইহাও যাইতে দিন। কিন্তু জগন্নাথে প্রত্যক্ষ আশ্চর্য্য আছে। প্রথমতঃ কলেবর পরিবর্ত্তনের সময় চন্দনকাষ্ঠ খণ্ড সমুদ্র হইতে নিজে নিজেই আসে। দ্বিতীয়তঃ চুল্লির উপর উপর্য্যুপরি সাতটি হাঁড়ী রাখা হইলেও উপরের হাঁড়ী গুলির অন্ন প্রথমে সিদ্ধ হয় আর সে-স্থানে কেহ জগন্নাথের প্রসাদ ভোজন না করিলে তাহার কুষ্ঠরোগ হয়। তৃতীয়তঃ রথ নিজে নিজেই চলে। চতুর্থতঃ পাপীরা জগন্নাথের দর্শন পায় না। পঞ্চমতঃ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার রাজ্যে দেবতারা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ষষ্ঠতঃ কলেবর পরিবর্ত্তনের সময় একজন রাজা, একজন পাণ্ডা এবং একজন সূত্রধর মরিয়া যায়। এই সব আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার কি আপনি মিথ্যা বলিতে পারেন ? (উত্তর) এক ব্যক্তি বার বৎসর পর্য্যন্ত জগন্নাথের পূজা করিয়াছিল। সে সংসারবিরাগী হইয়া মথুরায় আগমন করিলে আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাহাকে ঐ সকল কথার উত্তর জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল যে, এসকল মিথ্যা। যাহা হউক, বিচার দ্বারা নির্ণয় হয় যে, কলেবর পরিবর্ত্তনের সময়

উপস্থিত হইলে নৌকাযোগে চন্দনকাষ্ঠ আনিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। ঐসকল কাষ্ঠ সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে কিনারায় গিয়া ঠেকে। সূত্রধরগণ ঐসকল কাষ্ঠ লইয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। পাকের সময় গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পাচক ব্যতীত অন্য কাহাকেও যাইতে বা দেখিতে দেওয়া হয় না। ভূমির উপর চতুর্দ্দিকে ছয়টি এবং মধ্যস্থলে একটি চক্রাকার চুল্লী নির্ম্মিত হয়। হাঁড়ীগুলির তলদেশে ঘৃত, মৃত্তিকা এবং ছাই মাখাইয়া, ছয়টী চুল্লীতে তণ্ডুল পাক করিবার পর হাঁড়ীগুলির তলা মাজিয়া এবং মধ্যস্থলের হাঁড়ীতে চাউল ঢালিয়া দিয়া ছয়টি চুল্লীর মুখ লৌহ নির্ম্মিত তাওয়া দ্বারা বন্ধ করা হয়। দর্শনকারী ধনাঢ্য হইলে তাহাকে ডাকিয়া দেখান হয়। উপরের হাঁড়ী হইতে পক্ক অন্ন এবং নীচের হাঁড়ীর অপক্ক তণ্ডুল বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইয়া বলা হয়, "হাঁড়ীর জন্য কিছু রাখিয়া দিন"। তখন সেই নির্ব্বোধ ধনাঢ্য ব্যক্তি টাকা ও মোহর দান করে; কেহ কেহ মাসিক বৃত্তিও বাঁধিয়া দেয়। শূদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মন্দিরে নৈবেদ্য আনয়ন করে। নৈবেদ্য নিবেদন করা হইলে সেই শূদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাহা উচ্ছিষ্ট করিয়া দেয়। পরে যদি কেহ টাকা দিয়া হাঁড়ী লইতে ইচ্ছা করে, তবে তাহা তাহার গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। দরিদ্র গৃহস্থ ও সাধু-সন্ন্যাসী হইতে আরম্ভ করিয়া শূদ্র ও অন্ত্যজ পর্য্যন্ত সকলে এক পংক্তিতে বসিয়া একে অন্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে। এক পংক্তি উঠিয়া গেলে তাহাদের উচ্ছিষ্ট পাতার উপরেই অন্য এক পংক্তি বসাইয়া দেওয়া হয়। কি ভয়ঙ্কর অনাচার! অনেকে সে-স্থানে উচ্ছিষ্ট ভোজনের পরিবর্ত্তে স্বহস্তে পাক ও ভোজন করিয়া চলিয়া আসে। তাহাদের কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ হয় না। সেই জগন্নাথ পুরীতে অনেকেই প্রসাদ ভোজন করে না। তাহাদেরও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ হয় না। জগন্নাথ পুরীতে অনেক কুষ্ঠরোগী আছে, প্রতিদিন উচ্ছিষ্ট ভোজন করা সত্ত্বেও তাহাদের কিন্তু রোগ দূর হয় না। এই জগন্নাথে বামমার্গিগণ ভৈরবী চক্র রচনা করিয়াছিল। কারণ সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের ভগ্নী। তাঁহাকেই দুই ভ্রাতার মধ্যস্থলে স্ত্রী ও মাতার স্থানে বসাইয়াছে। ভৈরবী চক্র না হইলে এ ব্যাপার কখনও হইত না।

আবার রথচক্রের সহিত যন্ত্র কৌশল থাকে। যখন চক্রে ঘুরান হয়, তখন উহা ঘূর্ণায়মান হয় এবং রথ চলে। মেলার মধ্যস্থানে রথ উপস্থিত হইলে যন্ত্রের কাঁটা বিপরীত ভাবে ঘুরাইবা মাত্র রথ স্থির হইয়া যায়। তখন

পূজারীগণ এই বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে—"দান কর, পুণ্য কর, তবেই জগন্নাথ প্রসন্ন হইয়া নিজের রথ নিজেই চালাইবেন, তোমাদেরও ধর্ম্মরক্ষা হইবে"। যতক্ষণ পূজা সামগ্রী আসিতে থাকে, ততক্ষণ তাহারা ঐরূপ চীৎকারই করিতে থাকে। সামগ্রী আসা শেষ হইলে একজন পাণ্ডা উত্তম বস্ত্র এবং শাল প্রভৃতি পরিধান করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া কর-যোড়ে স্তুতি পাঠ করে—"হে প্রভো জগন্নাথ! আপনি কৃপা করিয়া রথ চালান এবং আমাদিগের ধর্ম্মরক্ষা করুন"। এই সব বলিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া রথে আরোহণ করে। তখনই যন্ত্রের কাঁটা সোজা ঘুরাইয়া দেওয়া হয় এবং সহস্র সহস্র লোক জয় জয় শব্দে রজ্জু আকর্ষণ করে। তখন রথ চলিতে থাকে। যে-সময় বহুলোক দর্শনার্থ গমন করে তখন এত বড় প্রকাণ্ড মন্দিরে দিবাভাগে অন্ধকার থাকে এবং প্রদীপ জ্বালাইতে হয়। মূর্ত্তিগুলির সম্মুখে পর্দ্দা টানিয়া দেয়, দুই দিকে পর্দ্দা খাটাইবার ব্যবস্থা থাকে। তখন পাণ্ডা ও পূজারীগণ ভিতরে দাঁড়াইয়া থাকে। একদিকে পর্দ্দা টানা মাত্র তৎক্ষণাৎ মূর্ত্তি আড়াল হইয়া যায়। তখন তাহারা চীৎকার করিয়া বলে, "তোমরা পূজা সামগ্রী আনয়ন কর, তোমাদের পাপ দূর হইবে। তখনই দর্শন হইবে, শীঘ্র আনয়ন কর"। তখন দুর্ভাগা সরল চিত্ত লোকেরা ধূর্ত্তদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। সেই সময়ে তৎক্ষণাৎ অন্য পর্দ্দা টানিয়া দেওয়া হয় ও তখনই দর্শন হয় এবং দর্শনার্থিগণ "জয় জয়" ধ্বনি করিতে থাকে। অতঃপর তাহারা প্রসন্নচিত্তে ধাক্কা খাইতে খাইতে লাঞ্ছিত হইয়া প্রস্থান করে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বংশধরগণ অদ্যাবধি কলিকাতায় আছেন। তিনি একজন ঐশ্বর্য্যশালী রাজা এবং দেবীর উপাসক ছিলেন। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই উদ্দেশ্যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে আর্য্যাবর্ত্তে ভোজন-সম্বন্ধীয় গোলযোগ দূর করিবেন। কিন্তু মূর্খগণ কখনও তাহা পরিত্যাগ করিবে কি? কাহাকেও দেবতা মানিতে হইলে যে সকল শিল্পী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহাদিগকেই মানা উচিত।

কলেবর পরিবর্ত্তনের সময় রাজা, পাণ্ডা বা সূত্রধর মরে না। কিন্তু তাহারা তিনজনই সে স্থানে নেতৃত্ব করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ তাহারা দরিদ্রদিগকে কষ্ট দিয়া থাকিবে। তাহারা সকলে একমত হইয়া পড়ে। কলেবর পরিবর্ত্তনের সময় তিন জনই উপস্থিত থাকে। মূর্ত্তির ফাঁপা বক্ষস্থলে

একটি স্বর্ণ-পাত্রে শালগ্রাম রক্ষিত থাকে। উহা প্রতিদিন ধুইয়া চরণামৃত প্রস্তুত করা হয়। সম্ভবতঃ রাত্রির শয়ন-আরতির সময়ে তাহারা ঐ শালগ্রামের গাত্রে বিষাক্ত কিছু মাখাইয়া দিয়া থাকিবে। তাহা ধুইয়া ঐ তিন জনকে পান করাইয়া থাকিবে। তাহাতে তাহারা তিন জন কখনও মরিয়া গিয়া থাকিবে। যদি মরিয়াই থাকে, সম্ভবতঃ এইরূপেই মরিয়াছে। কিন্তু ভোজন-ভট্টগণ ঘোষণা করিয়া থাকিবে যে, জগন্নাথদেব নিজের শরীর পরিবর্ত্তন করিবার সময় তিন জন ভক্তকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। পরস্ব ঠকাইয়া লইবার জন্য এইরূপ অনেক মিথ্যা কথা রটান হইয়া থাকে।

(প্রশ্ন)—রামেশ্বরে যে গঙ্গোত্তরীয়ের জল-সেক করিবার সময় লিঙ্গ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহাও কি মিথ্যা ? (উত্তর)—হাঁ, মিথ্যা। কারণ উক্ত মন্দিরেও দিবসে অন্ধকার থাকে। দিবা-রাত্র প্রদীপ জ্বলে। যখন জলধারা বর্ষিত হয়, তখন সেই জলে বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপের প্রতিবিম্ব উদ্ভাসিত হয়, ইহা ছাড়া অন্য কিছুই নহে। পাষাণের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। যতখানি ততখানিই থাকে। এইরূপ লীলা-খেলা দ্বারা দুর্ভাগা নির্ব্বুদ্ধিলোকদিগকে প্রতারণা করা হয়।

(প্রশ্ন)—রামচন্দ্র রামেশ্বরকে স্থাপন করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিপূজা বেদবিরুদ্ধ হইলে, রামচন্দ্র মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন কেন ? বাল্মীকিই বা রামায়ণে তাহা লিখিবেন কেন ? (উত্তর)—রামচন্দ্রের সময়ে উক্ত লিঙ্গ অথবা মন্দিরের নাম গন্ধও ছিল না। কিন্তু ইহা সত্য যে, দক্ষিণ দেশীয় রাম নামক জনৈক রাজা মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া লিঙ্গের নাম রামেশ্বর রাখিয়াছিলেন। রামচন্দ্র সীতাকে লইয়া হনুমান প্রভৃতির সহিত বিমান-যোগে লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে সীতাকে বলিয়াছিলেন :—

অত্র পূর্ব্বং মহাদেবঃ প্রসাদমকরোদ্বিভুঃ। সেতুবন্ধ ইতি বিখ্যাতম্ ॥

বাল্মীকি রা০। লঙ্কাকা০। [সর্গ ১২৫। শ্লোকঃ ২০]।

অয়ি সীতে! তোমার বিয়োগে ব্যাকুল হইয়া ভ্রমণ-কালে আমি এই স্থানেই চাতুর্ম্মাস্য করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান করিয়াছিলাম। যিনি সর্ব্বত্র বিভু (ব্যাপক), যিনি দেবাদিদেব মহাদেব পরমাত্মা, তাঁহারই কৃপায় আমরা এ-স্থানে সকল সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। দেখ! আমরা এই সেতুবন্ধন পূর্ব্বক লঙ্কায় আসিয়া রাবণকে বধ করি এবং তোমাকে লইয়া আসিয়াছি। এতদ্ব্যতীত বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে অন্য কিছুই লেখা নাই। (প্রশ্ন)—

"রঙ্গ হৈ কালিয়াকন্ত কো। জিসনে হুকা পিলায়া সন্ত কো॥"

দক্ষিণে কালিয়াকন্তের একটি মূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তি আজ পর্য্যন্ত হুঁকায় তামাক খাইয়া থাকে। মূর্ত্তিপূজা মিথ্যা হইলে এই-আশ্চর্য্য জনক ব্যাপারও মিথ্যা হইত। (উত্তর)—মিথ্যা, মিথ্যা। এ-সমস্তই পোপ-লীলা। উক্ত মূর্ত্তিটির মুখ হয় ত ফাঁপা। উহার পৃষ্ঠ হইতে প্রাচীরের অপর পার্শ্বে অন্য গৃহে নল সংলগ্ন থাকিবে। যখন পূজারী তামাক সাজাইবার পর হুঁকায় নল সংলগ্ন করিয়া সেই নল মূর্ত্তির মুখে সংলগ্ন করে এবং পর্দ্দা ফেলিয়া দিয়া বাহিরে চলিয়া আসে, তখন পিছনের লোক নলে মুখ দিয়া হয়ত টানিতে থাকে, তাহাতে হুঁকা গড়্‌গড়্ শব্দ করে। সম্ভবতঃ অন্য একটি ছিদ্র মূর্ত্তির নাসিকা ও মুখের সহিত সংলগ্ন থাকে। যখন পিছন দিকে ফুঁ দেওয়া হয়, তখন সম্ভবতঃ নাসিকা ও মুখের ছিদ্র দিয়া ধূম নির্গত হয়। সেই সময়ে পূজারীগণ অনেক মূর্খের ধন-সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে নিঃস্ব করিয়া তোলে। (প্রশ্ন)—দেখুন! "ডাকরজী"র মূর্ত্তি দ্বারিকা হইতে ভক্তের সহিত চলিয়া আসিয়াছিল। মূর্ত্তিটি কয়েক মণ ভারী ছিল। উহাকে সওয়া রতি সোনার দ্বারা ওজন করা হয়। ইহাও কি আশ্চর্য্য নহে? (উত্তর)—না। সেই ভক্ত হয়ত মূর্ত্তিটি চুরি করিয়া আনিয়াছিল। সওয়া রতি সোনা দ্বারা মূর্ত্তি ওজন করার কথা সম্ভবতঃ কোন ভাংখোরের অলীক গল্প। (প্রশ্ন)—দেখুন! অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সোমনাথদেব ভূমি হইতে ঊর্দ্ধে থাকিতেন। ইহাও কি মিথ্যা? (উত্তর)—অবশ্য মিথ্যা। শুনুন! নীচে ও উপরে চুম্বক প্রস্তর সংলগ্ন ছিল। উহার আকর্ষণে মূর্ত্তিটি মধ্যস্থলে স্থির থাকিত। "মহম্মদ গজনবী" যখন আক্রমণ করিল তখন এই চমৎকার ব্যাপার হইল যে, সোমনাথের মন্দির ভগ্ন এবং পূজারী ও ভক্তদের দুর্দ্দশা হইল। লক্ষ লক্ষ সৈন্য দশ সহস্র সৈন্যের সম্মুখে পলায়ন করিল। তখন পোপ-পূজারীগণ পূজা, পুরশ্চরণ, স্তুতি এবং প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে মহাদেব! তুমি এই ম্লেচ্ছদিগকে বিনাশ কর, আমাদের রক্ষা কর"। তাহারা তাহাদের শিষ্য-সেবকদিগকে এবং রাজাদিগকে বুঝাইতে লাগিল, "আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, মহাদেব ভৈরব অথবা বীরভদ্রকে পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহারা ম্লেচ্ছদিগকে বিনাশ করিবেন, অথবা তাহাদিগকে অন্ধ করিবেন। এখনও আমাদের দেবতা প্রকট আছেন। হনুমান, দুর্গা এবং ভৈরব স্বপ্ন দিয়াছেন যে তাঁহারা সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। সেই দুর্ভাগ্য সরলপ্রকৃতি রাজা এবং ক্ষত্রিয়গণ পোপদিগের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ায় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া

রহিলেন। কত জ্যোতিষী পোপ বলিল, "এখনও তোমাদের আক্রমণের মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয় নাই। একজন বলিল যে অষ্টম স্থানে চন্দ্রমা আছে। অপর একজন সম্মুখে যোগিনী দেখাইল। ইঁহারা 'এ-সকল ছল-চাতুরীতে ভুলিয়া রহিলেন। যখন ম্লেচ্ছ-সেনা আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল, তখন তাঁহারা দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পলায়ন করিলেন। কত পোপ-পূজারী এবং তাহাদের শিষ্যগণ ধৃত হইল। পূজারীগণ করজোড়ে ইহাও বলিল, "তিন কোটি টাকা গ্রহণ করুন, মন্দির এবং মূর্ত্তি ভগ্ন করিবেন না"। মুসলমানগণ বলিল,—"আমরা 'বুতপরস্ত' অর্থাৎ মূর্ত্তিপূজক নহি, কিন্তু 'বুতশিকন' অর্থাৎ মূর্ত্তিভঞ্জক। তাহারা তৎক্ষণাৎ মন্দির ভগ্ন করিল। উপরের ছাদ ভগ্ন হইল, চুম্বক-প্রস্তর পৃথক হইয়া যাওয়াতে মূর্ত্তিটি পড়িয়া গেল। শুনা যায়, সোমনাথের ভগ্নমূর্ত্তি হইতে ১৮ কোটি টাকা মূল্যের রত্ন বাহির হয়। তখন পূজারী এবং পোপ-দিগের উপর কশাঘাত হইতে লাগিল। তাহারা রোদন করিতে থাকিলে বলা হইল, "ধন-ভাণ্ডার দেখাও"। তাহারা প্রহারের আধিক্যে তৎক্ষণাৎ তাহা দেখাইয়া দিল। তখন শত্রুগণ সমস্ত ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে প্রহার করিল। পোপ এবং তাহাদের শিষ্যদিগকে "গোলাম" এবং "বেগারী" করা হইল। তাহাদের দ্বারা আটা ময়দা পিষাণ, ঘাসকাটান এবং মল-মূত্রাদি পরিষ্কার করান হইল। তাহাদিগকে ছোলা খাওয়ান হইল। হায়! কেন তাহারা প্রস্তরপূজা করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ করিল? কেনই বা তাহারা পরমেশ্বরের ভক্তি করিল না? তবে ত তাহারা ম্লেচ্ছদিগের দাঁত ভাঙ্গিয়া দিত এবং বিজয়ী হইত। দেখ, যত সংখ্যক মূর্ত্তি আছে, তত সংখ্যক শূরবীরের পূজা (সম্মান প্রদর্শন) করিলেও কথঞ্চিৎ রক্ষা হইত। পূজারীগণ প্রস্তর মূর্ত্তিগুলিকে ত কতই ভক্তি করিত; কিন্তু একটি মূর্ত্তিও উড়িয়া গিয়া শত্রুর মস্তকে পড়িল না। যদি তাহারা মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে কোন শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন পুরুষের সেবা করিত, তবে তিনি তাঁহার সেবকদিগকে যথাশক্তি রক্ষা এবং শত্রুদিগকে বিনাশ করিতেন।

(প্রশ্ন)—দ্বারিকার রণছোড়জী "নর্সীমহতার" নিকট হুণ্ডী পাঠাইয়া ছিলেন এবং তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি বিষয়ও কি মিথ্যা? (উত্তর)—কোন ধনাঢ্য বণিক টাকা দিয়া থাকিবেন, কিন্তু কেহ মিথ্যা রটনা করিয়া থাকিবে যে, শ্রীকৃষ্ণ সেই টাকা পাঠাইয়াছেন। যখন সংবৎ ১৯১৪ সালে ইংরেজগণ কামানের দ্বারা মন্দির ও মূর্ত্তিগুলি উড়াইয়া দিয়াছিল,

তখন মূর্ত্তি কোথায় গিয়াছিল ? কিন্তু বাঘেরগণ কিরূপ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়াছিল! মূর্ত্তি ত একটি মাছির ঠ্যাংও ভাঙ্গিতে পারে নাই। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় কোন বীর থাকিলে তিনি শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিতেন এবং শত্রুও পলায়ন করিত। ভাল, যাহাদের রক্ষক প্রহৃত হয়, সে-সকল শরণাগত প্রহৃত হইবে না কেন ?

(প্রশ্ন)—জ্বালামুখী ত প্রত্যক্ষ দেবী! তিনি সব কিছুই ভক্ষণ করেন এবং ভোগ-সামগ্রী প্রদত্ত হইলে তাহার অর্দ্ধেক ভক্ষণ করেন ও অর্দ্ধেক রাখিয়া দেন। মুসলমান সম্রাট্‌গণ তাঁহার উপর জলপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়া ও তাঁহাকে লোহার অবরণে আবৃত করা সত্ত্বেও তাঁহার জ্বালা নির্ব্বাপিত অথবা রুদ্ধ হয় নাই। হিঙ্গলাজও সেইরূপ অর্দ্ধরাত্রিতে বাহকপৃষ্ঠে পর্ব্বতোপরি দর্শন দান করেন এবং পর্ব্বতকে গর্জ্জন করান। চন্দ্রকূপ কথা বলে। যোনি-যন্ত্র দিয়া নির্গত হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। ঠুমরা (বীজবিশেষ) বাঁধিলে পূর্ণ মহাপুরুষ হওয়া যায়। হিঙ্গলাজ দর্শন করিয়া না আসা পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক মহাপুরুষ থাকিতে হয়। এ-সকল কথা কি মানিবার যোগ্য নহে ? (উত্তর)—না। কারণ, জ্বালামুখী পর্ব্বত হইতে যে অগ্নি নির্গত হয়, তন্মধ্যে পূজারীদিগের বিচিত্র লীলা-খেলা আছে। সম্ভারের ঘৃতের চামচে যে জ্বালা উৎপন্ন হয়, চামচ অগ্নি হইতে পৃথক্ করা হইলে অথবা ফুঁ দিলে তাহা নিভিয়া যায়। জ্বালা কিঞ্চিৎ ঘৃত ভক্ষণ করে, অবশিষ্ট পরিত্যাগ করে। সেইরূপ উক্তস্থানে চুল্লীর জ্বালায় যাহা নিক্ষেপ করা হয়, তাহা ভস্ম হইয়া যায়। বনে বা গৃহে অগ্নি লাগিলে, তাহা সমস্তই ভক্ষণ করে। উক্ত স্থানে ইহা অপেক্ষা অধিক কি আছে ? একটি মন্দির, একটি কুণ্ড এবং ইতস্ততঃ নল-রচনা ব্যতীত হিঙ্গলাজের কোন বাহক নাই। সে-স্থানে পোপ-পূজারীদিগের লীলা-খেলা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। সে-স্থানে জল এবং চোরাবালির একটি কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছে। উহার তলদেশ হইতে বুদ্‌বুদ উঠে। মূঢ়গণ তাহা দেখিয়া যাত্রা সফল মনে করে। পোপগণ ধনহরণার্থ যোনি-যন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিয়াছে। সেইরূপ ঠুমরাও পোপলীলা বিশেষ। যদি তদ্দারা মহাপুরুষ হওয়া যায়, তবে কোন পশুর পৃষ্ঠে "ঠুমরা"র বোঝা চাপান হইলে, পশুও কি মহাপুরুষ হইয়া যাইবে ? অত্যুত্তম ধর্ম্মযুক্ত পুরুষকারের দ্বারাই ত মহাপুরুষ হওয়া যায়।

(প্রশ্ন)—অমৃতসরের দীর্ঘিকা অমৃতরূপ। একটি মুরেঠী ফলের অর্দ্ধেক

মিষ্ট। একটি প্রাচীর নত হয়, কিন্তু পতিত হয় না। রেবালসরে ভেলা ভাসে। অমরনাথে শিবলিঙ্গ স্বয়ং নির্ম্মিত হয়। হিমালয় হইতে এক জোড়া পারাবত আসিয়া সকলকে দর্শন দিয়া চলিয়া যায়। ইহাও কি বিশ্বাস-যোগ্য নহে? (উত্তর)—না। উক্ত সরোবর নামেই অমৃতসর। এক সময়ে যখন সেইস্থানে বন ছিল, তখন উক্ত সরোবরের জল সম্ভবতঃ ভাল ছিল। তাহাতে উহার নাম অমৃতসর রাখা হইয়া থাকিবে। উহা অমৃত হইলে পৌরাণিকদিগের বিশ্বাস অনুযায়ী কেহ মরিবে না। প্রাচীর এমন ভাবে গাঁথা হইয়া থাকিবে যে, উহা নত হয় কিন্তু পড়িয়া যায় না। রিঠায় কলমের আরোপ হইয়া থাকিবে অথবা উহা অলীক গল্প মাত্র। রেবালসরে ভেলা ভাসার মধ্যে কোন কারিগরী থাকিবে। অমরনাথে বরফের পর্ব্বত নির্ম্মিত হয়। তাহা হইলে জল জমিয়া ক্ষুদ্র লিঙ্গ-নির্ম্মিত হওয়া আশ্চর্য্যের কথা কি? সম্ভবতঃ এক জোড়া পালিত পারাবত ছিল। পোপ-মহাশয় পাহাড়ের আড়াল হইতে হয়ত ঐগুলি ছাড়িয়া দিতেন এবং দেখাইয়া টাকা হরণ করিতেন।

(প্রশ্ন)—হরিদ্বার স্বর্গ-দ্বার। "হরের প্যায়ড়ী"তে স্নান করিলে পাপ দূর হয়। তপোবনে বাস করিলে তপস্বী হওয়া যায়। দেবপ্রয়াগে, গঙ্গোত্তরীতে গোমুখ এবং উত্তর কাশীতে গুপ্তকাশী ও ত্রিযুগী নারায়ণ এ-সকল স্থানে দর্শন হয়। ছয় মাস পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ এবং ছয়মাস পর্য্যন্ত দেবগণ কেদার ও বদ্রীনারায়ণের পূজা করিয়া থাকে। মহাদেবের মুখ নেপালের পশুপতিতে, নিতম্ব কেদারে, জানু তুঙ্গনাথে এবং চরণ অমরনাথে আছে। ইঁহাদের দর্শন এবং ইঁহাদের স্থানে স্নান করিলে মুক্তিলাভ হয়। ইচ্ছা হইলে কেদার ও বদ্রীনাথ হইতে স্বর্গে যাওয়া যায়। এই সব বিষয় কেমন? (উত্তর)—হরদ্বার উত্তর দিকের পর্ব্বতে যাইবার কয়েকটি পথের আরম্ভ স্থল। "হরের প্যায়ড়ী" স্নানের জন্য নির্ম্মিত কুণ্ডের সোপানাবলী। সত্য বলিতে গেলে, উহা "হাড়-প্যায়ড়ী"। কারণ দেশ-দেশান্তরে মৃতলোকদের হাড়গুলি ঐ-স্থানে নিক্ষিপ্ত হয়। পাপ কখনও কোনও স্থানে ভোগ ব্যতীত দূরীভূত অথবা খণ্ডিত হয় না। তপোবন যখন ছিল, তখন ছিল। এখন ত "ভিক্ষুক-বন"। তপোবনে গমন করিলে বা বাস করিলে তপ হয় না। তপ ত করিলেই হয়। কেননা সে-স্থানে বহু মিথ্যাবাদী দোকানদারও বাস করে। "হিমবতঃ প্রভবতি গঙ্গা" পর্ব্বতের উপর হইতে জল পতিত হয়। গো-মুখাকৃতি পোপলীলাবশতঃ নির্ম্মিত

হইয়া থাকিবে। সেই পর্ব্বত পোপদিগের স্বর্গ। সেখানে "উত্তরকাশী" প্রভৃতি স্থান ধ্যানীদিগের পক্ষে উত্তম; কিন্তু দোকানদারের জন্য এই সকল স্থানেও দোকানদারী আছে। দেবপ্রয়াগ পৌরাণিক গল্পকথকদিগের লীলা-খেলা মাত্র। সে-স্থানে অলকনন্দা ও গঙ্গা মিলিত হইয়াছে, এইজন্য সে-স্থানে দেবতাগণ বাস করেন। এইরূপ গল্প না করিলে কেই বা সে-স্থানে যাইবে, কেই বা টাকা দিবে? গুপ্তকাশী ত নহে, উহা ত প্রসিদ্ধ কাশী। তিন যুগের ধুণী ত দেখা যায় না; কিন্তু যেমন খাখীদিগের ধুণী এবং পার্শী দিগের অগ্নিকুণ্ড সর্ব্বদা জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ পোপদিগের দশ বিশ পুরুষের ধুণী হয়ত থাকিবে। পর্ব্বতের অভ্যন্তরে উত্তাপ থাকে, তাহা হইতে জল তপ্ত হইয়া নির্গত হয়। তাহারই নাম তপ্তকুণ্ড। তাহার নিকটে অপর একটি কুণ্ডে উপরের অথবা যে-স্থানে উত্তাপ নাই, সে-স্থানের জল আসে। এইজন্য উহা শীতল। কেদারের যে স্থান সেখানের ভূমি অতি উত্তম। কিন্তু সেস্থানেও পোপগণ এবং তাহাদের চেলারা একখণ্ড জমাট প্রস্তরের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিয়াছে। সে-স্থানেও মোহন্ত, পূজারী এবং পাণ্ডারা নির্ব্বোধ ধনাঢ্য লোকদিগের নিকট হইতে ধন লইয়া বিষয়ানন্দ ভোগ করে।

বদ্রিনারায়ণেও এইরূপ অনেক ঠগ বিদ্যার পণ্ডিত আছে। "রাবলজী" সেখানকার প্রধান ব্যক্তি। এক স্ত্রীর কথা ত দূরে থাকুক তাহার অনেক স্ত্রী আছে। একটি মন্দিরের নাম পশুপতি এবং একটি মূর্ত্তির নাম পঞ্চমুখী রাখা হইয়াছে। যখন জিজ্ঞাসা করিবার কেহ থাকে না, তখনই পোপলীলা বলবতী হয়। কিন্তু পার্ব্বত্যলোকেরা তীর্থস্থ লোকদিগের ন্যায় ধূর্ত্ত এবং পরস্বাপহারী হয় না। তথাকার ভূমি অত্যন্ত রমণীয় এবং পবিত্র।

(প্রশ্ন)—বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যেশ্বরী অষ্টভুজা কালী প্রত্যক্ষ এবং সত্য। বিন্ধ্যেশ্বরী দিনে তিন বার তিন প্রকার রূপ পরিবর্ত্তন করেন এবং তাঁহার আবেষ্টনের মধ্যে একটি মক্ষিকাও থাকে না। প্রয়াগ তীর্থরাজ। সে-স্থানে মস্তক মুণ্ডন করিলে সিদ্ধি এবং গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম স্থলে স্নান করিলে অভীষ্ট লাভ হয়। সেইরূপ অযোধ্যা কয়েকবার উড়িয়া যাবতীয় অধিবাসীদিগের সহিত স্বর্গে চলিয়া গিয়াছিল। মথুরা সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বৃন্দাবন লীলা স্থান, গোবর্দ্ধন এবং ব্রজযাত্রা মহাভাগ্যের ফল। সূর্য্যগ্রহণের সময়ে কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ লোকের মেলা হয়। এসকল

কি মিথ্যা ? (উত্তর)—প্রত্যক্ষভাবে তিনটি মূর্ত্তি পাষাণ মূর্ত্তিরূপে দৃষ্ট হয়। তিন কালে তিন প্রকার রূপ হইবার কারণ পুজারীদিগের বেশ ভূষা পরাইবার চাতুর্য্য মাত্র। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, সেস্থানে সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ মক্ষিকা থাকে। প্রয়াগে সম্ভবতঃ কোন নাপিত শ্লোকরচয়িতা ছিল। সে পোপকে কিছু ধন দিয়া মুণ্ডন মাহাত্ম্য রচনা করিয়া বা করাইয়া থাকিবে। যদি প্রয়াগে স্নান করিয়া লোক স্বর্গে যাইত, তবে কাহাকেও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখা যাইত না। কিন্তু সকলকেই গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখা যায়। অথবা যে কেহ সে-স্থলে ডুবিয়া মরে, তাহার জীবাত্মাও সম্ভবতঃ আকাশে বায়ুর সহিত বিচরণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে। তীর্থরাজ নামও পোপগণই রাখিয়াছে। জড়পদার্থে রাজাপ্রজাভাব কখনও থাকিতে পারে না। ইহা নিতান্ত অসম্ভব কথা যে, অযোধ্যানগরী বস্তী, কুকুর, গর্দ্দভ, মেথর, চর্ম্মকার এবং পায়খানা সমেত তিনবার স্বর্গে গমন করিয়াছিল। অযোধ্যা স্বর্গে ত যায় নাই, যেখানে ছিল সেইখানেই আছে। কিন্তু পোপদিগের মুখের কথায় অযোধ্যা স্বর্গে উড়িয়া গিয়াছিল। সেই গল্প শব্দরূপে উড়িয়া বেড়াইতেছে। নৈমিষারণ্য প্রভৃতির পোপলীলাও এইরূপ। মথুরা ত্রিলোক হইতে বিলক্ষণ ত নহে কিন্তু সে-স্থানে অত্যন্ত লীলাকারী তিনটি প্রাণী আছে। তাহাদের উৎপাতে জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে কাহারও সুখে থাকা কঠিন। প্রথমতঃ সে-স্থানে যে কেহ স্নান করিতে যায়, তাহার নিকট হইতে কর আদায় করিবার জন্য একজন চৌবে দাঁড়াইয়া বলিতে থাকে—"যজমান! টাকা দাও। সিদ্ধি, মরিচ এবং লাড়ু খাইব, পানীয় পান করিব এবং যজমানের জয় কামনা করিব"। দ্বিতীয়তঃ জলে কচ্ছপ দংশন করে। এ গুলির উৎপাতে ঘাটে স্নান করাও কঠিন। তৃতীয়তঃ উপরে রক্তমুখ বানরগণ পাগড়ী, টুপী, গহনা, এমন কি জুতা পর্য্যন্ত ছাড়ে না। ইহারা দংশন করে এবং ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া মারে। এই তিনটিই পোপদিগের এবং তাহাদের শিষ্যবর্গের পূজনীয়। কচ্ছপগুলিকে মণ মণ ছোলা ও ভাত, বানরগুলিকে মণ মণ গুড়-ছোলা প্রভৃতি এবং চৌবেকে দক্ষিণা ও লাড়ু দিয়া সেবকগণ সেবা করিতে থাকে। বৃন্দাবন যখন ছিল, তখন ছিল। এখন ত উহা বেশ্যাবনের ন্যায়। সেস্থানে যুবক যুবতী এবং গুরু শিষ্যাদিগের লীলাখেলা চলিতেছে। সেইরূপ গোবর্দ্ধনের দীপমালিকার মেলায় এবং ব্রজযাত্রায়ও পোপদিগের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্রেও সেইরূপ জীবিকার

লীলা-খেলা বুঝিতে হইবে। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ধার্ম্মিক এবং পরোপকারী তাঁহারা পোপ লীলা হইতে দূরে থাকেন।

(প্রশ্ন)—মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থ সনাতন কাল হইতে প্রচলিত আছে। এসকল মিথ্যা কিরূপে হইতে পারে? (উত্তর)—তুমি সনাতন কাহাকে বল? যাহা চিরকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা কি? যদি ইহা চিরকাল ছিল, তবে বেদ এবং ব্রাহ্মণাদি ঋষিমুনিকৃত গ্রন্থসমূহে তাহার উল্লেখ নাই কেন? এই মূর্ত্তিপূজা আড়াই অথবা তিন সহস্র বৎসরের এ দিকে বামমার্গী এবং জৈনদিগের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তে ইহা ছিল না। তীর্থসমূহও ছিল না। যখন জৈনগণ গিরনার, পালিটানা, শিখর, শত্রুঞ্জয় এবং আবু প্রভৃতি তীর্থ রচনা করে তখন পৌরাণিকগণও সেই সকল তীর্থের অনুকরণে তীর্থ রচনা করে। যদি কেহ এ সকলের আরম্ভ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি পাণ্ডাদিগের অতি প্রাচীন খাতাপত্র এবং তাম্রলিপি প্রভৃতি দেখিবেন। তাহা হইলে ইহা নির্ণয় হইবে যে, তীর্থগুলি পাঁচশত অথবা একসহস্র বৎসরের এদিকেই রচিত হইয়াছে। এক সহস্র বৎসরের ওদিকের লেখা কাহারও নিকট দেখা যায় না, সুতরাং তীর্থগুলি আধুনিক। (প্রশ্ন)—যে যে তীর্থ অথবা নামমাহাত্ম্য ইত্যাদি বর্ণিত আছে অর্থাৎ যেমন "অন্যক্ষেত্র কৃতং পাপং কাশীক্ষেত্রে বিনশ্যতি" এসকল সত্য কি না? (উত্তর)—না, কারণ যদি পাপ দূর হইত, তবে দরিদ্র ঐশ্বর্য্য ও রাজসিংহাসন এবং অন্ধ চক্ষু লাভ করিত। কুষ্ঠরোগিগণ কুষ্ঠরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিত। কিন্তু তাহা হয় না। অতএব কাহারও পাপ বা পুণ্য দূর হয় না। (প্রশ্ন)—

> গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্যোজনানাং শতৈরপি।
> মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ১ ॥
> হরির্হরতি পাপানি হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ২ ॥
> প্রাতঃকালে শিবং দৃষ্টা নিশিপাপং বিনশ্যতি।
> আজন্মকৃতং মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে সপ্তজন্মনাম্ ॥

এসব পুরাণোক্ত শ্লোক। যদি শত-সহস্র ক্রোশ দূর হইতেও কেহ গঙ্গা গঙ্গা বলে, তবে তাহার পাপ নষ্ট হয় এবং সে বিষ্ণুলোক অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে চলিয়া যায় ॥ ১ ॥ "হরি" এই অক্ষরদ্বয়ের উচ্চারণ সমস্ত পাপ হরণ করে।

রাম, কৃষ্ণ, শিব এবং ভগবতী প্রভৃতি নামের মাহাত্ম্যও সেইরূপ ॥ ২ ॥ যদি কেহ প্রাতঃকালে শিব অর্থাৎ শিবলিঙ্গ অথবা উহার মূর্ত্তি দর্শন করে, তবে তাহার রাত্রিকৃত পাপ দূর হয়। মধ্যাহ্নকালে দর্শনদ্বারা সমস্ত জীবনের এবং সায়ংকালে দর্শন দ্বারা সাতজন্মের পাপ দূর হয়। এই দর্শন-মাহাত্ম্য কি মিথ্যা ? (উত্তর)—ইহা যে মিথ্যা, সে বিষয়ে সংশয় কি ? গঙ্গা গঙ্গা অথবা হরে, রাম, কৃষ্ণ, নারায়ণ, শিব এবং ভগবতী নামস্মরণে কখনও পাপ দূর হয় না। যদি হইত তাহা হইলে কেহই দুঃখী থাকিত না এবং পাপ করিতে কেহ ভীতও হইত না। আজকাল পোপলীলা দ্বারা পাপ-বৃদ্ধি হইতেছে। মূঢ়দিগের বিশ্বাস এই যে, "আমরা পাপ করিয়া নামস্মরণ অথবা তীর্থযাত্রা করিলে পাপের নিবৃত্তি হইবে"। এই বিশ্বাসে পাপ করিয়া তাহারা ইহলোক এবং পরলোক নষ্ট করে। কিন্তু কৃতপাপের ফলভোগ করিতেই হয়।

(প্রশ্ন)—তবে কোন তীর্থ এবং নাম-মাহাত্ম্য সত্য কি না ? (উত্তর)—হাঁ। বেদাদি সত্য-শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, ধার্ম্মিক বিদ্বান্‌দিগের সঙ্গ, পরোপকার, ধর্ম্মানুষ্ঠান, যোগাভ্যাস, নির্ব্বৈরভাব, অকপটতা, সত্যভাষণ, সত্যমনন, সত্যানুষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্য, আচার্য্য-অতিথি-পিতা-মাতার সেবা, পরমেশ্বরের স্তুতি-প্রার্থনা-উপাসনা, শান্তি, জিতেন্দ্রিয়তা, সুশীলতা, ধর্ম্মসঙ্গত পুরুষকার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান—এই সব শুভ-গুণ-কর্ম্ম দুঃখ হইতে উদ্ধার করে বলিয়া এ সকলের নাম তীর্থ। জল-স্থলময় স্থান আদি কখনও তীর্থ হইতে পারে না। কারণ "জনা যৈস্তরন্তি তানি তীর্থানি" মনুষ্য যাহার দ্বারা দুঃখ হইতে পার হয় তাহার নাম তীর্থ। জলস্থল ত্রাণ করে না, কিন্তু ডুবাইয়া বিনাশ করে। তবে নৌকা প্রভৃতির নাম তীর্থ হইতে পারে। কারণ তদ্দারা সমুদ্রাদি উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

সমানতীর্থে বাসী ॥ (অষ্টাধ্যায়ী) অ০ ৪। পা০ ৪। সূ০ ১০৮ ॥

নমস্তীর্থ্যায় চ ॥ যজুঃ ॥ অ০ ১৬। (ম০ ৪২) ॥

যে-সকল ব্রহ্মচারী এক সঙ্গে একই আচার্য্যের নিকট একই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তাহারা সকলেই সতীর্থ অর্থাৎ সমান-তীর্থসেবী। যিনি বেদাদি শাস্ত্র এবং সত্যভাষণাদি ধর্ম্মলক্ষণযুক্ত বলিয়া সাধু, তাঁহাকে অন্নাদি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে বিদ্যাগ্রহণ করা ইত্যাদির নাম তীর্থ। ইহাকেই নাম-স্মরণ বলে, যথা—

যস্য নাম মহদ্‌যশঃ ॥ যজুঃ ॥ (অ০ ৩২। ম০ ৩) ॥

অর্থাৎ পরমেশ্বরের নাম মহদ্‌যশ জানিয়া ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য করা উচিত। ব্রহ্মা, পরমেশ্বর, ঈশ্বর, ন্যায়কারী, দয়ালু এবং সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভৃতি নাম পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব-সূচক। যেমন ব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা মহান্, পরমেশ্বর ঈশ্বরের ঈশ্বর, ঈশ্বর সামর্থ্যযুক্ত এবং তিনি ন্যায়কারী, কখনও অন্যায় করেন না। তিনি দয়ালু, সকলের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন। তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্, নিজ শক্তি দ্বারাই সমস্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন, কাহারও সাহায্য গ্রহণ করেন না। ব্রহ্মা বিবিধ জাগতিক পদার্থসমূহের স্রষ্টা। বিষ্ণু সর্ব্বত্র ব্যাপক এবং রক্ষাকর্ত্তা। মহাদেব দেবগণের দেব। রুদ্র প্রলয়কারী, ইত্যাদি। এ-সকল নামের অর্থ নিজের মধ্যে ধারণ করিবে অর্থাৎ মহৎকার্য্য দ্বারা মহান্ এবং সমর্থদিগের মধ্যে সমর্থ হইবে। সর্ব্বদা সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে থাকিবে। কখনও অধর্ম্ম করিবে না। সকলের প্রতি দয়া করিবে। সকল প্রকার সাধন সফল করিবে। শিল্পবিদ্যার সাহায্যে সর্ব্ববিধ পদার্থ নির্ম্মাণ করিবে। সংসারে নিজ সুখ-দুঃখের ন্যায় সকলের সুখ-দুঃখ মনে করিবে। সকলকে রক্ষা করিবে। বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে বিদ্বান্ হইবে। কুকর্ম্মকারীদিগকে এবং কুকর্ম্মে প্ররোচনাকারীদিগকে যথাবিধি দণ্ড দিবে এবং সজ্জন-দিগকে রক্ষা করিবে। পরমেশ্বরে নাম সমূহের এইরূপ অর্থ জানিয়া তাঁহার গুণকর্ম্মস্বভাবের অনুকূল স্বীয় গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব গঠন করিতে থাকিবে। ইহাই পরমেশ্বরের নাম-স্মরণ। (প্রশ্ন)—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবেঃ॥

এইসব গুরুমাহাত্ম্য সত্য কি না? গুরুর চরণামৃত পান করিবে, তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে। গুরু লোভী হইলে তাঁহাকে বামনের ন্যায়, ক্রোধী হইলে নরসিংহের ন্যায়, মোহগ্রস্ত হইলে রামের ন্যায় এবং কামুক হইলে কৃষ্ণের ন্যায় জানিবে। গুরু যতই পাপ করুক না কেন, তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিবে না। সন্ত অথবা গুরুর দর্শনার্থ গমনকালে পদে পদে অশ্বমেধের ফল হয়। এসকল কথা সত্য কি না? (উত্তর)—সত্য নহে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং পরব্রহ্ম পরমেশ্বরেরই নাম। তাঁহার তুল্য গুরু কখনও হইতে পারেন না। এই গুরুমাহাত্ম্য এবং গুরুগীতাও এক প্রকার পোপলীলা। গুরু মাতাপিতা, আচার্য্য এবং অতিথি—ইঁহারাই গুরু। ইঁহাদের সেবা করা এবং

ইঁহাদের নিকট বিদ্যা ও সুশিক্ষা গ্রহণ ও দান করা গুরুশিষ্যের কর্ত্তব্য। কিন্তু গুরু লোভী, ক্রোধী, মোহী এবং কামুক হইলে তাহাকে সর্ব্বথা বর্জ্জন এবং শিক্ষা দান কর' কর্ত্তব্য। সহজ শিক্ষায় সংশোধন না হইলে অর্ঘ-পাত্ত অর্থাৎ তাড়ণা-দণ্ড প্রাণহরণ পর্য্যন্তও দোষজনক নহে। যদি বিদ্যা এবং অন্যান্য সদ্গুণদ্বারা গুরুত্ব না হয়, তবে মিথ্যা কণ্ঠী, তিলকধারী এবং বেদবিরুদ্ধ মন্ত্রোপদেশকারী গুরুই নহে, কিন্তু মেষপালক। যেমন মেষপালক নিজের ভেড়ী ও ছাগী হইতে দুগ্ধাদি লইয়া প্রয়োজন সিদ্ধ করে, সেইরূপ ঈদৃশ গুরু শিষ্যশিষ্যা দিগের ধন হরণ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে। সেই—

দো°—গুরু লোভী চেলা লালচী, দোনোঁ খেলেঁ দাও।
ভবসাগর মেঁ ড ুবতে, বৈঠ পথর কী নাও॥

গুরু মনে করেন যে, চেলা চেলীরা কিছু না কিছু দিবেই; চেলারা মনে করে যে মিথ্যা শপথ এবং পাপমোচনাদির জন্য গুরুর প্রয়োজন। এই লোভে দুই কপট মুনিই সমুদ্রে প্রস্তরনির্ম্মিত নৌকায় আরোহণকারীর ন্যায় দুঃখময় ভব-সাগরের দুঃখে নিমগ্ন হয়। এমন গুরু ও চেলার মুখে ছাই পড়ুক। তাহার নিকট কেহই দাঁড়াইবে না, দাঁড়াইলে দুঃখসাগরে নিপতিত হইবে। পূজারী ও পৌরাণিকদিগের ন্যায় মেষপালক গুরুদিগের দ্বারাও মূর্ত্তি পূজা প্রচলিত হইয়াছে। যাহারা স্বার্থপর তাহাদের কার্য্যই এইরূপ। যাঁহারা পরার্থপর তাঁহারা স্বয়ং দুঃখ পাইলেও জগতের উপকার করিতে বিরত হন না। এতদ্ব্যতীত গুরুমাহাত্ম্য এবং গুরু-গীতা প্রভৃতিও লোভী ও কুকর্ম্মী গুরুগণ রচনা করিয়াছে। (প্রশ্ন)—

অষ্টাদশপুরাণানাং কর্ত্তা সত্যবতীসুতঃ ॥১॥
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদার্থমুপবৃংহয়েৎ ॥২॥ মহাভারত ॥
পুরাণান্যখিলানি চ ॥৩॥ মনু° ।
ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদঃ ॥৪॥
ছান্দোগ্য° ॥ প্র° ৭। খং ১ ॥
দশমেঽহনি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীত ॥৫॥
পুরাণবিদ্যা বেদঃ ॥৬॥ সূত্রম্।

ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা। ব্যাসের বচন অবশ্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে॥ ১॥ ইতিহাস, মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণের সাহায্যে

বেদার্থের শিক্ষা করিবে ও শিক্ষা দিবে। কারণ ইতিহাস ও পুরাণ বেদার্থেরই অনুকূল ॥ ২ ॥ পিতৃকর্ম্মে পুরাণ এবং খিল অর্থাৎ হরিবংশ-কথা শ্রবণ করিবে ॥ ৩ ॥ অশ্বমেধের সমাপ্তিতে দশম দিবসে কিঞ্চিৎ পুরাণের কথা শ্রবণ করিবে ॥ ৪ ॥ বেদার্থজ্ঞাপক বলিয়া পুরাণ-বিদ্যাকে বেদ বলে ॥ ৫ ॥ ইতিহাস-পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলে ॥ ৬ ॥ এই সব প্রমাণ দ্বারা পুরাণ-সমূহের প্রামাণিকতা এবং তদ্দ্বারা মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থেরও প্রামাণিকতা সিদ্ধ হয়। কারণ পুরাণে মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থের বিধান আছে। (উত্তর)—ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণের কর্ত্তা হইলে পুরাণ গুলিতে এত অলীক গল্প থাকিত না। শারীরিক সূত্র এবং যোগশাস্ত্রের ভাষ্য প্রভৃতি ব্যাসকৃত গ্রন্থ-সমূহ পাঠ করিলে জানা যায় যে, ব্যাসদেব মহান্ বিদ্বান্, সত্যবাদী, ধার্ম্মিক এবং যোগী ছিলেন। তিনি কখনও এমন মিথ্যা কথা লিখিতেন না। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, যে-সকল পরস্পর-বিরোধী সম্প্রদায়ী লোকেরা ভাগবতাদি নবীন কপোল কল্পিত গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ব্যাসদেবের গুণের লেশমাত্রও ছিল না। আর বেদশাস্ত্রের বিরুদ্ধ অসত্য কথা লেখা ব্যাসদেবের ন্যায় বিদ্বান্ পুরুষের কার্য্য নহে। কিন্তু তাহা বিরোধী, স্বার্থপর, মূর্খ এবং পাপীদের কার্য্য। শিবপুরাণাদির নাম ইতিহাস ও পুরাণ নহে, কিন্তু—

ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্ গাথানারাশংসীরিতি ॥

ইহা ব্রাহ্মণ এবং সূত্রগ্রন্থের বচন। ঐতরেয়, শতপথ, সাম এবং গোপথ ব্রাহ্মণেরই ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা এবং নারাশংসী—এই পাঁচ নাম। (ইতিহাস)—যেমন জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ; (পুরাণ)—জগতের উৎপত্তি প্রভৃতির বর্ণনা; (কল্প)—বৈদিক শব্দ সমূহের সামর্থ্য-বর্ণন এবং অর্থ-নিরূপণ; (গাথা)—কাহারও দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তরূপ কথাপ্রসঙ্গ এবং (নারাশংসী)—মনুষ্যদিগের প্রশংসনীয় অথবা অপ্রশংসনীয় কর্ম্মের বর্ণন। এই সকলের দ্বারাই বেদার্থ-প্রতীতি হইয়া থাকে। পিতৃকর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের প্রশংসা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শ্রবণ করা এবং অশ্বমেধের অন্তেই ইহা শ্রবণের কথা লিখিত আছে। কারণ ব্যাসকৃত গ্রন্থের শ্রবণ-শ্রাবণ তাঁহার জন্মের পরেই সম্ভব, পূর্ব্বে নহে। ব্যাসদেবের জন্মের পূর্ব্বেও বেদার্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপন এবং শ্রবণ-শ্রাবণ হইত। সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহেই এই সকল ঘটনা হইতে পারে। নবীন কপোলকল্পিত শ্রীমদ্ভাগবত এবং শিবপুরাণাদি মিথ্যা অথবা কলুষিত

গ্রন্থ-সমূহে এই সব হইতে পারে না। ব্যাসদেব বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপন দ্বারা বেদার্থ বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম বেদব্যাস হইয়াছিল। পারাপারের মধ্যরেখাকে ব্যাস বলে। তিনি ঋগ্বেদের আরম্ভ হইতে অথর্ব্ববেদের শেষ পর্য্যন্ত চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়া শুকদেব এবং জৈমিনি প্রভৃতি শিষ্যদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার জন্মনাম ছিল "কৃষ্ণদ্বৈপায়ন"। যদি কেহ বলেন যে ব্যাসদেব বেদ-সমূহের সংগ্রহকর্ত্তা, তবে তাহা মিথ্যা। কারণ ব্যাসদেবের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ,—পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ এবং ব্রহ্মা প্রভৃতিও চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

(প্রশ্ন)—পুরাণের সকল কথাই কি মিথ্যা? না তাহাতে কিছু সত্যও আছে? (উত্তর)—অনেক কথাই মিথ্যা। তবে ঘুণাক্ষর ন্যায়-অনুসারে কিঞ্চিৎ সত্যও আছে। যাহা সত্য তাহা বেদাদি সত্যশাস্ত্রের; কিন্তু যাহা মিথ্যা তাহা পোপদের পুরাণরূপ গৃহের। শিবপুরাণে যেমন শিবকে পরমেশ্বর মানিয়া বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, গণেশ এবং সূর্য্যাদিকে তাঁহার দাস বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সেইরূপ বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে বিষ্ণুকে পরমাত্মা এবং শিব প্রভৃতিকে বিষ্ণুর দাস মানিয়াছে। দেবীভাগবত দেবীকে পরমেশ্বরী কিন্তু শিব এবং বিষ্ণু প্রভৃতিকে তাঁহার কিঙ্কর করিয়াছে। গণেশখণ্ডে গণেশকে ঈশ্বর এবং অবশিষ্ট সকলকে দাস করা হইয়াছে। ভাল, যদি এ সকল কথা সম্প্রদায়ী পোপদিগের না হয়, তবে কাহাদের? যে কোন একই ব্যক্তির রচিত হইলে এমন পরস্পরবিরুদ্ধ কথা থাকিতে পারে না এবং বিদ্বান্দের রচিত হইলে এ সকল কখনও থাকিতে পারে না। ইহাতে একটিকে সত্য মানিতে গেলে অপরটি মিথ্যা হয়; দ্বিতীয়টিকে সত্য মানিতে গেলে তৃতীয়টি মিথ্যা হয়; আবার তৃতীয়টিকে সত্য মানিলে অন্য সবগুলিই মিথ্যা হয়। শিবপুরাণবাদী শিব হইতে, বিষ্ণুপুরাণবাদী বিষ্ণু হইতে, দেবীপুরাণবাদী দেবী হইতে, গণেশখণ্ডবাদী গণেশ হইতে, সূর্য্যপুরাণবাদী সূর্য্য হইতে এবং বায়ুপুরাণবাদী বায়ু হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি ও প্রলয় বর্ণনা করিয়া, পুনরায় এক এক জন হইতে যাহা জগতের কারণরূপে লিখিত হইয়াছে তাহার উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছে। যদি কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, "যিনি জগতের উৎপত্তি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, তিনি উৎপন্ন হইতে পারেন কি না? আর যিনি উৎপন্ন, তিনি কখনও সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন কি না?" তবে তাহাদের কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকা ব্যতীত অন্য কিছু বলা সম্ভব নহে।

ইঁহাদের সকলের শরীরের উৎপত্তিও সৃষ্টির উপাদান হইতেই হইয়া থাকিবে। যাঁহারা নিজেরাই সৃষ্ট পদার্থ এবং পরিচ্ছিন্ন, তাঁহারা জগতের সৃষ্টিকর্তা কিরূপে হইতে পারেন ? সৃষ্টিও বিলক্ষণ বিলক্ষণ প্রকারের নানা হইয়াছে। ইহাও সর্ব্বথা অসম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ—

শিবপুরাণে শিব ইচ্ছা করিলেন "আমি সৃষ্টি করিব"। তখন এক নারায়ণকে জলাশয়ে উৎপন্ন করিলেন। তাঁহার নাভি হইতে কমল উৎপন্ন হইল। কমল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন যে, সমস্ত জলময়। তখন তিনি অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিয়া দেখিলেন এবং পুনরায় জলে ফেলিয়া দিলেন। জল হইতে বুদ্বুদ্ এবং বুদ্বুদ হইতে একজন পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। তিনি ব্রহ্মাকে বলিলেন, "হে পুত্র! সৃষ্টি কর। ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, "আমি তোমার পুত্র নহি, কিন্তু তুমি আমার পুত্র"। তাঁহাদের মধ্যে কলহ হইতে লাগিল। উভয়ে দিব্য সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত জলের উপর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাদেব চিন্তা করিলেন, "আমি যাহাদিগকে সৃষ্টি করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা পরস্পর কলহ করিতেছে"। তখন তাহাদের উভয়ের মধ্য হইতে এক তেজোময় লিঙ্গ উৎপন্ন হইয়া শীঘ্র আকাশে চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিন্তা করিলেন, "ইহার আদি-অন্ত জানা আবশ্যক, যিনি আদি অন্ত জানিয়া প্রথমে ফিরিয়া আসিবেন তিনি পিতা এবং যিনি পরে আসিবেন কিংবা সীমা জানিয়া ফিরিয়া আসিবেন না, তিনি পুত্র বলিয়া কথিত হইবেন। বিষ্ণু কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া নিম্নাভিমুখে চলিলেন। ব্রহ্মা হংস শরীর ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। উভয়ে মনোবেগ সহকারে চলিলেন, দিব্য সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত গমন করিয়াও তাহার অন্ত পাইলেন না। তখন নিম্নে বিষ্ণু উপরের কথা এবং উপরে ব্রহ্মা নিম্নের কথা ভাবিতেছিলেন, "যদি তিনি বিবরণ জ্ঞাত হইয়া আসিয়া থাকেন, তবে আমাকে পুত্র হইতে হইবে"। তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন ইতোমধ্যে একটি গাভী ও একটি কেতকী বৃক্ষ উপর হইতে অবতরণ করিল। ব্রহ্মা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কোথা হইতে আসিলে"? তাহারা বলিল, "আমরা এক সহস্র বৎসর ধরিয়া এই লিঙ্গের আধারে চলিয়া আসিতেছি"। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লিঙ্গের অন্ত আছে কি না"? তাহারা বলিল, "নাই"। তখন ব্রহ্মা বলিলেন, "তোমরা আমার সঙ্গে চল

এবং এইরূপ সাক্ষ্য দাও। গাভী বলুক, 'আমি এই লিঙ্গের মস্তকের উপর দুগ্ধধারা বর্ষণ করিতাম,' আর বৃক্ষ বলুক, 'আমি পুষ্প বর্ষণ করিতাম'। তোমরা এইরূপ সাক্ষ্য দিলে আমি তোমাদিগকে যথাস্থানে লইয়া যাইব"। তাহারা বলিল, "আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিব না"। তখন ব্রহ্মা কুপিত হইয়া বলিলেন, "যদি সাক্ষ্য না দাও, তবে আমি তোমাদিগকে এখনই ভস্ম করিব"। তখন উভয়েই ভীত হইয়া বলিল, "আপনার কথানুযায়ীই সাক্ষ্য দিব"। তখন তিন জনই নিম্নদিকে চলিলেন। বিষ্ণু পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মাও উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি লিঙ্গের অন্ত জানিয়া আসিয়াছ?" বিষ্ণু বলিলেন, "আমি ইহার অন্ত পাই নাই"। ব্রহ্মা বলিলেন, "আমি জানিয়া আসিয়াছি"। বিষ্ণু বলিলেন, "কোনও সাক্ষী উপস্থিত কর"। তখন গাভী এবং বৃক্ষ সাক্ষ্য দান করিল, "আমরা উভয়েই লিঙ্গের মস্তকে ছিলাম"। তখন লিঙ্গ হইতে একটি শব্দ নির্গত হইয়া বৃক্ষকে অভিশাপ দিল, "যেহেতু তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, অতএব তোমার ফুল জগতে আমার অথবা অন্য কোন দেবতার উপর অর্পিত হইবে না। কেহ অর্পণ করিলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে"। তাহা গাভীকে অভিশাপ দিল, "যে মুখ দিয়া তুই মিথ্যা বলিয়াছিস, সে মুখে তুই বিষ্ঠা ভক্ষণ করিবি। কেহ তোর মুখের পূজা করিবে না কিন্তু তোর পুচ্ছের পূজা হইবে"। ইহা ব্রহ্মাকে অভিশাপ দিল, "যেহেতু তুই মিথ্যা বলিয়াছিস, অতএব সংসারে কোথায়ও তোর পূজা হইবে না"। ইহা বিষ্ণুকে বর দান করিল, "তুই সত্য বলিয়াছিস, এইজন্য সর্ব্বত্র তোর পূজা হইবে"। পুনরায় উভয়ে লিঙ্গের স্তুতি করিলেন। তাহাতে প্রসন্ন হইয়া এক জটাজুট মূর্ত্তি সেই লিঙ্গ হইতে নির্গত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম, তোমরা বিবাদে প্রবৃত্ত রহিয়াছ কেন"? ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বলিলেন, আমরা সামগ্রী ব্যতীত কিরূপে সৃষ্টি করিব"? তখন মহাদেব জটা হইতে একটি ভস্মের গোলা বাহির করিয়া বলিলেন, "যাও, ইহার দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি রচনা কর" ইত্যাদি। ভাল, যদি কেহ এই পুরাণ-রচয়িতা পোপদিগকে জিজ্ঞাসা করে, "যখন সৃষ্টিতত্ত্ব ও পঞ্চমহাভূত ছিল না, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং মহাদেবের শরীর, জল, কমল, লিঙ্গ, গাভী, কেতকী বৃক্ষ এবং ভস্মের গোলা কি তোমাদের পিত্রালয় হইতে উপস্থিত হইয়াছিল?"

সেইরূপ ভাগবতে বিষ্ণুর নাভী হইতে কমল, কমল হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ হইতে স্বায়ম্ভুব, বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে সত্যরূপা রাণী, ললাট হইতে রুদ্র, মরীচি প্রভৃতি দশ পুত্র এবং সেই দশ পুত্র হইতে দশ প্রজাপতি উৎপন্ন হন। কশ্যপের সহিত দশ প্রজাপতির ত্রয়োদশ কন্যার বিবাহ হয়। তাঁহাদের মধ্যে দিতি হইতে দৈত্য, দনু হইতে দানব, অদিতি হইতে আদিত্য, বিনতা হইতে পক্ষী, কদ্রু হইতে সর্প, সরমা হইতে কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি এবং অন্যান্য স্ত্রী হইতে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, মহিষ, তৃণ, উলু এবং বাবলা প্রভৃতি কণ্টকবৃক্ষ উৎপন্ন হইল।

বাহবা, বাহবা! সবজান্তা ছেলে ভুলানো ভাগবত-রচয়িতা! তোমাকে কি বলিব? এ সকল মিথ্যা কথা লিখিতে একটুও লজ্জা সঙ্কোচ হইল না! একেবারেই কি অন্ধ হইলে? ভাল, স্ত্রী-পুরুষের রজো-বীর্য্যসংযোগে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে কিন্তু পশু, পক্ষী ও সর্পাদির কখনও হইতে পারে না। কারণ তাহা সৃষ্টিক্রম বিরুদ্ধ। হস্তী, উষ্ট্র, সিংহ, কুকুর, গর্দ্দভ এবং বৃক্ষাদির স্ত্রী-গর্ভাশ্রয়ে স্থিত হইবার অবকাশ কিরূপে হইতে পারে? সিংহ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া নিজেদের মাতাকে ভক্ষণ করিল না কেন? মনুষ্যদেহ হইতে পশু, পক্ষী ও বৃক্ষাদির উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? পোপদিগকে ধিক্! পোপরচিত এই মহা অসম্ভব লীলা-খেলাকেও ধিক্। ইহা অদ্যাবধি সংসারকে বিভ্রান্ত করিতেছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, জ্ঞানান্ধ পোপগণ এবং তাহাদের বাহ্য ও অন্তর্দৃষ্টিবিহীন চেলারা এ সকল মিথ্যা বিষয় শ্রবণ করে এবং বিশ্বাস করে। ইহারা কি মানুষ, অথবা অন্য কিছু!!! ভাগবতাদি পুরাণরচয়িতারা মাতৃগর্ভেই বিনষ্ট হয় নাই কেন? অথবা জন্মকালেই ইহাদের মৃত্যু হয় নাই কেন? এ সকল পাপ হইতে রক্ষা পাইলে আর্য্যাবর্ত্ত বহু দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইত।

(প্রশ্ন)—এ সকল বিষয়ে বিরোধ হইতে পারে না। কারণ "যাহার বিবাহ তাহারই গীত"। বিষ্ণুর স্তুতি কালে বিষ্ণুকেই পরমেশ্বর, অন্যকে দাস এবং শিবের স্তুতিকালে শিবকে পরমাত্মা, অপরকে কিঙ্কর করা হইল। পরমেশ্বরের মায়ায় সমস্তই হইতে পারে। পরমেশ্বর মনুষ্য হইতে পশ্বাদি এবং পশ্বাদি হইতে মনুষ্যাদির উৎপত্তি করিতে পারেন। দেখুন! যিনি কোন কারণ ব্যতীত মায়া দ্বারা সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কি আছে? তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

(উত্তর) ওহে নির্ব্বোধগণ! যাহার বিবাহ, তাহারই গুণগান করা হয়। কিন্তু তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অপর সকলকে নিকৃষ্ট বলিয়া নিন্দা করা হয় কি? তাহাকে কি সকলের পিতা মনে করা হয়? পোপমহাশয়! বল ত তুমি ভাট এবং তোষামোদকারী চারণ অপেক্ষাও অধিকতর অলীক গল্পকারী কি না? যাঁহার পক্ষ গ্রহণ কর, তাঁহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর, এবং যাহার বিরুদ্ধে যাও, তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা হেয় কর। সত্য এবং ধর্ম্মে তোমার প্রয়োজন কি? স্বার্থসিদ্ধিতেই তোমার প্রয়োজন। মনুষ্যেই মায়া হইতে পারে। যে ব্যক্তি ছলনা ও কপটতাযুক্ত, তাহাকেই মায়াবী বলে। পরমেশ্বরে ছলনা কপটতা প্রভৃতি দোষ নাই। অতএব তাঁহাকে মায়াবী বলা যাইতে পারে না। আদি সৃষ্টিতে কশ্যপ এবং কশ্যপ-পত্নীদিগের দ্বারা পশু, পক্ষী, সর্প এবং বৃক্ষাদির উৎপত্তি হইয়া থাকিলে, আজকালও তদ্রূপ সন্তান কেন হয় না? পূর্ব্বে যে-সৃষ্টিক্রম লিখিত হইয়াছে, তাহাই যথার্থ। অনুমান হয় যে, পোপমহাশয় নিম্নলিখিত বাক্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া বৃথা প্রলাপ বলিয়াছেন :—

তস্মাৎ কাশ্যপ্য ইমাঃ প্রজাঃ ॥ [শত০ ৭।৫।১।৫] ॥

শতপথে লিখিত আছে যে, সমস্ত সৃষ্টিই কশ্যপের রচিত।

কশ্যপঃ কস্মাৎ পশ্যকো ভবতীতি ॥ নিরু০, [অ০ ২। খ০ ২] ॥

সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের নাম "কশ্যপ"। কারণ তিনি পশ্যক অর্থাৎ "পশ্যতীতি পশ্যঃ পশ্য এব পশ্যকঃ"। যিনি অভ্রান্ত হইয়া চরাচর জগৎ, যাবতীয় জীব, তাহাদের কর্ম্ম এবং যাবতীয় বিদ্যাকে যথার্থরূপে দেখেন, তিনি কশ্যপ। "আদ্যন্তবিপর্য্যয়শ্চ" মহাভাষ্যের এই বচনানুসারে আদি অক্ষর অন্তে এবং অন্ত্য অক্ষর আদিতে আসায় "পশ্যক"এর স্থানে "কশ্যপ" হইয়াছে। ইহার অর্থ না জানিয়া যেন ঘটী ঘটী ভাং পানের ফলে ইহারা সৃষ্টিবিরুদ্ধ বর্ণন করিয়া বৃথা জীবন নষ্ট করিয়াছে।

উদাহরণস্বরূপ, মার্কণ্ডেয় পুরাণের দুর্গাপাঠে আছে যে, দেবগণের শরীর হইতে তেজ নির্গত হইয়া এক দেবী উৎপন্ন হইলেন। তিনি মহিষাসুরকে বধ করিলেন। রক্তবীজের শরীরের এক এক বিন্দু রক্ত ভূমিতে পতিত হওয়ায় তাদৃশ রক্তবীজ উৎপন্ন হইয়া সমস্ত জগৎ রক্তবীজে পরিপূর্ণ করিল এবং রক্তনদী প্রবাহিত হইল। এইরূপ বহু অলীক গল্প লিখিত

আছে। যখন রক্তবীজ দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ হইল তখন দেবী, তাঁহার সিংহ এবং সেনা কোথায় ছিল? যদি বল যে, রক্তবীজ দেবীর নিকট হইতে দূরে দূরে ছিল, তবে ত সমস্ত জগৎ রক্তবীজে পরিপূর্ণ হয় নাই। এরূপ হইলে পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি প্রাণী, জলস্থ কুম্ভীর, হাঙ্গর, মৎস্য কচ্ছপ এবং বনস্পতি প্রভৃতি কোথায় ছিল? নিশ্চয়, এ সকল চণ্ডী-রচয়িতা পোপের গৃহে পলায়ন করিয়া থাকিবে!!! দেখুন, ভাঙের নেশায় কিরূপ অসম্ভব গল্প রচনা করা হইয়াছে! এ সকল গল্পের কূল-কিনারা নাই!!

এক্ষণে, যাহাকে "শ্রীমদ্ভাগবত" বলা হয়, তাহার লীলা-খেলা শোন। নারায়ণ ব্রহ্মাকে চতুঃশ্লোকী ভাগবতের উপদেশ প্রদান করেন—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
(ভা০ স্ক০ ২। অ০ ৯। শ্লো০ ৩০)॥

যখন ভাগবতের মূলই মিথ্যা, তখন বৃক্ষ মিথ্যা হইবে না কেন? শ্লোকার্থ— "হে ব্রহ্মা! আমার যে পরম গুহ্য জ্ঞান যাহা বিজ্ঞান ও রহস্যপূর্ণ এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের অঙ্গস্বরূপ, তাহাই তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর"। যখন বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান বলা হইয়াছে, তখন "পরম" অর্থাৎ জ্ঞানের এই বিশেষণ নিরর্থক, আর "গুহ্য" বিশেষণ দ্বারা "রহস্য"ও পুনরুক্ত হয়। যখন মূল শ্লোক অনর্থক, তখন গ্রন্থ অনর্থক নহে কেন? ব্রহ্মাকে বর দান করা হইল—

ভবান্ কল্প বিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ॥
[ভাগ০, স্ক০২। অ০৯। শ্লো০ ৩৬]

"আপনি (কল্প) সৃষ্টি এবং (বিকল্প) প্রলয়ে কখনও মোহপ্রাপ্ত হইবেন না। এইরূপ লিখিত থাকা সত্ত্বেও পুনরায় দশম স্কন্ধে ব্রহ্মা মোহিত হইয়া বৎস হরণ করিলেন এইরূপ লেখা হইয়াছে। এই দুই কথার মধ্যে একটি সত্য হইলে, অপরটি মিথ্যা হয়। এইরূপে উভয়ই মিথ্যা হইয়া পড়ে। বৈকুণ্ঠে ত রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা এবং দুঃখ নাই। তাহা হইলে বৈকুণ্ঠ-দ্বারে সনকাদির ক্রোধ হইল কেন? ক্রোধ হইয়া থাকিলে ঐস্থান স্বর্গই নহে। জয় ও বিজয় দ্বারপাল ছিল। প্রভুর আজ্ঞা অবশ্য তাহাদের পালনীয় ছিল। সনকাদিকে বাধা দেওয়াতে কি তাহাদের অপরাধ হইয়াছিল?

বিনা অপরাধে তাহাদের উপর অভিশাপ ফলিতেই পারে না। কিন্তু অভিশাপ দেওয়া হইল—"তোমরা পৃথিবীতে পতিত হও"। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, সেস্থানে ভূমি ছিল না। আকাশ, বায়ু, অগ্নি এবং জল ছিল। তাহা হইলে এইরূপ দ্বার, মন্দির এবং জল কিসের আশ্রয়ে ছিল? আবার জয়-বিজয় এই বলিয়া সনকাদির স্তুতি করিল,—"মহাশয়! পুনরায় আমরা কবে বৈকুণ্ঠে আসিব"? তাঁহারা বলিলেন, "যদি প্রেমভাবে নারায়ণকে ভক্তি কর, তাহা হইলে সপ্তম জন্মে, কিন্তু যদি শত্রুভাবে ভক্তি কর, তবে তৃতীয় জন্মে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইবে।" এস্থলে বিচার্য্য এই যে, জয়-বিজয় নারায়ণের ভৃত্য ছিল। তাহাদের রক্ষা এবং সহায়তা করা নারায়ণের কর্ত্তব্য ছিল। যদি কেহ বিনা অপরাধে কাহারও ভৃত্যকে যন্ত্রণা দেয় এবং তাহার প্রভু যন্ত্রণাদাতাকে দণ্ডিত না করেন, তবে সকলেই তাঁহার ভৃত্যের দুর্দ্দশা ঘটাইবে। জয়-বিজয়কে পুরস্কৃত করা এবং সনকাদিকে অধিক দণ্ডদান করা নারায়ণের কর্ত্তব্য ছিল। কারণ সনকাদি ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য জিদ ধরিয়া ভৃত্যদিগের সহিত বিবাদ করিল কেন? তাহাদিগকে অভিশাপই বা দিল কেন? ভৃত্যদিগের পরিবর্ত্তে সনকাদিকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা নারায়ণের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কার্য্য ছিল। নারায়ণ এমন অজ্ঞানের ন্যায় কার্য্য করিলে, তাঁহার সেবক বৈষ্ণবদিগের দুর্দ্দশা যতই অধিক হউক না কেন, তাহা অল্পই বলিতে হইবে। অতঃপর জয়-বিজয় হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে জন্মগ্রহণ করে। হিরণ্যাক্ষ বরাহকর্ত্তৃক নিহত হয়। তাহার সম্বন্ধে এরূপ লিখিত আছে যে, সে পৃথিবীকে মাদুরের ন্যায় জড়াইয়া উপাধান করিয়া শয়ন করিয়াছিল। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া তাহার মস্তকের নিম্ন হইতে পৃথিবীকে মুখ দিয়া ধরিলেন। তখন হিরণ্যাক্ষ জাগিয়া উঠিল এবং উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হইতে লাগিল। বরাহ হিরণ্যাক্ষকে বধ করিল। যদি কেহ পোপদিগকে জিজ্ঞাসা করে, "পৃথিবী কি গোলাকার, অথবা মাদুরের ন্যায়"? তাহারা কিছুই বলিতে পারিবে না। কারণ পৌরাণিকগণ ভূগোল-বিদ্যার শত্রু। ভাল, যখন পৃথিবীকে জড়াইয়া উপাধান করা হইল, তখন সে স্বয়ং কিসের উপর শয়ন করিল? বরাহই বা কিসের উপর দিয়া দৌড়াইয়া আসিল? বরাহ ত পৃথিবীকে মুখে ধারণ করিল, কিন্তু উভয়ে কিসের উপর দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিল? দাঁড়াইবার ত অন্য কোন স্থানই ছিল না! তবে

তাহারা সম্ভবতঃ ভাগবতাদি পুরাণ রচয়িতা পোপের বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু পোপগণ তখন কিসের উপর শয়ন করিয়াছিল? কথাটা এইরূপ—"গল্পীর গৃহে গল্পী এসে গল্প করে গেল"। মিথ্যাবাদীর গৃহে মিথ্যাবাদী গল্পী আসিলে, গল্পের অভাব কি? বাকী রহিল হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ এক জন ভক্ত ছিল। সে তাহার পিতাকর্ত্তৃক বিদ্যাশিক্ষার্থ পাঠশালায় প্রেরিত হইয়াছিল। প্রহ্লাদ বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগকে বলিত, "আমার শ্লেটে রাম নাম লিখিয়া দাও"। তাহার পিতা তাহা শুনিয়া তাহাকে বলিল, "তুই আমার শত্রুর ভজনা করিতেছিস কেন?" বালক মনিল না। তখন তাহার পিতা তাহাকে বাঁধিয়া পর্ব্বত হইতে ফেলিয়া দিল, কূপে নিক্ষেপ করিল কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুই হইল না। হিরণ্যকশিপু একটি লৌহস্তম্ভ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া প্রহ্লাদকে বলিল, "যদি তোমার ইষ্টদেব রাম সত্য হয় তবে এই স্তম্ভ ধরিলে দগ্ধ হইবে না"। প্রহ্লাদ উহা ধরিতে উদ্যত হইল। তখন তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হইল, দগ্ধ না হইয়া সে রক্ষা পাইবে কি না। নারায়ণ সেই স্তম্ভের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকা শ্রেণী চালিত করিলেন। প্রহ্লাদ তাহাতে নিশ্চিন্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্তম্ভ ধরিল। স্তম্ভ বিদীর্ণ হইল। স্তম্ভের মধ্যে হইতে নৃসিংহ বহির্গত হইয়া তাহার পিতাকে ধরিয়া উদর বিদীর্ণ করিলেন। অনন্তর নৃসিংহ প্রহ্লাদকে স্নেহের সহিত লেহন করিতে লাগিলেন। নৃসিংহ প্রহ্লাদকে বলিলেন, "তুমি বর প্রার্থনা কর"। প্রহ্লাদ পিতার সদ্‌গতি প্রার্থনা করিল। নৃসিংহ বরদান করিলেন, "তোমার একবিংশ পুরুষ সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়াছে"।

এখন দেখ, এও এক গল্পীর ভাই গল্পী! যদি ভাগবতের কোন শ্রোতা অথবা পাঠককে ধরিয়া উপর হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করা হয়, তবে কেহই তাহাকে রক্ষা করিবে না, সে চূর্ণ বিচূর্ণ এবং বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। প্রহ্লাদের পিতা তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠাইয়া কি কোন মন্দ কর্ম্ম করিয়াছিল? কিন্তু প্রহ্লাদ এমনই মূর্খ যে, সে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইতে ইচ্ছা করিল। প্রজ্বলিত স্তম্ভে পিপীলিকা বিচরণ করিতেছিল এবং প্রহ্লাদ স্তম্ভ স্পর্শ করিয়াও দগ্ধ হইল না। যে ব্যক্তি এসকল কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহাকেও উত্তপ্ত স্তম্ভের সহিত সংলগ্ন করা উচিত। যদি সে দগ্ধ না হয়, তবে জানিতে হইবে যে প্রহ্লাদও দগ্ধ হয় নাই।

অধিকন্তু, নৃসিংহও দগ্ধ হইলেন না কেন? পূর্ব্বে সনকাদির বর ছিল যে, তৃতীয় জন্মের পর সে বৈকুণ্ঠে আসিবে। তোমাদের নারায়ণ কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন? ভাগবতের মতে ব্রহ্মা, প্রজাপতি, কশ্যপ, হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু চতুর্থ পুরুষের অন্তর্গত। প্রহ্লাদের একবিংশ-পুরুষ হয়ও নাই, অথচ একবিংশ পুরুষ সদ্গতি লাভ করিয়াছে বলা কিরূপ ভ্রম! আবার সেই হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং পরে শিশুপাল ও বক্রদন্ত রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহা হইলে নৃসিংহের বর কোথায় উড়িয়া গেল? ভ্রান্ত লোকেরাই এরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ কথা বলে এবং বিশ্বাস করে। যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারা কখনও সেরূপ করেন না। আর অক্রূর—

রথেন বায়ুবেগেন ॥ (ভা০ স্ক০ ১০ । অ০ ৩৯ । শ্লোক ৩৮) ॥

জগাম গোকুলং প্রতি ॥ (ভা০ স্ক০ পূ০ অ০ ৩৮ । শ্লোক ২৪) ॥

অক্রূর কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সূর্য্যোদয়কালে বায়ুবেগবিশিষ্ট অশ্বযুক্ত রথে যাত্রা করিলেন এবং সূর্য্যাস্তকালে চারি মাইল দূরবর্ত্তী গোকুলে উপনীত হইলেন। অশ্বগুলি সম্ভবতঃ ভাগবত-রচয়িতাকে প্রদক্ষিণ করিতেছিল, অথবা অক্রূর ও অশ্বচালক পথ ভুলিয়া ভাগবত-রচয়িতার গৃহে আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল॥ লিখিত আছে যে, পুতনার শরীর ছয় ক্রোশ বিস্তৃত এবং অতিশয় দীর্ঘ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা ও গোকুলের মধ্যস্থলে পূতনাকে বধ করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে মথুরা এবং গোকুল উভয়ই ধ্বসিয়া গিয়া এই পোপের বাড়ীও চাপা দিত॥ অজামীলের কথাও আবোল তাবোল লিখিত হইয়াছে। তিনি নারদের উপদেশে তাঁহার পুত্রের নাম নারায়ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে পুত্রকে নাম ধরিয়া ডাকেন। ইত্যবসরে নারায়ণ লাফাইয়া পড়িলেন। নারায়ণ কি তাঁহার মনের ভাব জানিতেন না যে, তিনি তাঁহার পুত্রকে ডাকিতেছিলেন, তাঁহাকে নহে? যদি এইরূপই নাম-মাহাত্ম্য হয়, তবে আজকালও যাঁহারা নারায়ণের নাম স্মরণ করেন, নারায়ণ তাঁহাদের দুঃখমোচনের জন্য আগমন করেন না কেন? আর ইহা সত্য হইলে, কারাগারে কয়েদীগণ "নারায়ণ" "নারায়ণ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হয় না কেন?

এইরূপে সুমেরু পর্ব্বতের পরিমাণও জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিরুদ্ধ লিখিত হইয়াছে।

প্রিয়ব্রত রাজার রথচক্রের ঘর্ষণে সমুদ্র হইয়াছে। পৃথিবীর আয়তন ঊনপঞ্চাশ কোটি যোজন, ইত্যাদি। এত মিথ্যা গাল গল্প ভাগবতে লিখিত আছে যে, তাহার সীমা-পরিসীমা নাই। এই ভাগবত বোপদেব-রচিত। তাঁহার ভ্রাতা জয়দেব "গীতগোবিন্দ" রচনা করিয়াছিলেন। দেখ! তিনি স্বরচিত "হিমাদ্রি" নামক গ্রন্থে এই মর্ম্মে শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন— "আমি শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ রচনা করিয়াছি"। সেই লিপির তিন পত্র আমার নিকট ছিল। তন্মধ্যে এক পত্র হারাইয়া গিয়াছে। সেই পত্রের লিখিত শ্লোকগুলির অভিপ্রায় লইয়া আমি নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক রচনা করিয়াছি। যিনি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি হিমাদ্রি গ্রন্থে দেখিয়া লইবেন।

হিমাদ্রেঃ সচিবস্যার্থে সূচনা ক্রিয়তেঽধুনা।
স্কন্ধাঽধ্যায়কথানাঞ্চ যৎপ্রমাণং সমাসতঃ॥ ১॥
শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণঞ্চ ময়েরিতম্।
বিদুষা বোপদেবেন শ্রীকৃষ্ণস্য যশোঽন্বিতম্॥ ২॥

নষ্ট পত্রে এই মর্ম্মের শ্লোক ছিল যে, রাজসচিব হিমাদ্রি বোপদেব পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন, "আপনার রচিত সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিবার অবকাশ আমার নাই। অতএব আপনি শ্লোকবদ্ধ সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র প্রস্তুত করুন, যেন আমি তাহা পাঠ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় জানিতে পারি"। তদনুসারে বোপদেব নিম্নলিখিত সূচীপত্র রচনা করেন। তন্মধ্যে দশটি শ্লোক পূর্ব্বোক্ত নষ্ট পত্রে নষ্ট হইয়া গিয়াছে সুতরাং একাদশ শ্লোক হইতে লিখিত হইতেছে। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি বোপদেবরচিত—

বোধন্তীতি হি প্রাহুঃ শ্রীমদ্ভাগবতং পুনঃ।
পঞ্চ প্রশ্নাঃ শৌনকস্য সূতস্যাত্রোত্তরং ত্রিষু॥ ১১॥
প্রশ্নাবতারয়োশ্চৈব ব্যাসস্য নির্বৃতিঃ কৃতাৎ।
নারদস্যাত্র হেতূক্তিঃ প্রতীত্যর্থং স্বজন্ম চ॥ ১২॥
সুপ্তঘ্নং দ্রৌণ্যভিভবস্তদস্ত্রাৎ পাণ্ডবা বনম্।
ভীষ্মস্য স্বপদপ্রাপ্তিঃ কৃষ্ণস্য দ্বারিকাগমঃ॥ ১৩॥
শ্রোতুঃ পরীক্ষিতো জন্ম ধৃতরাষ্ট্রস্য নির্গমঃ।
কৃষ্ণমর্ত্ত্যত্যাগসূচা ততঃ পার্থমহাপথঃ॥ ১৪॥

ইত্যষ্টাদশভিঃ পাদৈরধ্যায়ার্থঃ ক্রমাৎ স্মৃতঃ।
স্বপরপ্রতিবন্ধোনং স্ফীতং রাজ্যং জহৌ নৃপঃ॥ ১৫॥
ইতি বৈরাজ্ঞো দার্ঢ্যাক্তৌ প্রোক্তা দ্রৌণিজয়াদয়ঃ।
ইতি প্রথমঃ স্কন্ধঃ॥ ১॥

বোপদেব পণ্ডিত এইরূপ দ্বাদশ স্কন্ধের সূচীপত্র রচনা করিয়া সচিব হিমাদ্রিকে দিয়াছিলেন। যিনি বিস্তৃতরূপে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে বোপদেবরচিত হিমাদ্রি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এইরূপে অন্যান্য পুরাণের লীলা-খেলাও বুঝিতে হইবে। তবে কোনটিতে অল্প, কোনটিতে অধিক আছে।

দেখ! মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের ইতিহাস অতি উৎকৃষ্ট। তাঁহার গুণ-কর্ম্ম স্বভাব ও চরিত্র আপ্তপুরুষোচিত। মহাভারতে কোথায়ও লিখিত হয় নাই যে, শ্রীকৃষ্ণ জীবনে কোন অধর্ম্ম অথবা কুকর্ম্ম করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ভাগবত-রচয়িতা তাঁহার সম্বন্ধে মন-গড়া অনুচিত দোষারোপ করিয়াছেন। দুগ্ধ-দধি-মাখন প্রভৃতি অপহরণ; কুব্জাদাসীর সহিত সমাগম; পরস্ত্রীদিগের সহিত রাসক্রীড়া ইত্যাদি মিথ্যাদোষসমূহ শ্রীকৃষ্ণে আরোপ করা হইয়াছে। ভিন্নমতাবলম্বিগণ এসকল পাঠ করিয়া, শুনিয়া, অন্যকে পাঠ করাইয়া ও শুনাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার নিন্দা করিয়া থাকেন। এই ভাগবত না থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহাত্মাদিগের মিথ্যা নিন্দা কিরূপে হইতে পারিত? শিবপুরাণে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের বর্ণনা আছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ঐ সকল লিঙ্গে জ্যোতির লেশমাত্রও নাই। রাত্রিকালে প্রদীপ ব্যতীত অন্ধকারে লিঙ্গ দেখাও যায় না। এসকল পোপমহাশয়ের লীলা।

(প্রশ্ন)—যখন বেদপাঠের সামর্থ্য রহিল না তখন স্মৃতি, যখন স্মৃতি-পাঠের বুদ্ধি রহিল না তখন শাস্ত্র, যখন শাস্ত্র-পাঠের সামর্থ্য রহিল না তখন কেবল স্ত্রী-শূদ্রাদির জন্য পুরাণ রচিত হইল। কারণ ইহাদের বেদপাঠ এবং বেদশ্রবণ করিবার অধিকার নাই। (উত্তর)—ইহা মিথ্যা কথা। কারণ অধ্যয়ন-অধ্যাপন দ্বারাই সামর্থ্য জন্মে এবং বেদপাঠ ও বেদ শ্রবণ করিবার অধিকার সকলের আছে। দেখ! গার্গী প্রভৃতি নারীরা বেদাধ্যয়ন করিতেন। ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে যে শূদ্র জানশ্রুতিও রৈক্যমুনির নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যজুর্ব্বেদের ষড়্বিংশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, মনুষ্যমাত্রেরই বেদপাঠ এবং বেদশ্রবণ করিবার অধিকার

আছে। যাঁহারা ঐ-রূপ মিথ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়া মনুষ্যদিগকে সত্যগ্রন্থপাঠে বিরত করে এবং তাহাদিগকে ভ্রমজালে জড়িত করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে, তাহারা মহাপাপী নহে ত কি ?

দেখ! ইহারা কিরূপ গ্রহ-চক্র রচনা করিয়াছে! তাহা বিদ্যাহীন মনুষ্যদিগকে গ্রাস করিয়াছে।

'আকৃষ্ণেন রজসা০'। ১। সূর্য্যের মন্ত্র। 'ইমং দেবা অসপত্নঁ সুবধ্বম্০'। ২। চন্দ্রের। 'অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ০'। ৩। 'মঙ্গলের। উদ্বুধ্যস্বাগ্নে০'। ৪। বুধের। 'বৃহস্পতে অতিযদর্য্যো ০'। ৫। বৃহস্পতির। 'শুক্রমন্ধসঃ' ০। ৬। শুক্রের। 'শন্নোদেবীরভিষ্টয় ০'। ৭। শনির। 'কয়া নশ্চিত্র আভুব ০'। ৮। রাহুর এবং 'কেতুং কৃণ্বন্ন কেতবে ০'। ৯। ইহাকে কেতুর কণ্ডিকা বলে। কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে (আকৃষ্ণে০) ইহা সূর্য্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণসূচক ॥ ১॥ দ্বিতীয় মন্ত্র রাজগুণ বিধায়ক ॥ ২॥ তৃতীয় মন্ত্র অগ্নি-সূচক ॥ ৩॥ চতুর্থ মন্ত্র যজমান-বাচক ॥৪॥ পঞ্চম মন্ত্র বিদ্বান্দের বাচক ॥ ৫॥ ষষ্ঠ মন্ত্র বীর্য্য এবং অন্ন-বাচক ॥ ৬॥ সপ্তম মন্ত্র জল, প্রাণ এবং পরমেশ্বরবাচক ॥ ৭॥ অষ্টম মন্ত্র মিত্র-বাচক ॥ ৮॥ নবম মন্ত্র জ্ঞানগ্রহণ-বিধায়ক ॥ ৯॥ কিন্তু এসব গ্রহ-বাচক নহে। অর্থ না জানিয়া লোকেরা ভ্রম-জালে পতিত হইয়াছে।

(প্রশ্ন)—গ্রহের ফল হয় কি না? (উত্তর)—পোপ-লীলায় যেরূপ বর্ণিত আছে, সে-রূপ নহে। কিন্তু সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণ দ্বারা উষ্ণতা ও শীতলতা অথবা কোন ঋতু-যুক্ত কাল-চক্রের সম্বন্ধ বশতঃ ইহারা প্রকৃতির অনুকূলে কিংবা প্রতিকূলে সুখ-দুঃখের নিমিত্ত হইয়া থাকে। পোপলীলা-ধারীরা কি বলে, শোন, "যজমান, শেঠ মহাশয়! আজ তোমাদের অষ্টমে চন্দ্র এবং সূর্য্যাদি ক্রূর ঘরে আসিয়াছে। আড়াই বৎসরে শনৈশ্চর এক পাদে আসিয়াছে। তোমার খুব বিঘ্ন হইবে। এই গ্রহ তোমাকে বাড়ী-ঘর ছাড়াইয়া বিদেশে ভ্রমণ করাইবে। কিন্তু যদি তুমি গ্রহের দান, জপ, পাঠ এবং পূজা করাও, তবে দুঃখ হইতে রক্ষা পাইবে"। ইহাদিগকে বলা উচিত, "শোন, পোপ মহাশয়! তোমার সহিত গ্রহের কি সম্বন্ধ? গ্রহ কি বস্তু? (পোপ):—

দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনাস্তস্মাৎ ব্রাহ্মণদৈবতম্ ॥

দেখ! কেমন প্রমাণ রহিয়াছে। সমস্ত জগৎ দেবতাদিগের অধীন। সমস্ত দেবতা মন্ত্রের অধীন। মন্ত্রসমূহ ব্রাহ্মণের অধীন। এই জন্য ব্রাহ্মণকে দেবতা বলে। দেবতাকে ইচ্ছা করিলেই আহ্বান ও প্রসন্ন করিয়া কার্য্য-সিদ্ধি করাইবার অধিকার আমাদেরই আছে। আমাদের মন্ত্র-শক্তি না থাকিলে তোমাদের ন্যায় নাস্তিকেরা আমাদিগকে সংসারে থাকিতেই দিত না।

(সত্যবাদী)—সম্ভবতঃ চোর, দস্যু এবং কুকর্ম্মিগণও তোমাদের দেবতাদিগের অধীন! সম্ভবতঃ দেবতারাই তাহাদের দ্বারা দুষ্ট কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। তাহা হইলে তোমাদের দেবতা ও রাক্ষসের মধ্যে কোন প্রভেদ রহিল না। যদি তোমরা তোমাদের অধীন মন্ত্রবলে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার, তাহা হইলে সেই সব মন্ত্রবলে দেবতাদিগকে বশীভূত করিয়া নিজের গৃহে রাজ-কোষ উঠাইয়া আনিয়া স্থাপন করিয়া অনায়াসে আনন্দ ভোগ কর না কেন? শনৈশ্চর প্রভৃতির তৈলাদি দান গ্রহণ করিবার জন্য গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়াও কেন? যাহাকে তোমরা কুবের মনে কর, তাহাকে বশীভূত করিয়া ইচ্ছামত ধন লইতে থাক। হতভাগ্য দরিদ্রদিগকে লুণ্ঠন করিতেছ কেন? যদি তোমাদিগকে দান করিলে গ্রহ প্রসন্ন এবং না করিলে অপ্রসন্ন হয়, তবে সূর্য্যাদি গ্রহের প্রসন্নতা এবং অপ্রসন্নতা আমাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাও। যদি একজনের অষ্টম স্থানে চন্দ্র-সূর্য্য থাকে এবং অপরের তৃতীয় স্থানে থাকে, তবে তাহাদিগকে জ্যৈষ্ঠমাসে নগ্নপদে উত্তপ্ত ভূমির উপর চলিতে দেওয়া হউক। যাহার প্রতি প্রসন্ন তাহার চরণ ও শরীর দগ্ধ না হওয়া, যাহার প্রতি ক্রুদ্ধ তাহার দগ্ধ হওয়া উচিত। পৌষমাসে উভয়কে বিবস্ত্র করিয়া পৌর্ণমাসীর সমস্ত রাত্রি মাঠে রাখা হউক। তাহাতে যদি একজনের শীতানুভব হয় কিন্তু অপরের না হয়, তাহা হইলে গ্রহ ক্রূর কিংবা সৌম্যদৃষ্টি কি না, জানা যাইবে।

অধিকন্তু গ্রহের সঙ্গে কি তোমাদের কুটুম্বিতা আছে? তোমাদের ডাক বা টেলিগ্রাম কি তাহাদের নিকট যাতায়াত করে, কিংবা তোমরা তাহাদের নিকট যাতায়াত কর? অথবা তাহারা কি তোমাদের নিকট যাতায়াত করে? তোমাদের মধ্যে মন্ত্রশক্তি থাকিলে তোমরা স্বয়ং রাজা অথবা ধনাঢ্য হও না কেন? কিংবা শত্রুদিগকে বশ কর না কেন? যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা স্বরূপ বেদের বিরুদ্ধে পোপলীলা প্রচলিত করে, তাহারাই নাস্তিক। তোমাদিগকে গ্রহদান দিবার পরিবর্ত্তে যাহার উপর গ্রহদৃষ্টি আছে, সেই যদি তাহা ভোগ করে, তবে তোমাদের চিন্তার বিষয় কি? যদি

বল—না, তোমাদিগকেই দান করিলে গ্রহ প্রসন্ন হয় অপরকে দান করিলে হয় না তবে কি তোমারাই গ্রহগণের ঠিকা লইয়াছ? যদি লইয়া থাক তবে সূর্য্যাদিকে স্বগৃহে আবাহন করিয়া পুড়িয়া মর।

ইহাই সত্য যে, সূর্য্যাদি লোক জড় পদার্থ। তাহারা কাহাকেও সুখ বা দুঃখ দিবার চেষ্টা করে না। কিন্তু গ্রহদানোপজীবী তোমরা যত জন আছ, সকলেই এক একটি মূর্ত্তিমান গ্রহ। কারণ গ্রহশব্দের অর্থ তোমাদের উপরেই খাটে। "যে গৃহ্নন্তি তে গ্রহাঃ" যাহারা গ্রহণ করে, তাহাদের নাম গ্রহ। যতক্ষণ তোমরা রাজা, ধনাঢ্য বণিক্ এবং দরিদ্রদিগের নিকট পদার্পণ না কর, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নবগ্রহের কথা কাহারও স্মরণও হয় না। যখন তোমরা সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান সূর্য্য এবং শনৈশ্চরাদি ক্রূর গ্রহরূপে তাহাদিগকে আক্রমণ কর তখন কিছু গ্রহণ না করিয়া তাহাদিগকে ছাড় না। যাহারা তোমাদের কবলে পতিত না হয়, তোমরা তাহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করিতে থাক।

(পোপ)—দেখুন! জ্যোতিষের ফল প্রত্যক্ষ। জ্যোতিষ আকাশে অবস্থানকারী সূর্য্য, চন্দ্র, রাহু এবং কেতুর সংযোগরূপ গ্রহণ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই সূচনা দেয়। জ্যোতিষ যেমন প্রত্যক্ষ, তাহার ফলও সেইরূপ প্রত্যক্ষ। দেখুন! ধনাঢ্য, দরিদ্র, রাজা, ভিক্ষুক, সুখী এবং দুঃখী হওয়া গ্রহেরই ফল। (সত্যবাদী)—গ্রহণরূপ যে প্রত্যক্ষ ফলের কথা বলিতেছ তাহা গণিতবিদ্যার ফল, ফলিত জ্যোতিষের নহে। গণিত-বিদ্যা সত্য। কিন্তু ফলিত জ্যোতিষ প্রাকৃতিক সম্বন্ধ-জাত ফলব্যতীত মিথ্যা। অনুলোম এবং প্রতিলোম ভ্রমণকারী পৃথিবী ও চন্দ্রের সম্বন্ধে গণিতের সাহায্যে স্পষ্ট জানা যায় যে অমুক সময়ে, অমুক দেশে এবং অমুক অবয়বে সূর্য্যগ্রহণ অথবা চন্দ্রগ্রহণ হইবে, যেমন—

ছাদয়ত্যর্কমিন্দুর্বিধুং ভূমিভাঃ॥

ইহা "সিদ্ধান্তশিরোমণির" বচন। "সূর্য্যসিদ্ধান্তা"দিতেও এইরূপ আছে—যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে চন্দ্রমা আসে তখন সূর্য্যগ্রহণ, আর যখন সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী আসে তখন চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে অর্থাৎ চন্দ্রমার ছায়া পৃথিবীর উপর এবং পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রমার উপর পতিত হয়। সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময়, সুতরাং সূর্য্যের সম্মুখে কাহারও ছায়া পতিত হয় না। কিন্তু যেমন প্রকাশমান সূর্য্য অথবা প্রদীপ হইতে দেহাদির ছায়া বিপরীত

দিকে পতিত হয়, তদ্রূপ গ্রহণ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। মনুষ্যগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ধনাঢ্য, দরিদ্র, রাজা, প্রজা এবং ভিক্ষুক হইয়া থাকে, গ্রহের প্রভাবে নহে। বহু জ্যোতিষী গ্রহ সম্বন্ধীয় ফলিত জ্যোতিষ অনুসারে স্ব স্ব পুত্রকন্যার বিবাহ দেয় তবুও তাহাদের মধ্যে ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে বিধবা এবং মৃতদার পুরুষও দৃষ্ট হয়। ফল সত্য হইলে এইরূপ হইবে কেন? অতএব কর্ম্মের গতিই সত্য, গ্রহের গতি সুখ ও দুঃখ ভোগের কারণ নহে। ভাল, গ্রহ আকাশে অবস্থিত, পৃথিবীও আকাশে বহুদূরে অবস্থিত। তাহাদের সহিত কর্ত্তা ও কর্ম্মের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। জীব কর্ম্মকর্ত্তা এবং কর্ম্মের ফলভোক্তা। পরমাত্মা তাহাকে কর্ম্মফল ভোগ করান। তোমরা যদি গ্রহফল স্বীকার কর, তবে এই প্রশ্নের উত্তর দাও—"যে ক্ষণে একজন মনুষ্যের জন্ম হয়, সে ক্ষণকে ধ্রুবা ত্রুটি মনে করিয়া তোমরা জন্মপত্র রচনা কর। সে ক্ষণে পৃথিবীতে অন্য কাহারও জন্ম হয় কি না?" যদি বল "না"; তবে মিথ্যা বলা হয়। যদি বল "হয়", তবে একজন চক্রবর্ত্তী রাজারূপে পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়, অপর একজন সেরূপ হয় না কেন? অবশ্য তোমরা এপর্য্যন্ত বলিতে পার যে ইহা তোমাদের উদর পূর্ণ করিবার লীলা খেলা মাত্র, তবে কেহ তাহা স্বীকার করিতেও পারে।

(প্রশ্ন)—গরুড়পুরাণও কি মিথ্যা? (উত্তর)—হাঁ, মিথ্যা। (প্রশ্ন)—তবে মৃত জীবের কি প্রকার গতি হইয়া থাকে? (উত্তর)—তাহার যেমন কর্ম্ম। (প্রশ্ন)—যমরাজ রাজা, তাঁহার মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত। কাজলের পর্ব্বত সদৃশ শরীরধারী ভয়ঙ্কর অনুচরগণ জীবদিগকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং তাহাদিগকে পাপ পুণ্যানুসারে নরকে নিক্ষেপ করে অথবা স্বর্গে উপস্থিত করে। জীবগণ যাহাতে বৈতরণী নদী পার হইতে পারে তজ্জন্য দান পুণ্য, শ্রাদ্ধ, তর্পণ এবং গোদান প্রভৃতি করা হইয়া থাকে। এ সকল কথা মিথ্যা কিরূপে হইতে পারে? (উত্তর)—এ সকল পোপলীলার অলীক গল্প। অন্যান্য স্থানের যে-সকল জীব যমলোকে যায়, যমরাজ এবং চিত্রগুপ্ত তাহাদের ন্যায় বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি যমলোকবাসী জীবগণ পাপ-কর্ম্ম করে, তাহা হইলে অন্য যমলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। সেই স্থানের ন্যায়াধীশ তাহাদের প্রতি ন্যায় বিচার করিবেন। যমদূতগণের শরীর পর্ব্বতাকার হইলে দৃষ্টিগোচর হয় না কেন? পর্ব্বতাকার হইলে মৃত জীবদিগকে লইয়া যাইবার সময় তাহাদের একটি অঙ্গুলিও দ্বারের মধ্য দিয়া

যাইতে পারে না। পথ এবং গলির মধ্যে তাহারা আটকাইয়া যায় না কেন? যদি বল যে তাহারা সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে, তবে পূর্ব্বের পর্ব্বাতকার শরীরের প্রকাণ্ড অস্থিগুলি পোপ মহাশয় নিজের গৃহে ব্যতীত অন্য কোথায় রাখিবেন? বনে আগুন লাগিলে পিপীলিকাদি জীব বিনষ্ট হয়। তাহাদিগকে ধরিবার জন্য অসংখ্য যমদূত উপস্থিত হইলে, সে স্থানে তখন অন্ধকার হওয়া উচিত। যখন জীবগণকে ধরিবার জন্য তাহারা সকলে ধাবমান হয়, তখন একের উপর অন্যের ধাক্কা লাগিবে। তখন তাহাদের প্রকাণ্ড অবয়বগুলি ভূপৃষ্ঠে পতিত বিশাল পর্ব্বতশিখরের ন্যায় গরুড় পুরাণের পাঠক ও শ্রোতাদিগের প্রাঙ্গণে গিয়া পড়িবে। তাহারা চাপা পড়িয়া মরিবে অথবা তাহাদের গৃহদ্বার এবং যাতায়াতের পথ অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে। তখন তাহারা কিরূপে বহির্গত হইয়া চলাফেরা করিতে সমর্থ হইবে? শ্রাদ্ধ, তর্পণ এবং প্রদত্ত পিণ্ড মৃতজীবদিগের নিকট ত উপস্থিত হয় না; কিন্তু মৃতকদিগের প্রতিনিধি পোপ মহাশয়ের গৃহে, উদরে এবং হস্তে গিয়া পতিত হয়। বৈতরণীর জন্য যে গোদান গ্রহণ করা হয়, তাহা পোপ মহাশয়ের অথবা কসাই প্রভৃতির গৃহে চলিয়া যায়। বৈতরণীতে গাভী উপস্থিত না হইলে মৃতক কাহার পুচ্ছ ধরিয়া পার হইবে? মৃতকের হস্ত ত এখানেই দগ্ধ অথবা প্রোথিত করা হইয়াছে। তাহা হইলে পুচ্ছ কিরূপে ধরিরে? এ বিষয়ে একটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত আছে—

এক জাঠ ছিল। তাহার গৃহে একটি অতি উত্তম গাভী ছিল। গাভীটি প্রত্যহ অর্দ্ধ মণ দুগ্ধ দিত। দুগ্ধ খুবই সুস্বাদু ছিল। পোপ মহাশয়ও সেই দুগ্ধ কখনও কখনও পান করিতেন। জাঠের পুরোহিত ভাবিতে-ছিল, "জাঠের বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুকালে এই গাভীটি সংকল্প করাইয়া গ্রহণ করিব"। দৈবযোগে কয়েক দিনের মধ্যে জাঠের পিতার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। তাঁহার বাক্‌রোধ হইল। তখন তাঁহাকে পালঙ্ক হইতে ভূমিতে আনয়ন করা হইল। তাঁহার প্রাণত্যাগের সময় উপস্থিত হইল। তখন জাঠের আত্মীয় বন্ধু এবং কুটুম্বগণও উপস্থিত ছিল। পোপ জাঠকে ডাকিয়া বলিল, "যজমান! এখন তুমি ইহার হাতে গোদান করাও"। জাঠ পিতার হস্তে দশটি টাকা রাখিয়া বলিল, "সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করুন"। পোপ বলিলেন, "বাঃ বাঃ! পিতা কি বার বার মরে? এখন একটি অল্পবয়সী, সর্ব্বথা উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী গাভী প্রত্যক্ষ আনয়ন কর। এমন গাভীই দান করান উচিত।

(জাঠ)—আমার একটি মাত্র গাভী আছে। সেই গাভীটি না হইলে আমার পুত্রকন্যাদিগের চলিবে না। অতএব সেইটি দিব না। এই কুড়িটি টাকা লইয়া সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করুন। এই টাকায় অন্য একটি গাভী ক্রয় করিবেন। (পোপ)—"বাহবা, বাহবা! তুমি কি তোমার পিতা অপেক্ষা গাভীকেই অধিক মনে করিতেছ? তুমি কি তোমার পিতাকে বৈতরণী নদীতে ডুবাইয়া কষ্ট দিতে ইচ্ছা কর? তুমি ত বেশ সুপুত্র দেখিতেছি"! সে সময় জাঠের কুটুম্বগণও পোপের পক্ষ গ্রহণ করিল। কারণ পোপ তাহাদিগকে পূর্ব্বেই বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল এবং সেই সময়ে তাহাদিগকেও ইঙ্গিত করিল। সকলে মিলিয়া জিদ ধরিলে অবশেষে গাভীটি পোপকেই দান করা হইল। তখন জাঠ কিছুই বলিল না। তাহার পিতার মৃত্যু হইল। পোপ বৎস সহিত গাভীটি এবং দুগ্ধদোহন করিবার পাত্রটি লইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিল। সে পরে গাভী এবং দুগ্ধপাত্র গৃহে রাখিয়া পুনরায় জাঠের গৃহে উপস্থিত হইল, মৃতকের সহিত শ্মশানভূমিতে যাইয়া দাহকর্ম্ম করাইল। সে স্থানেও সে কিঞ্চিৎ পোপলীলা চালাইল। পরে দশ গাত্র এবং সপিণ্ডকরণ প্রভৃতিতেও জাঠকে সে শোষণ করিল। মহাব্রাহ্মণগণও লুণ্ঠন করিল। পেটুকেরাও অনেক সামগ্রী উদরস্থ করিল। এরূপে সকল কার্য্য সমাপ্ত হইল। তৎপর জাঠ যাহার তাহার বাড়ী হইতে দুগ্ধ যাচ্ঞা করিয়া আনিয়া দিন যাপন করিত। চতুর্দ্দশ দিবসের প্রাতঃকালে সে পোপের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, গাভী দোহন করিয়া দুগ্ধপাত্র পূর্ণ করা হইয়াছে। পোপ উঠিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত। ইত্যবসরে জাঠ উপস্থিত! তাহাকে দেখিয়া পোপ বলিল "যজমান! এস, বস"। (জাঠ)—"পুরোহিত মহাশয়! আপনিই এদিকে আসুন"। (পোপ)—আচ্ছা, দুধ রাখিয়া আসি। (জাঠ)—না, না। দুগ্ধপাত্র লইয়া এদিকে আসুন"। তখন দুর্ভাগা পোপ দুগ্ধপাত্র সম্মুখে রাখিয়া বসিল। (জাঠ)—আপনি বড় মিথ্যাবাদী। (পোপ)—কি মিথ্যা কথা বলিয়াছি? (জাঠ)—বলুন, আপনি গাভীটি লইয়াছিলেন কেন? (পোপ)—তোমার পিতার বৈতরণী নদী পার করাইবার জন্য। (জাঠ)—আচ্ছা, তাহা হইলে আপনি গাভীটিকে বৈতরণী নদীর তীরে পাঠাইয়া দেন নাই কেন? আমি ত আপনার ভরসায় বসিয়া আছি; আর আপনি নিজের গৃহে গাভীটি বাঁধিয়া নিশ্চেষ্ট আছেন। না জানি, আমার পিতা বৈতরণীতে কতই না হাবু ডুবু খাইয়াছেন। (পোপ)—না, না। এ দানের পুণ্য প্রভাবে সে স্থানে অন্য গাভী উৎপন্ন হইয়া

তাঁহাকে পার করিয়া দিয়াছে। (জাঠ)—বৈতরণী নদী এ স্থান হইতে কতদূর এবং কোন দিকে? (পোপ)—আনুমানিক ত্রিশ কোটি ক্রোশ দূরে; পৃথিবীর আয়তন উনপঞ্চাশ কোটি যোজন এবং ইহার দক্ষিণ নৈর্ঋত কোণে বৈতরণী নদী। (জাঠ)—যদি এতদূরে পত্র বা টেলিগ্রামে সংবাদ গিয়া থাকে এবং উত্তর আসিয়া থাকে যে, সে স্থানে পুণ্যপ্রভাবে গাভী উৎপন্ন হইয়া অমুকের পিতাকে পার করিয়াছে, তবে সেই পত্র বা টেলিগ্রাম দেখান। (পোপ)—আমার নিকট গরুড়পুরাণের বচন ব্যতীত অন্য কোন ডাক বা টেলিগ্রাম নাই। (জাঠ)—আমি কিরূপে বিশ্বাস করিব যে, এই গরুড় পুরাণ সত্য? (পোপ)—সকলেই যেরূপ বিশ্বাস করে। (জাঠ)—আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা আপনাদের জীবিকার জন্য এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কারণ, পিতার নিকট কেহই পুত্র অপেক্ষা বেশী প্রিয় নহে। যখন আমার পিতা আমার নিকট পত্র অথবা টেলিগ্রাম পাঠাইবেন তখনই আমি বৈতরণীর তীরে গাভী পাঠাইব এবং তাঁহাকে পার করিয়া গাভীটিকে গৃহে আনয়ন করিব। তাহা হইলে আমার ও আমার পুত্রকন্যাদিগের দুগ্ধপান চলিতে থাকিবে। "আসুন, আসুন" এই বলিয়া জাঠ দুগ্ধপূর্ণ পাত্র, গাভী এবং বৎস লইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল। (পোপ)—তুমি দান করিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতেছ, তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। (জাঠ)—"চুপ করুন, নতুবা তের দিন পর্য্যন্ত দুগ্ধাভাবে আমি যে কষ্ট পাইয়াছি, তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া লইব। তখন পোপ নীরব রহিল। জাঠ গাভী ও বৎস লইয়া স্বগৃহে উপস্থিত হইল।

জাঠের ন্যায় লোক থাকিলে সংসারে পোপ লীলা চলিতে পারে না। পোপ দিগের মতে দশগাত্র সপিণ্ড করিলে শরীরের সহিত জীবের মিলন হয়। তাহাতে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র শরীর নির্ম্মিত হইবার পর জীব যমলোকে গমন করে। যদি তাহাই হয়, তবে মৃত্যুকালে যমদূতের আগমন বৃথা। ত্রয়োদশাহের পরে আগমন করা উচিত। যদি শরীর নির্ম্মিত হয়, তবে মৃত জীব নিজের স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয় এবং বন্ধুদিগের মোহে ফিরিয়া আসে না কেন? (প্রশ্ন)—স্বর্গে কিছুই পাওয়া যায় না। এস্থানে যাহা দান করা হয় তাহাই সে স্থানে পাওয়া যায়। অতএব সমস্তই দান করা উচিত। (উত্তর)—তোমাদের সেই স্বর্গ অপেক্ষা ইহলোক শ্রেষ্ঠ। এস্থানে ধর্ম্মশালা আছে, লোকে দান করে, বন্ধু ও জ্ঞাতিবর্গের নিকট হইতে প্রচুর নিমন্ত্রণ পাওয়া যায় এবং উত্তম উত্তম পরিধেয় পাওয়া যায়। তোমাদের কথিত প্রমাণ-অনুসারে

স্বর্গে কিছুই পাওয়া যায় না। এমন নির্দ্দয়, কৃপণ এবং কাঙ্গাল স্বর্গে পোপ যাইয়া বিনষ্ট হউক। সে স্থানে সজ্জনদিগের কি প্রয়োজন ? (প্রশ্ন)—যদি তোমাদের কথা মত যমলোক এবং যম না থাকে, তবে জীব মৃত্যুর পর কোথায় যায় এবং কেইবা তাহার সম্বন্ধে ন্যায় বিচার করে ? (উত্তর)—তোমদের গরুড়পুরাণোক্ত কথা ত প্রমাণ নহে, বেদোক্ত বাক্যই প্রমাণ, যথা—

যমেন, বায়ুনা। সত্যরাজন্। [যজু° ২০।৪]

ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, "যম" বায়ুর নাম। জীব শরীর পরিত্যাগ করিয়া বায়ুর সহিত অন্তরিক্ষে থাকে। সত্যকর্ত্তা, পক্ষপাতরহিত, পরমাত্মা "ধর্ম্মরাজ" সকলের বিচারক। (প্রশ্ন)—আপনার বাক্যানুসারে সিদ্ধ হইতেছে যে, কাহাকেও গোদান করা এবং কোনরূপ পুণ্যকার্য্য করা উচিত নহে। (উত্তর)—তোমার এ কথা সর্ব্বথা নিরর্থক। কারণ, সুপাত্রকে, ও পরোপকারীকে পরহিতার্থ স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, মুক্তা, মাণিক্য, অন্ন, জল, বাসস্থান এবং বস্ত্রাদি অবশ্য দান করা উচিত। কিন্তু কুপাত্রকে কখনও দান করা উচিত নহে।

(প্রশ্ন)—সুপাত্র এবং কুপাত্রের লক্ষণ কি ? (উত্তর)—ছলনা-কপটতাযুক্ত, স্বার্থপর, বিষয়াসক্ত, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহযুক্ত, পরের অনিষ্টকারী, লম্পট, মিথ্যাবাদী, বিদ্যাহীন, কুসঙ্গী ও অলস হওয়া ; দাতার নিকট বারংবার প্রার্থনা করা ও ধর্ণা দেওয়া ; দাতা দান না করিলেও জিদ বশতঃ যাচ্ঞা করিতে থাকা ; সন্তুষ্ট না হওয়া ; যে দান করে না তাহার নিন্দা করা ও তাহাকে অভিশাপ ও গালি দেওয়া ; কোন ব্যক্তি অনেক বার সেবা করিয়া পুনরায় সেবা না করিলে, তাহার শত্রু হওয়া ; বাহিরে সাধুর বেশ ধরিয়া লোককে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করা ; নিজের নিকট ধন থাকা সত্ত্বেও "আমার নিকট কিছুই নাই" বলা ; সকলকে ফুসলাইয়া স্বার্থসিদ্ধি করা ; দিবা-রাত্র ভিক্ষারত থাকা ; নিমন্ত্রিত হইলে ভাং প্রভৃতি মাদকদ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে সেবন করিয়া অত্যধিক পরদ্রব্য ভোজন করা ; উন্মত্ত, প্রমাদগ্রস্ত এবং সত্যমার্গ-বিরোধী হওয়া ; স্বার্থ সাধনে অসত্য পথে চলা ; শিষ্যদিগকে কেবল নিজেরই সেবা করিবার এবং অপর কোন যোগ্যব্যক্তির সেবা না করিবার উপদেশ দেওয়া ; সদ্বিদ্যাদি প্রবৃত্তির বিরোধী হওয়া ; জাগতিক ব্যবহারে অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ, মাতা-পিতা, সন্তান, রাজা-প্রজা এবং আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে অপ্রীতি উৎপাদন করা,

এবং "সমস্তই মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা" এইরূপ অসদুপদেশ দান করা ইত্যাদি কুপাত্রের লক্ষণ।

যাঁহারা ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয়; যাঁহারা বেদাদি বিদ্যার অধ্যয়ন-অধ্যাপন করেন; যাঁহারা সুশীল, সত্যবাদী, পরোপকারপ্রিয়, পুরুষকারসম্পন্ন, উদার, বিদ্যা ও ধর্ম্মে নিরন্তর উন্নতিশীল, ধর্ম্মাত্মা, শান্ত, নিন্দা-স্তুতিতে হর্ষ-শোক-রহিত, নির্ভয়, উৎসাহী, যোগী, জ্ঞানী; যাঁহারা সৃষ্টিক্রম, বেদাজ্ঞা এবং ঈশ্বরের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাবের অনুকূল আচরণ করেন; যাঁহারা ন্যায়নিষ্ঠ, পক্ষপাতরহিত, সত্যোপদেষ্টা, সত্যশাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনকারীদিগের পরীক্ষক; যাঁহারা কাহারও তোষামোদ করেন না; যাঁহারা প্রশ্নসমূহের যথার্থ সমাধান করেন; যাঁহারা আত্মবৎ অপরেরও সুখদুঃখ এবং লাভ-ক্ষতি অনুভব করেন; যাঁহারা অবিদ্যাদি ক্লেশ, হঠকারিতা, দুরাগ্রহ এবং দম্ভরহিত; যাঁহারা অপমানকে অমৃতবৎ এবং সম্মানকে বিষবৎ মনে করেন; যাঁহারা সন্তুষ্ট, অর্থাৎ যে-কেহ প্রীতির সহিত যাহা কিছু দান করে, তাহাতেই যিনি প্রসন্ন থাকেন; যাঁহারা বিপৎকালে একবার যাচ্ঞা করিয়া প্রত্যাখ্যাত বা বর্জ্জিত হইলেও দুঃখিত না হইয়া বা কুচেষ্টা না করিয়া সেস্থান হইতে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যান কিন্তু তাহার নিন্দা করেন না; যাঁহারা সুখীদিগের সহিত মিত্রতা এবং দুঃখীদিগের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন; যাঁহারা পুণ্যাত্মাদিগের সহিত আনন্দভোগ এবং পাপীদিগের প্রতি "উপেক্ষা" প্রদর্শন করেন; অর্থাৎ যাঁহারা রাগদ্বেষ রহিত, সত্যমননকারী, সত্যবাদী, সত্যকারী, অকপট, ঈর্ষ্যা-দ্বেষরহিত, গম্ভীরপ্রকৃতি, সজ্জন, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সর্ব্বথা দুরাচার রহিত; যাঁহারা নিজের শরীর, মন এবং ধনকে পরোপকারে নিয়োজিত করেন এবং পরের সুখের জন্য যিনি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করেন;—এইরূপ শুভলক্ষণযুক্ত লোকদিগকেই সুপাত্র বলে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আপৎকালে প্রাণীমাত্রই অন্ন, জল, বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য এবং স্থান পাইবার অধিকারী।

(প্রশ্ন)—দাতা কত প্রকারের? (উত্তর)—তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম ও অধম। যিনি দেশ-কাল-পাত্র জানিয়া সত্যবিদ্যা এবং ধর্ম্মোন্নতিরূপ পরোপ-কারার্থ দান করেন, তিনি উত্তম দাতা। যিনি কীর্ত্তি ও স্বার্থসাধনের জন্য দান করেন তিনি মধ্যম দাতা। যিনি নিজের অথবা পরের কোনও উপকার করিতে পারেন না কিন্তু বেশ্যাগমনাদি কার্য্যে ভাঁড় এবং ভাটদিগকে দান করেন, দান করিবার সময় যিনি তিরস্কার এবং অপমানাদি কুচেষ্টা ও

করেন, সুপাত্র এবং কুপাত্রের মধ্যে যিনি পার্থক্য জানেন না, কিন্তু "সকল চাউলই টাকায় যাট সের" এইরূপ বলিয়া বিক্রেতাদিগের ন্যায় বিবাদ করেন; অপর কোনও ধর্ম্মাত্মাকে কষ্ট দিয়া সুখী হইবার জন্য যিনি দান করেন; তিনি অধম দাতা। যিনি পরীক্ষার পর বিদ্বান্ ও ধর্ম্মাত্মাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করেন; তিনি উত্তম দাতা। যিনি পরীক্ষা করেন বা না করেন, কেবল আত্মপ্রশংসার্থ দান করেন; তিনি মধ্যম দাতা। যিনি পরীক্ষা ব্যতীত অন্ধের ন্যায় নিষ্ফল দান করেন; তিনি নিকৃষ্ট দাতা। (প্রশ্ন)—দানের ফল কি ইহলোকে হইয়া থাকে, অথবা পরলোক? (উত্তর)—সর্ব্বত্র হইয়া থাকে। (প্রশ্ন)—নিজে নিজেই হয়, কিংবা কোনও ফলদাতা আছেন? (উত্তর)—ফলদাতা পরমেশ্বর। যেমন কোনও দস্যু তস্কর স্বয়ং কারাগারে যাইতে চাহে না, রাজা তাহাকে যাইতে বাধ্য করেন এবং ধর্ম্মাত্মাদিগকে দস্যু-তস্করাদি হইতে রক্ষা করিয়া সুখভোগ করান। সেইরূপ পরমাত্মা সকলকে পাপপুণ্যের দুঃখ-সুখরূপ ফল যথোচিত ভোগ করাইয়া থাকেন। (প্রশ্ন)—গরুড়পুরাণাদি গ্রন্থ বেদার্থ অথবা বেদের পরিপোষক কি না? (উত্তর)—না, বেদবিরোধী ও বিপরীতগামী। তন্ত্রও সেইরূপ। যেমন কেহ একজনের মিত্র হইয়া সমস্ত সংসারের শত্রু হয়, তন্ত্রবিশ্বাসিগণও সেইরূপ। কারণ, এসকল গ্রন্থ পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন করাইয়া থাকে। এ-সকল গ্রন্থ কাহারও মানা উচিত নহে। এ সকল মানা পশুত্বের পরিচায়ক।

দেখ, শিবপুরাণে ত্রয়োদশী, সোমবার; আদিত্যপুরাণে রবিবার; চন্দ্রখণ্ডে সোমগ্রহযুক্ত মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর রাহু এবং কেতু; বৈষ্ণব মতে একাদশী; বামনের দ্বাদশী; নৃসিংহ বা অনন্তের চতুর্দ্দশী, চন্দ্রমার পৌর্ণমাসী; দিক্‌পালদিগের দশমী; দুর্গার নবমী; বসুদিগের অষ্টমী; মুনিদিগের সপ্তমী; স্বামি-কার্ত্তিকের ষষ্ঠী; নাগের পঞ্চমী; গণেশের চতুর্থী; গৌরীর তৃতীয়া; অশ্বিনীকুমারের দ্বিতীয়া; আদ্যাদেবীর প্রতিপদ এবং পিতৃগণের অমাবস্যা—এ সকল পৌরাণিক পদ্ধতি অনুসারে উপবাসের দিন। সর্ব্বত্র ইহাই লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি এই সকল বার এবং তিথিতে খাদ্য পানীয় গ্রহণ করে, সে নরকগামী হয়। তাহা হইলে পোপ এবং পোপের শিষ্যদিগের কোনও বার অথবা কোনও তিথিতে ভোজন করা উচিত নহে। কারণ পান-ভোজন করিলে নরকগামী হইতে হইবে। "নির্ণয়সিন্ধু", "ধর্ম্মসিন্ধু" এবং

"ব্রতার্ক" প্রভৃতি প্রমাদগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা রচিত গ্রন্থসমূহে এক এক ব্রতের দুর্দ্দশাও করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, শৈবগণ একাদশীতে, এইরূপ কেহ কেহ দশমীবিদ্ধাতে, কেহ কেহ দ্বাদশীতেই একাদশীর ব্রত করিয়া থাকে। কেমন বিচিত্র পোপলীলা! ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও বাদ বিবাদ করে। যে ব্যক্তি একাদশী ব্রত প্রচলিত করিয়াছে, তাহার মধ্যে কেবল স্বার্থপরতাই আছে, দয়ার লেশমাত্রও নাই। পোপগণ বলেন :—

একাদশ্যামন্নে পাপানি বসন্তি।

একাদশীর দিনে, সমস্ত পাপ অন্নে বাস করে। পোপকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক, "কাহার পাপ বাস করে? তোমার বা তোমার পিতা প্রভৃতির"? যদি সকলের সকল পাপ একাদশীতে গিয়া বাস করে, তাহা হইলে একাদশীর দিন কাহারও কোনও প্রকার দুঃখ থাকা উচিত নহে। কিন্তু তাহা ত হয় না; বরং বিপরীত, ক্ষুধাদির দ্বারা দুঃখ হইয়া থাকে। কষ্ট পাপেরই ফল। অতএব উপবাসে দুঃখভোগ করা পাপ। ইহার বিশেষ মাহাত্ম্য রচিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া বহুলোক প্রতারিত হয়। এই বিষয়ে একটি গাথা আছে—

ব্রহ্মলোকে এক বেশ্যা ছিল। সে কোনও অপরাধ করায় তাহাকে অভিশাপ দেওয়া হয়। সে পৃথিবীতে পতিত হইয়া স্তুতিপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কিরূপে পুনরায় স্বর্গে আসিতে পারিব"? তাহাকে বলা হইল, "যদি কেহ তোমাকে কখনও একাদশীব্রতের ফল দান করে, তাহা হইলেই তুমি তখন স্বর্গে ফিরিয়া আসিবে"। সে বিমানসহিত কোন নগরে পতিত হইল। তথাকার রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে"? সে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিল, "যদি কেহ আমাকে একাদশীর ফলদান করে, তবে আমি পুনরায় স্বর্গে যাইতে পারিব"। রাজা নগরে অনুসন্ধান করাইয়া একাদশীব্রতের অনুষ্ঠাতা কাহারও সন্ধান পাইলেন না। একদিন কোন শূদ্রদম্পতির মধ্যে কলহ হয়। স্ত্রী ক্রোধবশে দিবারাত্র অনাহারে থাকিল। দৈবযোগে সেদিন একাদশী ছিল। সে বলিল, "আমি ত একাদশী জানিয়া করি নাই, কিন্তু দৈবাৎ সেদিন উপবাসে ছিলাম"। রাজার সিপাহীদিগকে এইরূপ বলা হইলে, তাহারা তাহাকে রাজার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল।

রাজা তাহাকে বলিলেন, "তুমি এই বিমানকে স্পর্শ কর"। সে স্পর্শ করিবা মাত্র বিমান তৎক্ষণাৎ উপরে উড়িয়া গেল। যখন অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত একাদশীব্রতের এই ফল, তখন জ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হইলে তাহার ফলের কি সীমা পরিসীমা আছে!!! বাহবা! জ্ঞানান্ধগণ! ইহা সত্য হইলে আমরা একটি পানের খিলি যাহা স্বর্গে পাওয়া যায় না তাহা স্বর্গে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। যদি সব একাদশী-ব্রতানুষ্ঠানকারিগণ নিজেদের ফল দান করিলে একটা পানের খিলি স্বর্গে চলিয়া যায়, তাহা হইলে লক্ষ কোটি পান সেস্থানে পাঠাইব এবং আমারাও একাদশী করিতে থাকিব। কিন্তু যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে তোমাদিগকে এইরূপ উপবাসের মৃত্যুরূপ বিপদ হইতে রক্ষা করিব।

এই চব্বিশটি একাদশীর পৃথক্ পৃথক্ নাম রাখা হইয়াছে। কোনটির নাম "ধনদা", কোনটির "কামদা", কোনটির "পুত্রদা" এবং কোনটির "নির্জ্জলা" ইত্যাদি নাম। অনেক দরিদ্র, বিষয়াসক্ত, নিঃসন্তান লোক একাদশী ব্রত করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়াছে এবং অনেকে মরিয়াও গিয়াছে; কিন্তু ধন, কাম্যবস্তু এবং পুত্র প্রাপ্ত হয় নাই। আর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষে যখন এক ঘণ্টা কাল জল না পাইলে মনুষ্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে, তখন ব্রতকারীদিগের দারুণ কষ্ট উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বিধবাদিগের একাদশীর দিন অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়া থাকে। এই সকল বিধান লিখিবার সময় নির্দ্দয় কসাইদিগের মনে দয়ার লেশ মাত্র উপস্থিত হয় নাই। যদি ইহারা নির্জ্জলার নাম সজলা এবং পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম নির্জ্জলা রাখিত, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত ভাল হইত। কিন্তু পোপের দয়ার কি প্রয়োজন? "যে বাঁচে বাঁচুক, যে মরে মরুক কিন্তু পোপের পেট ভরুক"। গর্ভবতী অথবা সদ্যোবিবাহিতা স্ত্রী, বালক বা যুবকদিগের কখনও উপবাস করা উচিত নহে। যদি করিতেই হয়, তবে যে দিন অজীর্ণ অথবা ক্ষুধামান্দ্য হয়, সেদিন শর্করাযুক্ত সরবত অথবা দুগ্ধ পান করিয়া থাকা উচিত। যে ব্যক্তি ক্ষুধার সময় আহার করে না আর যে ক্ষুধা ব্যতীত আহার করে, তাহারা উভয়েই রোগ সাগরে নিমগ্ন হইয়া দুঃখ ভোগ করে। এ সকল প্রমাদগ্রস্তের কথা ও লেখাকে কাহারও প্রমাণ বলিয়া মনে করা উচিত নহে।

এখন গুরু-শিষ্য, মন্ত্রোপদেষ্টা এবং মত মতান্তরের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। মূর্ত্তিপূজক সম্প্রদায়ী লোকেরা প্রশ্ন করে যে, বেদ অনন্ত,

ঋগ্বেদের ২১, যজুর্ব্বেদের ১০১, সামবেদের ১০০০ এবং অথর্ববেদের ৯ শাখা আছে। তন্মধ্যে অল্প কয়েকটি পাওয়া যায়। অবশিষ্ট গুলি লুপ্ত হইয়াছে। লুপ্ত শাখাসমূহের মধ্যে হয় ত মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থের প্রমাণ থাকিবে। না থাকিলে পুরাণে ঐ সকল কোথা হইতে আসিবে? যদি কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান হয়, তবে পুরাণ দেখিয়া মূর্ত্তিপূজার বিষয়ে সংশয়ের কি থাকিতে পারে? (উত্তর)—যেমন বৃক্ষশাখা বৃক্ষসদৃশ হইয়া থাকে, বিপরীত নহে; শাখা ক্ষুদ্র হউক অথবা বৃহৎ হউক, তাহাতে বিরোধ হইতে পারে না; সেইরূপ বেদের যতগুলি শাখা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যখন পাষাণাদি মূর্ত্তির এবং জল-স্থলরূপী তীর্থসমূহের প্রমাণ দৃষ্ট হয় না, তখন ধরা যাইতে পারে, লুপ্ত শাখাগুলিতেও ঐ সকল ছিল না। চারি বেদ সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। শাখা সমূহ কখনও বেদবিরুদ্ধ হইতে পারে না। যাহা বিরুদ্ধ হইবে তাহাকে কেহই শাখা সিদ্ধ করিতে পারিবে না। সুতরাং পুরাণ বেদের শাখা নহে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক লোকেরা এ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া রাখিয়াছে। যদি আপনারা বেদকে পরমেশ্বরকৃত মানেন, তবে "আশ্বলায়ন" প্রভৃতি ঋষি-মুনিদিগের নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলিকে বেদ মানেন কেন? যেমন শাখাপত্র দেখিয়া অশ্বত্থ, বট এবং আম্র প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ চিনিতে পারা যায়, সেইরূপ ঋষি-মুনিকৃত বেদাঙ্গ, চারি ব্রাহ্মণ, অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং উপবেদ প্রভৃতির সাহায্যে বেদার্থ জানা যায়। এজন্য এ সকল গ্রন্থকে শাখা বলিয়া মানা হইয়াছে। যাহা বেদ-বিরুদ্ধ তাহা প্রামাণ্য এবং যাহা বেদানুকূল তাহা অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। যদি তুমি অদৃষ্ট শাখাসমূহের মধ্যে মূর্ত্তি প্রভৃতির প্রমাণ আছে বলিয়া কল্পনা কর, তবে যদি কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করে যে, লুপ্ত শাখাগুলির মধ্যে বিপরীত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ শূদ্র ও অন্ত্যজাদির নাম ব্রাহ্মণাদি এবং ব্রাহ্মণাদির নাম শূদ্র ও অন্ত্যজাদি, অগমনীয়া গমন, অকর্ত্তব্য কর্ত্তব্য, মিথ্যাভাষণাদি ধর্ম্ম, সত্যভাষণাদি অধর্ম্ম; এই সব হয়ত লিখিত আছে তাহা হইলে আমি তোমাকে যে উত্তর দিয়াছি, তুমি তাহাকে সেই উত্তরই দিবে। অর্থাৎ বেদ এবং প্রসিদ্ধ শাখাসমূহে যেমন ব্রাহ্মণাদির নাম ব্রাহ্মণাদি এবং শূদ্রাদির নাম শূদ্রাদি লিখিত আছে, সেইরূপ অদৃষ্ট শাখাসমূহেও আছে স্বীকার করা উচিত। নতুবা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্ত বিপরীত হইয়া যাইবে। ভাল, জৈমিনি, ব্যাস এবং পতঞ্জলির সময় পর্য্যন্ত সমস্ত শাখাই বিদ্যমান

ছিল কি না? যদি বল যে ছিল না, তবে তুমি অন্যথা বলিতে পারিবেন না কিন্তু যদি বল যে ছিল, তবে থাকা সম্বন্ধে প্রমাণ কি? দেখ, জৈমিনি মীমাংসায় সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড, পতঞ্জলি মুনি যোগশাস্ত্রে সমস্ত উপাসনাকাণ্ড এবং ব্যাসমুনি শারীরিকসূত্রে সমস্ত জ্ঞানকাণ্ড বেদানুকূল বলিয়া লিখিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থসমূহে মূর্ত্তিপূজা এবং প্রয়াগাদি তীর্থের নাম নিশানাও লিখেন নাই। কোথা হইতে লিখিবেন? যদি বেদে কোনও স্থলে এসকল থাকিত, তবে তাঁহারা না লিখিয়া কখনও ছাড়িতেন না। অতএব লুপ্ত শাখাসমূহেও মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতির প্রমাণ ছিল না। এই শাখাগ্রন্থগুলি বেদ নহে। কারণ শাখাগ্রন্থগুলির মধ্যে ঈশ্বরকৃত বেদের প্রতীক ধরিয়া ব্যাখ্যা এবং সাংসারিক লোকের ইতিহাস প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। সুতরাং বেদে মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থ কখনও থাকিতে পারে না। বেদে ত কেবল মনুষ্যদিগকে বিদ্যাবিষয়ক উপদেশ দান করা হইয়াছে। তাহাতে কোন মনুষ্যের নাম মাত্রও নাই; বরং মূর্ত্তিপূজার সর্ব্বথা খণ্ডনই আছে।

দেখ, মূর্ত্তিপূজা দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ এবং শিব প্রভৃতির বড়ই নিন্দা এবং উপহাস হইয়া থাকে। সকলেই জানে যে, তাঁহারা মহান্ রাজাধিরাজ ছিলেন এবং সীতা, রুক্মিণী, লক্ষ্মী এবং পার্ব্বতী প্রভৃতি তাঁহাদের পত্নীগণ মহারাণী ছিলেন। কিন্তু পূজারীগণ তাঁহাদের মূর্ত্তিগুলি মন্দিরে স্থাপন করিয়া তাঁহাদের নামে ভিক্ষা প্রার্থনা করে। অর্থাৎ তাঁহাদিগকে ভিখারী সাজায় এবং সকলকে বলে—"আসুন, শেঠ-সাহুকারগণ! মহারাজগণ! দর্শন করুন, বসুন, চরণামৃত গ্রহণ করুন; কিছু পূজাসামগ্রী অর্পণ করুন; মহারাজ! সীতা-রাম, রুক্মিণী-কৃষ্ণ, রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং পার্ব্বতী-মহাদেব আজ তিন দিন যাবৎ বাল্যভোগ অথবা রাজভোগ অর্থাৎ জলপান বা ভোজ্যপানীয় প্রাপ্ত হন নাই। আজ ইঁহাদের নিকট কিছুই নাই। রাণী অথবা শেঠপত্নীগণ অদ্য সীতাদেবীর "নথ" প্রভৃতি গড়াইয়া দিন। যদি ভোজ্যসামগ্রী পাঠান, তবে রাম-কৃষ্ণাদির ভোগ নিবেদন করিব। ইঁহাদের বস্ত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের কোণগুলি ভগ্ন হইয়াছে। উপর হইতে জল চুইয়া পড়িতেছে। যাহা কিছু ছিল, দুষ্ট চোর সমস্তই লইয়া গিয়াছে। দেখুন, ইন্দুর কোন কোন সামগ্রী কাটিয়া ফেলিয়াছে। একদিন ইন্দুর গুলি এমন অনর্থ করিল যে, ঠাকুরদের চক্ষু বাহির করিয়া লইয়া পলাইয়া গেল। আমরা রৌপ্যের চক্ষু নির্ম্মাণে অসমর্থ, তজ্জন্য কড়ির চক্ষু

লাগাইয়া দিয়াছি"। রামলীলা এবং রাসমণ্ডলও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সীতা-রাম এবং রাধা-কৃষ্ণ নাচিতেছেন। রাজা এবং মোহন্ত প্রভৃতি তাঁহাদের সেবকগণ আনন্দের সহিত উপবিষ্ট থাকেন। মন্দিরের মধ্যে সীতা-রাম দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পূজারী অথবা মোহন্ত আসন অথবা গদীর উপর তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া থাকেন। অত্যধিক গরম সত্ত্বেও মন্দিরে তালা লাগাইয়া ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং নিজেরা উন্মুক্ত বায়ুতে পালঙ্কোপরি শয়ন করে। অনেক পূজারী, বানরীর গলায় বানর-শাবকের ন্যায়, নিজেদের নারায়ণকে ডিবার মধ্যে বন্ধ করিয়া বস্ত্রাদি দ্বারা বাঁধিয়া তাহা গলায় ঝুলাইয়া রাখে। যদি কেহ মূর্ত্তি ভগ্ন করে, তবে পূজারী "হায়! হায়"! বলিয়া বুকে করাঘাত করিতে করিতে বকিতে থাকে যে, "দুর্বৃত্তগণ সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ, অথবা শিব-পার্ব্বতীকে ভগ্ন করিল! এখন নিপুণ শিল্পি-নির্ম্মিত অপর একটি শ্বেতপ্রস্তরের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতে হইবে। ঘৃত ব্যতীত নারায়ণের ভোগ হয় না। অধিক না হউক, অল্প অবশ্যই পাঠাইবেন" —ইত্যাদি বিষয় ধনাঢ্যদিগের নিকট উপস্থিত করা হইয়া থাকে। রাসমণ্ডল অথবা রামলীলার শেষে সীতা-রাম অথবা রাধা-কৃষ্ণের দ্বারা ভিক্ষা করান হইয়া থাকে। যে স্থানে মেলা অথবা ভীড় হয়, সে-স্থানে কোন বালকের মস্তকে মুকুট পরাইয়া তাহাকে কানাই সাজান হয় এবং তাহাকে পথিমধ্যে বসাইয়া ভিক্ষা করান হয়। এসকল কিরূপ দুঃখের বিষয়, তাহা তোমরা বিবেচনা কর। ভাল, বল ত! সীতা-রাম প্রভৃতি কি ঈদৃশ দরিদ্র এবং ভিক্ষুক ছিলেন? ইহা তাঁহাদের উপহাস এবং নিন্দা নহে ত কি? ইহাতে নিজেদের মহামান্য ব্যক্তিদিগের অত্যন্ত নিন্দা হইয়া থাকে। যে সময়ে সীতা, রুক্মিণী লক্ষ্মী এবং পার্ব্বতী বিদ্যমান ছিলেন, যদি সে সময়ে তাঁহাদিগকে পথিমধ্যে কিংবা কোন গৃহে দণ্ডায়মান করিয়া পূজারীগণ বলিত, "এস, ইঁহাদের দর্শন কর, কিছু পূজা-সামগ্রী দাও," তাহা হইলে তাঁহারা কখনও সে সকল লোকের বাক্যানুসারে এমন কার্য্য করিতেন না এবং করিতে দিতেন না। কেহ তাঁহাদিগকে এইরূপ উপহাস করিলে, তাঁহারা কি তাহাকে দণ্ড না দিয়া ছাড়িতেন? অবশ্য, পূজারীগণ তাঁহাদের নিকট দণ্ড পান নাই বটে, কিন্তু কুক-র্ম্মের জন্য মূর্ত্তিবিরোধীদিগের হস্তে অনেক "প্রসাদ" লাভ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। যতদিন তাঁহারা এই কুকর্ম্ম ত্যাগ না করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত যে এইরূপ দণ্ডলাভ করিতে থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? এসকল

কর্ম্মের দ্বারাই আর্য্যাবর্ত্তের মহা অনিষ্ট এবং পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজকদিগের প্রত্যহ পরাজয় হইতেছে। কারণ, পাপের ফল দুঃখ। পাষাণাদির মূর্ত্তিতে বিশ্বাস বশতঃ অনেক অনিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ সকল পরিত্যাগ না করিলে, প্রত্যহ আরও অধিক অনিষ্ট হইতে থাকিবে।

মূর্ত্তিপূজকদের মধ্যে বামমার্গিগণ গুরুতর অপরাধী। তাহারা চেলা করিবার সময় সাধারণকে—

দং দুর্গায়ৈ নমঃ। ভং ভৈরবায় নমঃ। ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে ॥

এই মন্ত্রসমূহের উপদেশ দিয়া থাকে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে একাক্ষরী মন্ত্রের উপদেশ দেওয়া হয়, যথা :—

হ্রীং, শ্রীং, ক্লীং ॥ [শাবরতন্ত্র০ বং০ প্রকী০ প্র০ ৪৪] ইত্যাদি।

ধনাঢ্যদিগের পূর্ণাভিষেক করান হয়। দশমহাবিদ্যার মন্ত্র এইরূপ—

হ্রাং হ্রীং হ্রূং বগলামুখ্যৈ ফট্ স্বাহা ॥ [শা০ প্রকী০ প্র০ ৪১]

কোন কোন স্থলে—

হূং ফট্ স্বাহা ॥ (কামরত্ন তন্ত্র বীজ মন্ত্র ৪)।

এই মন্ত্রোপদেশ দেওয়া হয়। ইহারা মারণ, মোহন, উচ্চাটন, বিদ্বেষণ এবং বশীকরণাদির প্রয়োগ করিয়া থাকে। উক্ত মন্ত্রদ্বারা ত কিছুই হয় না, কিন্তু ক্রিয়া দ্বারাই সমস্ত করিয়া থাকে। যখন কাহারও প্রতি মারণমন্ত্র প্রয়োগ করা হয়, তখন যে প্রয়োগ করায় তাহার নিকট হইতে ধন লইয়া, যাহাকে মারিতে হইবে তাহার আকৃতিবৎ আটা অথবা মৃত্তিকার পুতুল নির্ম্মাণ করা হয়। সেই পুতুলের বক্ষে, নাভিতে এবং কণ্ঠে ছুরি প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। উহার চক্ষু এবং হস্ত-পদে কীলক বিদ্ধ করা হয়। সেই পুতুলের উপর ভৈরব এবং দুর্গা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার হস্তে ত্রিশূল দিয়া, উহার হৃদয়ের উপর সংলগ্ন করা হয়। একটি বেদী নির্ম্মিত করিয়া মাংসাদির হোম করিতে থাকে এবং অন্যদিকে দূত প্রেরণ করিয়া যাহার উপর মারণ মন্ত্র প্রয়াগ করা হয় তাহাকে বিষ প্রভৃতির দ্বারা মারিবার ব্যবস্থা করা হয়। যদি নিজের পুরশ্চরণের মধ্যেই তাহাকে বিনাশ করা যায়, তবে মন্ত্রপ্রয়োগকারী নিজেকে ভৈরব অথবা দেবীর সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করে এবং "ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে :—

"মারয় মারয়, উচ্চাটয় উচ্চাটয়, বিদ্বেষয় বিদ্বেষয়, ছিন্ধি ছিন্ধি, ভিন্ধি ভিন্ধি, বশীকুরু বশীকুরু, খাদয় খাদয়, ভক্ষয় ভক্ষয়, ত্রোটয় ত্রোটয়, নাশয়

নাশয়, মম শত্রূন্ বশীকুরু বশীকুরু হুং ফট্ স্বাহা" ॥ (কামরত্ন তন্ত্রে, উচ্চাটন প্রকরণ মং ৫—৭) ॥

—ইত্যাদি মন্ত্র জপ করে এবং তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে মদ্যপান ও মাংসভোজন করে। ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে তাহারা সিন্দুরের রেখা ধারণ করে; কখন কখনও কালী প্রভৃতির জন্য কোন মানুষকে ধরিয়া বধ করে এবং তাদ্দারা হোম করিবার পর তাহার মাংস কিঞ্চিৎ ভোজনও করে। যদি কেহ ভৈরবী চক্রে যাইয়া মদ্যপান এবং মাংসভক্ষণ না করে, তবে তাহাকে বধ করিয়া হোম করা হয়। উক্ত তান্ত্রিকদের মধ্যে যে ব্যক্তি অঘোরী হয়, সে মৃত মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ করে। যাহারা "অজরী" "বজরী" করে, তাহারা মূত্রপান এবং বিষ্ঠা ভক্ষণও করে। তাহাদের মধ্যে এক "চোলী মার্গী" এবং অপর এক "বীজমার্গী আছে। চোলিমার্গিগণ কোন গুপ্ত স্থানে অথবা ভূমিতে একটি স্থান নির্ম্মাণ করে। সে স্থানে সকলের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, ভগ্নী, মাতা এবং পুত্রবধূ প্রভৃতিকে সম্মিলিত হইয়া একত্র মাংসভক্ষণ এবং মদ্যপান করে। একটি স্ত্রীলোককে বিবস্ত্রা করিয়া পুরুষেরা তাহাকে দুর্গাদেবী নাম দিয়া তাহার গুপ্ত-ইন্দ্রিয়ের পূজা করে। একটি পুরুষকে উলঙ্গ করিয়া তাহার গুপ্ত ইন্দ্রিয়ের পূজা স্ত্রীলোকেরা করে। যখন মদ্যপান করিতে করিতে সকলে উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখন স্ত্রীলোকদিগের কাঁচুলী অর্থাৎ বক্ষের বস্ত্রসমূহ একটি প্রকাণ্ড মাটির গামলার মধ্যে রাখা হয়। তখন এক একজন পুরুষ সেই গামলার মধ্যে হাত দিয়া যে যাহার বস্ত্র পায়, তাহার মাতা, ভগ্নী, কন্যা পুত্রবধূ, যে কেহ হউক না কেন, ঐ সময়ের জন্য তাহার স্ত্রী হইয়া যায়। তখন তাহারা পরস্পর কুকর্ম্ম করে। অত্যধিক নেশা হইলে পরস্পর কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া জুতা-মারামারি করে। প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করে। তখন মাতা মাতা, কন্যা কন্যা, ভগ্নী ভগ্নী এবং পুত্রবধূ পুত্রবধূ হইয়া যায়। বীজমার্গী স্ত্রী-পুরুষেরা সমাগমের পর বীর্য্য জলে নিক্ষেপ করিয়া পান করে। সেই পামরগণ এই সকল কর্ম্মকে মুক্তির সাধন বলিয়া মনে করে। ইহাদের বিদ্যা, বিচার এবং সৌজন্য প্রভৃতি কিছুই নাই।

(প্রশ্ন)—শৈবগণ ত ভাল ? (উত্তর)—ভাল কোথা হইতে হইবে ? "যেমন প্রেতনাথ তেমনি ভূতনাথ"। বামমার্গিগণ যেরূপ মন্ত্রোপদেশ দ্বারা

লোকের ধনহরণ করে, শৈবগণ সেইরূপ "ওম নমঃ শিবায়" এই পঞ্চাক্ষরাদি মন্ত্রোপদেশ দান করে, রুদ্রাক্ষ ও ভস্মধারণ করে, মৃত্তিকা ও পাষাণাদির লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে এবং মুখে "হর হর, বম্ বম্" উচ্চারণ করিয়া ছাগলের শব্দের ন্যায় বিকট শব্দ করে। তাহাদের মতে এইরূপ করিবার কারণ এই যে, তালি-বাদ্য এবং বম্ বম্ শব্দে পার্ব্বতী প্রসন্ন হন, কিন্তু মহাদেব অপ্রসন্ন হন। কারণ, যখন মহাদেব ভস্মাসুরের সম্মুখ হইতে পলায়ন করেন, তখন বিদ্রূপ-সূচক বম্ বম্ শব্দ এবং বিদ্রূপ করিয়া তালি বাদ্য হইয়াছিল। গালবাদ্য করিলে পার্ব্বতী অপ্রসন্ন কিন্তু মহাদেব প্রসন্ন হন। কারণ পার্ব্বতীর পিতা দক্ষ-প্রজাপতির শিরশ্ছেদ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল এবং তাহার ধড়ের উপর ছাগমুণ্ড সংলগ্ন করা হইয়াছিল। সেই-জন্য ছাগশব্দের অনুকরণে গালবাদ্য করা হইয়া থাকে। শৈবগণ শিবরাত্রির প্রদোষ ব্রত করে এবং তদ্দারা মুক্তি হয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহারাও বামমর্গীদিগের ন্যায়ই ভ্রান্ত। তাহাদের মধ্যে কানফাটা, নাথ, গিরি, পুরী, বন, অরণ্য, পর্ব্বত ও সাগর এবং অনেক গৃহস্থও শৈব হইয়া থাকে। কেহ কেহ "দুই অশ্বের উপরে আরোহণ করে," অর্থাৎ বাম এবং শৈব উভয় মতই মানিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বৈষ্ণবও হইয়া থাকে সে বিষয়ে প্রমাণ—

> অন্তঃশাক্তা বহিশ্ শৈবাঃ সভামধ্যে চ বৈষ্ণবাঃ।
> নানারূপধরা কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে॥

ইহা তন্ত্রের শ্লোক। এই বামমার্গিগণ বহুরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করে। ইহারা অন্তরে শাক্ত অর্থাৎ বামমার্গী, বাহিরে শৈব অর্থাৎ রুদ্রাক্ষ ভস্মধারী, কিন্তু সভায় বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া পরিচয় দেন।

(প্রশ্ন)—বৈষ্ণব ত ভাল? (উত্তর)—ছাই ভাল! যেমন উহারা তেমন ইহারা। বৈষ্ণবদিগের লীলা খেলা দেখ! তাহারা আপনাদিগকে বিষ্ণুর দাস করে। তাহাদের মধ্যে শ্রীবৈষ্ণব অর্থাৎ চক্রাঙ্কিতগণ আপনাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করে, অবশ্য এ সকল কিছুই নহে।

(প্রশ্ন)—এ-সকল কিছু নহে কেন? সব কিছুই আছে দেখুন! ললাটে নারায়ণের চরণারবিন্দ-সদৃশ তিলক এবং মধ্যস্থলে পীতবর্ণ "শ্রী" রেখা আছে। এইজন্য আমাদিগকে শ্রীবৈষ্ণব বলে। এক নারায়ণ ব্যতীত

আমরা অপর কাহাকেও মানি না। আমরা শিব-লিঙ্গ দর্শনও করি না। কারণ, তাহাতে আমাদের ললাটে বিরাজমানা শ্রী লজ্জিতা হন। আমরা "আলমন্দার" প্রভৃতি স্তোত্র পাঠ করি। মন্ত্রের দ্বারা নারায়ণের পূজা করি। মাংসভক্ষণ এবং মদ্যপান করি না। তবে আমরা ভাল নহি কেন? (উত্তর)—এই তিলককে হরি-পদাকৃতি এবং এই পীতরেখাকে "শ্রী" মনে করা বৃথা। কারণ ইহা তোমাদের হস্তের কারুকার্য্য; আর তোমাদের ললাটের চিত্র হস্তি-ললাটে অঙ্কিত চিত্র বিচিত্র রেখার ন্যায়। তোমাদের ললাটে বিষ্ণুর পদচিহ্ন কোথা হইতে আসিল? কেহ কি বৈকুণ্ঠে যাইয়া বিষ্ণুপদচিহ্ন ললাটে ধারণ করিয়া আসিয়াছে? (বিবেকী)—শ্রী জড়পদার্থ না চেতন? (বৈষ্ণব)—চেতন। (বিবেকী)—তবে এই জড় রেখা শ্রী নহে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, শ্রী কি নির্ম্মিত অথবা নির্ম্মিত নহে? যদি নির্ম্মিত না হয়, তবে উহা শ্রী, নহে; কারণ তোমরা প্রতিদিন স্বহস্তে উহা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। সুতরাং উহা শ্রী হইতে পারে না। যদি তোমাদের ললাটে শ্রী থাকে, তবে বহু বৈষ্ণবের মুখ শ্রীহীন অর্থাৎ শোভারহিত দৃষ্ট হয় কেন? ললাটে শ্রীথাকা সত্বেও উদর-পূর্ত্তির জন্য গৃহে গৃহে ভিক্ষা এবং সদাব্রত গ্রহণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও কেন? ললাটে শ্রী, কিন্তু কার্য্যে মহাদরিদ্র—ইহা উন্মাদ ও নির্লজ্জের কথা।

ইহাদের মধ্যে "পরিকাল" নামক একজন ভক্ত বৈষ্ণব ছিল। সে চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি এবং ছল-কপটতা দ্বারা পরস্ব হরণ করিয়া বৈষ্ণবদিগের নিকট অর্পণ করিতে আনন্দ পাইত। একদিন পরিকাল চুরি করিতে গিয়া লুণ্ঠনের উপযুক্ত কোন সামগ্রী না পাইয়া ব্যাকুলচিত্তে ঘুরিতে ফিরিতেছিল। নারায়ণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ভক্ত দুঃখ পাইতেছে। তিনি ধনাঢ্য বণিকরূপ ধারণ এবং অঙ্গুরীয় প্রভৃতি অলঙ্কার পরিধান করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক পরিকালের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তখন পরিকাল রথের নিকট যাইয়া বণিককে বলিল, "তোমার সমস্ত অলঙ্কারাদি শীঘ্র খুলিয়া দাও, নতুবা তোমাকে হত্যা করিব"। নারায়ণের অঙ্গুরীয় খুলিতে খুলিতে বিলম্ব হইলে, পরিকাল তাঁহার অঙ্গুলি কাটিয়া অঙ্গুরীয় লইল। তাহাতে নারায়ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, এবং তাহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "তুমি আমার অতি প্রিয় ভক্ত; কারণ তুমি সব ধন লুণ্ঠন ও অপহরণ করিয়া বৈষ্ণবদিগের সেবা করিয়া থাক অতএব তুমি ধন্য"! তখন পরিকাল বৈষ্ণবদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত অলঙ্কার অর্পণ

করিল। এক সময়ে জনৈক বণিক পরিকালকে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাকে জাহাজে দেশ দেশান্তরে লইয়া গেলেন। সে স্থান হইতে সুপারী লইয়া জাহাজ পূর্ণ করা হইল। পরিকাল একটি সুপারী ভাঙ্গিয়া দুইভাগ করিয়া বণিককে বলিল, "আমার এই অর্দ্ধেক সুপারী জাহাজে রাখুন এবং লিখিয়া দিন যে, জাহাজে পরিকালের অর্দ্ধেক সুপারী আছে"। বণিক বলিলেন, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে এক সহস্র সুপারী লইতে পার। পরিকাল বলিল, "না, আমি এমন অধার্ম্মিক নহি যে, মিথ্যা বলিয়া কিছু গ্রহণ করিব। আমার ত অর্দ্ধেক সুপারীর প্রয়োজন"। দুর্ভাগা সরলচিত্ত বণিক তাই লিখিয়া দিলেন। জাহাজ স্বদেশের বন্দরে উপস্থিত হইলে, সুপারী নামাইবার আয়োজন হইল। তখন পরিকাল বলিল "আমার অর্দ্ধেক সুপারী দিন"। বণিক তাহার অর্দ্ধ খণ্ড সুপারী দিতে উদ্যত হইলেন। তখন পরিকাল কলহ করিতে লাগিল। সে বলিল "জাহাজে ত আমার অর্দ্ধেক সুপারী আছে। আমি অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া লইব"। বিবাদ রাজপুরুষ দিগের নিকট পর্য্যন্ত গেল। পরিকাল বণিকের লেখা দেখাইয়া বলিল "এই ব্যক্তি অর্দ্ধেক সুপারী দিবার কথা লিখিয়াছে"। বণিক অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু পরিকাল মানিল না। সে অর্দ্ধেক সুপারী লইয়া বৈষ্ণবদিগকে অর্পণ করিল। তখন ত বৈষ্ণবগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইল। যে পরিকাল দস্যু এবং তস্কর ছিল তাহার মূর্ত্তি অদ্যাবধি মন্দিরে রক্ষিত আছে। ভক্তমাল গ্রন্থে এই আখ্যায়িকা লিখিত আছে। বুদ্ধিমানেরা দেখিবেন যে বৈষ্ণবগণ, তাহাদের সেবক এবং নারায়ণ— এই তিন মিলিয়া চোরমণ্ডলী কি না। অন্য মত মতান্তরের মধ্যে কেহ কেহ কোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভালও আছেন, কিন্তু এই মতে থাকিয়া সর্ব্বথা ভাল হওয়া যায় না।

এখন বৈষ্ণবদিগের মধ্যে নানাপ্রকার ভেদ, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তিলক ও কণ্ঠী-ধারণ দেখা যায়। রামানন্দী দুই পার্শ্বে গোপীচন্দন, মধ্যে রক্তবর্ণ বিন্দু; নিমাবত দুইটি সূক্ষ্মরেখার মধ্যে একটি কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু; মাধব কৃষ্ণবর্ণ রেখা; গৌড়ীয় বাঙ্গালী কাটারীর ন্যায় রেখা এবং রামপ্রসাদী উজ্জ্বল রেখাদ্বয়ের মধ্যে একটি শ্বেতবর্ণ গোলাকার টীকা ধারণ করে। এইরূপে ইহারা বিভিন্ন প্রকার কথাও বলে। রামানন্দীরা বলে যে, নারায়ণের হৃদয়ে অঙ্কিত রক্তবর্ণ রেখা লক্ষ্মীর চিহ্ন। গোঁসাইগণ বলে যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয়ে রাধা বিরাজমানা আছেন, ইত্যাদি। ভক্তমাল গ্রন্থে এক আখ্যায়িকা আছে।

একব্যক্তি বৃক্ষতলে ঘুমাইতেছিল। নিদ্রিত অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু হয়। উপর হইতে একটি কাক বিষ্ঠা ত্যাগ করিলে, তাহা মৃতের ললাটে তিলকাকার হইয়া গেল। তাহাকে লইবার জন্য যমদূত উপস্থিত হইল। ইত্যবসরে বিষ্ণুদূতও আসিল। তখন উভয়ের মধ্যে কলহ হইতে লাগিল। যমদূত বলিল, "আমাদের প্রভুর আজ্ঞানুসারে আমরা ইহাকে যমলোকে লইয়া যাইব"। বিষ্ণুদূত বলিল, "আমাদের প্রভুর আজ্ঞানুসারে ইহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতে হইবে। দেখ, ইহার ললাটে বৈষ্ণবের তিলক আছে; ইহাকে তোমরা কিরূপে লইয়া যাইবে"? তখন যমদূত চুপ করিয়া চলিয়া গেল এবং বিষ্ণুদূত আনন্দের সহিত তাহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল। নারায়ণ তাহাকে বৈকুণ্ঠে রাখিলেন। দেখ, যখন দৈবাৎ তিলক রচিত হইবার এমন মাহাত্ম্য, তখন যাহারা প্রীতির সহিত স্বহস্তে তিলক ধারণ করে, তাহারা যে নরক হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমরা জিজ্ঞাসা করি—যখন ক্ষুদ্র তিলক ধারণ করিলে বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়, তখন সমস্ত মুখে তিলক লেপন করিলে, সমস্ত মুখ কৃষ্ণবর্ণ করিলে অথবা সমস্ত শরীরে তিলক লেপন করিলে বৈকুণ্ঠেরও পরে যাওয়া যায় কি না? বাস্তবিক এ সকল কথার কোন অর্থই নাই। ইহাদের মধ্যে অনেক "খাখী" বল্কলনির্ম্মিত কৌপীণ পরিধান করিয়া, ধুণি জ্বালিয়া পোহায়; জটা বৃদ্ধি করে; সিদ্ধপুরুষের বেশ ধারণ করে; বকের ন্যায় ধ্যানাবস্থিত হয়; গঞ্জিকা, ভাং এবং চরসের নেশা করে এবং চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া রাখে। সকলের নিকটেই তাহারা অল্প অল্প অন্ন, আটা-ময়দা ও পয়সা-কড়ি ভিক্ষা করে এবং গৃহস্থের ছেলেদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া চেলা করিয়া লয়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ মুটে-মজুর শ্রেণীর লোক। কেহ বিদ্যাশিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেও তাহাকে পড়িতে দেয় না এবং বলে যে—

পঠিতব্যং তদপি মর্ত্তব্যং দন্তকটাকটেতি কিং কর্ত্তব্যম্।

অর্থাৎ সাধু-সন্ন্যাসীদিগের বিদ্যাশিক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? যাহারা বিদ্যাশিক্ষা করে তাহারাও মরিয়া যায়, তাহা হইলে দন্তদ্বারা কটাকট শব্দ করা কেন? চারি ধাম ঘুরিয়া আসা, সাধুদিগের সেবা এবং শ্রীরামের ভজনা করা সাধুদের কার্য্য।

যদি কেহ মূর্খতা ও অবিদ্যার মূর্ত্তি না দেখিয়া থাকে, তবে সে "খাখীর"

দর্শন করিয়া আসুক। কেহ বয়সে খাখীদের মাতাপিতার সমান হইলেও নিকটে উপস্থিত হইলে তাহাকে তাহারা "ছেলে" "মেয়ে" বলিয়া সম্বোধন করে। রূংখড়, সূংখড়, গোদড়ীয়, জমাতওয়ালে, সুতরেসাঈ, অকালী, কাণফাটা, জোগী, ঔঘড় প্রভৃতিও খাখীদের অনুরূপ।

জনৈক খাখীর চেলা "শ্রীগণেশায় নমঃ" মুখস্থ করিতে করিতে কূপে জল ভরিতে গিয়াছিল। সে স্থানে একজন পণ্ডিত বসিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে "স্ত্রীগনেসাজনমেঁ" মুখস্থ করিতে শুনিয়া বলিলেন, "ওহে সাধু! অশুদ্ধ মুখস্থ করিতেছ, "শ্রীগণেশায় নমঃ"—এইরূপ বল। সাধু তৎক্ষণাৎ ঘটীতে জল পূর্ণ করিয়া গুরুর নিকট গিয়া বলিল, "একজন বামুন আমার আবৃত্তিকে অশুদ্ধ বলিতেছে।" খাখী তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কূপের নিকট গেল এবং পণ্ডিতকে বলিল, "তুমি আমার চেলাকে বিভ্রান্ত করিতেছ? তুমি গণ্ডমূর্খ কি পড়িয়াছ? দেখ, তুমি এক প্রকারের পাঠ জান, আমি তিন প্রকারের পাঠ জানি—"স্ত্রীগণেসাজন্নমেঁ" "স্ত্রীগণে-সায়ন্নমেঁ" "শ্রীগণেসায়নমে"। (পণ্ডিত)—শুন সাধু! বিদ্যা বড় কঠিন। অধ্যয়ন ব্যতীত বিদ্যালাভ হয় না। (খাখী)—যাও, যাও; আমি সকল বিদ্বান্‌কে মর্দ্দন করিয়া ভাংয়ের সহিত বাঁটিয়া একেবারে গিলিয়া ফেলিয়াছি। সন্তদিগের মহান্ পরাক্রম। তুই বেচারা অপদার্থ কি জানিবি? (পণ্ডিত)—বিদ্যাশিক্ষা করিলে এরূপ কুৎসিত শব্দ বলিতে না; সকল প্রকার জ্ঞান থাকিত। (খাখী)—ওরে! তুই কি আমার গুরু? আমি তোর উপদেশ শুনিব না। (পণ্ডিত)— শুনিবে কোথা হইতে? বুদ্ধি যে নাই। উপদেশ শুনিবার ও বুঝিবার জন্য বিদ্যা আবশ্যক। (খাখী)—যে সকল শাস্ত্র পাঠ করে কিন্তু সাধুদিগকে মানে না, জানিও সে কিছুই পাঠ করে নাই। (পণ্ডিত)—অবশ্য, আমরা সন্তদিগের সেবা করি; কিন্তু তোমার ন্যায় ধূর্ত্তদের সেবা করি না। সজ্জন, বিদ্বান্, ধার্ম্মিক এবং পরোপকারী পুরুষকে সাধু বলে। (খাখী)—দেখ, আমি দিবা-রাত্র বিবস্ত্র থাকি, ধুণি জ্বালাই; শত শত বার গাঁজা-চরসের দম দিই; তিন তিন ঘটী ভাং পান করি; গাঁজা, ভাং এবং ধুতুরা পাতার ভাজি করিয়া খাই; সেঁকো-বিষ ও আফিম অনায়াসে গলাধঃকরণ করি; নেশায় বিভোর হইয়া দিবারাত্র নিশ্চিন্ত থাকি; সংসারকে কিছুই মনে করি না; ভিক্ষা করিয়া রুটি খাই এবং সমস্ত রাত্রি এমন কাসি যে, কেহ পার্শ্বে শয়ন

করিলে তাহার নিদ্রা হয় না—ইত্যাদি সিদ্ধি ও সাধুত্ব আমার মধ্যে আছে। তবে তুমি আমার নিন্দা করিতেছ কেন ? সাবধান, অপদার্থ! আমাকে বিরক্ত করিলে তোমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিব। (পণ্ডিত)—এ সকল অসাধু, মূর্খ এবং নির্বোধের কথা, সাধুর নহে। শুন, "সাধ্নোতি পরাণি ধর্ম্মকার্য্যাণি স সাধুঃ" যিনি ধর্ম্মসঙ্গত উত্তম কার্য্য করেন, সর্ব্বদা পরোপকারে রত থাকেন, যিনি দোষরহিত বিদ্বান্ এবং যিনি সত্যোপদেশ দ্বারা সকলের হিত সাধন করেন, তাঁহাকেই সাধু বলে। (খাখী)—যাও যাও, সাধুর কার্য্য তুমি কি জানিবে ? সাধুদের মহান্ পরাক্রম। সাধুর সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিও না, অন্যথা এক চিমটার আঘাতে মাথা ফাটাইয়া দিব। (পণ্ডিত)—আচ্ছা, খাখী যাও! স্বস্থানে যাও; আমার উপর অধিক ক্রুদ্ধ হইও না। রাজ্য কিরূপ জান কি ? কাহাকেও আঘাত করিলে ধৃত হইবে, জেল ভোগ করিবে, বেত খাইবে কিংবা কেহ তোমাকেও আঘাত করিবে। তখন কি করিবে ? এসকল সাধুর লক্ষণ নহে। (খাখী)—চল্‌রে চেলা! কোন্ রাক্ষসের মুখ দেখাইলি ? (পণ্ডিত)—তুমি কখনও কোন মহাত্মার সঙ্গ কর নাই, নতুবা এমন জড়বুদ্ধি ও মূর্খ থাকিতে না। (খাখী)—আমি নিজেই মহাত্মা। আমার অন্য কাহারও প্রয়োজন নাই। (পণ্ডিত)—যে হতভাগ্য, তাহার তোমারই ন্যায় বুদ্ধি ও অহঙ্কার হইয়া থাকে। খাখী স্বস্থানে চলিয়া গেল, পণ্ডিতও গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সন্ধ্যা-আরতি সমাপ্ত হইলে বহু খাখী উক্ত খাখীকে বৃদ্ধ জানিয়া "দণ্ডোৎ" "দণ্ডোৎ" বলিতে বলিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া সেখানে বসিল। খাখী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ওরে রামদাসিয়া! তুই কি পড়িয়াছিস ? (রামদাস)—মহারাজ, আমি "বেস্নু সহসর নাম" পড়িয়াছি। (খাখী)—ওরে গোবিন্দদাসিয়া! তুই কি পড়িয়াছিস ? (গোবিন্দদাস)—আমি অমুক খাখীর নিকট "রামসতবরাজ" পড়িয়াছি। তখন রামদাস বলিল—ভগবন্! আপনি কি পড়িয়াছেন ? (খাখী)—আমি গীতা পড়িয়াছি। (রামদাস)—কাহার নিকট ? (খাখী)—যা যা, ছেলে মানুষ! আমি কাহাকেও গুরু করি না। দেখ্, আমি "পরাগরাজে" থাকিতাম; অক্ষরও চিনিতাম না। লম্বা-ধুতীপরা কোন পণ্ডিতকে দেখিলে গীতার পুঁথী লইয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, এই অনুস্বারযুক্ত অক্ষরের কি নাম ? এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আঠার অধ্যায় গীতা রগড়াইয়া ফেলিয়াছি কিন্তু কাহাকেও গুরু করি নাই।

ভাল, অবিদ্যা এমন বিদ্যার শত্রুকে আশ্রয় না করিয়া কোথায় যাইবে? এই সকল লোক নেশা, প্রমাদ, বিবাদ, ভোজন, শয়ন, ঝাঁজ-পিটা, ঘণ্টা-ঘড়ি ও শঙ্খবাদ্য, ধূণি প্রজ্বলিত রাখা, স্নান-প্রক্ষালন করা এবং চতুর্দিকে বৃথা পর্য্যটন করা ব্যতীত অন্য কোন সৎকার্য্য করে না। কেহ ইচ্ছা করিলে প্রস্তরকেও হয়ত দ্রবীভূত করিতে পারে, কিন্তু খাখীদের আত্মায় জ্ঞান-সঞ্চার করা কঠিন। কারণ, তাহারা সচরাচর শূদ্রবর্ণ, শ্রমজীবী, কৃষক এবং কাহাড় শ্রেণীর লোক। তাহারা স্ব স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভস্মলেপন পূর্ব্বক বৈরাগী অথবা খাখী প্রভৃতি হয়। সুতরাং তাহারা বিদ্যা অথবা সৎসঙ্গ আদির মাহাত্ম্য জানিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে নাথদিগের মন্ত্র "নমঃ শিবায়," খাখীদিগের "নৃসিংহায় নমঃ", রামাবতদিগের "শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ''' অথবা "সীতারামাভ্যাং নমঃ;" কৃষ্ণোপাসকদিগের "শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ," "নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এবং বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগের "গোবিন্দায় নমঃ"। এসকল মন্ত্র কর্ণে পড়িয়া মাত্রই শিষ্য করিয়া লওয়া হয় এবং এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, "বৎস! কমণ্ডলুর মন্ত্র পাঠ কর"—

জল পবিতর সথল পবিতর ঔর পবিতর কুআ।
শিব কহে সুন পার্ব্বতী তুম্বা পবিতর হুয়া॥

ভাল, এইরূপ লোক কি সাধু অথবা বিদ্বান্ হইবার অথবা জগতের উপকার করিবার উপযুক্ত? খাখীগণ দিবারাত্র কাষ্ঠ ও শুষ্ক গোময় জ্বালাইতে থাকে। এক মাসে কয়েক টাকার কাষ্ঠ পোড়াইয়া ফেলে। এক মাসের উপযোগী কাষ্ঠের মূল্যে কম্বলাদি বস্ত্র ক্রয় করিলে শতাংশের একাংশ ব্যয় করিয়াও আনন্দে থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদের এত বুদ্ধি কোথা হইতে আসিবে? ধূণিতে তপ্ত হয় বলিয়াই তাহারা নিজেদের নাম তপস্বী রাখিয়াছে। যদি এইরূপে তপস্বী হওয়া যায়, তবে বন্য মনুষ্যেরাও তাহাদের অপেক্ষা অধিক তপস্বী। যদি জটাবৃদ্ধি, ভস্মলেপন এবং তিলক ধারণ করিলে তপস্বী হওয়া যায়, তবে সকলেই তাহা করিতে পারে। ইহারা বাহিরে ত্যাগী, কিন্তু অন্তরে অত্যন্ত সংগ্রহী।

(প্রশ্ন)—কবীরপন্থী কি ভাল? (উত্তর)—না। (প্রশ্ন)—ভাল নহে কেন? তাহারা পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজার খণ্ডন করে। কবীর সাহেব ফুল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং অন্তে ফুলই হইয়া গিয়াছিলেন। ব্রহ্মা,

বিষ্ণু এবং মহাদেবের জন্মের পুর্ব্বেও কবীর সাহেব বিদ্যমান ছিলেন। কবীর একজন মহান্ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন ; এমন কি বেদ পুরাণও যাহা জানিতে পারে না, কবীর তাহা জানেন। কবীরইত সত্যপথ দেখাইয়াছেন। কবীরপন্থীদিগের মন্ত্র "সত্য নাম কবীর" ইত্যাদি। (উত্তর)—পাষাণাদিকে পরিত্যাগ করিয়া পালঙ্ক, গদী, তাকিয়া, খড়ম এবং জ্যোতিঃ অর্থাৎ দীপ প্রভৃতির পূজা করা, পাষাণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তির পূজা অপেক্ষাও কম নহে। কবীর সাহেব কি কীট অথবা ফুলের কুঁড়ী ছিলেন যে, তিনি ফুল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং অন্তেও ফুলই হইয়া গিয়াছিলেন ? এ বিষয়ে নিম্ন-বর্ণিত যাহা শুনা যায়, তাহা সত্য হইতে পারে। কাশীতে এক তন্তুবায় বাস করিত। সে নিঃসন্তান ছিল। একদিন অল্প রাত্রি থাকিতে সে এক গলিপথ দিয়া যাইতে ছিল। সে পথিমধ্যে দেখিতে পাইল যে, একটি ঝুড়ীতে ফুলের মধ্যে একটি শিশু রহিয়াছে। সে শিশুটিকে তুলিয়া লইয়া তাহার স্ত্রীকে দিল। তাহার স্ত্রী শিশুটিকে পালন করিল। শিশুটি বড় হইয়া তন্তুবায়ের কাজ করিত। সে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিবার জন্য কোন পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হয়। পণ্ডিত তাহার অপমান করিয়া বলিল—"আমরা তন্তুবায়কে পড়াই না"। অতঃপর সে আরও কয়েকজন পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইল কিন্তু কেহই তাহাকে পড়াইল না। তখন সে অর্থহীন ভাষায় কিছু কিছু রচনা করিয়া তন্তুবায় প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে বুঝাইতে লাগিল। সে তানপুরা লইয়া গান করিত এবং ভজন-সঙ্গীত রচনা করিত ; বিশেষতঃ সে পণ্ডিত, শাস্ত্র এবং বেদের নিন্দা করিত। কয়েক জন মূর্খ তাহার জালে আবদ্ধ হয়। তাহার মৃত্যুর পর লোকে তাহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া প্রচার করিল। সে জীবদ্দশায় যাহা রচনা করিয়াছিল তাহার শিষ্যগণ ঐসকল পাঠ করিতে লাগিল। তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে কর্ণরন্ধ্র বন্ধ করিলে যে শব্দ শ্রুত হয়, তাহাই অনাহত শব্দ। কবীরপন্থিগণ মনের বৃত্তিসমূহকে "সুরতি" বলে। মনকে সেই শব্দ শুনিতে প্রবৃত্ত করাকে পরমেশ্বরের ধ্যান বলে এবং যিনি তাহা করেন তিনিই সন্ত। সেই শব্দ কালের অতীত। কবীরপন্থিগণ ছুরিকাকৃতি তিলক এবং চন্দনাদি কাষ্ঠের কণ্ঠী ধারণ করে। ভাল, ভাবিয়া দেখ যে, তাহাতে আত্মার উন্নতি এবং জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে পারে কি না। বস্তুতঃ এসকল লীলা-খেলা বালকোচিত ক্রীড়া মাত্র।

(প্রশ্ন)—পঞ্জাব প্রদেশে নানক সাহেব এক মত প্রবর্ত্তন করেন। তিনিও মূর্ত্তিপূজার খণ্ডন করিতেন এবং অনেককে মুসলমান মত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সাধু হন নাই, কিন্তু গৃহস্থই ছিলেন। দেখ! তিনি নিম্নলিখিত মন্ত্রোপদেশ দিতেন। তাহাতেই জানা যায় যে, তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল ছিল।

ওঁ সত্যনাম কর্ত্তা পুরুষ নির্ভো নির্ব্বৈর অকালমূর্ত্ত অজোনি সহভংগুরু প্রসাদ জপ আদি সচ জুগাদি সচ হৈ ভী সচ নানক হোসী ভী সচ॥ (জপজী পৌড়ী)॥ ১ ॥*

(উত্তর)—নানকের উদ্দেশ্য ত ভাল ছিল; কিন্তু তাঁহার বিদ্যা মোটেই ছিল না। অবশ্য, তিনি পঞ্জাব প্রদেশের গ্রাম্য ভাষা জানিতেন। বেদাদিশাস্ত্র এবং সংস্কৃত ভাষা কিছুই জানিতেন না; নতুবা নির্ভয় শব্দকে 'নির্ভো' লিখিবেন কেন? এ বিষয়ে তাঁহার রচিত সংস্কৃত স্তোত্রই প্রমাণ। তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, "আমি সংস্কৃতেও পারদর্শিতা দেখাইব," কিন্তু অধ্যয়ন ব্যতীত সংস্কৃত আয়ত্ত করা কিরূপে সম্ভব? অবশ্য, যে সকল গ্রামবাসী কখনও সংস্কৃত শুনে নাই, তিনি সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করিয়া তাহাদিগের নিকট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াও পরিগণিত হইয়া থাকিবেন। মান-মর্য্যাদা এবং যশোলিপ্সা ব্যতীত কখনও এইরূপ করিতেন না। খ্যাতি-প্রতিপত্তিলাভের ইচ্ছা তাঁহার অবশ্যই ছিল। নতুবা যে ভাষা জানিতেন, সেই ভাষাই ব্যবহার করিতেন এবং বলিতেন "আমি সংস্কৃত অধ্যয়ন করি নাই।" তাঁহার কিছু অহঙ্কার ছিল, এইজন্য মান-মর্য্যাদার জন্য কথঞ্চিৎ দম্ভ প্রকাশও করিয়া থাকিবেন। এইজন্য তাঁহার গ্রন্থে নানাস্থলে বেদের নিন্দা এবং স্তুতি আছে। তাহা না থাকিলে, যদি কেহ তাঁহাকে বেদের অর্থ জিজ্ঞাসা করিত এবং তিনি তাহা না জানিতেন, তবে তাঁহার প্রতিপত্তি নষ্ট হইত। এই কারণে তিনি প্রথমেই তাঁহার শিষ্যদিগের সমক্ষে কোন কোন স্থলে বেদের বিরুদ্ধে বলিতেন এবং কোন কোন স্থলে বেদের প্রশংসাও

---

* অর্থ—"ওম্" যাঁহার সত্য নাম, তিনি কর্ত্তা, নির্ভয়, নির্ব্বৈর, অকাল, অমূর্ত্ত, অযোনি-সম্ভব, সর্ব্বদা প্রকাশমান; গুরুর কৃপায় তাঁহার জপ কর। সেই পরমাত্মা আদিতে সত্য ছিলেন, তিনি যুগের আদিতে সত্য ছিলেন, বর্ত্তমানেও সত্য আছেন এবং ভবিষ্যতেও সত্য থাকিবেন। —অনুবাদক।

করিতেন। কারণ কোনও স্থলে প্রশংসা না করিলে লোকে তাহাকে নাস্তিক বলিত। যেমন—

বেদ পঢ়ত ব্রহ্মা মরে চারোঁ বেদ কহানি। সন্ত (সাধ) কি মহিমা বেদ না জানে॥ (সুখমনী পৌড়ী ৭। চৌ০ ৮)॥

নানক ব্রহ্মজ্ঞানী আপ পরমেশ্বর॥ সু০ পৌ০ ৮। চৌ০ ৬॥*

বেদপাঠিগণ কি মরিয়া গিয়াছেন? নানক প্রভৃতি কি আপনাদিগকে অমর মনে করিতেন? তাঁহারা কি মরেন নাই? বেদ সমস্ত বিদ্যার ভাণ্ডার। কিন্তু যিনি চারি বেদকে কাহিনী বলেন, তাঁহার সকল কথাই কাহিনী। যখন মূর্খেরই নাম সাধু, তখন সেই অভাগা বেদের মহিমা কখনও জানিতে পারে কি? যদি নানক কেবল বেদেরই সম্মান করিতেন, তবে তাঁহার সম্প্রদায় চলিত না; সুতরাং তিনি গুরুও হইতে পারিতেন না। তিনি যখন নিজেই সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন নাই, তখন কিরূপে তাহা অন্যকে শিক্ষা দিয়া শিষ্য করিতে পারিবেন? অবশ্য ইহা সত্য যে, যে সময় তিনি পঞ্জাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ে পঞ্জাবে সংস্কৃতের চর্চ্চাই ছিল না এবং সে দেশ মুসলমান কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ছিল। সে সময় তিনি কতকগুলি লোককে রক্ষা করিয়াছিলেন। নানকের জীবদ্দশায় তাঁহার সম্প্রদায় গঠিত হয় নাই এবং তাঁহার শিষ্যও অধিক সংখ্যায় হয় নাই। অশিক্ষিত লোকদের রীতি এই যে, তাহারা ব্যক্তিবিশেষকে মৃত্যুর পর সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া প্রচার করে এবং পরে তাহার অনেক মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া তাহাকে ঈশ্বরের সমকক্ষ মনে করে। নানক অত্যন্ত ধনাঢ্য বা রাজাও ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ "নানকচন্দ্রোদয়" এবং "জন্মশাখী" প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তিনি একজন প্রকাণ্ড সিদ্ধ এবং ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ ছিলেন। নানক নাকি ব্রহ্মাদির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনেক কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহার সম্মান করিয়াছিলেন। নানকের বিবাহে নাকি অশ্ব, রথ, হস্তী, সুবর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা এবং পান্না প্রভৃতি অমূল্য রত্নসমূহের ইয়ত্তা ছিল না। ভাল এ সকল অলীক গল্প নহে, তবে কি? অবশ্য এ বিষয়ে তাঁহার শিষ্যগণই দোষী, তিনি নহেন।

---

* অর্থ—বেদপাঠ করিয়া ব্রহ্মা মরিয়াছেন। চারিবেদ কাহিনী মাত্র। সাধুর মহিমা বেদও জানে না। ব্রহ্মজ্ঞানী নানক স্বয়ং পরমেশ্বর। —অনুবাদক।

তাঁহার পর তাঁহার পুত্র হইতে উদাসী-সম্প্রদায় এবং রামদাস হইতে নির্ম্মল-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারীরা হিন্দী ভাষায় বিভিন্ন বিষয় রচনা করিয়া গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। গোবিন্দ সিংহ দশম গুরু ছিলেন। তাঁহার পর ঐ গ্রন্থে কাহারও ভাষা মিশ্রিত করা হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সময় পর্য্যন্ত যতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক ছিল ঐ সমস্ত একত্র করিয়া বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছিল। নানক সাহেবের পর বহু হিন্দী গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। অনেকে পৌরাণিক গল্পের ন্যায় মিথ্যা গল্প রচনা করিয়াছিল। তিনি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ তিনি ঈশ্বর হইয়াছেন মনে করিয়া কর্ম্মোপাসনা ছাড়িয়া তাঁহার দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে বড়ই বিকৃতি ঘটিয়াছে। নতুবা নানক ঈশ্বর-ভক্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন, যদি তাঁহার শিষ্যগণ সে বিষয়ে তাঁহার অনুসরণ করিতেন, তবে বড়ই ভাল হইত। এখন উদাসীরা বলেন "আমরা বড়"; নির্ম্মলরা বলেন, "আমরা বড়"; অকালী এবং সুতরহসাঈরা বলেন, "আমরা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"।

ইঁহাদিগের মধ্যে গোবিন্দসিংহ শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। মুসলমানগণ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগকে অনেক নির্য্যাতন করিয়াছিল। তিনি তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা করেন কিন্তু তাঁহার নিকট কোন যুদ্ধোপকরণ ছিল না; অপরদিকে মুসলমান সাম্রাজ্য দেদীপ্যমান ছিল। তিনি এক পুরশ্চরণ করাইয়া ঘোষণা করিলেন, "দেবী আমাকে বর দিয়াছেন এবং খড়্গ দিয়া বলিয়াছেন, "তুমি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তোমার বিজয় হইবে"। বহু লোক তাঁহার সহযোগী হইল। তিনি বামমার্গীদিগের "পঞ্চ মকার" এবং চক্রাঙ্কিতদিগের "পঞ্চ সংস্কারে"র ন্যায় "পঞ্চ ককার" প্রবর্ত্তিত করিলেন। "পঞ্চ ককার" যুদ্ধোপযোগী ছিল। প্রথম "কেশ"—অর্থাৎ ইহা ধারণ করিলে যুদ্ধকালে যষ্ঠি ও তরবারি হইতে কতকটা আত্মরক্ষা করা যায়। দ্বিতীয় "কঙ্কণ"—অকালীগণ ইহা মস্তকের উপর পাগড়ীর মধ্যে রাখেন। হাতে "কড়া"—এতদ্দ্বারা হস্ত এবং মস্তকের রক্ষা হইতে পারে। তৃতীয় "কচ্ছ"—অর্থাৎ হাঁটুর উপর এক প্রকার জাঙ্গিয়া। ইহা দৌড়াইবার এবং লাফাইবার পক্ষে সুবিধাজনক। সচরাচর মল্লযোদ্ধা এবং বাজিকরগণ এই উদ্দেশ্যে ইহা ধারণ করে, যেন শরীরের মর্ম্মস্থান নিরাপদে থাকে এবং কোন প্রতিবন্ধ উপস্থিত না হয়। চতুর্থ "কঙ্গা" (চিরুণী)—ইহার দ্বারা কেশ-সংস্কার করা হয়। পঞ্চম

"কাচু" (কৃপাণ)—ইহা শত্রুর সহিত হাতাহাতি যুদ্ধকালে কাজে লাগে। গোবিন্দসিংহ স্বকীয় বুদ্ধিমত্তা দ্বারা ঐ সময়ের জন্য এ সকল ধারণের রীতি প্রচলিত করিয়াছিলেন। এখন এ সকল ধারণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহা যুদ্ধের প্রয়োজনে কর্ত্তব্য ছিল, এখন তাহা ধর্ম্মের অঙ্গরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। ইঁহারা মূর্ত্তিপূজা করেন না বটে, কিন্তু মূর্ত্তিপূজা অপেক্ষা গ্রন্থপূজা অধিক করিয়া থাকেন। গ্রন্থপূজা কি মূর্ত্তিপূজা নহে? কোন জড় পদার্থের সম্মুখে মস্তক অবনত করা কিংবা কোন জড় পদার্থের পূজা করা—সমস্তই মূর্ত্তিপূজা। মূর্ত্তিপূজকেরা যেমন ব্যবসায় ফাঁদিয়া তাহাদের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া থাকে, ইঁহারাও সেইরূপ করিয়াছেন। পূজারীগণ যেমন মূর্ত্তিদর্শন করায় এবং পূজা-সামগ্রী নিবেদন করায়, নানকপন্থীরাও সেইরূপ গ্রন্থের পূজা করেন, অন্যের দ্বারা পূজা করান, পূজা সামগ্রীও নিবেদন করান। মূর্ত্তিপূজকেরা বেদের যতদূর সম্মান করেন, গ্রন্থসাহেবপন্থীরা বেদকে ততদূর সম্মান করেন না। অবশ্য বলা যাইতে পারে যে তাঁহারা বেদ শ্রবণও করেন নাই, পাঠও করেন নাই; কি করিবেন? যদি তাঁহারা শ্রবণ ও পাঠ করিতেন, তবে যে সকল বুদ্ধিমান লোক হঠকারী এবং দুরাগ্রহী নহেন, তাঁহারা যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন, বেদমত গ্রহণ করিতেন। যাহা হউক, নানকপন্থীরা ভোজন-সম্বন্ধীয় গোলযোগ অনেক দূর করিয়াছেন। যদি তাঁহারা এইভাবে বিষয়াসক্তি এবং আত্মম্ভরিতা দূর করিয়া বেদমতের উন্নতি সাধন করেন, তবে বড়ই ভাল হয়।

(প্রশ্ন)—দাদুপন্থীদিগের পন্থা ত ভাল? (উত্তর)—বৈদিক পন্থাই ভাল। যদি পার, তাহাই অনুসরণ কর; নতুবা সর্ব্বদা হাবুডুবু খাইতে থাকিবে। দাদুপন্থীদিগের মতে গুজরাটে দাদুর জন্ম হইয়াছিল। পরে তিনি জয়পুরের নিকটবর্ত্তী "আমেরে" বাস করিতেন। তিনি তেলীর কাজ করিতেন। ঈশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টিলীলা এই যে, দাদুরও পূজা হইতে লাগিল। এখন দাদুপন্থীরা বেদাদিশাস্ত্রের যাবতীয় উপদেশ পরিত্যাগ করিয়া "দাদুরাম" "দাদুরাম" জপ করাকেই মুক্তির সাধন বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। সত্যোপদেষ্টার অভাবে এইরূপ ভ্রান্ত মত প্রচলিত হইয়া থাকে।

অল্পদিন হইল "রামস্নেহী" নামে অপর একটি মত সাহপুরা হইতে প্রচলিত হইয়াছে। উক্ত মতাবলম্বিগণ বেদোক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া "রাম" "রাম" জপ করাকেই শ্রেষ্ঠ এবং তাহাতেই জ্ঞান, ধ্যান ও মুক্তি মনে করে। কিন্তু ক্ষুধার সময় রাম নাম হইতে অন্ন-ব্যঞ্জন নির্গত হয় না; ভোজ্য,

পানীয় প্রভৃতি গৃহস্থের গৃহেই পাওয়া যায়। ইহারাও মূর্ত্তিপূজাকে ধিক্কার দিয়া থাকে বটে, কিন্তু নিজেরাই মূর্ত্তি হইয়া রহিয়াছে। ইহারা স্ত্রীলোক-দিগের সংসর্গে অধিক সময় যাপন করে, কারণ "রামকী" ব্যতীত রামের আনন্দই হইতে পারে না। এস্থলে রামস্নেহী মত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। রামচরণ নামে একজন সাধু ছিলেন। তাঁহার মত প্রধানতঃ মেবারের অন্তর্গত শাহপুরা হইতে প্রচলিত হয়। তিনি "রাম রাম" শব্দকেই পরম মন্ত্র এবং সিদ্ধান্ত বলিয়া মানেন। তাঁহার একটি গ্রন্থে সন্তদাস প্রভৃতির বাণী এইরূপ লিখিত আছে—

তাঁহার বচন ॥

ভরম রোগ তব হী মিট্যা, রট্যা নিরঞ্জন রাই।
তব জম কা কাগজ ফট্যা, কট্যা কর্ম্ম তব জাই ॥ সাখী ৬ ॥*

এখন বুদ্ধিমানেরা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, "রাম" "রাম" বলিলেই অজ্ঞান-রূপ ভ্রম, অথবা পাপের জন্য যমরাজের শাসন, অথবা কৃতকর্ম্ম কখনও নষ্ট হইতে পারে কি না। ইহা কেবল মনুষ্যদিগকে পাপে জড়িত করা এবং তাহাদের মানব-জন্ম নষ্টকরা মাত্র। এস্থলে ইঁহাদের প্রধান গুরু রামচরণের কতিপয় বাক্য উদ্ধৃত হইল—

মহমা নাঁব প্রতাপ কী, সুণৌ সরবণ চিত লাই।
রামচরণ রসনা রটৌ, ক্রম সকল ঝড় জাই ॥
জিন জিন সুমর্য্যা, নাঁব কুং, সো সব উতর্য্যা পার।
রামচরণ জো বীসর্য্যা, সোহী জমকে দ্বার ॥

রাম বিনা সব ঝুট বতায়ো ॥

রাম ভজত ছুট্যা সব ক্রম্মা। চন্দ অরু সূর দেহ পরকম্মা ॥
রাম কহে তিন কুঁ ভৈ নাহীঁ। তীন লোক মেঁ কীরতি গাহীঁ ॥

রাম রটত জম জোর ন লাগৈ ॥

রাম নাম লিখ পথর তরাঁই। ভগতি হেতি ঔতার হী ধরহী ॥

* (অর্থ)—ভ্রমরূপ রোগ তখনই দূর হইল। নিষ্কলঙ্ক রাজা তখনই ঘোষণা করিলেন। যমরাজের পত্র তখনই ছিন্ন হইল। সকল কর্ম্ম তখনই ক্ষীণ হইল।—অনুবাদক।

উঁচ নীচ কুল ভেদ বিচারৈ। সো তো জনম আপণো হারৈ ॥
সন্তা কৈ কুল দীসৈ নাঁহীঁ। রাঁম রাঁম কহ রাম সমূহাঁহীঁ।
ঐসো কুণ জো কীরতি গাবৈ। হরি হরি জন কো পার ন পাবৈ ॥
রাঁম সঁন্তাঁ কা অন্ত ন আবৈ। আপ আপ কী বুদ্ধি সম গাবৈ ॥ *

এ সকলের খণ্ডন ॥

প্রথমতঃ রামচরণ প্রভৃতির গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, তিনি একজন সরল প্রকৃতির গ্রাম্য লোক ছিলেন, কিছুই অধ্যয়ন করেন নাই, নতুবা এমন নিরর্থক গল্প লিখিবেন কেন? তাঁহার ইহা বলা ভুল যে, রাম রাম বলিলে কর্ম্মের খণ্ডন হয়। এইরূপ শিক্ষাদ্বারা তাঁহারা কেবল তাঁহাদের এবং অপরের জীবন নষ্ট করিয়া থাকেন। যমের ভয় ত বড় কথা; রাজ-সিপাহী, চোর, ডাকাত, ব্যাঘ্র, সর্প, বৃশ্চিক এবং মশক প্রভৃতির ভয়ও দূর হয় না। দিবারাত্র রাম নাম জপ করিতে থাকিলেও কিছুই হয় না। যেমন "শর্করা" "শর্করা" বলিলে মুখ মিষ্ট হয় না, সেইরূপ সত্যভাষণাদি কর্ম্ম না করিয়া কেবল রাম রাম করিলে কিছুই হয় না। যদি রাম রাম করিলে তাঁহাদের রাম না শুনেন, তবে চিরজীবন রাম রাম করিলেও শুনিবেন না। যদি একবার রাম রাম বলিলে শুনেন, তবে দ্বিতীয়

* (অর্থ)—একাগ্রচিত্তে নামের মহিমা শ্রবণ কর। হে রসনা! তুমি সর্ব্বদা রাম নাম উচ্চারণ কর, তোমার সকল কষ্ট শীঘ্রই দূর হইবে। যে ব্যক্তি রাম নাম স্মরণ করে, তাহার দুঃখ দূর হয় এবং সে ভবপারে চলিয়া যায়। যে ব্যক্তি রাম নাম বিস্মৃত হয়, সে যমদ্বারে দুঃখ দ্বারা বেষ্টিত হয়। রাম ব্যতীত সমস্তই মিথ্যা। রামের ভজনা করাই তোমার কর্ত্তব্য। তাহাতে তোমার সকল পাপের খণ্ডন হইবে। অন্তরিক্ষে তাঁহারই হস্তরচিত চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার সেবা করে। রাম নামে ভয় দূর হয়। ত্রিভুবন তাঁহার যশোগান করে। রাম নামে যমরাজ ভয় পায়। শ্লেট কিংবা কাগজের উপর বারংবার রাম নাম লিখিলে প্রস্তর জলে ভাসে। রাম তাঁহার ভক্তদিগের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে ব্যক্তি উচ্চ-নীচ জাতিবিচার করে, তাহার জীবন নষ্ট হয়। সাধুগণ জাতি-কুলের বিচার করেন না। রাম সর্ব্বত্র ব্যাপক হইয়া রহিয়াছেন। বারংবার রাম নাম জপ কর। যিনি রামের গুণ গান করেন তিনিই মহান্। রামের মহিমা কে গান করিবে? কে তাঁহার অন্ত পাইবে? লোকে স্ব-স্ব-বুদ্ধি অনুসারে তাঁহার গুণ গান করিয়া থাকে।—অনুবাদক।

বার বলাও বৃথা। এই সকল লোক আপনাদের উদর-পূর্ত্তি ও অপরের জীবন ব্যর্থ করার জন্য এক ভ্রমজাল রচনা করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা শুনি এবং দেখি, ইহারা নাম ধারণ করে "রামস্নেহী", কিন্তু কাজ করেন "রাঁড়স্নেহী"। যে দিকে দেখিবেন সে দিকেই বিধবারা সাধুদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ভণ্ডামী প্রচলিত না হইলে আর্য্যাবর্ত্তের এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন? তাহারা নিজেদের চেলাদিগকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করায়। স্ত্রীলোকেরা ইহাদিগকে দণ্ডবৎ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে। নির্জ্জন স্থানে স্ত্রীলোকদিগের সহিত সাধুদিগের লীলা-খেলা চলিতে থাকে।

মারবাড়ের অন্তর্গত "খেড়পা" গ্রাম হইতে তাহাদের অন্য একটি শাখা উদ্ভূত হইয়াছে; তাহার বৃত্তান্ত এইরূপ। রামদাস নামে চর্ম্মকার জাতীয় একজন চতুর লোক ছিল। তাহার দুই স্ত্রী ছিল। সে প্রথমে অঘোরী হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত কুকুরের সহিত একত্র ভোজন করিত। অনন্তর সে প্রথমে বামমার্গী এবং তৎপশ্চাৎ কুণ্ডাপন্থী হয়। অবশেষে সে "রামদেবের কামাড়িয়া" হইয়া তাহার দুই স্ত্রীর সহিত গান করিত।* পর্য্যটন করিতে করিতে "সীথল" গ্রামে † চর্ম্মকারদিগের "গুরু রামদাসের" সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। রামদাস তাহাকে রামদেবের মতবাদ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া চেলা করে। রামদাস "খেড়াপা" গ্রামে অবস্থিতি করিয়া সে স্থানে তাহার মত প্রচার করিতে লাগিল। সাহপুরে রামচরণের মত প্রচারিত হইল। তাহার বৃত্তান্তও এইরূপ শুনা যায়। রামচরণ জয়পুরের একজন বণিক ছিলেন। তিনি "দাঁতড়া" গ্রামে জনৈক সাধুর নিকট ভেক গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকেই গুরু করেন। পরে তিনি সাহপুরে যাইয়া "আড্ডা" গাড়িলেন। নির্ব্বোধ লোকদিগের মধ্যে ভ্রান্ত মত শীঘ্রই বদ্ধমূল হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার মতও প্রতিষ্ঠিত হইল। যাহারা রামচরণের পূর্ব্বোক্ত উপদেশানুসারে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে উচ্চ নীচ কোন ভেদ থাকে না। ব্রাহ্মণ হইতে অন্ত্যজ পর্য্যন্ত তাহাদের চেলা হইয়া থাকে। এখনও তাহারা কুণ্ডাপন্থীদিগেরই সদৃশ মৃন্ময়

---

* রাজপুতনায় চর্ম্মকারগণ গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া রামদেব প্রভৃতির গান করিয়া থাকে। তাহারা এই গানকে "শব্দ" বলে, এবং তাহা চর্ম্মকার এবং অন্যান্য জাতিকে শুনায়। উহাদিগকে 'কামড়িয়া" বলা হয়॥ সং দা॰ ॥

† সীথল যোধপুর রাজ্যের একটি বৃহৎ গ্রাম। সং দা॰ ॥

পাত্রে ভোজন এবং সাধুদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে। তাহারা অন্যের সন্তানদিগকে বৈদিকধর্ম্ম, মাতা-পিতা এবং সাংসারিক ব্যবহার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া চেলা করিয়া লয়। তাহারা রাম নামকেই মহামন্ত্র এবং "ছুচ্ছম" * বেদ বলিয়া মানে। রাম রাম বলিলে অনন্ত জন্মের পাপ দূর হয় এবং রাম নাম ব্যতীত কাহারও মুক্তি হয় না। যিনি শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত রাম নাম জপ করিবার উপদেশ দেন, তাহারা তাঁহাকেই সত্য গুরু বলে, সত্য গুরুকে পরমেশ্বর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাহার মূর্ত্তির ধ্যান করে। সাধুদের চরণ প্রক্ষালন করিয়া তাহারা সেই জল পান করে। চেলা গুরুর নিকট হইতে দূর দেশে গমন কালে, গুরুর নখ ও শ্মশ্রু-কেশ নিজের নিকট রাখিয়া দেয় এবং ঐসকল প্রক্ষালন করিয়া নিত্য "চরণামৃত" পান করে। তাহারা রামদাস এবং হররামদাসের বাণী-গ্রন্থকে বেদ অপেক্ষাও অধিক মান্য করে এবং উহাকে পরিক্রমা করিয়া তাহারা আট বার দণ্ডবৎ প্রণাম করে। গুরু নিকটে থাকিলেও তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করা হয়। স্ত্রী-পুরুষকে একই "রাম-রাম" উপদেশ দেওয়া হয়। ইহারা নাম স্মরণকেই কল্যাণ এবং অধ্যয়নকে পাপ মনে করে। ইহাদের সাখী—

পংডতাঈ পানে পড়ী। ও পূরব লো পাপ।
রাম রাম সুমর্‌্যাঁ বিনা, রাইগ্যো রীতো আপ॥
বেদ পুরাণ পঢ়ে পঢ় গীতা, রাম ভজন বিন রই গয়ে রীতা॥ †

এই সব পুস্তক রচনা করা হইয়াছে। ইহাদের মতে স্ত্রীর পক্ষে পতিসেবা পাপ, গুরু ও সাধুসেবাই ধর্ম্ম। তাহারা বর্ণাশ্রম মানে না। রামস্নেহী না হইলে তাহারা ব্রাহ্মণকে নীচ চণ্ডাল, কিন্তু রামস্নেহী হইলে তাহাকে উত্তম মনে করে। তাহারা ঈশ্বরের অবতার স্বীকার করে না বটে, কিন্তু রামচরণের উপরি লিখিত বচন।

ভগতি হেতি ঔতার হী ধরহী॥

* ছুচ্ছম অর্থাৎ সূক্ষ্ম॥ সং দাং॥

† অর্থ—পাণ্ডিত্যের কোন প্রয়োজন নাই। অধ্যয়ন করা পাপ। রাম নাম জপ ব্যতীত সমস্ত কর্ম্মই বৃথা। বেদ, পুরাণ এবং গীতার অধ্যয়ন রাম নাম উচ্চারণ ব্যতীত বৃথা।—অনুবাদক।

ইহাও মান্য করে এবং সাধুদিগের হিতার্থ অবতার বাদও স্বীকার করে। তাহাদের এই সমস্ত ছল চাতুরি আর্য্যাবর্ত্তের পক্ষে অহিতকারী। এতদ্দ্বারা পণ্ডিতগণ অধিক বুঝিয়া লইবেন।

(প্রশ্ন)—গোকুলিয়া গোসাঁইদিগের মত ত অতি উত্তম? দেখ! ইহারা কিরূপ ঐশ্বর্য্য ভোগ করে, ঐশী লীলা ব্যতীত ইহা কি সম্ভব? (উত্তর)—এ সকল ঐশ্বর্য্য গৃহস্থদিগের, গোসাঁইদিগের কিছুই নহে। (প্রশ্ন)—বাহবা! বাহবা! এসকল ঐশ্বর্য্য গোঁসাইদের প্রতাপেই সম্ভব, অপর কাহারও এরূপ হয় না কেন? (উত্তর)—অন্যেরাও এরূপ ছল-প্রপঞ্চ রচনা করিলে যে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহাদের অপেক্ষা অধিক ধূর্ত্ততা করিলে আরও অধিক ঐশ্বর্য্য লাভ হইতে পারে। (প্রশ্ন)—বাহবা! ইহার মধ্যে ধূর্ত্ততা কি? এসব ত গোলোকের লীলা! (উত্তর)—গোলোকের লীলা নহে, কিন্তু গোসাঁইদেরই লীলা! গোলোকের লীলা হইলে, গোলোকও তেমনই হইবে। এই মত "তৈলঙ্গ" দেশ হইতে প্রচলিত হইয়াছে। লক্ষণভট্ট নামক জনৈক তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ, বিবাহের পর কোন কারণে মাতা-পিতা এবং স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া কাশী গমন করে এবং "আমার বিবাহ হয় নাই," এইরূপ মিথ্যা বলিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে। দৈবযোগে তাহার মাতা-পিতা এবং পত্নী শুনিতে পাইলেন যে, সে কাশীতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। লক্ষণভট্টের মাতা-পিতা ও স্ত্রী কাশীতে উপস্থিত হইলেন। যিনি তাহাকে সন্ন্যাস দিয়াছিলেন, তাঁহাকে মাতা-পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমাদের পুত্রকে সন্ন্যাসী করিয়াছেন কেন? দেখুন! এই ইহার যুবতী পত্নী"। তাহার স্ত্রী বলিলেন, "যদি আপনি আমার পতিকে আমার সঙ্গী না করেন, তবে আমাকেও সন্ন্যাস দিন"। তখন সাধু লক্ষণভট্টকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি বড় মিথ্যাবাদী। তুমি সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহাশ্রম কর; কারণ তুমি মিথ্যা বলিয়া সন্ন্যাস লইয়াছ"। সে তাহাই করিল এবং সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যাত্রা করিল। দেখুন, এই মতের মূলেই মিথ্যা এবং কপটতা! সে তৈলঙ্গ দেশে উপস্থিত হইলে কেহই তাহাকে জাতিতে গ্রহণ করিল না। সেস্থান হইতে বহির্গত হইয়া সে ভ্রমণ করিতে করিতে কাশীর নিকটবর্ত্তী "চর্ণারগড়ের" নিকটে "চম্পারণ্য" নামক বনে যাইতেছিল। সে স্থানে কেহ একটি শিশুকে নিক্ষেপ করিয়া দূরে দূরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া

চলিয়া গিয়াছিল। যাহারা শিশুকে ফেলিয়া গিয়াছিল, তাহারা ভাবিয়াছিল যে, অগ্নি প্রজ্বলিত না করিলে কোন জীব শিশুটিকে বধ করিবে। লক্ষ্মণভট্ট ও তাহার পত্নী শিশুটিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিল এবং পরে কাশীবাসী হইল। শিশুটি বড় হইলে তাহার মাতাপিতার মৃত্যু হয়। সে কাশীতে বাল্যকাল হইতে যৌবন পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও শিখিতেছিল। অনন্তর সে কোথায়ও বিষ্ণুস্বামী নামক এক ব্যক্তির মন্দিরে যাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সেখানে কোন গোলমাল হওয়ায় সে পুনরায় কাশী চলিয়া আসে ও সন্ন্যাস গ্রহণ করে। তখন কোন এক জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণ কাশীতে বাস করিতেন। তাঁহার একটি যুবতী কন্যা ছিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিলেন, "তুমি সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া আমার কন্যাকে বিবাহ কর"। তাহাই হইল। যাহার পিতা কত লীলা খেলা করিয়াছিল, সে সেরূপ করিবে না কেন? সে পূর্ব্বে যে বিষ্ণুস্বামীর মন্দিরে চেলা হইয়াছিল স্ত্রীকে লইয়া সে সেই স্থানে চলিয়া গেল; কিন্তু বিবাহিত বলিয়া সেখান হইতেও বিতাড়িত হইল। পরে সে অবিদ্যার গৃহস্বরূপ ব্রজদেশে যাইয়া নানা প্রকার ছল-চাতুরী এবং যুক্তি দ্বারা নিজের প্রপঞ্চ বিস্তার করিতে লাগিল। সে মিথ্যা প্রচার করিল, "শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে; তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে গোলোক হইতে 'দৈবী জীবগণ' মর্ত্ত্যলোকে আসিয়াছে; তাহাদিগকে 'ব্রহ্মসম্বন্ধ' প্রভৃতি দ্বারা পবিত্র করিয়া গোলোকে প্রেরণ কর"। সে এইভাবে মূর্খদিগকে প্রলোভনের কথা শুনাইয়া অল্প কয়েক জনকে অর্থাৎ ৮৪ জনকে বৈষ্ণব করিল এবং নিম্নলিখিত মন্ত্র রচনা করিয়া তাহার মধ্যেও ভেদ রাখিল, যথা—

শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম ॥১ ক্লীং কৃষ্ণায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥২
(গোপালসহস্র নাম)।

এই দুইটি সাধারণ মন্ত্র কিন্তু পরবর্ত্তী মন্ত্রটি ব্রহ্মসম্বন্ধ এবং সমর্পণ করাইবার জন্য—

শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম সহস্রপরিবৎসরমিতকালজাতকৃষ্ণবিয়োগজনিত তাপক্লেশানন্ততিরোভাবোঽহং ভগবতে কৃষ্ণায় দেহেন্দ্রিয়প্রাণান্তঃকরণ তদ্ধর্ম্মাংশ্চ দারাগারপুত্রাপ্তবিত্তেহপরাণ্যাত্মনা সহ সমর্পয়ামি দাসোঽহং কৃষ্ণ তবাস্মি ॥৩

এই মন্ত্রোপদেশ দ্বারা শিষ্য-শিষ্যাদিগকে সমর্পণ করান হইয়া থাকে। "ক্লীং কৃষ্ণায়েতি"—এই "ক্লীং" তন্ত্রগ্রন্থোক্ত। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, বল্লভ-মতও বামমার্গের রূপান্তর মাত্র। এই কারণে গোসাঁইগণ অধিকাংশ সময় স্ত্রীলোকদিগের সংসর্গে যাপন করিয়া থাকে। "গোপীবল্লভেতি" —শ্রীকৃষ্ণ কি কেবল গোপীদিগেরই প্রিয় ছিলেন? তিনি অন্য কাহারও কি প্রিয় ছিলেন না? যে ব্যক্তি স্ত্রৈণ অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গে আসক্ত, সেই স্ত্রীলোক-দিগের প্রিয় হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ কি এইরূপ ছিলেন? এখন "সহস্র পরিবৎসরেতি"—এস্থলে সহস্র বৎসরের গণনা বৃথা। কারণ বল্লভ এবং তাহার শিষ্যগণ কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহে। এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই কি শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগ হইয়াছিল? এবং ইহা ত আজকার কথা। কিন্তু যখন বল্লভের মত ছিল না এবং যখন বল্লভের জন্মও হয় নাই, তৎপূর্ব্বে তাঁহার দৈবী জীবদিগের জন্য তিনি আসেন নাই কেন? "তাপ" এবং "ক্লেশ" এই দুইটি পর্য্যায়বাচী শব্দ; সুতরাং দুইটির মধ্যে একটিই গ্রহণ করা উচিত ছিল, দুইটি নহে। "অনন্ত" শব্দের পাঠ নিরর্থক। "অনন্ত" শব্দ রাখিলে "সহস্র" শব্দের পাঠ রাখা উচিত নহে। "সহস্র" শব্দের পাঠ রাখিলে "অনন্ত" শব্দের পাঠ সর্ব্বথা নিরর্থক। আর যে ব্যক্তি অনন্তকাল পর্য্যন্ত "তিরোহিত" অর্থাৎ আচ্ছাদিত থাকে, তাহার মুক্তির জন্য বল্লভের প্রয়োজন নাই। কারণ অনন্তের অন্ত হয় না। ভাল, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, অন্তঃকরণ এবং উহার ধর্ম্ম, স্ত্রী, পুত্র, বাসস্থান এবং প্রাপ্তধন কৃষ্ণকে অর্পণ করা হইবে কেন? কৃষ্ণ পূর্ণকাম; সুতরাং তিনি কাহারও দেহাদির ইচ্ছা করিতে পারেন না। দেহাদির অর্পণও হইতে পারে না। কারণ দেহ বলিতে নখ শিখাগ্র পর্য্যন্ত বুঝায়। দেহের মধ্যে ভাল মন্দ যাহা কিছু আছে, মলমূত্রাদি পর্য্যন্ত তাহা কিরূপে সমর্পণ করা যাইবে? আবার পাপ পুণ্যরূপ কর্ম্ম কৃষ্ণকে অর্পণ করা হইলে কৃষ্ণই তাহার ফলভাগী হইবেন। বস্তুতঃ নাম ত লওয়া হয় কৃষ্ণের, কিন্তু সমর্পণ করান হয় নিজের জন্য! তাহা হইলে দেহের মধ্যে মলমূত্রাদি সমস্তই গোঁসাই ঠাকুরকে অর্পণ করা হয় না কেন? তবে কি, "মিষ্ট গপ্ করিয়া গিলা এবং তিক্ত থু করিয়া ফেলা"? ইহাও লিখিত আছে যে, গোঁসাই ঠাকুরকেই অর্পণ করিবে, অন্য কোন মতাবলম্বীকে করিবে না। এ সকল নিতান্ত স্বার্থপরতার কথা। পরের ধন-সামগ্রীর হরণ এবং বেদোক্ত ধর্ম্মের নাশের জন্য এ সকল লীলা খেলা রচিত হইয়াছে। বল্লভের প্রপঞ্চ দেখ—

শ্রাবণস্যামলে পক্ষ একাদশ্যাং মহানিশি।
সাক্ষাদ্ভগবতা প্রোক্তং তদক্ষরশ উচ্যতে ॥ ১ ॥
ব্রহ্মসম্বন্ধকরণাৎ সর্ব্বেষাং দেহজীবয়োঃ।
সর্ব্বদোষনিবৃত্তি র্হি দোষাঃ পঞ্চবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২ ॥
সহজা দেশকালোত্থা লোকবেদনিরূপিতাঃ।
সংযোগজাঃ স্পর্শজাশ্চ ন মন্তব্যাঃ কদাচন ॥ ৩ ॥
অন্যথা সর্ব্বদোষাণাং ন নিবৃত্তিঃ কথঞ্চন।
অসমর্পিতবস্তূনাং তস্মাদ্বর্জ্জনমাচরেৎ ॥ ৪ ॥
নিবেদিভিঃ সমর্প্যৈব সর্ব্বং কুর্য্যাদিতি স্থিতিঃ।
ন মতং দেবদেবস্য স্বামিভুক্তিসমর্পণম্ ॥ ৫ ॥
তস্মাদাদৌ সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্ববস্তুসমর্পণম্।
দত্তাপহারবচনং তথা চ সকলং হরেঃ ॥ ৬ ॥
ন গ্রাহ্যমিতি বাক্যং হি ভিন্নমার্গপরং মতম্।
সেবকানাং যথা লোকে ব্যবহারঃ প্রসিধ্যতি ॥ ৭ ॥
তথা কার্য্যং সমর্প্যৈব সর্ব্বেষাং ব্রহ্মতা ততঃ।
গঙ্গাত্বে গুণদোষাণাং গুণদোষাদিবর্ণনম্ ॥ ৮ ॥

এই সব শ্লোক গোঁসাইদিগের সিদ্ধান্তরহস্যাদি গ্রন্থে লিখিত আছে। ইহাই তাহাদের মতের মূলতত্ত্ব। ভাল, যদি কেহ ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, "শ্রীকৃষ্ণের দেহান্ত হইয়াছে, কিছু কম পাঁচ সহস্র বৎসর অতীত হইল। তিনি বল্লভের সহিত শ্রাবণ মাসের অর্দ্ধরাত্রে কিরূপে সাক্ষাৎ করিলেন ? ১ ॥ যে ব্যক্তি গোঁসাইয়ের চেলা হয় এবং তাহাকে সমস্ত পদার্থ সমর্পণ করে, তাহার শরীর এবং আত্মার সকল দোষ দূরীভূত হয়। মূর্খদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া স্বমতে আনিবার জন্য বল্লভের এই প্রপঞ্চ! গোঁসাইয়ের শিষ্য শিষ্যাদিগের সকল দোষ দূরীভূত হইলে তাহারা রোগ এবং দারিদ্র্য প্রভৃতি দুঃখের দ্বারা প্রপীড়িত থাকে কেন ? এ সকল দোষ পঞ্চবিধ ॥ ২ ॥ প্রথমতঃ সহজ দোষ—এ সকল স্বাভাবিক অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি হইতে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, কোন দেশ-কালে যে নানাবিধ পাপ করা হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, সংসারে যাহাকে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ক দোষ বলে এবং মিথ্যাভাষণাদি যাহা বেদোক্ত

দোষ। চতুর্থতঃ, সংযোগজ দোষ—কুসঙ্গ অর্থাৎ চৌর্য্য, লাম্পট্য এবং মাতা, ভগ্নী, কন্যা, পুত্রবধূ ও গুরুপত্নী প্রভৃতির সহিত সমাগম। পঞ্চমতঃ, স্পর্শজ দোষ, অর্থাৎ যাহা অস্পর্শনীয়ের স্পর্শ হইতে উৎপন্ন হয়। গোঁসাইদিগের অনুযায়িগণ এই পাঁচ প্রকার দোষ কখনও স্বীকার করে না অর্থাৎ তাহারা যথেচ্ছাচার করে ॥ ৩ ॥ গোঁসাইয়ের মত গ্রহণ ছাড়া নাকি কোন দোষেরই নিবৃত্তি হয় না। এইরূপে গোঁসাইদিগের চেলারা সমর্পণ না করিয়া কোন বস্তু ভোগ করে না। তাই তাহাদের চেলারা নিজেদের স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ এবং ধন সামগ্রীও সমর্পণ করিয়া থাকে। সমর্পণের নিয়ম এই যে, গোঁসাই ঠাকুরের চরণসেবায় সমর্পিত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামী নিজের স্ত্রীকেও স্পর্শ করিবে না ॥ ৪ ॥ এই কারণে গোঁসাইদিগের চেলারা সমর্পণ করিবার পর নিজ নিজ ভোগ্য বস্তু সমূহ ভোগ করে। কারণ, স্বত্বাধিকারীর ভোগের পর আর সমর্পণ হইতে পারে না ॥ ৫ ॥ এই নিমিত্ত সকল কার্য্যে সকল বস্তু প্রথমে সমর্পণ করিতে হয়। ভার্য্যা প্রভৃতিকেও প্রথমে গোঁসাই ঠাকুরকে সমর্পণ করিয়া পরে গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে হরিকে সকল পদার্থ সমর্পণ করিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ॥ ৬ ॥ গোঁসাই মত ব্যতীত অন্য মতবিষয়ক কোন কথাও গোঁসাইদের চেলা-চেলীরা কখনও শুনিবে না এবং গ্রহণও করিবে না। তাহাদের এই রীতি প্রসিদ্ধ ॥ ৭ ॥ এইরূপে সকল বস্তু সমর্পণ করিয়া সকলের মধ্যে ব্রহ্মবুদ্ধি করিতে হয়। তৎপর যেমন গঙ্গায় অন্য জল মিলিত হইয়া গঙ্গারূপ হইয়া যায়, অপর মতে যাহা দোষ নিজ মতে তাহা গুণ হইয়া যায়। অতএব নিজ মতের গুণাবলী বর্ণন করিতে থাকিবে ॥ ৮ ॥

এখন দেখুন, গোঁসাইদিগের মত অন্য সকল মত অপেক্ষা অধিক স্বার্থপরতা পূর্ণ। ভাল, যদি কেহ গোঁসাইদিগকে জিজ্ঞাসা করে, "তোমরা ব্রহ্মের একটি লক্ষণও জান না, শিষ্য-শিষ্যাদিগের ব্রহ্মসম্বন্ধ কিরূপে করাইতে পারিবে ?" যদি বলে "আমরাই ব্রহ্ম, আমাদিগের সহিত সম্বন্ধ হইলেই ব্রহ্মসম্বন্ধ হয়", তাহা হইলে বলিতে হইবে "ব্রহ্মের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব একটিও তোমাদের মধ্যে নাই। তোমরা কি কেবল ভোগ-বিলাসের জন্য ব্রহ্ম হইয়া বসিয়াছ ? ভাল, তোমরা ত শিষ্য-শিষ্যাদিগকে তোমাদের নিকট সমর্পিত করাইয়া পবিত্র কর ; কিন্তু তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রবধূ প্রভৃতি অসমর্পিত থাকাতে, অপবিত্র থাকে কি না ? তোমরা অসমর্পিত বস্তুকে অপবিত্র মনে কর, তাহা হইলে অসমর্পিত মাতা-পিতা

হইতে উৎপন্ন বলিয়া তোমরা অপবিত্র নহ কেন? অতএব তোমাদের স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রবধূ প্রভৃতিকেও অন্যমতাবলম্বীদিগের নিকট সমর্পিত করা কর্ত্তব্য। যদি বল "না, না" তাহা হইলে তোমরাও অপর স্ত্রী, পুরুষ এবং ধন-সম্পত্তিকে সমর্পিত করা ও করান পরিত্যাগ কর। ভাল, এতদিন যাহা হইবার হইয়াছে, এখন ত মিথ্যা-প্রপঞ্চ প্রভৃতি কুকর্ম্মগুলি পরিত্যাগ কর। পরমেশ্বরোক্ত বেদবিহিত শ্রেষ্ঠ পন্থা অনুসরণ করিয়া মানবজীবন সফল কর এবং ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ ভোগ কর"।

আরও দেখুন! গোঁসাইগণ তাহাদের সম্প্রদায়কে পুষ্টিমার্গ বলে। পান ভোজন করা, পুষ্ট হওয়া, স্ত্রীলোকদিগের সংসর্গ এবং যথেষ্ট ভোগ-বিলাস করাকে পুষ্টিমার্গ বলা হয়। কিন্তু তাহাদিগকে বলা আবশ্যক, যখন তাহারা অত্যন্ত গুরুতর ভগন্দর প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া যন্ত্রণায় যেরূপ ছট্ ফট্ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা তাহারা জানে না? সত্য বলিতে হইলে, উহা "পুষ্টিমার্গ" নহে, কিন্তু "কুষ্ঠীমার্গ"। যেমন কুষ্ঠরোগীর দেহ হইতে সমস্ত ধাতু গলিয়া গলিয়া বহির্গত হয় এবং সে বিলাপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, ইহাদের লীলা-খেলার মধ্যেও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব তাহাদের পন্থাকে "নরকমার্গ" বলা সঙ্গত হইতে পারে। কারণ, দুঃখের নাম নরক এবং সুখের নাম স্বর্গ। গোঁসাইগণ এইরূপ মিথ্যাজাল রচনা করিয়া, দুর্ভাগা সরলপ্রকৃতি জনসাধারণকে জালে জড়িত করে এবং নিজদিগকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া সকলের স্বামী সাজিয়া বসে। ইহারা বলে—"যত দৈবী জীব গোলোক হইতে ইহলোকে আসিয়াছে, তাহাদের উদ্ধারের জন্য আমরা লীলা-পুরুষোত্তম রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যতদিন আমাদের উপদেশ গ্রহণ না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত গোলোক প্রাপ্তি ঘটিবে না। সে স্থানে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ, অপর সকলেই স্ত্রীলোক"। বাহবা, বাহবা! গোঁসাইদিগের মত কি চমৎকার!! তাহাদের শিষ্যগণ সকলেই হইবে গোপী! এখন ভাবিয়া দেখুন যে, যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী, তাহারই কত দুর্দ্দশা! কিন্তু যে স্থানে একজন পুরুষের পশ্চাতে কোটি কোটি স্ত্রীলোক লাগিয়া রহিয়াছে, তাহার দুঃখের কি সীমা-পরিসীমা আছে? যদি বল যে, শ্রীকৃষ্ণের শক্তি অনন্ত, তিনি সকলকে সন্তুষ্ট করেন। তাহা হইলে তাঁহার স্ত্রী অর্থাৎ যিনি স্বামিনী, তাঁহার শক্তিও শ্রীকৃষ্ণেরই তুল্য; কারণ

তিনি শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গিনী। যদি ইহলোকে স্ত্রী-পুরুষের কাম-চেষ্টা সমান, অথবা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক হয়, তাহা হইলে গোলোকেও তদ্রূপ হইবে না কেন? যদি তাহাই হয়, তবে অন্য স্ত্রীদের সহিত স্বামিনীর সম্ভবতঃ অনেক কলহ বিবাদ হইতে থাকিবে; কারণ সপত্নীভাব অত্যন্ত জঘণ্য। তাহাতে হয়ত গোলোক স্বর্গের পরিবর্ত্তে নরকবৎ হইয়াছে। আবার, বহুস্ত্রীগামী পুরুষ ভগন্দর প্রভৃতি রোগে পীড়িত থাকে; সম্ভবতঃ গোলোকেও তাহা হইয়া থাকিবে। ছি! ছি!! ছি!!! এমন গোলোক অপেক্ষা মর্ত্ত্যলোকই ভাল। দেখ! ইহলোকে যেমন গোসাঁই আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া, বহু স্ত্রীলোকের সহিত লীলা করে, তজ্জন্য ভগন্দর এবং প্রমেহাদি রোগে প্রীড়িত হইয়া মহাদুঃখ ভোগ করে, সেইরূপ বলুন, যাঁহার নিজ স্বরূপ গোঁসাই পীড়িত হয়, সেই গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণও এসকল রোগে পীড়িত কেন হইবেন না? তিনি পীড়িত না হইলে, যে গোঁসাই তাঁহার স্বরূপ, সে পীড়িত হয় কেন? (প্রশ্ন)—মর্ত্ত্যলোকে তিনি লীলাবতার ধারণ করেন বলিয়া রোগ এবং দোষাদি হইয়া থাকে, গোলোকে হয় না। কারণ, সেস্থানে রোগ দোষ নাই। (উত্তর)—"ভোগে রোগভয়ম্"; যেখানে ভোগ সেখানে রোগ অবশ্যই থাকে। আর, শ্রীকৃষ্ণের কোটি কোটি স্ত্রীর সন্তান হয় কি না? যদি হয়, তবে কি কেবল পুত্রই হয়, না কেবল কন্যাই হয়, না দুইই হয়? যদি বল যে, কেবল কন্যাই হয়, তবে তাহাদের বিবাহ কাহাদের সহিত হইয়া থাকে? সে স্থানে ত কৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোন পুরুষ নাই! যদি অন্য পুরুষ থাকে, তবে তোমার প্রতিজ্ঞাহানি হইল। যদি বল যে, কেবল পুত্রই হয়, তাহা হইলেও এই দোষই ঘটিবে যে, তাহাদের বিবাহ কোথায় এবং কাহাদের সহিত হইবে। যদি গৃহেই গোলযোগ সারিয়া লওয়া হয়, অথবা যদি কাহারও পুত্র অথবা কন্যা হয়, তাহা হইলেও তোমার "গোলোকে একই পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ"—এই প্রতিজ্ঞা-হানি হইল। যদি বল যে, সন্তান হয়ই না, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণে নপুংসকত্ব এবং স্ত্রীলোকে বন্ধ্যাত্ব দোষ আসিবে। ভাল, তবে এই গোলোক কিরূপ হইল? ইহা যেন দিল্লীর বাদশাহের বেগম-শিবির! গোঁসাইগণ যে শিষ্য-শিষ্যাদিগের দেহ-মন-ধন আপনাদিগকে অর্পিত করাইয়া গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাও উচিত কর্ম্ম নহে। কারণ, বিবাহের সময় পত্নী পতিকে এবং পতি পত্নীকে স্ব স্ব দেহ সমর্পণ করে।

পুনরায় মন অন্যকে সমর্পণ করা যায় না। কেবল মনের সহিতই শরীরের সমর্পণ হইতে পারে। সুতরাং এইরূপ সমর্পণ করিলে সে ব্যভিচারী হইবে। এখন অবশিষ্ট রহিল ধন। এ বিষয়েও এইরূপ লীলা-খেলা বুঝিতে হইবে। কেননা, মন ব্যতীত কিছুরই সমর্পণ হইতে পারে না। গোঁসাইদিগের অভিপ্রায় এই যে, উপার্জ্জন করিবে চেলারা, কিন্তু আনন্দভোগ করিবে তাহারা! বল্লভ সম্প্রদায়ভুক্ত গোঁসাইগণ কেহই তৈলঙ্গী জাতীয় নহে। কেহ তাহাদিগকে ভুল করিয়া কন্যাদান করিলে, সেও জাতিচ্যুত ও কলুষিত হয়। কারণ, গোঁসাইগণ জাতিচ্যুত, বিদ্যাহীন এবং তাহারা দিবারাত্র বিষয়ে আসক্ত থাকে। আরও দেখুন, যখন কেহ গোসাঁইদের প্রবেশোৎসব করে, তখন গোঁসাই তাহার গৃহে যাইয়া কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকে, কোন কথাও বলে না, কোন কার্য্যও করে না। সে দুর্ভাগা মূর্খ না হইলে কথা বলিতে পারিত। সুতরাং তাহার পক্ষে "মূর্খানাং বলং মৌনম্" অর্থাৎ মৌনই মূর্খদিগের বল, কেননা কথা বলিলে তাহার রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু গোঁসাই স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। সে যাহার দিকে তাকাইবে, তাহার বড়ই ভাগ্যোদয় হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। তজ্জন্য তাহার পতি, ভ্রাতা, বন্ধু এবং মাতা-পিতা অত্যন্ত প্রসন্ন হন। স্ত্রীলোকেরা গোঁসাই ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করে। যাহার প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হয় সে পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহার একটি অঙ্গুলী টিপিয়া দেয়। তখন সেই স্ত্রীলোক এবং তাহার পতি প্রভৃতি নিজেদিগকে ধন্য ও ভাগ্যবান্ মনে করে। তখন তাহার পতি আদি সকলে তাহাকে বলে, "তুই গোসাঁই ঠাকুরের চরণ সেবায় যা"। যে সকল স্থলে তাহার পতি আদি প্রসন্ন হয় না, সে সকল স্থলে দূতী এবং কুটনী দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি করা হয়। সত্য বলিতে গেলে, এরূপ কার্য্য করিবার জন্য গোসাঁইদের মন্দিরে এবং তাহাদের নিকটে অনেক স্ত্রীলোক থাকে।

গোঁসাইদের দক্ষিণা সম্বন্ধে এইরূপ লীলা খেলা হইয়া থাকে। তাহারা যাচ্ঞা করে,—"গোসাঁই ঠাকুরের ভেট আন; তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মন্ত্রী, প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা, ভৃত্য, গায়ক এবং ঠাকুরের জন্য পূজাসামগ্রী আনয়ন কর"। তাহারা এইরূপ সাত দোকান হইতে যথেষ্ট সামগ্রী আদায় করে। গোঁসাই ঠাকুরের কোন সেবকের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে তাহার বক্ষের উপর চরণ রাখে এবং যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়, তাহা আত্মসাৎ করে। ইহা কি মহাব্রাহ্মণ

এবং ডোম বা মুদ্দাফরাসের কার্য্য নহে? কোন কোন শিষ্য বিবাহের সময় গোসাঁই ঠাকুরকে আনাইয়া তাহার দ্বারাই পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। কোন কোন সেবক গোসাঁই ঠাকুরকে কেসর স্নান করায় অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষেরা গোঁসাই-ঠাকুরের শরীরে কেসর লেপন করিয়া একটি বৃহৎ পাত্রের মধ্যে পিঁড়ি পাতিয়া তাহাকে স্নান করায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরাই স্নান করাইয়া থকে। স্নানের পর গোসাঁই ঠাকুর পীতাম্বর পরিধান করিয়া, কাষ্ঠপাদুকা পরিয়া বাহিরে আসিলে তাহার বস্ত্র সেই পাত্রে নিক্ষেপ করা হয়। অনন্তর সেবকগণ সেই জলে আচমন করে। গোঁসাই ঠাকুরকে উত্তম মশলাযুক্ত একটি পানের খিলি দেওয়া হয়। সে উহা চর্ব্বণ করিয়া কিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ করিলে সেবকগণ তাহার মুখের নিকট একটি রৌপ্যের ডিবা ধরিয়া থাকে। তখন সে সেই চর্ব্বিত তাম্বুলের অবশিষ্টাংশ সেই পাত্রে নিক্ষেপ করে। উহাকে "প্রসাদী" বলিয়া সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ইহার নাম "খাস প্রসাদী"।

এখন ভাবিয়া দেখুন, যে এ সকল মনুষ্য কিরূপ! যে স্থানে মূঢ়তা এবং অনাচার থাকে সে স্থানে এরূপই হয়। অনেক গোঁসাই এইরূপ সমর্পণ গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণবদিগের হস্তেই ভোজন করে. অন্যের অন্ন ভোজন করে না। কেহ কেহ বৈষ্ণবদিগের হস্তেও ভোজন করে না, এমন কি কাষ্ঠ পর্য্যন্ত ধুইয়া গ্রহণ করে। কিন্তু আটা, গুড়, চিনি এবং ঘি প্রভৃতি ধৌত করে না, ধুইলে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং কি করা যায়, ধুইলে ত এসকল হাতছাড়া হয়। গোঁসাইগণ বলে, "আমরা ঠাকুরের রঙ্গ-রাগ এবং ভোগের জন্য অনেক ধন ব্যয় করি"; কিন্তু এসকল রঙ্গ-রাগ, ভোগ তাহারা নিজেরাই ভোগ করে। বাস্তবিক পক্ষে তাহাতে ভয়ানক অনর্থ হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ—দোলযাত্রার সময় পিচকারী ভরিয়া স্ত্রীলোকের গুপ্তাঙ্গে রং নিক্ষেপ করা হয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে দুগ্ধ-বিক্রয় নিষিদ্ধ, গোঁসাইগণ তাহাও করিয়া থাকে। (প্রশ্ন)—গোঁসাই-ঠাকুর রুটি, ডাল, দধিমিশ্রিত ব্যঞ্জন, ভাত, শাক, মিষ্টান্ন এবং লাড্ডু প্রভৃতি প্রকাশ্যভাবে বাজারে বসিয়া বিক্রয় করে না, কিন্তু ঐসকল ভৃত্যদিগের পাতায় ভাগ করিয়া দেয়, তাহারা বিক্রয় করে, গোঁসাইগণ করে না। (উত্তর)—গোঁসাইগণ ভৃত্যদিগকে মাসিক বেতন দিলে, তাহারা খাদ্য দ্রব্যের পাতা লইবে কেন? তাহারা ভৃত্যদিগকে বেতনের পরিবর্ত্তে ডাল ভাত প্রভৃতি দিয়া থাকে। তাহারা ঐসকল বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করে। গোঁসাইগণ স্বয়ং বাজারে বিক্রয় করিলে, তাহাদের ব্রাহ্মণ

ভৃত্যগণ দুগ্ধবিক্রয়রূপ পাপ হইতে রক্ষা পাইত এবং শুধু গোঁসাইগণ দুগ্ধবিক্রয়রূপ পাপের ভাগী হইত। কিন্তু, তাহারা প্রথমে এই পাপে নিমগ্ন হয়, পরে অপরকেও তন্মধ্যে নিমগ্ন করে। নাথদ্বারা প্রভৃতি স্থানে গোঁসাইগণ স্বয়ং এ সকল সামগ্রী বিক্রয় করিয়া থাকে। দুগ্ধবিক্রয় হীনের কর্ম্ম, শ্রেষ্ঠের নহে। এইরূপ লোকেরাই আর্য্যাবর্ত্তের অধোগতি আনয়ন করিয়াছে।

(প্রশ্ন)—স্বামী নারায়ণের মত কেমন? (উত্তর)—"যাদৃশী শীতলাদেবী তাদৃশো বাহনঃ খরঃ"। গোঁসাইদিগের ন্যায় স্বামী নারায়ণ মতাবলম্বীদিগেরও ধনহরণ প্রভৃতি বিচিত্র লীলা আছে। দেখুন, অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে সহজানন্দ নামক এক ব্যক্তির জন্ম হয়। ব্রহ্মচারীরূপে সে গুজরাট, কাঠিয়াবাড় এবং কচ্ছভুজ প্রভৃতি দেশে পর্য্যটন করিত। সে দেখিল যে, এদেশের লোক মূর্খ এবং সরল প্রকৃতির। ইহাদিগকে যেদিকে আকৃষ্ট করা যাইবে, সেই দিকেই আকৃষ্ট হইবে। সে এসকল স্থানে দুই চারিজন শিষ্য করিল। শিষ্যেরা একমত হইয়া ঘোষণা করিল যে সহজানন্দ নারায়ণের অবতার এবং সে একজন মহান্ সিদ্ধ পুরুষ। তিনি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তদিগকে সাক্ষাৎ দর্শন দান করেন। কাঠিয়াবাড় অঞ্চলে "দাদাখাচর" নামক একজন কৃষক জমিদার ছিলেন। স্বামী নারায়ণের শিষ্যগণ তাঁহাকে বলিল, "যদি আপনি চতুর্ভুজ নারায়ণ দর্শনের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরা সহজানন্দের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি"। তিনি বলিলেন "বেশ ভাল কথা"। তিনি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। সহজানন্দ একটি গৃহের মধ্যে মস্তকে মুকুট এবং দুই হস্তে শঙ্খ-চক্র ধারণ করিল। অপর এক ব্যক্তি তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিজের দুই হস্তে গদা-পদ্ম ধারণ করিয়া সহজানন্দের বগলের ভিতর দিয়া সম্মুখের দিকে হস্ত প্রসারিত করিল। এইরূপে সহজানন্দ চতুর্ভুজাকৃতি দেখাইতে লাগিল। স্বামী নারায়ণের শিষ্যগণ দাদাখাচরকে বলিল "একবার চক্ষু খুলিয়া দেখিবামাত্র চক্ষু মুদিত করিয়া এদিকে চলিয়া আসিবেন; অধিক দর্শন করিলে নারায়ণ ক্রুদ্ধ হইবেন"। শিষ্যদিগের মনে এই চিন্তা ছিল যে, তিনি তাহাদের কপটতা যেন পরীক্ষা করিতে না পারেন।

তাহারা দাদাখাচরকে লইয়া গেল। সহজানন্দ জরীর কাজকরা উজ্জ্বল রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া অন্ধকার গৃহে দণ্ডায়মান ছিল। তাহার

শিষ্যগণ সেই গৃহাভিমুখে লণ্ঠনের আলোক নিক্ষেপ করিল। দাদাখাচর তাকাইবামাত্র চতুর্ভুর্জ মূর্ত্তি দেখিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রদীপ আড়াল করিয়া দেওয়া হইল। তখন সকলে অবনত মস্তকে নমস্কার করিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। ইত্যবসরে শিষ্যগণ বলিতে লাগিল, "ধন্য আপনার ভাগ্য! আজ আপনি মহারাজের চেলা হইয়া পড়ুন"। তিনি বলিলেন, "বেশ ভাল কথা"। তখন তাহারা সকলে স্থানান্তরে গমন করিল। সেস্থানে তাহারা দেখিল যে, সহজানন্দ অন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া গদীর উপর উপবিষ্ট আছেন। তখন শিষ্যগণ বলিল "ঐ দেখুন! এখন অন্যরূপ ধারণ করিয়া এস্থানে বিরাজ করিতেছেন"। দাদাখাচর তাহাদের দলে আবদ্ধ হইলেন। তখন হইতে স্বামী নারায়ণ মত বদ্ধমূল হইল, কারণ, দাদাখাচর একজন বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার ছিলেন। সহজানন্দ সে স্থানেই স্বকীয় মতের ভিত্তি স্থাপন করিল। অনন্তর সহজানন্দ ইতস্ততঃ পর্যাটন করিয়া সকলকে উপদেশ দান করিতে লাগিল। সে অনেককে সাধুও করিল। কখনও কখনও কোন কোন সাধুর কণ্ঠনালী মর্দ্দন করিয়া তাহাকে মূর্চ্ছিত করিয়া দিত এবং সকলকে বলিত, "আমি ইহাকে সমাধিতে চড়াইয়াছি"। এইরূপ ধূর্ত্ততা করিয়া সে কাঠিয়াবাড়ের সরল প্রকৃতির লোকদিগকে তাহার চক্রে আবদ্ধ করিল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার শিষ্যগণ অনেক ভণ্ডামী এবং ছল-চাতুরী অবলম্বন করিল। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত উপযোগী হইতে পারে—

একজন লোক চুরি করিবার সময় ধরা পড়ে। বিচারক তাহাকে নাসা-কর্ণচ্ছেদনের দণ্ড দিল। তাহার নাসিকা ছেদন করা হইলে সে ধূর্ত্ত নাচিতে, গাহিতে এবং হাসিতে লাগিল। লোক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি হাসিতেছ কেন"? সে বলিল, "তাহা বলিবার কথা নহে"। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, "এমন কি কথা? সে বলিল "বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, আমি এমন কখনও দেখি নাই"। লোকেরা বলিল, "কি কথা বল"। সে বলিল, "আমি সম্মুখে সাক্ষাৎ চতুর্ভুজ নারায়ণকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি এবং নাচিয়া গাহিয়া নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, আমি সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতেছি"। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের দর্শন হয় না কেন?" সে বলিল, "নাসিকা অন্তরায় রহিয়াছে; নাসিকা ছেদন করিলেই নারায়ণের দর্শন পাইবে, নতুবা নহে"। জনতার মধ্যে কোন মূর্খ ইচ্ছা করিল যে, নাসিকা যায় যাউক কিন্তু নারায়ণের

দর্শনলাভ করিতেই হইবে। সে বলিল, "আমারও নাসিকা ছেদন করিয়া আমাকে নারায়ণ দেখাও"। সেই ধূর্ত্ত তাহার নাসিকা ছেদন করিয়া কাণে কাণে বলিল, "তুমিও বল যে নারায়ণ দেখিতেছি, নতুবা তোমার এবং আমার উভয়েরই উপহাস হইবে"। সেও ভাবিল, এখন নাসিকা ত আর আসিবে না, সুতরাং এরূপ করাই সঙ্গত। তখন সেও সে স্থানে সেই ধূর্ত্তের মত নাচিতে, লাফাইতে, গাহিতে, বাজাইতে এবং হাসিতে লাগিল ও বলিল, "আমিও নারায়ণ দেখিতেছি"। এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক সহস্র লোক তাহাদের দলে যোগদান করিল। তাহাতে অত্যন্ত হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়ের নাম "নারায়ণদর্শী" রাখিল। কোন মূর্খ রাজা তাহা শুনিয়া তাহাদিগকে ডাকাইলেন। রাজা তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহারা অত্যন্ত নাচিতে, লাফাইতে এবং হাসিতে হাগিল। "রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি"? তাহারা বলিল, "আমরা সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখিতেছি"। রাজা বলিলেন, "আমি দেখিতেছি না কেন"? নারারণদর্শী বলিল, "যতক্ষণ নাসিকা আছে ততক্ষণ দেখা যাইবে না। নাসিকা ছেদন করাইলেই নারায়ণ প্রত্যক্ষ দেখিবেন"। রাজা তাঁহাদের কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং বলিলেন, "জ্যোতিষী মহাশয়! মুহূর্ত্ত দেখুন"। উত্তরে জ্যোতিষী বলিলেন, "যে আজ্ঞা, অন্নদাতা! দশমীর দিন প্রাতঃকাল আট ঘটিকার সময়, নাসিকা ছেদন এবং নারায়ণ দর্শনের উৎকৃষ্ট মুহূর্ত্ত"। বাহবা পোপ! নিজের পুঁথীতে নাসিকা ছেদন করার ও করাইবার মুহূর্ত্তও লিখিয়া দিয়াছ! রাজার ইচ্ছানুসারে যখন উক্ত এক সহস্র নাককাটার জন্য ভোজনের ব্যবস্থা দেওয়া হইল, তখন তাহারা অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে নাচিতে, লাফাইতে এবং গাহিতে লাগিল। কিন্তু ইহা রাজার দেওয়ান প্রমুখ কোন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ভাল মনে হইল না। রাজার নব্বই বৎসর বয়স্ক চারি পুরুষের একজন দেওয়ান ছিলেন। সে সময়ে তাঁহার প্রপৌত্র দেওয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ দেওয়ানের নিকট যাইয়া তাঁহাকে সেই বিষয় জানাইলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, "ইহারা ধূর্ত্ত, তুমি আমাকে রাজার নিকট লইয়া চল"। তিনি লইয়া গেলেন। বৃদ্ধ বসিতেই রাজা অত্যন্ত আনন্দের সহিত নাক-কাটাদিগের বিষয় বিবৃত করিলেন। বৃদ্ধ দেওয়ান বলিলেন, "শুনুন মহারাজ! এত শীঘ্র কিছু করা উচিত নহে। পরীক্ষা না করিলে অনুতাপ করিতে হয়। (রাজা)—এই এক সহস্র লোক কি মিথ্যা কথা বলিতেছে? (দেওয়ান)—

সত্য বলিতেছে কি মিথ্যা বলিতেছে, পরীক্ষা ব্যতীত কিরূপে বলিতে পারেন ? (রাজা)—কিরূপে পরীক্ষা করা আবশ্যক ? (দেওয়ান)—বিদ্যা, সৃষ্টিক্রম এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা। (রাজা)—যে ব্যক্তি এ সকল বিষয় অধ্যয়ন করে নাই, সে কিরূপে পরীক্ষা করিবে ? (দেওয়ান)—বিদ্বান্‌দিগের সংসর্গে জ্ঞানোন্নতি দ্বারা। (রাজা)—যদি বিদ্বান্ পাওয়া না যায়, তবে ? (দেওয়ান)—পুরুষকার সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কিছুই দুর্লভ নহে। (রাজা)—আপনিই বলুন, কি করা যাইতে পারে ? (দেওয়ান)—আমি বৃদ্ধ, গৃহেই থাকি, অল্প কয়েক দিন মাত্র বাঁচিব ; অতএব আমিই প্রথমে পরীক্ষা করিয়া লই, তাহার পর যেরূপ উচিত মনে হইবে, সেরূপ করিবেন। (রাজা)—অতি উত্তম কথা। জ্যোতিষী মহাশয় ! দেওয়ানের জন্য মুহূর্ত্ত দেখুন। (জ্যোতিষী) —যে আজ্ঞা মহারাজ ! এই শুক্লা পঞ্চমীর দিন দশ ঘটিকার সময় উত্তম মুহূর্ত্ত। পঞ্চমীর দিবসে বৃদ্ধ দেওয়ান বেলা আট ঘটিকার সময়, রাজাকে বলিলেন যে, দুই-এক সহস্র সৈন্য লইয়া যাত্রা করা আবশ্যক। (রাজা) —সেস্থানে সৈন্যের প্রয়োজন কি ? (দেওয়ান)—আপনি রাজ্য-ব্যবস্থা অবগত নহেন ; আমি যেরূপ বলিতেছি সেরূপ করুন। রাজা সেনা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ দিলেন এবং সার্দ্ধ নয় ঘটিকার সময় সকলকে লইয়া যাত্রা করিলেন। নাককাটা তাঁহাকে দেখিয়া নাচিতে এবং গাহিতে লাগিল। রাজা উপবেশন করিলে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে যাহার নাসিকা ছিন্ন হইয়াছিল এবং যে উক্ত সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, সেই মোহন্তকে ডাকিয়া বলা হইল, "আজ আমাদের দেওয়ানকে নারায়ণ দর্শন করাইয়া দিন"। মোহন্ত বলিল, "আচ্ছা" ! দশ ঘটিকার সময় এক ব্যক্তি দেওয়ানের নাকের নিম্নে থালা ধরিয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা তাঁহার নাসিকা ছেদন করিয়া থালায় নিক্ষেপ করিল। দেওয়ানের নাক হইতে রক্তের ধারা ছুটিতে লাগিল। দেওয়ানের মুখ মলিন হইল। তখন সেই ধূর্ত্ত দেওয়ানের কর্ণে মন্ত্রোপদেশ প্রদান করিল, "আপনিও হাসিয়া সকলকে বলুন যে, আপনিও নারায়ণ দর্শন করিতেছেন। ছিন্ন নাসিকা ত আর ফিরিয়া পাইবেন না। তাহা না করিলে, আপনার বড়ই উপহাস হইবে ; সকলে আপনার কথা লইয়া হাস্য করিবে"। সে এই বলিয়া চলিয়া গেলে, দেওয়ান গামোছা লইয়া নাসিকা চাপা দিলেন। রাজা দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নারায়ণ দেখিতে-ছেন কি না বলুন"। দেওয়ান রাজার কাণে কাণে বলিলেন, "কিছুই দেখিতেছি

না; এই ধূর্ত্ত অনর্থক এক সহস্র মনুষ্যকে নষ্ট করিয়াছে"। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করা কর্ত্তব্য"? তিনি বলিলেন, "ইহাদিগকে ধৃত করিয়া কঠোর দণ্ড দান করা এবং যাবজ্জীবন কারাগারে বদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। আর যে দুর্বৃত্ত এসকল লোককে নষ্ট করিয়াছে, তাহাকে গাধার পীঠে চড়াইয়া নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া বধ করা কর্ত্তব্য"। যখন রাজা এবং দেওয়ান কাণে কাণে কথা বলিতেছিলেন, তখন ধূর্ত্তগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু চতুর্দিক্ সৈন্যবেষ্টিত থাকায় পলায়ন করিতে সমর্থ হইল না। রাজা আদেশ দিলেন, এসকল লোককে ধৃত করিয়া 'বেড়ী' দাও, এবং এই দুর্বৃত্তের মুখে কালি মাখাইয়া ইহাকে গাধার পীঠে চড়াও। ইহার গলায় ছিন্ন জুতার মালা পরাইয়া ইহাকে সর্ব্বত্র ঘুরাও। বালকেরা ইহার উপর ধূলি-ভস্ম নিক্ষেপ করুক। ইহাকে চতুষ্পথের মোড়ে মোড়ে জুতার দ্বারা প্রহার করাও এবং কুকুরদ্বারা দংশন করাইয়া বধ কর। তাহা না করিলে, অন্যেরাও এইরূপ কুকর্ম্ম করিতে ভয় পাইবে না"। এইরূপ করিবার পর "নাককাটা-সম্প্রদায়" বিলুপ্ত হইল। বেদবিরোধিগণ এইরূপে পরস্ব হরণ করিতে অতিশয় চতুর। ইহাই সম্প্রদায়ীদিগের লীলা-খেলা।

স্বামী নারায়ণের মতাবলম্বিগণও পরস্ব হরণ করে, ছলকপটতাপূর্ণ কার্য্য করে এবং বহু মূর্খকে মৃত্যুকালে এই বলিয়া বিভ্রান্ত করে,—"সহজানন্দ শ্বেতবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তোমাকে মুক্তিধামে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন; তিনি প্রত্যহ এই মন্দিরে একবার করিয়া আসিয়া থাকেন"। মেলার সময় পূজারীগণ মন্দিরের ভিতর থাকে। নীচে দোকান সাজাইয়া রাখা হয়। মন্দির হইতে দোকানে যাইবার একটি ছিদ্র-পথ থাকে। কেহ নারিকেল সমর্পণ করিলে, উহা দোকানে নিক্ষেপ করা হয় অর্থাৎ এইরূপ একটি নারিকেল দিনের মধ্যে এক সহস্র বার বিক্রয় করা হয়। অন্যান্য সামগ্রীও এইরূপে বিক্রয় করা হয়। যে সাধু যে শ্রেণীর, তাহার দ্বারা তদ্রূপ কার্য্যই করান হইয়া থাকে। নাপিত হইলে নাপিতের, কুম্ভকার হইলে কুম্ভকারের, শিল্পী হইলে শিল্পীর, বণিক্ হইলে বণিকের এবং শূদ্র হইলে শূদ্রের কার্য্য করান হইয়া থাকে।

ইহারা নিজেদের শিষ্যদিগের উপর এক প্রকার কর (ট্যাক্স) ধার্য্য করিয়াছে এবং প্রতারণা দ্বারা লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা সঞ্চয় করিয়াছে ও করিতেছে। যে ব্যক্তি গদীতে বসে, সে গৃহস্থ হয়, বিবাহ করে এবং অলঙ্কারাদি পরিধান

করে। যখন কোন স্থানে প্রবেশোৎসব হয়, তখন গোকুলিয়াদিগের ন্যায় গোঁসাই ঠাকুর তাহার স্ত্রীর নামে পূজা-সামগ্রী লয়। ইহারা আপনাদিগকে "সৎসঙ্গী" এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে "কুসঙ্গী" বলে। নিজেরা ছাড়া অপর কেহ যতই উত্তম, ধাৰ্ম্মিক এবং বিদ্বান্ হউন না কেন, ইহারা কাহারও সম্মান এবং সেবা কখনও করে না। কারণ, ইহাদের মতে ভিন্নমতাবলম্বীর সেবা পাপজনক। ইহাদের সাধুরা প্রকাশ্যভাবে স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করে না কিন্তু গোপনে কি লীলা-খেলা করে তাহা কে জানে? ইহাদের খ্যাতি সর্ব্বত্র কমিয়াছে। স্থলবিশেষে সাধুদের পরস্ত্রীগমন প্রভৃতি লীলা-খেলাও প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাহার মৃতদেহ গুপ্ত কূপে নিক্ষেপ করিয়া রটাইয়া দেয় যে, "অমুক সাধু সদেহে বৈকুণ্ঠে চলিয়া গিয়াছেন। সহজানন্দ আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন। আমরা এই বলিয়া অনেক প্রার্থনা করিলাম—"ভগবান্! ইঁহাকে লইয়া যাইবেন না; কারণ, এই মহাত্মা এস্থানে থাকিলেই ভাল হয়। সহজানন্দ বলিলেন, "না, এখন বৈকুণ্ঠে ইঁহার বিশেষ প্রয়োজন আছে; তজ্জন্য ইঁহাকে লইয়া যাইতেছি"। আমরা স্বচক্ষে সহজানন্দকে দেখিয়াছি; তাঁহার বিমানও দেখিয়াছি। তিনি মুমূর্ষুদিগকে বিমানে করিয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে উর্দ্ধে লইয়া গেলেন"। যখন কোন সাধু পীড়িত হয় এবং তাহার জীবনের আশা থাকে না, তখন সে বলে, "আমি কাল রাত্রে বৈকুণ্ঠে গমন করিব"। শুনা যায় যে, যদি সেই রাত্রিতে তাহার মৃত্যু না হয় এবং সে মূৰ্চ্ছিত অবস্থায় থাকে, তবে তাহাকেও কূপে নিক্ষেপ করা হয়। এইরূপ করিবার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সেই রাত্রিতে নিক্ষেপ করা না হইলে, তাহাকে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। সেইরূপ কোন গোকুলিয়া গোঁসাইয়ের মৃত্যু হইলে, তাহার চেলারা বলে, "গোঁসাই-ঠাকুর লীলা-বিস্তার করিয়া গিয়াছেন"। স্বামী নারায়ণ মতাবলম্বী এবং গোঁসাইদিগের মন্ত্র একই, যথা—শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম"। এই মন্ত্রের অর্থ করা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ আমার শরণ অর্থাৎ আমি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছি। কিন্তু ইহার অর্থ, শ্রীকৃষ্ণ আমার শরণাগত' শরণপ্রাপ্ত, এইরূপও হইতে পারে। এসকল সম্প্রদায় মূর্খতাবশতঃ অর্থহীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ বাক্য রচনা করে, কারণ ইহাদের কিছুমাত্র বিদ্যা নাই।

(প্রশ্ন)—মাধ্ব মত ভাল ত? (উত্তর)—মাধ্বমতাবলম্বিগণও অপর

মতাবলম্বীদিগের ন্যায়। ইহারাও চক্রাঙ্কিত হইয়া থাকে। ইহাদের ও চক্রাঙ্কিতদের মধ্যে এই পার্থক্য—রামানুজী মাত্র একবার চক্রাঙ্কিত হয় কিন্তু মাধ্ব প্রতি বর্ষে একবার করিয়া চক্রাঙ্কিত হয়। চক্রাঙ্কিতগণ ললাটে পীতবর্ণ রেখা এবং মাধ্বগণ কৃষ্ণবর্ণ রেখা অঙ্কিত করে। জনৈক মাধ্ব পণ্ডিতের সহিত কোন এক মহাত্মার শাস্ত্রবিচার হইয়াছিল। (মহাত্মা)—তুমি এই কৃষ্ণবর্ণ রেখা এবং তিলক ধারণ করিয়াছ কেন? (শাস্ত্রী)—এসকল ধারণ করাতে আমি বৈকুণ্ঠে যাইব। আর শ্রীকৃষ্ণের শরীর কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলিয়া আমরা কৃষ্ণবর্ণ তিলক ধারণ করিয়া থাকি। (মহাত্মা)—যদি কৃষ্ণরেখা এবং তিলক ধারণ করিলে বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়, তবে সমস্ত মুখ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিলে কোথায় যাওয়া যাইবে? তবে কি বৈকুণ্ঠও অতিক্রম করা যাইবে? যদি শ্রীকৃষ্ণের শরীর কৃষ্ণবর্ণ ছিল, তবে তোমারও সমস্ত শরীর কৃষ্ণবর্ণ কর, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তোমাদের সাদৃশ্য হইতে পারে। অতএব মাধ্ব মতও পূর্ব্বোক্ত মত সমুহের সদৃশ।

(প্রশ্ন)—লিঙ্গাঙ্কিত মত কিরূপ? (উত্তর)—লিঙ্গাঙ্কিতগণ চক্রাঙ্কিতদিগের ন্যায়। চক্রাঙ্কিতগণ চক্রদ্বারা চিহ্নিত হয় এবং লিঙ্গাঙ্কিতগণ লিঙ্গাকৃতি দ্বারা চিহ্নিত হইয়া থাকে। চক্রাঙ্কিতগণ যেমন নারায়ণ ব্যতীত অপর কাহাকেও মানে না, তাহারাও সেইরূপ মহাদেব ব্যতীত অপর কাহাকেও মানে না। লিঙ্গাঙ্কিতদিগের বিশেষত্ব এইযে তাহারা একটি প্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গকে স্বর্ণ অথবা রৌপ্যমণ্ডিত করিয়া গলদেশে সংলগ্ন রাখে এবং জলপান করিবার সময় সেই লিঙ্গকে দেখাইয়া পান করে। তাহাদের মন্ত্রও শৈবদিগের মন্ত্র সদৃশ।

ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনা সমাজের দোষ-গুণ বর্ণন॥

(প্রশ্ন)—ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনাসমাজ ভাল কি না? (উত্তর)—কোন কোন বিষয়ে ভাল এবং বহু বিষয়ে মন্দ। (প্রশ্ন)—ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনা সমাজ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহাদের নিয়ম অতি উত্তম। (উত্তর)—সর্ব্বাংশে উত্তম নহে; কারণ, বেদবিদ্যাহীন লোকদিগের কল্পনা সর্ব্বথা সত্য কিরূপে হইতে পারে? ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনাসমাজ অল্পসংখ্যক লোককে খৃষ্টান মতের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন; পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজাও কতক পরিমাণে দূর করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে অন্যান্য অলীক গ্রন্থজাল

হইতেও কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন। এ সকল ভাল কথা। (১) কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে স্বদেশ-ভক্তি নিতান্ত বিরল। ইঁহারা খৃষ্টান-আচার অনেক গ্রহণ করিয়াছেন; পানভোজন এবং বিবাহাদির নিয়মও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। (২) স্বদেশের প্রশংসা অথবা পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব করা ত দূরে থাকুক, বরং তৎপরিবর্ত্তে শতমুখে নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বক্তৃতায় ইংরেজ প্রভৃতি খৃষ্টানদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন কিন্তু ব্রহ্মাদি মহর্ষিদিগের নামও উল্লেখ করেন না। প্রত্যুত তাঁহারা বলেন যে, সৃষ্টিতে আজ পর্য্যন্ত ইংরেজ ব্যতীত অপর কেহ বিদ্বান্ হয় নাই; আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ চিরকাল মূর্খ ছিলেন এবং তাঁহাদের কখনও উন্নতি হয় নাই। (৩) তাঁহারা বেদাদির প্রশংসা করা ত দূরে থাকুক, নিন্দা করিতেও পরাঙ্মুখ হন না। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় পুস্তকে সাধুদিগের গণনায় "ঈশা", "মূসা", "মহম্মদ", "নানক" এবং "চৈতন্য" লিখিত আছে। কোন ঋষি মহর্ষির নামও নাই। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, যাঁহাদের নাম লিখিত আছে, ইঁহারা তাঁহাদেরই মতানুযায়ী। যদিও উক্ত সমাজের সভ্যগণ আর্য্যাবর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এদেশেরই অন্ন-জল গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তথাপি মাতাপিতা পিতামহের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় মতের দিকে অধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকেন এবং এতদ্দেশীয় সংস্কৃত বিদ্যায় অনভিজ্ঞ হইয়াও আপনাদিগকে বিদ্বান্ বলিয়া প্রকাশ করেন। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়া পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়া সহসা মতবিশেষ প্রচার করা কিরূপে স্থায়ী উন্নতিবিধায়ক কার্য্য হইতে পারে?

(৪) তাঁহারা ইংরেজ, যবন এবং অন্ত্যজ প্রভৃতির সহিতও পানভোজন সম্পর্কে কোন ভেদাভেদ রাখেন না। তাঁহারা সম্ভবতঃ বুঝিয়া থাকিবেন যে, সকলের সহিত পানভোজন করিলেই এবং জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া দিলেই তাঁহাদের এবং তাঁহাদের দেশের সংস্কার হইবে। কিন্তু এসকল কার্য্যদ্বারা সংস্কারের পরিবর্ত্তে বিকারই ঘটিয়া থাকে। (৫)—(প্রশ্ন)—জাতিভেদ ঈশ্বর কৃত না মনুষ্যকৃত? জাতিভেদ ঈশ্বরকৃত ও মনুষ্যকৃত দুইই। (প্রশ্ন)—ঈশ্বরকৃতই বা কিরূপ, মনুষ্যকৃতই বা কিরূপ? (উত্তর)—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ এবং জলচর প্রভৃতি জাতি পরমেশ্বরকৃত। যেমন পশুর মধ্যে গো, অশ্ব এবং হস্তী প্রভৃতি; বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, বট এবং আম্র প্রভৃতি; পক্ষীর মধ্যে হংস, কাক এবং বক প্রভৃতি এবং জলজন্তুর মধ্যে মৎস্য, কুম্ভীর প্রভৃতি—এইরূপ জাতিভেদ আছে, সেইরূপ মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্ত্যজ প্রভৃতি জাতিভেদ ঈশ্বরকৃত। পরন্তু মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতি সামান্য নহে, কিন্তু সামান্য বিশেষাত্মক রূপে পরিগণিত। পূর্ব্বে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা প্রসঙ্গে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ গুণ-কর্ম্ম স্বভাব দ্বারাই বর্ণ ব্যবস্থা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রাদি বর্ণের পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা রাজা এবং বিদ্বান্‌দিগের কর্ত্তব্য। ইহাই মনুষ্যকৃত। আহার্য্যভেদও ঈশ্বরকৃত এবং মনুষ্যকৃত। সিংহ মাংসাহারী, কিন্তু গণ্ডার, মহিষ প্রভৃতি তৃণভোজী। এই ব্যবস্থা ঈশ্বরকৃত, কিন্তু দেশ-কাল-বস্তু ভেদে আহার্য্যভেদ মনুষ্যকৃত। (প্রশ্ন)—দেখুন! য়ুরোপীয়গণ বুট জুতা, কোট, পেন্টলুন পরিধান করেন এবং হোটেলে সকলের হস্তে ভোজন করেন; তজ্জন্য তাঁহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। (উত্তর)—ইহা আপনাদের ভুল, কারণ মুসলমান এবং অন্ত্যজগণের সকলের হস্তে ভোজন করা সত্ত্বেও উন্নতি হয় না কেন? য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই; বালক-বালিকাদের মধ্যে বিদ্যা ও সুশিক্ষার প্রচলন আছে। তাঁহাদের মধ্যে স্বয়ংবর বিবাহ প্রচলিত আছে, তাঁহারা অসৎলোকের উপদেশ গ্রহণ করেন না; বিদ্বান্ হইয়া তাঁহারা যাহার তাহার ভ্রান্ত মতে আবদ্ধ হন না; সভাস্থলে সকলে পরস্পর বিচার পূর্ব্বক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া তাহা সম্পাদন করেন; স্বজাতির উন্নতির জন্য দেহ-মন-ধন নিয়োজিত করেন এবং আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা উদ্যোগ করিতে থাকেন। দেখুন! তাঁহারা আদালত এবং কার্য্যালয়ে স্বদেশনির্ম্মিত জুতা লইয়া যাইতে অনুমতি করেন, কিন্তু এতদ্দেশীয় জুতা লইয়া যাইতে দেন না। এতদ্দ্বারা বুঝিয়া লইবেন যে, তাঁহারা স্বদেশ নির্ম্মিত জুতার যত দূর সম্মান করেন, ভিন্ন দেশীয় মনুষ্যেরও ততদূর সম্মান করেন না। দেখুন! একশত বৎসরের কিছু অধিক হইল, য়ুরোপীয়গণ এদেশে আসিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহারা স্বদেশে যেরূপ মোটা বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন, আজ পর্য্যন্ত সেইরূপ বস্ত্রই পরিধান করিতেছেন। তাঁহারা স্বদেশের রীতি নীতি পরিত্যাগ করেন নাই; কিন্তু আপনারা অনেকে তাঁহাদের অনুকরণ করিয়াছেন। এই হেতু আপনারা নির্ব্বোধ, আর তাঁহারা বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচিত হন। অনুকরণ করা কোন বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। তাঁহারা যে কোনও কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহা যথোচিত সম্পাদন করেন; সর্ব্বদা আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকেন এবং বাণিজ্যাদিতে স্বদেশবাসীদিগের সহায়তা করেন। এসকল উত্তম গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাদের

উন্নতি হয়। তাঁহারা বুট জুতা, কোট, পেণ্টলুন পরিধান; হোটেলে পান ভোজনাদি সাধারণ ও গর্হিত কার্য্য দ্বারা উন্নত হন নাই। য়ুরোপীয়দিগের মধ্যেও জাতিভেদ আছে। দেখুন! যে কোন উচ্চপদস্থ ও উচ্চাধিকারী য়ুরোপীয়ই হউন না কেন, তিনি যদি ভিন্ন দেশীয় বা ভিন্ন মতাবলম্বীর কন্যাকে বিবাহ করেন, অথবা যদি কোন য়ুরোপীয়ের কন্যার সহিত কোন ভিন্নদেশীয় পুরুষের বিবাহ হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অন্যেরা তাঁহাদের সহিত নিমন্ত্রণ, সহভোজন এবং বিবাহাদির সম্বন্ধ বন্ধ করে। ইহা জাতিভেদ নহে, তবে কি? আপনারা সরলপ্রকৃতি; তাই আপনাদিগকে এই বলিয়া বিভ্রান্ত করা হয় যে, তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। আপনারাও মূর্খতাবশতঃ তাহা বিশ্বাস করেন।

অতএব যাহা কিছু করিতে হইবে, তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক করা উচিত, যেন পরে অনুতাপ করিতে না হয়। দেখুন! রোগীর জন্যই চিকিৎসক এবং ঔষধের প্রয়োজন, নীরোগের জন্য নহে। যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারা নীরোগ; যাঁহারা বিদ্যাহীন তাঁহারা অবিদ্যারোগগ্রস্ত। সেই রোগ দূর করিবার জন্য সত্য বিদ্যা এবং সত্যোপদেশের প্রয়োজন। এতদ্দেশীয়দিগের রোগ এই যে, তাহারা অবিদ্যাবশতঃ মনে করে যে, পান-ভোজন দ্বারাই ধর্ম্ম থাকে এবং যায়। কাহাকেও পান ভোজন বিষয়ে অনাচার করিতে দেখিলে তাহারা বলে যে, ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেহ তাহার কথা শুনে না, তাহার নিকট বসে না এবং তাহাকে নিকটে বসিতেও দেয় না।

এখন বলুন, আপনাদের বিদ্যা কি স্বার্থের জন্য না পরার্থের জন্য? যদি আপনাদের বিদ্যা দ্বারা ঐ সব অবিদ্যাগ্রস্ত লোকেরা লাভবান হয়, তবেই তাহা পরমার্থ। যদি বলেন, "তাহারা গ্রহণ করে না, আমরা কি করিব"? ইহা আপনাদের দোষ, তাহাদের নহে। কারণ আপনারা সদাচারী হইলে তাহারা আপনাদের সংসর্গে আসিয়া উপকৃত হইত। কিন্তু আপনারা সহস্র লোকের হিত তুচ্ছ করিয়া শুধু নিজেরা সুখভোগ করিয়াছেন। ইহা আপনাদের গুরুতর অপরাধ। কারণ পরের হিতসাধনকে ধর্ম্ম এবং পরের অনিষ্ট সাধনকে অধর্ম্ম বলে। অতএব অজ্ঞদিগকে দুঃখসাগর হইতে পার করিবার জন্য বিদ্বান্‌দিগের পক্ষে যথাযোগ্য আচরণ দ্বারা নৌকাস্বরূপ হওয়া কর্ত্তব্য। সর্ব্বথা মূর্খের ন্যায় কার্য্য করা উচিত নহে; কিন্তু যাহাতে প্রত্যহ তাহাদের এবং আপনাদের ক্রমশঃ উন্নতি হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য।

(প্রশ্ন)—আমরা কোন পুস্তককে ঈশ্বরকৃত অথবা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া স্বীকার করি না, কারণ মানব-বুদ্ধি অভ্রান্ত নহে। অতএব মনুষ্যপ্রণীত সমস্ত গ্রন্থই ভ্রান্ত। এই জন্য আমরা সকল গ্রন্থ হইতে সত্য গ্রহণ এবং অসত্য বর্জ্জন করি। বেদ, বাইবেল, কোরাণ অথবা যে কোন গ্রন্থই হউক না কেন, সর্ব্বত্র সত্যই আমাদের পক্ষে গ্রহণীয়, কোন গ্রন্থের অসত্য গ্রহণীয় নহে। (উত্তর)—যে যুক্তির দ্বারা আপনারা সত্যগ্রাহী হইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহাই আপনাদিগকে অসত্যগ্রাহী প্রতিপন্ন করিতেছে। কারণ যখন কোন মনুষ্যই অভ্রান্ত নহে, তখন আপনারাও মনুষ্য বলিয়া ভ্রান্ত। মনুষ্যের বাক্য সর্ব্বাংশে প্রমাণ নহে, সুতরাং আপনাদের বাক্যও বিশ্বাসযোগ্য নহে। আপনাদের বাক্য সর্ব্বথা বিশ্বাস করা উচিত নয় বরং তাহা বিষাক্ত অন্নের ন্যায় পরিত্যাজ্য। অতএব আপনাদের রচিত ব্যাখ্যা-গ্রন্থগুলি কাহারও পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না। "চতুর্ব্বেদী মহাশয় ষড়্‌বেদী হইতে গিয়া নিজের দুইবেদ হারাইয়া দ্বিবেদী হইয়া পড়িলেন"। অপর সকলের ন্যায় আপনারাও সর্ব্বজ্ঞ নহেন। সময় বিশেষে হয়ত আপনারাও ভ্রমবশতঃ অসত্য গ্রহণ এবং সত্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এইজন্য আমাদের ন্যায় অল্পজ্ঞদিগের পক্ষে পরমাত্মার বচনেরই সহায়তা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বেদ বিষয়ক ব্যাখ্যানে যেরূপ লিখিয়া আসিয়াছি, আপনাদেরও সেরূপ স্বীকার করা উচিত; নতুবা "যতো ভ্রষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ" হইতে হইবে। যেহেতু বেদে সকল সত্য পাওয়া যায় এবং তাহাতে অসত্যের লেশমাত্র নাই, অতএব বেদ গ্রহণ সম্বন্ধে সংশয় করা কেবল নিজের ও পরের অনিষ্ট করা মাত্র। এই কারণেই আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ আপনাদিগকে তাঁহাদের নিজের বলিয়া মনে করেন না এবং আপনারাও আর্য্যাবর্ত্তের উন্নতির কারণ হইতে পারেন নাই। আপনারা যেন সব ঘরের ভিক্ষুক প্রতিপন্ন হইয়া মনে করিয়াছেন, "আমরা এইরূপে নিজেদের এবং অপর সকলের হিতসাধন করিব" কিন্তু তাহা করিতে পারিবেন না। কোন সন্তানের মাতাপিতা সংসারের সকল সন্তানের পালন-ভার গ্রহণ করিলে সকলের পালন ত অসম্ভব হয়ই, অধিকন্তু নিজ সন্তানও বিনষ্ট হয়; আপনাদের সেই অবস্থা। ভাল, বেদাদি সত্যশাস্ত্র সমূহ স্বীকার না করিয়া আপনারা কি কখনও আপনাদের বাক্যের সত্যতা এবং অসত্যতা পরীক্ষা করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইবেন? এ দেশের যে রোগ হইয়াছে, তাহার ঔষধ আপনাদের নিকট নাই। য়ুরোপীয়গণ আপনাদের অপেক্ষা রাখেন

না এবং আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ আপনাদিগকে ভিন্ন মতাবলম্বীর সদৃশ মনে করেন। এখনও যদি আপনারা বুঝিয়া বেদাদি শাস্ত্র মান্য করেন এবং তদ্দ্বারা দেশের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হন, তবেই আপনাদের কল্যাণ হইবে। আপনারা বলেন যে, সমস্ত সত্য পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। তাহা হইলে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক ঋষিদিগের আত্মায় প্রকাশিত সত্যস্বরূপ বেদকে মানেন না কেন? অবশ্য না মানিবার কারণ এই যে, আপনারা বেদ পাঠ করেন নাই, পাঠ করিবার ইচ্ছাও করেন না। তাহা হইলে আপনাদের বেদোক্ত জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে?

(৬) খ্রীষ্টান এবং মুসলমানদিগের ন্যায় আপনারাও উপাদান কারণ ব্যতীত জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন এবং জীবকেও উৎপন্ন মনে করেন। সৃষ্টির উৎপত্তি এবং জীব ও ঈশ্বর বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহার উত্তর দ্রষ্টব্য। কারণ ব্যতীত কার্য্য হওয়া এবং উৎপন্ন বস্তুর নাশ না হওয়াও সর্ব্বথা অসম্ভব। (৭) আপনাদের ইহাও একটি দোষ যে, আপনারা বিশ্বাস করেন যে অনুতাপ এবং প্রার্থনা দ্বারা পাপের নিবৃত্তি হয়। এই বিশ্বাস বশতঃ জগতে পাপ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। পৌরাণিকগণ তীর্থযাত্রাদি দ্বারা; জৈনগণ নবকার মন্ত্রজপ এবং তীর্থাদি দ্বারা; খ্রীষ্টানগণ খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা এবং মুসলমানগণ "তোবা, তোবা" শব্দ উচ্চারণ দ্বারা ভোগ ব্যতীত পাপ মোচন হয় বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহাতে পাপ হইতে ভয়ের পরিবর্ত্তে পাপে অধিক প্রবৃত্তি জন্মে। এ বিষয়ে ব্রাহ্ম এবং প্রার্থনা সমাজের সভ্যগণ পৌরাণিক প্রভৃতির সদৃশ। তাঁহারা যদি বেদ মানিতেন তাহা হইলে ভোগ ব্যতীত পাপ-পুণ্যের নিবৃত্তি হয় না জানিয়া সর্ব্বদা পাপ হইতে ভীত এবং ধর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিতেন। ভোগ ব্যতীত নিবৃত্তি স্বীকার করিলে ঈশ্বর অন্যায়কারী হইয়া থাকেন। (৮) আপনারা জীবের অনন্ত উন্নতি বিশ্বাস করেন; তাহা কখনও হইতে পারে না। কারণ সসীম জীবের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাবের ফলও নিশ্চয়ই সসীম। (প্রশ্ন)—যেহেতু পরমেশ্বর দয়ালু, অতএব তিনি সসীম কর্ম্মেরও অসীম ফল দান করিতে পারেন। (উত্তর)—তাহা হইলে পরমেশ্বরের ন্যায়-কারিতা নষ্ট হইবে এবং কেহই সৎকর্ম্মে উন্নত হইবে না; কারণ পরমেশ্বর অল্প সৎকর্ম্মেরও অনন্ত ফল দান করিবেন এবং পাপ যতই গুরুতর হউক না কেন, অনুতাপ ও প্রার্থনা দ্বারা তাহা দূরীভূত হইবে। এরূপ বিশ্বাস বশতঃ ধর্ম্মহানি এবং অধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। (প্রশ্ন)—আমরা স্বাভাবিক জ্ঞানকে

বেদ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করি; নৈমিত্তিক জ্ঞানকে সেরূপ মনে করি না। পরমেশ্বর প্রদত্ত স্বাভাবিক জ্ঞান আমাদের না থাকিলে, বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপন, অর্থবোধ এবং অর্থ-ব্যাখ্যা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই নিমিত্ত আমাদের মত অতি উত্তম। (উত্তর)—আপনাদের একথা নিরর্থক; কারণ প্রদত্ত জ্ঞান স্বাভাবিক হইতে পারে না। সহজাত জ্ঞানই স্বাভাবিক। ইহার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে না। তবে স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা কেহ উন্নতিও করিতে পারে না। স্বাভাবিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বন্য মনুষ্যগণ উন্নতি লাভ করিতে পারে না কেন? নৈমিত্তিক জ্ঞানই উন্নতির কারণ। দেখুন। আপনারা এবং আমরা বাল্যকালে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই যথার্থরূপে জানিতাম না। বিদ্বান্‌দিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াই তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিলাম। অতএব স্বাভাবিক জ্ঞানকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করা যুক্তি সঙ্গত নহে। (৯)—আপনারা যে পূর্ব্বজন্ম এবং পরজন্ম স্বীকার করেন না তাহা খৃষ্টান এবং মুসলমানদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। পুনর্জন্ম ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ইহার যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক, এইমাত্র বুঝিয়া রাখুন যে, জীব শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য; জীবের কর্ম্মও প্রবাহরূপে নিত্য। কর্ম্ম কর্ম্মীর সম্বন্ধ নিত্য। জীব কি কোন স্থানে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়াছিল, অথবা থাকিবে? আপনাদের মতানুসারে পরমেশ্বরও নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়েন। পূর্ব্বজন্ম এবং পরজন্ম স্বীকার না করিলে, কৃতহানি, অকৃতাভ্যাগম, নৈর্ঘৃণ্য এবং বৈষম্য দোষও ঈশ্বরে ঘটে। কারণ জন্ম ব্যতীত পাপ-পুণ্যের ফলভোগ হইতে পারে না। অপরের যেরূপ সুখ দুঃখ এবং লাভ ক্ষতি করা হইয়াছে, তদনুসারে ফলভোগ শরীর ধারণ ব্যতীত হইতে পারে না। পূর্ব্বজন্মের পাপ-পুণ্য ব্যতীত ইহজন্মে সুখ-দুঃখের প্রাপ্তি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এসকল পূর্ব্বজন্মের পাপ-পুণ্য অনুসারে না হইলে পরমেশ্বর অন্যায়কারী হইয়া পড়েন। ভোগব্যতীত কর্ম্মফল যেন বিনষ্ট হইবে। এই নিমিত্ত আপনাদের একথাও যুক্তি সঙ্গত নহে। (১০)—আর একটি কথা, পরমেশ্বর ব্যতীত দিব্যগুণবিশিষ্ট পদার্থসমূহ এবং বিদ্বান্‌দিগকে দেবতা বলিয়া স্বীকার না করাও সঙ্গত নহে। কারণ, পরমেশ্বর মহাদেব; অন্যদেব না থাকিলে তাঁহাকে মহাদেব কিরূপে বলা যাইতে পারে? দেবগণের অধিপতি বলিয়াই তাঁহার নাম মহাদেব। (১১)—অগ্নিহোত্রাদি পরহিতকর কার্য্যসমূহকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে না করাও সঙ্গত নহে। (১২)—ঋষি মহর্ষিকৃত উপকার

স্বীকার না করিয়া, যীশু প্রভৃতির প্রতি অনুরক্ত হওয়াও সঙ্গত নহে। (১৩)—কারণ-বিদ্যা বেদ ব্যতীত অন্য কার্য্য-বিদ্যার উৎপত্তি স্বীকার করা সর্ব্বথা অসম্ভব। (১৪)—বিদ্যার চিহ্নস্বরূপ যজ্ঞোপবীতকে এবং শিখাকে পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান এবং খ্রীষ্টানের ন্যায় হওয়া বৃথা। যখন পেণ্টলুন প্রভৃতি পরিধান করিতেছেন এবং পদক পাইবার ইচ্ছাও করিতেছেন, তখন যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি কি নিতান্ত ভারী হইয়া গিয়াছে? (১৫)—ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী কালে আর্য্যাবর্ত্তে অনেকে বিদ্বান্ হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রশংসা না করিয়া য়ুরোপীয়দিগের প্রশংসায় রত থাকা পক্ষপাত এবং তোষামোদ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? (১৬)—বীজাঙ্কুরের ন্যায় জড় ও চেতনের সংযোগে জীবের উৎপত্তি মানা, উৎপত্তির পূর্ব্বে জীবতত্ত্বের অভাব মানা এবং উৎপন্ন বস্তুর বিনাশ না হওয়া পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ। উৎপত্তির পূর্ব্বে চেতন এবং জড় না থাকিলে জীব কোথা হইতে আসিল এবং কিসের সহিত সংযুক্ত হইল? জীব এবং জড় উভয়কেই সনাতন বলিয়া স্বীকার করিলে সত্য কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্বের অস্তিত্ব না থাকিলে আপনাদের পক্ষও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অতএব যদি উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে "আর্য্যসমাজে"র সহিত মিলিত হইয়া, তাহার উদ্দেশ্য অনুযায়ী আচরণ করা স্বীকার করুন; নতুবা কিছুই লাভ হইবে না। যে দেশের সামগ্রী-দ্বারা আপনাদের শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, এখনও প্রতিপালিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে, সকলে মিলিয়া দেহ, মন এবং ধন দ্বারা প্রীতিসহকারে তাহার উন্নতিসাধন করা আপনাদের এবং আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আর্য্য-সমাজের দ্বারা আর্য্যাবর্ত্তের উন্নতি যেরূপ সম্ভব অন্য দ্বারা সেইরূপ সম্ভবপর নহে। যদি এই সমাজের যথোচিত সহায়তা করেন, তাহা হইলে খুব উত্তম কর্ম্ম করা হইবে, কারণ সমাজের উন্নতিসাধন সমষ্টির কার্য্য, ব্যক্তি-বিশেষের নহে।

(প্রশ্ন)—আপনি সকলেরই খণ্ডন করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু স্ব স্ব-ধর্ম্মে সকলেই উত্তম; সুতরাং কাহারও খণ্ডন করা উচিত নহে। যদি খণ্ডন করেন, তবে আপনি ইহাদের অপেক্ষা বিশেষ কি বলিতেছেন? যদি বিশেষ কিছু বলিতেছেন, তবে কি আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা আপনার সমকক্ষ কেহ কখনও ছিল না বা নাই? আপনার এইরূপ অহঙ্কার করা উচিত

নহে। কারণ পরমাত্মার সৃষ্টিতে কেহ কাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট অথবা পরস্পর সমকক্ষ রহিয়াছে। সুতরাং কাহারও গর্ব্ব করা উচিত নহে। (উত্তর)—ধর্ম্ম কি সকলের জন্য এক না অনেক? যদি বলেন অনেক, তবে একটি অপরটির বিরুদ্ধ না অবিরুদ্ধ? যদি বলেন বিরুদ্ধ, তবে ধর্ম্ম এক ব্যতীত দুই হইতে পারে না। যদি বলেন অবিরুদ্ধ, তবে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম থাকা বৃথা। অতএব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম একই, অনেক নহে। আমি ইহাই বিশেষ বলিতেছি যে, যদি কোন রাজা সকল সম্প্রদায়ের উপদেষ্টাদিগকে একত্র করেন, তাহা হইলে এক সহস্রের কম হইবে না। কিন্তু এসকল সম্প্রদায় চারিটি প্রধান ভাগে বিভক্ত, যথা:—"পুরাণী" (পৌরাণিক), "কিরাণী" (খ্রীষ্টান), "জৈন" এবং "কুরাণী" (মুসলমান)। সমস্ত সম্প্রদায় এই চারিটিরই অন্তর্গত। যদি কোন রাজা ইঁহাদিগকে এক সভায় সম্মিলিত করেন, তাহা হইলে কেহ জিজ্ঞাসু হইয়া প্রথমে বামমার্গীকে জিজ্ঞাসা করিবে, "মহাশয়! আমি আজ পর্য্যন্ত কোন গুরু অথবা কোন ধর্ম্ম স্বীকার করি নাই। বলুন! সকল ধর্ম্মের মধ্যে কোন ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ? যে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ আমি সেই ধর্ম্মই গ্রহণ করিব"।

(বামমার্গী)—আমাদের। (জিজ্ঞাসু)—এই নয় শত নিরানব্বইটি কিরূপ? (বামমার্গী)—সকলেই মিথ্যাবাদী এবং নরকগামী; কারণ, "কৌলাৎ পরতরং নহি", এই বাক্যের প্রমাণ-অনুসারে কোন ধর্ম্মই আমাদের ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। (জিজ্ঞাসু)—আপনাদের ধর্ম্ম কি? (বামমার্গী)—ভগবতীকে মানা, মদ্যমাংসাদি পঞ্চ মকার সেবন এবং রুদ্রযামল প্রভৃতি চৌষট্টি তন্ত্র মানা ইত্যাদি। যদি তুমি মুক্তি কামনা কর তবে আমাদের চেলা হইয়া পড়। (জিজ্ঞাসু)—আচ্ছা, অন্য মহাত্মাদের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আসি; তৎপর আমার যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রীতি হইবে, তাঁহারই চেলা হইব। (বামমার্গী)—ওহে! কেন ভ্রমে পড়িয়াছ? এসকল লোক তোমাকে বিভ্রান্ত করিয়া তাহাদের জালে আবদ্ধ করিবে। কাহারও নিকট যাইও না। আমাদেরই শরণাগত হও; নতুবা অনুতাপ করিতে হইবে দেখ! আমাদের মতে ভোগ এবং মোক্ষ দুইই আছে। (জিজ্ঞাসু)—আচ্ছা, দেখিয়া ত আসি। তিনি অগ্রসর হইয়া "শৈবের" নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও সেইরূপ উত্তর দিলেন, বিশেষ এতটুকু বলিলেন যে, শিবপূজা, রুদ্রাক্ষ ও ভস্মধারণ এবং লিঙ্গার্চ্চন ব্যতীত কখনও মুক্তি হয়

না। জিজ্ঞাসু তাঁহার নিকট হইতে নবীন-বেদান্তীর নিকট গমন করিলেন। (জিজ্ঞাসু)—মহাশয়! বলুন, আপনার ধর্ম্ম কি? (বেদান্তী)—আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই মানি না। আমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। আমাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম কোথায়? এই জগৎ সবই মিথ্যা। যদি জ্ঞানী এবং শুদ্ধ-চেতন হইতে ইচ্ছা করেন, তবে নিজকে ব্রহ্ম স্বীকার এবং জীবভাব পরিত্যাগ করিয়া নিত্য মুক্ত হউন। (জিজ্ঞাসু)—যদি আপনি ব্রহ্ম এবং নিত্য মুক্ত হন, তবে আপনার মধ্যে ব্রহ্মের গুণ কর্ম্ম স্বভাব নাই কেন? এবং শরীরে আবদ্ধ কেন? (বেদান্তী)—আপনি শরীর দেখিতেছেন, এই নিমিত্ত আপনি ভ্রান্ত; আমি ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই দেখিতেছি না। (জিজ্ঞাসু)—দ্রষ্টা আপনি কে? কাহাকে দেখিতেছেন? (বেদান্তী)-দ্রষ্টা ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ব্রহ্মকেই দেখিতেছেন। (জিজ্ঞাসু)—ব্রহ্ম কি দুই? (বেদান্তী)—না, ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে দেখিতেছেন। (জিজ্ঞাসু)—কেহ কি নিজেই নিজের স্কন্ধে আরোহণ করিতে পারে? আপনার কথা কিছুই নহে; ইহা কেবল উন্মাদের প্রলাপ মাত্র।

জিজ্ঞাসু পরে জৈনের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও সেইরূপ বলিলেন। কিন্তু বিশেষ এইমাত্র বলিলেন যে, জিনধর্ম্ম ব্যতীত অপর সকল ধর্ম্মই মিথ্যা। জগতের কর্ত্তা অনাদি ঈশ্বর কেহই নাই। জগৎ অনাদি কাল হইতে যেমন তেমনই আছে; পরেও তেমনি থাকিবে। তুমি আমার চেলা হইয়া পড়। কারণ আমি "সম্যক্‌ত্বী," অর্থাৎ সর্ব্বোতোভাবে উত্তম এবং সমস্ত উত্তম কথা মানি। জৈনপন্থী ব্যতীত সমস্ত "মিথ্যাত্বী"। জিজ্ঞাসু অগ্রসর হইয়া খ্রীষ্টানকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও বামমার্গীর ন্যায় প্রশ্নোত্তর করিলেন; বিশেষ এইমাত্র বলিলেন, "সকল মনুষ্যই পাপী, নিজ শক্তিবলে পাপ দূরীভূত হয় না। যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস ব্যতীত কেহ পবিত্র হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে না। যীশু সকলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিয়া দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। তুমি আমার চেলা হইয়া পড়"। জিজ্ঞাসু তাহা শুনিয়া মৌলবী সাহেবের নিকট গমন করিলে তাঁহার সহিতও পূর্ব্বোক্তরূপ কথোপকথন হইল। তিনি বিশেষ এইমাত্র বলিলেন, এক অদ্বিতীয় খুদা, তাঁহার পৈগম্বর মহম্মদ ও কোরাণ শরীফে বিশ্বাস ব্যতীত কেহই মুক্তি পাইতে পারে না। যে ব্যক্তি এই ধর্ম্ম বিশ্বাস করে না, সে নারকী কাফির এবং বধ্য। জিজ্ঞাসু তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবের নিকট উপস্থিত হইলে

তাঁহার সহিত ও পূর্ব্বোক্তরূপ কথোপকথন হইল। তিনিও বিশেষ এইমাত্র বলিলেন, "আমার তিলক এবং ছাপ দেখিয়া যমরাজ ভীত হন"। তাহা শুনিয়া জিজ্ঞাসু মনে মনে ভাবিলেন, "যখন মশা মাছি, চোর ডাকাত পুলিশের সিপাহী এবং শত্রুরা ভয় পায় না তখন যমরাজের অনুচরগণ ভয় পাইবে কেন"? জিজ্ঞাসু পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সকল মতাবলম্বীই নিজ নিজ মত সত্য বলিয়া প্রকাশ করিল। কেহ বলিল, "আমাদের কবীর সত্য, কেহ নানক, কেহ দাদু, কেহ বল্লভ, কেহ সহজানন্দ এবং কেহ মাধবাদিকে অবতার বলিল। জিজ্ঞাসু সকলের কথা শ্রবণ করিলেন।

এইরূপে সহস্র সহস্র লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে তাহাদের সকলের মধ্যেই বিরোধ রহিয়াছে। তিনি স্থির করিলেন যে, তাহাদের মধ্যে কেহই গুরু হইবার উপযুক্ত নহে কারণ তাহাদের এক এক জনের মত যে মিথ্যা, সে বিষয়ে নয় শত নিরানব্বই জন সাক্ষ্য দিয়াছে। মিথ্যাবাদী দোকানদার, বেশ্যা অথবা বেশ্যার ভৃত্যগণ যেমন নিজ নিজ বস্তুর গৌরব এবং অপরের নিন্দা করে, ইহারাও তদ্রূপ।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥১॥ তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তান্তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥২॥ মুণ্ডক (খং ২। মং ১২। ১৩)।

সেই সত্যের বিজ্ঞানার্থে শিষ্য সমিৎপাণি অর্থাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া অরিক্ত হস্তে বেদবিৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট গমন করিবেন; ভ্রান্ত প্রতারকদিগের জালে পতিত হইবেন না ॥ ১ ॥ এইরূপ কোন জিজ্ঞাসু বিদ্বানের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি সেই সমাগত শান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় জিজ্ঞাসুকে যথার্থ ব্রহ্মবিদ্যা এবং পরমাত্মার গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবেন। যে যে সাধন অবলম্বন করিলে শ্রোতার ধর্ম্ম কর্ম্ম-কাম-মোক্ষ লাভ হয় এবং পরমাত্মাকে জানা যায়, তাহাও শিক্ষা দিবে ॥ ২ ॥ জিজ্ঞাসু এইরূপ একজন আপ্ত পুরুষের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহাশয়! সম্প্রদায়বাদিগণের গোলযোগে আমার চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়াছে; যদি আমি ইঁহাদিগের মধ্যে কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করি, তাহা হইলে নয় শত নিরানব্বই সম্প্রদায় আমার বিরোধী হইবে। যাহার একজন মাত্র মিত্র,

নয় শত নিরানব্বই জন শক্র, সে কখনও সুখী হইতে পারে না। অতএব আপনার উপদেশ গ্রহণ করিব; আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন"।

(আপ্ত-বিদ্বান্)—এই সমস্ত মত অবিদ্যা-প্রসূত এবং বিদ্যাবিরোধী। সম্প্রদায়-বাদিগণ মূর্খ, অধম এবং বন্য মনুষ্যদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া ও নিজেদের জালে আবদ্ধ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে। সেই দুর্ভাগা লোকেরা মানব-জীবনের ফল হইতে বঞ্চিত হইয়া বৃথা জীবন নষ্ট করে। দেখ, যে বিষয়ে উক্ত সহস্র মতের মধ্যে ঐক্য আছে, সেই বেদ-মত গ্রাহ্য; কিন্তু যে বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ তাহা কল্পিত, মিথ্যা এবং অগ্রাহ্য। (জিজ্ঞাসু)—ইহার পরীক্ষা কিরূপে হইবে? (আপ্ত-বিদ্বান্)—তুমি সকলের নিকট যাইয়া এসমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা কর; সকলেই একমত হইবে। তখন জিজ্ঞাসু উক্ত সহস্র মতবাদিগণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "সকলে শুনুন! ধর্ম্ম কি সত্যভাষণে না মিথ্যা-ভাষণে"? সকলে সমস্বরে বলিল, "সত্যভাষণে ধর্ম্ম, অসত্যভাষণে অধর্ম্ম"। "সেইরূপ বিদ্যাভ্যাস, ব্রহ্মচর্য্যপালন, পূর্ণযৌবনে বিবাহ, সৎসংসর্গ, পুরুষকার এবং সত্যাচরণ প্রভৃতিতে ধর্ম্ম, না অবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য হানি, ব্যভিচার, অসৎসংসর্গ, আলস্য, অসত্যাচরণ, ছল, কপটতা, হিংসা এবং পরের অনিষ্টসাধন ইত্যাদিতে"? এ সম্বন্ধেও সকলে একমত হইয়া বলিল যে, বিদ্যাদি গ্রহণে ধর্ম্ম এবং অবিদ্যাদি গ্রহণে অধর্ম্ম। তখন জিজ্ঞাসু সকলকে বলিলেন, "এইরূপে তোমরা সকলে একমত হইয়া সত্য ধর্ম্মের উন্নতি এবং অসত্য মার্গের হানি কর না কেন"? তাহারা সকলে বলিল, "এইরূপ করিলে, আমাদিগকে মানিবে কে? তাহাতে আমাদের শিষ্যগণ আমাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিবে না; আমাদের জীবিকাও নষ্ট হইবে এবং আমরা যে আনন্দ ভোগ করিতেছি তাহা হইতেও বঞ্চিত হইব। অতএব ইহা জানা সত্বেও আমরা স্ব স্ব মত প্রচার করি এবং সে বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি; কারণ কথায় বলে, "শর্করা দিয়া রুটি খাও, কপটতা দ্বারা সংসারকে ঠকাও"। সংসারে যাহারা সরলপ্রকৃতি এবং সত্যপরায়ণ, তাহাদিগকে কেহ কিছু দেয় না, জিজ্ঞাসাও করে না। কিন্তু যাহারা ছল-চাতুরী ও ধূর্ত্ততা করে, তাহারাই ধন-সামগ্রী প্রাপ্ত হয়"।

(জিজ্ঞাসু)—তোমরা যে এইরূপ ভণ্ডামী করিয়া জনসাধারণকে প্রতারিত করিতেছ; তজ্জন্য রাজা তোমাদিগকে দণ্ড দেন না কেন? (মতবাদী)—

আমরা রাজাকেও চেলা করিয়া লইয়াছি। আমরা যে পাকা ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহা নষ্ট হইবার নয়। (জিজ্ঞাসু)—তোমরা যে ছল-চাতুরি দ্বারা অন্য মতাবলম্বীকে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছ, তজ্জন্য পরমেশ্বরের নিকট কি উত্তর দিবে? তোমরা ত ঘোর নরকে পতিত হইবে। সামান্য জীবিকার জন্য এমন গুরুতর অপরাধ করিতে বিরত হও না কেন? (মতবাদী)—যখন যাহা হইবে, দেখা যাইবে। নরক কিংবা পরমেশ্বরের দণ্ড যখন হইবে তখন হইবে; এখন ত আমরা আনন্দ ভোগ করিতেছি। লোকে সন্তুষ্টচিত্তে আমাদিগকে ধন-সামগ্রী দান করে, আমরা বলপূর্ব্বক আদায় করি না, তবে রাজা দণ্ড দিবেন কেন? (জিজ্ঞাসু)—যদি কেহ কোন অল্প বয়স্ক বালককে ফুসলাইয়া ধন-সামগ্রী হরণ করে, তাহা হইলে সে দণ্ডিত হয়। তোমাদেরও সেইরূপ দণ্ড হয় না কেন? কারণ—

অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ ॥

মনু০ (অ০ ২। শ্লোঃ ৫৩)॥

জ্ঞানহীনকে বালক এবং বুদ্ধিমান জ্ঞানদাতাকে পিতা এবং বৃদ্ধ বলে। যাঁহারা বুদ্ধিমান বিদ্বান্, তাঁহারা তোমাদের বাক্যে মোহিত হন না; কিন্তু যাহারা বালকের ন্যায় অজ্ঞ, তোমরা তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া থাক। তজ্জন্য তোমাদের অবশ্য রাজদণ্ড হওয়া উচিত। (মতবাদী)—রাজা প্রজা সকলেই যখন আমাদের মতাবলম্বী, তখন আমাদিগকে দণ্ড দিবে কে? যখন সেইরূপ ব্যবস্থা হইবে, তখন এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইবে। (জিজ্ঞাসু)—তোমরা নিশ্চেষ্ট থাকিয়া নিরর্থক লোকের ধন হরণ করিতেছ। যদি তোমরা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গৃহস্থের বালক-বালিকা-দিগকে বিদ্যাশিক্ষা দাও, তাহা হইলে তোমাদের এবং গৃহস্থদিগের কল্যাণ হইতে পারে। (মতবাদী)—শৈশব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সুখভোগ পরিত্যাগ করা, বাল্যকাল হইতে যৌবন পর্য্যন্ত বিদ্যাশিক্ষায় নিযুক্ত থাকা, তদনন্তর অধ্যাপন ও উপদেশ প্রদান কার্য্যে চিরজীবন পরিশ্রম করার প্রয়োজন কি? আমরা বিনা যত্নে ও বিনা পরিশ্রমে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ ভোগ করিয়া থাকি, তাহা পরিত্যাগ করিব কেন? (জিজ্ঞাসু)—কিন্তু ইহার পরিণাম ত মন্দ। দেখ! তোমরা ভয়ানক রোগগ্রস্ত হও, শীঘ্র মরিয়া যাও, বুদ্ধিমানদিগের দ্বারা নিন্দিত হও; তথাপি বুঝ না কেন? (মতবাদী)—ওরে ভাই!

টকা ধর্ম্মষ্টকা কর্ম্ম টকা হি পরমং পদম্ ।
যস্য গৃহে টকা নাস্তি হা ! টকা টকৃটকায়তে ॥ ১ ॥
আনা অংশকলাঃ প্রোক্তা রূপ্যোঽসৌ ভগবান্ স্বয়ম্ ।
অতস্তং সর্ব্ব ইচ্ছন্তি রূপ্যং হি গুণবত্তমম্ ॥২॥

তুমি বালক, সংসারের বিষয় কিছুই জান না। দেখ! টাকা ব্যতীত ধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং পরমার্থ লাভ হয় না। যাহার গৃহে টাকা নাই, সে "হায় টাকা! হায় টাকা" ! করিতে করিতে টক্ টক্ করিয়া ভাল জিনিষের দিকে তাকাইতে থাকে, আর মনে মনে চিন্তা করে, "হায়! আমার নিকট টাকা থাকিলে আমি এই উত্তম জিনিষ ভোগ করিতে পারিতাম"। ১ ॥ ষোলকলাযুক্ত ভগবানের কথা সকলেই শ্রবণ করে, কিন্তু কেহই তাহাকে দেখিতে পায় না কিন্তু ষোল আনা এবং পয়সা কড়িরূপ কলাযুক্ত টাকাই সাক্ষাৎ ভগবান্। এই নিমিত্ত সকলেই টাকার অন্বেষণে নিযুক্ত ; কারণ টাকাদ্বারাই সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়। (জিজ্ঞাসু)—সত্যই তোমাদের ভিতরের লীলা-খেলা জানা গেল! তোমরা নিজের সুখের জন্যই এই সকল ভণ্ডামী অবলম্বন করিয়াছ। কিন্তু এ সকলের দ্বারা জগতের সর্ব্বনাশ হয়। যেমন সত্যোপদেশে সংসারের উপকার হয় সেইরূপ মিথ্যা উপদেশের দ্বারা জগতের অনিষ্ট হইয়া থাকে। তোমাদের যখন ধনের প্রয়োজন, তখন চাকুরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যাদি দ্বারা ধন সংগ্রহ কর না কেন? (মতবাদী)—তাহাতে অধিক পরিশ্রম এবং কখনও ক্ষতিও হইয়া থাকে কিন্তু আমাদের এই লীলা-খেলায় কখনও কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না, সর্ব্বদা লাভই লাভ! দেখুন! তুলসীপত্র নিক্ষেপ করিয়া, চরণামৃত দিয়া এবং কণ্ঠী বাঁধিয়া দিয়া মস্তক মুণ্ডিত করিলে শিষ্যগণ চিরজীবন পশুবৎ হইয়া যায় ; পরে তাহাদিগকে যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া চালাইতে পারা যায়।

(জিজ্ঞাসু)—লোকেরা তোমাদিগকে এত ধন দেয় কেন? (মতবাদী)—ধর্ম্ম, স্বর্গ এবং মুক্তির জন্য। (জিজ্ঞাসু)—যখন তোমরা নিজেরাই মুক্ত নও, মুক্তির স্বরূপ এবং সাধনও জান না তখন তোমাদের সেবকগণ কি পাইবে? (মতবাদী)—ইহলোকে পাইবে কি? না, মৃত্যুর পর পরলোকে পাইবে। তাহারা আমাদিগকে যত দান করে এবং আমাদের যত সেবা করে, সমস্তই পরলোকে প্রাপ্ত হইবে। (জিজ্ঞাসু)—তাহারা তাহাদের প্রদত্ত সামগ্রী প্রাপ্ত হউক বা না হউক, তোমরা গ্রহণকারীরা কি পাইবে?

নরক কিংবা অন্য কিছু? (মতবাদী)—আমরা ভজনা করিয়া থাকি, তাহার ফল স্বরূপ সুখ আমরা প্রাপ্ত হইব। (জিজ্ঞাসু)—তোমাদের ভজনা ত টাকার জন্য। টাকা ত এখানেই পড়িয়া থাকিবে। যে মাংসপিণ্ড পোষণ করিতেছ, তাহাও ভস্ম হইয়া এখানেই পড়িয়া থাকিবে। পরমেশ্বরের আরাধনা করিলে তোমাদের আত্মাও পবিত্র হইত। (মতবাদী)—কেন, আমরা কি অপবিত্র? (জিজ্ঞাসু)—তোমাদের অন্তর অত্যন্ত অপবিত্র। (মতবাদী)—তুমি কিরূপে জানিলে? (জিজ্ঞাসু)—তোমাদের রীতি-নীতি এবং ব্যবহার দেখিয়া। (মতবাদী)—মহাত্মাদিগের ব্যবহার হস্তী দন্তের ন্যায়। হস্তীর দন্ত ভোজনের জন্য একরূপ এবং দেখাইবার জন্য অন্যরূপ থাকে। সেইরূপ আমরাও অন্তরে পবিত্র, কেবলমাত্র বাহিরে লীলা করিয়া থাকি। (জিজ্ঞাসু)—তোমাদের অন্তর পবিত্র হইলে, তোমাদের বাহিরের কর্ম্মও পবিত্র হইত। অতএব তোমাদের অন্তরও অপবিত্র। (মতবাদী)—আমরা যেরূপই হইনা কেন, আমাদের শিষ্যগণ অবশ্যই ভাল। (জিজ্ঞাসু)—যেমন গুরু তেমনই শিষ্য! তোমরা যেরূপ, তোমাদের শিষ্যেরাও সেরূপ। (মতবাদী)—একরূপ কখনও হইতে পারে না; কারণ, মনুষ্যের গুণ কর্ম্ম স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন। (জিজ্ঞাসু)—অবশ্য বাল্যকালে একরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, সত্যভাষণাদি ধর্ম্মগ্রহণ এবং মিথ্যাভাষণাদি অধর্ম্ম পরিত্যাগ করা হইলে, একমত হইতে পারে। মতদ্বৈধে অর্থাৎ ধর্ম্মাত্মা এবং অধর্ম্মাত্মা থাকে থাকুক। তবে ধর্ম্মাত্মা অধিক এবং অধর্ম্মাত্মা অল্প সংখ্যক হইলে সংসারে সুখবৃদ্ধি, আবার অধার্ম্মিকের সংখ্যা অধিক হইলে দুঃখবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিদ্বানেরা সকলে একরূপ উপদেশ প্রদান করিলে একমত হইতে কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব হয় না। (মতবাদী)—আজকাল কলিযুগ, সত্যযুগের কথা বলিও না। (জিজ্ঞাসু)—কলিযুগ কালের নাম। কাল নিষ্ক্রিয় বলিয়া কোন ধর্ম্মাধর্ম্মের সাধক অথবা বাধক হইতে পারে না। তোমরাই সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান কলিযুগ হইয়া রহিয়াছ। মনুষ্যই সত্যযুগ এবং কলিযুগ না হইলে, সংসারে ধর্ম্মাত্মা কেহই থাকিত না। দোষ গুণ সংসর্গজাত, স্বাভাবিক নহে। এই পর্য্যন্ত কথোপকথনের পর, জিজ্ঞাসু আপ্তপুরুষের নিকট যাইয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনি আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। নতুবা আমিও ইহাদের জালে পতিত হইয়া নষ্টভ্রষ্ট হইতাম। এখন আমিও ভ্রান্ত মত গুলির খণ্ডন এবং বেদোক্ত সত্যমতের মণ্ডন করিতে থাকিব। (আপ্ত)—

কিরূপে সত্যের মণ্ডন এবং অসত্যের খণ্ডন করিতে হয়, তাহা সকলকে পড়াইয়া ও শুনাইয়া, সত্যোপদেশের দ্বারা সকলের উপকার করা সর্ব্বসাধারণের, বিশেষতঃ বিদ্বান্ এবং সন্ন্যাসীদিগের কর্ত্তব্য।

(প্রশ্ন)—ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী ভাল কি না? (উত্তর)—এসব আশ্রম ত ভাল কিন্তু, আজকাল এসকল আশ্রমের মধ্যেও অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কত লোক নামে ব্রহ্মচারী হইয়া বৃথা জটাবৃদ্ধি করে এবং 'সিদ্ধাঈ' প্রদর্শন করে। তাহারা জপ এবং পুরশ্চরণ প্রভৃতিতে রত থাকে, বিদ্যাচর্চ্চার নামও করে না; যে জন্য তাহাদের ব্রহ্মচারী নাম, সেই ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের অধ্যয়নার্থ তাহারা কিছুমাত্র পরিশ্রম করে না। এসকল ব্রহ্মচারী ছাগীর গলস্তনবৎ নিরর্থক। যে সকল বিদ্যাহীন ব্যক্তি দণ্ড এবং কমণ্ডলু লইয়া কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, বৈদিকধর্ম্মের কিছুই উন্নতি করে না, বাল্যকালে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া পর্য্যটন করিতে থাকে, বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া জল, স্থল ও পাষাণাদিনির্ম্মিত মূর্ত্তির দর্শন এবং পূজা করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, জ্ঞানসত্বেও মৌন থাকে, প্রচুর ভোজ্য ও পানীয় গ্রহণ করিয়া নির্জ্জন স্থানে নিদ্রায় কাল যাপন করে, ঈর্ষ্যাদ্বেষের বশীভূত হইয়া পরনিন্দা ও কুকর্ম্মদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, কাষায়বস্ত্র এবং দণ্ড মাত্র ধারণ করিয়া নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করে এবং নিজেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া কোনরূপ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, সেরূপ সন্ন্যাসী বৃথাই জগতে বাস করে। যাহাদের দ্বারা জগতের হিত সাধিত হয় তাহারাই যথার্থ সন্ন্যাসী।

(প্রশ্ন)—গিরী, পুরী, ভারতী প্রভৃতি গোঁসাইগণ ত ভাল? তাঁহারা মণ্ডলী গঠন করিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করেন, শত শত সাধককে আনন্দ দান করেন, সর্ব্বত্র অদ্বৈত মত প্রচার করেন এবং যৎকিঞ্চিৎ অধ্যয়ন-অধ্যাপনও করিয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহাদের ভাল হওয়াই সম্ভবপর।

(উত্তর)—এই দশটি নাম পরবর্ত্তী কালে কল্পিত হইয়াছে, সনাতন নহে। তাহাদের মণ্ডলীসমূহ কেবল ভোজনার্থ। অনেক সাধু কেবল ভোজনার্থ মণ্ডলীর মধ্যে থাকে এবং মণ্ডলীর গৌরবও করে। তাহারা একজনকে মোহন্ত করে। সে সায়ংকালে তাহাদের মধ্যে প্রধানরূপে বেদীতে উপবেশন করে। তখন ব্রাহ্মণ এবং সাধুগণ দণ্ডায়মান হইয়া পুষ্পাঞ্জলি হস্তে—

নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিং চ তৎপুত্রপরাশরং চ। ব্যাসং শুকং গৌড়পাদং মহান্তম্ ॥

এই সব শ্লোক পাঠ করে ও "হর" "হর" শব্দে তাঁহার উপর পুষ্পবর্ষণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। কেহ সেইরূপ না করিলে, তাহার সেস্থানে থাকাও কঠিন হয়। লোককে দেখাইবার জন্য তাহারা এসকল ভণ্ডামী করিয়া থাকে; তাহাতে তাহাদের সম্মান এবং ধন-সামগ্রীলাভ হয়। কত মঠধারী গৃহস্থ হইলেও কেবলমাত্র সন্ন্যাসের গর্ব্ব করিয়া থাকে? কোন কর্ম্ম করে না। পঞ্চম সমুল্লাসে সন্ন্যাসীর যে কর্ত্তব্য লিখিত হইয়াছে, তাহারা তাহা না করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করে। কেহ তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিলেও তাহারা বিরোধী হইয়া উঠে। তাহারা নানা প্রকার রুদ্রাক্ষ এবং ভস্ম ধারণ করে। কেহ কেহ শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে। * কদাচিৎ শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইলে, তাহারা স্বমত অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যোক্ত মতের স্থাপন এবং চক্রাঙ্কিত প্রভৃতি মতের খণ্ডন করিতে থাকে। তাহারা বৈদিক মতের উন্নতিসাধন এবং ভ্রান্ত মতসমূহের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয় না। এসকল সন্ন্যাসী মনে করে, "আমাদের খণ্ডন-মণ্ডনের কি প্রয়োজন? আমরা ত মহাত্মা"। এইরূপ মনুষ্য সংসারের ভারস্বরূপ। তাহারা এইরূপ বলিয়াই, বেদমার্গবিরোধী বামমার্গ প্রভৃতি সম্প্রদায়, খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং জৈন প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পাইতেছে। তাহাতে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইলেও তাহারা চক্ষু উন্মীলন করিতেছে না। করিবে কেন? মনে কর্ত্তব্যবুদ্ধি এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মে উৎসাহ থাকিলে ত করিবে! কিন্তু তাহারা নিজ নিজ সম্মান এবং খাদ্য ও পানীয় অপেক্ষা কিছুই অধিক মনে করে না। তাহারা লোকনিন্দাকে অত্যন্ত ভয় করে, কিন্তু তাহাদের (লোকৈষণা) ইহলোকে সম্মান, (বিত্তৈষণা) ধনবৃদ্ধিতে তৎপর হইয়া বিষয়ভোগ এবং (পুত্রৈষণা) পুত্রবৎ শিষ্যদিগের প্রতি আসক্তি—এই ত্রিবিধ এষণা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এষণা দূরীভূত না হইলে সন্ন্যাসী কিরূপে হইতে পারে? ফল কথা, পক্ষপাতরহিত বেদোপদেশ দ্বারা অহর্নিশ জগতের কল্যাণসাধনে রত থাকা সন্ন্যাসীর প্রধান কর্ত্তব্য। নিজ আশ্রমোচিত কর্ত্তব্যসমূহ সম্পাদন না করিলে সন্ন্যাসী প্রভৃতি নাম ধারণ করা নিরর্থক।

গৃহস্থগণ স্বার্থের জন্য ব্যবসায় প্রভৃতিতে যেরূপ পরিশ্রম করেন, সন্ন্যাসিগণ ততোধিক পরিশ্রম সহকারে পরহিত সাধনে নিযুক্ত থাকিবেন তাহাতেই যাবতীয় আশ্রমের উন্নতি হইতে পারে। দেখুন, আপনাদের সম্মুখে

ভ্রান্ত মতসমূহ প্রসার লাভ করিতেছে, এতদ্দেশীয়গণ খ্রীষ্টান এবং মুসলমান পর্য্যন্ত হইয়া যাইতেছে কিন্তু আপনাদের নিজেদের গৃহরক্ষা এবং অপরকে স্বমতে আনয়ন করা সম্ভব হইতেছে না! সম্ভব ত তখনই হইবে যখন আপনারা ইচ্ছা করিবেন! বস্তুতঃ যতদিন আপনারা বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য যত্নবান না হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্ত এবং অন্যান্য দেশের উন্নতি হইতে পারে না। বেদাদি সত্যশাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন অধ্যাপন, যথোচিত ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমসমূহের অবলম্বন এবং সত্যোপদেশ সর্ব্বত্র সকলের উন্নতির কারণ। এ সকল হইলেই দেশের উন্নতি হইতে পারে। মনে রাখিবেন, কত ছল কপটতা এবং প্রবঞ্চনা আপনাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যবসায়ী সাধু প্রকাশ করে যে, তাহাদের পুত্রাদি প্রদান করিবার অলৌকিক শক্তি আছে। তাহা শুনিয়া বহু স্ত্রীলোক তাহাদের নিকট যাইয়া করযোড়ে পুত্র প্রার্থনা করে। সাধুগণ তাহাদের সকলকেই পুত্রপ্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করে। সে সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে কাহারও পুত্র হইলে, সে মনে করে সাধুর বাক্যদ্বারাই তাহার পুত্র লাভ হইল। যদি কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, "শূকরী, কুক্কুরী, গর্দ্দভী এবং কুক্কুটী প্রভৃতির শাবকগুলি কোন্ সাধুর বাক্যদ্বারা হইয়া থাকে"? তাহা হইলে তাহারা কোনই উত্তর দিতে পারিবে না! যদি সাধুদের মধ্যে কেহ বলে, "আমি সন্তানকে জীবিত রাখিতে পারি," তবে জিজ্ঞাসা এই যে তাহারা স্বয়ং মৃত্যুগ্রস্ত হয় কেন? কত ধূর্ত্ত এইরূপ মায়াপ্রপঞ্চ রচনা করে যে, তাহাতে অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোকেরাও প্রতারিত হয়। ধনসারীর ঠগদের কথা উল্লেখযোগ্য। তাহারা পাঁচ সাত জন মিলিয়া দূর দেশে গমন করে। সে স্থানে তাহারা তাহাদের মধ্যে উত্তম শারীরিক গঠনযুক্ত একজনকে সিদ্ধ পুরুষ সাজায়। যে নগরে অথবা গ্রামে ধনাঢ্যদিগের বাস, তন্নিকটবর্ত্তী কোন অরণ্যে সেই সিদ্ধপুরুষকে রাখিয়া কয়েক জন সাধক তাহার অপরিচিত সাজিয়া যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি এমন কোন মহাত্মাকে এখানে কোথায়ও দেখিয়াছেন কি"? তখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, "সেই মহাত্মা কে এবং তিনি কিরূপ"? সাধক বলে, "তিনি এক জন মহান্ সিদ্ধ পুরুষ; মনের কথা তিনি বলিয়া দেন; মুখে যাহা বলেন তাহাই হয়; তিনি মহান্ যোগীরাজ; আমি তাঁহার দর্শনার্থ গৃহত্যাগী হইয়া পর্য্যটন করিতেছি। কাহারও নিকট শুনিতে পাইলাম যে, তিনি এদিকে আসিয়াছেন"। তখন

গৃহস্থ বলে, "আপনার সহিত সেই মহাত্মার সাক্ষাৎ হইলে, আমাকেও বলিবেন ; আমি তাঁহার সাক্ষাৎ করিব এবং তাঁহাকে আমার মনের কথা জিজ্ঞাসা করিব"। এইরূপে সাধক সমস্ত দিন নগরে প্রত্যেককে সেই সিদ্ধ পুরুষের কথা বলিতে থাকে। রাত্রিকালে সিদ্ধপুরুষ ও সাধকগণ মিলিত হইয়া পান-ভোজনের পর শয়ন করে। সাধকগণ পুনরায় প্রাতঃকালে নগরে বা গ্রামে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দুই তিন দিন ধরিয়া বলিয়া বেড়ায়। চারি জন সাধক কোন ধনাঢ্যকে বলে, "সেই মহাত্মাকে পাইয়াছি ; আপনার দর্শন করিবার ইচ্ছা থাকিলে চলুন"। ধনাঢ্য যাইতে উদ্যত হইলে, সাধকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন আমাদিগকে বলুন"। তখন কেহ পুত্রলাভ, কেহ ধনলাভ, কেহ রোগনিবারণ এবং কেহ শত্রুজয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করে। সাধকেরা সেখানে ধনাঢ্যকে লইয়া যায়। সিদ্ধপুরুষের সহিত তাহাদের সঙ্কেত অনুসারে ধনাকাঙ্ক্ষীকে দক্ষিণ পার্শ্বে, পুত্রাকাঙ্ক্ষীকে সম্মুখে, আরোগ্য-কামীকে বামপার্শ্বে এবং শত্রুজয়াকাঙ্ক্ষীকে পশ্চাৎ দিক হইতে উপস্থিত করিয়া সম্মুখবর্ত্তী লোকদিগের মধ্যে বসায়। দর্শনার্থিগণ নমস্কার করিলে, সেই সময় সিদ্ধপুরুষ অলৌকিক শক্তির গর্ব্বে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠে, "এখানে আমার নিকট কি ছেলে আছে যে, তুমি পুত্রকামনা করিয়া আসিয়াছ"? ধনাকাঙ্ক্ষীকে বলে, "কেন? এখানে কি টাকার থলি আছে যে, তুমি ধনাকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিয়াছ"? ফকিরের কাছে ধন কোথায়? রোগীকে বলে, "আমি কি চিকিৎসক যে, তুমি রোগমুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিয়াছ? আমি চিকিৎসক নহি যে তোমাকে সুস্থ করিব। কোন চিকিৎসকের নিকট যাও"।

আবার আগন্তুকের পিতা রোগাক্রান্ত হইলে, সাধক তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, মাতা রোগাক্রান্ত হইলে তর্জ্জনী, ভ্রাতা রোগাক্রান্ত হইলে মধ্যমা, স্ত্রী রোগাক্রান্তা হইলে অনামিকা এবং কন্যা রোগাক্রান্ত হইলে কনিষ্ঠা অঙ্গুলী দ্বারা সঙ্কেত করে। সিদ্ধ পুরুষ তাহা দেখিয়া বলে, "তোমার পিতা, মাতা, স্ত্রী, ভ্রাতা বা কন্যা রোগাক্রান্ত হইয়াছে"। তখন প্রার্থী চারি জনই অত্যন্ত মোহিত হইয়া যায়। সাধকেরা তাহাদিগকে বলে, "দেখুন! আমরা যেরূপ বলিয়াছিলাম, ঠিক সেরূপ কি না"? গৃহস্থেরা বলে, হাঁ, আপনারা যেরূপ বলিয়াছিলেন ঠিক সেইরূপ ; আপনারা আমাদের উপকার করিয়াছেন। আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে এমন মহাত্মার দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলাম"। তখন সাধকেরা

বলে, "শুনুন ভ্রাতৃগণ! এই মহাত্মা মনোগামী, বহুদিন এস্থানে থাকিবেন না। যদি কোন বিষয়ে তাঁহার আশীর্ব্বাদ নিতে হয়, তবে নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে দেহ মন ধন দ্বারা তাঁহার সেবা করুন। কারণ সেবার দ্বারাই ফল লাভ হয়; ইনি কাহারও প্রতি প্রসন্ন হইলে, না জানি কি বর প্রদান করিবেন! সাধুদিগের মহিমা অপার"! গৃহস্থগণ এইরূপ তোষামদ শুনিয়া আনন্দের সহিত তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করে। সাধকেরাও, পাছে কেহ তাহাদের ভণ্ডামী প্রকাশ করিয়া দেয়, এই ভয়ে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাইতে থাকে এবং কোন ধনাঢ্যের কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার নিকট সিদ্ধপুরুষের প্রশংসা করে; আর যাহাদের সঙ্গে যায়, তাহাদের সম্বন্ধেও সমস্ত কথা প্রকাশ করে।

তখন নগরে কোলাহল উত্থিত হয় যে, "অমুক স্থানে একজন মহান্ সিদ্ধ পুরুষ আসিয়াছেন, তাঁহার নিকট চল"। তখন জনসাধারণ দলে দলে যাইয়া সিদ্ধপুরুষকে জিজ্ঞাসা করে, "মহাশয়! আমার মনের কথা বলুন"। কিন্তু সে সময়ে ব্যবস্থা স্থির না থাকাতে সিদ্ধপুরুষ "আমাকে অধিক বিরক্ত করিও না" বলিয়া নিঃশব্দ মৌন সাধন করিতে থাকে। সাধকেরাও তখন বলে, "আপনারা অধিক বিরক্ত করিলে ইনি চলিয়া যাইবেন"। (আগন্তুকদিগের মধ্যে) কেহ ধনাঢ্য থাকিলে, তিনি সাধককে পৃথক স্থানে ডাকাইয়া বলেন, "যদি আমার মনের কথা বলাইয়া দিতে পারেন তবে সত্য বলিয়া স্বীকার করিব"। তখন সাধক জিজ্ঞাসা করে, "কি কথা বলুন ত"? ধনাঢ্য সাধককে মনের কথা বলিয়া দিলে সাধক তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত সঙ্কেত অনুসারে বসাইয়া দেয়। সিদ্ধপুরুষ বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মনের কথা বলিয়া দেয়। তাহা শুনিয়া উপস্থিত জনসাধারণ বলিতে থাকে, "আহা কি মহান্ সিদ্ধ পুরুষ"! অতঃপর কেহ মিষ্টান্ন, কেহ পয়সা, কেহ টাকা, কেহ মোহর, কেহ বস্ত্র, কেহ বা সিধা সামগ্রী অর্পণ করে। এইরূপে যত দিন সিদ্ধ পুরুষকে বহু লোক মান্য করিতে থাকে, তত দিন সে যথেষ্ট লুণ্ঠন করে। কোন কোন স্থলে সে দুই একজন নির্ব্বোধ ধনাঢ্যকে পুত্র প্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ স্বরূপ কিঞ্চিৎ ভস্ম তুলিয়া দিয়া তাহার নিকট হইতে সহস্র সহস্র টাকা লইয়া বলে, "যদি তোমার সত্য ভক্তি থাকে তবে পুত্র হইবে"।

এইরূপ বহু প্রতারক থাকে, কেবলমাত্র বিদ্বান্দিগের দ্বারাই তাহাদের পরীক্ষা হইতে পারে, অন্য কাহারও দ্বারা নহে। এই জন্য বেদাদি

শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং সৎসংসর্গের প্রয়োজন। এতদ্দারা সকলেই রক্ষা পাইতে পারে এবং অন্যকেও রক্ষা করিতে পারে। কারণ, বিদ্যাই মনুষ্যের নেত্রস্বরূপ। বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত জ্ঞান হয় না। যাহারা বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহারাই মনুষ্যপদ বাচ্য এবং বিদ্বান্ হইয়া থাকে। যাহারা অসৎসংসর্গে থাকে, তাহারা দুশ্চরিত্র, পাপী এবং মহামূর্খ হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করে। এই নিমিত্ত জ্ঞানেরই বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে। যে জানে সেই মানে—

> ন বেত্তি যো যস্য গুণপ্রকর্ষং স তস্য নিন্দাং সততং করোতি।
> যথা কিরাতী করিকুম্ভজাতা মুক্তাঃ পরিত্যজ্য বিভর্ত্তি গুঞ্জাঃ॥
> (বৃং, চাং, অং ১১। শ্লোং ১২)॥

ইহা কোন কবির শ্লোক। বন্য ভীল যেমন গজমুক্তা পরিত্যাগ করিয়া গুঞ্জার হার পরিধান করে, সেইরূপ যে যাহার গুণ জানে না, সে নিরন্তর তাহার নিন্দা করে। যিনি বিদ্বান্, জ্ঞানী, ধার্ম্মিক, সৎসঙ্গী, যোগী, পুরুষকারসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় এবং সুশীল, তিনিই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে প্রাপ্ত হইয়া ইহজন্মে এবং পরজন্মে সর্ব্বদা আনন্দে অবস্থান করেন।

এস্থলে আর্য্যাবর্ত্তীয় মত-মতান্তর সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখিত হইল। অতঃপর আর্য্যবংশীয় রাজাদিগের যে সামান্য ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে, তাহা সজ্জনদিগের অবগতির জন্য বিবৃত করা যাইতেছে :—

এখন মহারাজ "যুধিষ্ঠির" হইতে মহারাজ "যশপাল" পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তীয় রাজবংশের কিঞ্চিৎ ইতিহাস লিখিত হইতেছে। "স্বায়ম্ভব" মনু হইতে মহারাজ যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত ইতিহাস মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে। এস্থলে পাঠকগণ যুধিষ্ঠির হইতে তৎপরবর্ত্তী কালের কিঞ্চিৎ ইতিহাস জানিতে পারিবেন। আমি এ বিষয় রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুর মেবার রাজ্যের রাজধানী চিতোরগড়ের শ্রীনাথদ্বারা হইতে প্রকাশিত এবং বিদ্যার্থীদিগের সম্মিলিত "হরিশ্চন্দ্র চন্দ্রিকা" এবং "মোহনচন্দ্রিকা" নামক পাক্ষিক পত্রিকা হইতে অনুবাদ করিয়াছি। যদি আর্য্যগণ এইরূপ ইতিহাস এবং অন্যান্য বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থাবলী অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশিত করিতে থাকেন, তাহা হইলে দেশের বড়ই কল্যাণ হয়। উক্ত পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক মহাশয়, ১৭৮২ (সতর শত বিরাশী) বিক্রম সংবতের লিখিত একখানি গ্রন্থ তাঁহার কোন

বন্ধুর নিকট প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রচলিত ১৯৩৯ সংবতের মার্গশীর্ষ শুক্লপক্ষের ১৯ এবং ২০ কিরণে অর্থাৎ পত্রিকা-সংখ্যায় মুদ্রিত করেন। প্রমাণ স্বরূপ তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আর্য্যাবর্ত্তদেশীয় রাজবংশাবলী

ইন্দ্রপ্রস্থে আর্য্যগণ শ্রীমন্মহারাজ "যশপাল" পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহারাজ "যুধিষ্ঠির" হইতে মহারাজ "যশপাল" পর্য্যন্ত রাজবংশের আনুমানিক ১২৪ (এক শত চব্বিশ) জন রাজা মোট ৪১৫৭ বৎসর ৯ মাস ১৪ দিন যে রাজ্য করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আর্য্যরাজা ১২৪, বর্ষ ৪১৫৭, মাস ৯, দিন ১৪। শ্রীমন্মহারাজ যুধিষ্ঠির হইতে ৩০ পুরুষ পর্য্যন্ত যাঁহারা আনুমানিক ১৭৭০ বৎসর ১১ মাস ১০ দিন রাজ্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের বিবরণ এইরূপ—

	আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন		আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১।	রাজা যুধিষ্ঠির	৩৬	৮	২৫	১৬।	সুচিরথ	৪২	১১	২
২।	রাজা পরীক্ষিত	৬০	০	০	১৭।	শূরসেন (২য়)	৫৮	১০	৮
৩।	রাজা জনমেজয়	৮৪	৭	২৩	১৮।	পর্ব্বতসেন	৫৫	৮	১০
৪।	রাজা অশ্বমেধ	৮২	৮	২২	১৯।	মেধাবী	৫২	১০	১০
৫।	দ্বিতীয় রাম	৮৮	২	৮	২০।	সোনচীর	৫০	৮	২১
৬।	ছত্রমল	৮১	১১	২৭	২১।	ভীমদেব	৪৭	৯	২০
৭।	চিত্ররথ	৭৫	৩	১৮	২২।	নৃহরিদেব	৪৫	১১	২৩
৮।	দুষ্টশৈল্য	৭৫	১০	২৪	২৩।	পূর্ণমল	৪৪	৮	৭
৯।	রাজা উগ্রসেন	৭৮	৭	২১	২৪।	করদবী	৪৪	১০	৮
১০।	শূরসেন	৭৮	৭	২১	২৫।	অলংমিক	৫০	১১	৮
১১।	ভুবনপতি	৬৯	৫	৫	২৬।	উদয়পাল	৩৮	৯	০
১২।	রণজীত	৬৫	১০	৪	২৭।	দুবনমল	৪০	১০	২৬
১৩।	ঋক্ষক	৬৪	৭	৪	২৮।	দমাত	৩২	০	০
১৪।	সুখদেব	৬২	০	২৪	২৯।	ভীমপাল	৫৮	৫	৮
১৫।	নরহরিদেব	৫১	১০	২	৩০।	ক্ষেমক	৪৮	১১	২১

রাজা ক্ষেমকের প্রধান মন্ত্রী বিশ্রবা ক্ষেমকরাজকে হত্যা করিয়া সিংহাসন

অধিকার করেন। তাঁহার বংশে ১৪ পুরুষ ৫০০ বৎসর ৩ মাস ১৭ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

	আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন		আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১।	বিশ্রবা	১৭	৩	২৯	৮।	কল্রুত	৪২	৯	২৪
২।	পুরসেনী	৪২	৮	২১	৯।	সজ্জ	৩২	২	১৪
৩।	বীরসেনী	৫২	১০	৭	১০।	অমরচূড়	২৭	৩	১৬
৪।	অনঙ্গশায়ী	৪৭	৮	২৩	১১।	অমীপাল	২২	১১	২৫
৫।	হরিজিৎ	৩৫	৯	১৭	১২।	দশরথ	২৫	৪	১২
৬।	পরমসেনী	৪৪	২	২৩	১৩।	বীরসাল	৩১	৮	১১
৭।	সুখপাতাল	৩০	২	২১	১৪।	বীরসালসেন	৪৭		১৪

রাজা বীরসালসেনের প্রধান মন্ত্রী বীরমহাপ্রধান তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। তাঁহার বংশে ১৬ পুরুষ ৪৪৫ বৎসর ৫ মাস ৩ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

	আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন		আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১।	রাজা বীরমহা	৩৫	১০	৮	৯।	তেজপাল	২৮	১১	১০
২।	অজিত সিংহ	২৭		১৯	১০।	মাণিকচন্দ	৩৭	৭	২১
৩।	সর্ব্বদত্ত	২৮	৩	১০	১১।	কামসেনী	৪২	৫	১০
৪।	ভুবনপতি	১৫	৪	১০	১২।	শত্রুমর্দ্দন	৮	১১	১৩
৫।	বীরসেন	২১	২	১৩	১৩।	জীবনলোক	২৮	৯	১৭
৬।	মহীপাল	৪০	৮	৭	১৪।	হরিরাও	২৬	১০	২৯
৭।	শত্রুসাল	২৬	৪	৩	১৫।	বীরসেন (২য়)	৩৫	২	২০
৮।	সজ্ঘরাজ	১৭	২	১০	১৬।	আদিত্যকেতু	২৩	১১	১৩

প্রয়াগের রাজা "ধন্ধর" মগধদেশের রাজা আদিত্যকেতুকে হত্যা করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। তাঁহার বংশে ৯ পুরুষ ৩৭৪ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

	আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন		আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১।	রাজা ধন্ধর	৪২	৭	২৪	৫।	দুরনাথ	২৮	৫	২৫
২।	মহর্ষি	৪১	২	২৯	৬।	জীবনরাজ	৪৫	২	৫
৩।	সনরচ্চী	৫০	১০	১৯	৭।	রুদ্রসেন	৪৭	৪	২৮
৪।	মহাযুদ্ধ	৩০	৩	৮	৮।	আরীলক	৫২	১০	৮
					৯।	রাজপাল	৩৬	০	০

সামন্ত মহানপাল রাজা রাজপালকে হত্যা করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। তিনি ১ পুরুষে ১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার বৃদ্ধি নাই।

রাজা বিক্রমাদিত্য অবন্তিকা (উজ্জয়িনী) হইতে যুদ্ধ করিয়া রাজা মহানপালকে নিহত করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। তাঁহার বংশে ১ পুরুষ ৯৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার বৃদ্ধি নাই।

শালিবাহনের মন্ত্রী, পৈঠণের যোগী, সমুদ্রপাল বিক্রমাদিত্যকে হত্যা করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। তাঁহার বংশে ১৬ পুরুষ ৩৭২ বৎসর ৪ মাস ২৭ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

	আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন		আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১।	সমুদ্রপাল	৫৪	২	২০	৯।	অমৃতপাল	৩৬	১০	১৩
২।	চন্দ্রপাল	৩৬	৫	৪	১০।	বলীপাল	১২	৫	২৭
৩।	সাহায়পাল	১১		১১	১১।	মহীপাল	১৩	৮	৪
৪।	দেবপাল	২৭		২৮	১২।	হরীপাল	১৪	৮	৪
৫।	নরসিংহপাল	১৮		২০	১৩।	সীসপাল *	১১	১০	১৩
৬।	সামপাল	২৭		১৭	১৪।	মদনপাল	১৭	১০	১৯
৭।	রঘুপাল	২২	৩	২৫	১৫।	কর্ম্মপাল	১৬	২	২
৮।	গোবিন্দপাল	১৭	১	১৭	১৬।	বিক্রমপাল	২৪	১১	১৩

রাজা বিক্রমপাল পশ্চিমাঞ্চলের রাজা মলুখচন্দ বোহরাকে আক্রমণ করিয়া সম্মুখ যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে মলুখচন্দ বিক্রমপালকে নিহত করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার বংশে ১০ পুরুষ ১৯১ বৎসর ১ মাস ১৬ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

	আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন		আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১।	মলুখচন্দ	৫৪	২	১০	৬।	কল্যাণচন্দ	১০	৫	৪
২।	বিক্রমচন্দ	১২	৭	১২	৭।	ভীমচন্দ	১৬	২	৯
৩।	অমীনচন্দ †	১০	০	৫	৮।	লোবচন্দ	২৬	৩	২২
৪।	রামচন্দ	১৩	১১	৮	৯।	গোবিন্দচন্দ	৩১	৭	১২
৫।	হরীচন্দ	১৪	৯	২৪	১০।	রাণী পদ্মাবতী‡	১	০	

* কোন ইতিহাসে ভীমপালও লিখিত আছে

† ইঁহার নাম কোথায়ও মানকচন্দও আছে।

এই পদ্মাবতী গোবিন্দচন্দের রাণী ছিলেন।

রাণী পদ্মাবতী নিঃসন্তানা অবস্থায় পরলোক গমন করেন। এই নিমিত্ত তাঁহার মন্ত্রিগণ সর্ব্বসম্মতি ক্রমে হরিপ্রেম বৈরাগীকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার নামে রাজত্ব করিতে থাকেন। এই বংশে ৪ পুরুষ ৫০ বৎসর ২১ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

	আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন		আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১।	হরিপ্রেম	৭	৫	১৬	৩।	গোপালপ্রেম	১	৭	২৮
২।	গোবিন্দপ্রেম	২০	২	৮	৪।	মহাবাহু	৬	৮	২৯

রাজা মহাবাহু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করেন। তাহা শুনিয়া বঙ্গদেশের রাজা আধীসেন ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া নিজে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বংশে ১২ পুরুষ ১৫১ বৎসর ১১ মাস ২ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

	আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন		আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১।	রাজা আধীসেন	১৮	৫	২১	৭।	কল্যাণসেন	৪	৮	২১
২।	বিলাবলসেন	১২	৪	২	৮।	হরীসেন	১২	০	২৫
৩।	কেশবসেন	১৫	৭	১২	৯।	ক্ষেমসেন	৮	১১	১৫
৪।	মাধসেন	১২	৪	২	১০।	নারায়ণসেন	২	২	২৯
৫।	ময়ূরসেন	২০	১১	২৭	১১।	লক্ষ্মীসেন	২৬	১০	
৬।	ভীমসেন	৫	১০	৯	১২।	দামোদরসেন	১১	৫	১৯

রাজা দামোদরসেন তাঁহার পাত্রমিত্রদিগকে অনেক কষ্ট দেন। এই নিমিত্ত তাঁহার জনৈক পাত্রমিত্র দীপসিংহ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাঁহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া স্বয়ং রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বংশে ৬ পুরুষ ১০৭ বৎসর ৬ মাস ২২ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

	আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন		আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১।	দীপসিংহ	১৭	১	২৬	৪।	নরসিংহ	৪৫	০	১৫
২।	রাজসিংহ	১৪	৫		৫।	হরিসিংহ	১৩	২	২৯
৩।	রণসিংহ	৯	৮	১১	৬।	জীবনসিংহ	৮		১

কোন কারণ বশতঃ রাজা জীবনসিংহ তাঁহার সমস্ত সৈন্য উত্তরদিকে প্রেরণ করেন। বৈরাটের রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান সেই সংবাদ পাইয়া জীবনসিংহকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতে

আরম্ভ করেন। * তাঁহার বংশে ৫ পুরুষ ৮৬ বৎসর ২০ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা :—

	আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১।	পৃথিবীরাজ	১২	২	১৯
২।	অভয়পাল	১৪	৫	১৭
৩।	দুর্জ্জনপাল	১১	৪	১৪
৪।	উদয়পাল	১১	৭	৩
৫।	যশপাল	৩৬	৪	২৭

সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘোরী গজনীর দুর্গ হইতে রাজা যশপালকে আক্রমণ করেন এবং সংবৎ ১২৪৯ সালে তাঁহাকে প্রয়াগের দুর্গে বন্দী করেন। অতঃপর সুলতান শাহাবুদ্দিন ইন্দ্রপ্রস্থে (দিল্লীতে) রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বংশে ৫৩ পুরুষ ৭৫৪ বৎসর ১ মাস ১৭ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের বিষয় অনেক ইতিহাসে লিখিত আছে॥ এই নিমিত্ত তাহা এ স্থলে লিখিত হইল না। অতঃপর বৌদ্ধ এবং জৈনমত সম্বন্ধে লিখিত হইবে॥

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দসরস্বতীস্বামিনির্ম্মিতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে আর্য্যাবর্ত্তীয়মতখণ্ডনমণ্ডনবিষয় একাদশঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥১১॥

* অতঃপর অন্যান্য ইতিহাসে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘোরী বহুবার আক্রমণ করেন কিন্তু পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অবশেষে সংবৎ ১২৪৯ সালে নিজেদের পরস্পরের মধ্যে ভেদবশতঃ পৃথ্বীরাজ শাহবুদ্দিন কর্ত্তৃক পরাজিত হন। শাহবুদ্দিন তাঁহাকে অন্ধ করিয়া জীবিতাবস্থায় স্বদেশে লইয়া যান এবং পরে স্বয়ং দিল্লীতে (ইন্দ্রপ্রস্থে) রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। মুসলমানদিগের রাজত্ব ৫৫ পুরুষের মধ্যে ৬১৩ বৎসর ছিল।

অনুভূমিকা (২)

আর্য্যাবর্ত্তবাসীদিগের মধ্যে সত্যাসত্য নির্ণয়ের অবলম্বন স্বরূপ বেদবিদ্যা বিলুপ্ত হইলে অবিদ্যাবিস্তার বশতঃ নানা মত মতান্তরের উৎপত্তি হয়; ফলে জৈন প্রভৃতি বিদ্যাবিরুদ্ধমত সমূহ প্রচারিত হইতে থাকে। বাল্মীকির রামায়ণ এবং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে জৈনের নামমাত্রও নাই, কিন্তু জৈন গ্রন্থসমূহে রামায়ণ এবং মহাভারতের রাম এবং কৃষ্ণ প্রভৃতির আখ্যায়িকা বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, জৈনমত এ সকল গ্রন্থের পরবর্ত্তী। জৈনগণ বলিয়া থাকেন যে তাঁহাদের মত অতি প্রাচীন। যদি তাহাই হইত, তবে রামায়ণ প্রভৃতিতে অবশ্য তাঁহাদের কথার উল্লেখ থাকিত। অতএব জৈনমত এ সকল গ্রন্থের পরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

যদি কেহ বলেন যে, জৈনগ্রন্থের উপাখ্যানসমূহ অবলম্বন করিয়া রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাস্য—রামায়ণ প্রভৃতিতে তোমাদের গ্রন্থের উল্লেখ নাই কেন? অথচ জৈনগ্রন্থসমূহে রামায়ণ প্রভৃতির উল্লেখ থাকার কারণ কি? পুত্র কি কখনও পিতার জন্ম দেখিতে পায়? নিশ্চয় নহে। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, জৈন ও বৌদ্ধমত শৈব ও শাক্ত প্রভৃতি মতেরও পরবর্ত্তী।

এই দ্বাদশ সমুল্লাসে (১২) জৈনমত বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছ তৎসম্পর্কে সন্ধান উল্লেখ পূর্ব্বক জৈনগ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এ বিষয়ে জৈন-দিগের কিছু মনে করা উচিত নহে; কারণ তাঁহাদের মতবিষয়ে যাহা যাহা লিখিয়াছি সে সব আলোচনার উদ্দেশ্য সত্যাসত্যের নির্ণয়; বিরোধ অথবা অনিষ্টসাধন নহে। ইহা পাঠ করিলে জৈন, বৌদ্ধ অথবা অপর যে কোন সম্প্রদায় সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য চিন্তা করিবার এবং লিখিবার সুযোগ পাইবেন এবং তাহাতে তাঁহাদের জ্ঞানোদয়ও হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাদী প্রতিবাদীরূপে প্রীতিসহকারে তর্ক অথবা লিখিত বিচার না করা যায় ততক্ষণ

সত্যাসত্যের নির্ণয় হইতে পারে না। বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে সত্যাসত্যের নির্ণয় না হইলে অবিদ্বান্‌দিগকে ঘোরতর অন্ধকারে পতিত হইয়া বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব সত্যের জয় এবং অসত্যের ক্ষয়ের জন্য মিত্রভাবে তর্ক অথবা লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করা মানব জাতির প্রধান কর্ত্তব্য। তদ্ব্যতীত তাহাদের কখনও উন্নতি হইতে পারে না।

বৌদ্ধ এবং জৈনমত সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বৌদ্ধ এবং জৈনগণ ব্যতীত অন্যান্য মতাবলম্বীদিগের পক্ষেও অপূর্ব্ব লাভ ও জ্ঞানজনক হইবে। কারণ এই যে, জৈনগণ তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ অপর কোন মতাবলম্বীকে দেখিতে, পাঠ করিতে অথবা লিখিয়া লইতেও দেন না। বোম্বাই আর্য্যসমাজের মন্ত্রী শেঠ "সেবকলাল কৃষ্ণদাস" এবং আমার বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রমে কতকগুলি জৈনগ্রন্থ হস্তগত হইয়াছে। ঐসকল গ্রন্থ কাশীস্থ "জৈন প্রভাকর" যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বোম্বাইতে "প্রকরণ রত্নাকর" নামক গ্রন্থখানিও মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতেও সকলের পক্ষে জৈন মত কি, তাহা জানা সহজ হইয়াছে।

ভাল, ইহা কিরূপ বিদ্বানের কার্য্য যে, নিজ মত সংক্রান্ত পুস্তকগুলি নিজেই দেখিবেন, অপর কাহাকেও দেখাইবেন না! ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, যাঁহারা ঐসকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে পূর্ব্বেই সন্দেহ ছিল যে, তাঁহাদের গ্রন্থে অনেক অসম্ভব কথা আছে; অন্যমতাবলম্বিগণ ঐসকল পাঠ করিলে খণ্ডন করিবে এবং স্বমতাবলম্বিগণও ভিন্ন মত বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিলে নিজ মতে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিবে। যাহা হউক, এমন অনেকেই আছেন, তাঁহারা নিজেদের দোষ দেখিতে পান না, কিন্তু অন্যের দোষ দেখিতে অত্যন্ত উৎসুক। ইহা ন্যায়সঙ্গত কথা নহে। কারণ প্রথমে নিজের দোষ দেখিয়া পরে অন্যের দোষ দেখা এবং সংশোধন করা কর্ত্তব্য।

এখন বৌদ্ধ এবং জৈনমত বিষয়ক আলোচনা সদাশয় পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করা যাইতেছে। ইহা কিরূপ, তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করিবেন।

কিমধিকলেখেন বুদ্ধিমদ্বর্য্যেষু ॥

অথ দ্বাদশ সমুল্লাসারম্ভঃ

অথ নাস্তিক মতান্তর্গত চারবাক বৌদ্ধ জৈনমত খণ্ডন-মণ্ডন বিষয়ান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥

বৃহস্পতি নামক এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বেদ, ঈশ্বর এবং যজ্ঞাদি উত্তম কর্ম্মসমূহও স্বীকার করিতেন না। শুনুন তাঁহার মতে—

যাবজ্জীবং সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥

মনুষ্যাদি কোন প্রাণী মৃত্যুর অগোচর নহে অর্থাৎ সকলকেই মরিতে হইবে। অতএব যতদিন শরীরে জীব থাকে, ততদিন সুখে থাকিবে। যদি কেহ বলে যে ধর্ম্মাচরণে কষ্ট হয় বটে কিন্তু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে পরজন্মে বহু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহার প্রতি "চারবাকের" উত্তর, "ওগো ভাই! তুমি নির্ব্বোধ; মৃত্যুর পর শরীর ভস্ম হইয়া যায়, যে ব্যক্তি পান-ভোজন করিয়াছিল, সে পুনরায় সংসারে আসিবে না। যে কোনও রূপে হউক, আনন্দে থাক; সংসারে নীতি অনুসারে চল; ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি কর এবং তদ্দ্বারা যথেচ্ছ ভোগ কর। মনে রাখিও, এই লোকই আছে, পরলোক বলিয়া কিছুই নাই। দেখ! পৃথিবী, জল, অগ্নি এবং বায়ু—এই চারি ভূতের পরিণাম হইতে এই শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে এ সকলের যোগবশতঃ চৈতন্য উৎপন্ন হয়। যেমন মাদক দ্রব্য সেবন করিলে মাদকতা (নেশা) উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জীব শরীরের সহিত উৎপন্ন হইয়া শরীরের নাশের সহিত স্বয়ং নষ্ট হইয়া যায়। তাহা হইলে পাপ-পুণ্যের ফল কাহার হইবে?

তচ্চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এব আত্মা দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ ॥

চারি ভূতের সংযোগ বশতঃ এই শরীরে জীবাত্মা উৎপন্ন হয় এবং এ সকলের বিয়োগের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কারণ, মৃত্যুর পর কোন জীব প্রত্যক্ষ হয় না। আমরা এক প্রত্যক্ষই মানি, কারণ প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমানাদি

হইতেই পারে না। অতএব মুখ্য প্রত্যক্ষের সম্মুখে অনুমানাদি গৌণ বলিয়া তাহা গ্রহণীয় নহে। সুন্দরী স্ত্রীর আলিঙ্গনে আনন্দ সম্ভোগ করা পুরুষার্থের ফল।" (উত্তর)—পৃথিব্যাদি ভূত জড়। জড় হইতে কখনও চেতনের উৎপত্তি হইতে পারে না। বর্ত্তমানে পিতৃ-মাতৃসংযোগে দেহের উৎপত্তি হয়; কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বর ব্যতীত মনুষ্যাদি শরীরের নির্ম্মাণকর্ত্তা অপর কেহ থাকিতে পারে না। মাদকতার ন্যায় চেতনের উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না। কারণ, চেতনেরই মাদকতা হইতে পারে, জড়ের নহে। পদার্থসমূহ নষ্ট অর্থাৎ অদৃশ্য হয়, কিন্তু কাহারও অভাব হয় না। এইরূপে অদৃশ্য হইলে জীবেরও অভাব হয়, এইরূপ মনে করা উচিত নহে। দেহের সহিত সংযোগ হইলেই জীবাত্মা প্রকট হয়। জীবাত্মা শরীর পরিত্যাগ করিলে, মৃতদেহ পূর্ব্বের ন্যায় চেতনাযুক্ত থাকিতে পারে না। বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে :—

নাহং মোহং ব্রবীমি অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মায়মাত্মেতি ॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, "হে মৈত্রেয়ি! আমি মোহবশতঃ বলিতেছিনা, কিন্তু সত্যই আত্মা অবিনাশী। আত্মার সংযোগ বশতঃ শরীর চেষ্টা করে। জীবের শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর শরীরে কোন জ্ঞানই থাকে না। যদি দেহ হইতে পৃথক আত্মা না থাকে, তাহা হইলে যাহার সংযোগ বশতঃ চেতনতা এবং বিয়োগ বশতঃ জড়তা হয়, তাহা দেহ হইতে পৃথক। চক্ষু সকলকে দেখে, চক্ষু নিজেকে দেখিতে পায় না। সেইরূপ যে প্রত্যক্ষ করে, সে নিজেকে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। যেমন কেহ চক্ষুদ্বারা ঘটপটাদি দেখে, সেইরূপ জ্ঞানদ্বারা চক্ষুকে দেখে। দ্রষ্টা দ্রষ্টাই থাকে, দৃশ্য কখনও হয় না। যেমন আধার ব্যতীত আধেয়, কারণ ব্যতীত কার্য্য, অবয়বী ব্যতীত অবয়ব এবং কর্ত্তা ব্যতীত কর্ম্ম থাকিতে পারে না, সেইরূপ কর্ত্তা ব্যতীত প্রত্যক্ষ কিরূপে হইতে পারে? সুন্দরী স্ত্রীসংসর্গ পুরুষার্থের ফল হইলে, তজ্জনিত ক্ষণিক সুখদুঃখও পুরুষার্থের ফল। তাহা হইলে স্বর্গসুখের হানি হইলে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। যদি বলেন যে, দুঃখমোচন এবং সুখবৃদ্ধির জন্য যত্নবান্ হওয়া উচিত তাহা হইলে মুক্তিসুখের হানি হইবে। সুতরাং ইন্দ্রিয়সুখ পুরুষার্থের ফল নহে।

(চারবাক)—যাহারা দুঃখমিশ্রিত সুখ পরিত্যাগ করে, তাহারা মূর্খ। যেমন কৃষক ধান্য হইতে তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া তুষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ

সুধীগণ সংসারে সুখ গ্রহণ এবং দুঃখ বর্জ্জন করিবেন। যাহারা ইহলোকের উপস্থিত সুখ পরিত্যাগ করিয়া, অনুপস্থিত স্বর্গসুখের ইচ্ছায় ধূর্ত্তোপদিষ্ট বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞানকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, তাহারা অজ্ঞান। যখন পরলোকই নাই, তখন তাহার আকাঙ্ক্ষা করা মূর্খতা। কারণ :—

> অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
> বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ॥

চারবাক মতের প্রচারক "বৃহস্পতি" বলিতেছেন যে, নির্ব্বোধ এবং পুরুষকারবিহীন লোকেরা অগ্নিহোত্র, ত্রিবেদ, ত্রিদণ্ড এবং ভস্মলেপন প্রভৃতি তাহাদের জীবিকা স্বরূপ করিয়া লইয়াছে। কিন্তু কণ্টকবিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি কারণে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম নরক, আর জগদ্বিখ্যাত রাজা ও পরমেশ্বর হওয়া এবং দেহের নাশ হওয়াকে মোক্ষ বলে। মোক্ষ অন্য কিছুই নহে। (উত্তর)—বিষয়সুখমাত্রই পুরুষকারের ফল এবং বিষয়দুঃখের নিবৃত্তি মাত্রই কৃতকৃত্যতা ও স্বর্গ মনে করা মূর্খতা। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞের দ্বারা বায়ু, বৃষ্টি এবং জল পবিত্র হয়; তাহাতে আরোগ্য এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সিদ্ধ হয়। ইহা না জানিয়া বেদ, ঈশ্বর এবং বেদোক্ত কর্ম্মের নিন্দা করা ধূর্ত্তের কার্য্য। ত্রিদণ্ড এবং ভস্মধারণের যে খণ্ডন করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত। কণ্টকাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখের নাম নরক হইলে তদপেক্ষা অধিক কষ্টকর মহারোগ প্রভৃতি নরক নহে কেন? ঐশ্বর্য্যশালী এবং প্রজাপালনে সমর্থ রাজাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা সঙ্গত, কিন্তু যে রাজা পাপী এবং অন্যায়কারী, তাহাকেও পরমেশ্বরের ন্যায় সম্মান করার মত মূর্খতা আর কি আছে? যদি শরীরবিয়োগমাত্রকেই মোক্ষ বলা হয়, তাহা হইলে গর্দ্দভ, কুকুর প্রভৃতি এবং তোমাদের মধ্যে প্রভেদ রহিল কি? কেবল আকৃতিমাত্রই প্রভেদ রহিল। (চারবাক)—

> অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং শীতস্পর্শস্তথাঽনিলঃ।
> কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাত্তদ্‌ব্যবস্থিতিঃ॥ ১॥
> ন স্বর্গো নাঽপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
> নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥ ২॥

পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে ॥ ৩ ॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারণম্।
গচ্ছতামিহং জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্ ॥ ৪ ॥
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে ॥ ৫ ॥
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥ ৬ ॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেব বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ ॥ ৭ ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি ন ত্বন্যদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৮ ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।
জর্ফরীতুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্ ॥ ৯ ॥
অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নস্তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরঞ্চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১০ ॥
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচরসমীরিতম্ ॥ ১১ ॥

চারবাক, আভাণক, বৌদ্ধ এবং জৈনমতে স্বভাব হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। স্বাভাবিক গুণের সহিত দ্রব্যসংযোগে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়। জগতের কর্ত্তা কেহই নাই ॥ ১ ॥ ইহাদের মধ্যে চারবাকের মত এইরূপ, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনগণ পরলোক এবং জীবাত্মা স্বীকার করেন। চারবাক তাহা স্বীকার করেন না। অবশিষ্ট বিষয়ে উক্ত তিন সম্প্রদায়ের মতই প্রায়ঃ একরূপ; কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। তাঁহাদের মতে স্বর্গ, নরক এবং পরলোকগামী কোন আত্মা নাই। বর্ণাশ্রমের ক্রিয়াও ফলদায়ক নহে ॥ ২ ॥ যদি যজ্ঞে কোন পশু বধ করিয়া হোম করিলে সেই পশু স্বর্গে যায়, তবে যজমান তাহার পিতাকে বধ করিবার পর হোম করিয়া স্বর্গে প্রেরণ করে না কেন? ॥ ৩ ॥ যদি শ্রাদ্ধ তর্পণ মৃত জীবদিগের পক্ষে তৃপ্তিকর হয়, তাহা হইলে বিদেশযাত্রী পাথেয়স্বরূপ অন্নবস্ত্র এবং টাকা-কড়ি সঙ্গে

লইয়া যায় কেন? যদি মৃতের নামে অর্পিত বস্তু স্বর্গে যায়, তাহা হইলে যাহারা বিদেশে গিয়াছে, তাহাদের আত্মীয়েরাও তাহাদের নামে বস্তু অর্পণ করিয়া বিদেশে প্রেরণ করিতে পারে। যদি প্রবাসী আত্মীয়গণ তাহা প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে পরলোকবাসিগণ কিরূপে প্রাপ্ত হইবে? ॥ ৪ ॥ যদি মর্ত্ত্যলোকের দানের দ্বারা স্বর্গবাসী তৃপ্ত হয়, তাহা হইলে গৃহের নিম্নস্থলে দান করিলে, উপরিস্থিত ব্যক্তিগণ তৃপ্ত হয় না কেন? ॥ ৫ ॥ অতএব যতকাল জীবিত থাকিবে, ততকাল সুখেই জীবন যাপন করিবে। গৃহে কোন বস্তু না থাকিলে ঋণ করিয়া আনন্দ ভোগ করিবে; সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না কারণ যে শরীরে জীব পান-ভোজন করিয়াছে, সে শরীরের উভয়েই (ঋণদাতা ও গ্রহীতা) ফিরিয়া আসিবে না, তখন কে কাহার নিকট চাহিবে বা কে পরিশোধ করিবে? ॥ ৬ ॥ মৃত্যুর পর জীব শরীর হইতে বহির্গত হইয়া পরলোকে গমন করে, এইরূপ যে লোকোক্তি আছে তাহা মিথ্যা। কারণ তাহা সত্য হইলে পরলোকগত জীব কুটুম্বদিগের মোহে আসক্ত হইয়া পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসে না কেন? ॥৭॥ সুতরাং এ সকল ব্রাহ্মণগণ নিজের জীবিকার উপায় করিয়াছে। মৃতকের জন্য দশগাত্রাদি ক্রিয়াও তাহাদের জীবিকার লীলা ॥ ৮ ॥ বেদরচয়িতা ভণ্ড, ধূর্ত্ত এবং নিশাচর এই তিন। "জর্ফরী", তুর্ফরী ইত্যাদি ধূর্ত্ত পণ্ডিতদিগের বচন ॥ ৯ ॥ ধূর্ত্তদিগের রচনা দেখুন! যজমানের স্ত্রী অশ্বলিঙ্গ গ্রহণ করিবে, অশ্বের সহিত তাহার সমাগম করাইবে, যজমানের কন্যার সহিত ঠাট্টা পরিহাস করিবে—এই সব কথা ধূর্ত্ত ভিন্ন অপর কেহ কি লিখিতে পারে? ॥ ১০ ॥ বেদে যেস্থলে মাংসভোজনের কথা লেখা হইয়াছে, তাহা রাক্ষসের রচনা ॥ ১১ ॥

(উত্তর)—চেতন পরমেশ্বর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত না হইলে, জড় পদার্থসমূহ স্বাভাবিক-ভাবে নিয়মপূর্ব্বক মিলিত হইয়া উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি স্বভাব হইতেই হইত, তবে দ্বিতীয় সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী এবং নক্ষত্রাদি লোক স্বয়ং নির্ম্মিত হয় না কেন? ॥১॥ সুখভোগের নাম স্বর্গ এবং দুঃখভোগের নাম নরক। জীবাত্মা না থাকিলে সুখদুঃখ কে ভোগ করিবে? বর্ত্তমানের ন্যায় পরজন্মেও জীব সুখদুঃখের ভোক্তা। বর্ণাশ্রমীদিগের সত্যভাষণ এবং পরোপকার প্রভৃতি ক্রিয়াও কি নিষ্ফল? কখনই না ॥ ২ ॥ বেদাদি সত্যশাস্ত্রে কোথাও পশু বধ করিয়া হোম করিবার কথা লিখিত হয় নাই। মৃতকের শ্রাদ্ধ-তর্পণও কপোলকল্পিত, কারণ, এ সকল বেদাদি সত্যশাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং ভাগবতাদি পুরাণমতাবলম্বীদিগের অনুকূল মত। এইজন্য ইহার খণ্ডন অনিবার্য্য ॥ ৩।৪।৫ ॥ বিদ্যমান বস্তুর অভাব

কখনও হয় না ; বিদ্যমান জীবেরও অভাব হইতে পারে না। দেহ ভস্ম হয়, কিন্তু জীব ভস্ম হয় না, জীব ত অন্য শরীরে গমন করে। অতএব ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যাহারা ঋণ করিয়া পরের দ্রব্য ভোগ করিয়া, শোধ করে না তাহারা নিশ্চয়ই পাপী হয় এবং পরজন্মের দুঃখরূপ নরক ভোগ করে ॥ ৬ ॥ দেহ হইতে বহির্গত হইয়া জীব স্থানান্তরে গমন করে এবং দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। তাহার পূর্ব্বজন্ম ও কুটুম্ব প্রভৃতির কোন জ্ঞান থাকে না। এই জন্য কুটুম্বদিগের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারে না ॥ ৭ ॥ হাঁ, ব্রাহ্মণগণ তাহাদের জীবিকার জন্য প্রেতকর্ম্ম রচনা করিয়াছে। ইহা বেদোক্ত নহে বলিয়া খণ্ডনীয় ॥ ৮ ॥

এখন দেখুন! যদি চারবাক প্রভৃতি বেদাদি সত্যশাস্ত্র দর্শন পাঠ এবং শ্রবণ করিতেন তাহা হইলে কখনও বেদের নিন্দা করিতেন না এবং বলিতেন না যে, বেদ ভণ্ড, ধূর্ত্ত এবং নিশাচরসদৃশ ব্যক্তিদিগের রচিত। অবশ্য মহীধর প্রভৃতি টীকাকারগণই ভণ্ড, ধূর্ত্ত এবং নিশাচর সদৃশ; ধূর্ত্ততা তাঁহাদের, বেদের নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, চারবাক, আভাণক, বৌদ্ধ এবং জৈনগণ মূল চারিবেদের সংহিতাগুলি দর্শন, শ্রবণ ও পাঠ করেন নাই এবং কোন বিদ্বানের নিকট অধ্যয়নও করেন নাই। এই নিমিত্ত তাঁহারা নষ্ট ভ্রষ্ট বুদ্ধি লইয়া নিরর্থক বেদের নিন্দা করিয়াছেন এবং দুষ্টবুদ্ধি বামমার্গীদিগের প্রমাণশূন্য কপোল কল্পিত জঘণ্য টীকাসমূহ পাঠ করিয়া বেদবিরোধী হইয়াছেন। ফলে তাঁহারা অবিদ্যারূপী অতল সমুদ্রে নিপতিত হইয়াছেন ॥ ৯ ॥

ভাল, এস্থলে বিবেচ্য এইযে, স্ত্রীলোকের দ্বারা অশ্বলিঙ্গ গ্রহণ করান, অশ্বের সহিত তাহার সমাগম করান, যজমানের কন্যার সহিত হাস্য পরিহাস করা— বামমার্গী ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। এসকল মহাপাপী বামমার্গী ব্যতীত কে এমন ভ্রষ্ট, অশুদ্ধ, বেদার্থবিরুদ্ধ বেদব্যাখ্যা করিবে? চারবাক প্রভৃতির জন্য দুঃখ হয় যে তাঁহারা নির্ব্বিচারে বেদের নিন্দায় তৎপর হইয়াছিলেন এবং স্বীয় বুদ্ধির কোনই সদ্ব্যবহার করেন নাই। তাঁহাদের দুর্ভাগ্য এই যে সত্যাসত্যের বিচার পূর্ব্বক সত্যের মণ্ডন এবং অসত্যের খণ্ডন করিবার মত বিদ্যা তাঁহাদের ছিল না ॥ ১০ ॥ মাংসভোজনের কথাও বামমার্গী টীকাকারদিগের লীলা। এই নিমিত্ত তাহাদিগকে রাক্ষস বলা উচিত। বেদে কোনও স্থলে মাংসভোজনের উল্লেখ মাত্রও নাই। সুতরাং যে সকল টীকাকার বেদ না জানিয়া শুনিয়া বেদের মনগড়া নিন্দা করিয়াছেন, ঐসকল মিথ্যা বলার

পাপ নিশ্চয়ই তাঁহাদের স্কন্ধে পতিত হইবে। ইহা সত্য যে, যাঁহারা বেদবিরোধী হইয়াছিলেন, হইয়াছেন এবং হইবেন, তাঁহারা অবিদ্যারূপী অন্ধকারে নিপতিত হইয়া সুখের পরিবর্ত্তে যতই দারুণ দুঃখ ভোগ করিবেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে ততই অল্প হইবে। অতএব মনুষ্যমাত্রেরই বেদানুকূল আচরণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১১ ॥
বামমার্গিগণ মিথ্যা কপোল কল্পনা করিয়া বেদের নামে নিজেদের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছে অর্থাৎ যথেচ্ছ মদ্যপান, মাংসভোজন, পরস্ত্রীগমনাদি দুষ্ট কর্ম্মের প্রবর্ত্তনকল্পে বেদের উপর কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে। ইহাদের দেখাদেখি, চারবাক, বৌদ্ধ ও জৈনগণও বেদের নিন্দা করিতে আরম্ভ করে, নিজেরা পৃথক এক বেদবিরুদ্ধ, অনীশ্বরবাদী অর্থাৎ নাস্তিক মত প্রচলন করিল। চারবাকাদি যদি বেদের মূল অর্থ আলোচনা করিতেন তবে মিথ্যা টীকাসমূহ দেখিয়া সত্য বেদমত পরিত্যাগ করিতেন কি ? কি করা যায়। হতভাগ্যদের "বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি"। যখন নষ্ট ভ্রষ্ট হওয়ার সময় আসে তখনই মানুষের বুদ্ধি বিপরীত হয়। এখন চারবাক প্রভৃতির মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহা লিখিত হইতেছে। তাঁহারা অনেক বিষয়ে একমত। চারবাক দেহের উৎপত্তির সহিত জীবের উৎপত্তি এবং দেহনাশের সহিত জীবের নাশ স্বীকার করেন না। তাঁহারা পুনর্জন্ম এবং পরলোক মানেন না এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত অনুমানাদি প্রমাণ স্বীকার করেন না। চারবাক শব্দের অর্থ বাক্যপ্রয়োগে প্রগল্ভ, বিশেষার্থ "বৈতণ্ডিক"। বৌদ্ধ এবং জৈনগণ প্রত্যক্ষাদি চারি প্রমাণ, অনাদি জীব, পুনর্জন্ম, পরলোক এবং মুক্তিও স্বীকার করেন। চারবাকের সহিত বৌদ্ধ এবং জৈনের এতটা মতভেদ আছে। নাস্তিকতা, বেদ ও ঈশ্বর নিন্দা, পরমতদ্বেষ, অতঃপর আলোচ্য ছয় যত্ন (ছয় কর্ম্ম) এবং জগতের অকর্ত্তৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সকলেই একমত। চারবাকমত সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল।

এখন বৌদ্ধমত সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে—

কার্য্যকারণভাবাদ্বা স্বভাবাদ্বা নিয়ামকাৎ।
অবিনাভাবনিয়মো দর্শনান্তরদর্শনাৎ ॥

কার্য্য-কারণভাব অর্থাৎ কার্য্যদর্শনে কারণের এবং কারণদর্শনে কার্য্যাদির সাক্ষাৎকার হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষদ্বারা শেষে অনুমান হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত

প্রাণীদিগের সম্পূর্ণ ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে না। এই সব লক্ষণ দ্বারা অনুমানের প্রাধান্য স্বীকার করাতে চারবাক হইতে বৌদ্ধ একটি পৃথক শাখা হইয়াছে।

বৌদ্ধ চারি প্রকারের—প্রথম "মাধ্যমিক", দ্বিতীয় "যোগাচার", তৃতীয় সৌত্রান্তিক এবং চতুর্থ "বৈভাষিক"। "বুদ্ধ্যা নির্বর্ত্ততে স বৌদ্ধঃ"। বুদ্ধি দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় অর্থাৎ যে যে বিষয় নিজের বুদ্ধিতে বুঝা যায় তাহা তাহা মান্য এবং যাহা যাহা নিজের বোধগম্য হয় না তাহা তাহা অস্বীকার করা বৌদ্ধদের লক্ষণ : বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রথম "মাধ্যমিক" সর্ব্বশূন্যবাদী অর্থাৎ তাঁহাদের মতে যাবতীয় পদার্থ শূন্য অর্থাৎ আদিতে এবং অন্তে থাকে না, মধ্যে প্রতীতি হইলে প্রতীতিকালে থাকিয়া পরে শূন্য হইয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট ছিল না, প্রধ্বংসের পর থাকে না এবং ঘটজ্ঞান কালে ভাসমান হইয়া পদার্থান্তরে যাইতে যাইতে ঘটজ্ঞান থাকে না। অতএব শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব। দ্বিতীয় "যোগাচার" বাহ্যশূন্যতাবাদী ; অর্থাৎ পদার্থসমূহ অভ্যন্তরস্থ জ্ঞানের মধ্যে ভাসমান হয়, বাহিরে নহে। যেমন আত্মায় ঘটজ্ঞান আছে বলিয়াই মনুষ্য বলে "ইহা ঘট"। ভিতরে জ্ঞান না থাকিলে বলিতে পারিত না। ইহারা এইরূপ মানে। তৃতীয় "সৌত্রান্তিক" দিগের মতে বাহিরে বস্তুর অনুমান হয়, কিন্তু বাহিরে সাঙ্গোপাঙ্গ কোন বস্তু প্রত্যক্ষ হয় না ; একদেশে প্রত্যক্ষ হওয়াতে শেষে অনুমান হইয়া থাকে। তাহাদের মত এইরূপ। চতুর্থ "বৈভাষিক"দিগের মতে পদার্থ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়, ভিতরে নহে। উদাহরণ স্বরূপ, "অয়ং নীলো ঘটঃ"—এই প্রতীতির মধ্যে নীলবর্ণ ঘটাকৃতি বাহিরে প্রতীত হয়। তাহারা এইরূপ মানে। বুদ্ধ সকল বৌদ্ধের আচার্য্য হওয়া সত্ত্বেও শিষ্যদিগের বুদ্ধিভেদ বশতঃ চতুর্বিবধ শাখা হইয়াছে। সূর্য্যাস্তের পর লম্পটগণ পরস্ত্রীগমনে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তখন সুধীগণ সত্যভাষণাদি সৎকর্ম্ম করিয়া থাকেন। সুতরাং একই সময়ে স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে লোকে ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত চারিটি শাখার মধ্যে "মাধ্যমিক" মতে সমস্তই ক্ষণিক অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে বুদ্ধির পরিণাম হওয়াতে পূর্ব্বক্ষণে যে বস্তু যে রূপ জ্ঞাত ছিল, পরক্ষণে তাহা সেইরূপ থাকে না। সুতরাং সমস্তই ক্ষণিক। তাহারা এইরূপ মানে। দ্বিতীয় "যোগাচার" মতে সমস্ত প্রবৃত্তি দুঃখরূপ ; কারণ কোন বস্তুর প্রাপ্তিতে কেহই সন্তুষ্ট থাকে না। একটির প্রাপ্তিতে অন্যটির প্রাপ্তির ইচ্ছা

বর্ত্তমানই থাকে। তৃতীয় "সৌত্রান্তিক" মতে পদার্থসমূহ স্ব স্ব লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, গোচিহ্ন দ্বারা গো ও অশ্বচিহ্ন দ্বারা অশ্ব জানা যায়। অতএব লক্ষণ সর্ব্বদা লক্ষ্যের মধ্যে থাকে। তাহারা এইরূপ বলে। চতুর্থ "বৈভাষিক" মতে শূন্যই একমাত্র পদার্থ। বৈভাষিকগণ মাধ্যমিক মতের সর্ব্বশূন্যবাদ স্বীকার করেন। বৌদ্ধদিগের অনেক বিবাদী পক্ষও আছে। এইরূপে তাঁহারা চারিপ্রকার ভাবনা স্বীকার করেন। (উত্তর)—যদি সমস্তই শূন্য হয়, তাহা হইলে শূন্যের জ্ঞাতা শূন্য হইতে পারে না এবং শূন্য শূন্যকে জানিতে পারে না। সুতরাং শূন্যের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দুই পদার্থ সিদ্ধ হয়। যদি "যোগাচার" বাহ্যশূন্যতা স্বীকার করেন, তাহা হইলে পর্ব্বত তাঁহার ভিতরে থাকা উচিত। যদি বলেন যে, পর্ব্বত ভিতরে আছে তবে তাঁহার হৃদয়ে পর্ব্বতসদৃশ অবকাশ কোথায়? অতএব পর্ব্বত বাহিরে থাকে কিন্তু পর্ব্বতজ্ঞান আত্মায় থাকে। সৌত্রান্তিক কোন পদার্থকে প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহা হইলে তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার বাক্যও অনুমান সাপেক্ষ হওয়া উচিত, প্রত্যক্ষ নহে। যদি কোন পদার্থই প্রত্যক্ষ না হয়, তবে "অয়ং ঘটঃ" এইরূপ প্রয়োগও হওয়া উচিত নহে; কিন্তু "অয়ং ঘটৈকদেশঃ" ইহা ঘটের একদেশ, এইরূপ প্রয়োগ হওয়া উচিত। ঘটের এক দেশের নাম ঘট নহে, কিন্তু সমুদায়ের নাম ঘট। "ইহা ঘট" এই বলিলে ঘট প্রত্যক্ষ, অনুমেয় নহে, কারণ সমস্ত অবয়বের মধ্যে অবয়বী এক। অবয়বী একের প্রত্যক্ষ হইলে ঘটের সমস্ত অবয়বও প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ সাবয়ব ঘট প্রত্যক্ষ হয়। চতুর্থ বৈভাষিক মতে বাহ্য পদার্থ প্রত্যক্ষ, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ যে স্থলে জ্ঞাতা এবং জ্ঞান থাকে, সেই স্থলেই প্রত্যক্ষ হয়। প্রত্যক্ষের বিষয় বাহিরে থাকে, কিন্তু তদাকার জ্ঞান আত্মায় হয়। যদি ক্ষণিক পদার্থ এবং ঐ পদার্থের জ্ঞানও ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে, "প্রত্যভিজ্ঞা" অর্থাৎ "আমি একথা বলিয়াছিলাম" এইরূপ স্মরণ হওয়া উচিত নহে। কিন্তু পূর্ব্বদৃষ্ট এবং পূর্ব্বশ্রুত বিষয়েরই স্মরণ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ক্ষণিকবাদও যুক্তিসঙ্গত নহে। যদি সমস্তই দুঃখ হয় এবং সুখ কিছুই না থাকে, তাহা হইলে রাত্রির অপেক্ষায় দিন এবং দিনের অপেক্ষায় রাত্রির ন্যায় সুখের অপেক্ষা ব্যতীত দুঃখ সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব সমস্তই দুঃখ, এই মত যুক্তিসঙ্গত নহে। স্বলক্ষণ মানিলে নেত্র রূপের লক্ষণ এবং রূপ লক্ষ্য। যেমন ঘটের রূপ ঘটের রূপের লক্ষণ। চক্ষু লক্ষণ হইতে পৃথক। পক্ষান্তরে গন্ধ পৃথিবী হইতে অভিন্ন এইরূপ

ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য এবং লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে। শূন্যের যে উত্তর পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, এস্থলে তাহাই গ্রহণীয় অর্থাৎ শূন্যের জ্ঞাতা শূন্য হইতে ভিন্ন।

সর্ব্বস্য সংসারস্য দুঃখাত্মকত্বং সর্ব্বতীর্থঙ্করসংগতম্ ॥

যাঁহারা বৌদ্ধদিগের তীর্থঙ্কর, তাঁহাদিগকে জৈনগণও মানেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বোক্ত ভাবনাচতুষ্টয় অর্থাৎ চারি প্রকার ভাবনা দ্বারা বাসনাসমূহের নিবৃত্তি বশতঃ শূন্যরূপ নির্ব্বাণ অর্থাৎ মুক্তি স্বীকার করেন। তাঁহারা তাঁহাদের শিষ্যদিগকে যোগাচার সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহাদের মতে গুরুবাক্যই প্রমাণ এবং অনাদি বুদ্ধিতে বাসনা উৎপন্ন হয় বলিয়া বুদ্ধি অনেকাকার হইয়া ভাসমান হয়। তন্মধ্যে প্রথমতঃ স্কন্ধ :—

রূপবিজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞাসংস্কারসংজ্ঞকঃ ॥

(প্রথম) ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যে রূপাদি বিষয় গৃহীত হয় তাহাকে "রূপস্কন্ধ", (দ্বিতীয়) আলয়বিজ্ঞান প্রবৃত্তির জ্ঞান হওয়া কার্য্যকে "বিজ্ঞানস্কন্ধ," (তৃতীয়) রূপস্কন্ধ এবং বিজ্ঞানস্কন্ধ হইতে উৎপন্ন সুখদুঃখ প্রভৃতির প্রতীতিরূপ ব্যবহারকে "বেদনাস্কন্ধ," (চতুর্থ) গবাদি সংজ্ঞার সহিত নামীর সম্বন্ধ স্বীকার রূপ ব্যবহারকে "সংজ্ঞাস্কন্ধ" এবং (পঞ্চম) বেদনাস্কন্ধ হইতে উৎপন্ন রাগ দ্বেষাদি ক্লেশ এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাদি উপক্লেশ, মদ, প্রমাদ, অভিমান, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মরূপ ব্যবহারকে "সংস্কারস্কন্ধ" বলে। সমস্ত সংসার দুঃখ, দুঃখের আলয় এবং দুঃখের সাধন স্বরূপ, এইরূপ ভাবনা করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হওয়া বৌদ্ধদিগের মত। চারবাকদিগের মধ্যে বিশেষ এই যে, তাঁহারা মুক্তি, অনুমান এবং জীব স্বীকার করেন না।

দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্ব্বহুভিঃ কিল ॥ ১ ॥
গম্ভীরোত্তানভেদেন ক্বচিচ্চোভয়লক্ষণঃ।
ভিন্না হি দেশনা ভিন্ন শূন্যতাদ্বয়লক্ষণা ॥ ২ ॥
অর্থানুপার্জ্জ্য বহুশো দ্বাদশায়তনানি বৈ।
পরিতঃ পূজনীয়ানি কিমন্যৈরিহ পূজিতৈঃ ॥ ৩ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
মনো বুদ্ধিরিতি প্রোক্তং দ্বাদশায়তনং বুধৈঃ ॥ ৪ ॥

অর্থাৎ যিনি জ্ঞানী, অনাসক্ত, জীবন্মুক্ত, যিনি লোকনাথ বুদ্ধ প্রভৃতি তীর্থঙ্করদিগের তত্ত্ববেত্তা, যিনি বিভিন্ন পদার্থের উপদেষ্টা এবং বহুরূপে ও বহু উপায়ে যিনি বর্ণিত হইয়াছেন তাঁহাকে মান্য করিবে ॥ ১ ॥ ভিন্ন ভিন্ন গুরুদিগের প্রদত্ত পূর্ব্বোক্ত শূন্যতা লক্ষণযুক্ত উপদেশ সমূহ মান্য করিবে। ঐসকল অত্যন্ত গম্ভীর এবং প্রসিদ্ধ ভেদে কোনস্থলে গুপ্ত ও কোনস্থলে প্রকট ॥ ২ ॥ দ্বাদশায়তন পূজাই মোক্ষদায়িনী। তজ্জন্য বহু ধনসামগ্রী সংগ্রহ করিবে এবং দ্বাদশায়তন অর্থাৎ দ্বাদশ প্রকারের স্থানবিশেষ নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে পূজা করিবে। অপর কাহারও পূজা করিবার প্রয়োজন কি? ॥ ৩ ॥ ইঁহাদের দ্বাদশায়তন পূজা এই—পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং নাসিকা; পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্, হস্ত, পাদ, গুহ্য এবং উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধিকে সংস্কার অর্থাৎ আনন্দে প্রবৃত্ত রাখা ইত্যাদি বৌদ্ধদিগের মত ॥ ৪ ॥

(উত্তর)—সমস্ত সংসার দুঃখরূপ হইলে তাহাতে কোন জীবের প্রবৃত্তি থাকা বচিত নহে। কিন্তু সংসারে জীবের প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। অতএব সমস্ত সংসার দুঃখরূপ হইতে পারে না। কিন্তু সংসারে সুখ ও দুঃখ দুইই আছে। বৌদ্ধগণ এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন যে সংসার দুঃখরূপ, তাহা হইলে তাঁহারা পানভোজন এবং ঔষধ পথ্য প্রভৃতি সেবন করিয়া শরীর রক্ষায় যত্নবান হইয়া সুখ কেন চান? যদি বলেন "আমরা যত্নবান হই বটে কিন্তু তাহাকে কেবল দুঃখই মনে করি"। তাহাও অসম্ভব; কারণ জীব সুখ জানিয়া প্রবৃত্ত এবং দুঃখ জানিয়া নিবৃত্ত হয়। সংসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান, বিদ্যা এবং সৎসঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় শ্রেষ্ঠ কার্য্য সুখকর। বৌদ্ধ ব্যতীত কোন বিদ্বান্ এসকল দুঃখজনক বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ স্কন্ধ একেবারে অপূর্ণ। কারণ এ সকল পরীক্ষা করিলে এক একটি স্কন্ধের মধ্যে অনেক ভেদ হইতে পারে। অনাদি, নাথদিগেরও নাথ পরমাত্মার পরিবর্ত্তে যে সকল তীর্থঙ্করকে উপদেষ্টা এবং লোকনাথ বলিয়া মান্য করা হয়, সেই তীর্থঙ্করদিগকে কে উপদেশ দিয়াছেন? যদি বলেন, তাঁহারা নিজে নিজেই জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তবে তাহা অসম্ভব, যেহেতু

কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না। অথবা যদি মনে করা যায় যে, তাঁহাদের মতানুসারে তাহা হইতে পারে, তবে এখনও তাঁহাদের মধ্যে অধ্যয়ন অধ্যাপন, শ্রবণ শ্রাবণ এবং জ্ঞানীদিগের সংসর্গ ব্যতীত কেহই জ্ঞানবান হন না কেন ? যেহেতু হন না, অতএব এইরূপ কথন সর্ব্বথা ভিত্তিহীন, যুক্তিশূন্য এবং সন্নিপাত রোগীর প্রলাপসদৃশ। যদি বৌদ্ধমতে সমস্তই শূন্যরূপ অদ্বৈত হয়, তবে তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ বিদ্যমান্ বস্তু কখনও শূন্যরূপ হইতে পারে না। অবশ্য তাহা সূক্ষ্ম কারণরূপে পরিণত হয়। অতএব তাঁহাদের উক্তি ভ্রান্তিপূর্ণ।

যদি উপার্জ্জিত অর্থব্যয় দ্বারা দ্বাদশায়তন পূজাকে মোক্ষসাধক বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে দশ প্রাণ এবং একাদশ জীবাত্মার পূজা করেন না কেন ? যদি ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের পূজাও মোক্ষসাধক হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধ ও বিষয়াসক্তদিগের মধ্যে কি প্রভেদ রহিল ? যদি বৌদ্ধগণ বিষয়াসক্তি হইতে নিস্তার পাইলেন না, তবে তাঁহাদের মুক্তিই বা কোথায় রহিল ! আর এ ক্ষেত্রে মুক্তির প্রয়োজনই বা কি ? অবিদ্যাবিষয়ে বৌদ্ধগণ কি প্রকার উন্নতিই না করিয়াছেন ! এ বিষয়ে তাঁহাদের সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে এমন কেহই নাই। বাস্তবিক বেদ এবং ঈশ্বরের সহিত বিরোধ করিয়া তাঁহারা এই ফল লাভ করিলেন যে, প্রথমতঃ সমস্ত সংসারকে দুঃখরূপ ভাবনা করিয়া পরে মধ্যস্থলে দ্বাদশায়তন পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন ! এই দ্বাদশায়তন পূজা কি পার্থিব বস্তুর পূজা ব্যতীত অন্য কিছু ? যদি তদ্দ্বারা মুক্তিলাভ হইতে পারে, তবে কি কেহ চক্ষু বন্ধ করিয়া অন্বেষণ করিলেও রত্নলাভ করিতে পারে ? বেদ এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকায় ইঁহাদের এমনই লীলা-খেলা হইয়াছে ! যদি এখনও সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা বেদ এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া জীবন সফল করুন। "বিবেকবিলাস" নামক গ্রন্থে বৌদ্ধমত এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

বৌদ্ধানাং সুগতো দেবো বিশ্বং চ ক্ষণভঙ্গুরম্।
আর্য্যসত্ত্বাখ্যয়াদত্বচতুষ্টয়মিদং ক্রমাৎ ॥ ১ ॥
দুঃখমায়তনং চৈব ততঃ সমুদয়ো মতঃ।
মার্গশ্চেত্যস্য চ ব্যাখ্যা ক্রমেণ শ্রূয়তামতঃ ॥ ২ ॥
দুঃখসংসারিণস্কন্ধাস্তে চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

বিজ্ঞানং বেদনাসংজ্ঞা সংস্কারো রূপমেব চ ॥ ৩ ॥
পঞ্চেন্দ্রিয়াণি শব্দা বা বিষয়াঃ পঞ্চ মানসম্ ।
ধর্ম্মায়তনমেতানি দ্বাদশায়তনানি তু ॥ ৪ ॥
রাগাদীনাং গণো যঃ স্যাৎ সমুদেতি নৃণাং হৃদি ।
আত্মাত্মীয়স্বভাবাখ্যঃ স স্যাৎ সমুদয়ঃ পুনঃ ॥ ৫ ॥
ক্ষণিকাঃ সর্ব্বসংস্কারা ইতি যা বাসনা স্থিরা ।
স মার্গ ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স চ মোক্ষোঽভিধীয়তে ॥ ৬ ॥
প্রত্যক্ষানুমানং চ প্রমাণং দ্বিতয়ং তথা ।
চতুঃপ্রস্থানিকা বৌদ্ধাঃ খ্যাতা বৈভাষিকাদয়ঃ ॥ ৭ ॥
অথো জ্ঞানান্বিতো বৈভাষিকেণ বহু মন্যতে ।
সৌত্রান্তিকেন প্রত্যক্ষগ্রাহ্যোঽর্থো ন বহির্ম্মতঃ ॥ ৮ ॥
আকারসহিতাবুদ্ধির্যোগাচারস্য সম্মতা ।
কেবলাং সংবিদাং স্বস্থাং মন্যন্তে মধ্যমাঃ পুনঃ ॥ ৯ ॥
রাগাদি জ্ঞানসন্তানবাসনাচ্ছেদসম্ভবা ।
চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেষা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১০ ॥
কৃত্তিঃ কমণ্ডলুর্ম্মৌণ্ড্যং চীরং পূর্ব্বাহ্নভোজনম্ ।
সংঘো রক্তাম্বরত্বং চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুভিঃ ॥ ১১ ॥

সুগতদেব ভগবান বুদ্ধ বৌদ্ধদিগের পূজনীয়, জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, আর্য্য পুরুষ ও আর্য্যা স্ত্রী এবং তত্ত্বসমূহের আখ্যা সংজ্ঞাদি প্রসিদ্ধি—এই চারিটি বৌদ্ধদিগের মন্তব্য বিষয় ॥ ১ ॥ এই বিশ্ব দুঃখের আলয় স্বরূপ, ইহা জানিতে পারিলে মনুষ্য সমুদয় অর্থাৎ উন্নতি লাভ করে। এসকল বিষয়ের ব্যাখ্যা ক্রমশঃ শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ সংসারে কেবল দুঃখই আছে। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ স্কন্ধ সম্যক্‌রূপে জানিবে ॥ ৩ ॥ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এ সকলের শব্দাদি পঞ্চ বিষয় এবং মন বুদ্ধি ও অন্তঃকরণ ধর্ম্মের এই দ্বাদশ স্থান ॥ ৪ ॥ মনুষ্যের হৃদয়ে যে রাগদ্বেষাদি সমূহের উৎপত্তি হয়, ঐ সকলকে সমুদয় এবং আত্মা ও আত্মার স্বভাব এবং গুণকে আখ্যা বলে। এ সকল হইতে পুনরায় সমুদয় হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ সমস্ত সংস্কার ক্ষণিক। বাসনার স্থিরতাই বৌদ্ধদিগের পন্থা। উক্ত শূন্যতত্ত্ব শূন্যরূপ হওয়ার নাম মোক্ষ ॥৬॥ বৌদ্ধগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণই স্বীকার করেন। ইঁহাদের

মধ্যে চারি প্রকার ভেদ আছে যথা—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার এবং মাধ্যমিক ॥ ৭ ॥ তন্মধ্যে বৈভাষিকমতে জ্ঞানে যে পদার্থ আছে, তাহাই বিদ্যমান বলিয়া স্বীকার্য্য। যাহা জ্ঞানে নাই, সিদ্ধপুরুষগণ তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারেন না। সৌত্রান্তিকগণ ভিতরকে প্রত্যক্ষ পদার্থ স্বীকার করেন, বাহিরকে নহে ॥ ৮ ॥ যোগাচার আকারবিশিষ্ট বিজ্ঞানযুক্ত বুদ্ধি স্বীকার করেন এবং মাধ্যমিক কেবল নিজের মধ্যে পদার্থসমূহের জ্ঞান মাত্র মানেন, পদার্থ স্বীকার করেন না ॥ ৯ ॥ চারি প্রকার বৌদ্ধ মতেই রাগাদি জ্ঞানপ্রবাহের বাসনার নাশ হইতে মোক্ষলাভ হয় ॥ ১০ ॥ মৃগাদির চর্ম্ম, কমণ্ডলু, মুণ্ডিত মস্তক, বল্কল বস্ত্র, পূর্ব্বাহ্নে অর্থাৎ নয় ঘটিকার পূর্ব্বে ভোজন, নিঃসঙ্গ না থাকা এবং রক্তবস্ত্র ধারণ—ইহাই বৌদ্ধ সাধুর লক্ষণ ॥ ১১ ॥

(উত্তর)—যদি সুগত বুদ্ধই বৌদ্ধদিগের দেব হন, তাহা হইলে তাঁহার গুরু কে ছিলেন? বিশ্ব ক্ষণভঙ্গুর হইলে, দীর্ঘ কাল পূর্ব্বে দৃষ্ট পদার্থের "ইহা তাহাই", এইরূপ স্মরণ হইতে পারে না। যাহা ক্ষণভঙ্গুর তাহা পদার্থ রূপেই থাকে না; সুতরাং কাহার স্মরণ হইবে? ক্ষণিকবাদই বৌদ্ধদের মার্গ হইলে তাঁহাদের মোক্ষও ক্ষণভঙ্গুর হইবে। যদি জ্ঞানবিশিষ্ট অর্থই দ্রব্য হয়, তবে জড় দ্রব্যেও জ্ঞান থাকা উচিত। তবে তাহা সঞ্চালন প্রভৃতি ক্রিয়া কাহার উপর করে? ভাল, যাহা বাহিরে দৃষ্ট হয় তাহা মিথ্যা কিরূপে হইতে পারে? বুদ্ধি আকারবিশিষ্ট হইলে দৃশ্য হওয়া উচিত। যদি কেবলমাত্র জ্ঞানই হৃদয়ে আত্মস্থ হয় এবং বাহ্য পদার্থকে বল ও জ্ঞান বলিয়াই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জ্ঞেয় পদার্থ ব্যতীত জ্ঞান হইতে পারে না। যদি বাসনাচ্ছেদই মুক্তি হয়, তবে সুষুপ্তি অবস্থাতেও মুক্তি হয় বলিয়া মনে করা উচিত। কিন্তু এইরূপ মনে করা বিদ্যাবিরুদ্ধ, সুতরাং গর্হিত। বৌদ্ধদিগের মতবাদ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। ইহা পাঠ করিলে বুদ্ধিমান এবং বিচারশীল পুরুষেরা জানিতে পারিবেন যে তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি এবং মতবাদ কিরূপ। জৈনগণও ইহা স্বীকার করেন।

অতঃপর জৈনমত বর্ণনা করা যাইতেছে।

প্রকরণরত্নাকর প্রথম ভাগ, নয়চক্রসারে নিম্নলিখিত বিষয় লিখিত আছে যে—বৌদ্ধগণ এক এক সময়ে নব নব ভাবে (১) আকাশ, (২) কাল, (৩) জীব এবং (৪) পুদ্গল (পরমাণু)—এই চারি দ্রব্য স্বীকার করেন।

জৈনগণ ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, জীবাস্তিকায় এবং কাল—এই ছয় দ্রব্য স্বীকার করেন; তন্মধ্যে কালকে আস্তিকায় স্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁহাদের মতে কাল উপচার বশতঃ দ্রব্য; কিন্তু যথার্থতঃ তাহা নহে। আস্তিকায় সমূহের মধ্যে "ধর্ম্মাস্তিকায়" পরিণামিত্ব বশতঃ পরিণাম প্রাপ্ত জীব এবং পুদ্গল গতি ধারণের অবলম্বন স্বরূপ। ইহা অসংখ্য স্থানে এবং অসংখ্য লোকে অনন্ত পরিমাণে ব্যাপক হইয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয় "অধর্ম্মাস্তিকায়"। ইহা স্থিরতা বশতঃ পরিণামী আত্মা এবং পরমাণু সমূহের ধারণের হেতু স্বরূপ। তৃতীয় "আকাশাস্তিকায়"। ইহা সকল দ্রব্যের আধার এবং অবগাহন, প্রবেশ ও বহির্গমন প্রভৃতির কর্ত্তা জীব ও পুদ্গলের অবগাহন হেতু এবং সর্ব্বব্যাপী। চতুর্থ "পুদ্গলাস্তিকায়"। ইহা কারণ স্বরূপ সূক্ষ্ম, নিত্য, এক রস-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শ কার্য্যের লিঙ্গ, পূর্ণ করিবার এবং দ্রবীভূত হইবার স্বভাববিশিষ্ট। পঞ্চম "জীবাস্তিকায়"। ইহা চেতনালক্ষণ জ্ঞান এবং দর্শনের উপযুক্ত, অনন্ত পর্য্যায় বশতঃ পরিণামী, কর্ত্তা এবং ভোক্তা। ষষ্ঠ "কাল" যাহা পূর্ব্বোক্ত পাঁচ আস্তিকায়ের পরত্ব, অপরত্ব, নবীনত্ব ও প্রাচীনত্বের চিহ্ন স্বরূপ প্রসিদ্ধ এবং বর্ত্তমান রূপ পর্য্যায়যুক্ত তাহাকে কাল বলে।

(সমীক্ষক)—বৌদ্ধগণ যে চারি দ্রব্যকে প্রত্যেক সময়ে নূতন নূতন হয় বলিয়া মনে করেন, তাহা মিথ্যা। কারণ আকাশ, কাল, জীব এবং পরমাণু কখনও নূতন অথবা পুরাতন হয় না; এসকল অনাদি এবং কারণ রূপে অবিনাশী। অতএব এসকলের মধ্যে নূতনত্ব কিংবা পুরাতনত্ব ঘটিতে পারে না। এসকল বিষয়ে জৈনদিগের মতও সঙ্গত নহে। কারণ ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম দ্রব্য নহে, কিন্তু গুণ। এই দুইটি জীবাস্তিকায়ের অন্তর্গত। অতএব আকাশ, পরমাণু, জীব এবং কাল, এসকল মানাই সঙ্গত। বস্তুতঃ বৈশেষিকে যে নয় দ্রব্য স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাই যথার্থ। কারণ পৃথিব্যাদি পাঁচ তত্ত্ব, কাল, দিক্, আত্মা এবং মন এই নয়টি নিশ্চয়ই পৃথক পৃথক পদার্থ। একমাত্র জীবকেই চেতন মনে করা এবং ঈশ্বর না মানা জৈন এবং বৌদ্ধদিগের পক্ষে মিথ্যা পক্ষপাতের কথা।

বৌদ্ধ এবং জৈনগণ যে সপ্তভঙ্গী এবং স্যাদ্‌বাদ মানেন, তাহা এইরূপ—"সন্ ঘটঃ", ইহাকে প্রথম ভঙ্গ বলে। কারণ ঘটের বিদ্যমানতা অর্থাৎ "ঘট আছে", এই বাক্য ঘটাভাবের বিরোধ করিল। দ্বিতীয় ভঙ্গ, "অসন্

ঘটঃ” অর্থাৎ “ঘট নাই” ; প্রথম ঘটের ভাব এবং এই ঘটের অভাব বশতঃ দ্বিতীয় ভঙ্গ হইল। তৃতীয় ভঙ্গ, “সন্নসন্ন ঘটঃ”, অর্থাৎ এই ঘট ত আছে, কিন্তু ইহা পট নহে। এই ভঙ্গ প্রথম ও দ্বিতীয় ভঙ্গ হইতে পৃথক হইল। চতুর্থ ভঙ্গ, “ঘটোঽঘটঃ” যেমন “অঘটঃ পটঃ,” নিজের মধ্যে অন্য পটের অভাব হওয়ায় ঘটকে অঘট বলা হয়। ঘটের যুগপৎ দুই সংজ্ঞা—ঘট এবং অঘট। পঞ্চম ভঙ্গ এই যে, ঘটকে পট বলা অসঙ্গত ; অর্থাৎ ঘটের মধ্যে ঘটত্ব বক্তব্য এবং পটত্ব অবক্তব্য। ষষ্ঠ ভঙ্গ এই যে, যাহা ঘট নহে, তাহাকে ঘট বলা যায় না ; যাহা ঘট তাহাই ঘট, তাহাকেই ঘট বলা সঙ্গত। সপ্তম ভঙ্গ এই যে, যাহার সম্বন্ধে বলা অভিপ্রেত, তাহা নাই, আর তাহা ঘট বলিবারও যোগ্য নহে। সেইরূপ :—

স্যাদস্তি জীবোঽয়ং প্রথমো ভঙ্গঃ ॥ ১ ॥
স্যান্নাস্তি জীবো দ্বিতীয়ো ভঙ্গঃ ॥ ২ ॥
স্যাদবক্তব্যো জীবস্তৃতীয়ো ভঙ্গঃ ॥ ৩ ॥
স্যাদস্তি নাস্তি নাস্তিরূপো জীবশ্চতুর্থো ভঙ্গঃ ॥ ৪ ॥
স্যাদস্তি অবক্তব্যো জীবঃ পঞ্চমো ভঙ্গঃ ॥ ৫ ॥
স্যান্নাস্তি অবক্তব্যো জীবঃ ষষ্ঠো ভঙ্গঃ ॥ ৬ ॥
স্যাদস্তি নাস্তি অবক্তব্যো জীব ইতি সপ্তমো ভঙ্গঃ ॥ ৭ ॥

অর্থাৎ হে জীব! এইরূপ বলা হইলে জীবের মধ্যে জীবের বিরুদ্ধ জড় পদার্থের অভাব হওয়াকে প্রথম ভঙ্গ বলে। দ্বিতীয় ভঙ্গ এই যে, জড়ের মধ্যে জীব নাই, এইরূপ বলা হয়। এই নিমিত্ত ইহাকে দ্বিতীয় ভঙ্গ বলে। তৃতীয় ভঙ্গ এই যে, জীব আছে, কিন্তু বলিবার যোগ্য নহে। চতুর্থ ভঙ্গ এই যে, জীব যখন শরীর ধারণ করে, তখন প্রকট এবং যখন শরীর হইতে পৃথক হয়, তখন অপ্রকট থাকে ; এইরূপ বলা। জীব আছে, কিন্তু বলিবার যোগ্য নহে যখন এইরূপ বলা হয়, তখন তাহাকে পঞ্চম ভঙ্গ বলে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জীব সম্বন্ধে বলা যায় না সুতরাং জীব চক্ষুপ্রত্যক্ষ নহে ; এইরূপ ব্যবহারকে ষষ্ঠ ভঙ্গ বলে। একই সময়ে অনুমান দ্বারা জীব থাকা, আবার অদৃশ্য বলিয়া না থাকা ; একরূপ না থাকা, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে পরিণাম প্রাপ্ত হওয়া, অস্তি-নাস্তি এবং নাস্তি-অস্তি ব্যবহারও না হওয়া, ইহাকে সপ্তম ভঙ্গ বলে।

এইরূপে নিত্যত্ব সপ্তভঙ্গী, অনিত্যত্ব সপ্তভঙ্গী, সামান্য ধর্ম্ম, বিশেষ ধর্ম্ম, গুণ এবং পর্য্যায়ের প্রত্যেক বস্তুতে সপ্তভঙ্গী হইয়া থাকে। সেইরূপ দ্রব্য, গুণ, স্বভাব এবং পর্য্যায় অনন্ত বলিয়া সপ্তভঙ্গীও অনন্ত। বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের স্যাদ্‌বাদ এবং সপ্তভঙ্গী ন্যায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। (সমীক্ষক) —এই কথা একমাত্র অন্যোঽন্যাভাবে সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যে চরিতার্থ হইতে পারে। এই সরল প্রকরণ পরিত্যাগ করিয়া কঠিন জাল রচনা করার উদ্দেশ্য অজ্ঞানদিগকে জালে আবদ্ধ করা। দেখ! জীবের অভাব অজীবে এবং অজীবের অভাব জীবে থাকেই, যেমন জীব এবং জড়ের অস্তিত্ব সাধর্ম্ম্য, চেতনত্ব এবং জড়ত্ব বৈধর্ম্ম্য; অর্থাৎ জীবের মধ্যে চেতনত্ব (অস্তি) আছে, জড়ত্ব (নাস্তি) নাই। এইরূপে জড়ের মধ্যে জড়ত্ব আছে চেতনত্ব নাই। অতএব গুণ-কর্ম্ম-স্বভাবের সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্য দ্বারা বিচার করিলে ইহাদের সমস্ত সপ্তভঙ্গী এবং স্যাদ্‌বাদ সহজে বোধগম্য হয়। তাহা হইলে এত প্রপঞ্চ বিস্তারের প্রয়োজন কি? এ বিষয়ে বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের মত একই, স্থলবিশেষে কিছু প্রভেদ হওয়ায় ভিন্ন ভাবও হয়।

অতঃপর কেবলমাত্র জৈনমত সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে—

চিদচিদ্‌দ্বে পরে তত্ত্বে বিবেকস্তদ্বিবেচনম্।
উপাদেয়মুপাদেয়ং হেয়ং হেয়ং চ কুর্ব্বতঃ ॥ ১ ॥
হেয়ং হি কর্ত্তৃরাগাদি তৎকার্য্যমবিবেকিনঃ।
উপাদেয়ং পরং জ্যোতিরুপযোগৈকলক্ষণম্ ॥ ২ ॥

জৈনগণ "চিৎ" এবং "অচিৎ" অর্থাৎ চেতন এবং জড় দুইটি মাত্র পরতত্ত্ব স্বীকার করেন। সেই দুইটির বিবেচনার নাম বিবেক। যাঁহারা গ্রহণযোগ্য পদার্থ গ্রহণ এবং বর্জ্জনযোগ্য পদার্থ বর্জ্জন করেন, তাঁহাদিগকে বিবেকী বলে ॥ ১ ॥ জগতের কর্ত্তা, রাগাদি এবং ঈশ্বর জগতের কারণ,—এই অবিবেকী মতের বর্জ্জন এবং যোগদ্বারা লক্ষিত পরমজ্যোতিঃস্বরূপ জীবের গ্রহণই শ্রেয়ঃ। ২ ॥ তাৎপর্য্য এই যে, বৌদ্ধ এবং জৈনগণ জীব ব্যতীত অপর কোন চেতন তত্ত্ব এবং ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে কোন অনাদি সিদ্ধ ঈশ্বর নাই। এবিষয়ে রাজা শিবপ্রসাদ "ইতিহাসতিমিরনাশক" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বৌদ্ধ

এবং জৈন দুইটি নাম মাত্র, কিন্তু মত একই। এই দুইটি শব্দ পর্য্যায়বাচী। বৌদ্ধদিগের মধ্যে বামমার্গী, মদ্যপায়ী ও মাংসভোজী বৌদ্ধও আছেন। তাঁহাদের সহিত জৈনদিগের বিরোধ আছে। কিন্তু মহাবীর এবং গৌতম গণধরকে বৌদ্ধগণ বুদ্ধ এবং জৈনগণ গণধর এবং জিনবর বলিয়া থাকেন। জিন হইতে পরম্পরা ক্রমে জৈনমত চলিয়া আসিয়াছে। রাজা শিবপ্রসাদ তাঁহার "ইতিহাসতিমিরনাশক" নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন যে, স্বামী শঙ্করাচার্য্য প্রায় একসহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধ অথবা জৈনধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল। এবিষয়ে তিনি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"যে বেদবিরুদ্ধ মত মহাবীর গণধর গৌতম স্বামীর সময় হইতে স্বামী শঙ্করাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং যাহা সম্রাট অশোক এবং সম্প্রতি মহারাজ বিশ্বাস করিতেন, বৌদ্ধমত বলিতে আমি সেই মতই বুঝি। জৈনমত কখনও তাহার বহির্ভূত হইতে পারে না। যে জিন শব্দ হইতে জৈনের এবং যে বুদ্ধ শব্দ হইতে বৌদ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই দুইটি শব্দ পর্য্যায়বাচক। অভিধানে দুইটি শব্দের একই অর্থ লিখিত হইয়াছে। জৈন এবং বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় গৌতমকে মানেন। তদ্ব্যতীত দীপবংশ প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহে শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধকে প্রায়ই মহাবীর নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। শাক্যমুনির সময়ে হয়ত বৌদ্ধ এবং জৈন দুইটি একই মত ছিল। আমরা যে গৌতমের অনুযায়ীদিগকে জৈন না লিখিয়া বৌদ্ধ লিখিয়াছি, তাহার কারণ এই যে, অন্য দেশীয়গণ তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ নামেই অভিহিত করিয়াছেন"। অমরকোষেও এইরূপ লিখিত আছে—

সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান্মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ॥ ১॥
ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্তু যঃ॥ ২॥
স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধশ্‌শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ॥ ৩॥

অমরকোষ কা° ১-বর্গ-১ শ্লোক ৮-১০॥

এখন দেখ! বুদ্ধ ও জিন এবং বৌদ্ধ ও জৈন একেরই নাম কিনা। অমরসিংহও

কি ভ্রমক্রমে বুদ্ধ এবং জিনকে একই ব্যক্তি বলিয়া লিখিয়াছেন? যে সকল জৈন বিদ্যাহীন, তাঁহারা নিজেদের বা অপরদের সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন, কেবল দুরাগ্রহ বশতঃ প্রলাপ বকিয়া থাকেন। কিন্তু জৈনদিগের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান্, তাঁহারা জানেন যে, বুদ্ধ ও জিন এবং বৌদ্ধ ও জৈন পর্য্যায়বাচী। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

জৈনমত অনুসারে জীবই পরমেশ্বর হইয়া যায়। জৈনগণ তাঁহাদের তীর্থঙ্কর দিগকেই কেবলী মুক্তিপ্রাপ্ত এবং পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের মতে অনাদি পরমেশ্বর কেহই নাই। সর্ব্বজ্ঞ, বীতরাগ, অর্হন্, কেবলী, তীর্থঙ্কৃত এবং জিন—নাস্তিকদিগের দেবগণের এই ছয়টি নাম। চন্দ্রসূরি "আপ্তনিশ্চয়ালঙ্কার" নামক গ্রন্থে আদিদেবের স্বরূপ এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন:—

> সর্ব্বজ্ঞো বীতরাগাদিদোষস্ত্রৈলোক্যপূজিতঃ।
> যথা স্থিতার্থবাদী চ দেবোঽর্হন্ পরমেশ্বরঃ ॥ ১ ॥

"তৌতাতিতোঁ"ও এইরূপ লিখিয়াছেন—

> সর্ব্বজ্ঞো দৃশ্যতে তাবন্নেদানীমস্মদাদিভিঃ।
> দৃষ্টো ন চৈকদেশোঽস্তি লিঙ্গং বা যোঽনুমাপয়েৎ ॥ ২ ॥
> ন চাগমবিধিঃ কশ্চিন্নিত্যসর্ব্বজ্ঞ বোধকঃ।
> ন চ তত্রার্থবাদানাং তাৎপর্য্যমপি কল্পতে ॥ ৩ ॥
> ন চান্যার্থপ্রধানৈস্তৈস্তদস্তিত্বং বিধীয়তে।
> ন চানুবাদিতুং শক্যঃ পূর্ব্বমন্যৈরবোধিতঃ ॥ ৪ ॥

যিনি রাগাদি-দোষরহিত, যিনি ত্রিলোকপূজ্য; যিনি পদার্থসমূহের যথার্থ বক্তা এবং যিনি সর্ব্বজ্ঞ, অর্হন্ দেব, তিনিই পরমেশ্বর ॥ ১ ॥ যেহেতু আমরা পরমেশ্বরকে এখন দেখি না সুতরাং কোন সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ নহেন। ঈশ্বর বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায় অনুমানও ঘটিতে পারে না। কারণ একদেশ প্রত্যক্ষ না হইলে অনুমান হইতে পারে না ॥ ২ ॥ প্রত্যক্ষ এবং অনুমান না থাকায় আগম অর্থাৎ নিত্য, অনাদি এবং সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার বোধক শব্দপ্রমাণও হইতে পারে না। অতএব ত্রিবিধ প্রমাণের অভাবে অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতি, নিন্দা এবং পরকৃতি বা পরের চরিত্র-বর্ণন এবং পুরাকল্প ইতিহাসেরও উপযোগিতা নাই ॥ ৩ ॥ তদ্ব্যতীত অন্যার্থ প্রধান

অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাসের ন্যায় পরোক্ষ পরমাত্মার সিদ্ধিরও বিধান হয় না। তাহা হইলে উপদেষ্টাদিগের নিকট ঈশ্বর সম্বন্ধে শ্রবণ ব্যতীত পুনরাবৃত্তিও হইতে পারে না। ৪॥

পূর্ব্বোক্ত মতের প্রত্যাখ্যান অর্থাৎ খণ্ডন—অনাদি ঈশ্বর না থাকিলে, "অর্হন্ দেবের" মাতা-পিতা প্রভৃতির শরীর কে নির্ম্মাণ করিল? সংযোগকর্ত্তা ব্যতীত যথাযোগ্য সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ও যথোচিত কার্য্যক্ষম শরীর নির্ম্মিত হইতে পারে না। শরীরের উপাদান জড় হওয়ায় উহা স্বয়ং এমন সুগঠিত হইয়া রচিত হইতে পারে না। কারণ জড়পদার্থের মধ্যে যথাযোগ্য নির্ম্মিত হইবার জ্ঞানই নাই। আবার যিনি প্রথমে রাগাদি দোষযুক্ত হইয়া, পরে দোষরহিত হন তিনি কখনও ঈশ্বর হইতে পারেন না। কারণ, যে নিমিত্তবশতঃ তিনি রাগাদি হইতে মুক্ত হন, সেই নিমিত্ত নষ্ট হইলে, তাহার কার্য্যমুক্তিও অনিত্য হইবে। যিনি অল্প এবং অল্পজ্ঞ তিনি কখনও সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বব্যাপক হইতে পারেন না। জীবের স্বরূপ একদেশী এবং পরিমিত গুণকর্ম্ম-স্বভাববিশিষ্ট। জীব সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিদ্যার যথার্থ বক্তা হইতে পারে না অতএব তোমাদের তীর্থঙ্কর কখনও পরমেশ্বর হইতে পারেন না॥ ১॥

তোমরা কি কেবল প্রত্যক্ষ পদার্থই স্বীকার কর? অপ্রত্যক্ষ পদার্থ কি স্বীকার কর না? যেমন রূপগ্রহণের সাধন চক্ষু, শব্দগ্রহণের সাধন কর্ণ, সেইরূপ অনাদি পরমাত্মাকে দর্শন করিবার সাধন শুদ্ধ অন্তঃকরণ। পবিত্রাত্মারা বিদ্যা এবং যোগাভ্যাস দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রতক্ষ দর্শন করেন। যেমন অধ্যয়ন ব্যতীত বিদ্যালাভ হয় না, সেইরূপ যোগাভ্যাস এবং জ্ঞান বিজ্ঞান ব্যতীত পরমাত্মাকেও দর্শন করা যায় না। যেমন পৃথিবীর রূপাদি গুণ দেখিয়া এবং জানিয়া, গুণ হইতে অব্যবহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট পৃথিবী প্রত্যক্ষ করা যায় সেইরূপ সৃষ্টিতে পরমাত্মার চিহ্নস্বরূপ রচনা বিশেষ দেখিয়া পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। পাপাচরণের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই মনে যে ভয়, সংশয় এবং লজ্জা উৎপন্ন হয়, তাহা পরমাত্মা হইতেই হয় তদ্দারাও পরমাত্মা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে সুতরাং অনুমান সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে কি? ২॥

প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ হওয়ায় আগম প্রমাণও নিত্য, অনাদি এবং সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বোধক। অতএব ঈশ্বর বিষয়ে শব্দ প্রমাণও আছে। যখন জীব ত্রিবিধ প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তখন সে যথার্থরূপে অর্থবাদ অর্থাৎ পরমেশ্বরের গুণাবলীর প্রশংসা করিতে সমর্থ হয়। কারণ, যে পদার্থ

নিত্য, তাহার গুণ-কর্ম্ম-স্বভাবও নিত্য। তাহার প্রশংসায় কোন প্রতিবন্ধ নাই ॥ ৩ ॥ যেমন মনুষ্যদিগের মধ্যে কর্ত্তা ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না, সেইরূপ কর্ত্তা ব্যতীত মহৎ কার্য্যও সর্ব্বথা অসম্ভব। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মূঢ়েরও ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। উপদেষ্টাদিগের নিকট পরমাত্মা সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করিবার পর তাহার পুনরুক্তিও সহজসাধ্য ॥ ৪ ॥ অতএব জৈনদিগের পক্ষে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অভাব উল্লেখ করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করা ইত্যাদি কার্য্য অনুচিত। (প্রশ্ন)—

অনাদেরাগমস্যার্থো ন চ সর্ব্বজ্ঞ আদিমান্।
কৃত্রিমেণ ত্বসত্যেন স কথং প্রতিপাদ্যতে ॥ ১ ॥
অথ তদ্বচনেনৈব সর্ব্বজ্ঞোঽন্যৈঃ প্রদীয়তে।
প্রকল্পেত কথং সিদ্ধিরন্যোঽন্যাশ্রয়য়োস্তয়োঃ ॥ ২ ॥
সর্ব্বজ্ঞোক্ততয়া বাক্যং সত্যং তেন তদস্তিতা।
কথং তদুভয়ং সিধ্যেৎ সিদ্ধমূলান্তরাদৃতে ॥ ৩ ॥

প্রসঙ্গবশতঃ সর্ব্বজ্ঞ অনাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে না কারণ কৃত্রিম অসত্য বাক্যের দ্বারা উহা প্রতিপাদিত হইতে পারে না। যদি পরমেশ্বরেরই বাক্যদ্বারা পরমেশ্বরসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে অনাদি ঈশ্বর দ্বারা অনাদি শাস্ত্রসিদ্ধি এবং অনাদি শাস্ত্রদ্বারা অনাদি ঈশ্বরসিদ্ধি—ইহাতে অন্যোঽন্যাশ্রয় দোষ ঘটে ॥ ২ ॥ কারণ, সর্ব্বজ্ঞের বচন বলিয়া বেদবাক্য সত্য, আবার সেই বেদবাক্যদ্বারাই ঈশ্বরসিদ্ধি করা হইতেছে; তাহা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? সেই শাস্ত্র এবং পরমেশ্বর সিদ্ধির জন্য তৃতীয় কোন প্রমাণ আবশ্যক এইরূপ স্বীকার করিলেও অনবস্থা দোষ ঘটে ॥ ৩ ॥ (উত্তর)—আমাদের মতে পরমেশ্বর এবং তাঁহার গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব অনাদি। অনাদি এবং নিত্য পদার্থের মধ্যে অন্যোঽন্যাশ্রয় দোষ ঘটিতে পারে না। যেমন কার্য্যদ্বারা কারণের এবং কারণদ্বারা কার্য্যের জ্ঞান হয়; কার্য্যে কারণের এবং কারণে কার্য্যের স্বভাব নিত্য, সেইরূপ পরমেশ্বর এবং তাঁহার অনন্ত বিদ্যাদি গুণ সমূহও নিত্য, সুতরাং ঈশ্বরকৃত বেদে অনবস্থা দোষ ঘটে না ॥ ১।২।৩ ॥ তোমরা যে তীর্থঙ্করকে পরমেশ্বর মান, তাহা কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ পিতৃমাতৃসংযোগ ব্যতীত তাঁহাদের শরীরই হয় না, তবে তাঁহারা তপশ্চর্য্যা, জ্ঞান ও মুক্তি কিরূপে

প্রাপ্ত হইতে পারেন? সংযোগের আদি নিশ্চয়ই আছে; কারণ বিয়োগ না হইলে সংযোগ হইতেই পারে না। অতএব অনাদি সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরকে স্বীকার কর। দেখ! যিনি যতই সিদ্ধ হউন না কেন, কাহারও পক্ষে শরীর প্রভৃতির রচনা সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে। সুষুপ্তি অবস্থায় সিদ্ধ জীবের কোন ভান থাকে না। আবার যখন কেহ দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার জ্ঞানও হ্রাস পায়। ভ্রান্তবুদ্ধি জৈন ব্যতীত অপর কেহই পরিমিত সামর্থ্যবিশিষ্ট একদেশীকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। যদি তোমরা বল যে, তীর্থঙ্করগণ তাঁহাদের মাতা পিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তবে তাঁহাদের মাতা-পিতা কাহাদের হইতে, পুনরায় তাঁহাদের মাতাপিতা কাহাদের হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? সুতরাং এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটিবে।

আস্তিক এবং নাস্তিকের কথোপকথন॥

অতঃপর "প্রকরণরত্নাকর" দ্বিতীয় ভাগের আস্তিক ও নাস্তিকবাদ সম্বন্ধীয় আলোচনা-মূলক প্রশ্নোত্তর লিখিত হইতেছে। কয়েক জন সুপ্রসিদ্ধ জৈন কর্তৃক সর্ব্বসম্মতি ক্রমে এ সকল বোম্বাইতে মুদ্রিত হইয়াছে।

(নাস্তিক)—ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিছুই হয় না, যাহা কিছু হয় সমস্তই কর্ম্ম হইতে হয়। (আস্তিক)—যদি সমস্তই কর্ম্ম হইতে হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম কি হইতে হয়? যদি বল যে, জীবাদি হইতে হয় তবে জীব শ্রোত্রাদি সাধন দ্বারা যে সকল কর্ম্ম করে, সে সকল কি হইতে হইল? যদি বল যে, অনাদি কাল এবং স্বভাব হইতে, তবে যাহা অনাদি তাহার কখনও অভাব হওয়া অসম্ভব। সুতরাং তোমাদের মতে মুক্তির অভাব হইবে। যদি বল প্রাগভাববৎ অনাদি সান্ত, তবে বিনা চেষ্টায় সমস্ত কর্ম্মের নিবৃত্তি হইবে। যদি ঈশ্বর ফলদাতা নহেন, তাহা হইলে জীব পাপের দুঃখরূপ ফল কখনও স্বেচ্ছাক্রমে ভোগ করিবে না। যেরূপ তস্কর প্রভৃতি স্বেচ্ছায় চৌর্য্য অপরাধের দণ্ড ভোগ করে না কিন্তু রাজ্যব্যবস্থাধীনেই ভোগ করে, সেইরূপ পরমেশ্বর ভোগ করান বলিয়াই জীব পাপপুণ্যের ফল ভোগ করে; অন্যথা কর্ম্মসঙ্কর উৎপন্ন হইবে অর্থাৎ একের কৃতকর্ম্মের ফল অপর একজনকে ভোগ করিতে হইবে।

(নাস্তিক)—ঈশ্বর নিষ্ক্রিয়; সক্রিয় হইলে তাঁহাকেও কর্ম্মফল ভোগ

করিতে হইত। অতএব আমাদের মতে কেবলীপ্রাপ্ত মুক্তগণ নিষ্ক্রিয়, তোমরাও তাহা স্বীকার কর। (আস্তিক)—ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় নহেন, কিন্তু সক্রিয়। তিনি চেতন সুতরাং কর্ত্তা নহেন কেন? তিনি যদি কর্ত্তা হন, তাহা হইলে ক্রিয়া হইতে কখনও পৃথক্ হইতে পারেন না। তোমরা যেমন মনে কর যে তীর্থঙ্করই ঈশ্বর এবং তিনি কৃত্রিম ভাবে জীব হইতেই হইয়াছেন, কোন বিদ্বান্ এইরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। কারণ যদি ঈশ্বর নিমিত্ত বশতঃ উৎপন্ন হন, তবে তিনি অনিত্য এবং পরাধীন, ঈশ্বর হইবার পূর্ব্বে জীব ছিলেন। পরে কোন নিমিত্তবশতঃ ঈশ্বর হইয়াছেন। সুতরাং তিনি পরে আবার জীব হইবেন, নিজের স্বাভাবিক জীবত্ব কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, অনন্ত কাল হইতে জীব আছে ও থাকিবে। অতএব অনাদি স্বতঃসিদ্ধ ঈশ্বর স্বীকার করাই সঙ্গত। দেখ! বর্ত্তমানে জীব পাপপুণ্য করে এবং সুখ দুঃখ ভোগ করে; ঈশ্বর কখনও সেইরূপ করেন না। তিনি ক্রিয়াবান্ না হইলে এ জগৎ কিরূপে সৃষ্টি করিলেন? যদি মনে করা হয় যে কর্ম্ম প্রাগভাববৎ অনাদি এবং সান্ত, তবে কর্ম্মের সমবায় সম্বন্ধ থাকিবে না, তাহা হইলে কর্ম্ম সংযোগজ এবং অনিত্য হইবে। যদি মুক্তি অবস্থায় ক্রিয়াই স্বীকার না কর, তাহা হইলে মুক্তজীব অজ্ঞ না প্রাজ্ঞ? যদি তাহাই হয় তবে সে অন্তঃক্রিয়াযুক্ত। তাহা হইলে জীব কি মুক্তি-অবস্থায় জড় প্রস্তরবৎ একস্থানে পড়িয়া থাকে এবং কোন প্রচেষ্টা করে না? তবে মুক্তি কি হইল? মুক্ত জীব ত অন্ধকার এবং বন্ধনে পতিত হইল! (নাস্তিক)—ঈশ্বর ব্যাপক নহেন। তিনি যদি ব্যাপক হইতেন, তাহা হইলে সকল পদার্থই চেতন হইত। কিন্তু তাহা নহে কেন? আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র প্রভৃতির উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট অবস্থা হইল কেন? ঈশ্বর সর্ব্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত থাকিলে ক্ষুদ্রত্ব এবং মহত্ত্ব থাকিতে পারে না। (আস্তিক)—ব্যাপ্য এবং ব্যাপক এক নহে। ব্যাপ্য একদেশী, ব্যাপক সর্ব্বদেশী। যেমন আকাশ সর্ব্বত্র ব্যাপক, কিন্তু ভূমণ্ডল এবং ঘট পটাদি যাবতীয় ব্যাপ্য একদেশী; যেমন পৃথিবী ও আকাশ এক নহে, সেইরূপ ঈশ্বর এবং জগৎও এক নহে। যেমন আকাশ যাবতীয় ঘট পটাদিতে ব্যাপক, কিন্তু ঘট পটাদি আকাশ নহে; সেইরূপ চেতন পরমেশ্বর সকল পদার্থের মধ্যে আছেন কিন্তু সকল পদার্থ চেতন নহে। যেমন পণ্ডিত মূর্খ, ধর্ম্মাত্মা অধর্ম্মাত্মা সকলেই সমান নহে; সেইরূপ বিদ্যাদি সদ্‌গুণ, সত্যভাষণাদি কর্ম্ম এবং সুশীলতা প্রভৃতি স্বাভাবিক

গুণের ন্যূনতাধিক্য বশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্ত্যজদিগকে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে। এই গ্রন্থের চতুর্থ সমুল্লাসে বর্ণব্যবস্থা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা সেস্থলে দ্রষ্টব্য।

(নাস্তিক)—সৃষ্টি ঈশ্বর কৃত হইলে মাতাপিতা প্রভৃতির প্রয়োজন কি? (আস্তিক) ঈশ্বর ঐশী সৃষ্টির কর্ত্তা, জৈব সৃষ্টির কর্ত্তা নহেন। ঈশ্বর জীবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন না কিন্তু জীবই জীবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে। ঈশ্বর বৃক্ষ, ফল, ওষধি এবং অন্নাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, মনুষ্য ঐ সকল কুটিয়া পিষিয়া রুটি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ না করিলে ঈশ্বর কি কখনও মনুষ্যের পরিবর্ত্তে এ সকল কার্য্য করিবেন? কিন্তু এসকল কার্য্য ব্যতীত জীবের পক্ষে জীবনধারণও হইতে পারে না। অতএব আদিসৃষ্টিতে জীবের শরীর নির্ম্মাণ ঈশ্বরাধীন; তৎপর পুত্রাদি উৎপন্ন করা জীবের কর্ত্তব্য।

(নাস্তিক)—যদি পরমাত্মা শাশ্বত, অনাদি, চিদানন্দ এবং জ্ঞানস্বরূপ হন, তাহা হইলে তিনি জগৎ-প্রপঞ্চ এবং দুঃখের মধ্যে নিপতিত হইলেন কেন? সাধারণ মনুষ্যও আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ গ্রহণ করে না; ঈশ্বর করিলেন কেন? (আস্তিক)—পরমাত্মা কোন প্রপঞ্চ এবং দুঃখের মধ্যে পতিত হন না এবং নিজের আনন্দও পরিত্যাগ করেন না। প্রপঞ্চ এবং দুঃখে পতিত হওয়া একদেশীর পক্ষে সম্ভব; সর্ব্বদেশীর পক্ষে নহে। অনাদি, চিদানন্দ এবং জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা ব্যতীত অপর কে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে? জগন্নির্ম্মাণের সামর্থ্য জীবের মধ্যে নাই। স্বয়ং নির্ম্মিত হইবার সামর্থ্যও জড়ের মধ্যে নাই। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, পরমাত্মাই জগতের নির্ম্মাতা এবং তিনি সর্ব্বদা আনন্দে অবস্থান করেন। পরমাত্মা পরমাণু হইতে যেরূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ মাতাপিতা-রূপ নিমিত্ত কারণ হইতে উৎপত্তির ব্যবস্থা এবং নিয়মও তিনিই করিয়াছেন। (নাস্তিক)—ঈশ্বর মুক্তিরূপ সুখ পরিত্যাগ করিয়া জগতের সৃজন, ধারণ এবং প্রলয়কার্য্যের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়িলেন কেন? (আস্তিক)—ঈশ্বর সদা মুক্ত। তিনি তোমাদের সাধনাসিদ্ধ তীর্থঙ্করদিগের ন্যায় বন্ধনের পর মুক্তিপ্রাপ্ত হন না। যিনি সনাতন পরমাত্মা অনন্ত গুণ-কর্ম্ম-স্বভাববিশিষ্ট, তিনি এই অকিঞ্চিৎকর জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিবার জন্য কখনও বন্ধনে পতিত হন না। বন্ধন এবং মুক্তি আপেক্ষিক, অর্থাৎ বন্ধন মুক্তিসাপেক্ষ এবং মুক্তি বন্ধনসাপেক্ষ। যিনি কখনও বদ্ধ ছিলেন না, তাঁহাকে মুক্ত কিরূপে বলা যাইতে পারে? জীব

একদেশী বলিয়া জীবের মুক্তি এবং বন্ধন প্রভৃতি সর্ব্বদা হইতে থাকে। অনন্ত, সর্ব্বদেশী এবং সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর তোমাদের তীর্থঙ্করদিগের ন্যায় কখনও নৈমিত্তিক বন্ধন অথবা মুক্তিচক্রে পতিত হন না। এই নিমিত্ত পরমাত্মাকে সদা মুক্ত বলা হয়।

(নাস্তিক)—ভাং সেবনের পর মাদকতার ন্যায় জীব কর্ম্মফল নিজে নিজেই ভোগ করে, সুতরাং ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। (আস্তিক)—যেমন রাজশাসন ব্যতীত লম্পট, দস্যু এবং তস্কর প্রভৃতি দুর্বৃত্তগণ স্বয়ং নিজদিগকে ফাঁসী দেয় না, স্বয়ং কারাগারে গমন করে না বা গমন করিতে ইচ্ছাও করে না কিন্তু রাজ্যের ন্যায়ব্যবস্থানুসারে রাজা বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে ধৃত করাইয়া উপযুক্ত দণ্ডদান করেন, সেইরূপ পরমাত্মা স্বকীয় ন্যায় ব্যবস্থানুসারে জীবদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী সমুচিত দণ্ডদান করেন। কোন জীব নিজ কুকর্ম্মের ফলভোগ করিতে ইচ্ছা করে না। এই নিমিত্ত ন্যায়াধীশ (বিচারপতি) পরমাত্মার প্রয়োজন। (নাস্তিক)—জগতে ঈশ্বর এক নহে; কিন্তু সকল মুক্ত জীবই ঈশ্বর। (আস্তিক)—এইরূপ বলা সর্ব্বথা নিরর্থক। যদি কেহ বদ্ধ হইবার পর মুক্ত হয়, তবে পুনরায় তাহাকে অবশ্যই বন্ধনে পড়িতে হইবে; কারণ জীব স্বভাবতঃ নিত্যমুক্ত নহে। তোমাদের চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর পূর্ব্বে বদ্ধ ছিলেন, পরে মুক্ত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা পুনরায় বন্ধনে পতিত হইবেন। আর বহু ঈশ্বর থাকাতে, তাঁহারা জীবদিগের ন্যায় পরস্পর কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন। (নাস্তিক)—ওহে মূঢ়! জগতের কর্ত্তা কেহই নাই। জগৎ স্বয়ংসিদ্ধ। (আস্তিক)—ইহা জৈনদিগের কত বড় ভ্রম! ভাল, জগতে কর্ত্তা ব্যতীত কোন ক্রিয়া এবং ক্রিয়া ব্যতীত কোন কার্য্য হইতে দেখা যায় কি? কথাটা এইরূপ—গোধূমক্ষেত্রে গোধূম নিজে নিজেই পিষ্ট হইবার পর রুটি হইয়া যেন জৈনদিগের উদরে চলিয়া যায়! কাপাস নিজে নিজেই সূতা, বস্ত্র, জামা, চাদর, ধুতি এবং পাগড়ী প্রভৃতিতে পরিণত হয়! কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং কর্ত্তা ঈশ্বর ব্যতীত এই বিচিত্র জগৎ এবং এই বিচিত্র রচনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি হঠকারিতা বশতঃ জগৎকে স্বয়ংসিদ্ধ মনে কর, তবে পূর্ব্বোক্ত বস্ত্রাদি যে কর্ত্তা ব্যতীত হইতে পারে তাহা প্রত্যক্ষরূপে প্রদর্শন কর। যখন তাহা করিতে পার না, তখন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তোমাদের প্রমাণশূন্য বাক্য স্বীকার করিতে পারে কি?

(নাস্তিক)—ঈশ্বর কি অনাসক্ত না মোহগ্রস্ত? অনাসক্ত হইলে তিনি

জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে পতিত হইলেন কেন? যদি তিনি মোহগ্রস্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে জগন্নির্ম্মাণের সামর্থ্য থাকিতে পারে না। (আস্তিক)—পরমেশ্বরে বৈরাগ্য অথবা মোহ কখনও ঘটিতে পারে না। কারণ, যিনি সর্ব্বব্যাপক, তিনি কাহাকে ত্যাগ করিবেন এবং কাহাকেই বা গ্রহণ করিবেন? পরমেশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই অথবা তাঁহার অপ্রাপ্ত কোন পদার্থ নাই। এই নিমিত্ত তিনি কোনও বস্তুর প্রতি মোহগ্রস্ত হন না। বৈরাগ্য এবং মোহ জীবে সম্ভব, ঈশ্বরে নহে। (নাস্তিক)—ঈশ্বরকে জগৎকর্ত্তা ও জীবের কর্ম্মফলদাতা মানিলে তিনি প্রপঞ্চী হইয়া দুঃখী হইবেন। (আস্তিক)—ভাল, বহুবিধ কর্ম্মের কর্ত্তা, প্রাণীদিগের কর্ম্মফলদাতা, ধার্ম্মিক, বিচারপতি এবং বিদ্বান্ মনুষ্যও কর্ম্মে আবদ্ধ বা প্রপঞ্চী হন না, তাহা হইলে অনন্ত সামর্থ্যযুক্ত পরমেশ্বর কিরূপে প্রপঞ্চী এবং দুঃখগ্রস্ত হইতে পারেন? হাঁ, তোমরা অজ্ঞতাবশতঃ পরমেশ্বরকে তীর্থঙ্কর ও নিজেদের সদৃশ মনে কর। ইহা তোমাদের অবিদ্যার লীলা! যদি তোমরা অবিদ্যা প্রভৃতি দোষ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বেদাদি শাস্ত্রের শরণাপন্ন হও। ভ্রমে পতিত হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ কেন?

জগৎসম্বন্ধে জৈনদিগের যেরূপ মত আছে, এস্থলে সূত্রের প্রমাণ অনুসারে তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে। সূত্রগুলির মূল অর্থ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া সত্যাসত্য পরীক্ষা করা যাইতেছে :—

মূল :—সামিঅণাই অণস্তে চ নুগই সংসার ঘোরকান্তরে।
মোহাই কম্মগুরু ঠিই বিবাগ বসনুভমইজীব রো॥
প্রকরণরত্নাকর ২য় ভাগ। ষষ্ঠীশতক ৬০। সূত্র ২॥

ইহা রত্নাসারভাগনামক গ্রন্থের সম্যক্ত্ব প্রকরণে ও গৌতম মহাবীরের সংবাদ।

ইহার সংক্ষিপ্ত এবং উপযোগী অর্থ এই যে, এই জগৎ অনাদি এবং অনন্ত। ইহার কখনও উৎপত্তি হয় নাই, বিনাশও হইবে না। ফল কথা, জগৎ কাহারও সৃষ্ট নহে। আস্তিক নাস্তিক সংবাদে লিখিত আছে, "হে মূঢ়! জগতের কর্ত্তা কেহই নাই। ইহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই। ইহার কখনও বিনাশ হইবে না।" (সমীক্ষক)—যাহা সংযোগজ, তাহা কখনও অনাদি এবং অনন্ত হইতে পারে না। আবার উৎপত্তি ও বিনাশ কর্ম্মও থাকে না। জগতের যাবতীয় উৎপন্ন বস্তু সংযোগজ। ঐসকল উৎপত্তি ও বিনাশশীল দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে জগৎ উৎপত্তি এবং বিনাশশীল নহে কেন? তোমাদের তীর্থঙ্করদিগের

সম্যক্ জ্ঞান ছিল না, নতুবা এইরূপ অসম্ভব কথা লিখিবে কেন? যেমন তোমাদের গুরু, তেমন তোমরা শিষ্য। যাহারা তোমাদের কথা মানে, তাহাদের পদার্থজ্ঞান কখনও হইতে পারে না। ভাল, যে সংযোগজ পদার্থ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, তাহার উৎপত্তি এবং বিনাশ স্বীকার কর না কেন? ইহার তাৎপর্য্য এই যে জৈনাচার্য্যাদিগের ভূগোল ও খগোল বিদ্যা জানা ছিল না, এখনও নাই, নতুবা নিম্নলিখিত অসম্ভব কথাগুলি তাঁহারা কিরূপে লিখিবেন এবং বিশ্বাস করিবেন?

দেখ! জৈনগণ এই সৃষ্টিতে পৃথিবীকায় এবং জলকায় প্রভৃতি অর্থাৎ পৃথিবী এবং জলের শরীরবিশিষ্ট জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ইহা কেহই স্বীকার করিতে পারে না। আরও দেখ, জৈনদের অনেক মিথ্যা কথা আছে। তাঁহারা যে সকল তীর্থঙ্করকে সম্যক্ জ্ঞানী এবং পরমেশ্বর বলিয়া মান্য করেন, তাঁহাদের কতকগুলি মিথ্যা বাক্যের নমুনা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

"রত্নসারভাগ" (জৈনগণ এই গ্রন্থকে মানেন; ইহা নানকচন্দ্র জতী ২৮শে এপ্রিল ১৮৭৯ তারিখে বারাণসীস্থ জৈন প্রভাকর প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন) গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায় কালের এই রূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—

সময়ের নাম সূক্ষ্ম কাল। অসংখ্য সময়কে "আবলি" বলে। ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭০ হাজার ২ শত ১৬ "আবলিতে এক "মুহূর্ত্ত" হয়, এইরূপ ৩০ মুহূর্ত্তে এক "দিবস," ১৫ দিবসে এক "পক্ষ," দুই পক্ষে এক "মাস," ১২ মাসে এক "বর্ষ" হয়। এইরূপ ৭০ লক্ষ ৫৬ হাজার কোটি বৎসরে এক "পূর্ব্ব" এবং এইরূপ অসংখ্য "পূর্ব্বে" এক "পল্যোপম" কাল হয়। অসংখ্য এইরূপ— ৪ ক্রোশ চওড়া এবং সেই পরিমাণ গভীর একটি কূপ খনন করিয়া, সেই কূপ "জুগুলিয়া" মনুষ্যদের নিম্নবর্ণিতরূপ খণ্ড খণ্ড লোম দ্বারা পূর্ণ করিবে। "জুগুলিয়া" মনুষ্যের লোম আধুনিক মনুষ্যের লোমের ৪ হাজার ৯৬ ভাগ সূক্ষ্ম অর্থাৎ জুগুলিয়া মনুষ্যের ৪ হাজার ৯৬ খণ্ড লোম একত্র করিলে আধুনিক মনুষ্যের একগাছা লোম হয়। জুগুলিয়া মনুষ্যের এক অঙ্গুলি পরিমাণ লোমকে সাত বার আট আট খণ্ড করিলে ২০৯৭১৫২ বিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার এক শত বাহান্ন খণ্ড হয়। এইরূপ লোমখণ্ড দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কূপ পূর্ণ করিবে। সেই কূপ হইতে এক শত বৎসর অন্তর অন্তর এক এক খণ্ড লোম বাহির করিলে যে সময়ের মধ্যে ঐসকল লোমখণ্ড বাহির হইয়া কূপটি খালি হইয়া যাইবে, সে সময়ও "সংখ্যাত"। আবার যখন উক্ত

লোমখণ্ড সমূহের প্রত্যেকটিকে অসংখ্য খণ্ড করিয়া সেই লোমখণ্ডগুলি দ্বারা কূপটি এমন ঘন ভাবে পূর্ণ করিতে হইবে যে তাহার উপর দিয়া কোন চক্রবর্ত্তী রাজার সেনা চলিয়া গেলেও দাবিবে না; ঐসকল লোমখণ্ড হইতে এক শত বৎসর অন্তর অন্তর এক এক খণ্ড বাহির করিতে হইবে। এইরূপে কূপটি খালি করিতে যে সময় লাগিবে তাহাকে অসংখ্য "পূর্ব্ব" বলে। এইরূপ অসংখ্য "পূর্ব্ব" বৎসরে এক "পল্যোপম" কাল হয়। এইরূপ কূপের দৃষ্টান্ত হইতে "পল্যোপম" কাল জানিতে হইবে। এইরূপ দশ কোটি পল্যোপম কাল অতীত হইলে এক "সাগরোপম" কাল হয়। দশ কোটি সাগরোপম কাল অতীত হইলে এক "উৎসর্পণী" কাল হয়। এক "উৎসর্পণী" এবং এক "অবসর্পণী" কাল অতীত হইলে এক "কালচক্র" হয়। অনন্ত কালচক্র অতীত হইলে এক "পুদ্গলপরাবৃত্ত" হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, অনন্ত কাল কাহাকে বলে? সিদ্ধান্তগ্রন্থসমূহে যে নয়টি দৃষ্টান্তদ্বারা কালগণনা করা হইয়াছে, তাহার পরে কালকে "অনন্তকাল" বলে। জীবগণের অনন্ত "পুদ্গলপরাবৃত্ত কাল" ভ্রমণ করিতে করিতে অতিবাহিত হইয়াছে ইত্যাদি। গণিতবিদ্যাবিশারদ ভ্রাতৃগণ! আপনারা জৈনগ্রন্থের কালসংখ্যা গণনা করিতে পারিবেন কি? আর এই কালগণনাও আপনারা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন কি? দেখুন! তীর্থঙ্করগণ কিরূপ গণিতবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ছিলেন! জৈনমতাবলম্বীদিগের মধ্যে এইরূপ বহু গুরু শিষ্য আছেন যে, তাঁহাদের অবিদ্যার পারাপার নাই।

জৈনদিগের অজ্ঞতার কথা আরও শ্রবণ করুন। রত্নসার ভাগ সমস্ত জৈনদেরই সিদ্ধান্ত গ্রন্থ, ইহা ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত ২৪ তীর্থঙ্কর কথিত বাক্যসমূহের সারসংগ্রহ। ইহার ১৩৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত অংশে লিখিত আছে যে, মৃত্তিকা প্রস্তর প্রভৃতি বিভিন্নাকৃতি পৃথিবী বিশেষকে পৃথিবীকায় জীব বলে। তন্মধ্যে অবস্থানকারী জীবের শরীর একটি অঙ্গুলির অসংখ্য ভাগের একভাগ অর্থাৎ অতীব সূক্ষ্ম। তাহাদের আয়ুর পরিমাণ অত্যধিক পক্ষে ২২ সহস্র বৎসর। (রত্নসারভাগ, পৃষ্ঠা ১৪৯) এক একটি বনস্পতির শরীরে অনন্ত জীব থাকে, তাহাদিগকে সাধারণ বনস্পতি বলে। এ সকল কন্দমূলপ্রমুখ এবং অনন্তকায়প্রমুখ। তাহাদিগকে সাধারণ বনস্পতির জীব বলিবে। তাহাদের আয়ুর পরিমাণ অনন্ত মুহূর্ত্ত কিন্তু এস্থলে পূর্ব্বোক্ত মুহূর্ত্ত বুঝিতে হইবে। তাহাদের এক এক শরীরে একটি ইন্দ্রিয়

অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয় আছে তন্মধ্যে এক একটি জীব থাকে তাহাদের প্রত্যেকটিকে বনস্পতি বলে। সেই জীবের দেহপরিমাণ এক সহস্র যোজন। পৌরাণিকদিগের মতে চারি ক্রোশে এক যোজন, কিন্তু জৈনমতে (১০০০০) দশ সহস্র ক্রোশে এক যোজন হয়। সেই জীবের দেহ পরিমাণ এইরূপ চারি সহস্র ক্রোশ। তাহার আয়ুর পরিমাণ অত্যধিক পক্ষে দশ সহস্র বৎসর।

এখন দুই ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীব অর্থাৎ শরীর এবং মুখ বিশিষ্ট শঙ্খ, কড়ি এবং উকুন প্রভৃতি জীবের বিষয় আলোচ্য। তাহাদের স্থূল দেহায়তন অত্যধিক পক্ষে আটচল্লিশ ক্রোশ এবং আয়ু পরিমাণ অধিক পক্ষে বার বৎসর। এস্থলে লেখকের ভুল হইয়াছে কারণ, এত প্রকাণ্ড শরীরবিশিষ্ট জীবের আয়ুপরিমাণ অধিক লেখা উচিত ছিল। তবে আটচল্লিশ ক্রোশ দীর্ঘ শরীরবিশিষ্ট উকুন সম্ভবতঃ জৈনদিগের শরীরেই থাকে। কেবল তাঁহারাই এইরূপ উকুন দেখিয়া থাকিবেন। এত বড় উকুন দেখিবার ভাগ্য আর কাহারও নাই!!!

(রত্নসার ভাগ পৃষ্ঠা ১৫০) ইঁহাদের অজ্ঞতার কথা আরও দেখ! ইঁহারা মনে করেন যে, বৃশ্চিক, ছারপোকা, ডাঁশ এবং মক্ষিকার শরীরের আয়তন এক যোজন এবং আয়ুপরিমাণ অত্যধিক পক্ষে ছয় মাস! দেখ ভাই! চারি ক্রোশ দীর্ঘ বৃশ্চিক আর কেহ দেখে নাই। এমন আট মাইলের বৃশ্চিক এবং মক্ষিকা প্রভৃতি সম্ভবতঃ জৈনদিগের গৃহেই থাকে এবং কেবল তাঁহারাই ঐসকল দেখিয়া থাকেন! পৃথিবীতে অপর কেহ এত বড় বৃশ্চিক এবং মক্ষিকা দেখে নাই। এমন বৃশ্চিক কোন জৈনকে দংশন করিলে তাঁহাদের কি দশা হইবে? জলচর মৎস্যাদির শরীরের আয়তন এক সহস্র যোজন অর্থাৎ দশ সহস্র ক্রোশ। যোজনের হিসাবে এক একটি জলচর জীবের শরীর ১০,০০০,০০০ এক কোটি ক্রোশ দীর্ঘ। তাহাদের আয়ুপরিমাণ এক কোটি পূর্ব্ব বৎসর। এত প্রকাণ্ড জলচর জীবকে জৈন ব্যতীত অপর কেহই দেখে নাই! চতুষ্পদ হস্তী প্রভৃতির দেহায়তন দুই হইতে নয় ক্রোশ পর্য্যন্ত এবং আয়ু পরিমাণ চুরাশী হাজার বৎসর। এমন বিশালদেহ জীবও জৈন ব্যতীত অপর কেহ দেখে নাই। জৈন ব্যতীত অপর কোন বুদ্ধিমান এসকল কথা বিশ্বাস করিতেও পারে না। (রত্নসার ভাগ পৃষ্ঠা ১৫১) জলচর গর্ভজ জীবের দেহায়তন অত্যধিক পক্ষে এক সহস্র যোজন অর্থাৎ এক কোটি ক্রোশ এবং আয়ু পরিমাণ এক কোটি পূর্ব্ব বৎসর। এত প্রকাণ্ড শরীর এবং এত দীর্ঘ আয়ু বিশিষ্ট জীব জৈনাচার্য্যগণ স্বপ্নে দেখিয়া থাকিবেন! এমন মিথ্যা কথা কখনও সম্ভবপর?

এ স্থলে পৃথিবীর পরিমাণ কিরূপ লিখিত আছে তাহা শ্রবণ করুন। (রত্নসার ভাগ, পৃষ্ঠা ১৫২)—এই বক্র লোকে অসংখ্য দ্বীপ এবং অসংখ্য সমুদ্র আছে। এ স্থলে অসংখ্য শব্দে আড়াই সাগরোপম কালে যত সময় হয় তত সংখ্যক দ্বীপ এবং সমুদ্র আছে বুঝিতে হইবে। পৃথিবীতে "জম্বুদ্বীপ" প্রথম, ইহা সকল দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। ইহার আয়তন এক লক্ষ যোজন অর্থাৎ এক "অর্বুদ" ক্রোশ। ইহার চতুর্দ্দিকে লবণ সমুদ্র। ইহার আয়তন দুই লক্ষ যোজন অর্থাৎ দুই "অর্বুদ" ক্রোশ। জম্বুদ্বীপের চারিদিকে "ধাতকীখণ্ড" নামক দ্বীপ অবস্থিত। ইহার আয়তন চারি লক্ষ যোজন অর্থাৎ চারি "অর্বুদ" ক্রোশ। তাহার পর "কালোদধি" সমুদ্র। উহার আয়তন আট লক্ষ "অর্বুদ" ক্রোশ। তৎপরবর্ত্তী "পুষ্করাবর্ত্ত" দ্বীপের পরিমাণ ষোল অর্বুদ ক্রোশ। ইহার অভ্যন্তর ভাগ নানা অংশে বিভক্ত। এই দ্বীপের অর্দ্ধাংশে মনুষ্য বাস করে। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য দ্বীপ এবং সমুদ্র আছে, তাহাতে তির্য্যগ্‌যোনির জীব বাস করে। (রত্নসার ভাগ, পৃষ্ঠা ১৫৩)—জম্বুদ্বীপে ছয়টি ক্ষেত্র (মহাদেশ) আছে, যথা :—হিমবন্ত, ঐরণ্যবন্ত, হরিবর্ষ, রম্যক, দেবকুরু এবং উত্তরকুরু।

(সমীক্ষক)—ভূগোলবিদ্যাবিৎভ্রাতৃগণ! শ্রবণ করুন। ভূমণ্ডলের আয়তন নির্ণয় করিতে গিয়া আপনারা ভুল করিয়াছেন, না জৈনগণ ভুল করিয়াছেন? যদি জৈনগণ ভুল করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনারা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিন। যদি আপনারা ভুল করিয়া থাকেন, তাহা হইতে তাঁহাদের নিকট বুঝিয়া লউন! একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, জৈনাচার্য্যগণ এবং তাঁহাদের শিষ্যবর্গ ভূগোল, খগোল এবং গণিতবিদ্যা কিছুই অধ্যয়ন করেন নাই; নতুবা তাঁহারা এ সকল মহা অসম্ভব গল্প রচনা করিবেন কেন? এমন অজ্ঞলোকেরা যে জগৎকে অকর্ত্তৃক মনে করিবেন এবং ঈশ্বর মানিবেন না, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? জৈনগণ তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ কোন ভিন্ন মতাবলম্বী বিদ্বানকে দেখিতে দেন না, কারণ তাঁহারা ঐ সকলকে তীর্থঙ্করদিগের রচিত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন। উক্ত গ্রন্থসমূহ এমন অবিদ্যাযুক্ত কথায় পরিপূর্ণ যে অপরকে দেখিতে দিলে রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। জৈন ব্যতীত কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐ সকল অলীক গল্প সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। জগৎকে অনাদি প্রমাণ করিবার জন্যই এ সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু এ সকল সম্পূর্ণ মিথ্যা। অবশ্য, জগতের কারণ অনাদি, যেহেতু ঐসব তত্ত্বস্বরূপ পরমাণু অকর্ত্তৃক। কিন্তু তন্মধ্যে।

নিয়মানুসারে নির্ম্মিত অথবা বিকৃত হইবার সামর্থ্য কিছুই নাই। পরমাণু দ্রব্য বিশেষ এবং স্বভাবতঃ পৃথক পৃথক জড় পদার্থ; সুতরাং স্বয়ং যথাযোগ্য মিলিত হইয়া জগৎরূপে নির্ম্মিত হইতে পারে না। অতএব জগতের কোন চেতন নির্ম্মাতা আছেন, তিনি জ্ঞানস্বরূপ। দেখ! পৃথিবী এবং সূর্য্যাদি লোকসমূহকে নিয়মে রাখা অনাদি, অনন্ত, চেতন পরমাত্মার কার্য্য। স্থূল জগতের মধ্যে যে সংযোগ এবং রচনাবিশেষ দৃষ্ট হয়, তাহা কখনও অনাদি হইতে পারে না। যদি মনে কর যে, কার্য্যজগৎ নিত্য, তবে তাহার কোন কারণ থাকিবে না। কিন্তু তাহাই কার্য্য-কারণরূপ হইবে মানিলে নিজেই নিজের কার্য্যকারণ হওয়ায় অন্যোঽন্যাশ্রয় এবং আত্মাশ্রয় দোষ ঘটিবে। কেহ নিজেই নিজের স্কন্ধে আরোহণ করিতে পারে না। নিজের পিতা পুত্র নিজেই হইতে পারে না। সুতরাং জগতের কর্ত্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

(প্রশ্ন)—যদি ঈশ্বরকে জগতের কর্ত্তা মনে করেন, তবে ঈশ্বরের কর্ত্তা কে? (উত্তর)—কর্ত্তার কর্ত্তা এবং কারণের কারণ থাকিতে পারে না। কারণ প্রথম কর্ত্তা এবং কারণ হইতেই কার্য্য উৎপন্ন হয়; যাহা প্রথম সংযোগ এবং বিয়োগের কারণ, তাঁহার কোন কর্ত্তা অথবা কারণ কিছুতেই থাকিতে পারে না। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা অষ্টম সমুল্লাসে সৃষ্টি প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা সেস্থলে দ্রষ্টব্য। যখন জৈনদিগের স্থূলবিষয় সম্বন্ধেই যথার্থ জ্ঞান নাই, তখন পরমসূক্ষ্ম সৃষ্টিবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান কিরূপে থাকিতে পারে? এই নিমিত্ত "প্রকরণ রত্নাকর" প্রথম ভাগে যেমন লিখিত হইয়াছে যে, জৈন মতে সৃষ্টি অনাদি অনন্ত, দ্রব্যপর্য্যায়ও অনাদি অনন্ত, প্রত্যেক গুণ ও প্রত্যেক দেশে বহু পর্য্যায়, প্রত্যেক বস্তুতেও অনন্ত পর্য্যায় বিদ্যমান, তাহাও অসম্ভব। কারণ যাহার অন্ত অর্থাৎ সীমা আছে, তাহার সমস্ত সম্বন্ধও অন্তবিশিষ্ট। যদি অনন্তকে অসংখ্য বলা হয়, তথাপি হইতে পারে না। তবে জীব সম্বন্ধে ইহা ঘটিতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর সম্বন্ধে নহে। কেননা এক এক দ্রব্যে নিজের নিজের এক এক কার্য্য কারণ সামর্থ্যকে অবিভাগ পর্য্যায় দ্বারা অনন্ত সামর্থ্য মানা কেবল অবিদ্যার কথা। যখন একটি পরমাণু দ্রব্যেরও সীমা আছে, তখন তাহাতে অনন্ত বিভাগরূপ পর্য্যায় কিরূপে থাকিতে পারে? সেইরূপ এক এক দ্রব্যে অনন্ত গুণ এবং এক গুণ প্রদেশস্থ অবিভাগরূপ অনন্ত পর্য্যায়কেও অনন্ত মনে করা

কেবল বালকের কথা। যাহার অধিকরণের অন্ত আছে, তাহার অধিবাসীর অন্ত কেন থাকিবে না? এইরূপ অনেক লম্বা চওড়া মিথ্যা কথা লিখিত আছে। জীব এবং অজীব এই দুই পদার্থ সম্বন্ধে জৈনসিদ্ধান্ত এইরূপ :—

চেতনালক্ষণো জীবঃ স্যাদজীবস্তদন্যকঃ।
সৎকর্ম্মপুদ্গলাঃ পুণ্যং পাপং তস্য বিপর্য্যয়ঃ॥

ইহা জিনদত্তসূরির বচন। প্রকরণরত্নাকর প্রথম ভাগের নয়চক্রসারেও লিখিত আছে যে, জীব চেতনালক্ষণবিশিষ্ট এবং অজীব চেতনারহিত অর্থাৎ জড়। সৎকর্ম্মরূপ পুদ্গলকে (পরমাণু) পুণ্য এবং পাপকর্ম্মরূপ পুদ্গলকে পাপ বলে।

(সমীক্ষক)—জীব এবং জড়ের লক্ষণ যথার্থরূপে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু জড় পদার্থ পুদ্গলের (পরমাণু) পাপ পুণ্য কখনও হইতে পারে না। কারণ পাপপুণ্য করা চেতনেরই স্বভাব। দেখ! কোন জড় পদার্থেরই পাপপুণ্য নাই। জীবকে অনাদি মনে করা ত যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু অল্প এবং অল্পজ্ঞ জীবকে মুক্তি অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞ মনে করা মিথ্যা। কারণ, অল্প ও অল্পজ্ঞের সামর্থ্যও সর্ব্বদা সীমাবদ্ধ। জৈনমতে জগৎ, জীব, জীবের কর্ম্ম এবং বন্ধন অনাদি। এ বিষয়েও জৈনতীর্থঙ্করগণ ভুল করিয়াছেন। কারণ, সংযুক্ত জগতের কার্য্যকারণ, প্রবাহ বশতঃ কার্য্য, জীবের কর্ম্ম এবং বন্ধনও অনাদি হইতে পারে না। যদি অনাদি মনে কর, তবে কর্ম্ম এবং বন্ধন হইতে মুক্তি স্বীকার কর কেন? যাহা অনাদি তাহার কখনও নাশ হইতে পারে না। যদি মনে কর যে, অনাদি পদার্থেরও নাশ আছে, তাহা হইলে তোমাদের সমস্ত পদার্থেরই নাশপ্রসঙ্গ হইবে। যদি অনাদিকে নিত্য মনে করা হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম এবং বন্ধনও নিত্য হইবে। যখন সব কর্ম্মনাশের প্রসঙ্গ হইবে এবং যখন অনাদিকে নিত্য মানা হইবে তখন কর্ম্ম ও বন্ধনও নিত্য হইবে। যদি সমস্ত কর্ম্মের খণ্ডনবশতঃ মুক্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে সকল কর্ম্মের খণ্ডন মুক্তির নিমিত্ত হইল। এই নৈমিত্তিকী মুক্তি সর্ব্বদা থাকিতে পারে না। আবার কর্ম্ম ও কর্ত্তার সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া, কর্ম্ম কখনও নষ্ট হইবে না। অতএব তুমি যে তোমার এবং তীর্থঙ্করদিগের মুক্তি নিত্য মনে কর তাহা অসম্ভব।

(প্রশ্ন)—যেমন ধান্যের আবরণ ছাড়াইলে অথবা ধান্যে অগ্নি সংযোগ করিলে উহার বীজ অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ মুক্তিপ্রাপ্ত জীব পুনরায় জন্ম-মরণরূপ

সংসারে আগমন করে না। (উত্তর)—জীবের সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ ধান্য বীজের সহিত আবরণের সম্বন্ধের ন্যায় নহে, কিন্তু এখানে সমবায় সম্বন্ধ। অনাদিকাল হইতে জীবের সহিত কর্ম্ম ও কর্ত্তৃত্বশক্তির সম্বন্ধ আছে। জীবের মধ্যে কর্ম্মশক্তিরও অভাব মনে করিলে সমস্ত জীব প্রস্তরবৎ হইয়া যাইবে। তাহাদের মুক্তিসুখভোগেরও সামর্থ্য থাকিবে না। যদি অনাদি কালের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে জীব তোমার নিত্য মুক্তি হইতেও বিচ্যুত হইয়া বন্ধনে পতিত হইবে। মুক্তির সাধনরূপ কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইলে যদি জীবের মুক্তি স্বীকার কর তবে নিত্য মুক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া বন্ধনে পতিত হইবে। সাধনসিদ্ধ পদার্থ কখনও নিত্য হইতে পারে না। আবার যদি মনে কর যে, সাধনসিদ্ধ না হইলেও মুক্তিলাভ করা যায়, তাহা লইলে কর্ম্ম না করিয়াও বন্ধনে পতিত হওয়া সম্ভব হইবে। যেমন বস্ত্রে ময়লা লাগে এবং ধৌত করিলে বস্ত্রের ময়লা দূরীভূত হয় এবং পুনরায় তাহাতে ময়লা লাগে, সেইরূপ "মিথ্যাত্ব" প্রভৃতি হেতু এবং রাগ দ্বেষাদির আশ্রয় বশতঃ জীব কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়। যদি সম্যক্‌জ্ঞান, দর্শন এবং "চারিত্র" দ্বারা জীব নির্ম্মল হয় এবং ময়লা লাগিবার কারণ বশতঃ তাহাতে ময়লা লাগে, তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মুক্ত জীবও সাংসারিক হয় এবং সাংসারিক জীবও মুক্ত হয়। কারণ যেমন নিমিত্ত বশতঃ মলিনতা দূর হয়, সেইরূপ নিমিত্ত বশতঃ মলিনতা সংলগ্নও হইবে। অতএব স্বীকার কর যে, জীবের বন্ধন এবং মুক্তি প্রবাহরূপে অনাদি; কিন্তু স্বভাবতঃ অনাদি এবং অনন্তরূপ নহে।

(প্রশ্ন)—জীব নির্ম্মল কখনও ছিল না, কিন্তু স্বভাবতঃ মলিন। (উত্তর) —যদি নির্ম্মল কখনও ছিল না, তবে নির্ম্মল কখনও হইতে পারিবে না। যেমন নির্ম্মল বস্ত্রে ময়লা লাগিলে, উহা ধৌত করার সঙ্গে ময়লা দূরীভূত হয়, কিন্তু বস্ত্রের স্বাভাবিক শ্বেতবর্ণ দূরীভূত হয় না; অথচ পুনরায় বস্ত্রে ময়লা লাগে, মুক্তিতেও সেইরূপ মলিনতা ঘটিবে। (প্রশ্ন)—জীব প্রাক্তন কর্ম্ম বশতঃই শরীর ধারণ করে, সুতরাং ঈশ্বর মানা বৃথা। (উত্তর)—যদি কেবলমাত্র কর্ম্মই শরীরধারণের কারণ হয়, ঈশ্বর কারণ নহেন, তবে জীব কখনও এমন হীন জন্ম ধারণ করিবে না যাহাতে তাহাকে অত্যন্ত দুঃখভোগ করিতে হয়, কিন্তু সর্ব্বদা উত্তম উত্তম জন্মই ধারণ করিবে। যদি বল যে কর্ম্মের বাধা আছে; তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, চোর যেমন

নিজে নিজে কারাগারে যায় না, কিংবা নিজেকে ফাঁসী দেয় না, কিন্তু রাজা তাহাকে দণ্ড দেন; সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রেরণায় জীব শরীর ধারণ করে এবং তিনি কর্ম্মানুসারে জীবকে ফলদান করেন এইরূপ মান। (প্রশ্ন)—মাদকতার (নেশার) ন্যায় কর্ম্ম নিজে নিজেই হইয়া থাকে; ফলদানের জন্য কাহারও প্রয়োজন নাই। (উত্তর)—তাহা হইলে, যেমন পাকা মদ্যপায়ীর মাদকতা অল্প এবং অনভ্যস্তের অধিক হয়, সেইরূপ যাহারা সর্ব্বদা অধিক পাপপুণ্য করে, তাহারা অল্প ফল এবং যাহারা অল্প পাপপুণ্য করে, তাহারা অধিক ফল প্রাপ্ত হইবে। (প্রশ্ন)—যাহার যেমন স্বভাব, সে সেইরূপ ফলপ্রাপ্ত হয়। (উত্তর)—যদি স্বভাব বশতঃই হয়, তাহা হইলে উহার নাশ বা ফলপ্রাপ্তি অসম্ভব। অবশ্য, যেমন নির্ম্মল বস্ত্রে নিমিত্ত বশতঃ ময়লা সংযুক্ত হয়, আবার ময়লা ছাড়াইবার কারণবশতঃ ময়লা দূরীভূতও হইয়া যায়, সেইরূপ মনে করাই যুক্তি সঙ্গত।

(প্রশ্ন)—সংযোগ ব্যতীত কর্ম্ম পরিণামপ্রাপ্ত হয় না। যেমন দুগ্ধ এবং অম্লের সংযোগ ব্যতীত দধি হয় না, সেইরূপ জীব এবং কর্ম্মের সংযোগ ব্যতীত কর্ম্ম পরিণামপ্রাপ্ত হয় না। (উত্তর)—যেমন কোন তৃতীয় পক্ষ দুগ্ধ এবং দধির সংযোগ ঘটায়, সেইরূপ জীবের সহিত তাহার কর্ম্মফলের সংযোগ ঘটাইবার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন। কারণ জড়পদার্থ স্বয়ং নিয়মানুসারে সংযুক্ত হয় না এবং জীবও অল্পজ্ঞ বলিয়া স্বয়ং স্বকৃত কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইতে পারে না। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সৃষ্টিক্রম ব্যতীত কর্ম্মফলের ব্যবস্থা হইতে পারে না। (প্রশ্ন)—যিনি কর্ম্ম হইতে মুক্ত হন, তাঁহাকেই ঈশ্বর বলে। অনাদি কাল হইতে জীবের সহিত কর্ম্মের যোগ রহিয়াছে। সুতরাং জীব কখনও কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয় না। (প্রশ্ন)—কর্ম্মের বন্ধন সাদি। (উত্তর)—সাদি হইলে কর্ম্মের যোগ অনাদি নহে। তাহা হইলে সংযোগের আদিতে জীব নিষ্কর্ম্মা ছিল। নিষ্ক্রিয়ের কর্ম্মসংযোগ হইলে মুক্তেরও কর্ম্মসংযোগ হইবে। কর্ম্ম ও কর্ত্তার যে সমবায় অর্থাৎ নিত্য সম্বন্ধ তাহা কখনও ছিন্ন হয় না। অতএব নবম সমুল্লাসে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ স্বীকার করাই সঙ্গত। জীব নিজের জ্ঞান ও সামর্থ্য যতই বৃদ্ধি করুক না কেন, তাহার জ্ঞান এবং সামর্থ্য পরিমিত ও সসীমই থাকিবে। জীব কখনও ঈশ্বরের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। অবশ্য জীব যোগাভ্যাস দ্বারা যতদূর সম্ভব সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে পারে।

জৈন আর্হতগণ দেহের পরিমাণ অনুসারে জীবের পরিমাণও স্বীকার করেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে, যদি তাহাই হয়, তবে হস্তীর জীব কীটের মধ্যে এবং কীটের জীব হস্তীর মধ্যে কিরূপে সমাবিষ্ট হইবে? ইহাও মূর্খের কথা। কারণ, জীব সূক্ষ্ম পদার্থ; উহা একটি পরমাণুর মধ্যেও থাকিতে পারে। জীবের শক্তি শরীরস্থ প্রাণ, বিদ্যুৎ এবং নাড়ী প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত থাকে। তদ্দ্বারা জীব সমস্ত শরীরের অবস্থা অবগত হয়। জীব সৎসংসর্গ বশতঃ উত্তম এবং অসৎসংসর্গ বশতঃ অধম হইয়া যায়।

ধর্ম্মসম্বন্ধে জৈনদিগের ধারণা এইরূপ ঃ—

মূল—রে জীব ভবদুহাহং ইক্কং চিয় হরই জিনময়ং ধম্মং।
ইয়রাণং পরমং তো সুহকপ্যে মূঢ়মুসি ওসি ॥
প্রকরণরত্নাকর ভাগ ২, ষষ্ঠীশতক ৬০। সূত্রাঙ্ক ৩॥

ওহে জীব! এই একমাত্র জিনমতই অর্থাৎ শ্রীবীতরাগভাষিত ধর্ম্ম সংসারের জন্মমরণাদি দুঃখ হরণ করে। এইরূপে জৈনমতাবলম্বীদিগকে সুদেব এবং সুগুরু জানিবে। যে সকল জীব তাহাদের কল্যাণার্থ বীতরাগ ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত দেবগণ হইতে পৃথক অন্য হরি, হর এবং ব্রহ্মাদি কুদেবগণের পূজা করে, তাহারা প্রতারিত হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, জৈনমতের সুদেব, সুগুরু ও সুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য কুগুরু, কুদেব এবং কুকর্ম্মের সেবা করিলে তাহাদের কোন রূপ কল্যাণ হয় না।

(সমীক্ষক)—এখন সুধীগণ বিচার করুন যে, জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ কিরূপ নিন্দনীয়!

মূল—অরিহং দেবো সুগুরু শুদ্ধং ধম্মং চ পঞ্চ নবকারো।
ধন্নাণং কয়চ্ছাণং নিরন্তরং বসই হিয়য়ম্মি ॥
প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ ৬০। সূ০ ১॥

যিনি অরিহন্, দেবেন্দ্রকৃত পূজাদির যোগ্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, দেবাদিদেব, শোভায়মান "অরিহন্ত" দেব এবং যিনি জ্ঞানবান্, ক্রিয়াবান্ শাস্ত্রোপদেষ্টা, শুদ্ধ, কষায়-মল রহিত, সেই শ্রীজিনভাষিত "সম্যক্ত্ব" বিনয় এবং দয়ামূলক ধর্ম্মই দুর্গত প্রাণীদিগকে উদ্ধার করে। অন্য হরি-হরাদির ধর্ম্ম জীবদিগকে সংসার হইতে উদ্ধার করিতে পারে না। সেই সর্ব্বোত্তম ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট

পঞ্চ অরিহন্তদেবকে নমস্কার। এই চারি পদার্থ ধন্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, যথা—দয়া, ক্ষমা, সম্যক্‌ত্ব, জ্ঞান, দর্শন এবং চারিত্র। ইহাই জৈনধর্ম্ম।

(সমীক্ষক)—যেখানে মনুষ্যমাত্রেরই প্রতি দয়া নাই, সেখানে দয়া এবং ক্ষমা কিছুই নাই। সেখানে জ্ঞানের পরিবর্ত্তে অজ্ঞান, দর্শনের পরিবর্ত্তে অন্ধকার এবং "চারিত্রের" পরিবর্ত্তে উপবাস বশতঃ মৃত্যুই রহিয়াছে। ইহা এমন কি ভাল কথা? জৈনধর্ম্মের নিম্নলিখিতরূপ প্রশংসা করা হইয়াছে:—

মূল—জইন কুণসি তব চরণং ন পঢ়সি ন গুণোসি দেসি নো দাণম্।
তা ইত্তিয়ং ন সক্কিসিজং দেবো ইক্ক অরিহন্তো॥
প্রকরণ° ভা° ২। ষষ্ঠী° সূ° ২॥

হে মনুষ্য! তোমার যদি তপশ্চর্য্যা এবং "চারিত্র" না থাকে, যদি তুমি সূত্র অধ্যয়ন, প্রকরণাদির বিচার এবং সুপাত্রে দান করিতে অসমর্থ হও, তবে আমাদের একমাত্র আরাধ্য "অরিহন্ত" দেব এবং সুগুরু সুধর্ম্ম জৈনমতের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। তাহাই উদ্ধারের কারণ। (সমীক্ষক)—দয়া এবং ক্ষমা উত্তম গুণ হইলেও যখন পক্ষপাতদুষ্ট হয়, তখন দয়া নির্দ্দয়তায় এবং ক্ষমা প্রতিহিংসায় পরিণত হয়। এইরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কোন জীবকে কষ্ট না দেওয়া সকল সময়ে সম্ভবপর নহে। দুষ্টকে দণ্ডদান করাও দয়ার মধ্যে গণনীয়। কারণ, এক দুষ্টকে দণ্ড দেওয়া না হইলে সহস্র সহস্র লোক দুঃখ ভোগ করে। সুতরাং সেই দয়া নির্দ্দয়তা এবং সেই ক্ষমা প্রতিহিংসা। ইহা সত্য যে, সকল প্রাণীর দুঃখনাশ এবং সুখপ্রাপ্তির উপায় অবলম্বন করাকে দয়া বলে। কেবল জল ছাঁকিয়া পান করা এবং ক্ষুদ্র প্রাণীদিগকে রক্ষা করাকেই দয়া বলে না। বাস্তবিক জৈনদিগের এই দয়া কেবল কথার কথা মাত্র। তাঁহাদের কার্য্যে তাহা প্রকাশ পায় না। মনুষ্য যে কোন মতাবলম্বী হউক না কেন, তাহার প্রতি দয়া করা, খাদ্য ও পানীয় প্রভৃতি দ্বারা তাহার উপকার করা এবং ভিন্ন মতাবলম্বী বিদ্বান্‌দিগেরও সম্মান ও সেবা করা কি দয়া নহে? যদি জৈনদিগের সত্যই দয়া থাকে, তবে বিবেকসারের ২২১ পৃষ্ঠায় কি লিখিত হইয়াছে দেখ—প্রথমতঃ, জৈনগণ কোন ভিন্ন মতাবলম্বীর স্তুতি অর্থাৎ গুণকীর্ত্তন কখনও করিবে না। দ্বিতীয়তঃ, তাহাকে "নমস্কার অর্থাৎ বন্দনা করিবে না। তৃতীয়তঃ, "আলাপন" অর্থাৎ তাহার সহিত অধিক

কথা বলিবে না। চতুর্থতঃ, "সংলপন" অর্থাৎ তাহার সহিত বারংবার কথা বলিবে না। পঞ্চমতঃ, তাহাকে "অন্নবস্ত্রাদি দান" করিবে না অর্থাৎ খাদ্য ও পানীয় প্রভৃতি দিবে না। ষষ্ঠতঃ, "গন্ধপুষ্পাদি দান" করিবে না অর্থাৎ তাহার প্রতিমা পূজার জন্য সুগন্ধ পুষ্পাদি দিবে না। জৈনগণ এই ছয় "যতনা" অর্থাৎ কর্ম্ম কখনও করিবে না।

(সমীক্ষক)—এখন সুধীগণ বিবেচনা করুন যে, ইহার মধ্যে ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের প্রতি কত নির্দ্দয়তা, কুদৃষ্টি এবং বিদ্বেষ রহিয়াছে। যখন অন্য মতাবলম্বীদের প্রতি এত নিষ্ঠুরতা তখন বলা যাইতে পারে যে জৈনগণ দয়াহীন। নিজ পরিবারের সেবা করার মধ্যে বিশেষ ধর্ম্ম কিছুই নাই। জৈন মতাবলম্বিগণ এক পরিবার সদৃশ। জৈনগণ এই জন্যই তাঁহাদের সেবা করেন, কিন্তু অন্য মতাবলম্বীদিগের সেবা করেন না। অতএব কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে দয়ালু বলিতে পারেন কি? বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১০৮ এ লিখিত আছে যে জৈনগণ মথুরার রাজার দেওয়ান নমুচীকে বিরোধী মনে করিয়া হত্যা করে এবং পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হন। ইহা কি দয়া ও ক্ষমানাশক কার্য্য হয় নাই? যখন জৈনগণ ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের প্রতি এত দূর বৈরবুদ্ধি পোষণ করেন যে, হত্যা পর্য্যন্তও করিতে পারেন, তখন তাঁহাদিগকে দয়ালুর পরিবর্ত্তে হিংসক বলাই সার্থক। আর্হত প্রবচন সংগ্রহ "পরমাগমনসারে" "সম্যক্ত্ব" দর্শনাদির লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। সম্যক্ শ্রদ্ধান, সম্যক্ দর্শন, জ্ঞান এবং চারিত্র— এই চারিটি মোক্ষমার্গের সাধন। যোগদেব এসকল বিষয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জিন প্রতিপাদিত গ্রন্থানুসারে বিপরীত অভিনিবেশ ইত্যাদি রহিত জীব এবং অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রীতি এবং বিশ্বাসপরায়ণ হওয়াকেই "সম্যক্ শ্রদ্ধান" এবং "সম্যক্ দর্শন" বলে।

রুচির্জিনোক্ত তত্ত্বেষু সম্যক্ শ্রদ্ধানমুচ্যতে।

জিন কর্ত্তৃক উপদিষ্ট তত্ত্বসমূহের প্রতি সম্যক্ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত, অর্থাৎ অন্য কোন তত্ত্বের প্রতি নহে।

যথাবস্থিততত্ত্বানাং সংক্ষেপাদ্বিস্তরেণ বা।
যো বোধস্তমত্রাহুঃ সম্যগ্ জ্ঞানং মনীষিণঃ॥

জীবাদির তত্ত্বসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তৃত জ্ঞানকে সুধীগণ সম্যক্ জ্ঞান বলেন।

সর্ব্বথাঽনবদ্যযোগানাং ত্যাগশ্চারিত্রমুচ্যতে।
কীর্ত্তিতং তদহিংসাদি ব্রতভেদেন পঞ্চধা॥
অহিংসাসূনৃতাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ।

ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের সহিত সম্বন্ধ সর্ব্বপ্রকারে নিন্দনীয়। তাহা পরিত্যাগ করাকে "চারিত্র" বলে। অহিংসাদি ভেদে ব্রত পাঁচ প্রকার। প্রথমতঃ (অহিংসা) কোন প্রাণীকে বধ না করা। দ্বিতীয়তঃ (সূনৃতা) প্রিয় বাক্য বলা। তৃতীয়তঃ (অস্তেয়) চুরি না করা। চতুর্থতঃ (ব্রহ্মচর্য্য) উপস্থ ইন্দ্রিয়ের সংযম। পঞ্চমতঃ (অপরিগ্রহ) সকল বস্তু পরিত্যাগ করা। এসকল বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলিই ভাল; অর্থাৎ অহিংসা এবং চৌর্য্য প্রভৃতি নিন্দনীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করা শ্রেয়। কিন্তু ভিন্নমতের নিন্দা প্রভৃতি দোষ দ্বারা উত্তম বিষয়গুলিও দোষযুক্ত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রথম সূত্রে লিখিত আছে যে অন্য হরিহর প্রভৃতির ধর্ম্ম সংসার হইতে উদ্ধার করিতে পারে না। যাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিলে পূর্ণবিদ্যা এবং ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া কি সামান্য নিন্দার কথা! যাঁহারা উল্লিখিত একান্ত অসম্ভব কথাগুলির বক্তা, সেই জৈন তীর্থঙ্করদিগের গুণকীর্ত্তন করা কেবল হঠকারিতা মাত্র। ভাল, যে জৈনের "চারিত্র", অধ্যয়ন এবং দান করিবার সামর্থ্য নাই, তিনি কেবল জৈনমতকে সত্য বলিলেই ভাল, আর অন্য মতাবলম্বী শ্রেষ্ঠ হইলেও হেয় হইবেন কি? যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত এবং বালবুদ্ধি না বলিয়া কি বলা যাইবে? এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, জৈনাচার্য্যগণ স্বার্থপর ছিলেন। তাঁহারা পূর্ণ বিদ্বান্ ছিলেন না। তাঁহারা সকল মতের নিন্দা না করিলে, তাঁহাদের মিথ্যা মতে কেহই বিজড়িত হইত না এবং তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধিও হইত না। দেখ! ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, জৈনমত নিমগ্ন করে কিন্তু বেদ মত সকলকে উদ্ধার করে। যদি অপর লোকেরা বলে যে, হরিহর প্রভৃতি দেব সুদেব এবং ঋষভদেব প্রভৃতি কুদেব; তাহা হইলে, তাহা কি জৈনদিগের পক্ষে অপ্রীতিকর হইবে না? জৈনমতের আচার্য্য এবং বিশ্বাসীদিগের আরও ভুল দেখিয়া লও!

মূল—জিণবর আণা ভংগং উমগ্‌গ উস্‌মুত্তলে সদেসণউ।
আণা ভংগে পাবস্তা জিণময় ডুকরং ধম্মম্‌ ॥
প্রকর৹ ভাগ৹ ২। ষষ্ঠী শ৹ ৬। সূ৹ ১১॥

উন্মার্গ এবং "উৎসূত্রের" লেশ মাত্র দেখাইলেও জিনবর অর্থাৎ বীতরাগ তীর্থঙ্করদিগের আজ্ঞাভঙ্গ হয়। তাহা দুঃখের কারণস্বরূপ এবং পাপ-জনক। জিনেশ্বর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট "সম্যকৃত্ব" প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন। অতএব যাহাতে তাঁহার আজ্ঞাভঙ্গ না হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। (সমীক্ষক)—নিজ মুখে নিজের প্রশংসা করা, নিজের ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলা এবং পরধর্ম্মের নিন্দা করা মূর্খের কার্য্য। জ্ঞানিগণ যাঁহার প্রশংসা করেন, তাঁহার প্রশংসাই যথার্থ। চোরও ত নিজমুখে নিজের প্রশংসা করিয়া থাকে, তাই বলিয়া কি সে প্রশংসনীয় হইতে পারে? জৈনগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন—

মূল—বহুগুণবিজ্‌ঝা নিলয়ো উস্‌সুত্তভাসী তহা বিমুত্তব্বো।
জহবরমণিজুত্তো বিহুবিগ্‌ঘকরো বিসহরো লোএ ॥
প্রকর৹ ভা৹ ২। ষষ্ঠী৹ সূ৹ ১৮॥

বিষধর সর্পের মণি যেমন পরিত্যাজ্য, সেইরূপ যিনি জৈনমতাবলম্বী নহেন তিনি যত বড় ধার্ম্মিক পণ্ডিতই হউন না কেন, তাঁহাকে বর্জ্জন করা জৈনদিগের কর্ত্তব্য। (সমীক্ষক)—দেখুন! ইঁহাদের কত দূর ভ্রম! যদি জৈনাচার্য্যগণ এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ বিদ্বান্‌ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বিদ্বান্‌দিগের প্রতি প্রীতিশীল হইতেন। যাঁহাদের তীর্থঙ্করগণ পর্য্যন্ত বিদ্যাহীন, তাঁহারা বিদ্বান্‌দিগের সম্মান করিবেন কেন? মল কিংবা ধূলার মধ্যে স্বর্ণ পতিত হইলে কেহ কি উহা পরিত্যাগ করে? এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, জৈন ব্যতীত এমন পক্ষপাতী, হঠকারী, দুরাগ্রহী এবং বিদ্যাহীন আর কেহই নাই।

মূল—অই সযপা বিযপা বাধম্মি অপব্বে সুতো বিপাবরয়া।
ন চলন্তি সুদ্ধধমার ধন্না কিংবিপাবপব্‌বেসু ॥
প্রকর৹ ভা৹ ২। ষষ্ঠী৹ সূ৹ ২৯॥

"অন্যদর্শনী কুলিঙ্গী" অর্থাৎ যাহারা জৈনমতের বিরোধী, জৈনগণ তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না। (সমীক্ষক)—ইহা কতদূর অজ্ঞতা সুধীগণ

বিবেচনা করিবেন। ইহা যথার্থ যে, যাঁহার মত সত্য, তিনি কাহাকেও ভয় করেন না। জৈনাচার্য্যগণ জানিতেন যে, তাঁহাদের মত অসার, অন্যে শুনিলে তাহা খণ্ডন করিবে ; অতএব সকলের নিন্দা কর এবং মূর্খদিগকে আবদ্ধ কর ॥

মূল—নামং পিতস্সঅ সুহং জেণনিদিঠাই মিচ্ছাপব্বাই।
জেসিং অণুসংগা উধম্মীণ বিহোই পাবমই ॥
প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী ৬। সূ০ ২৭ ॥

যে ধর্ম্ম জৈনধর্ম্মবিরুদ্ধ তাহা সকলকে পাপী করে। অতএব অন্য ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে জৈনধর্ম্ম স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ। (সমীক্ষক)—এতদ্দারা জানা যাইতেছে যে, জৈনমত সকলকে বৈর, বিরোধ, নিন্দা এবং ঈর্ষ্যা প্রভৃতি দুর্গুণরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন করে। জৈনদিগের ন্যায় অপর কোন মতাবলম্বী এত নিন্দুক এবং অধার্ম্মিক নহে। এক দিক হইতে সকলের নিন্দা এবং অত্যধিক আত্মপ্রশংসা করা কি শঠের কার্য্য নহে? যিনি যে মতাবলম্বীই হউন না কেন, বিচারশীল লোকেরা তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা ভাল তাঁহাদিগকে ভাল এবং তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা মন্দ, তাঁহাদিগকে মন্দ বলিয়া থাকেন।

মূল—হাহা গুরুঅঅ কজ্ঝং স্বামীনহু অচ্ছিকস্স পুক্করিমো।
কহ জিণ বয়ণ কহ সুগুরু সাবয়া কহইয় অকজ্ঝং ॥
প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ৩৫ ॥

কোথায় সর্ব্বজ্ঞভাষিত জিনবচন, জৈনদিগের সুগুরু এবং জৈনধর্ম্ম, আর কোথায় তাহার বিপরীত কুগুরু এবং ভিন্ন মতের উপদেষ্টা, অর্থাৎ জৈন-দিগের সুগুরু, সুদেব ও সুধর্ম্ম এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের কুদেব, কুগুরু এবং কুধর্ম্ম। (সমীক্ষক)—বদরী বিক্রয়কারিণী নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা যেমন বলিয়া থাকে, ইহাও সেরূপ কথা। তাহারা নিজেদের টক্ কুলগুলিকেও মিষ্ট এবং অন্যের মিষ্ট কুলগুলিকেও টক্ বলিয়া থাকে। ইঁহারা অন্য মতাবলম্বীদিগের সেবা করাও নিতান্ত পাপজনক কুকর্ম্ম বলিয়া মনে করেন।

মূল—সপ্পো ইক্কং মরণং কুগুরু অণন্তা ইদেই মরণাই।
তোবরিসপ্পং গহিয়ুং মা কুগুরুসেবণম্ ভহম্ ॥
প্রক০ ভা০ ২। সূ০ ৩৭ ॥

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, সর্পের মণির ন্যায় ভিন্নমতাবলম্বী শ্রেষ্ঠ পুরুষেরাও পরিত্যাজ্য। ইহা অপেক্ষাও ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের অধিক নিন্দার

কথা বলা হয় যে, জৈনেতর সকলেই কুগুরু অর্থাৎ সর্প অপেক্ষাও মন্দ। তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করা এবং তাহাদের সেবা ও সংসর্গ করা কখনও উচিত নহে। কারণ, সর্পসংসর্গবশতঃ একবার মাত্র মৃত্যু হয়, কিন্তু ভিন্ন মতাবলম্বী কুগুরুদিগের সংসর্গ বশতঃ অনেক বার জন্ম-মরণে পতিত হইতে হয়। অতএব হে ভদ্র! ভিন্নপন্থী কুগুরুদিগের নিকটেও দাঁড়াইও না। কারণ ভিন্নপন্থীদিগের অল্পমাত্র সেবা করিলেও দুঃখ ভোগ করিতে হয়। (সমীক্ষক)—দেখুন! অপর কোন মতাবলম্বী জৈনদের ন্যায় কঠোর, ভ্রান্ত, দ্বেষযুক্ত ও নিন্দুক আত্মভোলা নহে। তাঁহারা সম্ভবতঃ মনে করেন, যদি আমরা পরনিন্দা এবং আত্মপ্রশংসা না করি, তাহা হইলে কেহ আমাদের সেবা করিবে না এবং কেহ আমাদিগকে সম্মানও করিবে না। কিন্তু তাঁহাদের দুর্ভাগ্য এই যে, যতদিন তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর বিদ্বান্‌দিগের সেবা না করিবেন এবং তাঁহাদের সংসর্গে না আসিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা সত্যধর্ম্ম এবং যথার্থ জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের বিরুদ্ধ মত পরিত্যাগ করিয়া বেদোক্ত সত্য মত গ্রহণ করুন। তাহাই তাঁহাদের পক্ষে কল্যাণজনক হইবে।

মূল—কিং ভণিমো কিং করিমো তাণহয়াসাণ ধিঠদুঠাণং।
জে দংসি ঊণ লিংগং খিবংতি নরয়ম্মি মুদ্ধজণং ॥
প্রক০ ভা০। ষষ্ঠী০ সূ০ ৪০ ॥

যাহার কল্যাণের আশা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই দুরাগ্রহী, কুকর্ম্মনিপুণ, দুর্গুণান্বিত ব্যক্তির সম্বন্ধে কি বলা বা করা যাইবে? কেহ যদি তাহার উপকার করে, তবে সে তৎপরিবর্ত্তে তাহার সর্ব্বনাশ করে। যেমন কেহ দয়া করিয়া অন্ধ সিংহের চক্ষুর বন্ধন খুলিতে গেলে, সিংহ তাহাকেই ভক্ষণ করে; সেইরূপ কুগুরু ভিন্নপন্থীদিগের উপকার করিতে গেলে নিজেরই সর্ব্বনাশ হয়। অতএব সর্ব্বদা তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবে। (সমীক্ষক)—ভিন্ন পক্ষীয়গণও জৈনদিগের ন্যায় চিন্তা করিলে তাঁহাদের কতদূর দুর্দ্দশা হইবে? যদি কেহই তাঁহাদের উপকার না করে, তবে তাঁহাদের অনেক কর্ম্ম নষ্ট হইবে। তাহা তাঁহাদের পক্ষে কিরূপ কষ্টকর হইবে! তাঁহারা অপর সকলের সম্বন্ধেও সেইরূপ চিন্তা করেন না কেন?

মূল—জহজহতুট্টই ধম্মো জহজহ দুঠাণহোয় অইউদউ।
সমদ্দিঠিজিয়াণ তহ তহ উল্লসইস মত্তং ॥
প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ৪২ ॥

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে যেরূপে দর্শনভ্রষ্ট নিহ্নব, পাচ্ছত্তা, উসন্না ও কুসীলিয়াদি এবং অন্য দর্শনী, ত্রিদণ্ডী, পরিব্রাজক ও বিপ্রাদি দুষ্ট লোকদের অতিশয় বল, সম্মান ও আদর হইবে সেই সেইরূপে সম্যক্‌দৃষ্টি জীবদিগের সম্যকৃত্ব প্রকাশিত হইবে। (সমীক্ষক)—এখন দেখুন! এই সব জৈন অপেক্ষা অধিক ঈর্ষা, দ্বেষ এবং বৈরবুদ্ধিযুক্ত অপর কেহ আছে কি? অন্যান্য মতের মধ্যেও অবশ্য ঈর্ষ্যা-দ্বেষ আছে; কিন্তু জৈনমতের ন্যায় অন্য কোন মতে এত নাই। দ্বেষই পাপের মূল। সুতরাং জৈনদিগের মধ্যে পাপাচরণ থাকিবে না কেন?

মূল—সংগো বিজাণ অহিউতে সিংধম্মাই জেপকুব্বন্তি।
মুতূণ চোরসংগং করন্তি তে চোরিয়ং পাবা॥
প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠীঃ সূ০ ৭৫॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন মূঢ়গণ নাসিকাচ্ছেদাদি দণ্ডের ভয় না করিয়া চোরের সহিত সংসর্গ করে, সেইরূপ যাহারা জৈনের ধর্ম্মে বিশ্বাস করে, তাহারাও তাহাদের অকল্যাণের ভয়ে ভীত হয় না।

(সমীক্ষক)—যে যেমন, সে অপরকেও সেইরূপ মনে করে। কেবল মাত্র জৈনমতই সাধু সজ্জনের মত, অন্য সমস্ত মতই চোরের মত; একথা কি সত্য হইতে পারে? মনুষ্যের মধ্যে যতদিন কুসঙ্গ বশতঃ ভ্রান্ত বুদ্ধি থাকে, ততদিন সে ঈর্ষ্যাদ্বেষ পরিত্যাগ করে না। জৈনমত যেমন ভিন্ন মতের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন, সেরূপ অন্য কোন মত নহে।

মূল—জচ্ছ পসুমহিসলরকা পব্বংহোমন্তি পাবন বমীএ।
পূঅন্তি তংপি সঢ্ঢাহা হী লাবী পরায়স্সং॥ প্রক০ ভা০ ২।
প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠি০ সূ০ ৭৬॥

পূর্ব্বে একটি সূত্রে বলা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র জৈনগণই "সম্যক্ত্বী", জৈনেতর পন্থী সকলেই "মিথ্যাত্বী"; অর্থাৎ জৈনগণ পুণ্যাত্মা, অন্যেরা সকলেই পাপী। সুতরাং যে ব্যক্তি "মিথ্যাত্বী"র ধর্ম্ম স্থাপন করে, সে পাপী। (সমীক্ষক)—যদি অন্যত্র চামুণ্ডা, কালিকা, জ্বালা প্রভৃতি দেবীর পূজা উপলক্ষে দুর্গানবমী ইত্যাদি পাপজনক হয়, তবে অত্যন্ত কষ্টকর জৈনদিগের পজুসণ প্রভৃতি পাপজনক নহে কেন? এস্থলে বামমার্গীদিগের লীলা-খেলার খণ্ডন যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু, জৈনগণ যে শাসনদেবী এবং

মরুতদেবী প্রভৃতিকে দেবী মানেন, তাঁহাদের পূজার খণ্ডন করিলেও ভাল হইত। যদি বলা হয়, "আমাদের দেবী হিংসক নহেন," তবে মিথ্যা বলা হইবে। কারণ শাসনদেবী একজন লোকের এবং একটি ছাগলের চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিল। তাহা হইলে সে রাক্ষসী, দুর্গা এবং কালিকার সহোদরা ভগ্নী নহে কেন? সেইরূপ জৈনদিগের "যচ্চখাণ" প্রভৃতি ব্রতকে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, আর "নবমী" প্রভৃতিকে দূষণীয় বলাও মূঢ়তা। কারণ নিজেদের উপবাসের প্রশংসা এবং অপরদের উপবাসের নিন্দা করা মূর্খের কার্য্য। অবশ্য সত্য-ভাষণাদি ব্রত সকলের পক্ষেই ভাল; জৈন কিংবা অপর কাহারও উপবাস ভাল নহে॥

মূল—চেসাপবং দিয়াণয় মাহণডুং বাণজর কসিরকাণম্।
ভত্তা ভর কঠাণং বিয়াণং জন্তি দূরেণং॥প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠিঃ সূ০৮২।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা বেশ্যা, চারণ এবং ভাট প্রভৃতির এবং ব্রাহ্মণ, যক্ষ, গণেশ প্রভৃতি মিথ্যাদৃষ্টি দেব-দেবীর ভক্ত; যাহারা ইহাদের অনুযায়ী তাহারা স্বয়ং দুঃখে নিমগ্ন হয় এবং অপরকেও নিমজ্জিত করে। কারণ তাহারা ঐ সকল দেব-দেবীর নিকট সমস্ত কাম্য বস্তু পাইবে বলিয়া মনে করে এবং বীতরাগ পুরুষদিগের নিকট হইতে দূরে থাকে। (সমীক্ষক)—ভিন্নপন্থীদের দেব-দেবীকে মিথ্যা এবং নিজেদের দেব-দেবীকে সত্য বলা কেবল পক্ষপাত মাত্র। জৈনগণ বামমার্গীদের দেব-দেবীর খণ্ডন করেন, কিন্তু শ্রাদ্ধদিনকৃত্য, পৃষ্ঠা ৪৬ এ লিখিত আছে যে, শাসনদেবী রাত্রিকালে ভোজন করিবার অপরাধে এক ব্যক্তিকে চপেটাঘাত করেন এবং তাহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটি ছাগলের চক্ষু বাহির করিয়া বসাইয়া দেন। এই দেবীকে হিংসাকারিণী বলিয়া মনে করা হয় না কেন? রত্নসাগরভাগ ১, পৃষ্ঠা ৬৭ এ লিখিত আছে যে মরুতদেবী প্রস্তরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পথিকদিগকে সাহায্য করিতেন। ইঁহাকেও সেইরূপ মনে করেন না কেন?

মূল—কিংসোপি জণণি জাও জাণো জণণী ইকিং অগোবিদ্ধি।
জইমিচ্ছরও জাও গুণে সুতমচ্ছরং বহই॥
প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠি০ সূঃ ৮১॥

যাহারা জৈনমত বিরোধী "মিথ্যাত্বী" অর্থাৎ মিথ্যাধর্ম্মাবলম্বী, তাহাদের

জন্ম হয় কেন? যদিও বা জন্ম হয়, বৃদ্ধি পায় কেন? অর্থাৎ তাহাদের শীঘ্র মৃত্যু হওয়াই বাঞ্ছনীয়। (সমীক্ষক)—জৈনদিগের বীতরাগভাষিত দয়া ধর্ম্ম কিরূপ দেখুন! তাঁহারা ইচ্ছা করেন না যে, ভিন্নমতাবলম্বিগণ জীবিত থাকুক। সুতরাং তাঁহাদের দয়া ধর্ম্ম কেবল কথার কথা মাত্র। তাঁহাদের যতটুকু দয়া আছে, তাহা ক্ষুদ্র প্রাণী এবং পশুদিগের জন্য, জৈনেতর কোন মনুষ্যের জন্য নহে।

মূল—শুদ্ধে মগ্‌গে জায়া সুহেণ মচ্ছন্তি সুদ্ধিমগ্‌গমি।
জে পুণঅমগ্‌গজায়া মগ্‌গে গচ্ছংতি তং চুপ্‌ পং॥

প্রক° ভা° ২। ষষ্ঠী° সূ° ৮৩॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জৈনকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া মুক্তিলাভ করা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু জৈনেতর কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন "মিথ্যাত্বী ভিন্নপন্থীর" মুক্তিলাভ করা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহার ফলিতার্থ এই যে, কেবল জৈনমতাবলম্বীই মুক্তির অধিকারী, অপর কেহই নহে। যাহারা জৈনমত স্বীকার করে না তাহারা নরকগামী। (সমীক্ষক)—জৈনমতাবলম্বী কাহারও কি কোন দোষ নাই? কেহ কি নরকগামী হয় না? সকলেই কি মুক্তি পায়? এসকল কি প্রলাপ নহে; নির্ব্বোধ ব্যতীত এসকল কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে?

মুল—তিচ্ছরাণং পূআসংমত্ত গুণাণকারিণী ভণিয়া।
সাবিয়মিচ্ছত্তয়রী জিণ সময়ে দেসিয়া পূআ॥

প্রক° ভা° ২। ষষ্ঠী° সূ° ৯০॥

কেবল জিন-মূর্ত্তিসমূহের পূজাই সার, জিনেতর মূর্ত্তিসমূহের পূজা অসার। যাঁহারা জিনের আজ্ঞা পালন করেন তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁহারা করেন না, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী নহেন। (সমীক্ষক)—বাহবা! কি বলিব!! তোমাদের মূর্ত্তিগুলি কি বৈষ্ণবপ্রভৃতি সম্প্রদায়ের মূর্ত্তিগুলির ন্যায় জড়পদার্থদ্বারা নির্ম্মিত নহে? বস্তুতঃ বৈষ্ণবাদির মূর্ত্তিপূজার ন্যায় তোমাদের মূর্ত্তিপূজাও মিথ্যা। তোমরা বল যে, একমাত্র তোমরাই তত্ত্বজ্ঞানী; অপর কেহ তত্ত্বজ্ঞানী নহে। ইহাতে জানা যায় যে, তোমাদের মতে তত্ত্বজ্ঞান নাই।

মুল—জিণ আণা এধম্মো আণা রহি আণ ফুডং অহমুত্তি।
ইয়মুণি ঊণ যতত্তংজিণ আণাএ কুণহু ধম্মং॥

প্রক° ভা° ২। ষষ্ঠী° সূ° ৯২॥

জিনদেবের আদিষ্ট দয়া এবং ক্ষমা প্রভৃতিই ধর্ম্ম, তদ্ভিন্ন সমস্তই অধর্ম্ম ॥

(সমীক্ষক)—ইহা কত বড় অন্যায় কথা! জৈন ব্যতীত অপর কেহই কি সত্যবাদী এবং ধর্ম্মাত্মা নহে? অপর কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে মান্য করা কি উচিত নহে? অবশ্য যদি জৈনদিগের মুখ ও জিহ্বা চর্ম্মনির্ম্মিত না হইত এবং অপরদের মুখ ও জিহ্বা চর্ম্মনির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে এইরূপ বলা যাইতে পারিত। জৈনগণ তাঁহাদের গ্রন্থোক্ত বাক্য এবং সাধু প্রভৃতির এইরূপ উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন যে তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা ভাটের জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥

মূল—বন্নেমিনারয়া উবিজেসিন্দুরকাই সন্তরন্তাণম্‌।
ভব্বাণ জণই হরিহররিদ্ধি সমিদ্ধী বিউদ্ধোসং ॥
প্রক° ভা° ২। ষষ্ঠী° সূ° ৯৫ ॥

ইহার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে, হরি-হর প্রভৃতি দেবগণের বিভূতি নরকের কারণ। তাহা দেখিলে জৈনগণের রোমাঞ্চ হয়। যেমন রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হয়, সেইরূপ জিনেন্দ্রদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেও জন্ম-মরণ-দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না কেন? (সমীক্ষক)—জৈনাচার্য্যদিগের ছল, কপটতা এবং ভণ্ডামীর লীলা-খেলা দেখুন! ইঁহাদের মনের কথাও প্রকাশ পাইল! তাঁহারা হরি-হরাদি দেবগণ এবং তাঁহাদের উপাসকদিগের ঐশ্বর্য্য দেখিতেও পারেন না। অপর কাহারও উন্নতি দেখিলে তাঁহাদের রোমাঞ্চ হয়। সম্ভবতঃ তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে, অন্যের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য তাঁহাদেরই হস্তগত হউক; কাহারও শ্রীবৃদ্ধি না হউক। সকলেই দরিদ্র হউক। আর রাজাজ্ঞার দৃষ্টান্ত দিবার কারণ এই যে, জৈনগণ রাজার অত্যন্ত তোষামোদকারী, মিথ্যাবাদী এবং ভীরু। রাজা মিথ্যা বলিলেও কি তাহা স্বীকার করিতে হইবে? বাস্তবিক জৈনদের অপেক্ষা অধিকতর ঈর্ষ্যাদ্বেষযুক্ত অপর কেহই নাই।

মূল—জো দেইশুদ্ধধম্মং সো পরমপ্যা জয়ম্মি নহু অন্নো।
কিং কল্পদুম্ম সরিসো ইয়রতরূ হোইকইযাবি ॥
প্রক° ভা° ২। ষষ্ঠী° সূ° ১০১ ॥

যাহারা জৈনধর্ম্মবিরোধী তাহারা মূর্খ। যাঁহারা জিনেন্দ্রভাষিত ধর্ম্মের উপদেষ্টা, তাঁহারা সাধু, গৃহস্থ অথবা গ্রন্থকার যাহাই হউন না কেন, তাঁহারা তীর্থঙ্কর সদৃশ; তাঁহাদের সদৃশ কেহই নাই। (সমীক্ষক)—থাকিবে না কেন? বালবুদ্ধি

না হইলে তাঁহারা এমন কথা বিশ্বাস করিবেন কেন? বেশ্যা যেমন আত্মপ্রশংসা ব্যতীত পরের প্রশংসা কখনও করে না, দেখা যাইতেছে ইহাও সেইরূপ ব্যবহার।

মূল—জে অমুণি অগুণ দোষাতে কহ অবুহাণহ্ন্তিম ঝচ্ছা।
অহতে বিহ্নম ঝচ্ছাত্তা বিসঅমি আণ তুল্লত্তং॥
প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ১০২॥

জিনেন্দ্র দেব, তাঁহার সিদ্ধান্ত এবং জৈনমতের উপদেষ্টাদিগকে পরিত্যাগ করা জৈনদিগের উচিত নহে। (সমীক্ষক)—জৈনদিগের ইহা হঠকারিতা, পক্ষপাত এবং অবিদ্যাপ্রসূত নহে, তবে কি? কিন্তু তাঁহাদের অল্প কয়েকটি বাক্য ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই পরিত্যাজ্য। যাঁহার কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে, তিনি যদি জৈনদিগের দেব, সিদ্ধান্ত গ্রন্থ এবং উপদেষ্টৃগণের বিষয় এবং তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ ও মনন করেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তৎক্ষণাৎ ঐসকল পরিত্যাগ করিবেন।

মূল—বয়ণে বিস্থগুরুজিণবল্লহস্সকে সিংন উল্লস ঈসম্মং।
অহকহদিণ মণিতেয়ং উলুআণংহরই অন্ধত্তং॥
প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ১০৮॥

যাঁহারা জিনবচনানুসারে আচরণ করেন, তাঁহারা পূজার্হ; যাঁহারা তদ্বিরুদ্ধ আচরণ করেন, তাঁহারা পূজ্য নহেন। জৈনগুরুদিগকেই মান্য করিবে; অপর কাহাকেও মান্য করিবে না॥ (সমীক্ষক)—ভাল, জৈনগণ অজ্ঞানদিগকে শিষ্য করিয়া পশুর ন্যায় জালে বদ্ধ না করিলে, তাহারা জাল হইতে বহির্গত হইয়া মুক্তিসাধন পূর্ব্বক জীবন সফল করিতে পারিত। কেহ জৈনদিগকে "কুমার্গী", "কুগুরু", "মিথ্যাত্বী" এবং "কুউপদেষ্টা" বলিলে তাঁহাদের কতই না দুঃখ হয়! তাঁহারা অপরকে দুঃখ দেন বলিয়া তাঁহাদের মত অনেক অসার কথায় পরিপূর্ণ॥

মূল—তিহুঅণ জণং মরংতং দঠূণ নিঅন্তিজেন অপ্পাণং॥
বিরমংতিন পাবা উধিদ্ধী ধিঠত্তণং আণম্॥ প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠীঃ সূ০ ১০৭॥

মৃত্যু পর্য্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হইলেও জৈনগণ কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি করিবে না; কারণ ঐ সকল কর্ম্ম নরকে লইয়া যায়। (সমীক্ষক)—এক্ষণে কেহ জৈনদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, "তোমরা বাণিজ্যাদি কর কেন? এসকল কর্ম্ম পরিত্যাগ কর না কেন? পরিত্যাগ করিলে

তোমাদের ভরণপোষণও হইতে পারে না। আর, তোমাদের উপদেশ মত সকলে এসকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তোমরা কি খাইয়া জীবন ধারণ করিবে"? এইরূপ নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ উপদেশ সর্ব্বথা নিরর্থক। দুর্ভাগাগণ কি করিবে? বিদ্যা ও সৎসঙ্গের অভাবে যাহা মনে আসিয়াছে, তাহাই বকিয়াছে!

মূল—তইয়া হমাণ অহমা কারণ রহিয়া অনাণ গব্যেণ।
জেজংপন্তি উশুত্তং তেসিংদিদ্ধিচ্ছপম্মিচ্চং॥
প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ১২১॥

যাহারা জৈনশাস্ত্রবিরুদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস করে, তাহারা অধমের অপেক্ষাও অধম। স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও জৈনমতবিরুদ্ধ কিছু বলিবে না এবং বিশ্বাস করিবে না। স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও ভিন্ন মত পরিত্যাগ করিবে। (সমীক্ষক)—তোমাদের আদি পুরুষ হইতে আজ পর্য্যন্ত যতজন হইয়া গিয়াছেন এবং হইবেন, তাঁহারা ভিন্ন মতকে গালি দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই করেন নাই এবং করিবেন না। ভাল, যে সকল স্থলে জৈনগণ স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা দেখেন, সে সকল স্থলে তাঁহারা শিষ্যদেরও শিষ্য হইয়া যান। তবুও তাঁহারা এমন লম্বা চওড়া মিথ্যা কথা বলিতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করেন না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

মূল—জম্বীর জিণসূসজিও মিরঈ উস্সুত্তলে সদেসণও।
সাগর কোড়া কোড়িংহিং মই অই ভী ভবরণে।
প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ১২২॥

যদি কেহ বলে যে, জৈনসাধুগণ যেমন ধার্ম্মিক অন্যেরাও সেইরূপ ধার্ম্মিক তাহা হইলে সে কোটি কোটি বৎসর নরকে বাস করিবে এবং তাহার পরেও হীনজন্ম প্রাপ্ত হইবে। (সমীক্ষক)—বাহবা! বিদ্যার শত্রুগণ! তোমরা সম্ভবতঃ ইচ্ছা কর যে, কেহ তোমাদের মিথ্যাকথাগুলি খণ্ডন না করুক। তাই তোমরা এসকল ভয়ঙ্কর কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছ! কিন্তু এসকল অসম্ভব। তোমাদিগকে আর কত বুঝান যাইবে? তোমরা ত মিথ্যা, পরনিন্দা পরমত বিদ্বেষ প্রদর্শন এবং বিরোধ করিবার জন্য কটিবদ্ধ হইয়া স্বার্থসিদ্ধি করাটা যেন মোহনভোগের ন্যায় মনে করিয়াছ!

মূল—দূরে করণং দূরম্মি সাহুণং তহয়ভাবণা দূরে।
জিণধম্ম সদ্দহাণ পিতির কদুরকাইনিঠবই ॥
প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ১২৭ ॥

যে ব্যক্তি জৈনধর্ম্মের কোন অনুষ্ঠান করে না, সেও কেবলমাত্র জৈনধর্ম্ম সত্য অন্য কোন ধর্ম্ম সত্য নহে—এই বিশ্বাসবলেই দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হয়।

(সমীক্ষক)—ভাল, মূর্খদিগকে নিজেদের মতজালে আবদ্ধ করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক কি বলা যাইতে পারে? কোনও কর্ম্ম করিতে হইবে না, অথচ মুক্তি হইবে—এমন মূঢ় মত আর আছে কি?

মূল—কইয়া হোহা দিবসো জইয়া স্গুরুণ পায়মূলম্মি।
উসুসুত্ত সবিসলবর হিলেওনিসুণে সুজিনধম্মং ॥
প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ১২৮ ॥

যদি আমি মনুষ্য হই তবে জিনাগম অর্থাৎ জৈনশাস্ত্র শ্রবণ করিব। "উৎসূত্র" অর্থাৎ ভিন্ন মতবিষয়ক গ্রন্থ কখনও শ্রবণ করিব না এইরূপ ইচ্ছা করিবে। এই মাত্র ইচ্ছা করিলেই মনুষ্য দুঃখ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়।

(সমীক্ষক)—ইহাও মূর্খদিগকে জালে আবদ্ধ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। কারণ পূর্ব্বোক্তরূপ ইচ্ছা দ্বারা এখানকার দুঃখসাগর হইতেই উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, ভোগ ব্যতীত পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত পাপের দুঃখরূপ ফল নষ্ট হয় না। এইরূপ মিথ্যা অর্থাৎ বিদ্যাবিরুদ্ধ কথা না লিখিলে লোকে বেদাদি শাস্ত্রের পাঠ ও শ্রবণ করিয়া এবং সত্যাসত্য অবগত হইয়া, তাঁহাদের অবিদ্যারূপী অসার গ্রন্থগুলি পরিত্যাগ করিত। কিন্তু অশিক্ষিত জনসাধারণকে এমন দৃঢ় ভাবে বাঁধা হইয়াছে যে, কোন বুদ্ধিমান্ সৎসঙ্গপরায়ণ ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে এই জাল হইতে মুক্ত হইতে পারেন বটে, কিন্তু জড়বুদ্ধির পক্ষে তাহা অত্যন্ত কঠিন ॥

মূল—ব্রহ্মাজেণং হিংভণিয়ং সুযববহারং বিসোহিয়ংতসৃস।
জায়ই বিসুদ্ধ বোহী জিণআণা রাহ গত্তাও ॥
প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ১৩৮ ॥

যাঁহারা জিনাচার্য্যদিগের দ্বারা উপদিষ্ট সূত্র, নিরুক্তি, বৃত্তি এবং ভাষ্যচূর্ণী মানেন, তাঁহারাই শুভ ব্যবহার এবং দুঃসহ ব্যবহার (ব্রতাদি) দ্বারা সুখ প্রাপ্ত হন অপর মতের গ্রন্থপাঠ দ্বারা নহে।

(সমীক্ষক)—অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মরা ইত্যাদি কষ্ট ভোগ করাকে "চারিত্র" বলে। যদি ক্ষুৎপিপাসায় মরা ইত্যাদি চারিত্র হয়, তবে বহুলোক যে দুর্ভিক্ষে অথবা অন্নাদির অভাবে মরে, তাহাদেরও শুদ্ধ হইয়া শুভফল প্রাপ্ত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহারাও শুদ্ধ হয় না, তোমরাও শুদ্ধ হও না, কিন্তু সকলেই পিত্তাদির প্রকোপ বশতঃ রোগাতুর হইয়া সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ ভোগ করে। ন্যায়াচরণ, ব্রহ্মচর্য্য এবং সত্যভাষণাদিই ধর্ম্ম। অসত্যভাষণ এবং অন্যায়াচরণাদি পাপ। সকলের সহিত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার এবং পরোপকার করাকে শুভ চরিত্র বলে। জৈনমতাবলম্বীদিগের ক্ষুধার্ত্ত এবং তৃষ্ণার্ত্ত থাকা ইত্যাদি ধর্ম্ম নহে। পূর্ব্বোক্ত সূত্রাদি মানিলে অল্পমাত্র সত্য এবং অধিক মিথ্যা লাভ হয়। তাহাতে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়।

মূল—জইজাণসি জিণনাহো লোয়ায়া রাবিপরকএভূও।
তাতংতং মন্নং তো কহমন্নসি লোঅ আয়ারং॥
প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ১৪৮॥

যাঁহাদের প্রারব্ধ উত্তম, তাঁহারাই জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করেন, অর্থাৎ যাঁহারা জিনধর্ম্ম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রারব্ধ বিনষ্ট হইয়াছে॥ (সমীক্ষক)—এই উক্তি কি ভ্রান্ত এবং মিথ্যা নহে? অন্য মতাবলম্বীদিগের মধ্যে কি উত্তম প্রারব্ধবান্ কেহই নাই এবং জৈনদিগের মধ্যেও কি নষ্টপ্রারব্ধ কেহই নাই? বলা হইয়াছে যে, স্বধর্ম্মী জৈনগণ পরস্পরকে কষ্ট দিবে না, কিন্তু পরস্পর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিবে, ইহাতে সিদ্ধ হইতেছে যে, জৈনগণ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত কলহ বিবাদ করা দোষজনক মনে করেন না। ইহা তাঁহাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, সৎপুরুষগণ সৎপুরুষদিগের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন এবং উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক দুষ্টদিগকে সুশিক্ষিত করেন। আবার অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ, ত্রিদণ্ডী, পরিব্রাজকাচার্য্য অর্থাৎ সন্ন্যাসী, ও তাপস অর্থাৎ বৈরাগী প্রভৃতি সকলেই জৈনমতের শত্রু। এখন দেখুন! যদি জৈনগণ সকলকে শত্রুভাবে দেখেন এবং নিন্দা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দয়া এবং ক্ষমারূপ ধর্ম্ম কোথায় রহিল? যখন কাহারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিলে দয়া এবং ক্ষমা নষ্ট হয় এবং সেরূপ হিংসা আর নাই; তখন জৈনের ন্যায় বিদ্বেষের মূর্ত্তি বিরল। যদি কেহ ঋষভ দেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত ২৪ জন তীর্থঙ্করকে রাগদ্বেষযুক্ত "মিথ্যাত্বী" বলে,

জৈনদিগকে সন্নিপাতজ্বরগ্রস্ত, জৈনধর্ম্মকে নরক এবং বিষবৎ মনে করে, তবে তাহা কি তাঁহাদের পক্ষে প্রীতিকর হইবে? এই নিমিত্ত জৈনগণ নিন্দা ও পরমতদ্বেষরূপ নরকে নিমগ্ন হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। তাঁহারা যদি এসকল দোষ পরিত্যাগ করেন তবে তাঁহাদের বিশেষ কল্যাণ হইবে।

মূল—এগো অগরূ এগো বিসাব গোচে ইআণি বিবহাণি।
তচ্ছয়জং জিণদব্বং পরুপ্পরন্তং ন বিচ্চন্তি ॥

প্রক° ভা° ২। ষষ্ঠী° সূ° ১৫০ ॥

শ্রাবকদিগের পক্ষে দেব, গুরু ও ধর্ম্ম এক। "চৈত্যবন্দন" অর্থাৎ জিনের প্রতিমূর্ত্তি, দেবমন্দির ও জিনের সম্পত্তি রক্ষা এবং মূর্ত্তিপূজা ধর্ম্ম ॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখ! জৈনমত হইতেই মূর্ত্তিপূজা সংক্রান্ত যাবতীয় কলহ-বিবাদ, প্রচলিত হইয়াছে। ভ্রান্তি এবং অসত্যের মূলাধারও এই জৈনমত। শ্রাদ্ধদিনকৃত্য—পৃষ্ঠা ১ এ মূর্ত্তিপূজার প্রমাণ যথা—

নবকারেণ বিবোহো ॥১॥ অনুসরণং সাবউ ॥ ২ ॥ বয়াইং ইমে ॥ ৩ ॥ জোগো ॥ ৪ ॥ চিয় বন্দণগো ॥৫॥ যচ্চরখাণং তু বিহি পুচ্ছম্ ॥ ৬ ॥

এই সব শ্রাবকগণ প্রথম দ্বারে নবকারের জপ করিবে ॥ ১ ॥ দ্বিতীয় দ্বারে নবকারের জপ করিবার পর স্মরণ করিবে, "আমি শ্রাবক" ॥ ২ ॥ তৃতীয় দ্বারে অনুব্রতাদি কত তাহা স্মরণ করিবে ॥ ৩ ॥ চতুর্থ দ্বারে মনে মনে বলিবে চারি বর্গের মধ্যে মোক্ষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যথার্থ জ্ঞানদ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই নিমিত্ত তাহাকে যোগ বলে। এই ষড়বিধ উপায়ে সমস্ত পাপ দুরীভূত হইলে মনুষ্য পবিত্র হয়। তাহাও যোগ; এই বিষয়ও কথিত হইবে ॥ ৪ ॥ পঞ্চম দ্বারে "চৈত্যবন্দ" অর্থাৎ মূর্ত্তিবন্দনা, দ্রব্যভাব এবং পূজা,—এ বিষয়েও কথিত হইবে ॥৫॥ ষষ্ঠ প্রত্যাখানদ্বারে "নবকারস্ত্রী" প্রভৃতি বিধিপূর্ব্বক কথিত হইবে ॥ ৬ ॥ ইত্যাদি। অতঃপর এই গ্রন্থেই নানাপ্রকার বিধি লিখিত হইয়াছে যথা ঃ—সান্ধ্যভোজনকালে জিনবিম্ব অর্থাৎ তীর্থঙ্করদিগের মূর্ত্তি পূজা ও দ্বার পূজা করিবে। অনেক আড়ম্বর আছে। মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, পুরাতন মন্দিরকে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিলে ও উহার জীর্ণ সংস্কার করিলে মুক্তিলাভ হয়। মন্দিরে যাইয়া ভক্তির সহিত উপবেশন করিবে এবং অত্যন্ত প্রীতি সহকারে পূজা করিবে। "নমো জিনেন্দ্রেভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা মূর্ত্তিসমূহকে স্নান করাইবে এবং "জলচন্দনপুষ্পধূপদীপনৈঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা গন্ধাদি নিবেদন

করিবে। রত্নসারভাগ, পৃষ্ঠা ১২ এ মূর্ত্তিপূজার ফল লিখিত হইয়াছে যে, পূজারীকে রাজা কিংবা প্রজা কেহই রোধ করিতে পারে না।

(সমীক্ষক)—এ সকল কথা কপোলকল্পিত, কারণ অনেক জৈন-পূজারীকে রাজারা রোধ করিয়া থাকেন। রত্নসারভাগ, পৃষ্ঠা ৩ এ লিখিত আছে যে মূর্ত্তিপূজা দ্বারা রোগ, যন্ত্রণা এবং মহাপাপ দূরীভূত হয়। এক ব্যক্তি ৫ কড়ি মূল্যের ফুল নিবেদন করিয়া ১৮টি দেশের রাজত্ব লাভ করিয়াছিল। সে কুমারপাল নাম ধারণ করিয়াছিল। মূর্খদিগকে প্রলোভিত করিবার জন্য এ সমস্ত মিথ্যা কথা লিখিত হইয়াছে। কারণ অনেকে জৈন পূজা করিতে করিতে রোগাতুর থাকে এবং প্রস্তরাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তির পূজা করিয়া এক বিঘা জমির উপরেও রাজত্ব লাভ করিতে পারে না! আর যদি পাঁচ কড়ি মূল্যের ফুল নিবেদন করিলে রাজ্য পাওয়া যায় তবে উহা বার বার নিবেদন করিয়া সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করে না কেন? অপরাধের জন্য রাজদণ্ডই বা ভোগ করে কেন? মূর্ত্তিপূজাদ্বারা ভবসাগর পার হইতে পারিলে জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন এবং "চারিত্রের" প্রয়োজন কি?

রত্নসারভাগ, পৃষ্ঠা ১৩ এ লিখিত আছে যে, গৌতমের অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে অমৃত আছে এবং তাঁহাকে স্মরণ করিলে মনোবাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়। (সমীক্ষক)—তাহা হইলে জৈনমাত্রেরই অমর হওয়া উচিত। তাহা কিন্তু হয় না। সুতরাং কেবল মূর্খদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য এ সকল কথা বলা হইয়াছে; তাহা ছাড়া ইহার মধ্যে কোন সত্য নাই।

রত্নসারভাগ, পৃষ্ঠা ৫২ এ ইঁহাদের মূর্ত্তিপূজার শ্লোক লিখিত আছে, যথা—

জলচন্দনধূপনৈরথ দীপাক্ষতকৈর্নৈবেদ্যবস্ত্রৈঃ।
উপচারবরৈর্জিনেন্দ্রান্ রুচিরৈরদ্য যজামহে॥

আমরা জল, চন্দন, চাউল, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র এবং অতি উৎকৃষ্ট উপচার সহকারে জিনেন্দ্র অর্থাৎ তীর্থঙ্করদিগের পূজা করিব। এই জন্যই বলি যে, মূর্ত্তিপূজা জৈনদিগের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছে! (বিবেকসার পৃষ্ঠা ২১) জিন মন্দিরে মোহ আসে না এবং ইহা ভবসাগর পার করিয়া দেয়।

বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৫১—৫২ এ লিখিত আছে যে, মূর্ত্তিপূজা দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। জিন মন্দিরে গমন করিলে সদ্‌গুণ জন্মে। যে ব্যক্তি জল চন্দনাদি দ্বারা তীর্থঙ্করদিগের পূজা করে, সে নরক হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে।

বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৫৫ এ লিখিত আছে যে, জিন মন্দিরে ঋষভদেবাদির মূর্ত্তি পূজা করিলে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সিদ্ধ হয়। বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৬১ এ লিখিত আছে যে, জিন মূর্ত্তির পূজা করিলে জগতের সমস্ত ক্লেশ দূরীভূত হয়। (সমীক্ষক)—এখন দেখ! ইহাদের কথা কিরূপ অজ্ঞতাপূর্ণ এবং অসম্ভব। যদি এইরূপে পাপ এবং কুকর্ম্ম দূর হয়, মোহ উপস্থিত না হয়, ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সদ্‌গুণ উৎপন্ন হয়, নরক হইতে স্বর্গে যাওয়া যায়, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে এবং সমস্ত ক্লেশ দূরীভূত হয়; তাহা হইলে জৈনমাত্রেই সুখী এবং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রাপ্ত হন না কেন?

এই বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৩ এ লিখিত আছে যে, যাঁহারা জিনমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের এবং আত্মীয় স্বজনদিগের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। (বিবেকসার, পৃষ্ঠা ২২৫) শিব এবং বিষ্ণু প্রভৃতির মূর্ত্তি পূজা করা অত্যন্ত দূষণীয় অর্থাৎ নরকের কারণ। (সমীক্ষক)—শিবাদির মূর্ত্তি নরকের কারণ হইলে জৈনমূর্ত্তি সমূহ নরকের কারণ হইবে না কেন? যদি বলা হয়, "আমাদের মূর্ত্তি সমূহ ত্যাগী শান্ত এবং শুভলক্ষণযুক্ত; সুতরাং উৎকৃষ্ট কিন্তু শিবাদির মূর্ত্তি সেইরূপ নহে, অতএব নিন্দনীয়", তাহা হইলে উত্তরে বলা আবশ্যক, "আপনাদের মূর্ত্তিসমূহ লক্ষ লক্ষ টাকার মন্দিরে থাকে এবং ঐ সকলকে চন্দন এবং কেশর প্রভৃতি নিবেদন করা হয়; তাহা হইলে ত্যাগী বলা যাইবে কিরূপে? শিবাদির মূর্ত্তি অনাবৃত স্থানেও রক্ষিত হয়, সুতরাং ত্যাগী বলা যাইবে না কেন? আর জৈনমূর্ত্তিকে যে শান্ত বলা হয়, তাহার উত্তর এই যে, জড় পদার্থ নিশ্চল বলিয়াই শান্ত। সুতরাং সকল মতের মূর্ত্তিপূজাই নিরর্থক।

(প্রশ্ন)—আমাদের মূর্ত্তিসমূহ বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি ধারণ করে না বলিয়া উত্তম। (উত্তর)—সকলের সম্মুখে নগ্ন মূর্ত্তি থাকা ও রাখা পাশবিক ব্যাপার। (প্রশ্ন)—যেমন স্ত্রীলোকের চিত্র অথবা মূর্ত্তি দেখিলে কাম উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সাধু এবং যোগীর মূর্ত্তি দেখিলে শুভগুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (উত্তর)—যদি প্রস্তরমূর্ত্তি দর্শনের ফল শুভ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে মূর্ত্তির জড়ত্ব প্রভৃতি গুণও আপনাদের মধ্যে সংক্রমিত হইবে। জড়বুদ্ধি হইলে আপনারা সর্ব্বথা বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন। শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্‌দিগের সেবা ও সংসর্গ না করিলে আপনাদের মূঢ়তা বৃদ্ধি পাইবে। এই গ্রন্থের একাদশ সমুল্লাসে মূর্ত্তিপূজার যে সকল দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, পাষাণাদি

মূর্ত্তিপূজকদিগের পক্ষে ঐসকল দোষ ঘটে। জৈনদিগের মূর্ত্তিপূজায় যেমন মিথ্যা কোলাহল প্রচলিত হইয়াছে, তাঁহাদের মন্ত্রেও সেইরূপ অনেক অসম্ভব কথা লিখিত আছে। রত্নসারভাগ, পৃষ্ঠা ১ এ আছে ঃ—

নমো অরিহন্তাণং নমো সিদ্ধাণং নমো আয়রিয়াণং নমো উবজ্ঝায়াণং নমো লোএ সব্বসাহূণং এসো পঞ্চ নমুক্কারো সব্ব পাবপ্পণাসণো মঙ্গলাচরণং চ সব্বে সিপঢভং হবই মঙ্গলম্ ॥ ১১ ॥

এই মন্ত্রের খুবই মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে। ইহা জৈনদিগের গুরুমন্ত্র। এই মন্ত্রের এমন মাহাত্ম্য বর্ণন করা হইয়াছে যে, তাহা তন্ত্র, পুরাণ এবং ভাটের বর্ণনাকেও হারাইয়া দিয়াছে। শ্রাদ্ধদিনকৃত্য, পৃষ্ঠা ৩ এ লিখিত আছে—

নমুক্কার তউপঢ়ে ॥ ৯ ॥ জউকব্বং। মন্তাণমন্তো পরমো ইমুত্তি ধেয়াণধেয়ং পরমং ইমুত্তি। তত্তাণতত্তং পরমং পবিত্তং সংসারসত্তাণ দুহাহয়াণং ॥ ১০ ॥ তাণং অন্নন্তু নো অত্থি। জীব্বাণং ভবসায়রে। বুড্ডুং তাণং ইমং মুত্তুং। ন মুক্কারং সুপোয়য়ম্ ॥ ১১ ॥ কব্বং। অণেগজম্মং তরসং চিআণং। দুহাণং সারীরিঅমাণুসাণুসাণং। কৎত্তোয় ভব্বাণভবিজ্জনাসো ন জাবপত্তো নবকারমন্তো ॥ ১২ ॥

এই মন্ত্র পবিত্র এবং ইহাই পরম মন্ত্র। ইহাই ধ্যেয় বিষয়সমূহের মধ্যে পরম ধ্যেয়, তত্ত্বসমূহের মধ্যে পরম তত্ত্ব। এই "নবকার মন্ত্র" দুঃখপীড়িত সাংসারিক জীবের পক্ষে সমুদ্রতীরে উত্তীর্ণ হইবার নৌকা সদৃশ ॥ ১০ ॥ এই নবকার মন্ত্র নৌকা তুল্য। যাঁহারা এই মন্ত্র পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা ভবসাগরে নিমগ্ন হন। যাঁহারা ইহা গ্রহণ করেন, তাঁহারা দুঃখ অতিক্রম করেন। দুঃখমোচনকারী, পাপনাশক এবং মুক্তিজনক এই মন্ত্র ব্যতীত জীবের আর কিছুই নাই ॥ ১১ ॥ ইহা জন্ম-জন্মান্তরে উৎপন্ন শারীরিক দুঃখ মোচন করে এবং সাংসারিক জীবদিগেকে ভবসাগর হইতে ত্রাণ করে। জীব যতদিন নবকার মন্ত্র প্রাপ্ত হয় না, ততদিন পর্য্যন্ত ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। উক্ত মন্ত্রের এই অর্থ সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই একমাত্র "নবকার" মন্ত্র ব্যতীত অগ্নি ইত্যাদি অষ্ট মহাভয়ে অপর কোন সহায় নাই। যেমন মহারত্ন বৈদূর্য্য মণি কিংবা শত্রুভয়ে অমোঘ শস্ত্র গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ "শ্রুতকেবলী" গ্রহণ করিবে। এই "নবকার মন্ত্র" সমস্ত "দ্বাদশাঙ্গীর" রহস্য। ইহার অর্থ ঃ—

(নমো অরিহন্তাণং)—তীর্থঙ্করদিগকে নমস্কার। (নমোসিদ্ধাণং)—জৈন সিদ্ধপুরুষদিগকে নমস্কার। (নমো আয়রিয়াণং)—জৈনাচার্য্যদিগকে নমস্কার। (নমো উবজ্ঝায়াণং)—জৈন উপাধ্যায়দিগকে নমস্কার। (নমো লোএ সবব সাহূণং)—এই পৃথিবীতে যত জৈন সাধু আছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার।

মন্ত্রে জৈন পদ না থাকিলেও বহু জৈনগ্রন্থে লিখিত আছে যে, জৈনমতাবলম্বী ব্যতীত অপর কাহাকেও নমস্কার করিবে না। সুতরাং ইহাই যথার্থ অর্থ।

(তত্ত্ববিবেক, পৃষ্ঠা ১৬৯) যে ব্যক্তি কাষ্ঠ এবং প্রস্তরকে দেববুদ্ধি করিয়া পূজা করে, সে উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়। (সমীক্ষক)—তাহা হইলে সকলেই মূর্ত্তিদর্শন করিয়া সুখরূপ ফল প্রাপ্ত হয় না কেন? (রত্নসারভাগ পৃষ্ঠা ১০) পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি দর্শন করিলে পাপ বিনষ্ট হয়। কল্পভাষ্য, পৃষ্ঠা ৫১ এ লিখিত আছে যে, সওয়া লক্ষ মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করা হইয়াছে ইত্যাদি মূর্ত্তিপূজা বিষয়ে এইরূপ অনেক কথা লিখিত আছে। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, জৈনমতই মূর্ত্তিপূজার মূল কারণ।

এখন জৈন সাধুদিগের লীলা খেলা দেখুন!

(বিবেকসার, পৃষ্ঠা ২২৮) কোন একজন জৈন সাধু কোশা নাম্নী একটি বেশ্যা সম্ভোগ করিবার পর ত্যাগী হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। (বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১০) অর্ণকমুনি চারিত্রভ্রষ্ট হইয়া কয়েক বৎসর দত্ত শেঠের গৃহে বিষয় ভোগ করিবার পর দেবলোকে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র ঢণ্টণমুনির স্থালী চুরি করিলেন। পরে তিনি দেবতা হইলেন। (বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১৫৬) কেবলমাত্র সাধুর চিহ্ন ও বেশধারী হইলেও জৈনসাধুদিগকে "শ্রাবকগণ" সম্মান করিবে। শুদ্ধচরিত্র হউন অথবা দুশ্চরিত্র হউন, সাধুমাত্রই পূজ্য। (বিবেকসার পৃষ্ঠা ১৬৮) জৈনসাধুগণ চরিত্রহীন হইলেও অন্যান্য সম্প্রদায়স্থ সাধুদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১৭১) শ্রাবকগণ চরিত্রহীন এবং ভ্রষ্টাচারী জৈনসাধুদিগেরও সেবা করিবে। (বিবেকসার, পৃষ্ঠা ২১৬) এক চোর পাঁচ মুষ্টি কেশ ছিন্ন করিয়া "চারিত্র" গ্রহণ করিল। সে বহু কষ্ট সহ্য এবং অনুতাপ করিবার পর ষষ্ঠ মাসে "কেবল" জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধ হইল। (সমীক্ষক)—এখন জৈন সাধু এবং গৃহস্থদিগের লীলা খেলা দেখুন! ইঁহাদের মতে বহু দুষ্ট কর্ম্মকারী সাধুও সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১০৬ এ লিখিত আছে

যে, শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় নরকে গিয়াছেন। বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১৪৫ এ লিখিত আছে যে ধন্বন্তরি নরকে গিয়াছেন। বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৪৮ এ কত যোগী, পৌরাণিক সাধু, কাজী এবং মোল্লা অজ্ঞতা বশতঃ তপঃক্লেশ সহ্য করিয়া ও দুর্গতি প্রাপ্ত হন।

রত্নসারভাগ, পৃষ্ঠা ১৭১ এ লিখিত আছে যে নয় জন বাসুদেব, অর্থাৎ ত্রিপৃষ্ঠ বাসুদেব, দ্বিপৃষ্ঠ বাসুদেব, স্বয়ম্ভু বাসুদেব, পুরুষোত্তম বাসুদেব, সিংহপুরুষ বাসুদেব, পুণ্ডরীক বাসুদেব, দত্ত বাসুদেব, লক্ষণ বাসুদেব এবং শ্রীকান্ত বাসুদেব—যথাক্রমে একাদশ, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, অষ্টাদশ, বিংশতি এবং দ্বাবিংশতি তীর্থঙ্করের সময়ে নরকে গিয়াছেন। আর নয় জন "প্রতি বাসুদেব," অর্থাৎ অশ্বগ্রীব প্রতিবাসুদেব, তারক প্রতিবাসুদেব, মোদক প্রতিবাসুদেব, মধু প্রতিবাসুদেব, নিশুম্ভ প্রতিবাসুদেব, বলী প্রতিবাসুদেব প্রহ্লাদ প্রতিবাসুদেব, রাবণ প্রতিবাসুদেব এবং জড়সিন্ধু প্রতিবাসুদেব—সকলই নরকে গিয়াছেন। কল্পভাষ্যে লিখিত আছে যে, ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত ২৪ তীর্থঙ্কর সকলেই মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন। (সমীক্ষক)—ভাল, সুধীগণ বিবেচনা করুন যে, জৈন সাধু, গৃহস্থ ও তীর্থঙ্করদিগের মধ্যে অনেক বেশ্যা ও পরস্ত্রীগামী এবং চোর ছিল; তাহারা সকলেই স্বর্গ ও মুক্তিলাভ করিয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাদিগের সকলেই নরকে গিয়াছেন। ইহা কিরূপ জঘন্য কথা। বাস্তবিক যদি বিচারপূর্ব্বক দেখা যায় তাহা হইলে জৈনসংসর্গ এমন কি জৈনদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও ভদ্রলোকের পক্ষে দূষণীয়। কারণ ইহাদের সংসর্গে থাকিলে এসকল অসম্ভব কথা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবে। এসকল অত্যন্ত হঠকারী এবং দুরাগ্রহী লোকের সংসর্গে অনিষ্ট ব্যতীত অন্য কিছুই লাভ হইতে পারে না। অবশ্য জৈনদিগের মধ্যে যাঁহারা সৎপ্রকৃতি * তাঁহাদের সংসর্গ দূষণীয় নহে। বিবেকসার পৃষ্ঠা ৫৫ এ লিখিত আছে যে, গঙ্গা কাশী প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিলে কোন পরমার্থ সিদ্ধ হয় না কিন্তু জৈনদের গিরনার, পালীটাণা এবং আবু প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করে। (সমীক্ষক)—এস্থলে বিবেচ্য এই যে, জলস্থলময় জৈনতীর্থসমূহ শৈব বৈষ্ণবতীর্থ সমূহের ন্যায়ই জড় স্বরূপ। সুতরাং একের নিন্দা ও অন্যের প্রশংসা করা মূর্খের কার্য্য।

* কোন ভাল লোক এই অসার জৈন মতে কখনও থাকিবেন না।

জৈনদিগের মুক্তি-বর্ণন ॥

(রত্নসার ভা০ পৃষ্ঠা ২৩) মহাবীর তীর্থঙ্কর গৌতমকে বলিতেছেন যে, ঊর্দ্ধলোকে স্বর্গপুরীর ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত এক সিদ্ধশিলা ক্ষেত্র আছে। উহা দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ বর্গ যোজন এবং স্থূলতায় ৮ যোজন। উহা শ্বেত মুক্তাহার অথবা গোদুগ্ধ অপেক্ষাও শ্বেতবর্ণ, সুবর্ণের ন্যায় প্রকাশমান্ এবং স্ফটিক অপেক্ষাও নির্ম্মল। এই সিদ্ধশিলা চতুর্দ্দশ লোকের সর্ব্বোচ্চভাগে অবস্থিত। সেই সিদ্ধশিলার উপর শিবপুর ধাম। সেস্থানে সিদ্ধপুরুষগণ নিরবলম্বন হইয়া বাস করেন। সেস্থান জন্ম-মরণাদি দোষরহিত। সেস্থানে সকলে আনন্দে থাকেন; পুনরায় জন্মমরণে পতিত হন না এবং সকল কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত থাকেন। ইহাই জৈনদিগের মুক্তি।

(সমীক্ষক)—বিবেচ্য এই যে, পৌরাণিক মতে বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, গোলোক এবং শ্রীপুর ইত্যাদি, খ্রীষ্টান মতে চতুর্থ আকাশ এবং মুসলমান মতে সপ্তম আকাশ মুক্তিধাম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। জৈনদিগের সিদ্ধশিলা এবং শিবপুরও তদ্রূপ। তবে জৈনদিগের মতে সে স্থান উচ্চ হইলেও যাহারা আমাদের অপেক্ষা পৃথিবীর নিম্ন দেশে থাকে, তাহাদের পক্ষে নিম্ন। উচ্চ এবং নিম্ন ব্যবস্থিত নহে। আর্য্যাবর্ত্তবাসী জৈনগণ যে স্থানকে উপর মনে করে, আমেরিকা-বাসিগণ সে স্থানকে নিম্ন মনে করে এবং আর্য্যাবর্ত্তবাসী যাহাকে নিম্ন মনে করে, আমেরিকাবাসী তাহাকে উপর মনে করে। যদি উক্ত শিলা পঁয়তাল্লিশ লক্ষের দ্বিগুণ, নব্বই লক্ষ ক্রোশ হইত, তথাপি তথাকার মুক্ত জীবগণ বন্ধনের মধ্যে থাকিতেন। কারণ, সেই শিলার অথবা শিবপুরের বাহিরে গেলেই তাঁহাদের মুক্তি শেষ হইবে। আর ইহাও স্বাভাবিক যে, সে স্থানে থাকিতে তাঁহাদের প্রীতি এবং বাহিরে যাইতে বিরক্তি হইবে। যে অবস্থায় প্রীতি এবং অপ্রীতি থাকে তাহাকে মুক্তি কিরূপে বলা যাইতে পারে? প্রকৃত মুক্তি কি, তাহা এই গ্রন্থের নবম সমুল্লাসে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; তাহা স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত। জৈনগণ যাহাকে মুক্তি বলিয়া মনে করেন, তাহা ত একপ্রকার বন্ধন বিশেষ। সুতরাং জৈনগণও মুক্তিবিষয়ে ভ্রমে আবদ্ধ রহিয়াছেন। ইহা সত্য যে, বেদের প্রকৃত অর্থবোধ ব্যতীত কেহই মুক্তির যথার্থ স্বরূপ অবগত হইতে পারে না।

এখন জৈনদিগের আরও কিছু অসম্ভব কথা শ্রবণ কর। (বিবেকসার,

পৃষ্ঠা ৭৮) যখন মহাবীরের জন্ম হয়, সে সময়ে তাঁহাকে এক কোটি ষাইট লক্ষ কলসীর জলে স্নান করান হইয়াছিল। (বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১৩৬) রাজা দশার্ণ মহাবীরের দর্শনার্থ গমন করেন। সে সময়ে তিনি কিঞ্চিৎ দম্ভ প্রকাশ করেন। তাহা নিবারণের জন্য সেস্থানে ১৬,৭৭,৭২,১৬০০০ ইন্দ্র এবং ১৩,৩৭,০৫,৭২,৮০,০০০০০০০ ইন্দ্রাণী উপস্থিত হন। তাহা দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

(সমীক্ষক)—এখন বিবেচ্য এই যে, এত জন ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণীর দাঁড়াইবার জন্য এই পৃথিবীর ন্যায় কত গুলি পৃথিবীর প্রয়োজন! শ্রাদ্ধদিনকৃত্য, আত্মনিন্দাভাবনা, পৃষ্ঠা ৩১ এ লিখিত আছে যে, বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র কূপ অথবা জলাশয় খনন করান উচিত নহে। (সমীক্ষক)—ভাল, যদি সকলেই জৈনমত গ্রহণ করে এবং কূপ, জলাশয় প্রভৃতি খনন না করায়, তাহা হইলে লোকে কোথা হইতে জল পান করিবে? (প্রশ্ন)—জলাশয় প্রভৃতি খনন করাইলে তন্মধ্যে জীব পতিত হয়; তাহাতে যাহারা খনন করায়, তাহাদের পাপ হয়। এই নিমিত্ত আমরা জৈনগণ এই কার্য্য করি না। (উত্তর)—তোমাদের বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে। কেননা যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব মরিলে পাপ হয় বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে বৃহৎ বৃহৎ গবাদি পশু এবং মনুষ্যাদি প্রাণী জলপান ইত্যাদি করিলে যে পুণ্য হয়, তাহা বিবেচনা কর না কেন? (তত্ত্ববিবেক, পৃষ্ঠা ১৯৬) এই নগরীতে নন্দমণিকার নামক জনৈক শেঠ জলাশয় খনন করাইলে, ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া তিনি ষোড়শ প্রকার মহারোগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর পর তিনি সেই জলাশয়ে ভেক হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। মহাবীরের দর্শনের ফলে তিনি জাতিস্মর হন। মহাবীর বলিতেছেন—"আমার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, সে আমাকে পূর্ব্বজন্মের ধর্ম্মাচার্য্য জানিয়া বন্দনা করিতে আসিতেছিল। পথিমধ্যে "শ্রেণিকের" অশ্ব-পদাঘাতে নিহত হইলে সে শুভধ্যানযোগের ফলে "দর্দুরাঙ্ক" নামক মহাঋদ্ধি সম্পন্ন দেবতা হয়। আমি যে এস্থানে আসিয়াছি, তাহা সে তাহার সীমাবদ্ধ জ্ঞান বলেই অবগত হইয়া আমাকে বন্দনা করে এবং অলৌকিক-শক্তি প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যায়"।

(সমীক্ষক)—যিনি এইরূপ বিদ্যাবিরুদ্ধ অসম্ভব কথাগুলি বলিয়াছেন, তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করা মহা ভ্রম। শ্রাদ্ধদিনকৃত্য, পৃষ্ঠা ৩৬ এ লিখিত আছে যে, সাধুগণ মৃতকের বস্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন। (সমীক্ষক)—দেখুন!

জৈনসাধুরাও মহাব্রাহ্মণদিগের সদৃশ। মৃতকের বস্ত্র ত তাঁহারা লইবেন, কিন্তু অলঙ্কার লইবে কে? সম্ভবতঃ অলঙ্কারগুলি মূল্যবান্ বলিয়া গৃহেই রাখিয়া দেওয়া হয়। তাহা হইলে তাঁহারা কি হইলেন? (রত্নসারভাগ, পৃষ্ঠা ১০৫) ভোজ্য বস্তুসমূহ ভাজা করা, কুটা, পিষা এবং রন্ধন করা ইত্যাদি পাপজনক। (সমীক্ষক)—ইঁহাদের অজ্ঞতা দেখুন! এসকল কার্য্য না করিলে মনুষ্যাদি প্রাণী কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারে? তাহা হইলে জৈনগণ রোগাতুর হইয়া মরিয়া যাইবেন। (রত্নসারভাগ, পৃষ্ঠা ১০৪) উদ্যান রচনা করিলে মালীর এক লক্ষ পাপ হয়। (সমীক্ষক)—যদি মালীর এক লক্ষ পাপ হয়, তবে অনেক জীব যে পত্র, ফল, ফুল এবং ছায়াদ্বারা আনন্দ ভোগ করে, তাহাতে কোটি গুণ পুণ্যও হয় তাহা লক্ষ্য না করা কেমন নির্ব্বোধের কথা! (তত্ত্ববিবেক, পৃষ্ঠা ২০২),—"লব্ধি" নামক জনৈক সাধু এক দিন ভ্রমক্রমে কোন বেশ্যাগৃহে গমন করেন এবং ধর্ম্মানুসারে সেই বেশ্যার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। সে বলিল, "এস্থানে ধর্ম্মের কাজ নাই. কিন্তু টাকার কাজ আছে"। তখন "লব্ধি" সাধু তাহার গৃহে সাড়ে বার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা বর্ষণ করাইলেন।

(সমীক্ষক)—নষ্টবুদ্ধি ব্যতীত কে এসকল কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে? রত্নসারভাগ, পৃষ্ঠা ৬৭ এ লিখিত আছে যে, যদি কেহ কোন স্থানে অশ্বারূঢ় প্রস্তরমূর্ত্তি স্মরণ করে তাহা হইলে সেই মূর্ত্তি সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে রক্ষা করে। (সমীক্ষক)—জৈন মহাশয়! আজকাল তোমাদের গৃহে চুরি ডাকাতি ইত্যাদি শত্রুভয় হইয়া থাকে। তোমরা সেই মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া আত্মরক্ষা কর না কেন? পুলিশের থানা প্রভৃতি রাজদ্বারে যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াও কেন?

জৈনসাধুদের এইরূপ লক্ষণ বর্ণিত আছে—

সরজোহরণা ভৈক্ষ্যভুজো লুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ।
শ্বেতাম্বরাঃ ক্ষমাশীলা নিঃসঙ্গা জৈনসাধবঃ ॥১॥
লুঞ্চিতা পিচ্ছিকাহস্তা পাণিপাত্রা দিগম্বরাঃ।
উর্ধ্বাসিনো গৃহে দাতুর্দ্বিতীয়াঃ স্যুর্জিনর্ষয়ঃ ॥২॥
ভুঙ্‌ক্তে ন কেবলং ন স্ত্রী মোক্ষমেতি দিগম্বরঃ।
প্রাহুরেষাময়ং ভেদো মহান্ শ্বেতাম্বরৈঃ সহ ॥ ৩

জিনদত্তসূরী এই সকল শ্লোকে জৈন সাধুর লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন। (সর-জোহরণ) চমরী রাখা, ভিক্ষায় ভোজন করা, মস্তকের কেশ ছিঁড়িয়া ফেলা, শ্বেতবস্ত্র পরিধান করা, ক্ষমাশীল হওয়া এবং কাহারও সহিত সংসর্গ না করা; এই সকল লক্ষণযুক্ত শ্বেতাম্বর জৈনসাধুকে যতী বলে ॥ ১ ॥ দিগম্বর অর্থাৎ কোন বস্ত্র ধারণ না করা, মস্তকের কেশ ছিঁড়িয়া ফেলা, "পিচ্ছিকা" লোমের সম্মার্জ্জনী বগলে রাখা, কেহ ভিক্ষা দিলে হস্তে লইয়া ভক্ষণ করা এ সব দ্বিতীয় প্রকার দিগম্বর সাধুর লক্ষণ ॥ ২ ॥ ভিক্ষাদাতা গৃহস্থের ভোজন সমাপ্ত হইলে যাঁহারা ভোজন করেন তাঁহারা জিনর্ষি অর্থাৎ তৃতীয় প্রকার সাধু। দিগম্বরের সহিত শ্বেতাম্বরের প্রভেদ এই যে, দিগম্বর মতে স্ত্রীলোকের অপবর্গ (মোক্ষ) নাই, কিন্তু শ্বেতাম্বর মতে আছে ॥ ৩ ॥ জৈনসাধুদিগের মধ্যে প্রভেদ এই মাত্র। তাঁহাদের মধ্যে কেশ ছিন্ন করা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। পাঁচ মুষ্টি কেশ ছিন্ন করা ইত্যাদি কথাও লিখিত আছে। বিবেকসার, পৃষ্ঠা ২১৬ এ লিখিত আছে যে, এক ব্যক্তি পাঁচ মুষ্টি কেশ ছিন্ন করিয়া চারিত্র গ্রহণ করিল অর্থাৎ পাঁচ মুষ্টি মস্তকের কেশ উৎপাটন করিয়া সাধু হইল। (কল্পসূত্রভাষ্য, পৃষ্ঠা ১০৮) কেশ ছিন্ন করিয়া গরুর লোমের সমান করিয়া রাখিবে। (সমীক্ষক)—জৈনগণ! এখন বল দেখি, তোমাদের দয়া ধর্ম্ম কোথায় রহিল? ইহা কি হিংসা নহে? কেশ ছিন্ন স্বহস্তে করা হউক বা তাঁহার গুরু করুন অথবা অপর কেহ করুক, উহা অত্যন্ত কষ্টকর। আর জীবকে কষ্ট দেওয়াকেই হিংসা বলে।

বিবেকসারে লিখিত আছে যে, সম্বৎ ১৬৩৩ সালে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় হইতে ঢুণ্ডিয়া এবং ঢুণ্ডিয়া হইতে তের পন্থী প্রভৃতি সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে। ঢুণ্ডিয়াগণ প্রস্তরাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তি মানেন না এবং স্নানাহারের সময় ব্যতীত সর্ব্বদা বস্ত্রের পটি মুখে বাঁধিয়া রাখেন। জতী প্রভৃতিও গ্রন্থপাঠের সময় মুখে পটি বাঁধেন, অন্য সময়ে বাঁধেন না। (প্রশ্ন)—মুখে পটি বাঁধা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ, "বায়ুকায় অর্থাৎ যে সকল সূক্ষ্মদেহধারী জীব বায়ুতে থাকে, তাহারা মুখবাষ্পের উষ্ণতা বশতঃ মরিয়া যায়। যাহারা মুখে পটি বাঁধে না সেই পাপ তাহাদের হয়। এই নিমিত্ত আমরা মুখে পটি বাঁধা উচিত মনে করি। (উত্তর)—ইহা বিদ্যা এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের রীতি অনুসারে যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ জীব অজর এবং অমর; মুখবাষ্প দ্বারা কোন জীব কখনও মরিতে

পারে না। তোমাদের মতেও ত জীব অজর এবং অমর। (প্রশ্ন)—জীব ত মরে না, কিন্তু উষ্ণ মুখবাষ্প হইতে তাহারা কষ্টভোগ করে। তজ্জন্য যাহারা কষ্ট দেয়, তাহাদের পাপ হয়। অতএব মুখে পটি বাঁধা ভাল। (উত্তর)—তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সর্ব্বথা অসম্ভব। কারণ কষ্ট না দিলে কোন জীবের কিছুতেই চলিতে পারে না। যদি তুমি মনে কর যে, মুখবাষ্পদ্বারা জীবের কষ্ট হয়, তাহা হইলে চলিতে, ফিরিতে, বসিতে, হস্ত উত্তোলন এবং নেত্রাদি সঞ্চালন করিতেও অবশ্য কষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং তোমরাও জীবকে কষ্ট না দিয়া পার না। (প্রশ্ন)—অবশ্য, যতদূর সম্ভব জীবের রক্ষা করাই উচিত। কিন্তু যে স্থলে রক্ষা করা অসম্ভব সেস্থলে নিরুপায়। বায়ু প্রভৃতি সমস্ত পদার্থে জীব পরিপূর্ণ রহিয়াছে মুখে বস্ত্র না বাঁধিলে বহুসংখ্যক জীব মরে এবং বস্ত্র বাঁধিলে অল্পসংখ্যক জীব মরিবে।

(উত্তর)—তোমার একথাও যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ বস্ত্র বাঁধিলে জীবের অধিক কষ্ট হয়। যখন কেহ মুখে বস্ত্র বাঁধে, তখন তাহার মুখের বায়ু রুদ্ধ হইয়া নিম্নে অথবা পার্শ্বে এবং মৌন থাকাকালীন একত্র হইয়া নাসিকাদ্বারা বেগে বহির্গত হয়। তাহাতে বায়ু অধিক উষ্ণ হয় এবং তোমাদের মতানুসারে জীবের অধিক কষ্ট হইবে। দেখ, যেমন কোন বাটী অথবা কোন প্রকোষ্ঠের সকল দ্বার রুদ্ধ করিলে, অথবা গৃহে পর্দ্দা খাটাইলে উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু খোলা থাকিলে তেমন হয় না, সেইরূপ মুখে বস্ত্র বাঁধিলে উষ্ণতা অধিক এবং মুখ খোলা থাকিলে উষ্ণতা অল্প হয়। তাহাতে তোমাদের মতে জীবকে অধিক কষ্ট দেওয়া হয়। মুখ বন্ধ থাকিলে বায়ু রুদ্ধ এবং জমাট হইয়া নাসারন্ধ্র দ্বারা বেগে নির্গত হইতে থাকে। তখন সম্ভবতঃ জীবদিগের উপর অধিক চাপ পড়ে এবং তজ্জন্য তাহাদের অধিক কষ্ট হয়। দেখ! মুখ দিয়া অগ্নিতে ফুৎকার দিলে, মুখের বায়ু প্রসারিত হইয়া অল্প বেগে, কিন্তু নলদ্বারা ফুৎকার দিলে উহা একত্র হইয়া অধিক বেগে অগ্নির উপর পতিত হয়। সেইরূপ মুখে বস্ত্র বাঁধিয়া বায়ু রুদ্ধ করিলে, উহা নাসিকা দ্বারা অত্যন্ত বেগের সহিত বহির্গত হইয়া জীবদিগকে অধিক কষ্ট দেয়। এই নিমিত্ত যাহারা মুখে বস্ত্র বাঁধে তাহাদের অপেক্ষা যাহারা বস্ত্র বাঁধে না, তাহারাই অধিকতর ধার্ম্মিক। তদ্ব্যতীত পড়িবার সময় মুখে বস্ত্র বাঁধিলে অক্ষরগুলির যথাযোগ্য স্থান এবং প্রযত্নের সহিত উচ্চারণও হয় না। নিরনুনাসিক অক্ষরগুলির সানুনাসিক উচ্চারণ হয়। তাহা

অবশ্য দূষণীয়। আবার মুখে বস্ত্র বাঁধিলে দুর্গন্ধও বৃদ্ধি পায়। কেননা শরীরের অভ্যন্তর দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। শরীর হইতে যত বায়ু বহির্গত হয় তাহা যে দুর্গন্ধযুক্ত তাহা প্রত্যক্ষ। তাহা রুদ্ধ হইলে দুর্গন্ধ অধিক বৃদ্ধি পায়। যেমন বন্ধ পায়খানা অধিক, কিন্তু খোলা পায়খানা অল্প দুর্গন্ধযুক্ত হয়, সেইরূপ মুখে বস্ত্র বাঁধিলে, দন্তধাবন, মুখপ্রক্ষালন, স্নান এবং বস্ত্র ধৌত না করিলে তোমাদের শরীর হইতে অধিকতর দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়। ফলে পৃথিবীস্থ জীবগণ নানাপ্রকার রোগাক্রান্ত হইয়া যতই কষ্ট ভোগ করে, ততই তোমাদের পাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মেলা প্রভৃতিতে অধিক দুর্গন্ধ হইলে বিসূচিকা বা ওলাউঠা ইত্যাদি নানা রোগ উৎপন্ন হয়। তাহাতে জীবদিগের অধিক কষ্ট হয়; কিন্তু দুর্গন্ধ অল্প হইলে রোগও অল্প হওয়ায় তাহাদিগকে অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। অতএব তোমরা অধিক দুর্গন্ধ বৃদ্ধি করিবার জন্য অধিক অপরাধী। কিন্তু যাহারা মুখে বস্ত্র বাঁধে না প্রত্যাত দন্তধাবন, মুখপ্রক্ষালন ও স্নান করে এবং বস্ত্র পরিষ্কার রাখে তাহারা তোমাদের অপেক্ষা অনেক ভাল। অন্ত্যজদিগের দুর্গন্ধযুক্ত সংসর্গ হইতে পৃথক থাকা খুব ভাল। তাহাদের সংসর্গে থাকিলে বুদ্ধি নির্ম্মল হয় না, তোমাদের ও তোমাদের সহচরদিগের বুদ্ধিও সেই কারণে বৃদ্ধি পায় না। রোগাধিক্য এবং স্বল্পবুদ্ধিতা ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিঘ্ন উৎপাদন করে। দুর্গন্ধযুক্ত তোমাদের এবং তোমাদের সহচরদিগেরও সেই অবস্থা।

(প্রশ্ন)—বন্ধ গৃহে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শিখা বহির্গত হইয়া বাহিরের জীবদিগকে কষ্ট দিতে পারে না, আমরাও মুখে বস্ত্র বাঁধিয়া এবং বায়ু রুদ্ধ করিয়া বাহিরের জীবদিগকে খুব কমই কষ্ট দিয়া থাকি। মুখে পটি বাঁধিলে বাহিরের বায়ুমধ্যস্থ জীবের কষ্ট হয় না। যেমন সম্মুখবর্ত্তী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে হস্তদ্বারা আড়াল করিলে উত্তাপ কম অনুভূত হয়, সেইরূপ মুখে বস্ত্র বাঁধিলে বাহিরে বায়ুস্থ জীবদিগের কষ্ট হয় না। নতুবা বায়ুস্থ জীবগণ শরীরধারী বলিয়া তাহাদের অবশ্য কষ্ট হইয়া থাকে। (উত্তর)—তুমি যাহা বলিলে, তাহাও বালকোচিত। প্রথমতঃ দেখ! গৃহে বায়ুসঞ্চালনের জন্য দেওয়ালে ছিদ্র না থাকিলে, অগ্নি জ্বলিতেই পারে না। যদি ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে একটি ফানুসের মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করিয়া দেখ। প্রদীপ তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যাইবে। বাহিরের বায়ুর সহিত যোগ ব্যতীত যেমন মনুষ্যাদি প্রাণী পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিতে পারে

না সেইরূপ অগ্নিও জ্বলিতে পারে না। এক দিক হইতে অগ্নির বেগ রোধ করা হইলে, অন্য দিক হইতে অগ্নি অধিক বেগে নির্গত হয় এবং হস্তদ্বারা আড়াল করিলে মুখে অগ্নির উত্তাপ কম লাগে, কিন্তু হস্তে অধিক উত্তাপ লাগিতে থাকে। সুতরাং তোমাদের কথা যুক্তিসঙ্গত নহে।

(প্রশ্ন)—সকলেই জানে যে, যখন কোন নিম্নপদস্থ ব্যক্তি কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির কাণে কাণে, কিংবা কাছাকাছি হইয়া কথা বলে, তখন সে মুখে আবরণ অথবা হাত দিয়া থাকে যেন মুখ হইতে থুথু নির্গত হইয়া তাঁহার উপর না পড়ে এবং তিনি দুর্গন্ধ অনুভব না করেন। পুস্তক পাঠ করিবার সময় থুথু উড়িয়া অবশ্য পুস্তকের উপরে পতিত হয়, এবং পুস্তকটি উচ্ছিষ্ট ও বিকৃত হয়। এই নিমিত্ত মুখে বস্ত্র বাঁধা ভাল। (উত্তর)—এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, জীবরক্ষার্থ মুখে বস্ত্র বাঁধা বৃথা। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত কথা বলিবার সময় মুখে হস্ত অথবা আবরণ দিবার উদ্দেশ্য এই যে, সেই গোপণীয় কথা যেন অপর কেহ শুনিতে না পায়। কারণ, প্রকাশ্যে কথা বলিবার সময় কেহ হস্ত কিংবা আবরণ রাখে না। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, গোপণীয় কথার জন্যই এইরূপ করা হইয়া থাকে। দন্তধাবন প্রভৃতি না করায় তোমাদের মুখ প্রভৃতি অবয়ব হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয়। তখন তোমরা কাহারও নিকট, কিংবা কেহ তোমাদের নিকট বসিলে দুর্গন্ধ ব্যতীত অন্য কি আসিতে পারে? মুখে হস্তের আড়াল অথবা আবরণ দিবার আরও অনেক প্রয়োজন আছে। বহুলোকের সম্মুখে কোন গোপণীয় কথা বলিবার সময় মুখে হস্তের আড়াল কিংবা আবরণ না দিলে, অন্যলোক-দিগের দিকে বায়ু প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলি ছড়াইয়া পড়ে। যখন সেই দুই জন লোক নির্জ্জন স্থানে কথা বলে, তখন মুখে হস্ত অথবা আবরণ রাখা হয় না। কারণ এই যে, সে স্থানে তৃতীয় কোন শ্রোতা থাকে না। যদি বলা হয় যে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির উপর থুথু না পড়াই উদ্দেশ্য, তাহা হইলে নিম্নপদস্থ ব্যক্তির উপর থুথু নিক্ষেপ করা কি সঙ্গত? তবে থুথু হইতে রক্ষা পাওয়াও যায় না; কারণ, যখন কেহ দূর হইতে কথা বলে, তখন বায়ু তাহার দিক হইতে অন্যের দিকে যায়, এবং তাহার থুথু সূক্ষ্ম ত্রসরেণুরূপে অন্যের শরীরের উপর পতিত হয়। তাহা দোষজনক মনে করা অজ্ঞতা। কারণ, মুখের উষ্ণতা বশতঃ জীব মরিলে, অথবা দুঃখভোগ করিলে, বৈশাখ কিংবা জ্যৈষ্ঠমাসে সূর্য্যের প্রথম উত্তাপে

"বায়ুকায়" জীব একটিও জীবিত থাকিত না। সুতরাং সেই উষ্ণতা দ্বারা যখন জীব মরে না, তখন তোমাদের সিদ্ধান্ত মিথ্যা। যদি তোমাদের তীর্থঙ্করগণ পূর্ণবিজ্ঞ হইতেন তাহা হইলে তাঁহারা এমন কথা কখনও বলিতেন না। দেখ! যে সকল জীবের বৃত্তি সমূহ সমস্ত অবয়বের সহিত বিদ্যমান্ থাকে, তাহাদের পক্ষেই কষ্টবোধ করা সম্ভবপর। এ বিষয়ে প্রমাণ—

পঞ্চাবয়বযোগাৎ সুখসংবিত্তিঃ ॥ সাংখ্য০ অ০ ৫। সূ০ ২৭ ॥

পঞ্চ বিষয়ের সহিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলেই জীব সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। বধিরকে গালি দেওয়া, অন্ধকে রূপ দেখান, অথবা অন্ধের সম্মুখে সর্প এবং ব্যাঘ্রাদি ভয়ঙ্কর জীবের চলিয়া যাওয়া নিরর্থক। সেইরূপ স্পর্শজ্ঞানহীনের পক্ষে স্পর্শ, ঘ্রাণশক্তিহীনের পক্ষে গন্ধ এবং জিহ্বাহীনের পক্ষে রসাস্বাদন অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত বায়ুকায় জীব সম্বন্ধেও একথা প্রয়োজ্য। দেখ! যখন মনুষ্যের জীব সুষুপ্তি অবস্থায় থাকে, তখন তাহার সুখ-দুঃখ কিছুই অনুভব হয় না; কারণ, তখন জীব শরীরস্থ থাকিলেও, তাহার সহিত বাহ্যাবয়বগুলির সম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং সুখ-দুঃখ অনুভবও হইতে পারে না। আধুনিক ডাক্তারগণ রোগীকে মাদকদ্রব্য খাওয়াইয়া অথবা তাহার ঘ্রাণ করাইয়া তাহার শরীরে অস্ত্রোপচার করিয়া থাকেন। তখন রোগীর দুঃখ কিছুই অনুভব হয় না। সেইরূপ বায়ুকায় এবং অন্যান্য স্থাবর দেহধারী জীবদিগের সুখ-দুঃখ কখনও হইতে পারে না। যেমন মূর্চ্ছিত অবস্থায় কোন প্রাণী সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ বায়ুকায় প্রভৃতি জীবসমূহও অত্যন্ত মূর্চ্ছিত অবস্থায় থাকে বলিয়া সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে পারে না তাহা হইলে ঐ সকল জীবকে দুঃখ-কষ্ট হইতে রক্ষা করার কথাই উঠিতে পারে না। যখন তাহাদের সুখদুঃখ প্রাপ্তিই প্রত্যক্ষ হয় না তখন অনুমানাদি কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে?

(প্রশ্ন)—তাহারা ত জীব; সুতরাং তাহাদের সুখ-দুঃখ হইবে না কেন?
(উত্তর)—ওহে সরলবুদ্ধি ভ্রাতৃগণ! শোন, সুষুপ্তি অবস্থায় তোমাদের সুখ-দুঃখের অনুভব হয় না কেন? সুখ-দুঃখ প্রাপ্তির হেতু আত্মার সহিত মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রসিদ্ধ সম্বন্ধ। এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, ডাক্তারগণ মাদকদ্রব্য ঘ্রাণ করাইয়া অস্ত্রোপচার করিয়া থাকেন তখন রোগীর

দুঃখানুভব হয় না। সেইরূপ অতিমূর্চ্ছিত জীবদিগেরও সুখ-দুঃখানুভব হয় না, কারণ সেস্থলে সুখ-দুঃখের কোন সাধন নাই। (প্রশ্ন)—দেখ! আমরা হরিৎ শাক পাতা, তরকারী কন্দমূল ভক্ষণ করি না; কারণ তাহাতে বহু এবং কন্দমূলে অনন্ত জীব আছে। এসকল বস্তু ভক্ষণ করিলে, তন্মধ্যে যে সকল জীব আছে তাহাদিগকে হত্যা করা এবং দুঃখ দেওয়ার জন্য আমাদের পাপ হইবে। (উত্তর)—তোমরা অজ্ঞতা বশতঃ এইরূপ বলিতেছ। তোমরা কিরূপে মনে কর যে, হরিৎ শাক-পত্র ভক্ষণ করিলে জীবহত্যা করা কিংবা জীবের কষ্ট দেওয়া হয়? ভাল, এ সকলের যে কষ্ট হয়, তাহা তোমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাও না; যদি দেখিতে পাও তবে আমাদিগকেও দেখাও। কিন্তু, তোমরা কখনও তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে কিংবা আমাদিগকে দেখাইতে পারিবে না। প্রত্যক্ষাভাবে অনুমান, উপমান এবং শব্দ প্রমাণও ঘটিতে পারে না। সুতরাং আমরা পূর্ব্বে যে উত্তর দিয়া আসিয়াছি, এ সম্বন্ধেও তাহাই উত্তর। যে সকল জীব অত্যন্ত অন্ধকার, সুষুপ্তি এবং মাদকতায় আচ্ছন্ন থাকে, তাহারাও সুখদুঃখ অনুভব করে, এইরূপ মত প্রকাশ করায় তোমাদের তীর্থঙ্করগণ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বুঝা যায়। তাঁহাদের এই উপদেশ যুক্তি এবং বিদ্যাবিরুদ্ধ। ভাল, সীমাবদ্ধ গৃহের মধ্যে অনন্ত জীব কিরূপে থাকিতে পারে? কন্দের যখন অন্ত দেখা যায়, তখন তন্মধ্যে অবস্থানকারী জীবের অন্ত থাকিবেনা কেন? সুতরাং তোমাদের কথা নিতান্ত ভুল। (প্রশ্ন)—দেখ! তোমরা জল না ফুটাইয়া পান কর, তাহাতে খুব পাপ হয়। আমরা যেমন উষ্ণ জল পান করি সেইরূপ তোমাদেরও জল ফুটাইয়া পান করা উচিত। (উত্তর)—ইহাও তোমাদের ভ্রম। তোমরা যখন জল ফুটাও, তখন জলের মধ্যে যে সকল জীব থাকে, তাহারা মরিয়া যায়। তাহাদের শরীর জলের সহিত সিদ্ধ হইতে থাকে এবং সেই জল মৌরির আরকের ন্যায় হয়। তোমরা তাহাদের দেহের আরক পান কর। তাহাতে তোমাদের ঘোরতর পাপ হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা জল না ফুটাইয়া পান করে, তাহাদের পাপ হয় না। কারণ জল উত্তপ্ত না করিয়া পান করিলে জলের জীবগুলি উদরস্থ হইবার পর কিঞ্চিৎ উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া নিঃশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া যাইবে। বাস্তবিক জলকায় জীবদিগের সুখ-দুঃখ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঘটিতে পারে না এবং এই সম্বন্ধে কাহারও পাপ হয় না।

(প্রশ্ন)—জঠরাগ্নির উত্তাপে যদি জীবগুলি বাহির হইয়া যাইতে পারে,

তবে জল ফুটাইবার সময় উত্তাপ বশতঃ তাহারা জল হইতে বহির্গত হইবে না কেন ? (উত্তর)—হাঁ, অবশ্য বহির্গত হয়, কিন্তু তোমাদের মতানুসারে মুখবায়ুর উত্তাপে জীব মরিয়া যায়। সুতরাং জল উত্তপ্ত করিলে জীবগুলি মরিয়া যাইবে অথবা অধিক কষ্ট পাইয়া বহির্গত হইবে। তাহাদের শরীরও জলের মধ্যে সিদ্ধ হইয়া যাইবে। তাহাতে তোমাদের অধিক পাপ হইবে কিনা ? (প্রশ্ন)—আমরা স্বহস্তে জল ফুটাই না বা কোন গৃহস্থকেও ফুটাইতে আদেশ দেই না। অতএব আমাদের পাপ হয় না। (উত্তর)—তোমরা ফুটান জল ব্যবহার না করিলে এবং পান না করিলে গৃহস্থেরা জল ফুটাইবে কেন ? সুতরাং তোমরাই সেই পাপের ভাগী ; বরং তোমরা অধিকতর পাপী, কারণ যদি কোন একটি গৃহস্থকে জল ফুটাইতে বলিতে, তাহা হইলে একই স্থানে জল ফুটান হইত। কিন্তু গৃহস্থগণ জানে না যে, কখন কোন সাধু কাহার গৃহে উপস্থিত হইবেন। এইজন্য প্রত্যেক গৃহস্থ স্ব স্ব গৃহে জল ফুটাইয়া রাখে। অতএব তোমরাই মুখ্যতঃ তাহাদের পাপের ভাগী। দ্বিতীয়তঃ অধিক কাষ্ঠ দগ্ধ করিবার এবং আগুন জ্বালাইবার জন্য উল্লিখিত যুক্তি ও প্রমাণ অনুসারে রন্ধন, কৃষি এবং বাণিজ্যাদিতে তোমরাই অধিকতর পাপী এবং নরকগামী হইয়া থাক। যেহেতু জল ফুটান সম্বন্ধে তোমরাই প্রধানতঃ দায়ী এবং যেহেতু তোমরাই উপদেশ করিয়া থাক যে, ফুটান জল পান করা উচিত এবং জল না ফুটাইয়া পান করা উচিত নহে, অতএব তোমরাই মুখ্যতঃ সেই পাপের ভাগী এবং যাহারা তোমাদের উপদেশ মান্য করিয়া ঐরূপ কার্য্য করে, তাহারাও পাপী। এখন দেখ, তোমরা ঘোরতর অবিদ্যার মধ্যে রহিয়াছ কি না। ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের প্রতি দয়া করা এবং ভিন্ন মতালম্বীদিগের নিন্দা ও অপকার করা কি সামান্য পাপ ? যদি তোমাদের তীর্থঙ্করদিগের মত সত্য হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর সৃষ্টিতে এত জল বর্ষণ, এত নদী প্রবাহ এবং এত জলই বা উৎপন্ন করিলেন কেন ? তিনি সূর্য্যকেও সৃষ্টি করিতেন না, কারণ তোমাদের মতানুসারে ইহাতে কোটি কোটি জীব মরিতে থাকে। যে সকল তীর্থঙ্করকে তোমরা ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস কর, তাঁহারা ত বিদ্যমান ছিলেন ; তাঁহারা দয়া করিয়া সূর্য্যের উত্তাপ দূরীভূত এবং মেঘোৎপত্তি নিবারণ করিলেন না কেন ? পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপে যে সকল প্রাণী জীবনধারণ করে, তাহারাই সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারে, কন্দমূলাদির মধ্যে যে সকল জীব অবস্থিতি করে,

তাহাদের পক্ষে তাহা অসম্ভব। আবার সকল জীবকে সর্ব্বদা দয়া করাও দুঃখের কারণ। যদি সকলেই তোমাদের মতানুযায়ী হয় এবং দস্যু-তস্কর প্রভৃতিকে কেহই দণ্ড না দেয়, তাহা হইলে পাপ কিরূপ প্রবল হইয়া উঠিবে? অতএব দুষ্টদিগকে যথোচিত দণ্ডদান এবং শ্রেষ্ঠদিগকে পালন করার নামই দয়া। ইহার বিপরীত আচরণ করিলে দয়া এবং ক্ষমারূপ ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। বহু জৈন দোকান করে, ব্যবসাক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলে, পরের ধন হরণ করে এবং দরিদ্রদিগকে প্রতারিত করে। এ সকল কুকর্ম্ম নিবারণার্থ বিশেষ উপদেশ দেওয়া হয় না কেন? মুখে পটী বাঁধার ঢং কর কেন? শিষ্য-শিষ্যা করিবার সময় কেশোৎপাটন এবং বহুদিন ব্যাপী উপবাস দ্বারা পরের অথবা নিজের আত্মাকে কষ্ট দেওয়া, স্বয়ং দুঃখ ভোগ করিয়া অপরকেও দুঃখ দেওয়া এবং আত্মঘাতী হওয়া অর্থাৎ আত্মাকে ক্লিষ্ট করা ইত্যাদি হিংসাজনক কার্য্য কর কেন? জৈনগণ অশ্ব, বৃষ এবং উষ্ট্রের উপর আরোহণ করা এবং লোকখাটান পাপ মনে করে না কেন? তোমাদের মধ্যে সাধারণ শিষ্যবর্গ যে সকল অর্থশূন্য কথা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে না, তোমাদের তীর্থঙ্করগণও সে সকল সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন না। যখন তোমরা শাস্ত্র আবৃত্তি কর তখন শ্রোতা এবং তোমাদের বিশ্বাস অনুসারে অনেক জীব পথিমধ্যে মরিয়া যায়। তোমরা সেই পাপের মুখ্য কারণ হও কেন? এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে বিশেষরূপে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, জল, স্থল এবং বায়ুস্থ স্থাবর শরীর বিশিষ্ট অত্যন্ত মূর্চ্ছিত জীবদিগের সুখ বা দুঃখানুভব কখনও হইতে পারে না।

এখন জৈনদিগের আরও কিছু অসম্ভব কথার উল্লেখ করা যাইতেছে; ঐ সকল শ্রবণ করুন। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, নিজ হস্তের সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমাণে এক ধনুক। কাল গণনা পূর্ব্বোক্তরূপ স্মরণ রাখিতে হইবে।

রত্নসার, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ১১৬—১৬৭ এ নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিত আছে—

	তীর্থঙ্কর	শরীরের আয়তন	আয়ু
১।	ঋষভদেব	৫০০ ধনুঃ দীর্ঘ	৮৪ লক্ষ পূর্ব্ব বৎসর
২।	অজিত নাথ	৪৫০ " "	৭২ " " "
৩।	সংভব নাথ	৪০০ " "	৬০ " " "
৪।	অভিনন্দন	৩৫০ " "	৫০ " " "
৫।	সুমতিনাথ	৩০০ " "	৪০ " " "

	তীর্থঙ্কর	শরীরের আয়তন	আয়ু
৬।	পদ্মপ্রভ	১৪০ ধনুঃ দীর্ঘ	৩০ লক্ষ পূর্ব্ব বৎসর
৭।	পার্শ্বনাথ	২০০ " "	২০ " " "
৮।	চন্দ্রপ্রভ	১৫০ " "	১০ " " "
৯।	সুবিধিনাথ	১০০ " "	২ " " "
১০।	শীতলনাথ	৯০ " "	১ " " "
১১।	শ্রেয়াংসনাথ	৮০ " "	৮৪ " " "
১২।	বাসুপূজ্যস্বামী	৭০ " "	৭২ " " "
১৩।	বিমলনাথ	৬০ " "	৬০ " " "
১৪।	অনন্তনাথ	৫০ " "	৩০ " " "
১৫।	ধর্ম্মনাথ	৪৫ " "	১০ " " "
১৬।	শান্তিনাথ	৪০ " "	১ " " "
১৭।	কুংথুনাথ	৩৫ " "	৯৫ সহস্র বৎসর
১৮।	অমরনাথ	৩০ " "	৮৪ " "
১৯।	মল্লীনাথ	২৫ " "	৫৫ " "
২০।	মুনিসুব্রত	২০ " "	৩০ " "
২১।	নমিনাথ	১৪ " "	১ " "
২২।	নেমিনাথ	১০ " "	১ " "
২৩।	পার্শ্বনাথ	৯ হাত দীর্ঘ	১ শত "
২৪।	মহাবীরস্বামী	৭ " "	৭২ বৎসর।

উল্লিখিত ২৪ তীর্থঙ্কর জৈনমতের প্রবর্ত্তক, আচার্য্য এবং গুরু। জৈনগণ তাঁহাদিগকেই পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা সকলেই মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এস্থলে সুধীগণের বিবেচ্য এই যে, এত প্রকাণ্ড মানব দেহ এবং মানবের এত আয়ু হওয়া কি সম্ভবপর? এইরূপ অতি অল্প সংখ্যক মনুষ্যই এই পৃথিবীতে বাস করিতে পারে। এ সকল জৈন-আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া পৌরাণিকগণ এক লক্ষ, দশ সহস্র এবং এক সহস্র বৎসর আয়ুর উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাও অসম্ভব। সুতরাং জৈনদিগের কথা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এখন আরও শুনুন :—

কল্পভাষ্য, পৃষ্ঠা ৪ এ লিখিত আছে যে, "নাগকেতু" গ্রামের সমান একখণ্ড শিলা অঙ্গুলীর উপর ধারণ করিলেন! কল্পভাষ্য, পৃষ্ঠা ৩৫ এ লিখিত

আছে যে মহাবীর অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পৃথিবীর উপর চাপ দিলে শেষ নাগ কম্পিত হইল। কল্পভাষ্য, পৃষ্ঠা ৪৬এ লিখিত আছে যে, সর্প মহাবীরকে দংশন করিলে, রুধিরের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ নির্গত হইল এবং সেই স্বর্গ অষ্টম স্বর্গে চলিয়া গেল! কল্পভাষ্য, পৃষ্ঠা ৪৭এ লিখিত আছে যে, মহাবীরের চরণের উপর পায়সান্ন রন্ধন করা হইল, কিন্তু তাঁহার চরণ দগ্ধ হইল না! কল্পভাষ্য, পৃষ্ঠা ১৬এ লিখিত আছে যে একটি ক্ষুদ্র পাত্রে একটি উষ্ট্র আনয়ন করা হইল। রত্নসার ভাগ ১ পৃষ্ঠা ১৪এ লিখিত আছে যে, শরীরের ময়লা পরিষ্কার করিবে না এবং শরীর চুলকাইবে না। বিবেকসার, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ১৫এ লিখিত আছে যে, "দমসার" নামক জনৈক জৈন সাধু ক্রুদ্ধ হইয়া উদ্বেগজনক একটি সূত্র পাঠ করেন এবং তদ্দ্বারা কোন এক নগরে আগুন লাগাইয়া দেন। তিনি তীর্থঙ্কর মহাবীরের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। বিবেকসার, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ১২৭এ লিখিত আছে যে, রাজার আদেশ মান্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিবেকসার, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ২২৭এ লিখিত আছে যে, "কোশা" নাম্নী কোন বেশ্যা একখানা থালার উপর রাশীকৃত সর্ষপের মধ্যে পুষ্পাচ্ছাদিত উর্দ্ধমুখ সুঁচের উপর উত্তমরূপে নৃত্য করা সত্ত্বেও তাহার চরণ সুঁচবিদ্ধ হইল না, সর্ষপের স্তূপও ছড়াইয়া পড়িল না!!! তত্ত্ববিবেক, পৃষ্ঠা ২২৮এ লিখিত আছে যে, "স্থূল" নামক কোন মুনি পূর্ব্বোক্ত "কোশা" নাম্নী বেশ্যার সহিত ১২ বৎসর সম্ভোগ করিবার পর দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সদ্‌গতি লাভ করিলেন। কোশাও জৈনধর্ম্ম পালন করিয়া সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইল। বিবেকসার, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ১৮৫এ কোন এক বৈশ্যকে জনৈক সিদ্ধ পুরুষের কাঁথা প্রতিদিন পাঁচ শত করিয়া স্বর্ণমুদ্রা দিত। বিবেকসার ভাগ ১, পৃষ্ঠা ২২৮এ লিখিত আছে যে, বলবান্ ব্যক্তির আদেশ, দেবাদেশ, ঘোর বনে কষ্টের সহিত জীবন যাপন এবং গুরু, মাতা, পিতা, কুলাচার্য্য, জ্ঞাতিবর্গ ও ধর্ম্মোপদেষ্টা এই ছয় জনের বিরুদ্ধাচরণ বশতঃ ধর্ম্ম পালনে ব্যতিক্রম হইলে ধর্ম্মহানি হয় না।

(সমীক্ষক)—এখন ইঁহাদের মিথ্যা কথাগুলি কিরূপ দেখুন! কেহ কি গ্রামের সমান এক খণ্ড প্রস্তর অঙ্গুলীর উপর ধারণ করিতে পারে? অঙ্গুষ্ঠের চাপে কি কখনও পৃথিবী ধ্বসিয়া যাইতে পারে? শেষনাগের ত অস্তিত্বই নাই; তবে কাঁপিবে কে? ভাল, শরীরে দংশন করা হইলে তাহা হইতে যে দুগ্ধ নির্গত হয়, তাহা কেহই দেখে নাই। ইহা ইন্দ্রজাল ব্যতীত আর

কিছুই নহে। শরীরে দংশনকারী সর্প ত স্বর্গে গেল, কিন্তু মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি তৃতীয় নরকে গেলেন, ইহা কত বড় মিথ্যা কথা! মহাবীরের চরণের উপর পায়সান্ন রন্ধন কালে চরণ পুড়িয়া গেলনা কেন? ভাল, একটি ক্ষুদ্র পাত্রের মধ্যে কি একটি উষ্ট্র স্থান পাইতে পারে? শরীরের ময়লা পরিষ্কার না করিলে চর্ম্মরোগ জন্মে, এবং দুর্গন্ধরূপ মহানরক ভোগ করিতে হয়। যে সাধু নগরে আগুণ লাগাইলেন, তাঁহার দয়া এবং ক্ষমা কোথায় গেল? যদি মহাবীরের সংসর্গেও তাঁহার আত্মা পবিত্র না হইয়া থাকে, তবে মহাবীরের মৃত্যুর পর জৈনগণ তাঁহার আশ্রয়ে কখনও পবিত্র হইবেন না। রাজার আদেশ পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু জৈনগণ বণিক বলিয়া রাজার ভয় বশতঃ ইহা লিখিয়া থাকিবেন। কোশা বেশ্যার শরীর যতই লঘু হউক না কেন, সরিষাস্তূপের উপর ঊর্দ্ধমুখ সূঁচ রাখিয়া তদুপরি নৃত্য করা সত্ত্বেও সূঁচবিদ্ধ না হওয়া এবং সর্ষপ রাশি বিকীর্ণ না হওয়া, সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে তবে কি? যাহাই ঘটুক না কেন, কাহারও কোন অবস্থায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ভাল, বস্ত্র নির্ম্মিত কন্থা কিরূপে প্রতিনিয়ত ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারে? ইঁহাদের অসম্ভব কাহিনীগুলি লিখিতে গেলে এই গ্রন্থ জৈনদিগের অসার গ্রন্থগুলির ন্যায় অনেক বাড়িয়া যাইবে। এই জন্য অধিক লেখা হইল না। প্রকৃত পক্ষে জৈনদিগের অল্প কয়েকটি কথা ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই মিথ্যায় পরিপূর্ণ। দেখুন:—

দোসসি দোরবি পঢ়মে। দুগুণা লবণং মিধায় ঈসং মে। বারসসসি বারসরবি। তত্যভি ইংনি দিঠ সসি রবিণো॥

প্রকরণ০ ভা০ ৪ সংগ্রহণী সূত্র ৭৭॥

এইরূপ লিখিত আছে যে জম্বুদ্বীপের আয়তন একলক্ষ যোজন অর্থাৎ ৪ লক্ষ ক্রোশ। জৈনগ্রন্থে জম্বুদ্বীপকে প্রথম দ্বীপ বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে দুই চন্দ্র এবং দুই সূর্য্য আছে। লবণসমুদ্রে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪ চন্দ্র এবং ৪ সূর্য্য আছে। ধাতকীখণ্ডে ১২ চন্দ্র এবং ১২ সূর্য্য আছে, ইহার তিনগুণ করিলে ৩৬ হয়, তাহার সহিত জম্বুদ্বীপের ২ এবং লবণ সমুদ্রের ৪ যোগ করিলে ৪০ চন্দ্র এবং ৪২ সূর্য্য কালোদধি সমুদ্রে আছে। এইরূপে পরবর্ত্তী দ্বীপ ও সমুদ্রসমূহের মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্য আছে। পূর্ব্বোক্ত ৪২ কে তিন গুণ করিলে ১২৬ হয়। তাহার সহিত ধাতকীখণ্ডের ১২, লবণ সমুদ্রের

৪ এবং জম্বুদ্বীপের ২ যোগ করিলে পুষ্কর দ্বীপে ১৪৪ চন্দ্র এবং ১৪৪ সূর্য্য আছে। ইহাও অর্দ্ধেক মনুষ্য-ক্ষেত্রের গণনা। যে স্থানে মনুষ্যের বসতি নাই, সে স্থানেও অনেক চন্দ্র ও অনেক সূর্য্য আছে। ঐ সকল স্থির। পূর্ব্বোক্ত ১৪৪ কে তিন গুণ করিলে ৪৩২ হয়; তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত জম্বুদ্বীপের ২ চন্দ্রমা, ২ সূর্য্য, লবণ সমুদ্রের ৪, ধাতকীখণ্ডের ১২ এবং কালোদধি সমুদ্রের ৪২ যোগ করিলে পুষ্কর সমুদ্রে ৪৯২ চন্দ্র এবং ৪৯২ সূর্য্য আছে। এ সকল বিষয় শ্রীজিনভদ্রগণীক্ষমাশ্রমণ কর্ত্তৃক বৃহৎ "সঙ্ঘয়ণী" "যোতীস-করণ্ডক পয়ন্না", "চন্দ্র পন্নতি" এবং "সূরপন্নতি" প্রভৃতি জৈনসিদ্ধান্ত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

(সমীক্ষক)—এখন ভূগোল এবং খগোলবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ শুনুন! জৈনদিগের মতে এই পৃথিবীতে এক প্রকার গণনা অনুসারে ৪৯২ এবং অন্য-প্রকার গণনা অনুসারে অসংখ্য চন্দ্র এবং সূর্য্য আছে। আপনাদের সৌভাগ্য এই যে, আপনারা বেদানুকূল "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" প্রভৃতি জ্যোতিষগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়া ভূগোল এবং খগোলতত্ত্ব যথার্থরূপে জানিতে পারিয়াছেন। যদি আপনারা জৈনমতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিতেন, তাহা হইলে আজ কাল জৈনগণ যেমন অন্ধকারে আছেন, আপনাদিগকেও সেইরূপ চিরজীবন অন্ধকারে থাকিতে হইত। এ সকল অজ্ঞ লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল যে, জম্বুদ্বীপে এক চন্দ্র এবং এক সূর্য্যের দ্বারা কাজ চলিতে পারে না। তাহাদের মনে হইল যে, এক চন্দ্র এবং এক সূর্য্য এত প্রকাণ্ড পৃথিবীকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে আলোকিত করিতে পারে না। যাহাদের বিশ্বাস সূর্য্য অপেক্ষা পৃথিবী বৃহত্তর, তাহারাই এইরূপ ভ্রমে পতিত হয়।

দো সসি দো রবি পংতী এগংতরিয়াছ সাঠসংখায়া।
মেরুংপয়াহিণংতা। মাণুসখিত্তে পরিঅডংতি॥
প্রকরণ০ ভা০ ৪। সংগ্রহসূ০ ৭৯॥

মনুষ্যলোকে চন্দ্র-পঙ্‌ক্তি এবং সূর্য্যপঙ্‌ক্তির সংখ্যা বলা যাইতেছে—দুই চন্দ্র-পঙ্‌ক্তি এবং দুই সূর্য্যপঙ্‌ক্তি আছে। এ সকল এক এক লক্ষ যোজন অর্থাৎ ৪ লক্ষ ক্রোশ অন্তরে ভ্রমণ করে। যেমন সূর্য্য-পঙ্‌ক্তির অভ্যন্তরে এক চন্দ্র-পঙ্‌ক্তি আছে, সেইরূপ চন্দ্র-পঙ্‌ক্তির অভ্যন্তরেও এক সূর্য্যপঙ্‌ক্তি আছে। এই ভাবে ৪ পঙ্‌ক্তি আছে। এক এক চন্দ্র-পঙ্‌ক্তি তে ৬৬ চন্দ্র,

এবং এক এক সূর্য্য-পঙ্‌ক্তিতে ৬৬ সূর্য্য আছে। উক্ত চারি পঙ্‌ক্তি জম্বুদ্বীপের মেরুপর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মনুষ্যক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করে। অর্থাৎ যে সময়ে জম্বুদ্বীপের মেরু হইতে একটি সূর্য্য দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ করে, সেই সময়ে অপর একটি সূর্য্য উত্তর দিকে ভ্রমণ করে। সেইরূপে লবণ সমুদ্রের এক এক দিকে দুইটি করিয়া সূর্য্য ভ্রমণ করে। ধাতকীখণ্ডের ৬, কালোদধির ২১, পুষ্করার্দ্ধের ৩৬, সর্ব্ব-সমেত ৬৬টি সূর্য্য দক্ষিণ দিকে, এবং ৬৬টি সূর্য্য উত্তর দিকে স্ব-স্ব ক্রমানুসারে ভ্রমণ করে। দুই দিকের সূর্য্যসমষ্টি ১৩২ এবং ৬৬ করিয়া দুই দিকের চন্দ্র পঙ্‌ক্তিতে সর্ব্বসমেত ১৩২টি চন্দ্র মনুষ্যক্ষেত্রে ভ্রমণ করে। এইরূপে চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রাদিরও বহু পঙ্‌ক্তি আছে।

(সমীক্ষক)—ভ্রাতৃগণ! এখন দেখুন! এই পৃথিবীস্থ ১৩২টি সূর্য্য এবং ১৩২টি চন্দ্র সম্ভবতঃ জৈনদিগের গৃহেই উত্তাপ দিয়া থাকে। ভাল! তাহাই যদি হয়, তবে তাঁহারা জীবন ধারণ করেন কেমন করিয়া? রাত্রিতেও সম্ভবতঃ তাঁহারা শীতে জমিয়া বরফ হইয়া যান! যাহারা ভূগোল এবং খগোল সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাহারাই এইরূপ অসম্ভব কথা বিশ্বাস করে; অপর কাহারও পক্ষে তাহা অসম্ভব। একটি মাত্র সূর্য্যই এই পৃথিবীর ন্যায় বহু ভূমণ্ডলকে আলোকিত করিতেছে, সুতরাং এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর সম্বন্ধে কি বলিবার আছে? যদি পৃথিবী ভ্রমণ না করিত এবং সূর্য্য পৃথিবীর চারি দিকে ভ্রমণ করিত, তাহা হইলে কয়েক বৎসরব্যাপী দিন এবং কয়েক বৎসরব্যাপী রাত্রি হইত। সুমেরু হিমালয় পর্ব্বত ব্যতীত অপর কোন পর্ব্বত নহে। কলসীর তুলনায় সরিষাবীজ যেমন, সূর্য্যের তুলনায় ইহা তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র। যতদিন জৈনগণ এই মতেই থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা এ সকল বিষয় বুঝিতে পারিবেন না, সর্ব্বদা অন্ধকারেই থাকিবেন।

সমত্তচরণ সহিয়াসব্বং লোগং ফুসে নিরবসেসং।
সত্তয়চউদসভাএ পংচয়সুপদে সবিরঈএ॥

প্রকরণ° ভা° ৪। সংগ্রহ সূ° ১৩৫॥

যে সকল "কেবলী" সম্যক্ চারিত্রযুক্ত, তাঁহারা "সমুদ্ঘাত" অবস্থা বশতঃ চতুর্দ্দশ ভুবনকে আত্মপ্রদেশ সদৃশ করিয়া তন্মধ্যে বিচরণ করিবেন। (সমীক্ষক)—জৈনগণ ১৪ রাজ্য স্বীকার করেন, তন্মধ্যে চতুর্দ্দশ রাজ্যের

চূড়ার উপর অবস্থিত সর্ব্বার্থসিদ্ধি বিমানের ধ্বজার উপর অল্প দূরে সিদ্ধশিলা এবং দিব্য আকাশ আছে। তাহার নাম শিবপুর। যাঁহারা "কেবলী" অর্থাৎ "কেবল" জ্ঞান, সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং পূর্ণ পবিত্রতা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সেই লোকে গমন করেন এবং আত্মপ্রদেশ সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া অবস্থিতি করেন। এখন বিবেচ্য এই যে, যাঁহার আত্মপ্রদেশ আছে, তিনি বিভু নহেন; যিনি বিভু নহেন, তিনি কখনও সর্ব্বজ্ঞ এবং "কেবল"জ্ঞানী হইতে পারেন না। কারণ, যাঁহার আত্মা একদেশী, তিনিই যাতায়াত করেন এবং বদ্ধ, মুক্ত, জ্ঞানী বা অজ্ঞান হন। যিনি সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বজ্ঞ, তিনি কখনও তদ্রূপ হইতে পারেন না। সুতরাং জৈন তীর্থঙ্করগণ জীবরূপে অল্প এবং অল্পজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা কখনও সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। কিন্তু যে পরমাত্মা অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজ্ঞ, পবিত্র এবং জ্ঞানস্বরূপ জৈনগণ তাঁহাকে মানেন না। তাঁহাতেই সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণ যথার্থরূপে প্রযোজ্য।

গব্ভনরতি পলিয়াউ। তিগাউ উকোসতে জহন্নেণং।
মুচ্ছিম দুহাবি অন্তমুহু। অঙ্গুল অসংখ ভাগতণু॥ ২৪১॥

পৃথিবীতে দুই প্রকার মনুষ্য আছে—এক গর্ভজ, অন্য গর্ভব্যতীত উৎপন্ন। উৎকৃষ্ট গর্ভজ মনুষ্যের আয়ু তিন "পল্যোপম" এবং শরীর তিন ক্রোশ পরিমিত জানিবে। (সমীক্ষক)—ভাল, এই পৃথিবীতে তিন "পল্যোপম" আয়ু এবং তিন ক্রোশ পরিমিত শরীরবিশিষ্ট অতি অল্পসংখ্যক মনুষ্যেরই সমাবেশ হইতে পারে। যদি তাহারা তিন "পল্যোপম", যেমন পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ বাঁচে এবং তাহাদের সন্তানগণও তিন ক্রোশ শরীরবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে বোম্বাই এর ন্যায় নগরীতে দুই এবং কলিকাতার ন্যায় নগরীতে তিন কিংবা চারিজন মনুষ্য বাস করিতে পারে। জৈনগণ লিখিয়াছেন যে, এক একটি নগরে লক্ষ লক্ষ মনুষ্য বাস করে। তাহা হইলে তাহাদের বাসোপযোগী নগরের আয়তনও লক্ষ লক্ষ ক্রোশ হওয়া আবশ্যক। সমস্ত পৃথিবীতে এইরূপ একটি নগরেরও স্থান হইতে পারে না।

পণয়া ললরকয়োযণঃ। বিরকংভা সিদ্ধিশিলফলিহবিমলা।
তদুবরি গজোয়ণংতে লোগন্তো তচ্ছ সিদ্ধঠিঈ॥ ২৫৮॥

সর্ব্বার্থসিদ্ধি বিমানের ধ্বজার উপর ১২ যোজন পরিমিত যে সিদ্ধশিলা

আছে, তাহা দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে এবং গভীরতায় ৪৫ লক্ষ যোজন। সেই সিদ্ধশিলা সিদ্ধভূমি শুভ্র, উজ্জ্বল সুবর্ণময় এবং স্ফটিকবৎ নির্ম্মল। কেহ কেহ ইহাকে "ঈষৎ" এবং "প্রাগ্‌ভরা" বলে। এই সর্ব্বার্থসিদ্ধিশিলা বিমান হইতে ১২ যোজন অলোক (লোকাতীত)। এই "পরমার্থ" (গূঢ় রহস্য) "কেবলী শ্রুত"গণ (মুক্ত পুরুষগণ) জানেন। এই সর্ব্বার্থসিদ্ধশিলা মধ্যভাগে ৮ যোজন স্থূল; সে স্থান হইতে চারি দিকে এবং চারি উপদিকে হ্রাস পাইতে পাইতে ইহা মক্ষিকার ডানার ন্যায় লঘু এবং উন্মুক্ত ছত্রাকারে স্থাপিত আছে। এই শিলা হইতে উর্দ্ধে এক যোজন অন্তরে লোকান্ত। সে স্থানে সিদ্ধগণ বাস করেন।(সমীক্ষক)—এখন বিবেচ্য এই যে, সর্ব্বার্থসিদ্ধি বিমানের ধ্বজার উপরে ৪৫ যোজন পরিমিত শিলা জৈনদিগের মুক্তিধাম। কিন্তু স্থানটি এমন উত্তম এবং নির্ম্মল হওয়া সত্ত্বেও তন্মধ্যে অবস্থানকারী মুক্ত জীবগণ এক প্রকার বদ্ধ। কারণ উক্ত শিলার বাহিরে গমন করিলেই তাঁহাদের মুক্তিসুখের অবসান হয়; আর ভিতরে থাকিলে তাঁহারা বায়ুসেবনও করিতে পারেন না। এ সকল কেবল কল্পনামাত্র এবং অজ্ঞানদিগকে বিজড়িত করিবার জন্য ভ্রমজাল স্বরূপ ॥

বিতিচউরিং দিস সরীরং। বার সজোয়ণতি কোসচ উকোসং জোয়ণ-সহস পণিংদিয়। উহে বুচ্ছন্তি বিসেসংতু ॥

প্রকরণ০ ভা০ ৪। সংগ্রহ সূ০ ২৬৭ ॥

সাধারণতঃ এক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট জীবের শরীর এক সহস্র যোজন, দুই ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট শঙ্খ প্রভৃতির ১২ যোজন, চারি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ভ্রমর প্রভৃতির ৪ ক্রোশ এবং পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবের শরীর এক সহস্র যোজন অর্থাৎ চারি সহস্র ক্রোশ জানিবে। (সমীক্ষক)—চারি সহস্র ক্রোশ পরিমিত শরীরধারী হইলে অতি অল্পসংখ্যক অর্থাৎ কয়েক শত মনুষ্যের দ্বারা পৃথিবী ঘনভাবে ভরিয়া যায়, কাহারও নড়িবার চড়িবার স্থান থাকে না। অতঃপর বাসস্থান এবং পথের কথা জৈনদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যেহেতু তাঁহারা লিখিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের গৃহেই স্থান দিবেন। তবে চারি সহস্র ক্রোশ পরিমাণের শরীরবিশিষ্ট কয়েক জন মনুষ্যের বাসের জন্য ৩২ সহস্র ক্রোশ পরিমিত বাটীর আবশ্যক। জৈনদিগের সমস্ত ধন নিঃশেষে ব্যয় করিলেও এইরূপ বাটী নির্ম্মিত হইবে না। আবার সেই বাটীর ৮ সহস্র ক্রোশ পরিমিত ছাদ নির্ম্মাণ করিবার জন্য কড়ি বর্গা কোথায় পাওয়া যাইবে? যে ব্যক্তি

তন্মধ্যে স্তম্ভ লাগাইবে, তাহার পক্ষে ভিতরে প্রবেশ করাও সম্ভবপর হইবে না। অতএব এ সকল কথা মিথ্যা ॥

তে থূলা পল্লে বিহুসং খিজ্জাচে বহুতি সব্বেবি।
তেইক্কিক্ক অসংখে। সুহুমে খম্মে পকপ্পেহ ॥

প্রকরণ° ভা° ৪। লঘুক্ষেত্র। সমাস প্রকরণ সূত্র ৪ ॥

পুর্ব্বোক্ত এক অঙ্গুলী পরিমিত লোমের খণ্ডসমূহ দ্বারা চারি বর্গ ক্রোশ পরিমাণ এবং ততদূর গভীর একটি কূপ পূর্ণ করা হয়। এক অঙ্গুলী পরিমিত লোমের, যত গুলি খণ্ড হয়, ঐ সকলের সমষ্টি ২০,৫৭,১৫২। ঘন যোজন পলোপমে অত্যধিক পক্ষে এরূপ ৩৩০, ৭৬২১০৪, ২৪৬৫৬২৫, ৪২১৯৯৬০, ৯৭৫৩৬০০,০০০০০০০, সংখ্যক লোমখণ্ড হইবে। ইহাও সংখ্যাত কাল। পূর্ব্বোক্ত এক লোমখণ্ডের অসংখ্যাত খণ্ড মনে মনে কল্পনা করিলে অসংখ্যাত সূক্ষ্ম রোমাণু হইবে। (সমীক্ষক)—এখন ইঁহাদের গণনাপদ্ধতি দেখুন! এক অঙ্গুলী পরিমিত এক গাছা লোমকে কত খণ্ড করা হইয়াছে। ইহা কি কেহ কখনও গণনার মধ্যে আনিতে পারে? আবার তাহার উপরান্ত মনে মনে অসংখ্য খণ্ড কল্পনা করা হয়। এতদ্দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, সংখ্যাত কাল গণনায় ইঁহারা যেন হস্তদ্বারা পূর্ব্বোক্ত খণ্ডগুলি করিয়াছেন; যখন হস্তদ্বারা করা সম্ভব হয় নাই, তখন মন দ্বারা করিয়াছেন। ভাল, এক অঙ্গুলী পরিমিত লোমের অসংখ্য খণ্ড হওয়া কি সম্ভব?

জম্বূদীপপমাণং গুলজোয়াণলরক বট্টবিরককংভী।
লবণাঈয়াসেসা। বলয়া ভাদুগুণদুগুণায় ॥

প্রকরণ° ভা° ৪। লঘুক্ষেত্রসমা° সূ° ১২ ॥

প্রথম জম্বূদ্বীপের আয়তন এক লক্ষ যোজন। উহা শূন্যগত। লবণ সমুদ্র প্রভৃতি সাত সমুদ্র এবং সাত দ্বীপের প্রত্যেকটির আয়তন জম্বূদ্বীপের আয়তন হইতে পর পর দ্বিগুণ। যেমন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, এই একটী পৃথিবীতে জম্বূদ্বীপ প্রভৃতি সাত দ্বীপ এবং সাত সমুদ্র আছে। (সমীক্ষক)—জম্বূদ্বীপ হইতে দ্বিতীয় দ্বীপ দুই লক্ষ যোজন, তৃতীয় চারি লক্ষ যোজন, চতুর্থ আট লক্ষ যোজন, পঞ্চম ষোল লক্ষ যোজন, ষষ্ঠ বত্রিশ লক্ষ যোজন এবং সপ্তম চৌষট্টি লক্ষ যোজন দূরবর্ত্তী। মহাসমুদ্রের আয়তনও এতটা অথবা তদপেক্ষা অধিক। তাহা হইলে এই ১৫ সহস্র ক্রোশ পরিধিবিশিষ্ট ভূমণ্ডলে এ সকলের সমাবেশ কিরূপে হইতে পারে? অতএব এ সকল কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

কুরুনইচুলসী সহসা। ছচ্চেবস্তনরঈ উপই বিজয়ং।
দোদো মহানঈউ। চন্নুদস সহসা উপত্তেয়ং ॥
প্রকরণ° রত্না° ভা° ৪। লঘুক্ষেত্রসমা° সূ° ৬৩ ॥

কুরুক্ষেত্রে ৮৪ সহস্র নদী আছে। (সমীক্ষক)—ভাল, কুরুক্ষেত্র অতি ক্ষুদ্র দেশ। সে দেশ না দেখিয়া এমন মিথ্যা কথা লিখিতে ইঁহাদের লজ্জাও হইল না ?

যামুত্তরা উতাউ। ইগেগ সিংহাসণাউ অইপুব্বং।
চউ সু বিতাস নিআসণ দিসিভবজিণ মজ্জণং হোঈ ॥
প্রকরণ রত্নাকর ভা° লঘুক্ষেত্র সমা° ৪। সূ° ১১৯ ॥

এই শিলার ঠিক উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে এক একটি সিংহাসন আছে জানিবে। দক্ষিণ দিকে অতিপাণ্ডু কম্বলা, উত্তর দিকে অতিরিক্ত কম্বলা নামক শিলা অবস্থিত। এসকল সিংহাসনের উপর তীর্থঙ্করগণ উপবেশন করেন। (সমীক্ষক)—জৈন তীর্থঙ্করদিগের জন্মোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত শিলাখণ্ড দেখুন! জৈন-দিগের মুক্তিধাম সিদ্ধশিলাও এইরূপ। জৈন গ্রন্থসমূহে এমনই অনেক গোলমেলো কথা আছে। কি পর্য্যন্ত ঐ সকল বর্ণনা করা যাইবে ? যাহা হউক, জল ছাঁকিয়া পান করা, ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের প্রতি নাম মাত্র দয়া করা এবং রাত্রিকালে ভোজন না করা, এই তিনটি উত্তম বিষয় ব্যতীত ইঁহাদের অবশিষ্ট কথা সমস্তই অসম্ভব। এস্থলে যতদূর লিখিত হইল তাহা হইতেই সুধীগণ অধিক জানিয়া লইবেন। এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। ইঁহাদের সমস্ত অসম্ভব কথাগুলি লিখিতে গেলে এত বড় পুস্তক হইয়া যাইবে যে, সমস্ত জীবনে তাহা পাঠ করিয়া শেষ করা যাইবে না। যেমন হাঁড়ির ফুটন্ত চাউলের মধ্য হইতে একটির পরীক্ষা করিলে সমস্ত চাউল পক্ক কিংবা অপক্ক জানা যায়, সেইরূপই এই সামান্য বিবরণ পাঠ করিয়া সদাশয় পাঠকবর্গ অনেক বিষয় বুঝিতে পারিবেন। সুধীগণের জন্য বিশেষ বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন নাই, কারণ তাঁহারা দিগদর্শনের ন্যায় অল্প দেখিয়া সম্পূর্ণ অভিপ্রায় অবগত হইয়া থাকেন।

অতঃপর খ্রীষ্টান মত সম্বন্ধে লিখিত হইবে ॥

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিনির্ম্মিতে সত্যার্থ-প্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে
নাস্তিকমতান্তর্গত চারবাক-বৌদ্ধ-জৈনমত খণ্ডনমণ্ডন বিষয়ে
দ্বাদশঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ১২ ॥

অনুভূমিকা (৩)

বাইবেলের মত কেবল খ্রীষ্টানদিগের মত নহে; ইহুদী প্রভৃতিও ইহার অন্তর্গত। এই ত্রয়োদশ সমুল্লাসে খ্রীষ্টান মতের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে। ইহার উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় এই যে, আজকাল বাইবেল মতাবলম্বী বলিতে মুখ্যতঃ খ্রীষ্টান বুঝায়; ইহুদী প্রভৃতি গৌণ। মুখ্যের উল্লেখ করিলে গৌণেরও উল্লেখ করা হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, এ স্থলে ইহুদী প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এ স্থলে কেবলমাত্র বাইবেল অবলম্বন করিয়াই ইঁহাদের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে; কারণ, খ্রীষ্টান এবং ইহুদী প্রভৃতি সকলেই বাইবেল বিশ্বাস করেন এবং এই গ্রন্থকে স্বীয় ধর্ম্মের মূল কারণ মনে করেন। কয়েক জন প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজক কর্তৃক বহু ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ হইয়াছে। তন্মধ্যে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত অনুবাদ পাঠ করিয়া বাইবেল সম্বন্ধে আমার মনে যে সকল সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ সকলের অল্প কয়েকটি সর্ব্বসাধারণের বিচারার্থে এই ত্রয়োদশ সমুল্লাসে লিখিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, সত্যের প্রসার এবং অসত্যের হ্রাস হউক। কাহারও দুঃখ দেওয়া, অনিষ্ট সাধন কিংবা কাহারও প্রতি দোষারোপ করা অভিপ্রেত নহে। বাইবেল এবং খ্রীষ্টানদিগের মত কিরূপ তাহা প্রশ্নোত্তর হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে পড়া, শুনা এবং লেখা সহজ হইবে, এবং বাদী-প্রতিবাদীরূপে খ্রীষ্টানমতের আলোচনারও সুবিধা হইবে। তদ্ব্যতীত আরও একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে যে, এতদ্দ্বারা লোকের ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে, এবং সত্যমত কি ও অসত্যমত কি, কর্ত্তব্যকর্ম্ম কি এবং অকর্ত্তব্যকর্ম্ম কি, তাহা জানা যাইবে; ফলে সত্য ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের গ্রহণ এবং অসত্য ও অকর্ত্তব্য কর্ম্মের বর্জ্জন সহজসাধ্য হইবে। সকল মত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং বুঝিয়া সম্মতি কিংবা অসম্মতি জ্ঞাপন করা, লেখা অথবা শুনান সকলের কর্ত্তব্য। অধ্যয়ন দ্বারা যেমন পণ্ডিত হওয়া যায়, সেইরূপ শ্রবণ দ্বারাও বহুশ্রুত হওয়া

যায়। শ্রোতা অপরকে বুঝাইতে সমর্থ না হইলেও স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারে। যাঁহারা পক্ষপাতরূপ যানারূঢ় হইয়া অবলোকন করেন, তাঁহারা নিজেদের কিংবা পরের দোষগুণ দেখিতে পান না। মানবাত্মার সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার যথোচিত সামর্থ্য আছে। যিনি যত অধ্যয়ন কিংবা শ্রবণ করেন, তিনি তত নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। সকল মতবাদী পরস্পরের মত অবগত থাকিলেই যথোচিত বাদ প্রতিবাদ হইতে পারে; কিন্তু সকল পক্ষ পরস্পরের মত না জানিলে, যে পক্ষ অজ্ঞ, সে পক্ষ ভ্রান্তির আবেষ্টনের মধ্যে পতিত হয়। যাহাতে তাহা না হয়, সেই উদ্দেশ্যে প্রচলিত সকল মত সম্বন্ধে কিছু কিছু এই গ্রন্থে লেখা হইয়াছে। তদ্দ্বারা অবশিষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। যাহা হউক, সর্ব্বমান্য সত্যসমূহ সকলের মধ্যেই একরূপ; কেবল মিথ্যা লইয়াই বিবাদ। যে স্থলে একটি বিষয় সত্য, অপরটি মিথ্যা, সে স্থলেও বিবাদের কারণ থাকে। কেবলমাত্র সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য বাদীপ্রতিবাদীরূপে তর্কবিতর্ক করা হইলে নিশ্চয় সত্যনির্ণয় হইতে পারে। এখন, আমি এই ত্রয়োদশ সমুল্লাসে খ্রীষ্টানমত বিষয়ক কিঞ্চিৎ লিখিত আলোচনা সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। ইহা কিরূপ, তাহা তাঁহারা বিচার করিবেন।

অলমতিলেখেন বিচক্ষণবরেষু ॥

অথ ত্রয়োদশ সমুল্লাসারম্ভঃ

অথ কৃশ্চীনমত বিষয়ং সমীক্ষিষ্যামঃ ॥

অতঃপর খ্রীষ্টানমত সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে। এতদ্দ্বারা এই মত ভ্রম প্রমাদশূণ্য বা বাইবেল ঈশ্বরকৃত কি না, তাহা সকলে জানিতে পারিবেন। প্রথমতঃ প্রাচীন বাইবেল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে :—

১। আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর অবস্থিতি করিতেছিলেন। পর্ব্ব ১। আয়ং ১। ২॥

(সমীক্ষক)—আরম্ভ কাহাকে বলে ? (খ্রীষ্টান)—সৃষ্টির প্রথম উৎপত্তিকে। (সমীক্ষক)—সৃষ্টি কি এই প্রথম হইল ? পূর্ব্বে কি কখনও হয় নাই ? (খ্রীষ্টান)—হইয়াছিল কি না, আমরা জানি না, ঈশ্বর জানেন। (সমীক্ষক)—যদি না জান, তবে এই পুস্তকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে কেন ? যাহার সাহায্যে সংশয় দূর হইতে পারে না, তাহারই ভরসায় উপদেশ দিয়া জনসাধারণকে এই সন্দিগ্ধ মতে জড়িত করিতেছ কেন ? নিশ্চিতরূপে সর্ব্ব সংশয়নিবারক বেদ-মত গ্রহণ করিতেছ না কেন ? তোমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিতত্ত্ব না জানিয়া ঈশ্বরকে জানিবে কিরূপে ? আকাশ কাহাকে বলে ? (খ্রীষ্টান)—শূন্য এবং উপরকে। (সমীক্ষক)—শূন্যের উৎপত্তি কিরূপে হইল ? শূন্য বিভু এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদার্থ ; উহা উপরে ও নিম্নে একরূপ। যখন আকাশ সৃষ্ট হয় নাই, তখন শূন্য এবং আকাশ ছিল কি না ? যদি না থাকিয়া থাকে, তবে জগতের কারণ, ঈশ্বর এবং জীব কোথায় ছিল ? আকাশ ব্যতীত কোন পদার্থ থাকিতে পারে না। অতএব, তোমাদের বাইবেলের উক্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। ঈশ্বর এবং তাঁহার জ্ঞান ও কর্ম্ম কি সামঞ্জস্যহীন অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ ? (খ্রীষ্টান)—সামঞ্জস্য পূর্ণ। (সমীক্ষক)—তবে এ স্থলে ঈশ্বরসৃষ্ট পৃথিবী গঠনহীন ছিল, এইরূপ লিখিত হইয়াছে কেন ? (খ্রীষ্টান)—গঠনহীন বলিতে বুঝিতে হইবে যে, উচ্চ নীচ ছিল, সমতল ছিল না। (সমীক্ষক)—

পরে কে সমতল করিল? এখনও কি উহা উচ্চ নীচ নহে? ঈশ্বরের কার্য্য সামঞ্জস্যহীন হইতে পারে না। কারণ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ; তাঁহার কর্য্যে কখনও ভ্রমপ্রমাদ হইতে পারে না। কিন্তু বাইবেলে লিখিত হইয়াছে যে, ঈশ্বরের সৃষ্টি গঠনহীন। সুতরাং এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না। প্রথমতঃ বলুন, ঈশ্বরের আত্মা কি পদার্থ? (খ্রীষ্টান)—চেতন। (সমীক্ষক)—তিনি কি সাকার না নিরাকার? তিনি কি ব্যাপক না একদেশী? (খ্রীষ্টান)—তিনি নিরাকার, চেতন এবং ব্যাপক। কিন্তু তিনি "সেনাই" নামক কোন পর্ব্বতে এবং চতুর্থ আকাশ প্রভৃতি স্থানে বিশেষরূপে অবস্থান করেন। (সমীক্ষক)—যদি ঈশ্বর নিরাকার হন, তবে তাঁহাকে দেখিতে পাইল কে? যিনি ব্যাপক, তিনি জলের উপর কখনও দোদুল্যমান হইতে পারেন না। ভাল, যখন ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর দুলিতেছিল, তখন ঈশ্বর কোথায় ছিলেন? এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের শরীর অন্য কোন স্থানে ছিল, অথবা তিনি তাঁহার আত্মার অংশ বিশেষকে জলের উপর দোলাইতেছিলেন। তাহা হইলে তিনি কখনও বিভু এবং সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। বিভু না হইলে তিনি জগতের রচনা, ধারণ, পালন, জীবের কর্ম্মব্যবস্থা এবং প্রলয় কখনও করিতে পারেন না। কারণ, যিনি স্বরূপতঃ একদেশী, তাঁহার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবও একদেশী। তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না। বেদে বর্ণিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপক, অনন্ত গুণকর্ম্মস্বভাববিশিষ্ট, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তস্বভাব, অনাদি এবং অনন্তাদি লক্ষণযুক্ত। তাঁহাকেই বিশ্বাস কর; তাহাতেই তোমাদের কল্যাণ হইবে, অন্যথা নহে ॥ ১ ॥

২। পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল। তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন ॥ পর্ব্ব ১। আ° ৩। ৪ ॥

(সমীক্ষক)—আলোক জড় পদার্থ; উহা কি ঈশ্বরের কথা শুনিল? যদি শুনিয়া থাকে, তবে সূর্য্য, প্রদীপ এবং অগ্নির আলোক আমাদের এবং তোমাদের কথা শুনে না কেন? জড় আলোক কখনও কাহারও কথা শুনিতে পায় না। ঈশ্বর কি আলোক দেখিবার পরেই জানিতে পারিলেন যে, উহা উত্তম? পূর্ব্বে কি জানিতেন না? যদি পূর্ব্বে জানিতেন, তাহা হইলে দেখিয়া "উত্তম" বলিলেন কেন? যদি না জানিতেন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরই নহেন। সুতরাং বাইবেল ঈশ্বরের বাণী নহে এবং বাইবেল বর্ণিত ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন।

৩। পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হউক ও জলকে দুই ভাগে পৃথক করুক। ঈশ্বর এইরূপে বিতান করিয়া বিতানের উর্দ্ধস্থিত জল হইতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক করিলেন। তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশ মণ্ডল রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল॥ পর্ব্ব ১। আ০ ৬। ৭। ৮॥

(সমীক্ষক)—আকাশ এবং জলও কি ঈশ্বরের বাক্য শুনিল? জলের মধ্যে আকাশ না থাকিলে জল কোথায় থাকিত? প্রথম আয়তে আকাশসৃষ্টির উল্লেখ আছে; সুতরাং পুনরায় আকাশ নির্ম্মাণ বৃথা। আকাশকে স্বর্গ বলা হইল; আকাশ সর্ব্বব্যাপক, সুতরাং স্বর্গ সর্ব্বত্র হইল; তাহা হইলে পুনরায় উপরিভাগকে স্বর্গ বলা বৃথা। সূর্য্য সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে দিবারাত্রি কিরূপে হইল? পরবর্ত্তী আয়তগুলিও এইরূপ অসম্ভব কথায় পরিপূর্ণ॥ ৫॥

৪। পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমি আদমকে নিজের স্বরূপে নিজের সাদৃশ্যে নির্ম্মাণ করিব; পরে ঈশ্বর আপনার স্বরূপে আদমকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পর্ব্ব ১। আ০ ২৬। ২৭। ২৮॥

(সমীক্ষক)—যদি ঈশ্বর আদমকে তাঁহার স্বরূপে নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যেমন পবিত্র, জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দময় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত, আদমও সেইরূপ হইল না কেন? সেইরূপ না হওয়ায়, জানা যাইতেছে যে আদম ঈশ্বরের স্বরূপে নির্ম্মিত হয় নাই। আবার আদমকে নিজ স্বরূপে নির্ম্মাণ করার অর্থ এই যে, ঈশ্বর নিজ স্বরূপকেই উৎপত্তিবিশিষ্ট করিলেন। তাহা হইলে তাঁহাকে অনিত্য বলা হইবে না কেন? তদ্ব্যতীত তিনি আদমকে কোথা হইতে উৎপন্ন করিলেন? (খ্রীষ্টান)—মৃত্তিকা হইতে। (সমীক্ষক)—মৃত্তিকা কিসের দ্বারা নির্ম্মাণ করিলেন? (খ্রীষ্টান)—নিজ সামর্থ্যদ্বারা। (সমীক্ষক)—ঈশ্বরের সামর্থ্য কি অনাদি না নবীন? (খ্রীষ্টান)—অনাদি। (সমীক্ষক)—অনাদি হইলে, জগতের কারণ সনাতন হইল। তবে অভাব হইতে ভাব স্বীকার কর কেন? (খ্রীষ্টান)—সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর ব্যতীত অপর কিছুই ছিল না। (সমীক্ষক)—তাহা হইলে এই জগৎ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? আর ঈশ্বরের সামর্থ্য কি দ্রব্য না গুণ? যদি দ্রব্য হয়, তবে সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য পদার্থও ছিল।

যদি গুণ হয়, তবে গুণ হইতে দ্রব্য নির্ম্মিত হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, রূপ হইতে অগ্নি এবং রস হইতে জল উৎপন্ন হইতে পারে না। আবার যদি ঈশ্বর হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে তবে জগৎ ঈশ্বরের সদৃশ গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাববিশিষ্ট হইত। কিন্তু তদ্রূপ না হওয়ায় নিশ্চিত রূপে জানা যাইতেছে যে, জগৎ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হয় নাই; কিন্তু জগতের কারণ অর্থাৎ পরমাণু ইত্যাদি নামবিশিষ্ট জড়পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বেদাদিশাস্ত্রে জগতের উৎপত্তি যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা স্বীকার কর, এবং যদ্দ্বারা জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাও অবগত হও। যদি আদমের অভ্যন্তরস্বরূপ জীবাত্মা এবং বহিঃস্বরূপ মনুষ্য একরূপ হয় তাহা হইলে ঈশ্বরের স্বরূপও তাদৃশ হইবে না কেন? যেহেতু আদম ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্ম্মিত অতএব ঈশ্বরেরও আদমের সদৃশ হওয়া আবশ্যক ॥ ৪ ॥

৫। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে আদম প্রাণী হইল। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্ব্বদিকে আদনে এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন এবং সেই স্থানে আপনার নির্ম্মিত আদমকে রাখিলেন। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমি হইতে সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে জীবনবৃক্ষ ও সদসৎজ্ঞানদায়ক বৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন। পর্ব্ব ২। আ০ ৭। ৮। ৯॥

(সমীক্ষক)—যখন ঈশ্বর আদনে উদ্যান রচনা করিয়া তন্মধ্যে আদমকে রাখিলেন তখন কি জানিতেন না যে, তাহাকে পুনরায় সেস্থান হইতে বহিষ্কৃত করিতে হইবে? যেহেতু ঈশ্বর আদমকে ধূলিদ্বারা নির্ম্মাণ করিলেন অতএব ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্ম্মাণ করা হইল না। যদি ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্ম্মাণ করা হইয়া থাকে তবে ঈশ্বরও ধূলি হইতে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবেন। ঈশ্বর আদমের নাসারন্ধ্রে যে প্রাণবায়ু নিঃশ্বসিত করিলেন, সে প্রাণবায়ু কি ঈশ্বরের স্বরূপ অথবা অন্য কিছু ছিল? যদি বলা হয় যে, অন্য কিছু ছিল, তাহা হইলে আদমকে ঈশ্বরের স্বরূপে নির্ম্মাণ করা হয় নাই। যদি বলা হয় যে সে প্রাণবায়ু ঈশ্বরের স্বরূপ ছিল, তাহা হইলে ঈশ্বর এবং আদম পরস্পর সদৃশ। তাহা হইলে ঈশ্বরও আদমের ন্যায় জন্মমৃত্যু, হ্রাসবৃদ্ধি এবং ক্ষুৎপিপাসাদি দোষ ঈশ্বরে আসিল। এইরূপ হইলে তিনি কিরূপে ঈশ্বর হইতে পারেন? সুতরাং প্রাচীন বাইবেলের এই বিবরণ সত্য বলিয়া বোধ হয় না এবং বাইবেলও ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না ॥ ৫ ॥

৬। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন; আর তিনি তাহার পার্শ্বদেশ হইতে একখানা হাড় লইলেন এবং মাংস দ্বারা সেই স্থান পূর্ণ করিলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমের সেই পঞ্জরাস্থি হইতে এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাহাকে আদমের নিকটে আনিলেন। পর্ব্ব ২। ২। আ০ ২১। ২২।

(সমীক্ষক)—যদি পরমেশ্বর আদমকে ধূলি দিয়া নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে আদমের স্ত্রীকেও ধূলি দিয়া নির্ম্মাণ করিলেন না কেন? আবার যদি আদমের স্ত্রীকে অস্থিদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আদমকেও অস্থিদ্বারা নির্ম্মাণ করিলেন না কেন? যেরূপ নর হইতে নির্গত বলিয়া নারী নাম হইল তদ্রূপ নারী হইতেও নর নাম হওয়া উচিত। পতিপত্নীর মধ্যে প্রেম থাকা বাঞ্ছনীয়। স্ত্রী পতিকে এবং পতি স্ত্রীকে ভালবাসিবে। সুধীগণ দেখুন! ঈশ্বরের কি চমৎকার পদার্থবিদ্যা ও "ফিলসফি" দীপ্তি পাইতেছে! ঈশ্বর যদি আদমের একটি অস্থি বাহির করিয়া তদ্দ্বারা নারী নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রত্যেক মনুষ্যের এক একটি অস্থি কম থাকে না কেন? অধিকন্তু প্রত্যেক নারীর শরীরে একটিমাত্র অস্থি থাকা উচিত; কারণ তাহার শরীর একটিমাত্র অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। যে উপাদান দ্বারা জগৎ রচিত হইয়াছে সেই উপাদানদ্বারা কি নারীদেহ নির্ম্মিত হইতে পারিত না? এই নিমিত্ত বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিক্রম সৃষ্টিবিদ্যাবিরুদ্ধ ॥ ৬ ॥

৭। সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্ম্মিত ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সর্প সর্ব্বাপেক্ষা খল ছিল। সে ঐ নারীকে কহিল ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলিয়াছেন, তোমরা এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খাইও না? নারী সর্পকে কহিলেন, আমরা ত এই উদ্যানস্থ বৃক্ষসকলের ফল খাইতে পারি; কেবল উদ্যানের মধ্যস্থানে যে বৃক্ষ আছে, তাহার ফলের বিষয়ে ঈশ্বর বলিয়াছেন, তোমরা তাহা ভোজন করিও না, স্পর্শও করিও না, করিলে মরিবে। তখন সর্প নারীকে কহিল, তুমি কোনক্রমে মরিবে না, কেননা ঈশ্বর জানেন যেদিন তোমরা তাহা খাইবে সেই দিন তোমাদের চক্ষু খুলিয়া যাইবে, তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ সদসৎজ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। নারী যখন বুঝিল ঐ বৃক্ষ সুখদায়ক ও চক্ষুর লোভজনক, আর ঐ বৃক্ষ জ্ঞানদায়ক বলিয়া বাঞ্ছনীয় তখন সে তাহার ফল পাড়িয়া নিজ স্বামীকেও দিল আর নিজেও ভোজন করিল। তাহাতে তাহাদের উভয়ের চক্ষু খুলিয়া গেল এবং তাহারা বুঝিতে পারিল যে তাহারা উলঙ্গ; আর

ডুমুর বৃক্ষের পত্র সেলাই করিয়া ঘাগ্‌রা নিজেদের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইল। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর সর্পকে কহিলেন, তুমি এই কর্ম্ম করিয়াছ, এইজন্য গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের মধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্ত হইবে, তুমি বুকে হাঁটিবে, যাবজ্জীবন ধূলি ভোজন করিবে। আর আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব। সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে এবং তুমি তাহার পাদমূলে দংশন করিবে। পরে তিনি নারীকে কহিলেন আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে, স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে এবং সে তোমার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে। আর তিনি আদমকে কহিলেন, যে বৃক্ষের ফলের বিষয়ে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম—তুমি তাহা ভোজন করিও না, তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনিয়া তাহার ফল ভোজন করিয়াছ এইজন্য তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল। তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে। আর উহাতে তোমার জন্য কণ্টক ও শেয়াল কাঁটা জন্মিবে এবং তুমি ক্ষেত্রের শাক পাত ভোজন করিবে॥ তৌরেত উৎপত্তি পর্ব্ব ৩। আ০ ১—৭, ১৭-১৮॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইলে এই ধূর্ত্ত সর্প অর্থাৎ শয়তানকে সৃষ্টি করিবেন কেন? সৃষ্টি করিবার জন্য তিনিই অপরাধী। কারণ তিনি শয়তানকে দুষ্টপ্রকৃতি না করিলে, সে কুকর্ম্ম করিত না। তিনি ত পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন না; তাহা হইলে তিনি বিনা অপরাধে শয়তানকে দুষ্টপ্রকৃতি করিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন? প্রকৃতপক্ষে শয়তান সর্প ছিল না, কিন্তু মনুষ্য ছিল। তাহা না হইলে সে মনুষ্যের ভাষা কিরূপে বলিত? যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী এবং অপরকে অসত্য পথে পরিচালিত করে, তাহাকেই শয়তান বলা উচিত। কিন্তু, এস্থলে শয়তান সত্যবাদী; তাই সে স্ত্রীলোকটিকে বিভ্রান্ত না করিয়া সত্য কথা বলিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ঈশ্বর আদম এবং হাব্বাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, "এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলে তোমরা মরিয়া যাইবে"। যে বৃক্ষের ফল জ্ঞান এবং অমরত্ব প্রদানকারী ছিল, ঈশ্বর তাহাদিগকে তাহা ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিলেন কেন? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, তিনি মিথ্যাবাদী এবং বিভ্রান্তকারী। সেই বৃক্ষের ফল মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞান ও সুখদায়ক ছিল, অজ্ঞান এবং মৃত্যুজনক ছিল না। ঈশ্বর যদি সেই ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন, তবে উহা সৃষ্টিই বা করিলেন কেন? তিনি যদি উহা নিজের জন্য সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি তিনি অজ্ঞান এবং মরণধর্ম্মী ছিলেন? যদি অপরের জন্য

করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ফল ভক্ষণ করায় কোন অপরাধ হয় নাই। আজকাল জ্ঞানপ্রদ এবং মৃত্যুনিবারক কোন বৃক্ষই দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে কি ঈশ্বর সেই বৃক্ষের বীজ পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন? যাহারা এরূপ কার্য্য করে, তাহারা ভণ্ড এবং কপটাচারী। তাহা হইলে ঈশ্বরকেও ভণ্ড ও কপটাচারী বলা হইবে না কেন? পুনশ্চ, ঈশ্বর বিনা অপরাধে তিনজনকে অভিশাপ দিলেন। তাহাতে তিনি অন্যায়কারী হইলেন। এই অভিশাপ তাঁহার নিজের উপরেই পড়া উচিত। কারণ তিনিই মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন। কিরূপ "ফিলসফি" দেখ! বিনা ক্লেশে কি গর্ভধারণ এবং সন্তানপ্রসব সম্ভব? কেহ কি বিনা পরিশ্রমে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে? পূর্ব্বে কি কণ্টকাদি বৃক্ষ ছিল না? ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে শাক-পত্র ভোজন করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য; তাহা হইলে বাইবেলের উত্তরাংশে যে মাংস ভোজনের কথা লিখিত আছে, তাহা মিথ্যা নহে কেন? পূর্ব্বোক্ত বাক্য সত্য হইলে, শেষোক্ত বাক্য মিথ্যা। আদমের কোন অপরাধই প্রমাণিত হয় নাই; তাহা হইলে খ্রীষ্টানগণ মনুষ্যমাত্রকেই আদমের সন্তান বলিয়া অপরাধী বলেন কেন? আচ্ছা, এমন পুস্তক এবং এমন ঈশ্বর কি কখনও সুধীগণ গ্রহণযোগ্য মনে করিতে পারেন? ৭॥

৮। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, দেখ, সদসদ্‌জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার বিধানে আদম আমাদের ন্যায় ছিল, এরূপ না হয় যে সে হস্ত বিস্তার করিয়া জীবনবৃক্ষের ফলও পাড়িয়া ভোজন করে ও অমর হয়। এই নিমিত্ত সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁহাকে আদনের উদ্যান হইতে বাহির করিয়া দিলেন; এইরূপে ঈশ্বর মনুষ্যকে তাড়াইয়া দিলেন এবং জীবনবৃক্ষের পথ রক্ষা করিবার জন্য আদনস্থ উদ্যানের পূর্ব্বদিকে করোবীমগণকে ও ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়্গ রাখিলেন॥ পর্ব্ব ৩। আ০ ২২। ২৪॥

সমীক্ষক—ভাল, ঈশ্বরের এমন হিংসা এবং ভ্রম হইল কেন? তিনি কেন ভাবিলেন যে, আদম জ্ঞানে তাঁহার সমকক্ষ হইয়া উঠিল? সমকক্ষ হইলেই বা তাহাতে কিছু অন্যায় ছিল কি? এমন শঙ্কাই বা হইল কেন? কেহ কখনও ঈশ্বরের সমকক্ষ হইতে পারে না। এইরূপ লেখা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, সে ঈশ্বর প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন না, কিন্তু মনুষ্যবিশেষ ছিলেন। বাইবেলে সর্ব্বত্র মনুষ্যের ন্যায় ঈশ্বরের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এখন দেখ! আদমের জ্ঞান বৃদ্ধি

হওয়াতে ঈশ্বর কতই না দুঃখিত হইলেন! আবার অমর বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করায় আদমের প্রতি তাঁহার কতই না ঈর্ষ্যা হইল! যখন তিনি পূর্ব্বে আদমকে উদ্যানে রাখিয়াছিলেন, তখন তাঁহার এই ভবিষ্যৎ জ্ঞান ছিল না যে, আদমকে পুনরায় বহিষ্কৃত করিতে হইবে। এই নিমিত্ত খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন না। আর দেদীপ্যমান খড়গ প্রহরীরূপে রাখাও মনুষ্যের কার্য্য, ঈশ্বরের কার্য্য নহে।

৯। পরে কালানুক্রমে কাইন উপহাররূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ভূমির ফল উৎসর্গ করিল। আর হাবীলও আপন পালের * কয়েকটি প্রথম প্রসূতি হৃষ্টপুষ্ট মেষ আনয়ন করিল। তখন সদাপ্রভু হাবীলকে ও তাহার উপহারকে গ্রহণ করিলেন; কিন্তু কাইনকে ও তাহার উপহারকে গ্রহণ করিলেন না; এই নিমিত্ত কাইন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল; তাহার মুখ বিষণ্ণ হইল। তখন পরমেশ্বর কাইনকে বলিলেন—তুমি কেন ক্রুদ্ধ হইলে, তোমার মুখ কেন বিষণ্ণ হইল? তৌঃ পর্ব্ব ৪। আ০ ৩—৬॥

সমীক্ষক—ঈশ্বর হাবীলের সমাদর এবং তাহার মেষ ডালিরূপে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কাইনের সমাদর এবং তাহার ডালি গ্রহণ করিলেন না। তিনি মাংসাহারী না হইলে এইরূপ করিবেন কেন? এইরূপে বিবাদ বাধাইয়া হাবীলের মৃত্যু ঘটাইবার জন্য তিনিই দায়ী। খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর এস্থলে মনুষ্যের ন্যায় কথোপকথন করিতেছেন। উদ্যান রচনা এবং উদ্যানে যাতায়াতও মনুষ্যের কার্য্য। অতএব জানা যাইতেছে যে, বাইবেল মনুষ্যকৃত, ঈশ্বরকৃত নহে॥ ৯॥

১০। পরে সদাপ্রভু কাইনকে বলিলেন, তোমার ভ্রাতা হাবীল কোথায়? সে উত্তর করিল, আমি জানি না; আমি কি আমার ভ্রাতার রক্ষক? তিনি কহিলেন, তুমি কি করিয়াছ? তোমার ভ্রাতার রক্ত ভূমি হইতে আমাকে ডাকিতেছে। তৌ০ পর্ব্ব০ ৪। আ০ ৯-১১॥

(সমীক্ষক)—কাইনকে জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বর কি হাবিলের অবস্থা জানিত না? রক্তের শব্দ কি কাহাকেও কখনও ভূমি হইতে আহ্বান করিতে পারে? এ সকল অজ্ঞানের কথা। অতএব এই পুস্তক ঈশ্বররচিত হওয়া দূরে থাকুক, কোন বিদ্বানের রচিতও নহে॥ ১০॥

* ছাগল ভেড়ার পাল।

১১। "মথুশেলহের জন্মের পর হনূক তিন শত বৎসর ঈশ্বরের সঙ্গে চলিতেছিলেন। তৌ০ পর্ব্ব০ ৫। আ০ ২২॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর মনুষ্য না হইলে, হনূক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে কেন? অতএব যদি খ্রীষ্টানগণ বেদোক্ত নিরাকার ঈশ্বর বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কল্যাণ হইবে॥ ১১॥

১২। (এইরূপে যখন ভূমণ্ডলে মনুষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল) ও অনেক কন্যা জন্মিল তখন ঈশ্বরের পুত্রেরা আদমের কন্যাগণকে সুন্দরী দেখিয়া যাহার যাহাকে ইচ্ছা সে তাহাকে বিবাহ করিল। তৎকালে পৃথিবীতে দানবগণ ছিল, এবং তৎপরেও ঈশ্বরের পুত্র আদমের কন্যাদের সহিত মিলিল। তাহাদের গর্ভে সন্তান জন্মিলে তাহারাই সেকালে প্রসিদ্ধ বীর হইলেন। আর সদাপ্রভু দেখিলেন, পৃথিবীতে আদমের দুষ্টতা বেশী এবং তাহার অন্তঃকরণের চিন্তার সমস্ত কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দই হইতেছে, তখন সদাপ্রভু পৃথিবীতে আদমের নির্ম্মাণ করিয়া অনুশোচনা করিলেন ও মনঃপীড়া পাইলেন। আর সদাপ্রভু কহিলেন আমি যে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাকে ভূমণ্ডল হইতে উচ্ছন্ন করিব, মনুষ্যের সহিত পশু সরীসৃপ জীব ও আকাশের পক্ষীদিগকেও উচ্ছন্ন করিব, কেননা তাহাদের নির্ম্মাণ করায় আমার অনুশোচনা হইতেছে। তৌ০ প০৬। আ০১।২।৪-৭॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টানদিগের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, ঈশ্বরের পুত্র কে? তাঁহার স্ত্রী, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, শ্যালক এবং আত্মীয়ই বা কে? মনুষ্যের কন্যাদিগের সহিত ঈশ্বরের পুত্রদিগের বিবাহ হওয়ায় ঈশ্বর মনুষ্যদিগের আত্মীয় হইলেন। বিবাহজাত সন্তানগণ ঈশ্বরের পুত্র প্রপৌত্র হইল। ঈশ্বরের সম্পর্কে এ সকল কথা বলা যাইতে পারে কি? ঈশ্বরকৃত পুস্তকে এ সকল কথা কি থাকা সম্ভব? এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, বাইবেলরচয়িতারা বন্য মনুষ্য ছিলেন। যিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন এবং ভবিষ্যতের বিষয় জানেন না, তিনি ঈশ্বরই নহেন, কিন্তু জীব। সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর কি জানিতেন না যে, মনুষ্য ভবিষ্যতে দুষ্টপ্রকৃতি হইবে? কার্য্যাবসানে দুঃখ করা, শোকার্ত্ত হওয়া, ভ্রমবশতঃ কোন কার্য্য করিয়া পরে অনুতাপ করা ইত্যাদি খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরে প্রযোজ্য হইতে পারে, কারণ তিনি পূর্ণ বিদ্বান্ এবং যোগী নহেন। অন্যথা তিনি শান্তি ও বিজ্ঞান বলে শোকাতিশয্য প্রভৃতি হইতে দূরে থাকিতে পারিতেন। ভাল, পশুপক্ষীরাও কি দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল? খ্রীষ্টান-

দিগের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইলে এমন বিষাদগ্রস্ত হইবেন কেন? অতএব তিনি যথার্থ ঈশ্বর নহেন এবং এই পুস্তকও ঈশ্বরকৃত নহে। বেদোক্ত ঈশ্বর সর্ব্ববিধ পাপ-ক্লেশ-দুঃখ-শোকাদি রহিত এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ। যদি খ্রীষ্টানগণ ঈশ্বরকে সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন, কিংবা এখনও করেন তাহা হইলে তাঁহাদের মানব জন্ম সার্থক হইত ॥ ১২ ॥

১৩। জাহাজ দৈর্ঘ্যে তিন শত হাত, প্রস্থে পঞ্চাশ হাত, উচ্চতায় ত্রিশ হাত হইবে। তুমি আপন পুত্রগণ, স্ত্রী ও পুত্রবধূদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই জাহাজে প্রবেশ করিবে। আর সমস্ত জীবজন্তুর মধ্য হইতে স্ত্রীপুরুষের যোড়া যোড়া লইয়া তাহাদের প্রাণরক্ষার্থে তোমার সহিত সেই জাহাজে প্রবেশ করাইবে, সর্ব্বজাতীয় পক্ষী ও সর্ব্বজাতীয় * পশু ও সর্ব্বজাতীয় ভূচর সরীসৃপের যোড়া যোড়া প্রাণরক্ষার্থে তোমার নিকট প্রবেশ করিবে। আর তোমার ও তাহাদের আহারার্থে সর্ব্বপ্রকার খাদ্য সামগ্রী আনিয়া নিজের নিকটে সঞ্চয় করিবে। তাহাতে নোয়া ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারেই সেইরূপ সকল কর্ম্ম করিলেন। তোং পং আং ১৫।১৮।১৯।২০।২১।২২ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, যিনি এমন বিজ্ঞানবিরুদ্ধ অসম্ভব কথা বলেন, কোন বিদ্বান্ কি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিতে পারেন? তাদৃশ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাযুক্ত নৌকায় কি হস্তী, হস্তিনী, উষ্ট্র, উষ্ট্রী প্রভৃতি কোটি কোটি জন্তু নোয়ার এবং ঐ সকলের ও সমস্ত পরিবারের খাদ্য ও পানীয় সামগ্রী প্রভৃতির সমাবেশ হইতে পারে? অতএব এই পুস্তক মনুষ্যকৃত এবং ইহার লেখকগণ বিদ্বান্ ছিলেন না ॥ ১৩ ॥

১৪। পরে নোয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বেদী নির্ম্মাণ করিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার পবিত্র পশুর ও সর্ব্বপ্রকার পবিত্র পক্ষীর মধ্যে কতকগুলিকে লইয়া বেদীর উপরে হোম করিলেন। তাহাতে সদাপ্রভু তাহার সৌরভ আঘ্রাণ করিলেন আর মনে করিলেন, আমি মনুষ্যের জন্য ভূমিকে আর অভিশাপ দিব না, কারণ বাল্যকাল অবধি মনুষ্যের মনের ভাবনা দুষ্ট। সব জীবকে সংহার করিয়াছি তেমন আর কখনও প্রাণিগণকে সংহার করিব না"। তৌং পর্ব্বং ৮। আং ২০। ২১।

(সমীক্ষক)—বেদীনির্ম্মাণ এবং হোমানুষ্ঠানের উল্লেখ থাকাতে সিদ্ধ হইতেছে

* চতুষ্পদ জন্তু।

যে, এ সকল বেদ হইতে বাইবেলে গৃহীত হইয়াছে। পরমেশ্বরের কি নাসিকাও আছে যে, তিনি সুগন্ধ আঘ্রাণ করিলেন? খ্রীষ্টানদিগের এই ঈশ্বর কি মনুষ্যের ন্যায় অল্পজ্ঞ নহেন? তিনি কখনও অভিশাপ দেন, কখনও অনুতাপ করেন, কখনও বলেন যে, আর অভিশাপ দিবেন না, তিনি পূর্ব্বে অভিশাপ দিয়াছিলেন, পরে আবার দিবেন, তিনি পূর্ব্বে সকলকে বিনাশ করিয়াছিলেন, এখন বলিতেছেন যে, আর কখনও বিনাশ করিবেন না!! এ সকল বালকের কার্য্য, ঈশ্বরের কার্য্য নহে, এমন কি কোন শিক্ষিত লোকেরও কার্য্য নহে; কারণ যিনি শিক্ষিত, তাঁহার বাক্য এবং প্রতিজ্ঞা অটল ॥ ১৪ ॥

১৫। পরে ঈশ্বর নোয়াকে ও তাঁহার পুত্রগণকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন—প্রত্যেক গমনশীল জীবিত প্রাণী তোমাদের খাদ্য হইবে; আমি হরিৎ বর্ণ তরকারীর ন্যায়, সে সকল তোমাদিগকে দিলাম। কিন্তু কেবল মাংস খাইও, আত্মা অর্থাৎ রক্ত সহিত মাংস ভোজন করিও না॥ তৌ০ পর্ব্ব ৯। আ০ ১।৩।৪ ॥

(সমীক্ষক)—একের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া অপরকে আনন্দ দান করায় খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর কি নির্দ্দয় নহেন? যে মাতাপিতা এক সন্তানকে নিহত করাইয়া অপর সন্তানকে খাওয়ান, তাঁহারা কি পাপী হন না? ইহাও তদ্রূপ। সকল প্রাণীই ঈশ্বরের নিকট পুত্রতুল্য। কিন্তু খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সেইরূপ নহেন; তাই তিনি কসাইয়ের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন। এই ভাবে তিনিই সকল মনুষ্যকে হিংসক করিয়াছেন। সুতরাং নির্দ্দয় হওয়ায় খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর পাপী নহেন কেন? ১৫ ॥

১৬। সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা ও একরূপ কথা ছিল। আর তাহারা পরস্পর কহিল,—আইস, আমরা আপনাদের নিমিত্ত এক নগর ও গগণস্পর্শী এক উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদের নাম বিখ্যাত করি, সমস্ত ভূমণ্ডলে যেন আমরা ছিন্ন ভিন্ন না হই। পরে আদমের সন্তানেরা যে নগর ও উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহা দেখিতে সদাপ্রভু নামিয়া আসিলেন। আর সদাপ্রভু কহিলেন, দেখ, ইহারা সকলে একই ও এক ভাষাভাষী। এখন এইরূপ কর্ম্মে তাহারা প্রবৃত্ত হইল যে ইহার পরে যাহা কিছু করিতে সঙ্কল্প করিবে, তাহা হইতে নিবারিত হইবে না। আইস, আমরা নীচে গিয়া, সেই স্থানে তাহাদের ভাষায় গোলমাল জন্মাই, যেন তাহারা একে অন্যের ভাষা বুঝিতে না পারে।

আর সদাপ্রভু তথা হইতে সমস্ত ভূমণ্ডলে তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন, এবং তাহারা নগর পত্তন হইতে নিবৃত্ত হইল। তৌ০ প০ ১১। আ০ ১। ৪-৮॥

(সমীক্ষক)—যখন সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা এবং একরূপ কথা প্রচলিত ছিল, তখন বোধ হয় মনুষ্যেরা অত্যন্ত আনন্দে থাকিত। কিন্তু উপায় কি? খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সকলের ভাষায় গোলমাল করিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত অপরাধী। বাস্তবিক ইহা কি শয়তানের কার্য্য অপেক্ষাও অধিকতর ঘৃণিত নহে? এতদ্দ্বারা ইহাও জানা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সেনাই পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেন। তিনি কখনও জীবের উন্নতি কামনা করিতেন না। এ সকল অজ্ঞানের কথা, ঈশ্বরের নহে; আর এই পুস্তকও ঈশ্বরকৃত নহে॥ ১৬॥

১৭। তিনি তখন আপন স্ত্রী সারীকে কহিলেন, দেখ, আমি জানি, তুমি দেখিতে সুন্দরী; এই কারণ মিশ্রীরা যখন তোমাকে দেখিবে, তখন তুমি আমার স্ত্রী এই বলিয়া আমাকে বধ করিবে, আর তোমাকে জীবিত রাখিবে। বিনয় করি, এই কথা বলিও যে, তুমি আমার ভগিনী; যেন তোমার অনুরোধে আমার মঙ্গল হয় ও তোমার জন্য আমার প্রাণ বাঁচে॥ তৌ০ প০ ১২। আ০ ১১। ১২। ১৩॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! খ্রীষ্টান এবং মুসলমানদিগের একজন বিখ্যাত পয়গম্বর এব্রাহাম মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি কুকর্ম্ম করিতেন। ভাল, যাঁহাদের পয়গম্বর এইরূপ, তাঁহারা কিরূপে বিজ্ঞান এবং কল্যাণের পথ প্রাপ্ত হইতে পারেন? ১৭॥

১৮। ঈশ্বর এব্রাহামকে আরও কহিলেন, তুমি ও তোমার বংশধরেরা আমার নিয়ম পালন করিবে; তুমি ও তোমার ভাবীবংশ পুরুষানুক্রমে তাহা পালন করিবে। তোমাদের সহিত ও তোমার ভাবী বংশের সহিত কৃত আমার যে নিয়ম তোমরা পালন করিবে, তাহা এই, তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের খতনা হইবে। তোমরা আপন আপন লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন করিবে, তাহাই তোমাদের সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে। পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুত্র সন্তানের আট দিন বয়সে ত্বক্‌ছেদ এবং যাহারা তোমার বংশীয় নয়, এমন পরজাতীয়দের মধ্যে যাহারা তোমাদের গৃহে জাত কিংবা মূল্যদ্বারা ক্রীত তাহাদেরও ত্বক্‌ছেদ অবশ্য কর্ত্তব্য। আর তোমাদের মাংসে আমার নিয়ম চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। কিন্তু যাহার লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন হইবে না এমন

অচ্ছিন্নত্বক্ আপন লোকদের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে, কারণ সে আমার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। তৌ০ পর্ব্ব ১৭। আ০ ৯-১৪॥

সমীক্ষক—এখন দেখুন! ঈশ্বরের একটি বিরুদ্ধ আজ্ঞা। ত্বক্‌ছেদন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে, সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনি উহা নির্ম্মাণই করিতেন না। চক্ষুর উপরিস্থিত চর্ম্মের ন্যায় কোমল স্থানের রক্ষণই সেই চর্ম্ম-নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য। সেই গুপ্ত স্থান অত্যন্ত কোমল; তদুপরি চর্ম্ম না থাকিলে, কোন কীটের দংশনে, কিংবা সামান্য কোনরূপ আঘাতে বিশেষ কষ্ট হইতে পারে এবং মূত্রত্যাগান্তে বস্ত্রে কিঞ্চিৎ মূত্র না লাগিতে পারে; এই নিমিত্ত উক্ত চর্ম্ম কর্ত্তন করা উচিত নহে। কিন্তু খ্রীষ্টানগণ আজকাল এই আদেশ পালন করেন না কেন? এই আদেশ ত সর্ব্বকালের জন্য। ইহা পালন না করিলে, ঈশার সাক্ষ্য, "ব্যবস্থা পুস্তকের একবিন্দুও মিথ্যা নহে" মিথ্যা হইল। খ্রীষ্টানগণ এ বিষয়ে কিছুই চিন্তা করেন না॥ ১৮॥

১৯। পরে কথোপকথন শেষ করিয়া ঈশ্বর এব্রাহামের নিকট হইতে ঊর্দ্ধে গমন করিলেন। তৌ০ পর্ব্ব ১৭ আ০ ২২॥

সমীক্ষক—এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশ্বর মনুষ্য কিংবা পক্ষীসদৃশ ছিলেন। তিনি উপর হইতে নিম্নে এবং নিম্ন হইতে উপরে যাতায়াত করিতেন। তিনি একজন যাদুকরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন॥ ১৯॥

২০। পরে সদাপ্রভু মমরের বনের নিকটে তাঁহাকে দর্শন দিলেন। তিনি দিনের উত্তাপ সময়ে তাম্বুদ্বারে বসিয়াছিলেন, চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টি করিলেন আর দেখিলেন তিনটি পুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়মান। দেখিবামাত্র তিনি তাম্বুদ্বার হইতে তাঁহাদের নিকট দৌড়িয়া গিয়াও ভূমিতে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন—হে প্রভো! বিনয় করি, যদি আমি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হইয়া থাকি, তবে আপনার এই দাসের নিকট হইতে চলিয়া যাইবেন না। বিনয় করি কিঞ্চিৎ জল আনাইয়া দেই, আপনারা পা ধুইয়া এই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করুন। কিছু খাদ্য আনিয়া দেই তাহা দ্বারা আপ্যায়িত হউন। পরে পথে অগ্রসর হইবেন, কেননা ইহারই নিমিত্ত আপন দাসের নিকট আসিয়াছেন। তখন তাঁহারা কহিলেন, যাহা বলিলে, তাহাই কর। তাহাতে এব্রাহাম সত্বর তাম্বুতে সারের নিকট গিয়া কহিলেন, শীঘ্র তিন মণ উত্তম ময়দা লইয়া ছানিয়া ফুল্‌কা প্রস্তুত কর। পরে এব্রাহাম সত্বর বাথানে গিয়া উৎকৃষ্ট কোমল এক গোবৎস লইয়া ভৃত্যকে দিল। সে তাহা শীঘ্র পাক

করিল। তখন তিনি মাখন, দুগ্ধ ও গোবৎসের পক্ক মাংস লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে দিলেন, তাঁহাদের নিকটে বৃক্ষতলে দাঁড়াইলেন ও তাঁহারা ভোজন করিলেন। তৌ০ পর্ব্ব ১৮। আ০ ১—৮॥

(সমীক্ষক)—ভদ্র মহোদয়গণ দেখুন! যাঁহাদের ঈশ্বর গোবৎস ভক্ষণ করেন, তাঁহার উপাসকগণ গো, গোবৎস এবং অন্যান্য পশু ছাড়িবে কেন? যাহার কিঞ্চিন্মাত্র দয়া নাই এবং যিনি মাংসের জন্য লালায়িত, সে কি কখনও হিংসক মনুষ্য ব্যতীত ঈশ্বর হইতে পারে? ঈশ্বরের সহিত দুই জন কে কে ছিল জানা যায় না। সম্ভবতঃ বন্য মনুষ্যদিগের একটি মণ্ডলী ছিল, তন্মধ্যে প্রধান ব্যক্তির নাম বাইবেলে "ঈশ্বর" রাখা হইয়াছে। এই সকল কারণে জ্ঞানিগণ খ্রীষ্টানদিগের এই পুস্তককে ঈশ্বরকৃত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না এবং ঈদৃশ ব্যক্তিকেও ঈশ্বর মনে করিতে পারেন না॥ ২০॥

২১। তখন সদাপ্রভু এব্রাহামকে কহিলেন, সারা কেন এই বলিয়া হাসিল যে, আমি কি সত্যই প্রসব করিব, আমি যে বুড়ী! শেষ কর্ম্ম কি সদা প্রভুর অসাধ্য? তৌ০ প০ ১৮। আ০ ১৩। ১৪॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের লীলা দেখুন! তিনি বালক বা স্ত্রীলোকের ন্যায় উত্যক্ত হন এবং টিটকারী দেন!!

২২। এমন সময়ে সদাপ্রভু আপনার নিকট হইতে সদূমমূরার উপরে গন্ধক ও অগ্নি বর্ষণ করিয়া সেই সমুদয় নগর, সমস্ত অঞ্চল, নগরবাসী সকল লোক ও সেই ভূমিতে জাত সমস্ত বস্তু উচ্ছন্ন করিলেন॥ তৌ০ উৎপ০ প০ ১৯। আ০ ২৪। ২৫॥

(সমীক্ষক)—বাইবেলের ঈশ্বরের এ লীলাও দেখুন! শিশুদের প্রতিও অণুমাত্র দয়া হইল না। তাহারা সকলেই কি অপরাধী ছিল যে, তিনি ভূমি বিপর্য্যস্ত করিয়া সকলকে একসঙ্গে চাপিয়া মারিলেন? যে ঈশ্বর এইরূপ ন্যায়, দয়া এবং বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য করেন, তাঁহার উপাসকগণও সেরূপ করিবেন না কেন? ২২॥

২৩। আইস, আমরা পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইয়া তাঁহার সহিত শয়ন করি, এইরূপে পিতার বংশ রক্ষা করিব। তাহাতে তাহারা সেই রাত্রিতে নিজেদের পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল। পরে তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সহিত শয়ন করিতে গেল। আর পরদিন জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে কহিল, আমরা অদ্য রাত্রিতেও দ্রাক্ষারস পান করাই; পরে তুমি যাইয়া তাহার

সহিত শয়ন কর। এইরূপে লোটের দুই কন্যাই নিজেদের পিতা হইতে গর্ভবতী হইল ॥ তৌ০ উৎপ০ পর্ব্ব ১৯ আ০ ৩২-৩৬।

(সমীক্ষক)—দেখুন! মদ্যপানজনিত মত্ততা বশতঃ কন্যা ও পিতাও কুকর্ম্ম হইতে বিরত হয় না, খ্রীষ্টান প্রভৃতি যে সকল লোক সেই জঘন্য মদ্যপান করে, তাহাদের কুকর্ম্মের কি পারাপার আছে? অতএব মদ্যপানের নাম করা সৎপুরুষদিগের উচিত নহে ॥ ২৩ ॥

২৪। পরে সদাপ্রভু আপন বাক্যানুসারে সারার সহিত দেখা করিলেন; সদাপ্রভু যাহা বলিয়াছিলেন, সারার প্রতি তাহাই করিলেন। আর সারা গর্ভবতী হইলেন ॥ তৌ০ উৎপ০ পর্ব্ব ২১। আ০ ১।২ ॥

(সমীক্ষক)—এখন চিন্তা করিয়া দেখুন! দর্শন দান করিয়া গর্ভবতী করা কিরূপ কার্য্য হইল! পরমেশ্বর ও সারা ব্যতীত গর্ভস্থাপনের কোন তৃতীয় কারণ দৃষ্ট হয় কি? সুতরাং জানা গেল যে, সারা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক গর্ভবতী হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥

২৫। পরে এব্রাহাম প্রত্যূষে উঠিয়া রুটী ও জলপূর্ণ কুজা লইয়া হাজিরার স্কন্ধে দিয়া ছেলেকেও সমর্পণ করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। সে এক ঝোপের নীচে বালকটিকে ফেলিয়া রাখিল, আর তাহার সম্মুখ বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন ঈশ্বর বালকটির রব শুনিলেন ॥ তৌ০ উৎপ০ পর্ব্ব ২১। আ০ ১৪-১৭ ॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের লীলা দেখুন! তিনি প্রথমে সারার প্রতি পক্ষপাত করিয়া হাজিরাকে সে স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। পরে হাজিরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকিলে ঈশ্বর বালকের রোদন শুনিতে পাইলেন! কি আশ্চর্য্য! ঈশ্বরের হয়ত ভুল হইয়া থাকিবে যে, বালকই রোদন করিতেছে! ভাল, এসকল কি ঈশ্বর এবং ঈশ্বরকৃত পুস্তকের কথা হইতে পারে? সাধারণ ব্যক্তির কথার উপযোগী কয়েকটি সত্য ব্যতীত এই পুস্তকের অঙ্গবিশিষ্ট সমস্ত কথাই অসার ॥ ২৫ ॥

২৬। এই সকল ঘটনার পরে ঈশ্বর এব্রাহামের পরীক্ষা করিলেন। তিনি তাহাকে কহিলেন, হে এব্রাহাম! তুমি আপন পুত্রকে, তোমার অদ্বিতীয় পুত্রকে, যাহাকে তুমি ভালবাস, সেই ইস্হাককে আন। যজ্ঞে আহুতির জন্য প্রদান কর। সে স্বীয় পুত্র ইস্হাককে বাঁধিয়া বেদীতে কাষ্ঠের উপরে রাখিলেন। পরে এব্রাহাম হাত বাড়াইয়া আপন পুত্রকে বধ করণার্থে

ছুরী গ্রহণ করিলেন। এমন সময়ে আকাশ হইতে সদাপ্রভুর দূত তাঁহাকে ডাকিয়া, কহিলেন, "এব্রাহাম! এব্রাহাম! পুত্রের প্রতি হাত বাড়াইও না, উহার প্রতি কিছুই করিও না, কেননা এখন আমি বুঝিলাম তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর॥ তৌ॰ উৎপ॰ পর্ব্ব ২২। আ॰ ১।২।৯-১২ ॥

(সমীক্ষক)—এখন স্পষ্টরূপে জানা গেল যে, বাইবেলের ঈশ্বর অল্পজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ নহেন। এব্রাহাম নির্ব্বোধ না হইলে এমন কার্য্যই বা করিবেন কেন? বাইবেলের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইলে সর্ব্বজ্ঞতা দ্বারা এব্রাহামের ভাবী শ্রদ্ধাকেও জানিতে পারিতেন। সুতরাং খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর যে সর্ব্বজ্ঞ নহেন, তাহা সুনিশ্চিত। ২৬ ॥

২৭। আপনি আপনার শবকে আমাদের কবর স্থানের মধ্যে আপনার অভীষ্ট কবরে রাখুন। তৌ॰ উৎপ॰ প॰ ২৩। আ॰ ৬॥

(সমীক্ষক)—শব সমাহিত করিলে সংসারের বিশেষ অপকার হয়; কারণ, শব পচিলে বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ায় রোগ ছড়াইয়া পড়ে। (প্রশ্ন)—দেখ আমরা যাহাদিগকে ভালবাসি, তাহাদিগকে দাহ করা বাঞ্ছনীয় নহে। সমাহিত করা যেন শোয়াইয়া রাখা, সুতরাং সমাহিত করাই শ্রেয়। (উত্তর)—যদি মৃত প্রিয়জনকে ভালবাস, তাহা হইলে তাহাকে গৃহে রাখ না কেন? সমাহিত করিবার প্রয়োজন কি? যে জীবাত্মাকে ভালবাসিতে, সে ত চলিয়া গিয়াছে। এখন পচা দুর্গন্ধময় মৃত্তিকার প্রতি কিসের ভালবাসা? যদি ভালই বাস, তবে মৃত্তিকার মধ্যে পুতিয়া রাখ কেন? কেহ যদি কাহাকেও বলে, "তোমাকে মাটিতে পুতিয়া রাখিব," তাহা শুনিয়া সে প্রীত হয় না। তাহার শরীর, মুখ এবং চক্ষুর উপর বালি, প্রস্তর, ইষ্টক এবং চুণ নিক্ষেপ করা এবং বক্ষের উপর প্রস্তর রাখা কিরূপ প্রীতির কার্য্য? শবকে বাক্সের মধ্যে রাখিয়া পুতিয়া রাখিলে অধিক দুর্গন্ধ নির্গত হওয়ায় বায়ু দূষিত এবং তজ্জন্য দারুণ রোগোৎপত্তি হয়। তদ্ব্যতীত এক একটি শবের জন্য ন্যূনকল্পে ছয় হাত দীর্ঘ এবং চারি হাত বিস্তৃত ভূমি আবশ্যক। ঐ হিসাবে শত সহস্র লক্ষ অথবা কোটি মনুষ্যের জন্য বহু পরিমাণ ভূমি বৃথা অবরুদ্ধ থাকে! সেই ভূমি কৃষিক্ষেত্র উদ্যান অথবা বাসস্থানের উপযুক্ত থাকে না। এই নিমিত্ত পুতিয়া রাখা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যবস্থা। জলে নিক্ষেপ করা তদপেক্ষা কম দূষণীয়; কারণ জলজন্তুগণ শবকে তৎক্ষণাৎ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু জলের ভিতরে যে অস্থি ও মল পড়িয়া

থাকে, ঐ সকল পচিয়া জগতের দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। শবকে অরণ্যে নিক্ষেপ করা অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্টজনক। কারণ মাংসভক্ষক পশুপক্ষিগণ উহাকে তৎক্ষণাৎ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করে। তথাপি শবের অস্থি, মজ্জা এবং মল পচিয়া যতই দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়, ততই ইহা জগতের অনিষ্ট কারক হয়। সুতরাং দাহ করাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। তদ্দ্বারা সমস্ত পদার্থ অণু হইয়া উড়িয়া গিয়া বায়ুর সহিত মিলিত হয়। (প্রশ্ন)—দাহ করিলেও দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়। (উত্তর)—বিধিবিরুদ্ধ প্রণালীতে দাহ করিলে কিঞ্চিৎ দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু সমাহিত করিলে অধিক দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়। বিধিপূর্ব্বক দাহব্যবস্থার কথা বেদে এইরূপ লিখিত আছে:—শবের হাতের তিন হাত গভীর, সাড়ে তিন হাত প্রশস্ত এবং পাঁচ হাত দীর্ঘ গর্ত্ত খনন করিয়া উহার মধ্যে অবতরণ করতঃ অষ্টাদশ অঙ্গুলী উচ্চ একটি বেদী খনন করিবে। ন্যূনকল্পে আধ মণ, ইচ্ছা হইলে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ চন্দন কাষ্ঠ, এবং অগুরু, তগর কর্পূর এবং পলাশ প্রভৃতি কাষ্ঠের সহিত বেদীর উপর একত্র করিয়া তদুপরি শব স্থাপন করিবে। পুনরায় শবের উপর উচিত পরিমাণ কাষ্ঠ রাখিবে, যেন বেদির মুখ হইতে এক বিঘত খালি থাকে। পরে বেদীতে অগ্নি সংযোগ করিয়া শবের ওজনের সমপরিমাণ ঘৃত, প্রতি সের ঘৃতে এক রতি কস্তুরী এবং এক মাসা কেশর নিক্ষেপ করিয়া আহুতি প্রদান করিবে। এইরূপে দাহ করিলে কিঞ্চিন্মাত্র দুর্গন্ধ হয় না। ইহাকেই অন্ত্যেষ্টি, নরমেধ অথবা পুরুষমেধ যজ্ঞ বলে। দরিদ্র পক্ষেও চিতায় অর্দ্ধ মণের কম ঘৃত নিক্ষেপ করা উচিত নহে। ভিক্ষা করিয়াই হউক, জ্ঞাতি বন্ধুরাই দিক, কিংবা রাজার সাহায্যে হউক এই পরিমাণ ঘৃত সংগ্রহ করিতেই হইবে। এই প্রাণলীতে দাহ করিবে। ঘৃতাদি কোনরূপে সংগৃহীত না হইলেও সমাহিত করা অপেক্ষা কেবল মাত্র কাষ্ঠদ্বারা শবদাহ করাও শ্রেয়ঃ। কারণ এক বিশ্বা (২০ বিঘত) স্থানে কিংবা একটি মাত্র বেদীতে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শব দাহ করা যাইতে পারে। শব সমাহিত করিলে ভূমি যেমন বিকৃত হয়, দাহ করিলে সেরূপ হয় না। তদ্ব্যতীত কবর দেখিলে ভয়েরও সঞ্চার হইয়া থাকে। অতএব সমাহিত ইত্যাদি করা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ॥ ২৭॥

২৮। আমার কর্ত্তা এব্রাহামের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য। তিনি আমার কর্ত্তাকে দয়া ও সত্য ব্যবহার রহিত করেন নাই; সদাপ্রভু আমাকে ও আমার

কর্ত্তার জ্ঞাতিদের বাটীতে পথ প্রদর্শন করিয়া আগে আগে আসিলেন॥ তৌ০ উৎপ০ পর্ব্ব ২৪। আ০ ২৭।

সমীক্ষক—তিনি কি কেবল এব্রাহামের ঈশ্বর ছিলেন? ঈশ্বরও কি আজকালকার ভৃত্য এবং পথপ্রদর্শকদিগের ন্যায় অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন? তাহা হইলে আজকাল তিনি পথ প্রদর্শন এবং মনুষ্যের সহিত কথোপকথন করেন না কেন? অতএব এসকল কখনও ঈশ্বরের কিংবা ঈশ্বরকৃত পুস্তকের বিষয় হইতে পারে না; কিন্তু এসকল বন্য মনুষ্যের কথা॥ ২৮॥

২৯। ইস্মাইলের সন্তানদের নাম এই—ইস্মাইলের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীত ও কীদার, অদ্‌বিএল ভিবসন, মিশমা, দুমা, মস্‌সা, হদর, তৈমা, ইটুর, নাফীশ ও কিদমা"। তৌ০ উৎপ০ পর্ব্ব ২৫ আ০ ১৩-১৫॥

সমীক্ষক—এই ইস্‌মাইল এব্রাহামের ঔরসে তাঁহার দাসী হাজিরার গর্ভজাত। ২৯॥

৩০। তোমার পিতা যেরূপ ভালবাসেন, তদ্রূপ সুস্বাদু খাদ্য আমি প্রস্তুত করিয়া দিই; পরে তুমি আপন পিতার নিকটে তাহা লইয়া যাও, তিনি তাহা ভোজন করুন; যেন তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করেন। আর রিবিকা ঘরে আপনার কাছে জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌর যে যে মনোহর বস্ত্র ছিল তাহা লইল আর ঐ দুই ছাগবৎসের চর্ম্ম লইয়া তাহার হস্তে ও গলদেশের নির্লোম স্থানে জড়াইয়া দিল। যাকোব আপন পিতাকে কহিলেন, আমি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌ; আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা করিয়াছি। বিনয় করি আপনি উঠিয়া বসিয়া আমার আনীত মৃগমাংস হইতে ভোজন করুন যেন আপনার প্রাণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করে॥ তৌ০ উৎপ০ পর্ব্ব ২৭। আ০ ৯।১০।১৫।১৬।.৯॥

সমীক্ষক—দেখুন! ইনি ছিল কপটতার সাহায্যে পিতার আশীর্ব্বাদ লইয়া সিদ্ধপুরুষ এবং পরে পয়গম্বর সাজিতেছেন! ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? যখন এতাদৃশ লোক খ্রীষ্টানদিগের অগ্রণী, তখন তাঁহাদের ধর্ম্মে কি কম গোলমাল থাকিবে? ৩০॥

৩১। পরে য়াকোব প্রত্যূষে বালিশের নিমিত্ত যে প্রস্তর রাখিয়াছিলেন তাহা লইয়া স্তম্ভরূপে স্থাপন করিলেন, তাহার উপর তৈল ঢালিয়া সেই স্থানের নাম বৈতয়েল (ঈশ্বরের গৃহ) রাখিলেন। য়াকোব

মানত করিলেন এই যে প্রস্তর আমি স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়াছি, ইহা ঈশ্বরের গৃহ হইবে ॥ তৌ০ উৎপ০ পর্ব্ব ২৮। আ০ ১৮।১৯।২২ ॥

সমীক্ষক—বন্য মনুষ্যদিগের কার্য্য দেখুন! ইহারা প্রস্তর পূজা করে এবং অপরকেও তাহাতে প্রবর্ত্তিত করে। মুসলমানগণ ইহাকে "বয়তলমুকদ্দস" বলে। এই প্রস্তরখণ্ডই কি ঈশ্বরের গৃহ? তিনি কি ইহার মধ্যেই বাস করিতেন? বাহবা! খ্রীষ্টানগণ! কি বলিব তোমরাই ত ঘোরতর পৌত্তলিক ॥ ৩১ ॥

৩২। আর ঈশ্বর রাখিলকে স্মরণ করিলেন, ঈশ্বর তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন ও তাঁহাকে গর্ভমুক্ত করিলেন। তখন তাঁহার গর্ভ হইতে তিনি পুত্র প্রসব করিয়া কহিলেন, ঈশ্বর আমার অপযশ হরণ করিয়াছেন॥ তৌ০ উৎপ০ পর্ব্ব ৩০। আ০ ২২।২৩ ॥

সমীক্ষক—বাহবা! খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর কত বড় ডাক্তার! তিনি কোন অস্ত্রপাতি ও ঔষধের সাহায্যে নারীর গর্ভাশয় উন্মোচন করিলেন? এসকল অজ্ঞানান্ধকার ব্যতীত আর কিছুই নহে ॥৩২॥

৩৩। কিন্তু ঈশ্বর রাত্রিতে স্বপ্নযোগে আরামী লাবনকের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—সাবধান! যাকোবকে ভাল মন্দ কিছুই বলিও না। এখন পিত্রালয়ে যাইবার আকাঙ্ক্ষায় ম্লানবদন হওয়াতে তুমি যাত্রা করিলে বটে কিন্তু আমার দেবতাদিগকে কেন চুরি করিলে? তৌ০ উৎপ০ পর্ব্ব ৩১। আ০ ২৪।৩০॥

সমীক্ষক—ইহা একটি উদাহরণ মাত্র লিখিলাম। বাইবেলে লিখিত আছে যে ঈশ্বর সহস্র ব্যক্তিকে স্বপ্নে স্বয়ং দর্শন দিয়াছেন এবং পানভোজন বার্ত্তালাপ ও গমনাগমন ইত্যাদি করিয়াছেন। কিন্তু এখন তিনি আছেন কি না কে জানে? এখন ত স্বপ্নে কিংবা জাগরণে কাহারও ঈশ্বর দর্শন ঘটে না। যাহা হউক জানা গেল যে বন্য মনুষ্যেরা প্রস্তরাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত। খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরও প্রস্তরকে দেবতা মনে করিতেন; নতুবা দেবতাদিগের অপহরণ কিরূপে সন্তাপের হইতে পারে? ৩৩ ॥

৩৪। আর যাকোব আপন পথে অগ্রসর হইলে ঈশ্বরের দূতগণ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তখন যাকোব তাঁহাদিগকে দেখিয়া কহিলেন, ইহারা ঈশ্বরের সেনাদল। তৌ০ উৎপ০ পর্ব্ব ৩২। আ০ ১।২ ॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর যে মনুষ্য, এখন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। কারণ, তাঁহার সেনাও আছে। তাহা হইলে তাঁহার নিকট

অস্ত্রশস্ত্রও আছে এবং তিনি যে কোন স্থানের উপর আক্রমণ করিয়া যুদ্ধও করিয়া থাকেন নতুবা সেনা রাখিবার প্রয়োজন কি? ৩৪ ॥

৩৫। আর যাকোব তথায় একাকী রহিলেন এবং এক পুরুষ প্রভাত পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে জয় করিতে পারিলেন না দেখিয়া, তিনি যাকোবের জঙ্ঘার মধ্যে আঘাত করিলেন। তাঁহার সহিত এইরূপ মল্লযুদ্ধ করাতে যাকোবের উরুফলক স্থানচ্যুত হইল। পরে সেই পুরুষ কহিলেন, আমাকে ছাড়, কেননা প্রভাত হইল। যাকোব কহিলেন, আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িব না। পুনশ্চ তিনি কহিলেন, তোমার নাম কি? তিনি উত্তর করিলেন, যাকোব। তিনি কহিলেন, তুমি যাকোব নামে আর আখ্যাত হইবে না, কিন্তু ইস্রায়েল নামে আখ্যাত হইবে; কেননা তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ। তখন যাকুব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, বিনয় করি, আপনার নাম কি বলুন। তিনি বলিলেন, কি জন্য আমার নাম জিজ্ঞাসা কর? পরে তথায় যাকোবকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন যাকোব সেই স্থানের নাম ফনূয়েল রাখিলেন; কেননা তিনি কহিলেন, আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিলাম এবং আমার প্রাণ বাঁচিল। পরে তিনি ফনূয়েল পার হইলে সূর্য্যের জ্যোতি তাঁহার উপরে পতিত হইল। আর তিনি উরু লইয়া খোঁড়াইতে লাগিলেন। এই কারণ ইস্রায়েলের সন্তানেরা অদ্যাপি ফলকের উপরিস্থ উরু-সন্ধির শিরা ভোজন করে না, কারণ তিনি যাকোবের উরুসন্ধির শিরা স্পর্শ করিয়াছিলেন ॥ তৌ০ উৎপ০ পর্ব্ব। আ০ ২৪।২৫।২৬।২৭।২৮।২৯।৩০।৩১।৩২ ॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর যোদ্ধা বলিয়াই কৃপা করিয়া সারা এবং রাখেল কে পুত্রদানের কৃপা করিয়াছিলেন। ভাল, এমন ঈশ্বর কি প্রকৃত ঈশ্বর হইতে পারেন? সেই ঈশ্বরের আরও লীলা খেলা দেখুন! কেহ নাম জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাকে কি নাম বলা উচিত নহে? ঈশ্বর যাকোবের নাড়ী অপহৃত করায় সে পরাজিত হইল। কিন্তু ঈশ্বর যদি ডাক্তার হইতেন, তাহা হইলে তাহার উরুস্থলের নাড়ীকে আরোগ্যও করিয়া দিতেন। এইরূপে ঈশ্বর-ভক্তির জন্য যাকোবের ন্যায় অন্যান্য ভক্তদিগকেও খঞ্জ হইতে হইবে। ঈশ্বর শরীরধারী না হইলে তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন এবং তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সুতরাং এ সকল কেবল বালকোচিত ব্যাপার ॥ ৩৫ ॥

৩৬। কিন্তু যিহুদাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে দুষ্ট হওয়াতে সদাপ্রভু তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। তাহাতে যিহুদা ওনানকে কহিল, তুমি আপন ভ্রাতার স্ত্রীর কাছে গমন কর ও তাহাকে বিবাহ করিয়া নিজ ভ্রাতার জন্য বংশ উৎপন্ন কর। কিন্তু ঐ বংশ নিজের হইবে না ইহা বুঝিয়া ওনন ভ্রাতৃজায়ার কাছে কাছে গমন করিলেও ভ্রাতৃবংশ উৎপন্ন করিবার অনিচ্ছাতে ভূমিতে রেতঃপাত করিল। তাঁহার সেই কার্য্য সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ হওয়াতে তিনি তাহাকেও বধ করিলেন॥ তৌ০ উৎপ০ পর্ব্ব ৩৮। আ০ ৭-১০ ॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! ইহা কি মনুষ্যের না ঈশ্বরের কার্য্য? তাহার সহিত ত নীয়োগ হইল, তবে ঈশ্বর তাহাকে বধ করিলেন কেন? তাহার বুদ্ধি নির্ম্মল করিয়া দিলেন না কেন? এতদ্দ্বারা নিশ্চিতরূপে ইহাও জানা গেল যে, পূর্ব্বকালে নিয়োগ প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল॥ ৩৬॥

প্রাচীন বাইবেলের অন্তর্গত যাত্রা পুস্তক।

৩৭। মুসা বড় হইলে একদিন দেখিলেন, মিশ্রী তাহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে ইব্রীয়কে মারিতেছে। তখন তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ঐ মিশ্রীরকে বধ করিয়া বালির মধ্যে পুতিয়া রাখিলেন। পরে দ্বিতীয় দিন তিনি বাহিরে গেলেন, দেখিলেন দুইজন ইব্রাণী পরস্পর বিবাদ করিতেছে; তিনি দোষী ব্যক্তিকে কহিলেন, তোমার প্রতিবেশীকে কেন মারিতেছ? সে কহিল, তোমাকে অধ্যক্ষ ও বিচারকর্ত্তা করিয়া আমাদের উপরে কে নিযুক্ত করিয়াছে? তুমি যেমন সেই মিশ্রীকে বধ করিয়াছ, তদ্রূপ কি আমাকেও বধ করিতে চাহ? তখন মুসা ভীত হইয়া পলাইয়া গেলেন। তৌ০ যা০ প০ ২। আ০ ১১-১৫ ॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! যে মুসা বাইবেলের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা এবং আচার্য্য, তাঁহার চরিত্রে ক্রোধাদি দুর্গুণ বর্ত্তমান। তিনি তস্কর এবং নর-হন্তার ন্যায় রাজদণ্ড এড়াইতে চাহিতেছেন। যেহেতু তিনি সত্যগোপন করিতেছেন, অতএব তিনি মিথ্যা বলিতেও অভ্যস্ত। মুসার ন্যায় একজন লোক ঈশ্বর দর্শন করিয়া পয়গম্বর এবং ইহুদী প্রভৃতি মতের প্রবর্ত্তক হইলেন। তাহাতে বুঝা যায় যে, মুসা হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টানদিগের যাবতীয় পূর্ব্বপুরুষ সকলেই বন্য অবস্থায় ছিলেন; কেহই বিদ্বান্ ছিলেন না॥ ৩৭॥

৩৮। * * * তোমরা এক একটি মেষশ্রাবক বাহির করিয়া লও, নিস্তার পর্ব্বীয় বলি হনন কর। আর এক এসোব লইয়া ডাবরস্থিত রক্তে ডুবাইয়া দ্বারের কপালীতে দুই দিকে ডাবরস্থিত রক্তের কিঞ্চিৎ ছাপ লাগাইয়া দিবে, এবং প্রভাত পর্য্যন্ত তোমরা কেহই গৃহদ্বারের বাহিরে যাইবে না। কেননা সদাপ্রভু মিশ্রীয়দিগকে আঘাত করিবার জন্য তোমাদের নিকট দিয়া গমন করিবেন, তাহাতে দ্বারের উপরের দিকে কপালীতে ও দ্বারের দুই দিকে সেই রক্ত দেখিলে সদাপ্রভু সেই দ্বার ছাড়িয়া অগ্রে যাইবেন, তোমাদের গৃহে সংহারকর্ত্তাকে প্রবেশ করিয়া আঘাত করিতে দিবেন না॥ তৌ০ য়া০ পর্ব্ব০ ২। আ০ ২১।২২।২৩॥

(সমীক্ষক)—ভাল, ইহা ইন্দ্রজালের ন্যায় দেখাইতেছে! এমন ঈশ্বর কি কখনও সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন? তিনি রক্তের চিহ্ন না দেখিয়া ইস্রায়েল-বংশীয়দিগের বাসভবন চিনিতে পারেন না। ইহা ত ক্ষুদ্রবুদ্ধির লক্ষণ! সুতরাং জানা যাইতেছে যে, এ সকল কোন বন্য মনুষ্যকর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে॥ ৩৮॥

৩৯। পরে অর্দ্ধরাত্রের এই ঘটনা হইল, সদাপ্রভু সিংহাসনে উপবিষ্ট ফরৌণের প্রথমজাত সন্তান হইতে আরম্ভ করিয়া মিসর দেশস্থ সমস্ত প্রথমজাত সন্তান, কারাগৃহ বন্দীর প্রথমজাত সন্তান মিসরদেশস্থ প্রথমজাত সন্তানকে ও পশুদের প্রথমজাত শাবকগণকেও বিনাশ করিলেন। তাহাতে ফরৌণ, তাঁহার দাসগণ এবং সমস্ত মিশরীয় রাত্রিতে উঠিল এবং মিশরে মহাক্রন্দন উঠিল; কেননা যে ঘরে কেহ মরে নাই, এমন ঘরই ছিল না॥ তৌ০ য়া০ পর্ব্ব ১২। আ০ ২৯॥ ৩০॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর নির্দ্দয় হইয়া দস্যুর ন্যায় বিনা অপরাধে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে, এমন কি পশুগুলিকে পর্য্যন্ত হত্যা করিলেন! তাঁহার কি কিছুমাত্র দয়া হইল না! মিশরে অতিশয় ক্রন্দন সত্ত্বেও খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের চিত্ত হইতে নিষ্ঠুরতা দূরীভূত হইল না। ঈশ্বরের কথা দূরে থাকুক, একজন সাধারণ লোকও এমন কার্য্য করিতে পারে না। তবে ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই; কেননা লিখিত আছে, "মাংসাহারিণঃ কুতো দয়া"। খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর মাংসাহারী, তাঁহার দয়ার কি প্রয়োজন? ৩৯॥

৪০। "সদাপ্রভু তোমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন। ইস্রায়েলের

সন্তানদিগকে অগ্রসর হইতে বল। আর তুমি আপন যষ্টি তুলিয়া সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার কর, সমুদ্রকে দুই ভাগ কর; তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানেরা সমুদ্র মধ্যে শুষ্কপথ ধরিয়া চলিয়া যাইবে॥ তৌ০ য়া০ পর্ব্ব ১৪। আ০ ১৪।১৫।১৬।

(সমীক্ষক)—কেন মহাশয়? ঈশ্বর ত পূর্ব্বে মেষপালের পশ্চাতে মেষপালকের ন্যায় ইস্রায়েলবংশীয়দিগের অনুকরণ করিতেন। কে জানে এখন তিনি কোথায় অন্তর্হিত হইলেন? নতুবা তিনি সমুদ্রের মধ্য দিয়া চতুর্দ্দিকে রেলপথ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। তাহাতে সমগ্র সংসারের উপকার হইত; জলযান প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য পরিশ্রম করিতে হইত না। কিন্তু উপায় কি? তিনি এখন কোথায় লুকাইয়া রহিলেন? বাইবেলের ঈশ্বর মূসার সহিত এইরূপ অনেক অসম্ভব লীলা-খেলা করিয়াছেন। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, যেমন খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর, তাঁহার সেবক এবং তেমনি তাঁহার রচিত পুস্তক। এমন পুস্তক এবং এমন ঈশ্বর আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকে, সেই শ্রেয়ঃ॥ ৪০॥

৪১। কেননা আমি তোমার ঈশ্বর, প্রত্যক্ষ সর্ব্বশক্তিমান্। আমি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল সন্তানদিগের উপরে বর্ত্তাই, যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, তাহাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত বর্ত্তাই॥ তৌ০ য়া০ প০ ২০। আ০ ৫॥

(সমীক্ষক)—ভাল, ইহা কিরূপ ন্যায়বিচার যে, পিতার অপরাধের জন্য সন্তানদিগকে চারি পুরুষ পর্য্যন্ত দণ্ড দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয়? সৎপিতার কুসন্তান এবং অসৎপিতার সুসন্তান কি হয় না? তাহা হইলে চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত কিরূপে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে? পঞ্চম পুরুষের পরে কেহ দুষ্ট হইলে তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইবে না। বিনা অপরাধে কাহাকেও দণ্ড দেওয়া অন্যায়॥ ৪১॥

৪২। তুমি বিশ্রামদিনকে পবিত্র করিয়া স্মরণ করিও। ছয় দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত কার্য্য করিও; কিন্তু সপ্তমদিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রাম দিন। সদাপ্রভু বিশ্রামদিনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন॥ তৌ০ য়া০ প০ ২০। আ০ ৮-১১॥

(সমীক্ষক)—কেবল রবিবারদিনই কি পবিত্র? অবশিষ্ট ছয়দিন কি অপবিত্র? পরমেশ্বর কি ছয় দিনের কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সপ্তম দিবসে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন? তিনি রবিবারকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, কিন্তু সোমবার প্রভৃতি ছয়টি দিনকে কি করিলেন? বোধ হয় অভিশাপ দিয়া

থাকিবেন। কোন বিদ্বান্ এমন কার্য্য করিতে পারেন না; ঈশ্বরের পক্ষে ইহা করা কিরূপে সম্ভবপর? রবিবারের কি গুণ এবং সোমবার প্রভৃতির কি দোষ যে, ঈশ্বর রবিবারকে পবিত্র ঘোষণা করিলেন এবং বর দিলেন, কিন্তু অপর দিনগুলিকে অপবিত্র ঘোষণা করিলেন? ৪২ ॥

৪৩। তোমার প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। তোমার প্রতিবেশীর গৃহে লোভ করিও না; প্রতিবাসী স্ত্রীতে, তাহার দাসে, দাসীতে, কিম্বা তাহার গরুতে কি গর্দ্দভে, প্রতিবেশীর কোন বস্তুতেই লোভ করিও না। তৌ০ য়া০ প০ ২০। আ০ ১৬।১৭।

সমীক্ষক—বাহবা! এই জন্যই ত যেমন ক্ষুধার্ত্ত অন্নের দিকে এবং তৃষ্ণার্ত্ত জলের দিকে আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ খ্রীষ্টানগণও বিদেশীয়দিগের ধন-সম্পত্তির জন্য লালয়িত হইয়া থাকে। ইহা কেবল স্বার্থপর এবং পক্ষপাতীর কার্য্য। বোধ হয় খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরও তদ্রূপ। যদি বলা হয়, আমরা মনুষ্যমাত্রকেই প্রতিবাসী মনে করি, তাহা হইলে মনুষ্য ব্যতীত অপর কাহার স্ত্রী ও দাসী আছে যে তাহাকে প্রতিবাসী মনে করা যাইবে না? অতএব, এসকল স্বার্থপরের কথা, ঈশ্বরের নহে ॥ ৪৩ ॥

৪৪। এখন শিশুদিগের মধ্যে সমস্ত বালককে বধ কর, এবং পুরুষের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে এমন সমস্ত স্ত্রীলোককেই বধ কর; কিন্তু যে বালিকারা নিজে পুরুষের সহিত সংযুক্ত হয় নাই তাহাদিগকে নিজেদের জন্য জীবিত রাখ ॥ তৌ০ গণনা পর্ব ৩১।আ০ ১৭।১৮ ॥

সমীক্ষক—বাহবা! তোমাদের পয়গম্বর মুসা এবং ঈশ্বর ধন্য! তাঁহারা নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং পশ্বাদিকেও হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হন না। এতদ্দ্বারা নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, মুসা ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন; নতুবা তিনি যে সকল কন্যার পুরুষ-সংসর্গ হয় নাই, তাহাদিগকে নিজের জন্য আনয়ন করিতে এমন নির্দ্দয় এবং লম্পটোচিত আদেশ দিবেন কেন? ৪৪ ॥

৪৫। কেহ যদি কোন মনুষ্যকে এমন আঘাত করে যে, তাহার মৃত্যু হয়, তবে অবশ্য প্রাণদণ্ড হইবে। আর যদি কোন ব্যক্তি অন্যকে বধ করিতে চেষ্টা না পায়, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করেন, তবে যেস্থানে সে পলাইতে পারে, এমন স্থান তোমার নিমিত্ত আমি নিরূপণ করিব॥ তৌ০ যা০ প০ ২১। আ০ ১২।১৩ ॥

সমীক্ষক—ঈশ্বরের এই কার্য্য ন্যায়সঙ্গত হইলে মুসা যখন এক ব্যক্তিকে

হত্যা করিয়া পুতিয়া রাখিয়া পলায়ন করিলেন, তখন ঈশ্বর তাঁহাকে দণ্ড দিলেন না কেন? যদি বলা হয় যে, ঈশ্বর উক্ত ব্যক্তিকে বধের জন্য মুসার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা হইলে ঈশ্বর পক্ষপাতী। কারণ রাষ্ট্রবিধি অনুসারে মুসার প্রতি দণ্ড ব্যবস্থা প্রতিপালিত হইতে দিলেন না ॥ ৪৫ ॥

৪৬। তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে মঙ্গলার্থে বৃষদিগকে বলিদান করিল। তখন মুসা তাহার অর্দ্ধেক রক্ত লইয়া থালে রাখিলেন এবং অর্দ্ধেক রক্ত বেদীর উপরে প্রক্ষেপ করিলেন। পরে মুসা সেই রক্ত লইয়া লোকদের উপরে প্রক্ষেপ করিয়া কহিলেন, দেখ, এ সেই নিয়মের রক্ত, যাহা সদাপ্রভু তোমাদের সহিত এই সকল বাক্য সম্বন্ধে স্থির করিয়াছেন। আর সদাপ্রভু মুসাকে কহিলেন, তুমি পর্ব্বতে আমার নিকটে উঠিয়া আসিয়া এইস্থানে থাক, তাহাতে আমি দুইখানা প্রস্তর ফলক এবং আমার লিখিত ব্যবস্থা ও আজ্ঞা তোমাকে দিব ॥ তৌ০ যা০ প০ ২৪। আ০ ৫।৬।৮।১২ ॥

সমীক্ষক—দেখুন! এ সকল বন্য মনুষ্যের কার্য্য কি না? পরমেশ্বর বৃষবলি গ্রহণ এবং বেদীর উপর রুধির সিঞ্চন করেন; ইহা কিরূপ বর্ব্বরতা ও অসভ্যতা। খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর যখন বৃষের বলিদান গ্রহণ করেন তখন তাঁহার ভক্তগণ ধেনুবলির প্রসাদ গ্রহণ করিয়া উদর পূর্ণ করিবেন না কেন? তাঁহারা জগতের অনিষ্টই বা করিবেন না কেন? বাইবেল এরূপ জঘন্য ব্যাপারে পরিপূর্ণ। বাইবেলের কুসংস্কার বশতঃ খ্রীষ্টানগণ বেদের বিরুদ্ধেও এই সকল দোষ আরোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু, বেদে এ-সকল বিষয়ের উল্লেখ মাত্রও নাই। ইহাও জানা যাইতেছে যে খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর একজন পার্ব্বত্য লোক ছিলেন। তিনি পর্ব্বতে বাস করিতেন এবং মসী, লেখনী ও কাগজ প্রস্তুত করিতে জানিতেন না। এ-সকল সামগ্রীর অভাবে তিনি প্রস্তর ফলকে লিখিতেন। বন্য মনুষ্যেরা তাঁহাকেই ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিত ॥ ৪৬ ॥

৪৭। আরও কহিলেন, তুমি আমার রূপ দেখিতে পাইবে না, কেননা মনুষ্য আমাকে দেখিলে বাঁচিতে পারে না। সদা প্রভু কহিলেন, দেখ আমার নিকটে এক স্থান আছে; তুমি ঐ টিলার উপরে দাঁড়াইবে। তাহাতে তোমার নিকট দিয়া আমার বীর যাত্রার সময়ে আমি তোমাকে শৈলের এক ফাটালে রাখিব ও আমার গমনের শেষ পর্য্যন্ত করতল দিয়া তোমাকে আচ্ছন্ন করিব;

পরে আমি করতল উঠাইলে তুমি আমার পশ্চাদ্‌ভাগ দেখিতে পাইবে, কিন্তু আমার মুখের দর্শন পাওয়া যাইবে না॥ তৌ০ যা০ প০ ৩৩। আ০ ২০-২৩॥

সমীক্ষক—এখন দেখুন, খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দেহধারী। তিনি মূসার সহিত কিরূপ ছল-চাতুরী করিয়া স্বয়ংসিদ্ধ ঈশ্বর হইয়া পড়িয়াছেন! যাহার কেবল পশ্চাদ্ভাগ দেখা যায়, কিন্তু আকৃতি দেখা যায় না, তাহাকে হস্তদ্বারা ঢাকাও যায় না। যখন ঈশ্বর মূসাকে হস্তদ্বারা ঢাকিলেন, তখন কি মূসা তাঁহার হস্তের আকৃতি দেখিতে পাইলেন না? ৪৭॥

প্রাচীন বাইবেলের লয় ব্যবস্থার পুস্তক॥

৪৮। পরে সদাপ্রভু মূসাকে ডাকিয়া মণ্ডলীর তাম্বু হইতে এই কথা কহিলেন, তুমি ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে এই কথা বল, তোমাদের কেহ যদি সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার উৎসর্গ করে, তবে সে পশুপাল হইতে অর্থাৎ বৃষ গাভী কিম্বা মেষপাল হইতে আপন উপহার লইয়া উৎসর্গ করুক।" তৌ০ লয় ব্যবস্থার পুস্তক॥ পর্ব ১। আ০ ১।২॥

সমীক্ষক—এখন ভাবিয়া দেখুন! খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর গাভী এবং বৃষ প্রভৃতি বলিরূপে গ্রহণ করেন এবং নিজের জন্য বলিদানের উপদেশও দিয়া থাকেন। তাহা হইলে ঈশ্বর গবাদি পশুর রক্তপিপাসু এবং মাংসলোলুপ কি না? সুতরাং তাঁহাকে অহিংসক এবং ঈশ্বর বলা যাইতে পারে না, কেননা তিনি একজন মাংসাহারী এবং কপটাচারী মনুষ্য সদৃশ॥ ৪৮॥

৪৯। পরে সে সদাপ্রভুর সম্মুখে সেই বৃষকে হনন করিবে ও হারুণের পুত্র যাজক তাহার রক্ত নিকটে আনিবে এবং যজ্ঞবেদীর চারিদিকে মণ্ডলী তাম্বুর দ্বারসমীপে স্থিত বেদীর উপরে সেই রক্ত চারি দিকে প্রক্ষেপ করিবে। আর সে ঐ হোমবলির চর্ম্ম খুলিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিবে। পরে হারুণ যাজকের পুত্রগণ বেদীর উপরে অগ্নি রাখিবে ও অগ্নির উপর কাষ্ঠ সাজাইবে। আর হারুণের পুত্র যাজকেরা সেই বেদীর উপরিস্থ অগ্নির ও কাষ্ঠের উপর তাহার খণ্ড সকল এবং মস্তক ও মেদ রাখিবে। পরে যাজক বেদীর উপরে সে সমস্ত দগ্ধ করিবে; ইহা হোমবলি, সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নির উপহার॥ তৌ০ ল০ পর্ব্ব ১। আ০ ৫।৬।৭।৮।৯॥

সমীক্ষক—একটু চিন্তা করিয়া দেখুন! পরমেশ্বরের ভক্ত তাঁহার সম্মুখে বৃষহত্যা করিবে এবং অপরের দ্বারা হত্যা করাইবে; ভক্ত চারিদিকে রুধির সিঞ্চন করিবে, অগ্নিতে হোম করিবে এবং পরমেশ্বর সুগন্ধ আঘ্রাণ করিবেন! কসাইদিগের গৃহে যাহা হইয়া থাকে, এ সকল কি তদপেক্ষা কোন অংশে কম? এই নিমিত্ত বাইবেল ঈশ্বরকৃত নহে এবং যে ঈশ্বর বন্য মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করেন, তিনি কখনও যথার্থ ঈশ্বর হইতে পারেন না ॥ ৪৯ ॥

৫০। আর সদাপ্রভু মূসাকে কহিলেন, অভিষিক্ত যাজক যদি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় পাপ করে, তবে সে স্বকৃত পাপের জন্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে নির্দ্দোষ এক গোবৎস পাপনাশক বলিরূপে উৎসর্গ করিবে॥ লৈ০ বা০ প০ ৪। আ০ ১ : ৩। ৪ ॥

(সমীক্ষক)—এখন, পাপক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ দেখুন! কেহ পাপ করিবার পর প্রায়শ্চিত্তের জন্য গবাদি প্রয়োজনীয় পশুকে হত্যা করিবে, আর স্বয়ং ঈশ্বর হত্যা করাইবেন! ধন্য খ্রীষ্টানগণ! যিনি এই সকল কার্য্য করেন, আপনারা তাঁহাকেই ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং তাঁহার নিকট মুক্তি প্রভৃতিও আশা করেন ॥ ৫০ ॥

৫১। আর যদি কোন অধ্যক্ষ পাপ করে, তবে আপনার উপহার স্বরূপ এক নির্দ্দোষ পুংছাগ আনিবে। পরে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাকে হনন করিবে; ইহা পাপার্থক বলিদান॥ তৌ০ লৈ০ প০ ৪। আ০ ২২। ২৩। ২৪ ॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! তাহা হইলে খ্রীষ্টান কর্ত্তৃপক্ষ অর্থাৎ বিচারপতি এবং সেনাপতি প্রভৃতি পাপ করিতে ভয় পাইবেন কেন? তাঁহারা স্বয়ং যথেষ্ট পাপ করিবেন, পরে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গাভী, বাছুর এবং ছাগাদি হত্যা করিবেন! এই জন্যই ত খ্রীষ্টানেরা কোন পশু বা পক্ষীর হত্যায় শঙ্কিত হয় না। শুনুন, খ্রীষ্টানগণ! এখন এই বন্য মত পরিত্যাগ করিয়া সুসভ্য ধর্ম্মময় বেদমত গ্রহণ করুন; তাহাতেই কল্যাণ হইবে ॥ ৫১ ॥

৫২। আর সে যদি মেষ আনিতে অসমর্থ হয়, তবে নিজ কৃতপাপের জন্য দুইটি ঘুঘু কিংবা দুইটি কপোত শাবককে এই দোষ মোচনের বলিস্বরূপ সদাপ্রভুর নিকট আনিবে। যাজক তাহার গলা মুচড়াইবে, কিন্তু ছিঁড়িয়া ফেলিবে না। এইরূপে যাজক তাহার কৃতপাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহার পাপের ক্ষমা হইবে। আর সে যদি দুইটি ঘুঘু কিম্বা দুইটি কপোত শাবক আনিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহার কৃতপাপের জন্য তাহার উপহার স্বরূপ এক সেরের দশাংশ সুজি

পাপার্থ বলিরূপে আনিবে। * তাহার উপরে তৈল দিবে না। তাহাতে তাহার পাপের ক্ষমা হইবে ॥ তৌ° লৈ° প° ৫। আ° ৭। ৮। ১০। ১১। ১২। ১৩ ॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! বোধ হয়, খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে ধনী কিংবা দরিদ্র কেহই পাপ করিতে ভীত হন না; কারণ তাঁহাদের ঈশ্বর পাপের প্রায়শ্চিত্ত সহজ করিয়া রাখিয়াছেন। খ্রীষ্টানদিগের বাইবেলে একটি অদ্ভুত কথা আছে, তাহা এই যে, বিনা কষ্টে পাপের দ্বারাই পাপখণ্ডন হইয়া থাকে; অর্থাৎ প্রথমতঃ পাপ করা হইল, অতঃপর জীবহিংসা করিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত মাংস খাইল এবং মনে করা হইল যে, পাপখণ্ডন হইয়া গিয়াছে। গলা মুচড়ান হইলে সম্ভবতঃ কপোতশাবক বহুক্ষণ ধরিয়া ধড়ফড় করিতে থাকে; তথাপি কিন্তু খ্রীষ্টানদের মনে দয়ার উদ্রেক হয় না। হইবে কেন? তাঁহাদের ঈশ্বর যে তাঁহাদিগকে হিংসা করিবার জন্যই উপদেশ দিয়াছেন সকল পাপেরই এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত আছে, তাহা হইলে ঈশার প্রতি বিশ্বাসদ্বারা পাপমোচনের আড়ম্বর করা হয় কেন? ॥ ৫২ ॥

৫৩। আর যদি কেহ কাহারও হোমবলি উৎসর্গ করে, সেই যাজক তাহার উৎকৃষ্ট হোমবলির চর্ম্ম পাইবে এবং তন্দুরে, কটাহে কিম্বা ভর্জ্জনপাত্রে যত পক্ক ভক্ষ্য নৈবেদ্য থাকে, সে সকল উৎসর্গকারী যাজকের হইবে ॥ তৌ° লৈ° পর্ব্ব ৭। আ° ৮। ৯ ॥

সমীক্ষক—আমরা জানিতাম যে এদেশেই দেবভক্ত এবং মন্দিরস্থ পুজারিদিগের মধ্যে বিচিত্র "পোপলীলা" আছে। কিন্তু এখন দেখিতেছি খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর এবং তাঁহার পুজারিদিগের "পোপলীলা" তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক।

---

* যে ঈশ্বর গোবৎস, মেষ, ছাগশাবক, কপোত এবং আটা পর্য্যন্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনি ধন্য! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কপোতশাবকের গলা মুচড়াইয়া লওয়া হইত অর্থাৎ কর্ত্তন করিবার পরিশ্রমও করিতে হইত না। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, বন্য মনুষ্যদিগের মধ্যে একজন বিশেষ চতুর ছিল। সে পর্ব্বতের উপর বাস করিত এবং নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিত। অজ্ঞ বন্য মনুষ্যেরা তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া লইলে, সে কৌশলে পর্ব্বতের উপরেই পশু পক্ষী এবং অন্নাদি আনয়ন করাইয়া আনন্দ ভোগ করিত। ফেরিস্তাগণ তাহার দূতের কার্য্য করিতেন! সদাশয় ব্যক্তিগণ ভাবিয়া দেখুন, কোথায় বাইবেলের গোবৎস, মেষ, ছাগ শাবক, কপোত এবং ডাল আটা ভক্ষণকারী ঈশ্বর, আর কোথায় সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, জন্মরহিত, নিরাকার, সর্ব্বশক্তিমান এবং ন্যায়কারী ইত্যাদি সদ্গুণান্বিত বেদোক্ত ঈশ্বর।

কেননা চর্ম্মের মূল্য এবং ভোজ্য সামগ্রী পাইলে বোধ হয় খ্রীষ্টানগণ অত্যন্ত আমোদ প্রমোদ করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। ভাল, নিজের এক পুত্রকে হত্যা করাইয়া অন্য পুত্রকে তাহার মাংস ভক্ষণ করান কি কোন মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব? মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় জীব ঈশ্বরের সন্তানতুল্য। সুতরাং তিনি কখনও এমন কার্য্য করিতে পারেন না। অতএব বাইবেল ঈশ্বরকৃত নহে এবং বাইবেলের ঈশ্বর এবং তাঁহার প্রতি যাহারা বিশ্বাসপরায়ণ তাহারাও কখনও ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পারে না। লয়ব্যবস্থা প্রভৃতি পুস্তক এসকল বিষয়ে পরিপূর্ণ। কত আর উল্লেখ করা যাইবে? ৫৩॥

গণনা পুস্তক॥

৫৪। আর সেই গর্দ্দভী দেখিল, সদাপ্রভুর দূত কোষমুক্ত খড়্গহস্তে পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। তখন গর্দ্দভী পথ ছাড়িয়া ক্ষেত্রে গমন করিল, তাহাতে বিলিয়ম গর্দ্দভীকে পথে আনিবার জন্য লাঠীদ্বারা প্রহার করিল। তখন সদাপ্রভু গর্দ্দভীর মুখ খুলিয়া দিলেন এবং সে বিলিয়মকে কহিল, আমি তোমার কি করিলাম যে তুমি এই তিন বার আমাকে প্রহার করিলে? তৌ° গ° প° ২২। আ° ২৩। ২৮॥

সমীক্ষক—পূর্ব্বে গর্দ্দভ পর্য্যন্তও ঈশ্বরের দূতদিগকে দেখিতে পাইত। কিন্তু আজ কাল বিশপ এবং পাদ্রী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অথবা নিকৃষ্ট কেহই ঈশ্বর কিংবা তাঁহার দূতদিগকে দেখিতে পান না। তবে কি এখন খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর এবং তাহার দূতগণ নাই? থাকিলে কি তাঁহারা গভীর নিদ্রায় অভিভূত অথবা পীড়িত আছেন, না অপর কোন ভূমণ্ডলে প্রস্থান করিয়াছেন? তাঁহারা কি অন্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, খ্রীষ্টানদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন না মরিয়া গিয়াছেন? বাস্তবিক তাঁহাদের যে কি হইয়াছে তাহা জানা যায় না। তবে যেহেতু তাঁহারা এখন নাই এবং দৃষ্টিগোচরও হন না, অতএব অনুমান হইতেছে যে তাঁহারা পূর্ব্বেও ছিলেন না এবং দৃষ্টিগোচরও হইতেন না। এসকল কেবল মনঃকল্পিত ঔপন্যাসিক কাহিনী মাত্র॥ ৫৪॥

সেমুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক।

৫৫। কিন্তু সেই রাত্রিতে সদাপ্রভুর এই বাক্য নাথনের নিকটে উপস্থিত হইল—তুমি যাও, আমার দাস দায়ূদকে বল যে সদাপ্রভু এই কথা কহেন। তুমি কি আমার বাসের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিবে? ইস্রায়েলের সন্তানগণকে মিসর হইতে

বাহির করিয়া আনিবার দিন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত আমি ত কোন গৃহে বাস করি নাই, কেবল তাম্বুতে ও আবাসে থাকিয়া যাতায়াত করিতেছি॥ তৌ০ সেমুয়েল ২য় পু০। প০ ৭। আ০ ৪।৫।৬

সমীক্ষক—এখন আর কোন সন্দেহ রহিল না যে, খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দেহধারী। যিনি অনুযোগ দিতেছেন "আমি বহু পরিশ্রম এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছি। এখন যদি দাউদ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, তবে তন্মধ্যে বিশ্রাম করিব"। এমন ঈশ্বর এবং পুস্তক বিশ্বাস করিতে কি খ্রীষ্টানদিগের লজ্জা হয় না? কিন্তু উপায় কি? যখন হতভাগ্যগণ একবার আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তখন বহির্গত হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন॥৫৫॥

রাজাদিগের পুস্তক॥

৫৬। উনবিংশতি বর্ষের পঞ্চম মাসে, মাসের সপ্তম দিনে বাবুলের রাজা নূবখূদনজরের রাজ্যে বাবুলের রাজার দাস নবুসর অদ্দন নামক প্রধান সেনাপতি যীরুশালেমে আসিলেন। তিনি পরমেশ্বরের মন্দির, রাজভবন, যীরুশালেমের সব গৃহ ও সব বৃহৎ অট্টালিকা জ্বালাইয়া দিলেন। আর সেই রক্ষক সেনাপতির অনুগামী কসদীয় সমস্ত সৈন্য যীরুশালেমের চারি দিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিল॥ তৌ০ রা০ প০ ২৫। আ০ ৮। ৯। ১০॥

সমীক্ষক—উপায় কি? বোধ হয় খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর বিশ্রামার্থ দায়ুদের দ্বারা এক গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন কিন্তু নবুসর অদ্দান সেই গৃহ নষ্ট করিলে ঈশ্বর এবং তাঁহার দূতসেনা কিছুই করিতে পারেন নাই! পূর্ব্বে খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর মহাযোদ্ধা এবং দিগ্বিজয়ী ছিলেন। তখন তাঁহার গৃহ ভগ্ন এবং দগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিশ্চেষ্ট রহিলেন কেন? তাঁহার দূতগণ কোথায় পলায়ন করিলেন জানা যায় না। এই সময়ে কেহ কোন কার্য্যে আসিল না। ঈশ্বরের পরাক্রমও যে কোথায় উধাও হইল তাহাও জানা যায় না। যদি শেষোক্ত ঘটনা সত্য হয় তবে পূর্ব্বোক্ত বিজয়বার্ত্তা সমস্তই নিরর্থক। ঈশ্বর মিশরদেশের শিশুদিগকে হত্যা করিয়াই শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় শেষ করিয়াছিলেন? এখন তিনি শূরবীরদিগের সম্মুখে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন কেন? সুতরাং খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর নিন্দা এবং অকীর্ত্তিভাজন! এইরূপ সহস্র সহস্র অসার গল্পে পুস্তকটি পরিপূর্ণ॥ ৫৬॥

ধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিতীয় ভাগ।

সাময়িক ঘটনাবলী সংক্রান্ত প্রথম পুস্তক।

৫৭। পরে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের উপরে মড়ক পাঠাইলেন, তাহাতে ইস্রায়েলের সত্তর সহস্র লোক মারা পড়িল॥ কাল০ দূ০ ২। প০ ২১। আ০১৪॥

সমীক্ষক—এখন ইস্রায়েলবংশীয় খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের লীলাখেলা দেখুন! যে ইস্রায়েলবংশীয়দিগকে তিনি বহু বার বর প্রদান করিয়াছিলেন এবং যাহাদের কল্যাণার্থ তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম করিলেন, এখন হঠাৎ তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া মহামারী প্রেরণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা সত্তর সহস্র লোককে বিনাশ করিলেন! এ বিষয়ে জনৈক কবি সত্যই বলিয়াছেন :—

ক্ষণে রুষ্টঃ ক্ষণে তুষ্টো রুষ্টতুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে।
অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ॥ ৯॥

যে ব্যক্তি ক্ষণে প্রসন্ন এবং ক্ষণে অপ্রসন্ন হয়, অর্থাৎ এই মুহূর্ত্তে প্রসন্ন কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অপ্রসন্ন হয় তাহার প্রসন্নতাও ভীতিজনক। খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের লীলাখেলাও এইরূপ॥ ৫৭॥

ঐয়ুবের পুস্তক॥

৫৮। আর একদিন ঈশ্বরের পুত্রগণ সদাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার জন্য উপস্থিত হইলে তাঁহাদের মধ্যে শয়তানও সদাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার জন্য উপস্থিত হইল। সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিলে? শয়তান সদাপ্রভুকে উত্তর দিয়া কহিল, আমি পৃথিবী পর্য্যটন ও তথায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, আমার দাস ঐয়ুবকে কি তুমি পরীক্ষা করিয়াছ? কেননা তাহার তুল্য সিদ্ধ ও সরল, ঈশ্বরভীরু ও কুক্রিয়াত্যাগী লোক পৃথিবীতে কেহই নাই; সে এখনও আপন সিদ্ধতা রক্ষা করিতেছে, যদিও তুমি অকারণে তাহাকে বিনষ্ট করিতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছ। শয়তান সদাপ্রভুকে উত্তর দিয়া কহিল, লোক চর্ম্মের জন্য চর্ম্ম, আর প্রাণের জন্য সর্ব্বস্ব দিবে। কিন্তু তুমি একবার হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার অস্থি ও মাংস স্পর্শ কর, সে অবশ্য তোমার সম্মুখেই তোমাকে জলাঞ্জলি দিবে। সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, দেখ সে তোমার হস্তগত; কেবল তাহার প্রাণটি থাকিতে দিও। পরে শয়তান সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে বাহির হইয়া

ঐয়ুবের আপাদমস্তকে আঘাত করিয়া দুষ্ট স্ফোটক জন্মাইল॥ জবুর০ ঐয়ুব০ পু০ প০ ২। আ০ ১।২।৩।৪।৫।৬।৭॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের ক্ষমতা দেখুন! শয়তান তাঁহারই সম্মুখে তাঁহার ভক্তকে নির্য্যাতন করিতেছে; কিন্তু তিনি শয়তানকে দণ্ড দিতে বা ভক্তকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না এবং তাঁহার কোন দূতও শয়তানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিতেছেন না! শয়তান একাই সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে! খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞও নহেন। সর্ব্বজ্ঞ হইলে তিনি শয়তান দ্বারা ঐয়ুবের পরীক্ষা করাইবেন কেন? ৫৮॥

উপদেশ পুস্তক॥

৫৯। এবং আমার হৃদয় নানা প্রকার প্রজ্ঞায় ও বুদ্ধিতে পারদর্শী হইয়াছে। আমি প্রজ্ঞা জানিতে এবং ক্ষিপ্রতা ও অজ্ঞানতা জানিতে মনোযোগ করিলাম। আমি জানিলাম যে, তাহাও মনের ঝঞ্ঝাট মাত্র। কেননা প্রজ্ঞার বাহুল্যে মনস্তাপের বাহুল্য হয় এবং যে জ্ঞানের বৃদ্ধি করে, সে ব্যথার বৃদ্ধি করে॥ জ০ উ০ প০ ১। আ০ ১৬।১৭।১৮॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! জ্ঞান এবং বুদ্ধি পর্য্যায়বাচক; এই দুইটি শব্দকে পৃথক এবং জ্ঞানবৃদ্ধিকে দুঃখ ও শোকের কারণ মনে করা, অজ্ঞান ব্যতীত অপর কাহার পক্ষে সম্ভব? অতএব এই বাইবেল ঈশ্বররচিত হওয়া দূরে থাকুক বিদ্বানদের রচিতও নহে। ৫৯॥

প্রাচীন বাইবেল সম্বন্ধে এই যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল। অতঃপর মথি প্রভৃতি রচিত নব্য বাইবেল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। খ্রীষ্টানগণ ইহাকে বিশেষ প্রমাণ মনে করেন। ইহার নাম "ইঞ্জিল" রাখা হইয়াছে॥ এই পুস্তক কিরূপ তাহা আমরা এখন পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

মথিরচিত নব্য বাইবেল॥

৬০। যীশুখ্রীষ্টের জন্ম এইরূপে হইয়াছিল। তাঁহার মাতা মেরী যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হইলে তাঁহাদের সহবাসের পূর্ব্বেই জানা গেল, পবিত্র আত্মা হইতে তাঁহার গর্ভ হইয়াছে। প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন—যোসেফ, দায়ুদ সন্তান, তোমার স্ত্রী মেরীকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেননা তাঁহার গর্ভে যাহা আছে, তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে॥ মথি০ ই০ প০ ১। আ০ ১৮। ২০॥

(সমীক্ষক)—এ সকল প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং সৃষ্টিক্রম বিরুদ্ধ কথা বিশ্বাস করা মূর্খ ও বন্য মনুষ্যের কার্য্য, সভ্য বিদ্বানের কার্য্য নহে। ভাল, কেহ কি পরমেশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করিতে পারে? পরমেশ্বর স্বয়ং তাঁহার নিয়ম পরিবর্ত্তন করিলে, কেহই তাঁহার আদেশ মান্য করিবে না। পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত। এইরূপে ত প্রত্যেক কুমারী গর্ভবতী হইলে বলিতে পারিবে যে, সে পরমেশ্বরের কৃপায় গর্ভবতী হইয়াছে। সে এইরূপ মিথ্যা বলিতে পারিবে,—"পরমেশ্বরের দূত আমাকে স্বপ্নে বলিয়া দিয়াছেন যে, পরমাত্মার কৃপায় এই গর্ভ হইয়াছে।" পুরাণেও এইরূপ সূর্য্যকর্ত্তৃক কুন্তীর গর্ভাধান ইত্যাদি অসম্ভব গল্প রচিত হইয়াছে। নির্ব্বোধ এবং শেয়ানা মূর্খ এ সকল অলীক গল্প বিশ্বাস করিয়া ভ্রমজালে পতিত হয়। এ স্থলে এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে যে, মেরী কোন পুরুষের সংসর্গে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি অথবা অপর কেহ এই অসম্ভব কাহিনী প্রচার করিয়া থাকিবে যে, তিনি পরমাত্মা কর্ত্তৃক গর্ভবতী হইয়াছেন ॥ ৬০ ॥

৬১। তখন যীশু, শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য, আত্মা দ্বারা বিপিনে নীত হইলেন। আর তিনি চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে থাকিয়া শেষে ক্ষুধিত হইলেন। তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল, যেন এই পাথরগুলা রুটি হইয়া যায় ॥ মথি০ ই০ প০ ৪। আ০ ১। ২। ৩॥

(সমীক্ষক)—এতদ্দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল যে, খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন, নতুবা তিনি স্বয়ং জানিতে পারিতেন। শয়তানের দ্বারা ঈশার পরীক্ষা করাইবেন কেন? ভাল, আজকাল কোন খ্রীষ্টানকে ৪০ দিন এবং ৪০ রাত্রি অনাহারে রাখা হইলে তিনি কি জীবিত থাকিতে পারেন? এতদ্দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইল যে, ঈশা ঈশ্বরের পুত্র নহেন এবং তাঁহার কোন অলৌকিক শক্তিও ছিল না, নতুবা তিনি শয়তানের সম্মুখে প্রস্তরকে রুটিতে পরিণত করিলেন না কেন? নিজেই বা অনাহারে রহিলেন কেন? অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, পরমেশ্বরনির্ম্মিত প্রস্তরকে কেহই রুটিতে পরিণত করিতে পারে না; ঈশ্বর নিজেও তাঁহার পূর্ব্বকৃত নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না; কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং তাঁহার সকল কার্য্য ভ্রম-প্রমাদ রহিত ॥ ৬১ ॥

৬২। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমার পশ্চাতে আইস। মনুষ্য ধরিতে

পারিবে। আর তখনই তাহারা জাল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন॥ মথি ইং পর্ব্ব ৪। আং ১৯। ২০। ২১॥

(সমীক্ষক)—এতদ্দারা জানা গেল যে, প্রাচীন বাইবেলে দশম আজ্ঞার পাপের উল্লেখ আছে, মাতাপিতার সেবা ও সম্মান না করিলে সন্তানদিগের আয়ুক্ষয় হইবে। ঈশা তাঁহার মাতাপিতার সেবা করেন নাই, অপরকেও মাতৃপিতৃসেবা হইতে বিরত করিয়াছেন। তাহার ফলে ঈশা দীর্ঘজীবী হন নাই। ইহাও জানা গেল যে, ঈশা জনসাধারণকে জালে আবদ্ধ করিবার জন্য মতবিশেষ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি সকলকে মৎস্যের ন্যায় তাঁহার মতজালে আবদ্ধ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিবেন। স্বয়ং ঈশাই যখন এইরূপ ছিলেন, তখন আধুনিক পাদ্রীগণ যে জনসাধারণকে তাঁহাদের জালে আবদ্ধ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কারণ যেমন অনেক বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য জালে ধরিতে পারিলে ধীবরের যশ এবং উত্তম জীবিকা লাভ হয়, সেইরূপ বহু লোককে স্বমতে আনয়ন করিতে পারিলেও পাদ্রীদিগের বিশেষ সম্মান এবং জীবিকালাভ হইয়া থাকে। যে সকল লোক সরলপ্রকৃতি এবং যাহারা বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শ্রবণ করে নাই, পাদ্রীগণ তাহাদিগকে জালবদ্ধ করিয়া, তাহাদিগকে মাতাপিতা এবং আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। অতএব স্বয়ং পাদ্রীদের ভ্রমজাল হইতে নিরাপদ থাকা এবং নির্ব্বোধ ভ্রাতৃগণকেও নিরাপদে রাখিতে যত্নবান্ হওয়া বিদ্বান্ আর্য্যদিগের কর্ত্তব্য॥ ৬২॥

৬৩। পরে যীশু সমুদয় গালীলদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি লোকদের সভায় উপদেশ দিলেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন, বিভিন্ন রোগগ্রস্ত রোগী, দুঃখক্লিষ্ট, ভূতগ্রস্ত, মৃগীরোগগ্রস্ত ও অর্দ্ধাঙ্গ রোগীকে তাঁহার নিকট আনা হইয়াছিল। তিনি লোকদের সর্ব্বপ্রকার রোগ ও সর্ব্বপ্রকার পীড়া ভাল করিলেন॥ মথিং ইং মং পং ৪। আং ২৩। ২৪। ২৫॥

(সমীক্ষক)—মন্ত্র, পুরশ্চরণ, আশীর্ব্বাদ, বীজ এবং ভস্মের ফোঁটা দিয়া ভূতবিতাড়ণ ও রোগনিবারণ প্রভৃতি পোপলীলা সত্য হইলে, নব্য বাইবেলের ঘটনাগুলিও সত্য। এই যুক্তি অনুসারে নির্ব্বোধ লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য এ সকল বিষয় লেখা হইয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে ঈশার সহিত পোপ-দিগের সাদৃশ্য আছে। যদি খ্রীষ্টানগণ ঈশার বাক্যে বিশ্বাস করেন, তবে তাঁহারা এখানকার দেবদেবীপূজক পোপদিগের বাক্যে বিশ্বাস করেন না কেন? ৬৩॥

৬৪। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা মনে দীন, কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই। কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে। অতএব যে কেহ এই সকল অতি ক্ষুদ্র আজ্ঞার মধ্যে কোন একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করে ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে। ই০ মথি০ প০ ৫। আ০ ৩। ৪। ১৮। ১৯॥

(সমীক্ষক)—যদি স্বর্গ একটি মাত্রই থাকে, তাহা হইলে রাজাও একজন মাত্রই থাকা উচিত। যত দীন আছে, তাহারা সকলেই যদি স্বর্গে যায়, তাহা হইলে স্বর্গে তাহাদের মধ্যে কে রাজা হইবে? এ বিষয় লইয়া তাহারা পরস্পর কলহ বিবাদ করিবে, তাহাতে রাজ্যব্যবস্থা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। দীন শব্দের কাঙ্গাল অর্থ গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। দীন শব্দের নিরহঙ্কার অর্থও সঙ্গত নহে, কারণ দীন এবং নিরহঙ্কার একার্থবোধক নহে। যে ব্যক্তি মনে দীন, তাহার সন্তোষ কখনও হয় না। অতএব এই অর্থও যুক্তিবিরুদ্ধ। যখন স্বর্গ এবং পৃথিবী টলিবে তখন বিধান টলিবে—এইরূপ অনিত্য ব্যবস্থা মনুষ্যের হইতে পারে, সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের নহে। এইরূপ ভয় এবং প্রলোভন প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, যে কেহ এ সকল আদেশ মান্য না করিবে সে স্বর্গে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইবে॥ ৬৪॥

৬৫। আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দাও। তোমরা পৃথিবীতে নিজেদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না॥ ই০ ম০ প০ ৬। আ০ ১১। ১৯॥

(সমীক্ষক)—এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, যে সময়ে যীশুর জন্ম হয়, সে সময়ে জনসাধারণ বন্য ও দরিদ্র অবস্থায় ছিল এবং যীশু নিজেও দরিদ্র ছিলেন। সেইজন্য তিনি প্রতিদিনের রুটির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন এবং সেইরূপ উপদেশ দিতেন। তাহা হইলে খ্রীষ্টানগণ ধন সঞ্চয় করেন কেন? যীশুর উপদেশ অমান্য না করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করা এবং দীন দরিদ্র হওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য॥ ৬৫॥

৬৬। যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তাহারা সকলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে না॥ ই০ ম০ প০ ৭। আ০ ২১॥

(সমীক্ষক)—এখন ভাবিয়া দেখুন! যদি প্রধান ধর্ম্মযাজক, বিশপ এবং খ্রীষ্টানগণ মনে করেন যে, যীশু এস্থলে যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য তাহা

হইলে ঈশাকে প্রভু অর্থাৎ ঈশ্বর বলা তাঁহাদের উচিত নহে। এই উপদেশ লঙ্ঘন করিলে তাঁহারা পাপী হইবেন ॥ ৬৬ ॥

৬৭। সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে, তখন আমি তাহাদিগকে স্পষ্টই বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অধর্ম্মচারীরা, আমার নিকট হইতে তোমরা দূর হও। ই০ ম০ প০ ৭। আ০ ২২।২৩॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! যীশু বন্য মনুষ্যদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য স্বর্গের বিচারপতি সাজিতে চাহিতেছেন। কেবল নির্ব্বোধ মনুষ্যদিগকে প্রলোভিত করাই উঁহার উদ্দেশ্য ॥ ৬৭ ॥

৬৮। আর দেখ, একজন কুষ্ঠ রোগী নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, হে প্রভু, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচি করিতে পারেন। তখন তিনি হাত বাড়াইয়া তাহাকে স্পর্শ করিলেন ও বলিলেন, আমার ইচ্ছা তুমি শুচি হও; আর তখনই সে কুষ্ঠরোগ হইতে শুচি হইল॥ ই০ ম০ প০ ৮। আ০ ২।৩॥

(সমীক্ষক)—কেবল নির্ব্বোধ মনুষ্যদিগকে আবদ্ধ করিবার জন্য এসকল বলা হইয়াছে। যদি খ্রীষ্টানগণ এসকল বিদ্যা ও সৃষ্টিক্রম বিরুদ্ধ কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে শুক্রাচার্য্য, ধন্বন্তরি এবং কশ্যপ প্রভৃতির আখ্যায়িকা মিথ্যা বলিবার কারণ কি? পুরাণ এবং মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে যে, দৈত্যদিগের বহু মৃত সৈন্যকে পুনর্জ্জীবিত করা হইয়াছিল। বৃহস্পতির পুত্র কচকে খণ্ড খণ্ড করিয়া পশু এবং মৎস্যদ্বারা ভক্ষণ করান হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে উদরমধ্যে পুনর্জ্জীবিত করিয়া বহির্গত করেন। শুক্রাচার্য্য স্বয়ং নিহত হন; কিন্তু কচ তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন। কশ্যপ ঋষি তক্ষক কর্ত্তৃক ভস্মীভূত মনুষ্য এবং বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করেন। ধন্বন্তরি লক্ষ লক্ষ মৃতকে পুনর্জ্জীবিত, লক্ষ লক্ষ কুষ্ঠরোগীকে রোগমুক্ত এবং লক্ষ লক্ষ অন্ধকে চক্ষুদান ও বধিরকে কর্ণদান করেন। এ সমস্ত ঘটনা মিথ্যা বলিবার কারণ কি? এ সমস্ত মিথ্যা হইলে ঈশার কার্য্য সমূহও মিথ্যা নহে কেন? পরের বাক্যকে মিথ্যা, কিন্তু নিজের মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করা কি হঠকারিতা নহে? অতএব অলৌকি ঘটনা সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদিগের উক্তি হঠকারিতাপূর্ণ এবং বালকোচিত ॥ ৬৮ ॥

৬৯। তখন ভূতগ্রস্ত লোকেরা কবরস্থান হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; তাহারা এত বড় দুর্দ্দান্ত ছিল যে, ঐ পথ দিয়া কেহই

যাইতে পারিত না। আর দেখ, তাহারা চেঁচাইয়া বলিল, হে ঈশ্বরের পুত্র যীশু, আপনার সহিত আমাদের কাজ কি? আপনি কি নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বেই আমাদিগকে যাতনা দিতে এখানে আসিলেন? এইরূপে ভূতেরা বিনয় করিয়া তাঁহাকে কহিল, যদি আমাদিগকে ছাড়াইবেন, তবে ঐ শূকরপালে পাঠাইয়া দিন। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, চলিয়া যাও। তখন তাহারা বাহির হইয়া সেই শূকরপালে প্রবেশ করিল। আর দেখ, সমুদয় শূকর মহাবেগে ঢালু পাড় দিয়া দৌড়িয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িল ও জলে ডুবিয়া মরিল। ই০ ম০ প০ ৮। আ০ ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩॥

(সমীক্ষক)—ভাল, এ স্থলে একটু চিন্তা করিলেই এ সকল কথা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ কোন মৃত ব্যক্তি কখনও কবর হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে না, কাহারও নিকট যায় না এবং কাহারও সহিত কথোপকথন করে না। অজ্ঞ লোকেরাই এ সকল কথা বলে এবং নিতান্ত বন্য লোকেরাই এ সকল কথা বিশ্বাস করে। শূকরগুলিকে হত্যা করাইয়া শূকর পালকদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করায় ঈশা পাপী হইয়া থাকিবেন। খ্রীষ্টান-দিগের বিশ্বাস, ঈশা পাপের ক্ষমাকারী এবং তিনি সকলকে পবিত্রও করেন। তবে তিনি ভূতগুলিকে পবিত্র করিতে পারিলেন না কেন? আর তিনি শূকরপালকদিগের ক্ষতিপূরণ করিলেন না কেন? আধুনিক সুশিক্ষিত খ্রীষ্টান ইংরাজগণও কি এ সকল অলীক গল্প বিশ্বাস করেন? যদি বিশ্বাস করেন, তবে তাঁহারাও ভ্রমজালে পতিত রহিয়াছেন॥ ৬৯॥

৭০। দেখ, কয়েকটি লোক তাঁহার নিকটে এক জন পক্ষাঘাতরোগীকে আনিল, সে খাটের উপরে শয়ান ছিল। যীশু তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া সেই পক্ষাঘাতরোগীকে কহিলেন, বৎস, সাহস কর, তোমার পাপের ক্ষমা হইল। কেননা আমি ধার্ম্মিকদিগকে নয়, কিন্তু পাপীদিগকে পশ্চাত্তাপের জন্য ডাকিতে আসিয়াছি। ই০ ম০ প০ ৯। আ০ ২। ১৩॥

(সমীক্ষক)—পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইহাও অসম্ভব। কেবল মূঢ়দিগকে প্রলোভন দেখাইয়া জালে আবদ্ধ করিবার জন্য বলা হইয়াছে যে, ঈশা পাপ ক্ষমা করেন। এক ব্যক্তি মদ্যপান, ভাং বা অহিফেন সেবন করিলে, যেমন অপর এক ব্যক্তির নেশা হয় না, সেইরূপ একের কৃতপাপ অপরের নিকট যাইতে পারে না। পাপকারীই পাপের ফল ভোগ করে। ইহাই ঈশ্বরের ন্যায়কারিতা। একের পাপপুণ্য অন্যে প্রাপ্ত হইলে কিংবা বিচারপতি

স্বয়ং গ্রহণ করিলে, অথবা কর্ম্মকর্ত্তাকে যথাযোগ্য ফল দেওয়া না হইলে, ঈশ্বর অন্যায়কারী হইয়া পড়েন। দেখুন ধর্ম্মই একমাত্র কল্যাণকারী, ঈশা কিংবা অপর কেহ কল্যাণকারী নহেন। ধর্ম্মাত্মা বা পাপীদিগের জন্য ঈশার বা অপর কাহারও প্রয়োজন নাই, কারণ কাহারও পাপখণ্ডন হইতে পারে না ॥৭০॥

৭১। যীশু আপনার বার জন শিষ্যকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহাদিগকে অশুচি আত্মাদের উপরে ক্ষমতা দিলেন, যেন তাঁহারা তাহাদিগকে ছাড়াইতে এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ ও ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন। তোমরা কথা বলিবে, এমন নয়, কিন্তু তোমাদের পিতার যে আত্মা তোমাদের অন্তরে কথা কহেন তিনিই বলিবেন। মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে মিলন করাইতে আসিয়াছি ; কিন্তু খড়্গ চালাইতে আসিয়াছি। আমি পিতা হইতে পুত্রের, মাতা হইতে কন্যার এবং শাশুড়ী হইতে পুত্র-বধূর বিচ্ছেদ জন্মাইতে আসিয়াছি। আপন পরিজনই মনুষ্যের শত্রু হইবে॥ ই০ ম০ প০ ১০। আ০ ১৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬॥

(সমীক্ষক)—এই সকল শিষ্যের মধ্যেই এক জন কেবল মাত্র ৩০৲ টাকার লোভে ঈশাকে ধরাইয়া দিবে এবং অন্যেরা মত পরিবর্ত্তন করিয়া ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে পলায়ন করিবে। ভাল, ভূতের যাতায়াত এবং ঔষধ বা পথ্য ব্যতীত রোগ দূর করা ইত্যাদি বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা এবং এসব সৃষ্টিক্রমানুসারে অসম্ভব। অজ্ঞানেরাই এ সকল বিশ্বাস করে। যদি জীব বক্তা না হয় জীবের মধ্যে ঈশ্বরই কথা বলেন, তবে জীবের কার্য্য কি ? তবে কি ঈশ্বরকেই সত্যভাষণের ফল সুখ এবং মিথ্যাভাষণের ফল দুঃখ ভোগ করিতে হয় ? ইহাও মিথ্যা। ঈশা ভেদ ঘটাইবার এবং বিবাদ বাধাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। আজকালও জন-সাধারণের মধ্যে সেই কলহ-বিবাদ চলিতেছে। পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য আনয়ন করা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য। তাহাতে মনুষ্যগণ দারুণ দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু খ্রীষ্টানগণ যেন কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করাকেই গুরুমন্ত্র বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন। ঈশা যখন নিজেই জনসাধারণের মধ্যে বিবাদ বাধান উত্তম মনে করিতেন, তখন খ্রীষ্টানগণ তাহা করিবেন না কেন ? ঈশাই পরিবারস্থ লোকদিগকে পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ করা কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষের কার্য্য নহে ॥ ৭১ ॥

৭২। যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের কতখানা রুটি আছে ? তাঁহারা কহিলেন, সাত খানা আর কয়েকটি ছোট মাছ। তখন তিনি

লোকদিগকে ভূমিতে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে তিনি সেই সাত খানা রুটি ও সেই কয়টি মাছ লইলেন, ধন্যবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন এবং শিষ্যদিগকে দিলেন, শিষ্যেরা লোকদিগকে দিলেন। তখন সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল এবং যে সকল গুঁড়াগাঁড়া অবশিষ্ট রহিল, তাহাতে পূর্ণ সাত ঝুড়ি তাঁহারা উঠাইয়া লইলেন। যাহারা আহার করিয়াছিল, তাহারা স্ত্রী ও শিশু ছাড়া চারি সহস্র পুরুষ। ই০ ম০ প০ ১৫। আ০ ৩৪।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯ ॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! ইহা আধুনিক ভণ্ড সিদ্ধপুরুষ এবং যাদুকরের ছল চাতুরির ন্যায়। ঐ সকল রুটির মধ্যে অন্য রুটি কোথা হইতে আসিল? ঈশার এমন অলৌকিক শক্তি থাকিলে, তিনি স্বয়ং অনাহারে থাকিয়া ডুমুর ফল ভক্ষণ করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইবেন কেন? মৃত্তিকা, জল এবং প্রস্তরাদি হইতে নিজের জন্য রুটি এবং মোহন ভোগ প্রস্তুত করিয়া লইলেন না কেন? বাস্তবিক এ সকল বালকের ক্রীড়ার ন্যায় দেখাইতেছে। কত সাধু বৈরাগী এইরূপ ছলনা দ্বারা নির্ব্বোধ লোকদিগকে প্রতারিত করে ॥ ৭২ ॥

৭৩। আর তখন তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ক্রিয়ানুসারে ফল দিবেন ॥ ই০ ম০ প০ ১৬। আ০ ২৭ ॥

(সমীক্ষক)—যদি কর্ম্মানুসারেই ফল দেওয়া হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টানদিগের পাপক্ষমা বিষয়ক উপদেশ বৃথা। আবার পাপক্ষমা সত্য হইলে কর্ম্মানুসারে ফলদান মিথ্যা। যদি কেহ বলেন যে, যে ব্যক্তি ক্ষমার্হ, তাহাকেই ক্ষমা করা হয়, যে ব্যক্তি ক্ষমার অযোগ্য, তাহাকে ক্ষমা করা হয় না; তবে তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, সকল কর্ম্মের যথাযোগ্য ফলদান করাতেই ন্যায় এবং পূর্ণ দয়া করা হয় ॥ ৭৩ ॥

৭৪। হে অবিশ্বাসী ও বিপথগামী মনুষ্যগণ! আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমাদের একটি রাই দানার ন্যায় বিশ্বাসও থাকে, তবে তোমরা এই পর্ব্বতকেও যদি বল, 'এখান হইতে ঐখানে সরিয়া যাও', তবে ইহা সরিয়া যাইবে এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না ॥ ই০ ম০ প০ ১৭। আ০ ১৭।৩০ ॥

(সমীক্ষক)—আজকাল খ্রীষ্টানগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, "আমাদের ধর্ম্মে এস, পাপ ক্ষমা করাইয়া লও, মুক্তিলাভ কর" ইত্যাদি। তাঁহাদের ঐ সকল উপদেশ মিথ্যা। ঈশার যদি পাপখণ্ডন এবং মনুষ্যকে বিশ্বাসী এবং পবিত্র করিবার সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাঁহার শিষ্যদের আত্মাকে

নিষ্পাপ, বিশ্বাসী এবং পবিত্র করেন না কেন? যখন তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিত, তখনও তিনি তাঁহাদিগকে পবিত্র, বিশ্বাসী এবং শুভগুণান্বিত করিতে পারেন নাই। কে জানে মৃত্যুর পর তিনি কোথায় আছেন? এখন তিনি কাহাকেও পবিত্র করিতে পারিবেন না। তাঁহার শিষ্যদিগের মনে এক রাই কণিকা পরিমাণ বিশ্বাসও ছিল না; কিন্তু তাঁহারাই নব্য বাইবেল রচনা করিয়াছেন। সুতরাং এই গ্রন্থ প্রমাণ হইতে পারে না। যাঁহারা কল্যাণকামী, তাঁহারা কোন অবিশ্বাসী, অপবিত্রাত্মা এবং অধার্ম্মিক লোকের লিখিত গ্রন্থ বিশ্বাস করিতে পারে না। এতদ্দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইতে পারে যে, ঈশার বাক্য সত্য হইলে কোন খ্রীষ্টানের মনে এক রাই কণিকা পরিমাণ বিশ্বাস অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান নাই। যদি কেহ বলেন, "আমার সম্পূর্ণ কিংবা অল্প বিশ্বাস আছে, তবে তাঁহাকে বলিতে হইবে, "আপনি এই পর্ব্বতকে স্থানান্তরিত করুন"। যদি তিনি তাহা করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস নাই; মাত্র এক রাই কণিকা পরিমাণ বিশ্বাস আছে। তিনি যদি পর্ব্বত অপসারিত করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার মনে বিশ্বাসের বা ধর্ম্মের লেশমাত্রও নাই। যদি কেহ বলেন যে, এস্থলে আত্মাভিমান প্রভৃতি দুর্গুণকে রূপক অর্থে পর্ব্বত বলা হইয়াছে তবে তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ তাহা হইলে মৃতদেহে জীবনসঞ্চার, অন্ধ, কুষ্ঠরোগী এবং ভূতগ্রস্তের আরোগ্যবিধান প্রভৃতিকেও সেইরূপে অলসের আলস্য, জ্ঞানান্ধের অজ্ঞানতা, বিষয়াসক্তের বিষয়লালসা এবং ভ্রান্তবুদ্ধির ভ্রান্তিনিবারণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই ব্যাখ্যাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ তাহা সত্য হইলে ঈশা তাঁহার শিষ্যদিগের সম্বন্ধে এ সকল কার্য্য করিতে পারেন নাই কেন? অতএব অসম্ভব কথা বলায় ঈশার অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইতেছে। যদি ঈশার যৎসামান্য বিদ্যাও থাকিত, তাহা হইলে তিনি বন্য লোকদের ন্যায় এ সকল নিরর্থক বাক্য বলিতেন না। তবে কিনা, (নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে) যে দেশে বৃক্ষ নাই, সে দেশে এরণ্ড বৃক্ষই উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ বৃক্ষরূপে গণ্য হয়। সেইরূপ নিতান্ত বন্যপ্রকৃতি মূর্খদিগের দেশে ঈশাও সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। কিন্তু আজকাল শিক্ষিত ও বিদ্বৎসমাজে ঈশার স্থান কোথায়? ৭৪॥

৭৫। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যদি না ফির ও শিশুদের ন্যায় না হইয়া উঠ, তবে কোনও মতে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ই° ম° প° ১৮। আ° ৩॥

(সমীক্ষক)—যদি স্বেচ্ছাকৃত মানসিক পরিবর্তন স্বর্গের এবং তদ্বিরুদ্ধ মনোভাব নরকের কারণ হয়, তাহা হইলে সিদ্ধ হইতেছে যে, কেহ কাহারও পাপ-পুণ্য কখনও গ্রহণ করিতে পারে না। আর শিশুর ন্যায় হইবার যে উপদেশ লিখিত আছে, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, ঈশার বাক্য সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান ও সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধ। ঈশা হয়ত ইহাও ভাবিয়া থাকিবেন যে, সকলে শিশুর ন্যায় বিনাশ্রমে চক্ষু বুঝিয়া তাঁহার বাক্য বিশ্বাস করুক। খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে এমন বালবুদ্ধির ন্যায় কার্য্য বহু লোকের আছে; বিদ্যাহীন বালবুদ্ধি না হইলে তাঁহারা এ সকল যুক্তি ও বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কথা বিশ্বাস করিবেন কেন? ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, ঈশা স্বয়ং বিদ্যাহীন এবং বালবুদ্ধি ছিলেন; নতুবা তিনি অপরকে শিশুর ন্যায় হইতে উপদেশ দিবেন কেন? যিনি নিজে যেমন, তিনি ইচ্ছা করেন যে, অন্যেরাও সেইরূপ হউক ॥ ৭৫ ॥

৭৬। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, ধনবানের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর। আবার তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সূচীর ছিদ্র দিয়া উটের যাওয়া সহজ॥ ই০ ম০ প০ ১৯। আ০ ২৩। ২৭॥

(সমীক্ষক)—এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। বোধ হয় ধনাঢ্যগণ তাঁহাকে সম্মান করিতেন না; তাই তিনি এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশ সত্য নহে, কারণ ধনাঢ্য ও দরিদ্রদিগের মধ্যে উত্তম ও অধম দুইই আছে। যে ব্যক্তি উত্তম কর্ম্ম করে, সে উত্তম এবং যে ব্যক্তি অধম কর্ম্ম করে, সে নিকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়। আর ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশার বিশ্বাস অনুসারে ঈশ্বরের রাজ্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বিশেষে অবস্থিত, উহা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত নহে। তাহা হইলে, সেই ঈশ্বর যথার্থ ঈশ্বরই নহেন। যিনি যথার্থ ঈশ্বর, তাঁহার রাজ্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত; তন্মধ্যে প্রবেশ করা অথবা না করার কথা বলা অজ্ঞতাসূচক। আবার এস্থলে প্রশ্ন উঠিতেছে যে, ধনাঢ্য খ্রীষ্টানগণ কি সকলেই নরকে এবং দরিদ্র খ্রীষ্টানগণ কি সকলেই স্বর্গে যাইবেন? ঈশা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে ধনাঢ্যদিগের যে সঙ্গতি থাকে, দরিদ্রদিগের তাহা থাকে না। যদি ধনাঢ্যগণ বিচার পূর্ব্বক ধর্ম্মপথে অর্থব্যয় করেন, তাহা হইলে তাঁহারা উত্তম গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন কিন্তু দরিদ্রগণ হীন অবস্থাতেই নিপতিত থাকেন ॥ ৭৬ ॥

৭৭। যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যত জন আমার পশ্চাদগামী হইয়াছ, পুনঃ নূতন সৃষ্টিকালে যখন মনুষ্যপুত্র আপন ঐশ্বর্য্যের সিংহাসনে বসিবে, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে। আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাটী, ভ্রাতা, ভগিনী, পিতা, মাতা, সন্তান বা ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, সে তাহার শতগুণ পাইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে॥ ই০ ম০ প০ ১৯। আ০ ২৮। ২৯॥

(সমীক্ষক)—এখন ঈশার মনের কথা বুঝুন! তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার মৃত্যুর পরেও কেহ তাঁহার জাল হইতে বহির্গত না হউক। যে ব্যক্তি ৩০৲ টাকার লোভে তাহার গুরুকে ধরাইয়া দিয়া তাঁহার বধের কারণ হইয়াছিল, তাদৃশ পাপীও তাঁহার পার্শ্বে সিংহাসনে উপবেশন করিবে এবং ইস্রায়েলবংশীয়দিগের প্রতি পক্ষপাত বশতঃ ন্যায় বিচারই করিবে না পরন্তু তাহাদের সকল পাপ ক্ষমা করিবে এবং ইস্রায়েল ব্যতীত অপর বংশীয়দিগের বিচার করিবে। অনুমান হয় যে, এই কারণেই খ্রীষ্টানগণ খ্রীষ্টানদিগের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত করিয়া থাকেন। কোন শ্বেতাঙ্গ কোন কৃষ্ণাঙ্গকে হত্যা করিলে, শ্বেতাঙ্গের প্রতি নানারূপ পক্ষপাত করা হয় এবং তাহাকে নিরপরাধ স্থির করিয়া মুক্তি দেওয়া হয়। স্বর্গে ঈশ্বরের ন্যায় বিচারও বোধ হয় এইরূপ! ইহাতে একটি গুরুতর দোষ উপস্থিত হয়। সৃষ্টির আদিতে এক জনের এবং প্রলয় রাত্রির অব্যবহিত পূর্ব্বে অপর এক জনের মৃত্যু ঘটিল; এক জন আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিচারের প্রতীক্ষায় পড়িয়া রহিল কিন্তু অপর ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিচার হইয়া গেল। ইহা কি ভয়ানক অন্যায়! আবার যে ব্যক্তি নরকে যাইবে, সে অনন্তকাল নরক ভোগ করিবে; কিন্তু যে ব্যক্তি স্বর্গে যাইবে, সে সর্ব্বদা স্বর্গ ভোগ করিবে। ইহাও নিতান্ত অন্যায়; কারণ সীমাবদ্ধ কর্ম্ম এবং সাধনের ফলও সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। পুনশ্চ দুইজনের পাপপুণ্যও সমান হইতে পারে না। সুতরাং সুখ দুঃখের তারতম্য অনুসারে ন্যূনাধিক সুখদুঃখ পূর্ণ বহু স্বর্গ এবং বহু নরক থাকিলেই সুখ দুঃখ ভোগ হইতে পারে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন স্থলে সে রূপ ব্যবস্থা নাই। অতএব এই গ্রন্থ ঈশ্বরকৃত নহে এবং ঈশাও কখনও ঈশ্বরের পুত্র হইতে পারেন না। একজন লোকের শত শত মাতাপিতা থাকা বড়ই অনর্থের কথা। এক জনের একই পিতা এবং একই মাতা থাকাই স্বাভাবিক। মুসলমানগণ স্বর্গে এক জন

পুরুষের ৭২টি স্ত্রীলাভ হয় ইত্যাদি লিখিয়াছেন। অনুমান হইতেছে যে, তাঁহারা এসকল ব্যাপার এস্থল হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৭৭ ॥

৭৮। প্রাতঃকালে নগরে ফিরিয়া যাইবার সময়ে তিনি ক্ষুধিত হইলেন। পথের পার্শ্বে একটা ডুমুরগাছ দেখিয়া তিনি তাহার নিকটে গেলেন কিন্তু পত্র বিনা আর কিছুই তাহাতে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি গাছটিকে কহিলেন, আর কখনও তোমাতে ফল না ধরুক এবং হঠাৎ সেই ডুমুর গাছটা শুকাইয়া গেল। ই০ ম০। প০ ২১। আ০ ১৮। ১৯॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ বলিয়া থাকেন যে, ঈশা নিতান্ত শান্তপ্রকৃতি, শমগুণান্বিত এবং ক্রোধাদি দোষরহিত ছিলেন। কিন্তু এই কথায় জানা যাইতেছে যে, তিনি ক্রুদ্ধস্বভাব, ঋতুজ্ঞানবিহীন এবং বন্যপ্রকৃতি ছিলেন। ভাল, বৃক্ষ জড়পদার্থ; তিনি কি অপরাধে উহাকে অভিশাপ দিলেন? অভিশাপের ফলে বৃক্ষটি তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া গেল। বোধ হয় তাঁহার অভিশাপে উহা শুষ্ক হয় নাই; কাহারও দ্বারা ঔষধ প্রয়োগের ফলে বৃক্ষটির শুষ্ক হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে ॥ ৭৮ ॥

৭৯। আর সেই সময়ের ক্লেশের পরেই সূর্য্য অন্ধকার হইবে, চন্দ্র জোৎস্না দিবে না, আকাশ হইতে তারাগণের পতন হইবে ও আকাশ মণ্ডলের সেনা সকল বিচলিত হইবে॥ ই০ ম০ প০ ২৪। আ০ ২৯॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! ঈশা কোন বিদ্যাবলে জানিতে পারিলেন যে, আকাশ হইতে নক্ষত্র ভূতলে পতিত হয়? আকাশের কোন সেনাই বা পতিত হইবে? যদি ঈশার কিঞ্চিন্মাত্রও বিদ্যা পড়া থাকিত, তবে তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে এই সকল তারা ভূমণ্ডলের ন্যায় এক একটি লোকবিশেষ সুতরাং ঐসকলের পতন অসম্ভব। ইহাতে জানা যাইতেছে যে ঈশা সূত্রধর-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বদা কাষ্ঠ বিদারণ, ছেদন, ভেদন এবং সংযোজন প্রভৃতি সূত্রধরের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার মনে চিন্তার উদয় হইল, "আমিও এই বন্যদেশে পয়গম্বর হইতে পারিব"। অতঃপর তিনি উপদেশ দিতে লাগিলেন। ভাল মন্দ অনেক কথাই তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইল। তথাকার বন্য লোকেরা তাঁহার উপদেশ মানিয়া লইলেন। তদানীন্তন ইউরোপ আধুনিক ইউরোপের ন্যায় উন্নতিশীল থাকিলে তাঁহার এসকল অলৌকিক শক্তিপ্রদর্শন কিছুমাত্র সম্ভবপর হইত না। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয়দিগের কিঞ্চিৎ বিদ্যোন্নতি হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা সুবিধাবাদ ও

দুরাগ্রহ বশতঃ এই অসার মত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে সত্য বৈদিক ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন না, ইহাই তাঁহাদের ত্রুটি ॥ ৭৯ ॥

৮০। আকাশ ও পৃথিবী নড়চড় হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের নড়চড় কখনও হইবে না। ই০ ম০ প০ ২৪। আ০ ৩৫ ॥

(সমীক্ষক)—ইহাতেও ঈশার অজ্ঞতা এবং মূর্খতা প্রকাশ পাইতেছে। ভাল, আকাশ নড়িয়া কোথায় যাইবে? আকাশ অতীব সূক্ষ্ম, উহা চক্ষুগোচর নহে, তাহা হইলে আকাশের অপসরণ কে দেখিতে পায়? তদ্ব্যতীত নিজ মুখে আত্মপ্রশংসা করা ভাল লোকের কার্য্য নহে ॥ ৮০ ॥

৮১। পরে তিনি বামদিকে অবস্থিত লোকদিগকে বলিবেন, ওহে শাপগ্রস্ত লোক সকল! আমার নিকট হইতে দূর হও, শয়তানের ও তাহার দূতগণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে প্রবেশ কর। ই০ ম০ প০ ২৫। আ০ ৪১ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, নিজ শিষ্যদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করা এবং অপর লোকদিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা কি ভয়ঙ্কর পক্ষপাতিতা! কিন্তু যখন আকাশই থাকিবেনা, তখন অনন্ত অগ্নি-নরক এবং স্বর্গ কোথায় থাকিবে? যদি ঈশ্বর শয়তানকে এবং তাঁহার দূতদিগকে সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নরকের জন্য এসকল আয়োজন করিতে হইত না। এক শয়তানই যে ঈশ্বরকে ভয় করে না, তিনিই বা কেমন ঈশ্বর? শয়তান ঈশ্বরের দূত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল; তথাপি যে ঈশ্বর প্রথমেই তাহাকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ অথবা নিহত করিতে পারেন নাই, তাঁহার ঈশ্বরতাই বা কিরূপ? শয়তান ঈশাকেও ৪০ দিন ধরিয়া নির্য্যাতন করিল, তথাপি ঈশা তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহারও ঈশ্বরের পুত্র হওয়া বৃথা। অতএব ঈশা ঈশ্বরের পুত্র নহেন এবং বাইবেলের ঈশ্বরও ঈশ্বর হইতে পারে না ॥ ৮১ ॥

৮২। তখন বার জন শিষ্যের মধ্যে একজন যাহাকে ঈস্করিয়োতী যিহুদা বলা যায়, সে প্রধান যাজকদের নিকটে গিয়া কহিল, আমাকে কি দিতে চান বলুন, আমি যীশুকে আপনাদের হস্তে সমর্পণ করিব। তাঁহারা তাহাকে ত্রিশ রৌপ্যখণ্ড দেওয়া ঠিক করিলেন। ই০ ম০ প০ ২৬। আ০ ১৪। ১৫ ॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! এস্থলে ঈশার সমস্ত অলৌকিকত্ব এবং ঈশ্বরত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁহার প্রধান শিষ্য তাঁহার সাক্ষাৎ সংসর্গে থাকিয়াও

পবিত্রাত্মা হইল না ; তাহা হইলে ঈশা মৃত্যুর পর অপরকে কিরূপে পবিত্রাত্মা করিবেন ? যাঁহারা ঈশায় বিশ্বাসী তাঁহারা তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া কতই না প্রতারিত হইয়াছেন। যিনি সাক্ষাৎ সংসর্গে থাকিয়া শিষ্যদিগের কোনরূপ কল্যাণ করিতে পারিলেন না, তিনি মৃত্যুর পর কাহার কি কল্যাণ করিবেন ? ৮২ ॥

৮৩। পরে তাঁহারা ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে যীশু রুটি লইয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন এবং শিষ্যদিগকে দিলেন, আর কহিলেন লও, ভোজন কর, ইহা আমার শরীর। পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে ইহা হইতে পান কর। কারণ ইহা আমার অর্থাৎ নব বিধানের রক্ত। ই০ ম০ পর্ব্ব ২৬। আ০ ২৬। ২৭। ২৮॥

(সমীক্ষক)—ভাল, জ্ঞানহীন বন্য মনুষ্য ব্যতীত কোন সভ্য মনুষ্য কি শিষ্যদিগের ভোজ্য বস্তুকে নিজের মাংস এবং পানীয় বস্তুকে রুধির বলিতে পারে ? কিন্তু আধুনিক খ্রীষ্টানগণ ইহাকেই প্রভুভোজন বলেন ; অর্থাৎ তাঁহারা ঈশার মাংস এবং রুধির ভাবনা করিয়া ভোজ্য ও পানীয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা কিরূপ জঘন্য ব্যাপার! যাঁহারা গুরুর মাংস ভোজন ও রুধিরপানের ভাবনা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা কিরূপে অপর প্রাণীদিগের মাংসভোজন ও রুধিরপান পরিত্যাগ করিবেন ? ৮৩ ॥

৮৪। পরে তিনি পিতাকে এবং দুইজনের দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, আর দুঃখার্ত্ত ও ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মৃত্যুবৎ দুঃখার্ত্ত হইয়াছে। পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ, যদি সম্ভব হয়, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক॥ ই০ ম০ প০ ৩৬। আ০ ৩৭। ৩৮। ৩৯॥

(সমীক্ষক)—যদি ঈশা মনুষ্যের পরিবর্ত্তে ঈশ্বরের পুত্র, ত্রিকালদর্শী ও বিদ্বান্ হইতেন, তাহা হইলে এমন অশোভন কার্য্য করিতেন না। এতদ্দ্বারা স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, ঈশা কিংবা তাঁহার শিষ্যগণ এই মিথ্যা প্রপঞ্চ রচনা করিয়াছেন যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র, ভূত-ভবিষ্যৎবেত্তা এবং পাপক্ষমাকারী। বস্তুতঃ বুঝিতে হইবে, তিনি একজন সরলপ্রকৃতি সাধারণ অশিক্ষিত লোক ছিলেন ; বিদ্বান্, যোগী কিংবা সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন না॥ ৮৪ ॥

৮৫। তিনি যখন কথা কহিতেছেন, দেখ সেই বার জনের একজন যিহূদা আসিল এবং তাহার সঙ্গে বিস্তর লোক খড়্গ ও লাঠী লইয়া প্রধান

যাজকদের ও প্রাচীনবর্গের লোকদের নিকট হইতে আসিল। যে তাঁহাকে ধরিয়া দিতেছিল, সে তাহাদিগকে এই সঙ্কেত বলিয়াছিল, আমি যাহাকে চুম্বন করিব, সে ঐ ব্যক্তি, তোমরা তাহাকে ধরিবে। সে তখনই যীশুর নিকট গিয়া বলিল, "গুরুদেব প্রণাম" আর তাঁহাকে আগ্রহ পূর্ব্বক চুম্বন করিল।...... তখন তাহারা নিকটে আসিয়া যীশুর উপরে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে ধরিল।... তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁহাকে ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।......অবশেষে দুই জন মিথ্যা সাক্ষী আসিয়া বলিল, এই ব্যক্তি বলিয়াছিল, আমি ঈশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিতে, আবার তিন দিনের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতে পারি। তখন মহাযাজক উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কিছুই উত্তর দিতেছ না, ইহারা তোমার বিরুদ্ধে কত কিছু সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু যীশু নির্ব্বাক্ রহিলেন। তখন মহাযাজক যীশুকে বলিলেন, আমি তোমাকে জীবন্ত ঈশ্বরের নামে দিব্য দিতেছি; আমাদিগকে বল দেখি, তুমি কি সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র? যীশু উত্তর করিলেন, "তুমিই ত বলিলে"। তখন মহাযাজক আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিলেন, এ ঈশ্বরের নিন্দা করিল, আর সাক্ষীতে আমাদের কি প্রয়োজন? দেখ এখন তোমরা ঈশ্বর নিন্দা শুনিলে; তোমাদের কি বিবেচনা হয়? তাহারা উত্তর করিয়া কহিল, "এ মরিবার যোগ্য"। তখন তাহারা তাঁহার মুখে থুথু দিল ও তাঁহাকে ঘুষি মারিল। আর কেহ তাহাকে চপেটাঘাত করিয়া কহিল, রে খ্রীষ্ট, আমাদের কাছে ভবিষ্যৎ বাণী বল, কে তোকে মারিল? পিতর বাহির প্রাঙ্গণে বসিয়াছিলেন; আর একজন দাসী তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, তুমিও সেই গালীলীর যীশুর সঙ্গে ছিলে। কিন্তু তিনি সকলের সাক্ষাতে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, তুমি কি বলিতেছ, আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তিনি ফটকের নিকটে গেলে, আর এক দাসী তাঁহাকে দেখিয়া সে স্থানের লোকদিগকে কহিল, এ ব্যক্তি সেই নাসরী যীশুর সঙ্গে ছিল। তিনি আবার অস্বীকার করিলে, তিনি দিব্য করিয়া কহিলেন, আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না।...তখন তিনি অভিশাপ পুর্ব্বক সালাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না॥ ই০ ম০ প০ ২৬। আ০ ৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৬১।৬২। ৬৩।৬৪।৬৫।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০।৭১।৭২।৭৪॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! ঈশার এমন ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি ছিল না যদ্দারা তিনি শিষ্যদিগের মনে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন করিতে পারিতেন। তাঁহাকে ধরাইয়া দেওয়া, অস্বীকার করা এবং মিথ্যা শপথ করার পরিবর্ত্তে জীবন বিসর্জ্জন

করাই তাঁহার শিষ্যদের কর্ত্তব্য ছিল। ঈশার কোন অলৌকিক শক্তি ছিল না। প্রাচীন বাইবেলে উক্ত হইয়াছে যে, লুতের গৃহে অতিথিদিগকে বধ করিবার জন্য বহু লোক আক্রমণ করিয়াছিল। সেই স্থানে ঈশ্বরের দুইজন দূত ছিলেন; তাহারা তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া দিলেন। যদিও ইহা একটি অসম্ভব গল্প, তথাপি ইহা হইতে জানা যায় যে দূতগণের যে সামর্থ্য ছিল, ঈশার তাহাও ছিল না। কিন্তু আজকাল খ্রীষ্টানগণ ঈশার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে কতই না গর্ব্ব করিয়া থাকেন! ভাল এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া মরা অপেক্ষা স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া, যোগে সমাধিস্থ হইয়া কিংবা অন্য কোন রূপে মৃত্যুবরণ করাই উত্তম ছিল। কিন্তু বিদ্যা ব্যতীত সেইরূপ বুদ্ধি কোথা হইতে আসিবে? আবার ঈশা ইহাও বলিয়াছেন॥ ৮৫ ॥

৮৬। আমি এখন আমার পিতার কাছে মিনতি করিতেছি না। তিনি আমার জন্য দ্বাদশ বাহিনী অপেক্ষা অধিক স্বর্গদূত পাঠাইবেন না॥ ই০ ম০প০২৬।আ০ ৫৩ ॥

সমীক্ষক—তিনি ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন, নিজের এবং পিতার দর্পও করিতেছেন; কিন্তু কিছুই করিতে পারিতেছে না। দেখুন! কিরূপ আশ্চর্য্যের বিষয়, যখন মহাযাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এসকল লোক তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে, তুমি ইহার উত্তর দাও"; তখন ঈশা নীরব হইয়া রহিলেন। তিনি ইহা ভাল করেন নাই, সত্য প্রকাশ করাই উচিত ছিল। তাঁহার পক্ষে এইরূপ অহঙ্কার করা এবং তাঁহার হত্যাকারীদিগের পক্ষেও তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা উচিত কার্য্য হয় নাই। তাহারা যে অপরাধের জন্য তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহার সে অপরাধ ছিল না। কিন্তু, তাহারাও ত বন্য প্রকৃতির লোক ছিল; তাহারা ন্যায়বিচার কি বুঝিবে? যদি ঈশা অনর্থক নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া ছলনা না করিতেন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি এমন দুর্ব্যবহার না করিতেন, তাহা হইলে উভয় পক্ষেরই ভাল হইত। কিন্তু এত বিদ্যা, ধর্ম্ম ও ন্যায়পরায়ণতা ইঁহারা কোথায় পইবেন? ৮৬॥

৮৭। যীশুকে অধ্যক্ষের সম্মুখে দাঁড় করান হইল। অধ্যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ইহুদীদের রাজা? যীশু তাঁহাকে বলিলেন— "তুমিই বলিলে"। আর যখন প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীন বর্গ তাঁহার উপরে দোষারোপ করিতেছিল, তিনি তখন কিছুই উত্তর করিলেন না। তখন পীলাত তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি কি শুনিতেছ না, উহারা তোমার বিপক্ষে কত

বিষয় সাক্ষ্য দিতেছে”! তিনি তাঁহার এক কথারও উত্তর দিলেন না; ইহাতে অধ্যক্ষ অতিশয় আশ্চর্য্য মনে করিলেন। পীলাত তাহাদিগকে বলিলেন, যাহাকে খ্রীষ্ট বলে সেই যীশুকে কি করিব? তাহারা সকলে কহিল, উহাকে ক্রুশে দেওয়া হউক। তিনি যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্য সমর্পণ করিলেন। তখন অধ্যক্ষের সেনাগণ যীশুকে রাজবাটীতে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকটে সকল সেনাদলকে একত্র করিল। আর তাহারা তাঁহার বস্ত্র খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে একখানা লোহিত বস্ত্র পরিধান করাইল। আর কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া তাহারা তাঁহার মস্তকে দিল ও তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটি নল দিল; পরে তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া, তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, 'য়িহূদি-রাজ, প্রণাম! আর তাহারা তাঁহার গাত্রে থুথু দিল ও সেই নল লইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল। আর তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার পর বস্ত্রখানি খুলিয়া ফেলিয়া তাহারা আবার তাঁহার নিজের বস্ত্র পরাইয়া দিল এবং তাঁহাকে ক্রুশে দিবার জন্য লইয়া চলিল। পরে গল্‌গথা নামক স্থানে, অর্থাৎ যাহাকে মাথার খুলির স্থান বলে, সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহারা তাঁহাকে পিত্তমিশ্রিত দ্রাক্ষারস পান করিতে দিল; তিনি তাহা চাখিয়া পান করিতে চাহিলেন না। আর উহারা তাঁহার মস্তকের উপরে তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহার দোষের কথা লিখিয়া লাগাইয়া দিল। তখন দুই জন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইল, একজন দক্ষিণ পার্শ্বে, আর একজন বাম পার্শ্বে। তখন যে সকল লোক সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা মাথা নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার নিন্দা করিয়া কহিল, “ওহে, তুমি না মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আর তিন দিনের মধ্যে গাঁথিয়া তুল! আপনাকে রক্ষা কর, যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস।” সেইরূপ প্রধান যাজকেরা অধ্যাপকগণের ও প্রাচীনবর্গের সহিত বিদ্রূপ করিয়া কহিল, “ঐ ব্যক্তি অন্যান্য লোককে রক্ষা করিত, আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না; ও ত ইস্রায়েলের রাজা! এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া আসুক; তাহা হইলে আমরা উহার উপরে বিশ্বাস করিব; ও ঈশ্বরে ভরসা রাখে, এখন তিনি নিস্তার করুন, যদি ঈশ্বর উহাকে চান; কেননা ও বলিয়াছে,—আমি ঈশ্বরের পুত্র। আর যে দুইজন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল তাহারাও সেইরূপে তাঁহাকে তিরস্কার করিল। আর দ্বিপ্রহর হইতে তৃতীয় প্রহরের মধ্য সময়ে যীশু উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, “এলী এলী লামা

শবক্তানী"। অর্থাৎ "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ"? তাহাতে যাহারা সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেই কথা শুনিয়া কহিল, এ ব্যক্তি এলিয়াকে ডাকিতেছে। আর তাহাদের মধ্যে একজন অমনি দৌড়িয়া গেল, এক খানা স্পঞ্জ লইয়া তাহাতে দ্রাক্ষারস ভিজাইল, একটা নলে লাগাইয়া তাহা তাঁহাকে পান করিতে দিল। পরে যীশু আবার উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ই০ ম০ প০ ২৭। আ০ ১১—১৪। ২২—৩৪। ৩৭—৫০॥

(সমীক্ষক)—দুর্বৃত্তগণ ঈশার প্রতি সকল প্রকার দুর্ব্যবহার করিয়াছিল। কিন্তু ঈশারও দোষ ছিল। কারণ কেহই ঈশ্বরের পুত্র নহে; ঈশ্বর কাহারও পিতা নহেন। কাহারও পিতা হইতে হইলে, তাঁহাকে কাহারও শ্বশুর, কাহারও শ্যালক এবং কাহারও সম্বন্ধী ইত্যাদি হইতে হইবে। যখন অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাঁহার সত্য বলাই উচিত ছিল। তাঁহার পূর্ব্বকথিত অলৌকিক কার্য্যগুলি সত্য হইলে তিনি ক্রুশ হইতে অবতরণ করিয়া সকলকে শিষ্য করিয়া ফেলিতেন। তিনি যদি সত্যই ঈশ্বরের পুত্র হইতেন, তাহা হইলে ঈশ্বরও তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। তিনি ত্রিকালদর্শী হইলে, পিত্তমিশ্রিত দ্রাক্ষারস আস্বাদন করিয়া ছাড়িবেন কেন? পূর্ব্বেই ত জানিতে পারিতেন। তিনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইলে, এমন চীৎকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবেন কেন? সুতরাং জানা উচিত যে, যিনি যতই চতুর হউন না কেন, পরিণামে সত্য সত্যই এবং মিথ্যা মিথ্যাই হইয়া থাকে। আর ইহাও জানা গেল যে, ঐ সময়ে ঈশা বন্য মনুষ্যদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ উন্নত ছিলেন; নতুবা তাঁহাকে এমন দুঃখ ভোগ করিতে হইবে কেন? ৮৭॥

৮৮। আর দেখ, মহাভূমিকম্প হইল, কেননা প্রভুর এক দূত নামিয়া আসিয়া সেই কবরদ্বার হইতে পাথরখানা সরাইয়া দিলেন এবং তাহার উপরে বসিলেন্।...তিনি এখানে নাই? কেননা তিনি উঠিয়াছেন, যেমন বলিয়াছিলেন।...শিষ্যদিগকে সংবাদ দিবার জন্য দৌড়িয়া গেলেন। আর দেখ যীশু তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, কহিলেন, তোমাদের মঙ্গল হউক; তখন তাঁহারা নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণ ধরিলেন ও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না; তোমরা যাও, আমার ভ্রাতৃগণকে সংবাদ দেও, যেন তাহারা গালীলে যায়; সেইখানে তাহারা আমাকে দেখিতে পাইবে। পরে একাদশ শিষ্য গালিলে যীশুর নিরূপিত পর্ব্বতে গমন করিলেন,

আর তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন; কিন্তু কেহ কেহ সন্দেহ করিলেন। তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা কইলেন, বলিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে। আর দেখ, আমি যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছি॥ ই০ ম০ প০ ২৮। আ০ ২।৬। ৯।১০।১৬।১৭।১৮।২০॥

(সমীক্ষক)—ইহাও সৃষ্টিক্রম এবং বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য নহে। ঈশ্বরের নিকট দূত থাকা, তাঁহাদিগকে যে সে স্থানে প্রেরণ করা এবং স্বর্গ হইতে তাঁহাদের অবতরণ ইত্যাদি বিবরণ দ্বারা ঈশ্বরকে কি "তহশীলদার" অথবা "কালেক্টার" সদৃশ করা হয় নাই? ঈশা কি সশরীরেই স্বর্গে গমন করিলেন? আবার মৃত্যুর পর তিনি কি পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিলেন? স্ত্রীলোকেরা তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। তাহা হইলে তাঁহার কি তখন সেই শরীরই ছিল? সেই শরীর ত তিন দিন কবরের মধ্যে ছিল; তবে উহা পচে নাই কেন? নিজের মুখে "আমি সর্ব্বাধিকারী হইয়াছি" বলা কেবল আত্মম্ভরিতা মাত্র! কবর হইতে উত্থানের পর শিষ্যদিগের সহিত মিলিত হওয়া এবং তাহাদের সহিত সকল বিষয়ে কথোপকথন করা অসম্ভব। এ সকল সত্য হইলে, আজকালও কেহ কবর হইতে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উত্থান করে না কেন? সশরীরে স্বর্গেই বা গমন করে না কেন?

এ পর্য্যন্ত মথিলিখিত সুসমাচার বিষয়ে লিখিত হইল। অতঃপর মার্কলিখিত সুসমাচার সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে॥ ৮৮॥

মার্কলিখিত সুসমাচার।

৮৯। একি সেই সূত্রধর নয়? ই০ মার্ক০ প০ ৬। আ০ ৩॥

(সমীক্ষক)—প্রকৃত পক্ষে যুসফ সূত্রধর ছিলেন, সুতরাং ঈশাও সূত্রধর ছিলেন। ঈশা কয়েক বৎসর সূত্রধরের কার্য্য করিয়া পরে পয়গম্বর হইলেন এবং পয়গম্বর হইতে ঈশ্বরের পুত্র হইয়া পড়িলেন। বন্য মনুষ্যেরা তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিল। তাহাতেই তিনি অত্যন্ত চতুরতা দেখাইতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু কাঠকাটা-চিরাই তাঁহার বৃত্তি ছিল॥৮৯॥

লুকলিখিত সুসমাচার।

৯০। যীশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে সৎ কেন বলিতেছ? একজন ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর"॥ ই০ লুক০ প০ ১৮। আ০ ১৯॥

(সমীক্ষক)—ঈশা স্বয়ং যখন বলিতেছেন যে, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টানগণ পিতা, পুত্র এবং পবিত্রাত্মা—এই তিন কোথায় পাইলেন ? ৯০ ॥

৯১। তখন তাঁহাকে হেরোদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। যীশুকে দেখিয়া হেরোদ অতিশয় আনন্দিত হইলেন, কেননা তিনি তাঁহার বিষয় শুনিয়াছিলেন, এই জন্য অনেক দিন হইতে তাঁহাকে দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কৃত কোন অলৌকিক কার্য্য দেখিবার আশা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু যীশু তাঁহাকে কোন উত্তর দিলেন না ॥ ই° লুক° পর্ব্ব ২৬। আ° ৮।৯ ॥

(সমীক্ষক)—মথিলিখিত সুসমাচারে ইহার উল্লেখ নাই। সুতরাং এই সাক্ষ্য বিকৃত। সকল সাক্ষীর বিবৃতি একরূপ হওয়া উচিত। যদি ঈশা চতুর এবং শক্তিশালী হইতেন, তাহা হইলে তিনি হেরোদকে উত্তর দিতেন এবং তাঁহার অলৌকিক শক্তিও প্রদর্শন করিতেন। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, ঈশার বিদ্যা এবং অলৌকিক শক্তি কিছুই ছিল না ॥ ৯১ ॥

যোহনলিখিত সুসমাচার।

৯২। আদিতে বাক্য ছিল এবং বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহা তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই। তাহার মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতি ছিল ॥ ই° যোহন প° ১। আ° ১।২।৩।৪ ॥

(সমীক্ষক)—আদিতে বক্তা ব্যতীত শব্দ থাকিতে পারে না। অতএব শব্দ ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল বলা বৃথা। শব্দ কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না। শব্দ যখন আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, তখন শব্দ ঈশ্বরের পূর্ব্বে ছিল কিংবা ঈশ্বর শব্দের পূর্ব্বে ছিলেন, এইরূপ প্রয়োগ ঘটিতে পারে না। অধিকন্তু কারণ ব্যতীত শব্দদ্বারা কখনও সৃষ্টি হইতে পারে না। শব্দ ব্যতিরেকেও সৃষ্টিকর্ত্তা নিঃশব্দে সৃষ্টি করিতে পারেন। জীবন কি ? জীবন কোথায় ছিল ? যদি এই বচন দ্বারা জীবকে অনাদি মনে করা হয়, তাহা হইলে আদমের নাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রবাহিত করার কথা মিথ্যা। কেবল কি মনুষ্যেরই জীবন উজ্জ্বল ? পশ্বাদির জীবন কি উজ্জ্বল নহে ? ৯২ ॥

৯৩। আর রাত্রিভোজের সময়ে শয়তান তাঁহাকে সমর্পণ করিবার

সংকল্প শিমোনের পুত্র ঈস্করিয়োতী য়িহূদার হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছিল॥ যো০ ই০ পর্ব্ব ১৩। আ০ ২॥

(সমীক্ষক)—ইহাও সত্য নহে। খ্রীষ্টানদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, "যদি শয়তান সকলকেই বিভ্রান্ত করে, তাহা হইলে শয়তানকে বিভ্রান্ত করে কে"? যদি বলা হয় যে, শয়তান নিজেই নিজেকে বিভ্রান্ত করে, তাহা হইলেও মনুষ্যও নিজে নিজেকে বিভ্রান্ত করিতে পারে, শয়তানের প্রয়োজন কি? যদি পরমেশ্বরই শয়তানের সৃষ্টিকর্ত্তা হন এবং শয়তানকে বিভ্রান্ত করেন, তাহা হইলে খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর শয়তানের শয়তান; তিনিই শয়তানের দ্বারা সকলকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন। ভাল, এমন কার্য্য কি পরমেশ্বরের পক্ষে সম্ভব? সত্য বলিতে গেলে, যিনি খ্রীষ্টানদিগের এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন এবং যিনি ঈশাকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনিই শয়তান! বাস্তবিক এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত নহে, এই পুস্তকে বর্ণিত ঈশ্বরও যথার্থ ঈশ্বর নহেন এবং যীশুও ঈশ্বর পুত্র হইতে পারেন না॥ ৯৩॥

৯৪। তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক, ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আমাতেও বিশ্বাস কর। আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত, তোমাদিগকে বলিতাম; কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্ব্বার আসিব এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেইখানে থাক। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমিই পথ, সত্য ও জীবন; আমার মধ্য দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকট পৌছিতে পারে না। আমাকে জানিলে আমার পিতাকেও জানিবে॥ ই০ যো০ প০ ১৪। আ০ ১।২।৩।৪।৬।৭॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! ঈশার এ সকল কথা কি পোপ-লীলা অপেক্ষা কোন অংশে কম? এমন প্রপঞ্চ রচনা না করিলে, কে তাঁহার মতজালে জড়িত হইত? ঈশা কি তাঁহার পিতার অধিকার একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন? ঈশ্বর যদি ঈশার বশীভূত হন, তবে তিনি পরাধীন। যিনি পরাধীন তিনি ঈশ্বরই নহেন। বাস্তবিক ঈশ্বর কাহারও অনুরোধ শুনেন না। ঈশার পূর্ব্বে কি কেহ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন নাই? এইরূপে স্থানাদির প্রলোভন প্রদর্শন করা এবং নিজ মুখে নিজেকে পন্থা, সত্য ও জীবন বলা সম্পূর্ণ আত্মস্তরিতার পরিচায়ক। সুতরাং এ সকল কখনও সত্য হইতে পারে না॥ ৯৪॥

৯৫। আমি তোমাদিগকে সত্য সত্য বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কার্য্য করিতেছি সেও তাহা করিবে, এমন কি এ সকল হইতেও বড় বড় কার্য্য করিবে। যো০ ই০ পর্ব্ব ১৪। আ০ ১২॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! যদি খ্রীষ্টানগণ ঈশাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহারা মৃতসঞ্জীবনাদি কার্য্য করিতে পারেন না কেন? তাঁহারা যদি বিশ্বাস বলে বিস্ময়জনক কার্য্য করিতে না পারেন, তবে নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, ঈশাও তাহা করেন নাই। ঈশা স্বয়ং বলিতেছেন, "তোমরাও আশ্চর্য্যজনক কার্য্য করিবে"; তাহা সত্ত্বেও কোন খ্রীষ্টান সেইরূপ কার্য্য করিতে পারেন না। তাহা হইলে এমন অজ্ঞানান্ধ কে আছে যে, ঈশার মৃতসঞ্জীবন প্রভৃতি বিশ্বাস করিবে? ৯৫॥

৯৬। ঈশ্বর অদ্বিতীয় এবং সত্য। ই০ যো০ ১৭। আ০ ৩॥

(সমীক্ষক)—যদি ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টানগণ যে তাঁহাকে তিন বলেন তাহা সর্ব্বথা মিথ্যা॥ ৯৬॥

নব্য বাইবেলের বহুলাংশ এইরূপ বিরুদ্ধ কথায় পরিপূর্ণ।

যোহনের প্রকাশিত বাক্য।

এখন যোহনের অদ্ভুত কথাগুলি শ্রবণ করুন—

৯৭। তাঁহাদের মস্তকের উপর সুবর্ণ মুকুট। সেই সিংহাসনের সম্মুখে সপ্ত প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহা ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। আর সেই সিংহাসনের সম্মুখে কাচময় এক সমুদ্র আছে এবং সিংহাসনের চারি দিকে চারি প্রাণী আছে। তাহাদের আগে পিছে নেত্রযুক্ত আছে। যো০ প্র০ প০ ৪। আ০ ৪।৫।৬॥

(সমীক্ষক)—দেখুন, খ্রীষ্টানদিগের স্বর্গ যেন একটি নগর এবং তাঁহাদের ঈশ্বর যেন একটি জ্বলন্ত প্রদীপ! স্বর্ণমুকুট প্রভৃতি অলঙ্কার ধারণ এবং সম্মুখে ও পশ্চাতে নেত্রবিশিষ্ট জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব। তদ্ব্যতীত সে স্থলে সিংহ প্রভৃতি চারিটি পশুরও উল্লেখ আছে। এ সকল কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে? ৯৭॥

৯৮। আর যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, আমি তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একখানা পুস্তক দেখিলাম; তাহার ভিতর ও বাহির লিখিত ও সপ্ত মুদ্রায় মুদ্রাঙ্কিত। ঐ পুস্তক খুলিবার ও তাহার ছাপা সকল ভাঙ্গিবার যোগ্য কে? কিন্তু

স্বর্গে, পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচে সেই পুস্তক খুলিতে অথবা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে কাহারও সাধ্য হইল না। তখন আমি বিস্তর রোদন করিতে লাগিলাম, কারণ সেই পুস্তক খুলিবার ও তাহার প্রতি দৃষ্টি করিবার যোগ্য কাহাকেও পাওয়া গেল না। যো° প্র°। পর্ব্ব ৫। আ° ১।২।৩।৪ ॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! খ্রীষ্টানদিগের স্বর্গে সিংহাসন এবং মানব-সুলভ আড়ম্বর আছে। তদ্ব্যতীত বহু শীলমোহরযুক্ত পুস্তকও আছে। স্বর্গস্থ কিংবা পৃথিবীস্থ কাহারও উহা খুলিবার বা দেখিবার অধিকার নাই। যোহন রোদন করিতে থাকিলে, একজন প্রাচীন লোক বলিলেন যে, ঈশাই উহা খুলিতে পারেন। একটি প্রবাদ বাক্য আছে—যাহার বিবাহ তাহারই গীত গাও। ঈশার উপরেই সমস্ত মাহাত্ম্য আরোপ করা হইতেছে; কিন্তু এ সকল কেবল কথার কথা মাত্র ॥ ৯৮ ॥

৯৯। পরে আমি দেখিলাম ঐ সিংহাসনের ও চারি প্রাণীর এবং প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক মেষশাবক দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে যেন বধ করা হইয়াছিল; তাহার সপ্ত শৃঙ্গ ও সপ্ত চক্ষু; সেই চক্ষু সমস্ত পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। যো° প্র° প° ৫। আ° ৬ ॥

(সমীক্ষক)—যোহনের স্বপ্নে কিরূপ মনোবৃত্তি রহিয়াছে দেখুন! উক্ত স্বর্গে কেবল খ্রীষ্টানগণ, চারিটি পশু এবং ঈশা ব্যতীত অপর কেহই নাই! নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহলোকে ঈশার দুইটিমাত্র চক্ষু ছিল, শৃঙ্গের নামমাত্রও ছিল না; কিন্তু স্বর্গে তাঁহার সাতটি চক্ষু এবং সাতটি শৃঙ্গ হইল, আবার ঐ সকল প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের আত্মা! দুঃখের বিষয় খ্রীষ্টানগণ এ সকল বিষয় কেন বিশ্বাস করিয়াছেন? তাঁহারা ত কিঞ্চিৎ বুদ্ধিও কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারিতেন ॥ ৯৯ ॥

১০০। তিনি যখন পুস্তকখানি গ্রহণ করেন, তখনও চারি প্রাণী ও প্রাচীন বর্গের চব্বিশ জন মেষশাবকের সাক্ষাতে প্রণিপাত করিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের কাছে একটি বীণা ও সুগন্ধি ধূপে পরিপূর্ণ পবিত্র লোকদের কাম্য স্বর্ণময় বাটি ছিল। যো° প্র° প° ৫। আ°৮ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, যে সময়ে ঈশা স্বর্গে ছিলেন না, সে সময়ে এই হতভাগ্যগণ ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং আরতি প্রভৃতি দ্বারা কাহার পূজা করিত? এখন প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টানগণ মূর্ত্তিপূজা খণ্ডন করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের স্বর্গ মূর্ত্তিপূজার গৃহস্বরূপ। ১০০ ॥

১০১। পরে আমি দেখিলাম যখন, সেই মেষশাবক সেই সাতটির মধ্যে প্রথম মুদ্রাটি খুলিলেন, তখন আমি সেই চারি প্রাণীর মধ্যে এক প্রাণীর মেঘ গর্জ্জনের তুল্য এই বাণী শুনিলাম—আইস। আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, এক শুক্লবর্ণ অশ্ব এবং তাহার উপরে যিনি বসিয়া আছেন, তিনি ধনুর্দ্ধারী, তাঁহাকে এক মুকুট প্রদত্ত হইল এবং তিনি জয় করিতে করিতে সবই জয় করিবার জন্য বাহির হইলেন। যখন তিনি দ্বিতীয় শীলমোহর খুলিলেন তখন লাল ঘোড়া বাহির হইল। পৃথিবী হইতে ঐক্য নষ্ট করার আদেশ তাহাকে প্রদত্ত হইল। তৃতীয় শীলমোহর খুলিলে এক কৃষ্ণবর্ণ ঘোড়া দেখা গেল। চতুর্থ শীলমোহর খুলিলে এক পীতবর্ণ ঘোড়া দেখা গেল। তাহার উপর মৃত্যু আরোহণ করিয়া আছে ইত্যাদি॥ যো০ প্র০ প০ ৬।আ০ ১-৫।৭।৮॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন, এসকল গল্প পুরাণের গল্প অপেক্ষাও অধিকতর অসম্ভব কিনা! পুস্তকের শীলমোহরের মধ্যে অশ্ব এবং অশ্বারোহী কিরূপে থাকিতে পারে? যিনি এসকল স্বপ্নপ্রলাপকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহার অজ্ঞতা সম্বন্ধে যত অধিক বলা যায় ততই কম॥ ১০১॥

১০২। তাঁহারা উচ্চ রবে ডাকিয়া কহিলেন, হে পবিত্র সত্যময় অধিপতি, বিচার করিতে এবং পৃথিবীর নিবাসীদিগকে আমাদের রক্তপাতের প্রতিফল দিতে কতকাল বিলম্ব করিবে? তখন তাঁহাদের প্রত্যেককে শুক্লবস্ত্র দেওয়া হইল, এবং তাঁহাদিগকে বলা হইল যে, তাঁহাদের সঙ্গী দাস ও ভ্রাতৃগণকে তোমাদের ন্যায় বধ করিতে করিতে যতক্ষণ তাহা শেষ না হয় ততক্ষণের জন্য কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিতে হইবে। যো০ প্র০ প০ ৬। আ০ .০।১১॥

(সমীক্ষক)—এইরূপে খ্রীষ্টানেরা "দায়রা সোপর্দ্দ" হইয়া বিচারের জন্য ক্রন্দন করিবেন কিন্তু যাঁহারা বেদমতাবলম্বী তাঁহাদের বিচার হইতে কিঞ্চিৎমাত্রও বিলম্ব হইবে না। যদি খ্রীষ্টানদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "আজকাল কি ঈশ্বরের আদালত বন্ধ আছে? বিচারকার্য্যের অভাবে তিনি কি নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া আছেন"? তাহা হইলে তাঁহারা এই প্রশ্নের কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারিবেন না। আবার খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরকে সহজে ভুলানও যাইতে পারে। কারণ ঈশ্বর খ্রীষ্টানদিগের অনুরোধে সহসা তাঁহাদের শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করেন। তিনি এমন নৃশংসপ্রকৃতি যে, মৃত্যুর পরেও বৈর নির্য্যাতন করেন। খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে শান্তি কিঞ্চিৎ মাত্রও নাই। যেখানে ক্ষমা নাই, সেখানে কি দুঃখের পারাপার আছে? ১০২॥

১০৩। আর ডুমুর গাছ প্রবল বায়ুতে দোলায়িত হওয়ায় যেমন তাহার অপক্ক ফলগুলি ঝড়িয়া যায়, তেমনই আকাশমণ্ডলস্থ তারাসকল পৃথিবীতে পতিত হইল; আর আকাশ কাগজের ন্যায় কুঁচকিয়া পৃথক্ হইল॥ যো° প্র° প° ৬। আ° ১৩। ১৪॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন, ভবিষ্যদ্বক্তা যোহন অজ্ঞ ছিলেন, তাই তিনি এইরূপ আবোল তাবোল অসার কথা বলিয়াছেন। প্রত্যেকটি নক্ষত্র এক একটি লোক বিশেষ; তাহা হইলে সমস্ত নক্ষত্র কিরূপে পৃথিবীর উপর পতিত হইতে পারে? সূর্য্যাদির আকর্ষণ নক্ষত্রসমূহকে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতে দিবে কেন? যোহন আকাশকে কি চাটাই মনে করিয়াছিলেন? আকাশ সাকার পদার্থ নহে যে, কেহ উহাকে জড়াইয়া কিংবা একত্র করিয়া লইবে। বাস্তবিক যোহন প্রভৃতি সকলেই বন্য মনুষ্য ছিলেন, তাঁহারা এসকল বিষয় কি জানিবেন? ১০৩॥

১০৪। পরে আমি ঐ মুদ্রাঙ্কিত লোকদের সংখ্যা শুনিলাম; ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত বংশের একলক্ষ চুয়াল্লিশ সহস্র লোক মুদ্রাঙ্কিত। য়ীহুদাবংশের দ্বাদশ সহস্র লোক মুদ্রাঙ্কিত। যো° প্র° প° ৭। আ° ৪।৫॥

(সমীক্ষক)—বাইবেলের বর্ণিত ঈশ্বর কি কেবল ইস্রায়েলবংশীয় মনুষ্যদিগের প্রভু না সমস্ত জগতের প্রভু? কেবল বন্য মনুষ্যদেরই প্রভু না হইলে, তিনি তাহাদের সংসর্গে থাকিবেন কেন? তিনি কেবল তাহাদেরই সাহায্য করিতেন, অপর কাহারও নামও করিতেন না, ইহারই বা কারণ কি? অতএব তিনি যথার্থ ঈশ্বর নহেন। ইস্রায়েলবংশীয়দের উপর শীল মোহরের ছাপ লাগাইয়া দেওয়া অল্পজ্ঞতার লক্ষণ হইতে পারে, কিংবা উহা যোহনের মিথ্যা কল্পনা॥ ১০৪॥

১০৫। এইজন্য ইহারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে আছে এবং তাহারা দিবারাত্র তাঁহার মন্দিরে তাঁহার আরাধনা করে। যো° প্রক° প° ৭। আ° ৩ ১৫॥

(সমীক্ষক)—ইহা কি মহা পৌত্তলিকতা নহে? খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর কি দেহধারী মনুষ্যের ন্যায় একদেশী নহেন? তিনি কি রাত্রিকালে নিদ্রাও যান না? তিনি যদি রাত্রিকালে নিদ্রিত থাকেন, তাহা হইলে সে সময়ে তাঁহার পূজা কিরূপে হইতে পারে? সম্ভবতঃ তাঁহার নিদ্রাও লোপ পায়। যে ব্যক্তি দিবারাত্র জাগিয়া থাকে তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে এবং সে অত্যন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে॥ ১০৫॥

১০৬। পরে আর এক দূত আসিয়া বেদীর নিকটে দাঁড়াইলেন, তাঁহার হস্তে স্বর্ণনির্ম্মিত ধূপ দানী ছিল এবং তাহাতে প্রচুর ধূপ প্রদত্ত হইল। তাহাতে পবিত্র ব্যক্তিগণের প্রার্থনার সহিত দূতের হস্ত হইতে ধূপের ধূম ঈশ্বরের সম্মুখে উঠিল। পরে ঐ দূত ধূপদানী লইয়া তাহা বেদীর অগ্নিতে পূর্ণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ ও ভূমিকম্প হইল। যো০ প্র০ প০ ৮। আ০ ৩।৪।৫ ॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! খ্রীষ্টানদিগের স্বর্গে ত বেদী, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং তুরীবাদ্য আছে। সুতরাং বৈরাগীদিগের মন্দির অপেক্ষা তাঁহাদের স্বর্গ কি কম? বরং তাঁহাদের স্বর্গে জাকজমক কিছু অধিক ॥ ১০৬ ॥

১০৭। প্রথম দূত তূরী বাজাইলেন, আর রক্ত মিশ্রিত শিলা ও অগ্নি হইয়া তাহা পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে পৃথিবীর এক তৃতীয় অংশ পুড়িয়া গেল ॥ যো০ প্র০ প০ ৮। আ০ ৭ ॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! খ্রীষ্টানদিগের ভবিষ্যদ্‌বক্তা! ঈশ্বর ও ঈশ্বরের দূত, তূরীর শব্দ এবং প্রলয়ের লীলা কেবল শিশুর ক্রীড়ার ন্যায় দেখাইতেছে! ১০৭ ॥

১০৮। পরে পঞ্চম দূত তূরী বাজাইলেন, আর স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পড়িতেছে এইরূপ একটা তারা দেখিলাম; তাহাকে অগাধ কুণ্ডের কূপের চাবি প্রদত্ত হইল। তাহাতে সে অগাধ কূপ খুলিল, আর ঐ কূপ হইতে বৃহৎ ভাটির ধূমের ন্যায় ধূম উঠিল। পরে ঐ ধূম হইতে পঙ্গপাল বাহির হইয়া পৃথিবীতে আসিল। আর তাহাদিগকে পৃথিবীস্থ বৃশ্চিকের ক্ষমতার ন্যায় ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। আর তাহাদিগকে বলা হইল কেবল সেই মনুষ্যদেরই পীড়ণ কর যাহাদের ললাটে ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্ক নাই। তাহাদিগকে কেবল পাঁচ মাস পর্য্যন্ত যাতনা দিবার অনুমতি প্রদত্ত হইল। যো০ প্র০ প০ ৯। আ০ ১-৫ ॥

(সমীক্ষক)—তূরীশব্দ শুনিয়া কি নক্ষত্রসমূহ স্বর্গে সেই দূতগণের উপর পতিত হইল? এখানে ত পতিত হয় নাই। ভাল, ঈশ্বর কি প্রলয়ের জন্য সেই কূপটি রাখিয়া ছিলেন? তিনিই কি পঙ্গপালগুলিকে পুষিয়া রাখিতেন? বোধ হয়, পঙ্গপালগুলি শীল মোহর দেখিলেই ঐসকল লোককে দংশন করা হইবে কি না জানিতে পারিত! নির্ব্বোধ লোকদিগকে ভয় দেখাইয়া খ্রীষ্টান করিবার ও প্রতারণা করিবার জন্য এইরূপ বলা হইত, "তুমি যদি খ্রীষ্টান না হও তাহা হইলে তোমাকে পঙ্গপাল দংশন করিবে"। যে দেশে বিদ্যাচর্চ্চা নাই, সেই দেশেই এসকল সম্ভব, আর্য্যাবর্ত্তে নহে। আর ইহাই কি প্রলয়? ১০৮ ॥

১০৯। ঐ অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা বিশ কোটি। যো০ প্র০ প০ ৯। আ০ ১৬॥

(সমীক্ষক)—ভাল, স্বর্গে এত গুলি অশ্ব কোথায় থাকিত? কোথায় বা বিচরণ করিত? উহারা স্বর্গে কতই না মল পরিত্যাগ করিত এবং তাহাতে কতই না দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইত! অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। আমরা আর্য্যগণ এমন স্বর্গ, এমন ঈশ্বর এবং এমন মতকে জলাঞ্জলি দিয়াছি। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের কৃপায় এসকল ঝঞ্ঝাট খ্রীষ্টানদিগের মস্তিষ্ক হইতে দূর হইলেও মঙ্গল॥ ১০৯॥

১১০। পরে আমি আর এক শক্তিমান দূতকে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে দেখিলাম। তাঁহার পরিচ্ছদে মেঘ, তাঁহার মস্তকের উপরে মেঘ ও ধনুক, তাঁহার মুখ সূর্য্যতুল্য, তাঁহার চরণ অগ্নিস্তম্ভতুল্য। তিনি সমুদ্রে দক্ষিণ চরণ ও স্থলে বাম চরণ রাখিলেন। যো০ প্র০ প০ ১০। আ০ ১।২।৩॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! এসকল দূতের বৃত্তান্ত পুরাণের কাহিনী কিংবা ভাটের গল্প অপেক্ষাও অধিক কৌতুকজনক॥ ১১০॥

১১১। পরে দণ্ডের ন্যায় এক নল আমাকে দেওয়া হইলে এক জন কহিলেন—উঠ, ঈশ্বরের মন্দিরকে, যজ্ঞবেদীকে ও যাহারা তাহার মধ্যে ভজনা করে তাহা-দিগকে ওজন কর। যো০ প্র০ প০ ১১। আ০ ১॥

(সমীক্ষক)—এখানকার কথা ত দূরে থাকুক, স্বর্গেও খ্রীষ্টানদিগের জন্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে এবং মন্দিরের মাপও লওয়া হইয়াছে। যেমন তাঁহাদের স্বর্গ তেমনই তাঁহাদের কথা। উদাহরণ স্বরূপ, প্রভু-ভোজনের সময় খ্রীষ্টানগণ ঈশার মাংস ও রুধির কল্পনা করিয়া রুটিভক্ষণ এবং মদ্যপান করেন। গীর্জ্জায় ক্রুশের প্রতিমূর্ত্তি রাখাও এক প্রকার মূর্ত্তিপূজা॥ ১১১॥

১১২। পরে ঈশ্বরের স্বর্গস্থ মন্দির মুক্ত হইল, তাহাতে মন্দিরের মধ্যে তাঁহার বিধানের সিন্দুক দেখা গেল। যো০ প্র০ প০ ১১। আ০ ১৯॥

(সমীক্ষক)—বোধ হয়, স্বর্গের মন্দির সর্ব্বদা বন্ধ থাকে, কখনও কখনও খোলা হয়। পরমেশ্বরের কোন মন্দির থাকা কি সম্ভব? বেদোক্ত সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার কোন মন্দির থাকা অসম্ভব। অবশ্য খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সাকার। তিনি স্বর্গে কিংবা পৃথিবীতে থাকুন, এখানকার ন্যায় স্বর্গেও শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি পোঁ পোঁ ঢং ঢং সহকারে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ খৃষ্টানগণ কখনও কখনও ধর্ম্মবিধানের সিন্দুক দেখিয়া থাকেন! তদ্দারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ

হয় তাহা জানা যায় না। বোধ হয় মনুষ্যদিগকে প্রলোভিত করিবার জন্য এ সকল কার্য্য করা হইয়া থাকে ॥ ১১২ ॥

১১৩। আর স্বর্গমধ্যে এক বড় আশ্চর্য্য দেখা গেল। একটি স্ত্রীলোক, সূর্য্য তাহার পরিচ্ছদ ও চন্দ্র তাহার পদের নীচে এবং তাহার মস্তকের উপরে দ্বাদশ তারার এক মুকুট। সে গর্ভবতী, আর ব্যথিতা হইয়া চেঁচাইতেছে, সন্তান প্রসবের জন্য ব্যথা হইতেছে। স্বর্গমধ্যে আর এক আশ্চর্য্য দেখা গেল। দেখ, এক প্রকাণ্ড লোহিতবর্ণ অজগর। তাহার সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ এবং সপ্ত মস্তকে সপ্ত রাজমুকুট, আর তাহার লাঙ্গুল আকাশের এক তৃতীয়াংশ নক্ষত্রকে আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিল ॥ যোং প্রং পং। আং ১২।১।২।৩।৪ ॥

(সমীক্ষক)—কেমন লম্বা-চওড়া গল্প বলা হইয়াছে, দেখুন। খ্রীষ্টানদিগের স্বর্গেও হতভাগিনী স্ত্রীলোকটি চীৎকার করিতেছে। কেহই তাহার দুঃখের কথা শুনিতেছে না এবং কেহ তাহার দুঃখ দূর করিতেও পারিতেছে না। অজগর যে পুচ্ছদ্বারা নক্ষত্র সমূহের এক তৃতীয়াংশকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিল, সেই পুচ্ছ কত বড় ছিল? নক্ষত্র সমূহের এক তৃতীয়াংশকে সে পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করিয়াছিল। ভাল, পৃথিবী ত ক্ষুদ্র, কিন্তু নক্ষত্রগুলি এক একটি বিশাল ভূমণ্ডল। সুতরাং পৃথিবীর মধ্যে একটি নক্ষত্রের সমাবেশ হইতে পারে না। তাহা হইলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, যিনি এই গল্প লিখিয়াছেন নক্ষত্রসমূহের এক তৃতীয়াংশ তাঁহারই গৃহের উপর পতিত হইয়া থাকিবে। আর যে অজগরের পুচ্ছ এত প্রকাণ্ড ছিল যে, সে নক্ষত্রসমূহের এক তৃতীয়াংশ জড়িত করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই অজগরও বোধ হয় তাঁহারই গৃহে থাকিত ॥ ১১৩ ॥

১১৪। আর স্বর্গে যুদ্ধ হইল, মীখায়েল ও তাঁহার দূতগণ অজগরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ যোং প্রং পং ১২। আং ৭ ॥

(সমীক্ষক)—যদি কেহ খ্রীষ্টানদিগের স্বর্গে গমন করিয়া থাকে, তাহাকে তথাকার যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে। অতএব এখানে থাকিতেই এমন স্বর্গের আশা পরিত্যাগ করুন। যে স্থানে শান্তিভঙ্গ এবং উপদ্রব ঘটে, সেই স্থানই খ্রীষ্টানদিগের উপযুক্ত ॥ ১১৪ ॥

১১৫। আর সেই বৃহৎ অজগর নিক্ষিপ্ত হইল; এ সেই পুরাতন সর্প যাহাকে শয়তান বলা হয়, যে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায় ॥ যোং প্রং পং ১২। আং ৯ ॥

(সমীক্ষক)—যখন শয়তান স্বর্গে ছিল, তখন কি সে মনুষ্যদিগকে প্রতারিত করিত না? শয়তানকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ অথবা নিহত করা হয় না কেন? যদি শয়তান সংসারের সকলকেই প্রলোভিত করে, তবে শয়তানকে প্রলোভিত করে কে? যদি সে নিজেই নিজেকে প্রলোভিত করে, তবে যাহারা প্রলোভিত হয়, তাহারাও শয়তান ব্যতীতই প্রলোভিত হইতে পারে। যদি ঈশ্বর শয়তানকে প্রলোভিত করেন, তবে তিনি ঈশ্বরই নহেন। দেখা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরও শয়তানকে ভয় করেন; কারণ তিনি শয়তান অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইলে শয়তানকে পাপ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দণ্ড দিতেন। কিন্তু জগতে শয়তানের যত রাজ্য তাহার সহস্রাংশের একাংশও খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের রাজ্য নয়। বোধ হয় এই কারণেই খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর শয়তানকে তাহার দুষ্কর্ম্মে বাধা দিতে পারেন না। সুতরাং জানা গেল যে, আজকাল খ্রীষ্টান রাজ্যাধিকারিগণ যেমন দস্যু-তস্করদিগকে সত্বর দণ্ডদান করেন, খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সেরূপ করেন না। তাহা হইলে এমন নির্ব্বোধ কে আছে যে, সে বেদমত পরিত্যাগ করিয়া কপোলকল্পিত খ্রীষ্টানমত গ্রহণ করিবে? ১১৫ ॥

১১৬। হায়! পৃথিবী ও সমুদ্রবাসিগণ, শয়তান তোমাদিগের নিকট নামিয়া গিয়াছে ॥ যো০ প্র০ প০ ১২। আ০ ১২ ॥

(সমীক্ষক)—ঈশ্বর কি কেবল সেখানেরই অধিপতি এবং রক্ষক? তিনি কি পৃথিবী এবং মনুষ্যাদি প্রাণীর অধিপতি এবং রক্ষক নহেন? তিনি যদি পৃথিবীরও রাজা হন, তাহা হইলে শয়তানকে বিনাশ করিতে পারিলেন না কেন? শয়তান সকলকে প্রতারিত করিতেছে, তাহা দেখিয়াও ঈশ্বর তাহাকে বাধা দিতেছেন না। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, দুই ঈশ্বর আছেন, তাঁহাদের একজন সৎপ্রকৃতি, অন্য জন অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী অথচ দুষ্ট প্রকৃতি ॥ ১১৬ ॥

১১৭। তাহাকে বিয়াল্লিশ মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। তাহাতে সে ঈশ্বরের নিন্দা করিতে মুখ খুলিল। তাঁহার নামের, তাঁহার তাঁবুর ও স্বর্গবাসীদের নিন্দা করিতে হইবে। আর পবিত্র ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ করিবার ও তাহাদিগকে জয় করিবার ক্ষমতা এবং সব বংশের, ভাষার ও দেশের উপরে অধিকার প্রদত্ত হইল ॥ যো০ প্র০ প০ ১৩। আ০ ৫।৬।৭ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, পৃথিবীর লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য শয়তান ও পশু প্রভৃতিকে প্রেরণ করা এবং সৎপ্রকৃতি মনুষ্যদিগকে তাহাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত করা কি দস্যুদলপতির কার্য্য নহে? কোন ঈশ্বরভক্ত এমন কার্য্য করিতে পারেন না॥ ১১৭॥

১১৮। পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, সেই মেষশাবক সিয়োন পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইয়া আছেন এবং তাঁহার সহিত এক লক্ষ চুয়াল্লিশ সহস্র লোক। তাহাদের ললাটে তাঁহার নাম ও পিতার নাম লিখিত॥ যো০ প্র০ প০ ১৪। আ০ ১॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! ঈশার পিতা এবং ঈশা সিয়োন পর্ব্বতে অবস্থান করিতেন। কিন্তু ১, ৪৪০০০ মনুষ্যের গণনা কিরূপে করা হইল? স্বর্গবাসী-দিগের সংখ্যা কি কেবল ১,৪৪০০০? অবশিষ্ট কোটি কোটি খ্রীষ্টানের মস্তক শীলমোহরযুক্ত করা হইল কেন? তাঁহারা সকলেই কি নরকে গেলেন? সিয়োন পর্ব্বতে গিয়া খ্রীষ্টানদিগের দেখা উচিত যে সেস্থানে সেনার সহিত ঈশার পিতা আছেন কিনা। যদি থাকেন, তবে যাহা লিখিত আছে তাহা সত্য, নতুবা সমস্তই মিথ্যা। যদি তাঁহারা অন্য কোন স্থান হইতে সে স্থানে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোথা হইতে আসিলেন? যদি বলা হয় যে, স্বর্গ হইতে আসিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি পক্ষী যে, এমন বিশাল সেনা লইয়া উপরে এবং নিম্নে উড়িয়া যাতায়াত করিতে পারেন? যদি যাতায়াত করেন তাহা হইলে ঈশ্বর একজন পরিদর্শনকারী জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সদৃশ। সে ক্ষেত্রে এক, দুই অথবা তিনজন ঈশ্বরের দ্বারা চলিবে না, কিন্তু প্রত্যেক ভূমণ্ডলের জন্য ন্যূনকল্পে এক এক জন ঈশ্বরের প্রয়োজন হইবে। কারণ এক, দুই কিংবা তিন জন ঈশ্বরের পক্ষে বহু ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করা ও বিচারপতির কার্য্য করা অসম্ভব॥ ১১৮॥

১১৯। হাঁ, আত্মা কহিতেছেন, তাহারা আপন আপন শ্রম হইতে বিশ্রাম পাইবে; কারণ তাহাদিগের কার্য্য সকল তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে॥ যো০ প্র০ প০ ১৪। আ০ ১৩॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর ত বলিতেছেন তাঁহাদের কর্ম্ম তাঁহাদের সঙ্গেই থাকিবে অর্থাৎ সকলকে কর্ম্মানুসারেই ফল প্রদত্ত হইবে। কিন্তু ইঁহারা বলেন যে, ঈশা তাঁহাদের সমস্ত পাপ গ্রহণ এবং তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। সুধীগণ বিচার করুন যে এ স্থলে ঈশ্বরের না খ্রীষ্টানদের

বাক্য সত্য। দুইটি বিরুদ্ধ বাক্যের মধ্যে একটি অবশ্য মিথ্যা, কারণ দুইটিই সত্য হইতে পারে না। খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের কিংবা খ্রীষ্টানদিগের বাক্য মিথ্যা হউক, তাহাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না ॥ ১১৯ ॥

১২০। আর ঈশ্বরের রোষের মহাকুণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। পরে নগরের বাহিরে ঐ কুণ্ডে তাহা দলন করা গেল, তাহাতে কুণ্ড হইতে রক্ত বাহির হইল এবং অশ্বগণের বল্গা পর্যান্ত উঠিয়া এক শত ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইল ॥ যো০ প্র০ প০ ১৪। আ০ ১৯।২০ ॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! এ সকল গল্প পুরাণকেও অতিক্রম করিয়াছে। বোধ হয় খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হইলে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করেন। তাঁহার কোপের কুণ্ড পূর্ণ হইল, তবে কি তাঁহার ক্রোধ জল কিংবা অপর কোন তরল পদার্থ যে, তদ্দ্বারা কুণ্ডটি পরিপূর্ণ হইল? এক শত ক্রোশ পর্য্যন্ত রুধির প্রবাহিত হওয়া অসম্ভব। বায়ু সংযোগে রুধির তৎক্ষণাৎ ঘনীভূত হইয়া যায়; তাহা হইলে উহা কিরূপে প্রবাহিত হইতে পারে? সুতরাং এ সকল কথা মিথ্যা ॥ ১২০ ॥

১২১। স্বর্গে সাক্ষ্যের তাম্বুর মন্দির খুলিয়া দেওয়া হইল ॥ যো০ প্র০ প০ ১৫। আ০ ৫ ॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইলে সাক্ষীর কি প্রয়োজন ছিল? তিনি ত নিজেই সমস্ত জানিতে পারিতেন। সুতরাং নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় অল্পজ্ঞ। তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরের কার্য্য করা কি সম্ভব? না, না, না, কখনই না। আবার এই প্রকরণে দূতদিগের সম্বন্ধে অনেক অসম্ভব কথা লেখা হইয়াছে; এই সকলকে কেহই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। কত আর লেখা যাইবে? এই প্রকরণ এসকল বিষয়ে পরিপূর্ণ ॥ ১২১ ॥

১২২। ঈশ্বর উহার অপরাধ সকল স্মরণ করিয়াছেন। সে যেরূপ ব্যবহার করিত, তোমারও তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর, আর তাহার ক্রিয়ানুসারে দ্বিগুণ প্রতিফল তাহাকে দাও ॥ যো০ প্র০ প০ ১৮। আ০ ৫।৬॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর অন্যায়কারী। কারণ, যাহার যাদৃশ বা যত কর্ম্ম, তাহাকে তাদৃশ এবং তত ফলদান করাকে ন্যায়, এবং ন্যূনাধিক দান করাকে অন্যায় বলে। যিনি স্বয়ং অন্যায়কারী তাঁহার উপাসকগণ অন্যায় করিবে না কেন? ১২২॥

১২৩। মেষশাবকের বিবাহ উপস্থিত হইল এবং তাঁহার ভার্য্যা আপনাকে প্রস্তুত করিল॥ যো০ প্র০ প০ ১৯। আ০ ৭॥

(সমীক্ষক)—এখন শুনুন? খ্রীষ্টানদিগের স্বর্গে বিবাহও হইয়া থাকে! ঈশ্বর স্বর্গেই ঈশার বিবাহ দিয়াছিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ঈশার শ্বশুর, শাশুড়ী এবং শ্যালক কাহারা ছিলেন? ঈশার কয়টি সন্তান ছিল? বীর্য্যনাশ বশতঃ বল, বুদ্ধি, পরাক্রম এবং আয়ু হ্রাস পাওয়ায় আজ পর্য্যন্ত তিনি জীবিত নাই; কারণ সংযোগজন্য পদার্থের বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। অদ্যাবধি খ্রীষ্টানগণ ঈশার প্রতি বিশ্বাসবান হইয়া প্রতারিত হইতেছেন, জানি না আরও কত কাল প্রতারিত হইতে থাকিবেন॥ ১২৩॥

১২৪। তিনি সেই অজগরকে ধরিলেন; এ সেই পুরাতন অপবাদক এবং শয়তান। তিনি তাহাকে সহস্র বৎসর বদ্ধ রাখিলেন আর তাহাকে অগাধ কুণ্ডের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সেই স্থানের মুখ বন্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলেন; যেন ঐ সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ না হইলে সে সব দেশের লোককে আর ভ্রান্ত করিতে না পারে॥ যো০ প্র০ প০ ২০। আ০ ২৩॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! বহু কষ্টে শয়তানকে ধৃত করিয়া এক সহস্র বৎসর কারারুদ্ধ রাখা হইল। কারামুক্ত হইয়া সে কি সকলকে প্রতারিত করিবে না? এমন দুর্বৃত্তকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখা কিংবা বধ করাই উচিত ছিল। তবে বাস্তবপক্ষে খ্রীষ্টানদের শয়তান বলিয়া কেহই নাই। শয়তান খ্রীষ্টানদিগের ভ্রম মাত্র। কেবল জনসাধারণকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া স্বীয় জালে আবদ্ধ করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। জনৈক ধূর্ত্ত কয়েক জন নির্ব্বোধকে বলিল, "চল তোমাদিগকে দেবতা দর্শন করাইব"। সে একা নির্জ্জন স্থানে এক ব্যক্তিকে চতুর্ভুজ সাজাইয়া একটি ঝোপের মধ্যে দাঁড় করাইয়া রাখে এবং সে স্থানে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া বলে, "চক্ষু মুদিয়া থাকিবে, যখন খুলিতে বলিব, তখন খুলিবে; যখন চক্ষু মুদিতে বলিব তখন মুদিবে; নতুবা অন্ধ হইয়া যাইবে"। তাহারা চতুর্ভুজ মূর্ত্তির সম্মুখে আসিলে ধূর্ত্ত বলিল, "দর্শন কর" আবার তৎক্ষণাৎ বলিল না, "চক্ষু মুদ" তখন নিমেষে সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হইল। তখন ধূর্ত্ত বলিল, "চক্ষু খোল, নারায়ণ দর্শন কর, তোমাদের নারায়ণ দর্শন হইয়া গেল"। খ্রীষ্টানদিগের কথাও সেইরূপ। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, "যে ব্যক্তি আমাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস করে না, সে শয়তান কর্তৃক বিভ্রান্ত হইবে"। খ্রীষ্টান

ব্যতীত অন্যান্য মতাবলম্বীদিগেরও এইরূপ অনেক লীলা খেলা আছে। কাহারও তাহাদের প্রবঞ্চনাজালে জড়িত হওয়া উচিত নহে॥ ১২৪॥

১২৫। তাঁহার সম্মুখ হইতে পৃথিবী এবং আকাশ পলায়ন করিল। তাহাদের নিমিত্ত আর স্থান পাওয়া গেল না। আর আমি দেখিলাম, ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত মৃত ব্যক্তি সেই সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। পরে পুস্তক খোলা গেল। আর একখানি পুস্তক অর্থাৎ জীবনপুস্তক খোলা গেল, এবং পুস্তক সমূহের লিখিত প্রমাণে আপন আপন কার্য্যানুসারে মৃতদের বিচার হইল॥ যো০ প্রা০ প০ ২০। আ০ ১১।১২॥

(সমীক্ষক)—কিরূপ বালকোচিত কথা শুনুন! আচ্ছা, পৃথিবী এবং আকাশ কিরূপে পলাইতে পারিবে? এসকল কিসের উপরেই বা অবস্থান করিবে? যাঁহার নিকট হইতে এসকল পলায়ন করিল, তিনি কোথায় এবং তাঁহার সিংহাসনই বা কোথায় ছিল? যদি মৃতদিগকে পরমেশ্বরের সম্মুখে দণ্ডয়মান রাখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বোধ হয়, তিনিও উপবিষ্ট কিংবা দণ্ডায়মান ছিলেন। তবে এখানকার কাজ আদালতে অথবা দোকানে যেরূপ চলে, পুস্তকের বর্ণনা অনুসারে স্বর্গেও কি ঈশ্বরের কার্য্য সেইরূপে চলিতে থাকে? ঈশ্বর কি নিজেই জীবদিগের কর্ম্মতালিকা লিখিয়াছিলেন না তাঁহার গোমস্তাগণ লিখিয়াছিল? এসকল কথা বিশ্বাস করিয়া খ্রীষ্টান প্রভৃতি অনীশ্বরকে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরকে অনীশ্বর করিয়াছেন॥ ১২৫॥

১২৬। তাঁহাদের মধ্যে একজন আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া কহিলেন—আইস, আমি তোমাকে সেই বধূকে অর্থাৎ মেষশাবকের ভার্য্যাকে দেখাই॥ যো০ প্র০ প০ ২১। আ০ ৯॥

(সমীক্ষক)—ঈশা সম্ভবতঃ স্বর্গে ভাল বধূ অর্থাৎ পত্নীলাভ করিয়া আনন্দভোগ করিতেছিলেন। যে সকল খ্রীষ্টান স্বর্গে গমন করেন, তাঁহারাও বোধ হয় সেস্থানে স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততি লাভ করেন এবং অত্যধিক জনসমাগম বশতঃ রোগোৎপত্তি হওয়ায় অনেকে মৃত্যুগ্রস্তও হইয়া থাকেন! এমন স্বর্গকে দূর হইতে করযোড়ে নমস্কার॥ ১২৬॥

১২৭। আর তিনি সেই নলদ্বারা নগর মাপিলেন। উহা সাড়ে সাত শত ক্রোশ পরিমিত হইল, তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতা এক সমান। পরে তাহার প্রাচীর মাপিলে, মনুষ্যের অর্থাৎ দূতের পরিমাণ অনুসারে একশত চুয়াল্লিশ হস্ত হইল। প্রাচীরে গাঁথুনি সূর্য্যকান্তমণির এবং নগর নির্ম্মল কাচের সদৃশ

স্বচ্ছ সুবর্ণময়। নগরের প্রাচীরের ভিত্তিমূল সকল সর্ব্ববিধ মূল্যবান প্রস্তরে ভূষিত। প্রথম ভিত্তিমূল সূর্য্যকান্তের, দ্বিতীয় নীলকান্তের, তৃতীয় রক্তকান্তের, চতুর্থ মরকতের, পঞ্চম বৈদুর্য্যের, ষষ্ঠ মাণিক্যের, সপ্তম পীতমণির, অষ্টম পরাগমণির, নবম পুষ্পরাজের, দশম লশুনীয়ের, একাদশ ধূম্রকান্তের, দ্বাদশ মর্টীষের। আর দ্বাদশ দ্বার দ্বাদশটি মুক্তা, এক এক দ্বার এক এক মুক্তার নির্ম্মিত এবং নগরের পথ স্বচ্ছ কাচবৎ বিমল সুবর্ণময়॥ যো০ প্র০ প০ ২১। আ০ ১৬—২১॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টানদিগের স্বর্গের বর্ণনা শুনুন! মৃত্যুর পর তাঁহারা স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিতে থাকিলে এরূপ বিশাল নগরের ন্যায় স্বর্গেও তাঁহাদের সকলের সমাবেশ হইতে পারে না। কারণ সেস্থানে মনুষ্যের আগমন আছে, কিন্তু সেস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন নাই। আর স্বর্গকে যে মহামূল্য রত্ন ও সুবর্ণ নির্ম্মিত নগররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা কেবল নির্ব্বোধ মনুষ্যদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া জালে জড়িত করিবার ছলনা মাত্র। স্বর্গ নগরের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা সম্ভবপর, কিন্তু উহার উচ্চতা সাড়ে সাত শত ক্রোশ কিরূপে হইতে পারে? সুতরাং এসকল মিথ্যা কপোলকল্পনা মাত্র। এত বড় প্রকাণ্ড মুক্তা কোথা হইতে আসিল? যাঁহারা এসকল লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের গৃহস্থিত কলসের মধ্য হইতে আসিয়া থাকিবে! এসকল গল্প পুরাণেরও বাবা॥ ১২৭॥

১২৮। আর অপবিত্র বস্তু অথবা ঘৃণ্য কর্ম্ম ও মিথ্যাচারে রত কেহ কদাচ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না॥ যো০ প্র০ প০ ২১। আ০ ২৭॥

(সমীক্ষক)—যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টানদিগের বলিবার কারণ কি যে, পাপীরাও খ্রীষ্টান হইলে স্বর্গে যাইবে? ইহা অবশ্য সত্য নহে, সত্য হইলে যে যোহন এসকল মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন তিনিও বোধ হয় স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ঈশাও বোধহয় স্বর্গে যান নাই কারণ যদি এক জন পাপীও স্বর্গে যাইতে না পারে, তাহা হইলে যিনি বহু পাপীর পাপভার বহনকারী, তিনি কিরূপে স্বর্গবাসী হইতে পারেন? ১২৮॥

১২৯। এবং কোন পাপ আর হইবে না; আর ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন তাহার মধ্যে থাকিবে। তাঁহার দাসেরা তাঁহার আরাধনা করিবে ও ঈশ্বরের মুখদর্শন করিবে এবং তাঁহার নাম তাহাদের ললাটে থাকিবে। সেখানে রাত্রি আর হইবে না এবং প্রদীপের আলোকে কিংবা সূর্য্যের আলোকে লোকদের কিছু প্রয়োজন হইবে না, কারণ প্রভু ঈশ্বর তাহাদিগকে আলোকিত

করিবেন এবং তাহারা সদা সর্ব্বদা রাজত্ব করিবে॥ যো০ প্র০ প০ ২২। আ০ ৩।৪।৫ ॥

(সমীক্ষক)—খ্রীষ্টানদিগের স্বর্গবাস কিরূপ দেখুন! ঈশ্বর এবং ঈশা কি সর্ব্বদা সিংহাসনে বসিয়া থাকিবেন, আর ভৃত্যগণ ঈশ্বরের মুখপানে তাকাইয়া থাকিবে? এখন বলুন দেখি, খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বরের মুখ কি ইউরোপীয় মুখের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, অথবা নিগ্রোর মুখের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, অথবা আর কোন দেশীয়ের মুখের ন্যায়? খ্রীষ্টানদিগের এই স্বর্গও এক প্রকারের বন্ধন। কারণ, সে স্থানে ছোট বড় বিচার আছে। আর যখন সেই একই নগরে বাস করিতে বাধ্য তখন কষ্ট হইবে না কেন? তদ্ব্যতীত যাঁহার মুখ আছে, তিনি কখনও সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বেশ্বর হইতে পারেন না॥ ১২৯॥

১৩০। দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি এবং আমার প্রতিফল আমার সঙ্গে। যাহার যেমন কার্য্য, তাহাকে তেমনই ফল দিব॥ যো০ প্র০ প০ ২২। আ০ ১২॥

(সমীক্ষক)—যদি সত্যই মনুষ্য কর্ম্মানুসারে ফল প্রাপ্ত হয়, তবে পাপ কখনও ক্ষমা করা হয় না; যদি ক্ষমা করা হয়, তবে বাইবেলের বাক্য মিথ্যা। যদি বলা হয় যে, পাপ ক্ষমা করার কথাও বাইবেলে লিখিত আছে, তবে পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ বলিয়া তাহা মিথ্যা। অতএব এ সকল কথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আর কত লেখা যাইবে? খ্রীষ্টানদিগের বাইবেলে এইরূপ লক্ষ লক্ষ খণ্ডনযোগ্য বিষয় আছে। এ স্থলে বাইবেলের কিঞ্চিৎ নিদর্শন মাত্র দেওয়া হইল। এতদ্দারা সুধীগণ বিস্তৃতরূপে বুঝিয়া লইবেন। এই পুস্তকে অল্প কয়েকটি মাত্র সত্য আছে; অবশিষ্ট মিথ্যায় পরিপূর্ণ। অসত্যের সংসর্গে সত্যও বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না; এই কারণে বাইবেল বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু বেদগ্রহণ করা হইলেই বিশুদ্ধ সত্য গৃহীত হয়॥ ১৩০॥

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দসরস্বতীস্বামিনির্ম্মিতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে কৃশ্চীন মতবিষয়ে ত্রয়োদশঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ॥ ১৩॥

অনুভূমিকা (৪)

এই চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে অন্য কোন গ্রন্থের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র কুরাণের অভিপ্রায় অনুসারেই মুসলমান মতবিষয় লিখিত হইয়াছে, কারণ মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে কুরাণবিশ্বাসী। সম্প্রদায়গত মতভেদবশতঃ শব্দ এবং অর্থাদি সম্বন্ধে বিরোধ থাকা সত্ত্বেও কুরাণ সম্বন্ধে সকলেই এক মত। কুরাণ আরবী ভাষায় লিখিত। মৌলবীগণ উর্দ্দু ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। আরবীভাষাবিৎ বিখ্যাত পণ্ডিতদিগের দ্বারা সংশোধিত সেই উর্দ্দু অনুবাদের হিন্দী অনুবাদ দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। যদি কেহ বলেন যে, এই অনুবাদ অশুদ্ধ; তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে মৌলবীদিগের অনুবাদ খণ্ডন করা কর্ত্তব্য এবং পরে এ বিষয়ে লেখা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

কেবল মানবজাতির উন্নতি এবং সত্যাসত্যনির্ণয় এই আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। সকল মত সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তদ্দ্বারা সকলে পরস্পরের মত বিচার, দোষখণ্ডন ও গুণগ্রহণের সুযোগ পাইবে। মুসলমান মত কিংবা অন্য কোন মতের অনর্থক নিন্দা বা প্রশংসা করা অভিপ্রেত নহে। কিন্তু যাহা ভাল তাহাকে ভাল এবং যাহা মন্দ তাহাকে মন্দ বলিয়া জানাই সকলের কর্ত্তব্য। তাহাতে কেহ কাহারও উপর মিথ্যা দোষারোপ এবং সত্যের অপলাপ করিতে পারে না। সত্যাসত্য প্রকাশিত হইবার পরেও স্বীকার করা বা না করা সকলের ইচ্ছাধীন; এ বিষয়ে বলপ্রয়োগ করা যায় না। নিজের কিংবা পরের দোষকে দোষ এবং গুণকে গুণ জানিয়া গুণগ্রহণ ও দোষবর্জ্জন এবং হঠকারীদিগের হঠকারিতা ও দুরাগ্রহ হ্রাস করাই সজ্জনদিগের রীতি।

পক্ষপাতিতা দ্বারা জগতে কতই না অনর্থ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে! ইহা সত্য যে, এই অনিশ্চিত ও ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরের অনিষ্ট করিয়া স্বয়ং লাভ হইতে বঞ্চিত হওয়া এবং অপরকে বঞ্চিত করা মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে।

এ স্থলে সত্যবিরুদ্ধ কিছু লেখা হইয়া থাকিলে, ভদ্র মহোদয়গণ তাহা জানাইবেন। উচিত বিবেচিত হইলে তাহা স্বীকার করা যাইবে। কারণ হঠকারিতা, দুরাগ্রহ, ঈর্ষ্যা-দ্বেষ এবং বাদ বিবাদ ঘটাইবার বা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে কিছু লিখিত হয় নাই। যাহাতে কেহ কাহারও অনিষ্ট করিতে না পারে, কিন্তু সকলেই পরস্পরের হিতসাধনে যত্নবান্ হয় তাহাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

এই চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে মুসলমানমত বিষয় ভদ্রমহোদয়দিগের নিকট নিবেদন করিতেছি। তাঁহারা বিচার পূর্ব্বক যাহা হিতকর তাহা গ্রহণ এবং যাহা অহিতকর তাহা বর্জ্জন করুন।

অলমতিবিস্তরেণ বুদ্ধিমদ্বর্য্যেষু ॥

ইত্যনুভূমিকা

অথ চতুর্দ্দশ সমুল্লাসারম্ভঃ

অথ যবনমতবিষয়ং সমীক্ষিষ্যামহে।

অতঃপর মুসলমানগণের মতবিষয়ে লিখিত হইবে।

১। আল্লাহের নামের সহিত আরম্ভ; তিনি ক্ষমাকারী এবং দয়ালু। মঞ্জিল ১। সিপারা ১। সূরত ১॥

(সমীক্ষক)—মুসলমানেরা বলেন যে কুরাণ খুদার বাণী। কিন্তু এই বচন হইতে জানা যাইতেছে যে, ইহার অপর কোন রচয়িতা আছে। কারণ ইহা পরমেশ্বররচিত হইলে "আল্লাহের নামের সহিত আরম্ভ," বলা হইত না; "মনুষ্যদিগের প্রতি উপদেশের জন্য আরম্ভ," বলা হইত। যদি মনে করা হয় আল্লাহ মনুষ্যদিগকে উপদেশ দিতেছেন, "তুমি এইরূপ কর" তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না; কারণ তাহাতে পাপের আরম্ভও খুদার নামে হইবে এবং তাঁহার নাম কলঙ্কিত হইবে। যদি তিনি ক্ষমাকারী এবং দয়ালু হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সৃষ্টিতে মনুষ্যদের সুখের জন্য অন্য প্রাণীদিগকে দারুণ কষ্ট দিয়া হত্যা করিয়া মাংসভোজনের আদেশ দিলেন কেন? ঐসকল প্রাণী কি নিরপরাধ নহে? তাহারা কি ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে? "পরমেশ্বরের নামে উত্তম কর্ম্মের আরম্ভ," কুকর্ম্মের নহে, এইরূপ বলাই উচিত ছিল। পূর্ব্বোক্ত বাক্যে অসঙ্গতি আছে, কেননা চৌর্য্য, লাম্পট্য এবং মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি পাপকর্ম্মের আরম্ভও কি পরমেশ্বরের নামের সহিত করিতে হইবে? বোধ হয় এই কারণেই মুসলমান কসাইরা গবাদির কণ্ঠচ্ছেদ করিবার সময়েও "বিস্মিল্লাহ" ইত্যাদি পাঠ করিয়া থাকে। উক্ত বচনের ইহাই অর্থ মনে করিয়া মুসলমানেরা কুকর্ম্মের আরম্ভও ঈশ্বরের নাম লইয়া করিয়া থাকে। মুসলমানদের খুদা দয়ালুও নহেন; কারণ পূর্ব্বোক্ত প্রাণীদের প্রতি তাঁহার দয়া হয় না। উক্ত বাক্যের অর্থ যদি মুসলমান না জানেন, তবে এই বাক্যের প্রকাশও বৃথা; যদি অন্য অর্থ করেন, তবে সেই প্রকৃত অর্থ কি? ১॥

২। সকল স্তুতি পরমেশ্বরের জন্য; তিনি "পরবরদিগার" অর্থাৎ সমস্ত সংসারের পালনকর্ত্তা। তিনি ক্ষমাকারী এবং দয়ালু। মং ১। সি০ ১। সূরতুল্‌ফাতিহা। আ০ ১।২ ॥

(সমীক্ষক)—যদি কুরাণের খুদা জগতের পালনকর্ত্তা হইতেন এবং সকলের প্রতি ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে তিনি মুসলমানের হস্তে ভিন্নমতাবলম্বী ও পশ্বাদির হত্যার আদেশ দিতেন না। তিনি ক্ষমাকারী বলিয়া কি পাপীকেও ক্ষমা করিবেন? তাহা হইলে পরে দেখা যাইবে, "কাফিরদিগকে হত্যা কর" বলিবেন কেন? যাহারা কুরাণ এবং পয়গম্বর মানে না তাহাদিগকে কাফির বলা হয়। এই নিমিত্ত কুরাণ ঈশ্বরকৃত বলিয়া মনে হয় না। ২ ॥

৩। বিচার দিবসের অধিপতে! আমরা তোমাকেই ভক্তি করি, তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর। মং ১। সি০ ১। সূ০ ১। আ০ ৩।৪।৫ ॥

(সমীক্ষক)—খুদা কি সকল সময়ে ন্যায় বিচার করেন না? কোন বিশেষ দিনেই কি তিনি ন্যায় বিচার করেন? ইহা অন্যায় মনে হয়। তাঁহাকে ভক্তি করা ও তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করা অবশ্য সঙ্গত; কিন্তু তাই বলিয়া কুকর্ম্মের জন্যও কি তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিতে হইবে? সত্যমার্গ কি কেবল মুসলমানেরই না অন্যেরও? মুসলমানেরা সত্যমার্গের অনুসরণ করেন না কেন? যে পথে কুকর্ম্ম করা যায়, সেই পথকেই তাঁহারা সরল মার্গ মনে করেন কি? যাহা ভাল, তাহা যদি সকলের পক্ষেই ভাল হয়, তবে মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই। অন্যের মধ্যেও যাহা ভাল তাহা স্বীকার না করিলে তাঁহারা পক্ষপাতী ॥ ৩ ॥

৪। তুমি যাহাদিগকে কৃপা করিয়াছ, তাহাদের পথ আমাদিগকে প্রদর্শন কর। যাহাদের প্রতি তুমি "গজব" অর্থাৎ অত্যন্ত কোপদৃষ্টি করিয়াছ এবং যাহারা পথভ্রষ্ট তাহাদের পথ আমাদিগকে প্রদর্শন করিও না। মং ১। সি০ ১। সূ০ ১। আ০ ৬.৭ ॥

(সমীক্ষক)—মুসলমানগণ পূর্ব্বজন্ম এবং প্রাক্তন পাপপুণ্য স্বীকার করেন না সুতরাং কাহারও প্রতি "নিয়ামত" অর্থাৎ ফজল বা দয়া প্রদর্শন করায় এবং কাহারও প্রতি না করায় খুদা পক্ষপাতী হইবেন। পাপপুণ্য ব্যতীত দুঃখসুখ প্রদান করা অন্যায়। অকারণ দয়া বা কোপদৃষ্টি করা অস্বাভাবিক। ঈশ্বর দয়া করিতে কিংবা

ক্রুদ্ধ হইতে পারেন না। পূর্ব্বসঞ্চিত পাপপুণ্য না থাকায় তিনি কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ বা দয়ালু হইতে পারেন না। যেহেতু এই সুরতের টিপ্পণীতে লিখিত আছে যে "এই সূরা আল্লাহ্ সাহেব মনুষ্যদের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন; যেন তাহারা সর্ব্বদা এইরূপ বলিতে থাকে," অতএব "আলিফ বে" ইত্যাদি অক্ষর খুদাই তাহাদিগকে শিখাইয়া থাকিবেন। কিন্তু অক্ষরজ্ঞান ব্যতীত তাহারা উক্ত সুরত কিরূপে পাঠ করিল? তবে কি তাহারা কেবল কণ্ঠদ্বারাই উচ্চারণ করিতে ও করাইতেছিল? তাহা হইলে সম্ভবতঃ সমস্ত কুরাণটি মুখে মুখেই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। এখন বুঝিতে হইবে যে, যে পুস্তকে পক্ষপাত আছে, তাহা ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না। আরবী ভাষায় লিখিত হওয়ায় আরবীদিগের পক্ষে কুরাণ পাঠ করা সহজ কিন্তু অপর ভাষাভাষীদিগের পক্ষে কঠিন। তাহাতে খুদা পক্ষপাতী হন। এই নিমিত্ত পরমেশ্বর সৃষ্টির অন্তর্গত সকল দেশের অধিবাসীদিগের প্রতি ন্যায়বিচার করিয়া, সকল দেশের ভাষা হইতে পৃথক সংস্কৃতভাষায় বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ এই ভাষা জানিতে হইলে, সকল দেশের লোককে একই রূপ পরিশ্রম করিতে হয়। এই ভাষায় কুরাণ প্রকাশ করিলে পূর্ব্বোক্ত দোষ ঘটিত না॥ ৪॥

৫। এই পুস্তকে কোন সংশয় নাই। ইহা ধার্ম্মিকদিগের পথপ্রদর্শন করে। তাহারা পরোক্ষ বিষয় বিশ্বাস করে, নমাজ পড়ে এবং আমার প্রদত্ত ধন হইতে ব্যয় করে। পূর্ব্বে যে পুস্তকের অথবা তোমার পূর্ব্বে যে পুস্তকের অবতরণ হইয়াছে তাহারা সেই পুস্তক ও কয়ামত বিশ্বাস করে এবং তাহাদের প্রভুর শিক্ষানুসারে চলে। তাহারাই মুক্তি পাইবে। নিশ্চয় যাহারা কাফির, তাহাদিগকে তোমার ভয় প্রদর্শন করা বা না করা সমান। তাহারা বিশ্বাস করিবে না; আল্লাহ্ তাহাদের চিত্ত ও কর্ণ শীলমোহর দ্বারা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের চক্ষুর উপর আবরণ এবং তাহাদের জন্য কঠোর পরিশ্রম রহিয়াছে। মং ১। সিং ১। সূং ২। আং ১।৩।৪।৫।৬।৭॥

(সমীক্ষক)—খুদার নিজ মুখে নিজ পুস্তকের প্রশংসা কি আত্মম্ভরিতা নহে? যাঁহারা পরহেজগার অর্থাৎ ধার্ম্মিক তাঁহারা স্বভাবতঃ সত্যমার্গে থাকেন কিন্তু যাহারা অসত্য মার্গে থাকে কুরাণ তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতে পারে না; তবে কুরাণের প্রয়োজন কি? পাপপুণ্য এবং পুরুষকার বিচার না করিয়াই খুদা কি তাঁহার ধনভাণ্ডার হইতে ধন ব্যয় করিতে দেন? তবে সকলকে দেন না কেন? মুসলমানদের পরিশ্রম করিতে হয় কেন?

যদি বাইবেল ইঞ্জিলের উপর বিশ্বাস করা উচিত, তবে কুরাণের উপর যেরূপ বিশ্বাস মুসলমানেরা করিয়া থাকেন সেইরূপ বাইবেলেও বিশ্বাস করেন না কেন? বাইবেলে বিশ্বাস করিলে কুরাণের * প্রয়োজন কি? যদি বলা হয় যে, কুরাণে অধিক কথা আছে, তাহা হইলে বোধ হয়, খুদা প্রথম পুস্তকে ঐসকল লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন! যদি না ভুলিয়া থাকেন, তবে কুরাণরচনা নিষ্প্রয়োজন। আমরা কোন কোনটি ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে কুরাণ এবং বাইবেলের মধ্যে মিল দেখিতে পাই। তাহা হইলে বেদের ন্যায় একটি সম্পূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করা হইল না কেন? কেবল মাত্র কয়ামতই বিশ্বাস করিতে হইবে অন্য কিছুই বিশ্বাসযোগ্য নহে? ১।২।৩॥ কেবল খ্রীষ্টাণ এবং মুসলমানেরাই খুদার নির্দ্দেশ অনুসারে চলেন? তাঁহাদের মধ্যে পাপী কি কেহই নাই? তাঁহারা কি অধার্ম্মিক হইলেও মুক্তি পাইবেন? অন্যেরা কি ধার্ম্মিক হইয়াও মুক্তি পাইবে না? যদি তাহাই হয়, তবে কি ঈশ্বরের অজ্ঞতা ও অন্যায় প্রকাশ পায় না? ৪॥ যাহারা মুসলমান মত মানে না, তাহাদিগকে কাফির বলা কি "একতরফা ডিক্রী" নহে? যদি পরমেশ্বর তাহাদের কর্ণ এবং অন্তঃকরণ শীলমোহর দ্বারা রুদ্ধ করায় তাহারা পাপ করে, তাহা হইলে তাহাদের দোষ নাই, দোষ খুদার। সুতরাং তাহাদের সুখদুঃখ এবং পাপপুণ্য হইতে পারে না। যাঁহারা স্বাধীনভাবে পাপপুণ্য কিছুই করে না, তাহাদিকে দণ্ড দিবার কারণ কি? ৫॥

৬। তাহাদের অন্তরে রোগ আছে। আল্লাহ্ তাহাদের রোগ বৃদ্ধি করিয়াছেন। ম০ ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ৯॥

(সমীক্ষক)—আচ্ছা, বিনা অপরাধে তাহার রোগ বৃদ্ধি করিতে খুদার কি দয়া হইল না? তাহাতে সেই হতভাগ্যদের কতই না কষ্ট হইয়া থাকিবে! ইহা কি শয়তান অপেক্ষাও অধিকতর শয়তানি করা নহে? খুদা কাহারও অন্তঃকরণ শীলমোহর দ্বারা অবরুদ্ধ, কিংবা কাহারও রোগ বৃদ্ধি করিতে পারেন না; স্বকৃত পাপই রোগবৃদ্ধির কারণ॥ ৬॥

৭। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীরূপ শয্যা ও আকাশরূপ ছাদ রচনা করিয়াছেন। মং ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ২২॥

* বাস্তবিক এই শব্দটি "কুরআন"; কিন্তু হিন্দীতে লোকে ইহাকে "কুরাণ" বলে। সেই কারণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

(সমীক্ষক)—ভাল, আকাশ কি ছাদ হইতে পারে? আকাশকে ছাদ মনে করা অজ্ঞতাসূচক এবং হাস্যকর। অপর কোন ভূমণ্ডলকেও ছাদ মনে করা তাঁহার নিজস্ব কল্পনা মাত্র ॥ ৭ ॥

৮। যে বস্তুতে তোমার সন্দেহ আছে আমি আমার পয়গম্বরের নিকট সেই বস্তু অবতীর্ণ করিয়াছি। যদি সত্যবাদী হও, তবে সেইরূপ একটি সূরত লইয়া আইস, আল্লাহ্ ব্যতীত তোমার অপর যে যে সাক্ষী আছে, তাহাদিগকে আহ্বান কর; নতুবা মনুষ্য যে অগ্নির ইন্ধন, সেই অগ্নি এবং অবিশ্বাসীদের জন্য যে প্রস্তর প্রস্তুত আছে তাহা হইতে ভীত হও। মং ১। সি° ১। সূ° ২। আ° ২৩। ২৪ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, ইহাও কি একটি কথা যে, তাদৃশ একটি "সূরত" রচিত হওয়া অসম্ভব? সম্রাট আকবরের সময়ে মৌলবী ফৈজী কি বিন্দু ব্যবহার না করিয়াই কোরাণ সঙ্কলন করেন নাই? নরকের অগ্নি কিরূপ? পার্থিব অগ্নিকে কি ভয় করিতে হইবে না? ইহাতে যাহা পতিত হয়, তাহা দগ্ধ হইয়া যায়। কুরাণে যেমন লিখিত আছে যে, কাফিরদের জন্য প্রস্তর প্রস্তুত করা হইয়াছে, পুরাণেও সেইরূপ বর্ণিত আছে যে, ম্লেচ্ছদের জন্য ঘোরতর নরক প্রস্তুত রহিয়াছে। এই দুইটি বর্ণনার মধ্যে কোনটিকে সত্য মনে করা যাইবে? নিজ নিজ মতানুসারে উভয় পক্ষই স্বর্গগামী; কিন্তু এক পক্ষের মতানুসারে অপর পক্ষ নরকগামী। সুতরাং উভয় মতই মিথ্যা। কিন্তু সকল মতানুসারেই সত্য এই যে, ধার্ম্মিকেরা সুখ এবং পাপীরা দুঃখ ভোগ করিবে ॥ ৮ ॥

৯। যাহারা বিশ্বাসী এবং উত্তম কর্ম্ম করে, তাহাদিগকে আনন্দের সংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য বহিস্ত (স্বর্গ) রহিয়াছে। তাহার নিম্নভাগে নদী প্রবাহিত হইতেছে। যখন সে স্থানে ভোজনার্থ তাহাদিগকে ফল দেওয়া হইবে, তখন তাহারা বলিবে যে, সেই বস্তু তাহাদিগকে পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের জন্য পবিত্র রমণীগণ সর্ব্বদা আহ্বান করিতেছে। মং ১। সি° ১। সূ° ২। আ° ২৪ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, কুরাণের এই বহিস্ত পৃথিবী অপেক্ষা কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ? পৃথিবীতে যে সকল বস্তু আছে, স্বর্গেও মুসলমানদের সে সকল আছে; বিশেষত্ব কেবল এইমাত্র যে, এ স্থানে মনুষ্য যেমন জন্মে, মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং যাতায়াত করে, স্বর্গে সেইরূপ নহে। এ স্থানে সুন্দরী নারীরা চিরকাল জীবিত

থাকে না কিন্তু সেস্থানে থাকে। তাহা হইলে যত কাল কয়ামতের রাত্রি না আসে, ততকাল এই দুর্ভাগা নারীদের দিনগুলি কিরূপে অতিবাহিত হয়? অবশ্য, যদি তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের দয়া হয় এবং তাঁহার আশ্রয়ে তাহাদের দিনগুলি যদি কাটিয়া যায়, তবে ভাল। কিন্তু দেখা যাইতেছে, যে মুসলমানদের এই বহিস্ত গোকুলিয়া গোঁসাইদের গোলোক ও মন্দির সদৃশ! গোলোকে নারীর সম্মান অধিক পুরুষের সম্মান নাই। সেইরূপ, খুদার গৃহেও নারীদের সম্মান অধিক, এবং তাহাদের প্রতি খুদার প্রেমও অধিক, পুরুষদের প্রতি কম। এই হেতু খুদা সুন্দরী নারীদিগকে সর্ব্বদা বহিস্তে রাখিয়াছেন; পুরুষদিগকে রাখেন নাই। খুদার ইচ্ছা ব্যতীত নারীরা কিরূপে চিরকাল স্বর্গে থাকিতে পারে? যদি তাহারা খুদার ইচ্ছানুসারেই থাকে, তবে খুদা তাহাদের প্রতি আসক্ত হইয়াও পড়িতে পারেন। ৯ ॥

১০। আদমকে সকল বস্তুর নাম শিখাইয়া দেওয়া হইল। তৎপর তিনি ফেরিস্তাদিগকে সম্মুখে করিয়া বলিলেন, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আমাকে এ সকল বস্তুর নাম বল।" তিনি বলিলেন, "হে আদম! এ সকলের নাম বল।" আদম সকল বস্তুর নাম বলিয়া দিলে খুদা ফেরিস্তাদিগকে বলিলেন, "আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আমি নিশ্চয়, পৃথিবী ও আকাশের গুপ্ত বস্তুসমূহকে এবং প্রকট বা গুপ্ত কর্ম্ম-সমূহকে জানি? মং ১। সিং ১। সূং ২। আং ১৯। ৩১ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল এইরূপে স্বর্গীয় দূতদিগকে প্রতারিত করিয়া আত্মশ্লাঘা করা কি খুদার কার্য্য হইতে পারে? ইহা ত কেবল প্রতারণা মাত্র; কোনও বিদ্বান্ ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন না এবং এমন ঔদ্ধত্যও দেখান না। ঈদৃশ কার্য্যদ্বারাই কি খুদা অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের ইচ্ছা করিতেছেন? অবশ্য, যাহার যেমন ইচ্ছা, বন্য মনুষ্যদের মধ্যে ভ্রান্তমত চালাইতে পারে এবং তাহা চলাও সম্ভব, কিন্তু সভ্যদের মধ্যে তাহা সম্ভব নহে ॥ ১০ ॥

১১। আমি যখন ফেরিস্তাদিগকে বলিলাম, "বাবা আদমকে দণ্ডবৎ প্রণাম কর।" তখন সকলে তাহা করিল; কিন্তু শয়তান অস্বীকার ও গর্ব্ব করিল, কারণ সেও কাফির। মং ১। সিং ১। সূং ২। আং ৩১ ॥

(সমীক্ষক)—এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, খুদা সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানের বিষয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নহেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইলে শয়তানকে সৃষ্টিই করিবেন কেন? খুদা তেজস্বীও নহেন; কারণ, শয়তান

তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও তিনি তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না! আরও দেখুন! এক শয়তান কাফির খুদাকেও হতবুদ্ধি করিল। তাহা হইলে যেখানে মুসলমানদের মতে কোটি কোটি কাফির আছে, সেখানে তাঁহাদের খুদা এবং তাঁহারা কি করিতে পারেন? খুদা কখনও কাহারও রোগ বৃদ্ধি করেন, কাহাকেও পথভ্রষ্ট করেন, এ সকল তিনি শয়তানের নিকট শিখিয়া থাকিবেন! শয়তানও বোধ হয় এ সকল খুদার নিকটে শিক্ষা করিয়াছে; কারণ খুদা ব্যতীত শয়তানের গুরু অপর কেহই হইতে পারে না ॥ ১১ ॥

১২। আমি বলিলাম, "আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী বহিস্তে থাকিয়া আনন্দের সহিত যেখানে ইচ্ছা ভোজন কর; কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকট যাইও না, গেলে পাপী হইবে"। শয়তান তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া বহিস্তের আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিল। তখন আমি বলিলাম, "অবতরণ কর, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কেহ শত্রু আছে; তোমাদের বাসস্থান পৃথিবী এবং সে স্থানে তোমরা এক এক সময়ে এক এক বস্তু লাভ করিবে"। আদম তাহার প্রভুর কিছু কথা শিক্ষা করিয়া পৃথিবীতে আগমন করিল। মং ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ৩৩।৩৪ ॥

(সমীক্ষক)—খুদা কেমন অল্পজ্ঞ দেখুন! এইমাত্র আশীর্ব্বাদ করিলেন, "স্বর্গে থাক", আবার পর মুহূর্ত্তেই বলিলেন, "বাহির হও"। তিনি ভবিষ্যৎ জ্ঞাত থাকিলে বরই বা দিবেন কেন? দেখা যাইতেছে যে তিনি বিভ্রান্তকারী শয়তানকে দণ্ড দিতে অক্ষম। তিনি কাহার জন্য সেই বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন? নিজের জন্য করিয়াছিলেন কিংবা পরের জন্য? পরের জন্য করিয়া থাকিলে নিষেধ করিবার কারণ কি? সুতরাং এ সকল কথা ঈশ্বর কিংবা ঈশ্বরকৃত পুস্তকের হওয়া অসম্ভব। আদম সাহেব খুদার নিকট কত বিষয় শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন? তিনি কিরূপে পৃথিবীতে আসিলেন? স্বর্গ কি পর্ব্বত কিংবা আকাশের উপর অবস্থিত? তিনি তাহা হইতে কিরূপে অবতরণ করিলেন? পাখীর ন্যায় উড়িয়া আসিলেন, কিংবা প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় উপর হইতে পতিত হইলেন? যেহেতু মৃত্তিকাদ্বারা আদমশাহেবকে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, অতএব জানা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টানদের স্বর্গেও মৃত্তিকা আছে। বোধ হয়, সেখানকার ফেরিস্তারাও সেইরূপে নির্ম্মিত হইয়াছেন। কারণ পার্থিব শরীর ব্যতীত ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগ হইতে পারে না। পার্থিব শরীর থাকিলে মৃত্যুও

আছে; তাহা হইলে মৃত্যুর পর তাঁহারা স্বর্গ হইতে কোথায় গমন করেন? মৃত্যু না থাকিলে জন্মও থাকে না। কিন্তু জন্ম থাকায় মৃত্যুও নিশ্চয় আছে। তাহা হইলে স্ত্রীলোকেরা যে চিরকাল স্বর্গে বাস করে বলিয়া কুরাণে লিখিত আছে, তাহা মিথ্যা; কারণ তাহাদের মৃত্যু নিশ্চিত। সুতরাং স্বর্গবাসীদের মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী॥ ১২॥

১৩। ভয় কর সেই দিনকে, যে দিন কোন জীব কোন জীবের ভরসা রাখিবে না, কাহারও অনুরোধ রক্ষিত হইবে না, কাহারও নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হইবে না এবং কেহ সাহায্যও পাইবে না॥ মং ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ৪৮॥

(সমীক্ষক)—বর্ত্তমানে কি ভয় করিবে না? কুকার্য্যে সর্ব্বদা ভয় পাওয়া উচিত। অনুরোধ স্বীকৃত না হইলে, ইহা কিরূপে সত্য হইতে পারে যে, পয়গম্বরের সাক্ষ্য অথবা সুপারিশ বশতঃ খুদা স্বর্গ প্রদান করিবেন? খুদা কি কেবল স্বর্গবাসীদেরই সহায়? তিনি কি নরকবাসীদের সহায় নহেন? তাহা হইলে তিনি পক্ষপাতী॥ ১৩॥

১৪। আমি মূসাকে পুস্তক এবং অলৌকিক শক্তি দিলাম এবং তাহাকে বলিলাম, "তুমি নিন্দিত বানর হইয়া যাও"। সম্মুখবর্ত্তী এবং পার্শ্ববর্ত্তীদিগকেও এই ভয় দেখাইলাম এবং বিশ্বাসীদিগকে শিক্ষা দিলাম। মং ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ৫৩।৬৫।৬৬॥

(সমীক্ষক)—মূসাকে পুস্তক দেওয়া হইয়া থাকিলে কুরাণ প্রকাশ বৃথা। বাইবেলে ও কুরাণে লিখিত আছে যে, ঈশ্বর মূসাকে অলৌকিক শক্তি দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহা এখনও থাকা উচিত। যেহেতু এখন কাহারও অলৌকিক শক্তি নাই, সুতরাং পূর্ব্বেও ছিল না। যেমন আজকালও স্বার্থপরেরা অজ্ঞানদের নিকট পাণ্ডিত্যের ভান করে, বোধ হয়, সে কালেও ঐরূপ ভণ্ডামি করা হইত। খুদা এবং তাঁহার সেবকগণ এখনও বিদ্যমান আছেন; কিন্তু খুদা আজকাল তাঁহার সেবকদিগকে অলৌকিক শক্তি প্রদান করেন না কেন? আজকাল কেহ অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিতে পারে না কেন? ঈশ্বর মূসাকে পুস্তক দিয়া থাকিলে পুনরায় কুরাণপ্রেরণের কি প্রয়োজন ছিল! সৎকর্ম্ম করা এবং অসৎ কর্ম্ম না করা সম্বন্ধে উপদেশ সর্ব্বত্র একই প্রকার; ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে একই কথা লিখিলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে। মূসা প্রভৃতিকে যে যে পুস্তক দেওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্যে

খুদা কি কোন ভুল করিয়াছিলেন? যদি খুদা কেবল ভয় দেখাইবার জন্য নিন্দিত বানর হইতে বলিয়া থাকেন, তবে হয়ত তাঁহার বাক্য মিথ্যা অথবা তিনি ছলনা করিয়া থাকিবেন। যিনি এ সকল কথা বলেন, তিনি খুদা নহেন এবং যে পুস্তকে এ সকল কথা আছে, তাহাও খুদার রচিত নহে ॥ ১৪ ॥

১৫। এইরূপে খুদা মৃতদিগকে পুনর্জ্জীবিত এবং তোমাদিগকে তাঁহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন সমূহ প্রদর্শন করেন, যেন তোমরা বুঝিতে পার। মং ১। সিং ১। সূং ২। আং ৬৭ ॥

(সমীক্ষক)—খুদা কি মৃতদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিতেন? তবে এখন করেন না কেন? কয়ামতের রাত্রি পর্য্যন্ত জীবদিগকে কি কবরের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হইবে? আজ কাল কি তাহারা দায়রা সুপর্দ্দ আছে? কেবল এই কয়েকটিই কি ঈশ্বরের নিশান? পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি কি তাঁহার নিশান নহে? জগতে যে বিচিত্র সৃষ্টিরচনা দৃষ্ট হয়, তাহা কি সামান্য নিশান? ১৫ ॥

১৬। তিনি নিত্যকাল বহিস্ত অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসী। মং ১। সিং ১। সূং ২। আং ৭৫ ॥

(সমীক্ষক)—কোন জীবেরই অনন্ত পাপ-পুণ্য করিবার সামর্থ্য নাই। এই কারণে কেহই সর্ব্বদা স্বর্গে বা নরকে থাকিতে পারে না। যদি খুদা এইরূপ ব্যবস্থা করেন, তবে তিনি অন্যায়কারী এবং অজ্ঞ। কয়ামতের রাত্রিতে ন্যায়বিচার হইলে মনুষ্যের পাপপুণ্য সমান হওয়া উচিত। কর্ম্ম অনন্ত না হইলে, কর্ম্মফল কিরূপে অনন্ত হইবে? যদি বলা হয় যে, সাত কিংবা আট সহস্র বৎসরেরও কাছাকাছি সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার পুর্ব্বে খুদা কি নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়াছিলেন? কয়ামতের পরেও কি তিনি নিষ্কর্ম্মা থাকিবেন? এ সকল বালকের কথা; কারণ পরমেশ্বরের কার্য্য সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। যাহার যে পরিমাণ পাপপুণ্য, তিনি তাহাকে সেই পরিমাণ ফল প্রদান করেন সুতরাং কুরাণের এ কথা সত্য নহে ॥ ১৬ ॥

১৭। আমি তোমাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছি যে, তোমরা নিজেরা পরস্পরের রক্তপাত করিবে না এবং পরস্পরকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবে না। তোমরা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তোমরাই তাহার সাক্ষী। কিন্তু তোমরাই আবার পরস্পরকে হত্যা করিতেছ এবং নিজেদের মধ্যে একদলকে অপরের গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতেছ। মং ১। সিং ১। সূং ২। আং ৭৭ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, প্রতিজ্ঞা করা এবং প্রতিজ্ঞা করান অল্পজ্ঞের কার্য্য, পরমাত্মার নহে। সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় কঠোরতা অবলম্বন করিবেন কেন? ইহা কিরূপ ধার্ম্মিকের কার্য্য যে, কেবল নিজেরা পরস্পরের রক্তপাত এবং স্বমতাবলম্বীদিগকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবে না, অথচ ভিন্নমতাবলম্বীদের রক্তপাত করিবে এবং তাহাদিগকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবে? ইহা মিথ্যাচার, মূর্খতা এবং পক্ষপাতিতা। পরমেশ্বর কি পূর্ব্বে জানিতেন না যে, তাহারা প্রতিজ্ঞাবিরুদ্ধ কার্য্য করিবে? জানা যাইতেছে যে, মুসলমানদের ঈশ্বরও অনেকটা খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর সদৃশ, এবং কুরাণ স্বতন্ত্র রচনা নহে। কারণ কুরাণের কয়েকটি উপদেশ ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই বাইবেলে আছে॥ ১৭॥

১৮। যাহারা পারলৌকিক জীবনের বিনিময়ে ঐহিক জীবন ক্রয় করিয়াছে, তাহাদের পাপ কখনও লঘু করা হইবে না, তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না। মং ১। সিং ১। সূং ২। আং ৭৯॥

(সমীক্ষক)—ভাল, ঈশ্বরের কি এমন ঈর্ষা-দ্বেষ হইতে পারে? কাহাদের পাপ লঘু করা হইবে? কাহাদিগকেই বা সাহায্য করা হইবে? তাহারা পাপী হইলে দণ্ডদানের পরিবর্ত্তে তাহাদের পাপ লঘু করা অন্যায় হইবে। দণ্ডদান পূর্বক পাপ লঘু করা হইলে, এস্থলে যাহাদের উল্লেখ আছে, তাহারাও দণ্ড পাইয়া লঘু হইতে পারে। দণ্ডদান করিয়াও লঘু করা না হইলে অন্যায় হইবে। যাহাদের পাপ লঘু করিবার কথা, তাহারা ধর্ম্মাত্মা হইলে তাহারা স্বভাবতঃই লঘু থাকে; তবে খুদা কি করিবেন? অতএব এ সকল বিদ্বানের লেখা নহে। স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ধার্ম্মিকদিগের সুখ এবং অধার্ম্মিকদিগের দুঃখ সর্ব্বদা হওয়া উচিত॥ ১৮॥

১৯। আমি নিশ্চয় মূসাকে পুস্তক দিয়াছি এবং তারপর পয়গম্বরকে আনাইয়াছি এবং মেরীর পুত্র যীশুকে ও তৎসঙ্গে রূহলকুদসকেও * প্রকট দৈবীশক্তি দিয়াছি। যে বস্তু তোমাদের প্রীতিকর নহে যখন সে বস্তু লইয়া পয়গম্বর আসিলেন, তখন তোমরা অহঙ্কার করিলে, একটি মতকে মিথ্যা বলিলে এবং এক জনকে হত্যা করিলে। মং ১। সিং ১। সূং ২। আং ৮০॥

(সমীক্ষক)—যেহেতু কুরাণে সাক্ষ্য আছে যে, মূসাকে পুস্তক দেওয়া

* রূহলকুদস জিব্রাঈলকে বলা হয়। তিনি সর্ব্বদা মসীহর সহিত থাকিতেন।

হইয়াছে অতএব মুসলমানদের তাহা বিশ্বাস করা আবশ্যক। উক্ত পুস্তকের দোষগুলিও মুসলমান মতে প্রবেশ করিয়াছে। তদ্ব্যতীত দৈবীশক্তির কথা সমস্তই মিথ্যা। নির্ব্বোধ সরলপ্রকৃতি লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য এসকল মিথ্যা প্রচার করা হইয়াছে। কারণ সৃষ্টিক্রম এবং বিজ্ঞানবিরুদ্ধ সমস্তই মিথ্যা। যদি তখন দৈবশক্তি ছিল, তবে এখন নাই কেন? এখন না থাকায় তখনও যে ছিল না, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥

২০। ইহার পুর্ব্বে তাহারা কাফিরদের উপর বিজয় ইচ্ছা করিতেছিল। যখন সেই বস্তু আসিল, তখন তাহারা চিনিতে পারা সত্ত্বেও শীঘ্র কাফির হইয়া গেল। কাফিরদের উপর আল্লাহের অভিশাপ আছে। মং ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ৮২ ॥

(সমীক্ষক)–তোমরা যেমন ভিন্নমতাবলম্বীদিগকে কাফির বল, তাহারাও কি সেইরূপ তোমাদিগকে কাফির বলে না? তাহারাও কি তাহাদের মতের ঈশ্বরের পক্ষ হইতে তোমাদিগকে ধিক্কার দেয় না? তাহা হইলে কে সত্য, কেই বা মিথ্যা বল! বিচার পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে সকল মতেই মিথ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু সত্য, সর্ব্বত্র একরূপ। কেবল মূর্খতাই বাদবিবাদের মূল ॥ ২০ ॥

২১। বিশ্বাসীদিগের প্রতি আল্লাহের আনন্দ বার্ত্তা এই যে, যাহারা ফেরিস্তাগণ, পয়গম্বরগণ, জিব্রাইল এবং মাইকেলের শত্রু আল্লাহও সে সকল কাফিরের শত্রু। মং ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ৯০ ॥

(সমীক্ষক)—মুসলমান মতে খুদার অংশীদার নাই। তাহা হইলে এই অংশীদারবাহিনী কোথা হইতে আসিল? যাহারা কাহারও শত্রু তাহারা কি ঈশ্বরেরও শত্রু? তাহা সত্য নহে, কারণ ঈশ্বর কাহারও শত্রু হইতে পারেন না ॥ ২১ ॥

২২। তোমরা বল, "ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি"; আমি তোমাদের পাপ ক্ষমা করিব। যাহারা সৎকর্ম্ম করে, তাহাদিগকে অধিক ক্ষমা করিব ॥ মং ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ৫৪ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, খুদার এই উপদেশ সকলকে পাপে প্রবর্ত্তিত করিবে কি না? কারণ পাপ ক্ষমার আশ্বাস পাইলে কেহ পাপ করিতে ভীত হয় না। সুতরাং যিনি এইরূপ বলেন তিনি খুদা হইতে পারেন না এবং ইহাও খুদার রচিত পুস্তক হইতে পারে না। কেন না খুদা ন্যায়কারী,

তিনি কখনও অন্যায় করেন না কিন্তু পাপ ক্ষমা করিলে তিনি অন্যায় কারী হন ॥ ২২ ॥

২৩। মূসা স্বজাতীয়দের জন্য জল প্রার্থনা করিলে, আমি তাহাকে নিজ দণ্ডকে প্রস্তরের উপর আঘাত করিতে বলিলাম। তখন প্রস্তর হইতে বারটি প্রস্রবণ নির্গত হইল ॥ মং ১। সি° ১। সূ° ২। আ° ৫৬ ॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! এমন অসম্ভব কথা আর কেহ বলিবে? এক খণ্ড প্রস্তরের উপর দণ্ডাঘাতে বারটি প্রস্রবণের উৎপত্তি সর্ব্বথা অসম্ভব। অবশ্য সেই প্রস্তরখণ্ডের অভ্যন্তরে গর্ত্ত খনন করিয়া সেই গর্ত্ত জলপূর্ণ এবং দ্বাদশ ছিদ্রযুক্ত করিলে তাহা সম্ভব হইতে পারে, অন্যথা ইহা অসম্ভব ॥ ২৩ ॥

২৪। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে প্রধান এবং দয়ার পাত্র করেন। মং ১। সি° ১। সূ° ২। আ° ১০৫ ॥

(সমীক্ষক)—যে ব্যক্তি প্রধান এবং দয়ার পাত্র হইবার যোগ্য নহে তাহাকেও কি তাহা করা হইবে? তাহা হইলে ঈশ্বর অত্যন্ত অন্যায় করিবেন এবং কেই বা ধর্ম্মানুষ্ঠান কেই বা পাপ বর্জ্জন করিবে? যেহেতু সমস্তই কর্ম্মফলের পরিবর্ত্তে খুদার প্রসন্নতার উপর নির্ভর করিতেছে অতএব সকলের ঔদাসীন্য বশতঃ কর্ম্মচ্ছেদ প্রসঙ্গ হইবে ॥ ২৪ ॥

২৫। কাফিরগণ যেন ঈর্ষ্যাবশতঃ তোমাদের বিশ্বাস বিচলিত না করে; কারণ তাহাদের মধ্যে বিশ্বাসীদের অনেক বন্ধু আছে। মং ১। সি° ১। সূ° ২। আ° ১০৯ ॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! ঈশ্বর স্বয়ং তাহাদিগকে সাবধান করিতেছেন, "যেন কাফিরগণ তোমাদের বিশ্বাস বিচলিত না করে"। তাহা হইলে খুদা কি সর্ব্বজ্ঞ নহেন? পরমেশ্বর সম্পর্কে এসকল কথা সত্য হইতে পারে না ॥ ২৫ ॥

২৬। তোমরা যে দিকে মুখ ফিরাইবে সেই দিকেই পরমেশ্বরের মুখ আছে ॥ মং ১। সি° ১। সূ° ২। আ° ১১৫ ॥

(সমীক্ষক)—ইহা সত্য হইলে মুসলমানদের মক্কার দিকে মুখ ফিরাইবার কারণ কি? যদি বলা হয় যে মক্কাভিমুখে মুখ ফিরাইবার জন্য তাঁহাদের উপর আদেশ আছে; তাহা হইলে এই আদেশও আছে, "যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে মুখ কর"। তাঁহার কি একটি কথা সত্য অপরটি মিথ্যা? যদি আল্লাহের মুখ থাকে তবে এক মুখ সকল দিকে থাকিতে পারে না, এক দিকেই থাকিবে। সুতরাং ইহা যুক্তি সঙ্গত নহে ॥ ২৬ ॥

২৭। যিনি আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি যখন কিছু করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাহা করিতে হয় না; তিনি কেবল বলেন "হইয়া যাও" তাহাতেই হইয়া যায়। মং ১। সিং ১। সূ০ ২। আ০ ১১৭॥

(সমীক্ষক)—ভাল, খুদার আজ্ঞা "হইয়া যাও" ইহা কে শুনিল? তিনি কাহাকে শুনাইলেন? কিই বা হইয়া গেল? কি কারণেই বা হইল? লিখিত আছে যে, সৃষ্টির পুর্ব্বে এক খুদা ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু কিছুই ছিল না। তাহা হইলে এ সংসার কোথা হইতে আসিল? কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই হইতে পারে না, তাহা হইলে কারণ ব্যতীত এই বিশাল জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইল? সুতরাং ইহা কেবল বালকের কথা॥ ২৭॥

(পূর্ব্ব পক্ষী)—না, না, খুদার ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন হইল। (উত্তর পক্ষী)—তোমাদের ইচ্ছায় একটি মাছির ঠ্যাং নির্ম্মিত হইতে পারে কি? তবে কিরূপে বলিতেছ যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সমস্ত জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে? (পূর্ব্বপক্ষী) —খুদা সর্ব্বশক্তিমান এই কারণে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। (উত্তরপক্ষী)—খুদা কি অন্য খুদাও সৃষ্টি করিতে পারেন? তিনি কি নিজেকে মারিতেও পারেন? তিনি কি মূর্খ, রোগী এবং অজ্ঞানও হইতে পারেন? (পূর্ব্বপক্ষী)—তাহা কখনও সম্ভব নহে। (উত্তরপক্ষী)—অতএব পরমেশ্বর তাঁহার কিংবা অন্যের গুণকর্ম্মস্বভাবের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারেন না। সংসারে কিছু নির্ম্মাণ করিতে বা করাইতে হইলে তিনটি পদার্থের প্রয়োজন হয়; যথা নির্ম্মাণকর্ত্তা যেমন কুম্ভকার, দ্বিতীয় ঘটের উপাদান মৃত্তিকা, তৃতীয় সাধন যদ্দ্বারা ঘট নির্ম্মিত হয়। কুম্ভকার, মৃত্তিকা এবং সাধন হইলেই ঘট নির্ম্মিত হয়। যেমন ঘট নির্ম্মিত হইবার পুর্ব্বে কুম্ভকার, মৃত্তিকা এবং সাধন বিদ্যমান থাকে সেইরূপ জগৎ সৃষ্টির পুর্ব্বে জগতের কারণ প্রকৃতি ও তাহার অনাদি গুণকর্ম্মস্বভাব বিদ্যমান থাকে। এই নিমিত্ত কুরাণের উক্তি অসম্ভব॥ ২৭॥

২৮। যেহেতু আমি মনুষ্যের জন্য কাবার সুখকর পবিত্র স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছি অতএব তোমাদের নমাজের জন্য এব্রাহামের স্থানে গমন কর। মং ১। সিং ১। সূ০ ২। আ০ ১২৫॥

(সমীক্ষক)—খুদা কি কাবা নির্ম্মাণের পুর্ব্বে কোন পবিত্র স্থান নির্ম্মাণ করেন নাই? করিয়া থাকিলে কাবা নির্ম্মাণের কোন প্রয়োজন ছিল না, না করিয়া থাকিলে যাহারা পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই দুর্ভাগাদের জন্য

কোন পবিত্র স্থান ছিল না। পূর্ব্বে পবিত্র স্থান নির্ম্মাণের কথা ঈশ্বরের মনে হয় নাই ॥ ২৮ ॥

২৯। বিমূঢ়াত্মা ব্যতীত এমন কে আছে যে, এব্রাহামের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে? আমি তাহাকেই মনোনীত করিয়াছি। নিশ্চয়ই, সে পরলোকে ধার্ম্মিক হইবে। মং ১। সিং ১। সূং ২ আং ১৩০ ॥

(সমীক্ষক)—ইহা কিরূপে বলা সম্ভব যে যাহারা এব্রাহামের ধর্ম্ম মানে না, তাহারা মূর্খ? খুদা কেবল এব্রাহামকেই মনোনীত করিলেন, ইহার কারণ কি? যদি ধর্ম্মাত্মা বলিয়া মনোনীত করা হইয়া থাকে তবে আরও বহু ধর্ম্মাত্মা থাকিতে পারেন। ধর্ম্মাত্মা না হওয়া সত্ত্বেও মনোনীত করা হইয়া থাকিলে অন্যায় হইয়াছে। অবশ্য ইহা সত্য যে অধর্ম্মাত্মা ঈশ্বরের প্রিয় নহে কিন্তু ধর্ম্মাত্মাই প্রিয় ॥ ২৯ ॥

৩০। নিশ্চয়, আমি তোমাকে আকাশের দিকে মুখ ফিরাইতে দেখিয়াছি। নিশ্চয় আমি তোমাকে সেই কাবা অভিমুখী করিব; তাহা তোমার পক্ষে প্রীতিকর হইবে। অতএব তোমার মুখ মস্‌জিদুল্ হরামের দিকে ফিরাও। যেখানেই থাক না কেন তোমার মুখ সেই দিকেই ফিরাইয়া লও॥ মং ১। সিং ২। সূং ২। আং ১৪৪ ॥

(সমীক্ষক)—ইহা কি যেমন তেমন পৌত্তলিকতা? ইহা ত ভয়ঙ্কর পৌত্তলিকতা! (পূর্ব্বপক্ষী)—আমরা মুসলমানেরা মূর্ত্তিপূজক নহি, কিন্তু মূর্ত্তিভঞ্জক। আমরা মক্কার মসজিদকে খুদা মানি না। (উত্তরপক্ষী)—তোমরা যাহাদিগকে পৌত্তলিক বল, তাহারাও মূর্ত্তিকে ঈশ্বর মানে না, কিন্তু মূর্ত্তির সম্মুখে পরমেশ্বরেরই উপাসনা করে। তোমরা মূর্ত্তিভঞ্জক হইলে সেই বড় মূর্ত্তি মক্কার মস্‌জিদ ভগ্ন কর নাই কেন? (পূর্ব্বপক্ষী)—বাহবা! আমাদের প্রতি ত কুরাণে আদেশ আছে যে, মক্কার দিকে মুখ ফিরাইতে হইবে। কিন্তু তাহাদের প্রতি বেদের আদেশ নাই; সুতরাং তাহারা পৌত্তলিক নহে কেন? আমরা কেন পৌত্তলিক হইতে যাইব? আমাদের পক্ষে খুদার আদেশ অবশ্য পালনীয়। (উত্তরপক্ষী)—তোমাদের জন্য যেমন কুরাণে, তাঁহাদের জন্যও সেইরূপ পুরাণে আদেশ আছে। তোমরা যেমন কুরাণকে খুদার বাণী, পৌরাণিকেরাও সেইরূপ পুরাণকে খুদার অবতার ব্যাসদেবের বাণী মনে করেন। পৌত্তলিকতা বিষয়ে তোমাদের ও তাহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই; বরং তোমরা বৃহৎ,

এবং তাহারা ক্ষুদ্র মূর্ত্তির পূজক। যেমন কেহ নিজের গৃহ হইতে বিড়াল তাড়াইতে না তাড়াইতে তন্মধ্যে উষ্ট্র প্রবেশ করে, সেইরূপ মহম্মদ সাহেবও মুসলমান মত হইতে ক্ষুদ্র মূর্ত্তিকে অপসারিত করিতে গিয়া তন্মধ্যে মক্কার মসজিদরূপী পর্ব্বতাকার বৃহৎ মূর্ত্তি প্রবিষ্ট করিয়াছেন। ইহা কি সামান্য পৌত্তলিকতা? অবশ্য তোমরাও যদি আমাদের ন্যায় বৈদিক মত অবলম্বন কর তাহা হইলে মূর্ত্তিপূজাদি কুকর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পাইতে পার; নতুবা নহে। যতদিন তোমরা নিজেদের বৃহৎ মূর্ত্তিকে অপসারিত না কর ততদিন পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র মূর্ত্তিপূজা খণ্ডন করিতে লজ্জা বোধ করা এবং মূর্ত্তিপূজা হইতে বিরত থাকিয়া নিজেদের পবিত্র করা কর্ত্তব্য ॥ ৩০ ॥

৩১। যাহারা আল্লাহের মার্গে নিহত হয়, তাহাদিগকে মৃত বলিও না; তাহারা জীবিত। মং ১। সি° ১। সূ° ২। আ° ১৪৪ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, ঈশ্বরের মার্গে মরিবার ও মারিবার প্রয়োজন কি? বল না কেন যে, স্বার্থসিদ্ধিই প্রয়োজন! লোভ দেখাইলে লোকেরা উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিবে, ফলে আমরা বিজয়ী হইব; লোকেরা নির্ভয়ে হত্যা ও লুণ্ঠন করিবে, তদ্দ্বারা আমরা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া বিষয়ানন্দ ভোগ করিব; এইরূপ স্বার্থসিদ্ধিই এ সকল বিপরীত কার্য্যের উদ্দেশ্য ॥ ৩১ ॥

৩২। আল্লাহ কঠোর দুঃখদাতা। শয়তানের অনুসরণ করিও না; সে নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যক্ষ শত্রু। অসৎ এবং নির্লজ্জ কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য করিতে সে আদেশ দেয় না। তোমরা যাহা জান না, সে তাহাই আল্লাহের সম্বন্ধে বলিবে। মং ১। সি° ২। সূ° ২। আ° ১৫১।১৫৪।১৫৫ ॥

(সমীক্ষক)—দয়ালু খুদা কি পাপী ও পুণ্যাত্মাদিগকে কঠোর দুঃখ দেন? তিনি কি মুসলমানদের প্রতি সদয় এবং অন্যের প্রতি নির্দ্দয়? তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরই হইতে পারেন না। ঈশ্বর পক্ষপাতী না হইলে ধার্ম্মিকদিগের প্রতি সদয় হইবেন এবং অধার্ম্মিকদিগকে দণ্ড দিবেন। অতএব মহম্মদ সাহেবকে মধ্যবর্ত্তীরূপে মানিবার এবং কুরাণ বিশ্বাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যে শয়তান সকলের অনিষ্টকারী এবং শত্রু, তাহাকে খুদা সৃষ্টিই বা করিলেন কেন? ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহা কি তিনি জানিতেন না? যদি বলা হয় যে তিনি জানিতেন, কিন্তু পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন তবে তাহাও সত্য নহে, কারণ পরীক্ষা করা অল্পজ্ঞের কার্য্য। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সকলের সদসৎ কর্ম্ম সম্যক্‌রূপে জানেন। পুনশ্চ,

শয়তান সকলকে বিভ্রান্ত করে, কিন্তু শয়তানকে বিভ্রান্ত করে কে? যদি বলা হয় যে, শয়তান নিজে নিজেই বিভ্রান্ত হয়, তবে অন্যেরাও নিজে নিজে বিভ্রান্ত হইতে পারে। মধ্যবর্ত্তী শয়তানের প্রয়োজন কি? যদি খুদাই শয়তানকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন, তবে তিনি শয়তানের শয়তান। ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ বলা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি কুপথগামী হয়, সে কুসঙ্গ এবং অজ্ঞতাবশতঃ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে॥ ৩২॥

৩৩। মৃত প্রাণী, রুধির, শূকরের মাংস এবং যে বস্তু সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কাহারও নাম লওয়া হইয়াছে তাহা তোমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। মং ১। সি০ ১২। সূ০ ২। আ০ ১৫৯॥

(সমীক্ষক)—এস্থলে বিচার্য্য এই যে, স্বয়ং মৃত কিংবা কাহারও দ্বারা হত, উভয়ই সমান। অবশ্য কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও মৃত্যু সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই। শূকরের মাংস ত নিষিদ্ধ; তবে কি মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ করা উচিত? পশ্বাদিকে * কঠোর যন্ত্রণা দিয়া পরমেশ্বরের নামে প্রাণী হত্যা করা কি উত্তম কার্য্য? তাহাতে ঈশ্বরের নাম কলঙ্কিত হয়। পরমেশ্বর এ সকল প্রাণীকে পূর্ব্ব জন্মের অপরাধ ব্যতীত মুসলমানদের হস্তে দারুণ কষ্টদানের ব্যবস্থা করিলেন কেন? তাহাদের প্রতি কি তাঁহার দয়া নাই? তাহারাও কি তাঁহার সন্তানতুল্য নহে? গবাদি উপকারী পশুর হত্যা নিষেধ না করায়, খোদা হত্যার প্রশ্রয় দিয়া জগতের অনিষ্টকর হিংসারূপ পাপে কলঙ্কিত হইয়াছেন। এ সকল খুদার এবং তাঁহার পুস্তকের কথা কখনও হইতে পারে না॥ ৩৩॥

৩৪। রোজার রাত্রিতে নিজ নিজ পত্নীর সহিত মদনোৎসব বৈধ করা হইয়াছে। তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের এবং তোমরা তাহাদের আবরণস্বরূপ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা চুরি অর্থাৎ ব্যভিচার করিয়া থাক। তজ্জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে পুনরায় ক্ষমা করিয়াছেন। তোমরা তাহাদের সহিত মিলিত হও এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে সন্তান-প্রাপ্তি লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান কর। যে পর্য্যন্ত তোমাদের জন্য কৃষ্ণবর্ণ সূত্র হইতে শ্বেতবর্ণ সূত্র প্রকট, অর্থাৎ রাত্রি হইতে দিন প্রকাশিত না হয়, সে পর্য্যন্ত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ কর। মং ১। সি০ ২। আ০ ১৮৭॥

* হিন্দী সত্যার্থ প্রকাশে "শক্র" আছে। ইহাকে ছাপার ভুল ধরিয়া "পশু" করা গেল। —অনুবাদক।

(সমীক্ষক)—এস্থলে নির্ণয় হইতেছে যে সময়ে মুসলমান মত প্রবর্ত্তিত হয়, সে সময়ে কিংবা তাহার পূর্ব্বে, কেহ কোন পৌরাণিককে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিবে, "একমাসব্যাপী চান্দ্রায়ণ ব্রতের নিয়ম কি?" চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে খাদ্য-গ্রাসের হ্রাস-বৃদ্ধি এবং মধ্যাহ্নভোজন সম্বন্ধীয় শাস্ত্রবিধি না জানিয়া, হয়ত সেই পৌরাণিক বলিয়া থাকিবে যে, চন্দ্রমা দর্শন করিয়া ভোজন করা উচিত। মুসলমানেরা তাহা এইরূপ বুঝিয়া থাকিবেন। কিন্তু ব্রতকালে স্ত্রীসমাগম্ পরিত্যাজ্য। খুদা একটি কথা বাড়াইয়া বলিয়াছেন, "তোমরা যদি ইচ্ছা কর, তবে স্ত্রীসংসর্গ করিও এবং রাত্রিকালে যতবার ইচ্ছা ভোজন করিও"। আচ্ছা, ইহা কিরূপ ব্রত হইল? দিবসে ভোজন করা হইল না, কিন্তু রাত্রিতে ভোজন চলিতে লাগিল। দিবাভাগে ভোজন না করিয়া রাত্রিকালে ভোজন করা সৃষ্টিক্রম বিরুদ্ধ ॥ ৩৪ ॥

৩৫। যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, আল্লাহের পথে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর। তাহাদিগকে যে স্থানে পাইবে, সে স্থানে হত্যা করিবে। হত্যা অপেক্ষা অবিশ্বাস নিন্দনীয়। যে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস দূরীভূত এবং আল্লাহের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত যুদ্ধ কর। যাহারা তোমাদের উপর যত বল প্রয়োগ করে, তাহাদের উপর তোমরা তত বল প্রয়োগ কর। ম০ ১। সি০ ২। সূ০ ২। আ০ ১৯০। ১৯১। ১৯৩। ১৯৪ ॥

(সমীক্ষক)—কুরাণে এ সকল কথা না থাকিলে মুসলমানেরা ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে যে সকল গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, সে সকল করিত না। বিনা অপরাধে কাহাকেও হত্যা করা মহাপাপ। যাহারা মুসলমান মত বিশ্বাস করে না মুসলমানেরা তাহাদিগকে কাফির বলে। তাহাদের মতে অবিশ্বাসী রাখা অপেক্ষা হত্যা করা ভাল। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, যাহারা তাহাদের ধর্ম্ম মানে না, তাহাদিগকে হত্যা করা বিধেয়। তাহারা তাহা করিয়াও আসিতেছে। ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে তাহারা রাজ্য হারাইয়াছে এবং তাহাদের মত ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। চুরির প্রতিশোধ কি চুরি? চোর আমাদের বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধ করে, আমরাও কি চোরের বিরুদ্ধে সে সকল অপরাধ করিব? তাহা করা সর্ব্বতোভাবে অন্যায়। যদি কোন অজ্ঞ ব্যক্তি আমাদিগকে গালি দেয়, আমরাও কি তাহাকে গালি দিব? ঈশ্বর কিংবা ঈশ্বরভক্ত কোন বিদ্বান্ এইরূপ বলিতে পারেন না। ইহা ঈশ্বরকৃত পুস্তকের নহে কিন্তু স্বার্থপর অজ্ঞানের কথা ॥৩৫॥

৩৬। আল্লাহের পক্ষে কলহ প্রীতিকর নহে। হে বিশ্বাসী মনুষ্যগণ! তোমরা ইস্‌লামে প্রবেশ কর। ম০ ১। সি০ ২। সূ০ ২। আ০ ২০৫।২ ৮।

(সমীক্ষক)—যদি পরমেশ্বর কলহ বিবাদ পছন্দ না করেন, তাহা হইলে তিনি মুসলমানদিগকে কলহ বিবাদের প্রেরণা দেন কেন ? কলহপ্রিয় মুসলমানদের সহিত মিত্রতাই বা করেন কেন ? কেহ মুসলমান মত গ্রহণ করিলেই কি খুদা আনন্দিত হন ? তাহা হইলে তিনি মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতী। তিনি নিখিল জগতের ঈশ্বর নহেন। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কুরাণ ঈশ্বরকৃত নহে এবং কুরাণোক্ত ঈশ্বরও যথার্থ ঈশ্বর নহেন ॥ ৩৬ ॥

৩৭। খুদা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে জীবিকার অনন্ত সাধন প্রদান করেন। ম০ ১। সি০ ২। সূ০ ২। আ০ ২১২ ॥

(সমীক্ষক)—পরমেশ্বর কি পাপ-পুণ্য বিচার না করিয়াই জীবিকার সাধন প্রদান করেন ? তাহা হইলে ভালমন্দ করা একরূপই হইল। কারণ সুখদুঃখ প্রাপ্তি তাঁহারাই ইচ্ছাধীন। এই কারণেই মুসলমানেরা ধর্ম্মবিমুখ হইয়া স্বেচ্ছাচার করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এ সকল কুরাণোক্ত বাক্য বিশ্বাস না করিয়াও ধর্ম্মাত্মা হন ॥ ৩৭ ॥

৩৮। তাহারা তোমাকে রজস্বলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তুমি বলিও যে, তাহারা অপবিত্র। ঋতুকালে তাহাদের নিকট হইতে পৃথক থাকিও। যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা পবিত্র না হয়, ততদিন তাহাদের নিকট যাইও না। তাহারা স্নান করিবার পর, খুদা যে স্থান দিয়া তাহাদের নিকট যাইবার আজ্ঞা দিয়াছেন, সে স্থান দিয়া যাইও। তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের ক্ষেত্র ; অতএব ইচ্ছানুসারে নিজ নিজ ক্ষেত্রে গমন করিও। বৃথা শপথ করিলে আল্লাহ্ তোমাদের দোষ গ্রহণ করেন না। ম০ ১। সি০ ২। সূ০ ২। আ০ ২২ ।২২৩।২২৪ ॥

(সমীক্ষক)—রজস্বলার স্পর্শ ও সংসর্গ না করার কথা লেখা হইয়াছে ; তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু স্ত্রীলোককে ক্ষেত্রতুল্য এবং তাহার সহিত স্বেচ্ছাচার করিতে বলা হইয়াছে ; তাহাতে মনুষ্যেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত হইবে। খুদা মিথ্যা শপথের দোষ গ্রহণ না করিলে সকলেই মিথ্যা শপথ ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিবে এবং খুদা মিথ্যার প্রশ্রয়দাতা হইবেন ॥ ৩৮ ॥

৩৯। এমন মনুষ্য কে আছে যে, আল্লাহ্‌কে ঋণদান করিবে ? ভাল, ঈশ্বর তজ্জন্য তাহাকে দ্বিগুণ দান করিবেন। ম০ ১। সি০ ২। সূ০ ২। আ০ ২৪৫ ॥

(সমীক্ষক)—আচ্ছা, ঈশ্বরের ঋণ * গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? নিখিল বিশ্বস্রষ্টা কি মনুষ্যের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করেন? কথনই না। কেবল নির্ব্বোধেরাই ইহা বলিতে পারে। ঈশ্বরের ধনভাণ্ডার কি শূন্য হইয়া গিয়াছে? তিনি কি হুণ্ডির কার্য্যে এবং বাণিজ্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন যে, দ্বিগুণ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গ্রহণ করিবেন? কোন বণিক কি এইরূপ করিতে পারে? যে ব্যক্তি দেউলিয়া হইয়াছে, কিংবা যাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক, তাহাকেই এইরূপ কার্য্য করিতে হয়, ঈশ্বরকে তাহা করিতে হয় না ॥ ৩৯ ॥

৪০। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাসী হইল না এবং কেহ কেহ কাফির হইয়া গেল। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহারা যুদ্ধ করিত না। আল্লাহ্ যেমন ইচ্ছা তেমন করেন। ম০ ১। সি০ ৩। সূ০ ২। আ০ ২৫৩॥

(সমীক্ষক)—ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই কি সমস্ত কলহ-বিবাদ হইয়া থাকে? ঈশ্বর কি ইচ্ছা করিলে পাপ কার্য্যও করিতে পারেন? তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরই নহেন। কলহ-বিবাদ বাধান ও শান্তিভঙ্গ করা কোন সৎপুরুষের কার্য্য নহে। এতদ্দারা জানা যাইতেছে যে, এই কুরাণ ঈশ্বর রচিত নহে, কোন ধার্ম্মিক এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিও ইহার রচয়িতা নহেন ॥ ৪০ ॥

৪১। পৃথিবী ও আকাশস্থ সমস্ত বস্তুই তাঁহার জন্য। তাঁহারই ইচ্ছায় আকাশ ও পৃথিবীব্যাপী তাঁহার সিংহাসন রহিয়াছে। ম০ ১। সি০ ৩। সূ০ ২। আ০ ২৫৫।

(সমীক্ষক)—পরমাত্মা জীবদিগের জন্য আকাশ এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি নিজের জন্য কিছুই করেন নাই। তিনি পূর্ণকাম, কোন বস্তুরই অপেক্ষা রাখেন না। তাঁহার যদি সিংহাসন থাকে, তবে তিনি একদেশী হইলেন এবং একদেশী হইলে তিনি ঈশ্বর নহেন, কারণ ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপক ॥ ৪১ ॥

৪২। আল্লাহ্ সূর্য্যকে পূর্ব্ব দিক হইতে আনয়ন করেন; সুতরাং তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে আনয়ন কর। তাহাতে অবিশ্বাসীরা হতবুদ্ধি হইয়া

---

* তপসীর হুসেনীতে এই আয়তের উপর ভাষ্যের টিপ্পনী লিখিত আছে যে, এক ব্যক্তি মহম্মদ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, হে ঈশ্বর দূত! খুদা ঋণ চান কেন? তিনি উত্তর দিলেন, তোমাকে স্বর্গে পৌঁছাইবার জন্য। সে বলিল আপনি জামীন হইলে আমি দিব। মোহম্মদ সাহেব তাঁহার জামীন হইলেন। খুদার ভরসা হইল না। তাঁহার দূতের ভরসা হইল ॥

গেল। নিশ্চয়, আল্লাহ্ পাপীদিগকে পথ প্রদর্শন করেন না। ম০ ১। সি০ ৩। সূ০। আ০ ২৫৮॥

(সমীক্ষক)—কেমন অজ্ঞতা দেখুন! সূর্য্য পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে কিংবা পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে গমনাগমন করে না; কিন্তু নিজ পরিধিতেই ভ্রমণ করে। অতএব নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, কুরাণ-রচয়িতা ভূগোল ও খগোল বিদ্যা জানিতেন না। যদি পাপীদের পথপ্রদর্শন না করেন, তবে ধার্ম্মিকদের জন্য তাঁহার প্রয়োজন নাই; ধার্ম্মিকেরা ত ধর্ম্মপথেই থাকেন। যাহারা ধর্ম্ম ভুলিয়া যায়, তাহাদিগকেই পথ প্রদর্শন করিতে হয়। কুরাণের খুদার পক্ষে সে কর্ত্তব্য পালন না করা গুরুতর ভ্রম॥ ৪২॥

৪৩। তিনি বলিলেন, চারিটি পাখী লইয়া উহাদের আকৃতি চিনিয়া রাখ; তাহার পর তাহাদের এক এক খণ্ড পর্ব্বতের উপর রাখিয়া তাহাদিগকে ডাক। পাখী শীঘ্র দৌড়াইয়া তোমার নিকট চলিয়া আসিবে। ম০ ১। সি০ ৩। সূ০ ২। আ০ ২৬০॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! দেখ, মুসলমানদের খুদা ভানুমতীর খেলার ন্যায় যাদুখেলা খেলেন! এ সকল কার্য্যদ্বারা কি খুদার ঈশ্বরত্ব প্রকাশিত হয়? সুধীগণ এমন খুদাকে জলাঞ্জলি দিয়া দূরে অবস্থান করিবেন। কেবল মূর্খেরাই তাঁহার জালে আবদ্ধ হইবে। ইহাতে খুদার মর্য্যাদার পরিবর্ত্তে হীনতাই প্রকাশ পায়॥ ৪৩॥

৪৪। তিনি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই নীতিশিক্ষা দেন। ম০ ১। সি০ ৩। সূ০ ২। আ০ ১৬৯॥

(সমীক্ষক)—যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে নীতিশিক্ষা দেওয়া হইলে বোধ হয় যাহাকে ইচ্ছা দুর্নীতিও শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ঈশ্বরোচিত কার্য্য নহে। যিনি পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলকে নীতিশিক্ষা দান করেন, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই আপ্ত, অপর কেহই আপ্ত নহে॥ ৪৪॥

৪৫। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ক্ষমা করিবেন কিংবা দণ্ড দিবেন; কারণ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। ম০ ১। সি০ ৩। সূ০ ২। আ০ ২৮৪॥

(সমীক্ষক)—ক্ষমার্হকে ক্ষমা না করা এবং ক্ষমার অযোগ্যকে ক্ষমা করা কি মূর্খ স্বেচ্ছাচারী রাজার কার্য্য নহে? যদি ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পাপী কিংবা পুণ্যাত্মা করেন, তাহা হইলে জীব পাপ-পুণ্যের জন্য দায়ী নহে। ঈশ্বর ইচ্ছানুসারে মনুষ্যকে পাপী কিংবা পুণ্যাত্মা করিলে জীবের

সুখদুঃখও হওয়া উচিত নহে। অতএব যেমন কোন সৈন্য সেনাপতির আজ্ঞানুসারে কাহাকেও হত্যা কিংবা রক্ষণ করিলে সে তজ্জন্য দায়ী হয় না, সেইরূপ কেহই নিজ সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী নহে ॥ ৪৫ ॥

৪৬। যাহারা ধর্ম্মপরায়ণ তাহাদিগকে ইহা অপেক্ষা কি উত্তম সংবাদ দিব, বল যে আল্লাহের নিকট বহিস্ত আছে ; সে স্থানে নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেস্থানে পবিত্র রমণীগণ সর্ব্বদা অবস্থান করে। ঈশ্বর ভৃত্যদিগের সহিত তাহাদিগকে দেখিয়া প্রীতিলাভ করেন। ম০ ১। সি০ ১। সূ০ ৩। আ০ ১১ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, ইহা কি স্বর্গ না বেশ্যাদির প্রমোদ কানন ? এই ঈশ্বরকে কি ঈশ্বর অথবা রমণীবিলাসী বলা যাইবে ? যে পুস্তকে এসকল কথা লিখিত আছে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি সেই পুস্তককে ঈশ্বররচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন ? ঈশ্বর পক্ষপাত করেন কেন ? যদি রমণীগণ চিরকাল স্বর্গে বাস করে তবে তাহারা কি পৃথিবীতে জন্মের পর সেস্থানে গিয়াছে অথবা সেস্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে ? যদি এস্থানে জন্মের পর সেস্থানে গিয়া থাকে আর যদি প্রলয় রাত্রির পূর্ব্বেই তাহাদিগকে সেস্থানে আহ্বান করা হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের স্বামীদিগকেও আহ্বান করা হয় নাই কেন ? তদ্ব্যতীত প্রলয় রাত্রিতে সকলের বিচার হইবার যে নিয়ম আছে তাহা এসকল স্ত্রীলোকের বেলায় ভঙ্গ করা হইল কেন ? যদি তাহারা সেস্থানেই জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রলয় পর্য্যন্ত কিরূপে জীবন যাপন করিয়াছিলেন ? যদি তাহাদের জন্য পুরুষও ছিল তাহা হইলে যে সকল মুসলমান এস্থান হইতে স্বর্গে গমন করেন খুদা তাঁহাদিগকে স্ত্রী কোথা হইতে দেন ? খুদা স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষদিগকে চিরস্বর্গবাসী করিলেন না কেন ? এই হেতু মুসলমানদের খুদা অন্যায়কারী এবং নির্ব্বোধ ॥ ৪৬ ॥

৪৭। ইসলাম ধর্ম্ম নিশ্চয়ই আল্লা হইতে প্রেরিত হইয়াছে। ম০ ১। সি০ ৩। সূ০ ৩। আ০ ১৮ ॥

(সমীক্ষক)—ঈশ্বর কি কেবল মুসলমানদেরই ? অন্য কাহারও নহেন ? তের শত বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বরপ্রেরিত কোন মত কি ছিল না ? ইহাতে জানা যাইতেছে যে কুরাণ ঈশ্বরকৃত নহে কিন্তু কোন পক্ষপাতী ইহার রচয়িতা ॥ ৪৭ ॥

৪৮। প্রত্যেক জীব যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে তাহা তাহাকে সম্পূর্ণ দেওয়া হইবে ; কাহারও প্রতি অন্যায় করা হইবে না। বল, হে আল্লাহ্ !

তুমি রাজ্যের অধীশ্বর। তুমি যাহাকে দিতে ইচ্ছা কর তাহাকে দাও; যাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে ইচ্ছা কর তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লও। যাহাকে সম্মান দিতে ইচ্ছা কর তাহাকে সম্মান দাও, যাহাকে অপমানিত করিবে তাহাকে অপমানিত কর; সমস্তই তোমার হস্তে। সর্ব্বোপরি তুমিই বলবান। তুমিই দিনের মধ্যে রাত্রিকে এবং রাত্রির মধ্যে দিনকে প্রবিষ্ট করাও। তুমিই জীবিত হইতে মৃতকে এবং মৃত হইতে জীবিতকে আনয়ন কর। তুমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে অপরিমিত অন্ন দান কর। মুসলমানের পক্ষে মুসলমান ব্যতীত কোন কাফিরের সহিত মিত্রতা করা উচিত নহে। এমন কার্য্য ঈশ্বরের অনুমোদিত নহে। যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে চাও তবে আমার অনুসরণ কর। তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন। নিশ্চয় তিনি করুণাময়। মং ১। সিং ৩। সূং ৩। আং ২১। ২২।২৩।২৪।২৭ ॥

(সমীক্ষক)—যদি প্রত্যেক জীবকে তাহার সম্পূর্ণ কর্ম্মফল দেওয়া হয় তাহা হইলে ক্ষমা করা হয় না; আবার ক্ষমা করা হইলে সম্পূর্ণ কর্ম্মফল দেওয়া হয় না এবং অন্যায় হইবে। উত্তম কর্ম্ম ব্যতীত রাজ্য দান করাও তাঁহার পক্ষে অন্যায়। ভাল, কখনও কি মৃত জীবিত এবং জীবিত মৃত হইতে পারে? ঈশ্বরের ব্যবস্থা অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য, তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। পক্ষপাত দেখুন, যাহারা মুসলমান মতাবলম্বী নহে তাহাদিগকে কাফির বলা, তাহাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদের সহিত মিত্রতা করিতে নিষেধ করা এবং দুষ্টপ্রকৃতি মুসলমানের সহিতও মিত্রতা করিতে উপদেশ প্রদান করা ঈশ্বরত্বের বহির্ভূত। এই কারণেই কুরাণের খুদা এবং মুসলমানগণ অজ্ঞ ও পক্ষপাতী। এই কারণেই মুসলমানেরা অন্ধকারে রহিয়াছেন। আবার মহম্মদ সাহেবের লীলাখেলা দেখুন! তিনি বলিতেছেন, "তোমরা যদি আমার পক্ষে থাক, তবে খুদা তোমাদের পক্ষে থাকিবেন। তোমরা পক্ষপাত রূপ পাপ করিলে তিনি ক্ষমাও করিবেন"। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, মহম্মদ সাহেবের অন্তঃকরণ পবিত্র ছিল না, তাই তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কুরাণ রচনা করিয়াছেন কিংবা করাইয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

৪৯। যখন ফেরিস্তাগণ বলিলেন, "মেরি! আল্লাহ্ তোমাকে পছন্দ করিয়াছেন এবং জগতের সকল নারী অপেক্ষা তোমাকেই পবিত্র করিয়াছেন"। মং ১। সিং ৩। সূং ৩। আং ৪১ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, আজ কাল খুদা কিংবা তাঁহার কোন ফেরিস্তা কাহারও সহিত কথোপকথন করিতে আসেন না, পূর্ব্বে কিরূপে আসিতেন ? যদি বলা হয় যে, পূর্ব্বকালে লোকেরা পুণ্যাত্মা ছিলেন, এখনকার লোকেরা পুণ্যাত্মা নহেন, এই কারণে আসেন না ; তবে তাহাও মিথ্যা। যে সময়ে খ্রীষ্টান ও মুসলমান মতের উৎপত্তি হয়, সে সময়ে ঐ সকল দেশে বন্য ও অজ্ঞ লোক অধিক ছিল। তজ্জন্য এসকল বিজ্ঞানবিরুদ্ধ মত প্রচলিত হইয়াছিল। এখনকার দিনে বহুলোক সুশিক্ষিত ; সুতরাং এসকল সাম্প্রদায়িক মত চলিতে পারে না। এসকল অসার মত বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক দিনের পর দিন লোপ পাইতেছে ॥৪৯॥

৫০। আল্লাহ্ তাহাকে বলিলেন, "হইয়া যাও", সে হইয়া গেল। কাফিরগণ প্রতারণা করিল, আল্লাহ্ও তাহাদের সহিত প্রতারণা করিলেন। আল্লাহ্ অনেক ছল চাতুরি করেন। মং ১। সিং ৩। সূং ৩। আং ৪৬। ৫৩ ॥

(সমীক্ষক)—মুসলমানেরা সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর ব্যতীত অপর কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহা হইলে খুদা কাহাকে বলিলেন ? কেই বা হইয়া গেল ? মুসলমানেরা সাত জন্মেও ইহার উত্তর দিতে পারিবেন না। যেহেতু উপাদান কারণ ব্যতীত কার্য্য হওয়া অসম্ভব, অতএব কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি যেমন মাতাপিতা ছাড়াই আমার শরীর হইয়াছে এইরূপ স্বীকার করার ন্যায় অসম্ভব। যিনি প্রতারিত হন এবং প্রতারণা ও গর্ব্ব করেন তিনি কখনও ঈশ্বর হইতে পারেন না। কোন সৎ লোকের পক্ষেও এসকল সম্ভব নহে ॥ ৫০ ॥

৫১। আল্লাহ্ তোমাদিগকে তিন সহস্র ফেরিস্তাদ্বারা সহায়তা করিতেন। তাহা কি তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না ? মং ১। সিং ৪। সূং ৩। আং ১২৩ ॥

(সমীক্ষক)—যদি আল্লাহ্ তিন সহস্র স্বর্গীয় দূতদ্বারা মুসলমানদের সহায়তা করিয়া থাকেন তাহা হইলে এখন যে বহু মুসলমানরাজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে তজ্জন্য তিনি সহায়তা করেন না কেন ? সুতরাং মূর্খদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া জালবদ্ধ করিবার জন্য এসকল কথা বলা হইয়াছে। ইহা নিতান্ত অন্যায় ॥ ৫১ ॥

৫২। কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সহায়তা কর। আল্লাহ্ তোমাদের উত্তম সহায়ক এবং কার্য্যসাধক। তোমরা যদি আল্লাহের মার্গে নিহত কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হও তবে ঈশ্বরের দয়া অতি উত্তম জানিও। মং ১। সিং ৪। সূং ৩। আং ১৪৬। ১৪৯। ১৫৬ ॥

(সমীক্ষক)—এখন মুসলমানদের ভ্রম দেখুন! তাঁহারা ভিন্নমতাবলম্বীদিগকে বধ করিবার জন্য খুদার নিকট প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর কি নির্ব্বোধ যে তাঁহাদের প্রার্থনা স্বীকার করিবেন? খুদা মুসলমানদের কার্য্যকর্ত্তা হইলে, তাঁহাদের কার্য্যও নষ্ট হয় কেন? দেখা যাইতেছে যে, খুদাও তাঁহাদের প্রতি মোহাসক্ত! যিনি এমন পক্ষপাতী, তিনি ধর্ম্মাত্মাদিগের উপাস্য হইতে পারেন না ॥ ৫২ ॥

৫৩। আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরোক্ষ-জ্ঞাতারূপে সৃষ্টি করেন না, কিন্তু তিনি তাঁহার মনোনীত পয়গম্বরদিগের দ্বারা তোমাদিগকে জানান। অতএব আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে বিশ্বাস কর। মং ১। সি০ ৪। সূ০ ৩। আ০ ১৫৯ ॥

(সমীক্ষক)—মুসলমানগণ খুদা ব্যতীত অপর কাহারও উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন না এবং কাহাকেও খুদার সহযোগী বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহা হইলে পয়গম্বর সাহেবকে ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে খুদার অংশীদার করা হইল কেন? যেহেতু আল্লাহ্ পয়গম্বরকে বিশ্বাস করিতে লিখিয়াছেন, অতএব পয়গম্বর তাঁহার অংশীদার। তাহা হইলে খুদাকে "লাশরীক" অর্থাৎ অংশীদারবিহীন বলা সঙ্গত হয় নাই। যদি এই অর্থ করা হয় যে, মহম্মদ সাহেবকে পয়গম্বর মানা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, মহম্মদ সাহেবের প্রয়োজন কি? যদি খুদা মহম্মদ সাহেবকে পয়গম্বর না করিয়া স্বয়ং তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি শক্তিহীন ॥ ৫৩॥

৫৪। হে বিশ্বাসিগণ! সন্তোষ অবলম্বন কর, পরস্পর পরস্পরকে ধারণ কর। যুদ্ধে রত থাক এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। তাহা হইলে তোমরা মুক্তিলাভ করিবে। মং ১। সি০ ৪। সূ০ ৩। আ০ ১৭৮ ॥

(সমীক্ষক)—এই কুরাণের খুদা এবং পয়গম্বর উভয়ই যুদ্ধাসক্ত। যিনি যুদ্ধের আজ্ঞাদাতা, তিনি শান্তিভঙ্গকারী। খুদা কিংবা ধর্ম্মবিরুদ্ধ যুদ্ধ প্রভৃতিকে নামমাত্র ভয় করিলেই কি মুক্তি পাওয়া যায়? অবশ্য, ঈশ্বরকে ভয় করা না করা সমান, তবে ধর্ম্মবিরুদ্ধ যুদ্ধকে ভয় করা যুক্তিসঙ্গত ॥ ৫৪ ॥

৫৫। আল্লাহের নির্দ্ধারিত নিয়ম এই যে, যে ব্যক্তি আল্লার এবং রসূলের বাক্য মান্য করিবে, সে বহিস্তে গমন করিবে। সেস্থানে নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়॥ যে ব্যক্তি আল্লাহের ও তাঁহার

আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, সে নির্দ্ধারিত নিয়মের বাহির হইয়া যাইবে। তাহাকে চিরস্থায়ী অগ্নিতে দগ্ধ করা হইবে; তাহার জন্য গ্লানি ও দুঃখ রহিয়াছে। মং ১। সি০ ৪। সূ০ ৪। আ০ ১৩।১৪॥

(সমীক্ষক)—খুদা স্বয়ং পয়গম্বর মহম্মদ সাহেবকে তাঁহার অংশীদার করিয়া লইয়াছেন এবং তিনিই কুরাণে তাহা লিখিয়াছেন। দেখুন, পয়গম্বর সাহেব খুদার এমন প্রিয় পাত্র যে, খুদা তাহাকে বহিস্তে অংশীদার করিয়া লইয়াছেন! মুসলমানদের খুদা কোন বিষয়েই স্বতন্ত্র নহেন, সুতরাং তাঁহাকে "লাশরীক" বলা বৃথা। ঈশ্বরকৃত পুস্তকে এ সকল থাকা অসম্ভব॥ ৫৫॥

৫৬। আল্লাহ্ ত্রসরেণু পরিমাণ অন্যায়ও করেন না। যে কল্যাণজনক কার্য্য করিবে, তাহাকে তিনি দ্বিগুণ দিবেন। ম০ ১। সি০ ৫। সূ০ ৪। আ০ ৩৭॥

(সমীক্ষক)—যদি খুদা একটি ত্রসরেণু পরিমাণ অন্যায়ও না করেন তাহা হইলে তিনি কৃতপুণ্যের দ্বিগুণ ফল দেন কেন? তিনি মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতই বা করেন কেন? কৃতকর্ম্মের দ্বিগুণ বা ন্যূন ফল প্রদান করা খুদার অন্যায়॥ ৫৬॥

৫৭। যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে বাহিরে আসে, তখন তোমার বাক্যের বিপরীত চিন্তা করে। আল্লাহ্ তাহাদের পরামর্শ লিখিয়া রাখেন॥ তিনি তাহাদের কৃতকর্ম্মের জন্য তাহাদিগকে বিপরীতগামী করিয়াছেন। আল্লাহ্ যাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন, তুমি কি তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিতে ইচ্ছা কর? কিন্তু আল্লাহ্ যাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করেন, তাহারা কখনও সৎপথ প্রাপ্ত হয় না। ম০ ১। সি০ ৫। সূ০য ৪। আ০ ৮০।৮৭॥

(সমীক্ষক)—যদি আল্লাহ্ খাতা প্রস্তুত করিয়া কথাগুলি লিখিতে থাকেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার খাতা লিখিবার প্রয়োজন কি? মুসলমানদের মতে শয়তান সকলকে বিভ্রান্ত করে, তজ্জন্য সে অপরাধী। কিন্তু খুদাও যদি জীবকে পথভ্রষ্ট করেন, তাহা হইলে খুদা এবং শয়তানের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? হাঁ, প্রভেদ এইটুকু হইতে পারে খুদা বড় শয়তান ও সে ছোট শয়তান। মুসলমানদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে যে বিভ্রান্ত করে সেই শয়তান। সুতরাং প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁহাদের খুদাও শয়তান স্থানীয়॥ ৫৭॥

৫৮। তাহারা যদি তাহাদের হস্ত রোধ না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে

ধৃত কর, যে স্থানে তাহাদিগকে দেখিতে পাও, সেই স্থানেই হত্যা কর। মুসলমানের মুসলমানকে বধ করা উচিত নহে। যদি কেহ অজ্ঞাতসারে কোন মুসলমানকে বধ করে, তাহা হইলে একজন মুসলমানকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবে। নিহত ব্যক্তির রক্তের ক্ষতিপুরণ স্বরূপ, সে তাহার পরিবারকে অর্থ প্রদান করিবে। তাহার পরিবার ক্ষমা করিলে তাহা দিতে হইবে না। কেহ জ্ঞাতসারে কোন মুসলমানকে নিহত করিলে চিরকাল নরকে বাস করিবে। তাহার উপর আল্লাহের ক্রোধ এবং ধিক্কার পতিত হইবে। * মং ১। সি০ ৪। সূ০ ৪। আ০ ৯০।৯১।৯২ ॥

(সমীক্ষক)—কি ঘোরতর পক্ষপাত দেখুন! যে মুসলমান নহে, তাহাকে যে স্থানে পাওয়া যাইবে, সে স্থানেই বধ করিবে; কিন্তু কোন মুসলমানকে বধ করিবে না। ভ্রম বশতঃ মুসলমানকে বধ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কিন্তু ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীকে বধ করিলে স্বর্গলাভ! এমন উপদেশ রসাতলে যাউক। এমন পুস্তক, এমন পয়গম্বর, এমন খুদা এবং এমন মতের দ্বারা অনিষ্ট ব্যতীত উপকার হইতে পারে না। এ সকল না থাকাই ভাল। এইরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ মতবাদ হইতে দূরে থাকিয়া বেদোক্ত সমস্ত বিষয় মান্য করা উচিত। কারণ বেদে অসত্যের লেশমাত্রও নাই। মুসলমানকে বধ করিলে নরকে গমন করিতে হয়; কোন কোন মতবাদীর মতে মুসলমানকে বধ করিলে স্বর্গলাভ হয়। এখন বলুন! এই দ্বিবিধ মতের মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য? এবং কোনটি ত্যাজ্য? এ সকল মূঢ়কল্পিত মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া বেদোক্ত মত গ্রহণ করাই সকলের কর্ত্তব্য। আর্য্যমতে অর্থাৎ উন্নতচরিত্র লোকদিগের পথে বিচরণ করা এবং দস্যু অর্থাৎ দুষ্টপ্রকৃতি লোকদিগের পথ হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ এইরূপ লিখিত আছে ॥ ৫৮ ॥

৫৯। শিক্ষা প্রকট হইবার পর যে ব্যক্তি রসূলের সহিত বিরোধ এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধ পক্ষ গ্রহণ করিয়াছে, আমি নিশ্চয় তাহাকে নরকে প্রেরণ করিব। মং ১। সি০ ৫। সূ০ ৪। আ০ ১১৩॥

(সমীক্ষক)—খুদা ও রসূল কিরূপ পক্ষপাতী দেখুন! মহম্মদ সাহেব প্রভৃতি মনে করিতেন যে, খুদার নামে এইরূপ না লিখিলে, তাঁহাদের "মজহব"

* এ স্থলে আধুনিক কুরাণের পাঠ হইতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

—অনুবাদক।

(সম্প্রদায়) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে না, ধন-সম্পত্তি লাভ হইবে না এবং আনন্দ ভোগ করাও চলিবে না। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মহম্মদ সাহেব স্বার্থসিদ্ধিতে ও পরার্থনাশে নিপুণ ছিলেন। সুতরাং তিনি "আপ্ত" (ধর্ম্মের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা) ছিলেন না এবং তাঁহার বাক্যও আপ্ত এবং বিদ্বানদিগের দ্বারা কখনও প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না ॥ ৫৯ ॥

৬০। যে ব্যক্তি আল্লাহ্, ফেরিস্তাগণ, পুস্তক, রসুল এবং "কয়ামত" (প্রলয়) সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চয় পথভ্রষ্ট। যাহারা বিশ্বাসী হইয়া পুনরায় কাফির হয়; পরে বিশ্বাসী হয় এবং পুনরায় কাফির হয়, এবং যাহাদের অবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না ও সন্মার্গ প্রদর্শন করিবেন না। মং ১। সি০ ৫। সূ০ ৪। আ০ ১৩৪। ১৩৫ ॥

(সমীক্ষক)—এখনও কি বলা হইবে যে, খুদা "লাশরীক"? "লাশরীক" বলিবার সঙ্গে বহু "শরীক" বা অংশীদার স্বীকার করা কি পরস্পর বিরোধী নহে? তিন বার ক্ষমা করিবার পর খুদা কি আর ক্ষমা করেন না? তিন বার অবিশ্বাসের পর কি তিনি পথ প্রদর্শন করেন? তিনি কি চতুর্থ বারের পর আর পথ প্রদর্শন করেন না? চারি বার অবিশ্বাসী হইলে, অবিশ্বাস অনেক বৃদ্ধি পাইবে ॥ ৬০ ॥

৬১। আল্লাহ্ নিশ্চয় দুর্বৃত্ত এবং কাফিরদিগকে নরকে একত্র করিবেন? নিশ্চয়, দুর্বৃত্তেরা আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করে এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতারিত করেন। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা মুসলমান পরিত্যাগ করিয়া কাফিরের সহিত মিত্রতা করিও না॥ মং ১। সি০৫। সূ০ ৪। আ০ ১৪০। ১৪২। ১৪৪ ॥

(সমীক্ষক)—মুসলমানেরা স্বর্গে এবং অপর সকলে নরকে যাইবে, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? বাহবা! যিনি দুর্ব্বৃত্তদের দ্বারা প্রতারিত হন এবং নিজেও অন্যকে প্রতারিত করেন, এমন খুদা আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকুন। তিনি প্রতারকদের সহিত মিলিত হউন এবং প্রতারকেরা তাঁহার সহিত মিলিত হউক। কারণ—

যাদৃশী শীতলা দেবী তাদৃশঃ খরবাহনঃ ॥

যে যেমন, তাহার সহিত তাদৃশ লোকের মিলন হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যে খুদা প্রতারক তাঁহার উপাসকগণও প্রতারক হইবে না কেন? মুসলমান দুষ্টপ্রকৃতি হইলেও তাহার সহিত মিত্রতা করা এবং মুসলমান ছাড়া

ভিন্নমতাবলম্বী সৎপ্রকৃতি হইলেও তাহার সহিত শত্রুতা করা কি কাহারও পক্ষে উচিত হইতে পারে? ৬১ ॥

৬২। হে মনুষ্যগণ! নিশ্চয়, পয়গম্বর পরমেশ্বরের নিকট হইতে সত্য লইয়া তোমাদের নিকট আসিয়াছেন। অতএব তোমরা তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। আল্লাহ্ একমাত্র উপাস্য। মং ১। সি০৬। সূ০৪। আ০ ১৭০। ১৭১ ॥

(সমীক্ষক)—পয়গম্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপনের কথা লিখিত থাকায়, বিশ্বাস সম্বন্ধে পয়গম্বর কি খোদার "শরীক" অর্থাৎ সহযোগী হইলেন না? যদি পয়গম্বর আল্লাহের নিকট যাতায়াত করেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ ব্যাপক নহেন, কিন্তু একদেশী। ব্যাপক না হইলে তিনি ঈশ্বরই হইতে পারেন না। কুরাণে ঈশ্বরকে স্থলবিশেষে সর্ব্বদেশী এবং স্থলবিশেষে একদেশী লেখা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কুরাণ এক জনের রচিত নহে; কিন্তু ইহার রচয়িতা বহু ব্যক্তি ॥ ৬২ ॥

৬৩। মৃত জীব, রুধির, শূকরমাংস, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে প্রদত্ত কোন বস্তু, গলবন্ধনে, যষ্ঠি কিংবা শৃঙ্গের আঘাতে নিহত, উপর হইতে পতিত কিংবা হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত জীব তোমাদের পক্ষে হারাম (নিষিদ্ধ) করা হইয়াছে। মং ১। সি০ ৬। সূ০ ৫। আ০ ৩ ॥

(সমীক্ষক)—কেবল এ সকল বস্তুই কি নিষিদ্ধ? আরও বহু প্রকার পশু, তির্য্যক জীব এবং কীট প্রভৃতি কি মুসলমানের পক্ষে হালাল (বৈধ)? অতএব ইহা মনুষ্যের কল্পনা, ঈশ্বরের নির্দ্দেশ নহে এবং ইহা প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না ॥ ৬৩ ॥

৬৪। আল্লাহ্‌কে যথেষ্ট ঋণদান কর। তোমাদের মধ্যে যাহা দোষজনক, আমি তাহা দূর করিব এবং তোমাদিগকে বহিস্তে প্রেরণ করিব। মং ২। সি০ ৬। সূ০ ৫। আ০ ১২ ॥

(সমীক্ষক)—বোধ হয়, মুসলমানদের খুদার গৃহে বিশেষ ধন-সম্পত্তি নাই; নতুবা তিনি ঋণ গ্রহণ করিবেন কেন? "তোমাদিগকে কুকর্ম্ম হইতে মুক্ত করিয়া স্বর্গে প্রেরণ করিব" এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছেন কেন? এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, মহম্মদ সাহেব খুদার নামে স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছেন ॥ ৬৪ ॥

৬৫। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে ক্ষমা করেন; যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে

যন্ত্রণা দেন। যাহা আমি কাহাকেও দেই নাই, তাহা আমি তোমাদিগকে দিয়াছি। মং ২। সিং ৬। সূং ৫। আং ১৬।১৮॥

(সমীক্ষক)—মুসলমানদের খুদা শয়তানের ন্যায় যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পাপী করেন; সুতরাং তিনিও পুণ্যফলে স্বর্গে এবং পাপের ফলে নরকে গমন করেন; কেননা তিনি পাপ বা পুণ্য কার্য্য করেন। যেহেতু জীব পরাধীন, অতএব যেমন সৈনিক সেনাপতির অধীনে থাকিয়া কাহাকেও রক্ষা, কাহাকেও বিনাশ করে, কিন্তু তাহার সদসৎ কার্য্যের জন্য তাহার পরিবর্ত্তে সেনাপতি দায়ী হয়, সেইরূপ জীবও স্বকর্ম্মের জন্য দায়ী নহে; কিন্তু পরমেশ্বরই দায়ী॥ ৬৫॥

৬৬। আল্লাহের আদেশ পালন কর এবং রসূলের আদেশ পালন কর। মং ২। সিং ৭। সূং ৫। আং ৯২॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! এতদ্দ্বারা খুদার যে "শরীক" আছে, তাহা প্রকাশ পাইতেছে। অতএব খুদাকে "লাশরীক" মনে করা বৃথা॥ ৬৬॥

৬৭। পূর্ব্বে যাহা করা হইয়াছে, আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়াছেন। যদি কেহ পুনরায় কুকর্ম্ম করে, তবে আল্লাহ্ তাহার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবেন। মং ২। সিং ৭। সূং। ৫ আং ৯৫॥

(সমীক্ষক)—কৃত পাপ ক্ষমা করার অর্থ, পাপ করিতে আদেশ দিয়া পাপবৃদ্ধি করা। যে পুস্তকে পাপক্ষমার কথা আছে, তাহা ঈশ্বর কিংবা বিদ্বানের রচিত নহে; কিন্তু তদ্দ্বারা পাপের বৃদ্ধি হয়। অবশ্য, ভবিষ্যতে পাপমুক্ত থাকিবার জন্য কাহারও নিকট প্রার্থনা করা এবং পূর্বকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা ও অনুতাপ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু পাপাচরণ পরিত্যাগ না করিয়া কেবল অনুতাপ করিলে কোন ফল হইতে পারে না॥ ৬৭॥

৬৮। যাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় নাই, সে যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে এই মিথ্যা বলে, "আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে, আল্লাহের ন্যায় আমিও প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করাইব" তাহা হইলে তাহার চেয়ে অধিক পাপী কে আছে? মং ২। সিং ৭। সূং ৬। আং ৯৩॥

(সমীক্ষক)—এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, যখন মহম্মদ সাহেব বলিতেছেন, "ঈশ্বরের প্রেরণায় আমার নিকট কুরাণের পদাবলী আসিতেছে, তখন অপর কেহও মহম্মদ সাহেবের ন্যায় লীলা রচনা করিয়া বলিয়া থাকিবে, "আমার নিকটেও কুরাণের পদাবলী অবতরণ করিতেছে, আমাকেও পয়গম্বর বলিয়া মান্য

কর"। সম্ভবতঃ মহম্মদ সাহেব তাহা নিরস্ত করিয়া নিজ মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকিবেন ॥ ৬৮ ॥

৬৯। নিশ্চয়, আমি তোমাকে উৎপন্ন এবং তোমার আকৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছি। আমিই ফেরিস্তাদিগকে বলিয়াছিলাম, "আদমকে দণ্ডবৎ প্রণাম কর"। তাহারা দণ্ডবৎ প্রণাম করিল, কিন্তু শয়তান দণ্ডবৎ প্রণাম করিল না। আল্লাহ্ বলিলেন, "আমি তোমাকে আজ্ঞা দিলাম ; কে তোমাকে বারণ করিল যে তুমি প্রণাম করিলে না ?" শয়তান বলিল, "আমি তাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ; তুমি আমাকে অগ্নি হইতে, কিন্তু তাহাকে মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন করিয়াছ"। আল্লাহ্ বলিলেন, "তুমি ঐ স্থান হইতে নামিয়া যাও ; তুমি ঐ স্থানে থাকিয়া অহঙ্কার করিবার উপযুক্ত নহ"। শয়তান বলিল, "যে দিন জীবগণ কবর হইতে উত্থিত হইবে, সে দিন পর্য্যন্ত আমার সম্বন্ধে শৈথিল্য করা হউক"। আল্লাহ বলিলেন, "নিশ্চয়, তোমার সম্বন্ধে শৈথিল্য করা হইবে"। শয়তান বলিল, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যেহেতু তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছ, অতএব তাহাদের জন্য তোমার সন্মার্গের উপর অবস্থান করিব ; কিন্তু, প্রায়ই তাহাদিগকে কৃতজ্ঞ দেখিবে না"। আল্লাহ্ বলিলেন, "দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া এ স্থান হইতে বাহির হইয়া যাও ; তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমার পক্ষে যাইবে, আমি তাহাদিগকে তোমার সহিত নরকে নিক্ষেপ করিব"। মং ২। সি০ ৮। সূ০ ৭। আ০ ১১—১৮ ॥

(সমীক্ষক)—এখন মনোনিবেশপূর্ব্বক খুদা ও শয়তানের কলহ শ্রবণ করুন। চাপরাসীর ন্যায় খুদার এক ফেরিস্তা ছিলেন। তিনিও খুদার নিকট হার মানিলেন না এবং খুদা তাঁহার আত্মাকেও পবিত্র করিতে পারিলেন না। পরে যে পাপী হইয়া বিদ্রোহ করিবে তিনি সেই বিদ্রোহীকে ছাড়িয়া দিলেন। পরে অপরকে পাপপথে পরিচালিত করাই তাহার কার্য্য হইল। ইহাতে খুদা অত্যন্ত ভুল করিলেন। যেহেতু শয়তান সকলকে কুপথে লইয়া যায় এবং খুদা শয়তানকেও পথভ্রষ্ট করেন, অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, খুদা শয়তানের শয়তান। শয়তান খুদাকে প্রত্যক্ষ বলিতেছে, "তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছ"। অতএব খুদার মধ্যে পবিত্রতাও দৃষ্ট হইতেছে না ; প্রত্যুত দেখা যাইতেছে যে, তিনিই সমস্ত কুকর্ম্মের নেতা ও মূলকারণ। এমন খুদা মুসলমানদেরই হওয়া সম্ভব, কিন্তু শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্দিগের নহে। পুনশ্চ মুসলমানদের খুদা মনুষ্যের ন্যায় ফেরিস্তাদিগের

সহিত কথোপকথন করেন; সুতরাং তিনি দেহধারী, অল্পজ্ঞ এবং অন্যায়কারী। এই নিমিত্ত জ্ঞানিগণ মুসলমান মত অনুমোদন করিতে পারেন না ॥ ৬৯ ॥

৭০। নিশ্চয়, আল্লাহ্ তোমাদের প্রভু। তিনি আকাশ এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে উৎপন্ন করিয়া উর্দ্ধলোকে সিংহাসনে আসীন হইলেন। দীনতার সহিত তোমার প্রভুকে ডাক। মং ২। সি০ ৮। সূ০ ৭। আ০ ৫৪। ৫৫ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, যে ঈশ্বর ছয় দিনে জগৎ সৃষ্টি করেন এবং "অর্শ" অর্থাৎ উর্দ্ধলোকে জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে বিশ্রাম করেন, তিনি কখনও সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বব্যাপক হইতে পারেন? সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বশক্তিমান্ না হইলে তিনি খুদাও হইতে পারেন না। মুসলমানদের খুদা কি বধির যে, চীৎকার করিয়া ডাকিলেই শুনিতে পান? সুতরাং এ সকল ঈশ্বরের বাক্য নহে, এবং কুরাণও ঈশ্বরকৃত নহে। খুদা ছয় দিনে জগৎ রচনা করিয়া সপ্তম দিনে সিংহাসনে বিশ্রাম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন! তিনি কি অদ্যাবধি ঘুমাইতেছেন, না জাগিয়া আছেন? জাগিয়া থাকিলে কোন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, অথবা নিষ্কর্ম্মা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন? ৭০ ॥

৭১। পৃথিবীতে কাহারও সহিত কলহবিবাদ করিও না। মং ২। সি০ ৮। সূ০ ৭। আ০ ৭৪ ॥

(সমীক্ষক)—ইহা ত উত্তম কথা! কিন্তু অন্যত্র "জিহাদ" (ধর্ম্মযুদ্ধ) ও কাফির-হত্যার কথাও লিখিত আছে। এখন বলুন! এ সকল পরস্পর বিরোধী কি না? অতএব জানা যাইতেছে যে, মহম্মদ দুর্ব্বল অবস্থায় প্রথমোক্ত এবং শক্তিশালী অবস্থায় শেষোক্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এস্থলে দুই প্রকার শিক্ষা পরস্পর-বিরোধী, অতএব উভয়ই মিথ্যা ॥ ৭১ ॥

৭২। অতঃপর তিনি একবার তাঁহার যষ্ঠি নিক্ষেপ করিলেন এবং উহা প্রত্যক্ষ অজগর হইল। মং ২। সি০ ৯। সূ০ ৭। আ০ ১০৭ ॥

(সমীক্ষক)—এই লিখিত বৃত্তান্ত হইতে জানা যাইতেছে যে, খুদা এবং মহম্মদ সাহেবও এ সকল মিথ্যা কথা বিশ্বাস করিতেন। তাহা হইলে তাঁহারা উভয়েই বিদ্বান্ ছিলেন না। চক্ষুদ্বারা দর্শন ও কর্ণদ্বারা শ্রবণের নিয়ম কেহই পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। সুতরাং এ সকল ইন্দ্রজাল মাত্র ॥ ৭২ ॥

৭৩। অতঃপর আমি তাহাদের বিরুদ্ধে বন্যা, পঙ্গপাল, মৎকুন, ভেক এবং

রুধির প্রেরণ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইলাম। তাহাদিগকে নদীতে ডুবাইয়া দিলাম এবং ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে নদী পার করিয়া দিলাম নিশ্চয়, তাহারা যে মতে আছে, তাহা ও তাহাদের কার্য্য মিথ্যা। মং ২ সিং ৯। সূং ৭। আং ১৩৩। ১৩৬। ১৩৮। ১৩৯॥

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! যেমন কোন প্রতারক এই বলিয়া কাহাকেও ভয় দেখায়, "তোমাকে বধ করিবার জন্য সর্প প্রেরণ করিব", ইহাও সেইরূপ। ভাল, যে খুদা এমন পক্ষপাতী যে, একটি জাতিকে নদীতে নিমগ্ন এবং অপর একটি জাতিকে নদী হইতে উত্তীর্ণ করেন, তিনি অধার্ম্মিক নহেন কেন? যে মত সহস্র সহস্র কোটি কোটি লোকের ধর্ম্মবিশ্বাসকে মিথ্যা এবং নিজেকেই সত্য বলিয়া ঘোষণা করে, সে মতের ন্যায় মিথ্যা অপর কোন মত হইতে পারে না? কোন মতবিশ্বাসীদিগের মধ্যে সকলেই ভাল, কিংবা সকলেই মন্দ হইতে পারে না। এইরূপ একতরফা ডিক্রী দেওয়া নিতান্ত মূর্খোচিত কার্য্য। তাঁহাদের প্রাচীন বাইবেলের মত কি মিথ্যা ছিল? কিংবা অপর কোন মতকে কি মিথ্যা বলা হইয়াছে? যদি অপর কোন মতকে মিথ্যা বলা হইয়া থাকে, তবে সে মত কোন্‌টি? কুরাণে কি নামে তাহার উল্লেখ আছে? ৭৩॥

৭৪। অতএব তুমি আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবে। তাহার প্রভু পর্ব্বতের উপর আলোকবিস্তার এবং পর্ব্বত চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেন। তখন মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পতিত হইলেন। মং। সিং ৯। সূং ৭। আং ১৪৬॥

(সমীক্ষক)—যিনি দৃষ্ট হন, তিনি ব্যাপক হইতে পারেন না। যদি খুদা পূর্ব্বে এমন অলৌকিক কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বর্ত্তমানেও সেরূপ অলৌকিক কার্য্য দেখান না কেন? ইহা সর্ব্বতোভাবে বিরুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাসের অযোগ্য॥ ৭৪॥

৭৫। সকালে এবং বৈকালে ভয় ও দীনতার সহিত উচ্চৈঃস্বরে শব্দোচ্চারণ না করিয়া নিজ প্রভুকে স্মরণ কর। মং ২। সিং ৯। সূং ৭। আং ২০৫॥

(সমীক্ষক)—কুরাণে কোন কোন স্থলে উচ্চৈঃস্বরে নিজ প্রভুকে ডাকার, আবার কোন স্থলে মৃদু স্বরে শব্দোচ্চারণ করিয়া স্মরণ করার কথা লিখিত আছে। এখন বলুন, দুই প্রকার কথার মধ্যে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা? পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য উন্মাদের প্রলাপসদৃশ। অবশ্য, ভুলে কোন বিরুদ্ধ কথা বলিবার পর স্বীকার করিলে দোষ থাকে না॥ ৭৫॥

৭৬। তাহারা তোমাকে লুণ্ঠিত দ্রব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বলিও যে,

তাহা আল্লাহ ও রসূলের জন্য এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করিও। মং ২। সি০ ৯। সূ০ ৮। আ০ ১॥

(সমীক্ষক)—নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহারা লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি করে ও করায়, তাহারা খুদা, পয়গম্বর এবং বিশ্বাসী বলিয়া গণ্য হইবে। আবার আল্লাহ্‌কে ভয় করার সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতি প্রভৃতি কুকর্ম্মও করা হইবে, অথচ বলিতে লজ্জাও হইবে না, "আমাদের মত উত্তম"! অতএব হঠকারিতা পরিত্যাগ করিয়া সত্য বেদমত গ্রহণ না করা অপেক্ষা নিন্দনীয় আর কি হইতে পারে? ৭৬॥

৭৭। কাফিরদের মূলোচ্ছেদ করিবে। নিশ্চয়, আমি তোমাকে এক সহস্র ফেরিস্তা অনুচরদ্বারা সাহায্য এবং কাফিরদের চিত্তে ভীতি সঞ্চার করিব। তাহাদের গলদেশ এবং প্রত্যেক সন্ধি ছিন্ন কর। মং ২। সি০ ৯। সূ০ ৮। আ০ ৭। ৯। ১২॥

(সমীক্ষক)—খুদা ও পয়গম্বর কেমন নির্দ্দয় দেখুন! তাঁহারা মুসলমান-মতে অবিশ্বাসীদিগের মূলোচ্ছেদ ঘটাইবেন! খুদা কাফিরদের মূলচ্ছেদ এবং গলচ্ছেদ, হস্তপদের সন্ধিচ্ছেদ করিতে আজ্ঞা দিবেন এবং সাহায্য করিবেন! এমন খুদা কি লঙ্কেশ্বর রাবণ অপেক্ষা কোন অংশে হীন? অবশ্য এসকল প্রপঞ্চ খুদার নহে, কুরাণ রচয়িতার; খুদার হইলে এমন খুদা আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকুন এবং আমরাও তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকি॥ ৭৭॥

৭৮। আল্লাহ্ মুসলমানদের সঙ্গে আছেন। হে বিশ্বাসী মনুষ্যগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের আহ্বান মানিয়া চল। আল্লাহ্ ও রসূলের ধন-সম্পত্তি এবং নিজের নিকট গচ্ছিত ধন-সম্পত্তি হরণ করিও না। আল্লাহ্ কপটতাপূর্ণ ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন; তাদৃশ ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ্‌ই শ্রেষ্ঠ। মং ২। সি০ ৯। সূ০ ৮। আ০ ১৯। ২৪। ২৭। ৩০॥

(সমীক্ষক)—সমস্ত সৃষ্টির ঈশ্বর হইয়াও আল্লাহ্ কি মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতী? তাহা হইলে তিনি অধার্ম্মিক। তিনি কি বধির যে, উচ্চৈঃস্বরে না ডাকিলে শুনিতে পান না? খুদার সহিত রসূলকে অংশীদার করাও কি নিতান্ত অন্যায় নহে? আল্লাহের কোন পরিপূর্ণ ধনভাণ্ডার আছে যে, তাহা হইতে ধন চুরি করা হইবে? রসূলের ধন-সম্পত্তি এবং নিজের নিকট গচ্ছিত ধন-সম্পত্তি ব্যতীত অন্য ধন-সম্পত্তি কি চুরি করিতে হইবে? বিদ্যাহীন এবং অধার্ম্মিক লোকেরা এইরূপ উপদেশ দিতে পারে। ভাল, যে খুদা স্বয়ং প্রতারক

এবং প্রতারকদের সহযোগী, তাঁহাকে ভণ্ড ও অধার্ম্মিক বলা হইবে না কেন? অতএব কুরাণ খুদার রচিত নহে, কিন্তু কোন ভণ্ড ও প্রতারকের রচিত ॥ ৭৮ ॥

৭৯। যে পর্য্যন্ত কাফিরগণ বলহীন থাকে এবং আল্লাহের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাক। নিশ্চয় জানিও, তোমাদের লুণ্ঠিত ধন-সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ এবং রসূলের। মং ২। সি০ ৯। সূ০ ৮। আ০ ৩৯। ৪১ ॥

(সমীক্ষক)—মুসলমানদের খুদা ভিন্ন অন্য কে এমন অন্যায় যুদ্ধ করিয়া ও করাইয়া শান্তিভঙ্গ করিবে? এখন দেখুন! কেমন এই 'মজহব"! আল্লাহ্ ও রসূলের জন্য সমস্ত জগৎকে লুণ্ঠন করিতে ও করাইতে হইবে। ইহা কি লুণ্ঠনকারীর কার্য্য নহে? লুণ্ঠিত ধন-সম্পত্তির অংশীদার হইলে খুদাকেও দস্যুবৃত্তি অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। এমন লুণ্ঠনকারীর প্রতি পক্ষপাত করিলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বও খর্ব্ব হয়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, জগতে অশান্তি উপদ্রব বিস্তার করিয়া মনুষ্যদিগকে দুঃখে নিপতিত করিবার জন্য এমন পুস্তক, এমন খুদা এবং এমন পয়গম্বরের আগমন কোথা হইতে হইল? এমন মত প্রচলিত না হইলে জগদ্বাসী আনন্দে থাকিত ॥ ৭৯ ॥

৮০। যদি তোমরা কখনও দেখিতে, তবে জানিতে কিরূপে ফেরিস্তাগণ কাফিরদের শরীর হইতে আত্মা বহির্গত করে; কিরূপে তাহাদের মুখে ও পৃষ্ঠে প্রহার করে এবং কিরূপে কাফিরগণ নরকাগ্নির দহন- জ্বালা সহ্য করে! তাহাদের পাপের জন্য আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি। আমি ফেরোয়ার স্বজাতীয়দিগকে ডুবাইয়াছি। তোমরা তাহাদের জন্য যাহা করিতে পার, তজ্জন্য প্রস্তুত হও। মং ২। সি০ ৯। সূ০ ৮। আ০ ৫০।৫৪।৬০ ॥

(সমীক্ষক)—বর্ত্তমান যুগে যখন রুশিয়া রুমের এবং ইংলণ্ড মিশরের দুর্দ্দশা উপস্থিত করিল, তখন ফেরিস্তারা কোথায় নিদ্রিত ছিলেন? যদি ইহা সত্য হয় যে, পূর্ব্বে খুদা তাঁহার সেবকদের শত্রুকে বধ করিতেন এবং ডুবাইয়া দিতেন; তবে আজ-কালও সেরূপ করুন! কিন্তু আজ কাল আর তাহা হয় না। সুতরাং এ সকল বিশ্বাসযোগ্য নহে। দেখুন! ইহা কিরূপ অবশ্য আদেশ যে, বিশ্বাসিগণ অবিশ্বাসীদের উপর যথাসাধ্য অত্যাচার করিবে? কোন বিদ্বান, ধার্ম্মিক এবং দয়ালু ব্যক্তি এমন আদেশ দিতে পারেন না; তথাপি লিখিত হইয়াছে যে, খুদা দয়ালু এবং ন্যায়কারী! এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে

যে ন্যায় এবং দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ মুসলমানদের খুদা হইতে বহুদূরে অবস্থান করে ॥ ৮০ ॥

৮১। হে নবী! আল্লাহের সাহায্য এবং মুসলমানদের মধ্যে যাহারা তোমার দিকে তাহাদের সাহায্য, তোমার দিকে যথেষ্ট। হে নবী! মুসলমান-দিগকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত কর। অটল অধ্যবসায়সম্পন্ন তোমাদের বিশ জন তাহাদের দুই শত জনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। অতএব লুণ্ঠিত দ্রব্য ভোগ কর; তাহা হালাল (বৈধ) এবং পবিত্র। আল্লাহ্‌কে ভয় কর; তিনি ক্ষমাকারী এবং দয়ালু। মং ২। সি° ১০। সূ° ৪। আ° ৬৪.৬৫।৬৯ ॥

(সমীক্ষক)—ইহা কিরূপ ন্যায়, বিদ্যা ও ধর্ম্ম যে, নিজ পক্ষভুক্ত কেহ অন্যায় করিলেও তাহাকে সমর্থন এবং লাভবান করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে? যিনি প্রজাদের শান্তিভঙ্গ করিয়া যুদ্ধ করেন ও করান এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যকেও বৈধ বলেন, তাঁহাকেই ক্ষমাকারী ও দয়ালু বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের কথা দূরে থাকুক, কোন সৎলোকের পক্ষেও ইহা সত্য হইতে পারে না। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কুরাণ ঈশ্বরের বাণী নহে ॥ ৮১ ॥

৮২। তন্মধ্যে তাহারা চিরকাল থাকিবে। আল্লাহের নিকট পুণ্যের মহান্ পুরস্কার আছে। হে ধর্ম্মবিশ্বাসিগণ! তোমাদের পিতৃ ও ভ্রাতৃগণ কাফিরদের সহিত মিত্রতা করিলে তাহাদিগকে মিত্র মনে করিও না। আল্লাহ্‌ তাঁহার রসূল এবং মুসলমানদের প্রতি সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়াছেন। পরমেশ্বর যে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তোমরা তাহা দেখ নাই। তিনি অবিশ্বাসীদিগকে যন্ত্রণা দিয়াছেন। ইহাই কাফিরদের প্রতি দণ্ড। আল্লাহ্‌ যাহাদের প্রতি ইচ্ছা, তাঁহাদের প্রতি বারংবার তদ্রূপ করিবেন। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। মং ২। সি° ১০। সূ° ৯। আ° ২২।২৩।২৬.২৭.২৯ ॥

(সমীক্ষক)—আল্লাহ্‌ স্বর্গবাসীদিগের নিকটে অবস্থান করিলে সর্ব্বব্যাপক কিরূপে হইতে পারেন? সর্ব্বব্যাপক না হইলে তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা বিচারপতি হইতে পারেন না। কাহাকেও তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং বন্ধু হইতে বিচ্ছিন্ন করা অন্যায়। অবশ্য, তাঁহাদের অন্যায় উপদেশ গ্রহণ করা উচিত নহে, কিন্তু সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করা উচিত। যদি ইহা সত্য হয় যে, খুদা পূর্ব্বে মুসলমানদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন এবং তাঁহাদের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিতেন। তাহা হইলে এখন তাহা করেন না কেন? যদি ইহাও সত্য হয় যে, খুদা পূর্ব্বে কাফিরদিগকে দণ্ড দিতেন এবং

বারংবার আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে এখন তিনি কোথায় গেলেন? খুদা কি যুদ্ধব্যতীত ধর্ম্মসংস্থাপন করিতে পারেন না? এমন খুদাকে সর্ব্বদা জলাঞ্জলি দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। খুদা কি একজন খেলোয়াড়? ৮২ ॥

৮৩। আল্লাহ্ স্বয়ং, কিংবা আমাদের দ্বারা তোমাদিগকে দণ্ডদান করেন আমরা তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। মং ২। সিং ১০। সূ° ৯। আ° ৫২ ॥

(সমীক্ষক)—আচ্ছা, মুসলমানেরা কি ঈশ্বরের পুলিশ যে, তিনি স্বয়ং কিংবা তাহাদের দ্বারা ভিন্নমতাবলম্বীকে ধৃত করিবেন? আরও যে কোটি কোটি মনুষ্য আছে, তাহারা কি ঈশ্বরের অপ্রিয়? মুসলমানদের মধ্যে যাহারা পাপী তাহারাও কি ঈশ্বরের প্রিয়? এরূপ হইলে ইহা ত অন্ধকারাবৃত নগরীতে স্বেচ্ছাচারী নির্ব্বোধ রাজার ব্যবস্থা। আশ্চর্য্যের বিষয়, বুদ্ধিমান্ মুসলমানেরাও এই ভিত্তিহীন যুক্তিবিরুদ্ধ মত বিশ্বাস করেন ॥ ৮৩ ॥

৮৪। আল্লাহ্ বিশ্বাসী নরনারীদিগকে স্বর্গভোগের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সেই স্বর্গের নিম্নভাগে নদী প্রবাহিত হইতেছে। তাহারা সর্ব্বদা সে স্থানে অবস্থান করিবে। আদনের স্বর্গস্থ পবিত্র উদ্যানের মধ্যে তাহাদের বাসস্থান থাকিবে। কিন্তু আল্লাহের প্রসন্নতা লাভ করাই তাহাদের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সফলতা। মনুষ্যেরা খুদাকে উপহাস করিয়া থাকে; খুদা তাহাদিগকে বিদ্রূপ করে। ম°২। সিং ১০। সূ° ৯। আ° ৭২। ৭৯॥

(সমীক্ষক)—ইহা কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্য খুদার নামে নরনারীদিগকে প্রলোভিত করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইরূপ প্রলোভন না দেখাইলে কেহই মহম্মদ সাহেবের জালে আবদ্ধ হইত না। অন্যান্য মতবাদীরা এইরূপ করিয়া থাকে। মনুষ্যেরা পরস্পরকে উপহাস করিয়া থাকে; কিন্তু ঈশ্বরকে উপহাস করা কাহারও উচিত নহে। এই কুরাণ যেন একটি বড় খেলার বস্তু ॥ ৮৪ ॥

৮৫। কিন্তু রসূল এবং তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসিগণ তাঁহাদের ধনপ্রাণ লইয়া জিহাদ করেন; তাঁহাদেরই কল্যাণ হইবে। * * * * তাহারা জানে না যে, আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয় শীলমোহর দ্বারা অবরুদ্ধ করিয়াছেন। মং ২। সিং ১০। সূ° ৯। আ° ৮৮। ৯৩॥

(সমীক্ষক)—কেমন স্বার্থপরতা দেখুন! যাহারা মহম্মদ সাহেবকে বিশ্বাস করে, তাহারাই ভাল; যাহারা তাঁহাকে বিশ্বাস করে না, তাহারাই

মন্দ! ইহা কি পক্ষপাত এবং মূঢ়তা নহে? খুদা তাহাদের শীলমোহর লাগাইয়া দিয়া থাকিলে তাহারা পাপকার্য্যের জন্য অপরাধী হইবে না, কিন্তু খুদাই অপরাধী হইবেন; কারণ, তিনি সেই হতভাগ্যদের হৃদয় শীলমোহরদ্বারা অবরুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সৎকর্ম্মে বাধা দিয়াছেন। ইহা কি ভয়ঙ্কর অন্যায়! ৮৫ ॥

৮৬। তাহাদের প্রদত্ত ধন সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া, তাহাদের অন্তর ও বাহির পবিত্র কর। নিশ্চয়, আল্লাহ্ বহিস্তের বিনিময়ে মুসলমানদের জীবন ও ধন সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। তাহারা ঈশ্বরের মার্গে স্থিত হইয়া যুদ্ধে অপরকে নিহত করিবে এবং নিজেরাও নিহত হইবে। মং ২। সিং ১১। সূ০ ৯। আ০ ১০৩। ১১১ ॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! মহম্মদ সাহেব গোকুলিয়া গোঁসাইদের ন্যায় কার্য্য করিলেন! কারণ, ধন সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া পবিত্র করা গোঁসাইদেরই কার্য্য। বাহবা! খুদা ত চমৎকার ব্যবসায় খুলিয়াছেন! তিনি মুসলমানদের হস্তে দরিদ্রদিগের প্রাণহরণ লাভজনক মনে করিয়াছেন। তিনি অসহায়দিগকে হত্যা করিয়া নির্দ্দয়দিগকে স্বর্গসুখ দান করিলেন! তাহাতে মুসলমানদের খুদা নির্দ্দয়, অন্যায়কারী এবং বুদ্ধিমান ধার্ম্মিকদিগের ঘৃণার পাত্র হইলেন ॥ ৮৬ ॥

৮৭। হে বিশ্বাসী মুসলমানগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিবেশী কাফিরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; তাহারা যেন দেখিতে পায় যে, তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা আছে! তাহারা যে প্রতি বৎসর দুই একবার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, তাহা কি তাহারা দেখিতে পায় না। তথাপি তাহারা "তোবা" (অনুতাপ) এবং শিক্ষাগ্রহণ করে না। ম০ ২। সি০ ১১। ০৯। আ০ ১২৩। ১২৬ ॥

(সমীক্ষক)—বিশ্বাসঘাতকতা দেখুন! খুদা মুসলমানদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে, প্রতিবেশী হউক, কিংবা কাহারও ভৃত্য হউক, যখনই সুযোগ পাইবে, তখনই তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে এবং তাহাকে আঘাত করিবে। কুরাণের এই লেখার জন্য মুসলমানদের দ্বারা এইরূপ কার্য্য অনেক হইয়া গিয়াছে। যদি এখন তাঁহারা কুরাণের এ সকল উপদেশ দূষণীয় বুঝিয়া পরিত্যাগ করেন, তবে বড় ভাল হয় ॥ ৮৭ ॥

৮৮। নিশ্চয়, আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্ত্তা। তিনি ছয় দিনে আকাশ

এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া সিংহাসনে বসিয়া সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। মং ৩। সি০ ১১। সূ০ ১০। আ০ ৩॥

(সমীক্ষক)—আসমান ও আকাশ একই পদার্থ। উহা সৃষ্ট নহে, কিন্তু অনাদি। কিন্তু কুরাণে লিখিত আছে যে, আকাশ সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাতে জানা যাইতেছে যে, কুরাণ রচয়িতা পদার্থবিদ্যা জানিতেন না। পরমেশ্বরের কি সৃষ্টি করিতে ছয় দিন লাগে? কিন্তু, "আমার আজ্ঞায় হউক এবং হইয়া গেল," কুরাণের এই লেখা অনুসারে, ছয় দিন কখনও লাগে না। সুতরাং ছয় দিনের উল্লেখ মিথ্যা। খুদা ব্যাপক হইলে আকাশে অবস্থান করিবেন কেন? খুদা কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন, অতএব তোমাদের খুদা মনুষ্য সদৃশ। কিন্তু যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি কি স্থানবিশেষে অবস্থান করিয়া কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন? এতদ্দারা জানা যাইতেছে যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে অজ্ঞ, বন্য মনুষ্যেরাই এই পুস্তক রচনা করিয়াছে॥ ৮৮॥

৮৯। মুসলমানদের জন্যই দয়া এবং উপদেশ। মং ৩। সি০ ১১। সূ০ ১১। আ০ ৫৭॥

(সমীক্ষক)—খুদা কি কেবল মুসলমানদেরই? তিনি কি অন্য কাহারও নহেন? তিনি কি পক্ষপাতী যে, কেবল মুসলমানদেরই প্রতি দয়া করেন, অন্য কাহারও প্রতি দয়া করেন না? যদি বিশ্বাসী বলিতে মুসলমান বুঝায়, তবে তাহার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন নাই। খুদা যদি মুসলমান ভিন্ন অপর কাহাকেও উপদেশ না দেন, তবে তাঁহার জ্ঞানই বৃথা॥ ৮৯॥

৯০। তোমাদের মধ্যে কে কর্ম্মদক্ষ আল্লাহ্ সে বিষয়ে পরীক্ষা করিতে পারেন। যদি জিজ্ঞাসা কর, মৃত্যুর পর তোমরা নিশ্চয় উত্থাপিত হইবে.........। মং ৩। সি০ ১১। সূ০ ১১। আ০ ৭॥

(সমীক্ষক)—খুদা কর্ম্মের পরীক্ষা করেন; সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন। যদি মৃত্যুর পর উত্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে দায়রাসুপর্দ্দ রাখা হয় এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত না হওয়ার নিয়ম ভঙ্গ করা হয়। তাহাতে খুদার ঈশ্বরত্ব খর্ব্ব হয়॥ ৯০॥

৯১। বলা হইল, "হে পৃথিবী! তোমার জল উদরস্থ কর, হে আকাশ! জলবর্ষণ স্থগিত কর; তখন জল শুষ্ক হইয়া গেল। হে স্বজাতীয়গণ! এই উষ্ট্রীই তোমাদের জন্য ঈশ্বরের নিশান। অতএব উহাকে ঈশ্বরের পৃথিবীতে ছাড়িয়া দাও, সে ভোজন করিতে করিতে বিচরণ করুক। মং ৩। সি০ ১১। সূ০ ১১। আ০ ৪৪। ৬৪॥

(সমীক্ষক)—কেমন বালকোচিত কথা! পৃথিবী এবং আকাশ কি কথা শুনিতে পায়? বাহবা! খুদার উষ্ট্রীও আছে! তাহা হইলে উষ্ট্রও আছে, আর হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ প্রভৃতিও আছে। খুদার উষ্ট্রীদ্বারা ক্ষেত্রের শস্য খাওয়ান কি ভাল কথা? খুদা কি উষ্ট্রীর উপর আরোহণও করিয়া থাকেন? তবে তাঁহার গৃহে নবাবী জাঁকজমকও আছে॥ ৯১॥

৯২। যতদিন আকাশ এবং পৃথিবী থাকিবে, ততদিন তাহারা সর্ব্বদা তন্মধ্যে অবস্থান করিবে। যাহারা ভাগ্যবান, তাহারা যতদিন আকাশ এবং পৃথিবী থাকিবে, ততদিন বহিস্তে থাকিবে॥ মং ৩। সি০ ১২। সূ০ ১১। আ০ ১০৮। ১০৯॥

(সমীক্ষক)—যদি কয়ামতের পর কেহ স্বর্গে, কেহ বা নরকে চলিয়া যায়, তাহা হইলে আকাশ এবং পৃথিবী কাহার জন্য থাকিবে? আর যদি যতদিন আকাশ এবং পৃথিবী থাকে, ততদিন স্বর্গে অথবা নরকে থাকিতে হয়, তাহা হইলে চিরকাল স্বর্গে অথবা নরকে থাকার কথা মিথ্যা। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই এসকল কথা বলিতে পারে, ঈশ্বর কিংবা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ বলা অসম্ভব॥ ৯২॥

৯৩। তখন ইউসুফ তাঁহার পিতাকে বলিলেন, বাবা! আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। মং ৩। সি০ ১২। সূ০ ১২। আ০ ৪—১০১॥

(সমীক্ষক)—যেহেতু এই প্রকরণ পিতাপুত্র সংবাদরূপ আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ, অতএব কুরাণ ঈশ্বররচিত নহে, কিন্তু মনুষ্যলিখিত মনুষ্যের ইতিহাস॥ ৯৩॥

৯৪। যিনি স্তম্ভ ব্যতীত আকাশকে স্থাপন করিয়াছেন, তিনিই আল্লাহ্। তোমরা তাহা দেখিতেছ। তিনি সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক চন্দ্র-সূর্য্যকে আজ্ঞাবহ করিয়াছেন। তিনিই পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ এবং আকাশ হইতে জল অবতারণ করিয়াছেন; তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে জলধারা প্রবাহিত হইতেছে। তিনি ইচ্ছানুসারে কাহাকেও মুক্তহস্তে আহার্য্য দান করেন; কাহারও আহার্য্যের পরিমাণ সঙ্কুচিত করেন। মং ৩। সি০ ১৩। সূ০ ১৩। আ০ ২। ৩। ১৭। ২৬॥

(সমীক্ষক)—মুসলমানদের খুদা পদার্থবিদ্যা জানিতেন না, নতুবা গুরুত্ব-বিহীন আকাশকে স্তম্ভের উপরে স্থাপনের গল্প-গুজব লিখিতেন না। যদি খুদা উর্দ্ধলোকে স্থানবিশেষে অবস্থান করেন, তবে তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্ব-ব্যাপক হইতে পারেন না। তাঁহার মেঘসম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানা থাকিলে আকাশ হইতে জল অবতরণের কথা লিখিয়া পুনরায় পৃথিবী হইতে জল

উত্থাপনের কথা লিখিলেন না কেন? ইহাতে নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, কুরাণরচয়িতা মেঘসম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানিতেন না। উত্তম ও অধম কর্ম্ম ব্যতীত সুখ দুঃখ প্রদান করিলে তিনি সদা পক্ষপাতী নিরক্ষর ভট্টাচার্য্য ॥ ৯৪ ॥

৯৫। বল, নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাহারা তাঁহার অভিমুখী হয়, তাহাদিগকে তাঁহার দিকে যাইবার পথ প্রদর্শন করেন। মং ৩। সিং ১৩। সূং ১৩। আং ২৭॥

(সমীক্ষক)—যদি আল্লাহ্ মনুষ্যকে পথভ্রষ্ট করেন, তাহা হইলে তাঁহার ও শয়তানের মধ্যে পার্থক্য কি? মনুষ্যকে পথভ্রষ্ট করে বলিয়া শয়তান খারাপ; যদি খুদাও তাহা করেন, তবে তাঁহাকেও খারাপ শয়তান বলা হইবে না কেন? আর বিভ্রান্ত করিবার পাপে তিনিও নরকগামী হইবেন না কেন? ৯৫ ॥

৯৬। এইরূপ আমি আরবী ভাষায় কুরাণ প্রেরণ করিয়াছি। যদি তোমার নিকট এই জ্ঞান প্রকাশিত হইবার পর তুমি তাহাদের পক্ষ গ্রহণ কর……। তুমি এই সংবাদ সকলের নিকট প্রেরণ করিবে। এতদ্ব্যতীত তোমার অপর কোন কর্ত্তব্য নাই। হিসাব গ্রহণের ভার আমার উপর। মং ৩। সিং ১৩। সূং ১৩। আং ৩৭।৪০ ॥

(সমীক্ষক)—কোন দিক হইতে কুরাণ অবতীর্ণ হইয়াছে! খুদা কি উপরে থাকেন? তাহা হইলে তিনি একদেশী বলিয়া ঈশ্বরই হইতে পারেন না, কেননা তিনি সর্ব্বত্র একরস এবং ব্যাপক। বার্ত্তা বহন করা বার্ত্তাবাহকেরই কার্য্য। যিনি মনুষ্যের ন্যায় একদেশী তাহারই বার্ত্তাবাহকের প্রয়োজন। সেইরূপ হিসাব দেওয়া লওয়াও মনুষ্যের কার্য্য, ঈশ্বরের নহে, কেননা ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। সুতরাং নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, কুরাণ কোন অল্পজ্ঞ মনুষ্যের রচিত ॥ ৯৬ ॥

৯৭। তিনি চন্দ্র সূর্য্যকে সর্ব্বদা ঘূর্ণায়মান করিয়াছেন। নিশ্চয়, মনুষ্য অন্যায়কারী ও পাপাচারী। মং ৩। সিং ১৩। সূং ১৪। আং ৩৩।৩৪॥

(সমীক্ষক)—চন্দ্র সূর্য্যই কি সর্ব্বদা ভ্রমণ করে?, পৃথিবী কি ভ্রমণ করে না? পৃথিবী ভ্রমণ না করিলে কয়েক বৎসরব্যাপী রাত্রি এবং দিন হইবে। মনুষ্য স্বভাবতঃ অন্যায়কারী এবং পাপাচারী হইলে কুরাণের উপদেশ বৃথা। কারণ যাহারা স্বভাবতঃ অন্যায়কারী, তাহারা কখনও পুণ্যাত্মা হইবে না।

কিন্তু পৃথিবীতে পুণ্যাত্মা এবং পাপী সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। সুতরাং এইরূপ উক্তি ঈশ্বর রচিত পুস্তকে থাকিতে পারে না॥ ৯৭ ॥

৯৮। যখন আমি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মাণ করিব এবং তাহার মধ্যে নিজ আত্মা নিঃশ্বসিত করিব, তখন তোমরা তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিবে। শয়তান বলিল "হে আমার পালনকর্ত্তা! যেহেতু তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছ, অতএব আমি পৃথিবীতে তাহাদের জন্য পাপ সজ্জিত রাখিব এবং তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিব"। মং ৩। সিং ১৪। সূং ১৫। আং ২৯—৪৬॥

(সমীক্ষক)—যদি খুদা নিজ আত্মা আদম সাহেবের মধ্যে নিঃশ্বসিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আদম সাহেবও খুদা হইলেন। তিনি খুদা না হইলে সিজদা অর্থাৎ প্রণিপাত প্রভৃতি ভক্তি প্রদর্শন বিষয়ে খুদা তাঁহাকে নিজের সহযোগী করিলেন কেন? যেহেতু খুদাই শয়তানকে বিভ্রান্ত করেন, অতএব তিনি শয়তানের শয়তান, শয়তানের জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং গুরু নহেন কেন? তোমাদের মতে শয়তান বিভ্রান্তকারী; খুদা শয়তানকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন; শয়তানও ঈশ্বরের সাক্ষাতে বলিয়াছে "আমি বিভ্রান্ত করিব," তথাপি ঈশ্বর তাহাকে দণ্ডিত করিয়া কারাগারে বন্দী কিংবা বধ করিলেন না কেন? ৯৮॥

৯৯। নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে পয়গম্বর প্রেরণ করিয়াছি। আমার যখন ইচ্ছা তখন বলি, "তাহা হউক" এবং তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া যায়। মং ৩। সিং ১৪। সূং ১৬। আং ৩৬।৪০॥

(সমীক্ষক)—যদি ঈশ্বর সকল জাতির মধ্যে পয়গম্বর প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্যমাত্রই পয়গম্বরের মতানুসারে চলিতেছে; তবে কেহ কাফির হইবে কেন? তোমাদের পয়গম্বর ব্যতীত অন্য পয়গম্বরের কি সম্মান নাই? ইহা ত সর্ব্বতোভাবে পক্ষপাতের কথা। যদি সকল দেশেই পয়গম্বর প্রেরিত হইয়া থাকেন, তবে আর্য্যাবর্ত্তে কোন পয়গম্বর প্রেরিত হইয়াছেন? সুতরাং ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যখন খুদা ইচ্ছা করেন, এবং বলেন, "পৃথিবী হইয়া যাউক"; পৃথিবী জড় পদার্থ, শুনিতে পায় না, তাহা হইলে তাঁহার আদেশ কিরূপে প্রতিপালিত হয়? যদি তখন খুদা ব্যতীত অপর কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত না হয়, তবে কে শুনিল? কিই বা হইয়া গেল? এ সকল অজ্ঞানের কথা অজ্ঞানরাই বিশ্বাস করিয়া থাকে॥ ৯৯॥

১০০। তাহারা ঈশ্বরের জন্য কন্যা অর্পণ করে; কিন্তু আল্লাহ্ পবিত্র, তাহারা যাহা ইচ্ছা করে, তাহা তাঁহার মধ্যে আছে। আল্লাহের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি নিশ্চয় পয়গম্বর প্রেরণ করিয়াছি। মং ৩। সি০ ১৪। সূ০ ১৬। আ০ ৫৭।৬৩॥

(সমীক্ষক)—আল্লাহ্ কন্যাদ্বারা কি করিবেন? মনুষ্যেরই কন্যার প্রয়োজন! কন্যা অর্পণ করা হয়, কিন্তু পুত্র অর্পণ করা হয় না কেন? ইহার কারণ কি? শপথ করা ঈশ্বরের নহে, কিন্তু মিথ্যাবাদীরই কার্য্য। সচরাচর মিথ্যাবাদীকেই শপথ করিতে দেখা যায়। সত্যবাদী শপথ করিবে কেন? ১০০॥

১০১। আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয়, কর্ণ এবং চক্ষু শীলমোহর দ্বারা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। সকল জীবকে কৃতকর্ম্মের ফল সম্পূর্ণ দেওয়া হইবে। কাহারও প্রতি অন্যায় করা হইবে না। মং ৩। সি০ ১৪। সূ০ ১৬। আ০ ১০৮।১১১॥

(সমীক্ষক)—খুদা স্বয়ং শীলমোহর দ্বারা রুদ্ধ করায় এ সকল লোক বিনা অপরাধে বিনষ্ট হইল। তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করা হইল। ইহা গুরুতর অপরাধ। আবার বলা হইতেছে যে যাহার যে পরিমাণ কর্ম্ম, তাহাকে সেই পরিমাণ দেওয়া হইবে, ন্যূনাধিক দেওয়া হইবে না। আচ্ছা, তাহারা ত স্বাধীনভাবে পাপ করে নাই; কিন্তু খুদাই করাইয়াছেন, এই জন্য করিয়াছে। তাহাদের কোন অপরাধ হয় নাই; তাহাদের পরিবর্ত্তে ঈশ্বরেরই ফল পাওয়া উচিত। আবার যদি কর্ম্মফল সম্পূর্ণ দেওয়া হয়, তবে ক্ষমা করার কারণ কি? ক্ষমা করা হইলে ন্যায় থাকে না। এইরূপে উচ্ছৃঙ্খলতা ঈশ্বরের পক্ষে অসম্ভব; কেবল নির্ব্বোধ বালকের পক্ষেই তাহা সম্ভব॥ ১০১॥

১০২। আমি কাফিরদের অবরোধের জন্য নরক নির্ম্মাণ করিয়াছি এবং প্রত্যেকের গলায় তাহার কর্ম্মপুস্তক সংলগ্ন করিয়াছি। শেষ বিচারের দিন তাহার জন্য একখানি পুস্তক বাহির করিব; সে তাহা খোলা দেখিবে। নূহের পর আমি বহু জাতি ধ্বংস করিয়াছি। মং ৪। সি০ ১৫। সূ০ ১৭। আ০। ৮। ১৩। ১৭॥

(সমীক্ষক)—যাহারা কুরাণ, পয়গম্বর, কুরাণের খুদা, সপ্তম আকাশ এবং নমাজ প্রভৃতি বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে কাফির এবং নরকগামী বলা পক্ষপাত ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা কি কখনও সম্ভব যে, কুরাণ-বিশ্বাসীমাত্রেই ভাল, মতান্তরবিশ্বাসী মাত্রেই মন্দ? ইহা বলা নিতান্ত

বালকোচিত যে, প্রত্যেকের গলায় কর্ম্মপুস্তক সংলগ্ন আছে। আমরা ত কাহারও গলায় তাহা দেখিতে পাই না। কর্ম্মফল দানের জন্য ইহার প্রয়োজন হইলে মনুষ্যের হৃদয় এবং নেত্রাদিকে শীলমোহর দ্বারা অবরুদ্ধ করা এবং পাপ ক্ষমা করা ইত্যাদি বলিয়া কি খেলা করা হইয়াছে? কয়ামতের রাত্রিতে খুদা যে পুস্তক বাহির করিবেন, আজ কাল তাহা কোথায়? খুদা কি বণিকের ন্যায় খাতা লিখিতে থাকেন? এস্থলে বিচার্য্য এই যে, জীবের পূর্ব্বজন্ম না থাকিলে কর্ম্মও থাকিতে পারে না; তাহা হইলে কর্ম্ম-পুস্তক কিরূপে লেখা হইল? কর্ম্ম না থাকা সত্ত্বেও লেখা হইয়া থাকিলে জীবের প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে। সদসৎ কর্ম্ম ব্যতীত সুখ দুঃখ দান করা হইল কেন? যদি বলা হয় যে, তাহা খুদার ইচ্ছা; তাহা হইলেও খুদা অন্যায় করিয়াছেন। কারণ সদসৎ কর্ম্মব্যতীত ন্যূনাধিক সুখদুঃখরূপ ফলদান করাকে অন্যায় বলে। সেই সময়ে খুদা কি নিজেই পুস্তক পাঠ করিবেন, না তাঁহার কোন "সেরিস্তাদার" (সহকারী) পাঠ করিয়া শুনাইবেন? যে সকল জীব দীর্ঘকাল ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছে, যদি খুদা বিনা অপরাধে তাহাদিগকে বধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অন্যায়কারী। যিনি অন্যায়কারী তিনি খুদা হইতে পারেন না॥ ১০২॥

১০৩। প্রমাণ স্বরূপ, আমি সমুদকে একটি উষ্ট্রী দিয়াছি। যাহাকে পারি, তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছি। সেইদিন আমি সকলকে তাহাদের দলপতির সহিত আহ্বান করিব। তাহাদের দক্ষিণ হস্তে কর্ম্মপত্র দেওয়া হইয়াছে। মং ৪। সিং ১৫। সূং ১৭। আং ৫৯। ৬৪। ৭১।

(সমীক্ষক)—বাহবা! খুদার আশ্চর্য্য নিশানগুলির মধ্যে একটি উষ্ট্রীও তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ অথবা পরীক্ষার সাধন। যদি খুদা সকলকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য শয়তানকে আদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে খুদাই শয়তানের সর্দ্দার এবং তিনিই সকলকে পাপে প্রবৃত্ত করেন, এমন খুদাকে খুদা বলা নিতান্ত অল্পবুদ্ধির কার্য্য। যদি খুদা কেবল কয়ামত অর্থাৎ প্রলয়কালেই পয়গম্বর এবং তাঁহার মতাবলম্বীদিগকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে প্রলয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকলকে "দায়রাসোপর্দ্দ" থাকিতে হইবে। বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা সকলের পক্ষেই দুঃখকর। এই নিমিত্ত বিচারপতির পক্ষে সত্বর ন্যায়বিচার করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ বিচার "পোপাঁবাইএর" বিচারসদৃশ। যদি কোন বিচারপতি বলেন যে, পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত চোর

এবং সাধুরা একত্র না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও দণ্ড অথবা পুরস্কার দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে ইহাও সেইরূপ কথা হইবে। যেমন একজন পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত বিচারাধীন রহিয়াছে, অপর একজন আজই ধৃত হইল, কিন্তু উভয়ের বিচার একই সময়ে হইবে। এইরূপ হওয়া উচিত নহে। ন্যায় বিচার সম্বন্ধে বেদ এবং মনুস্মৃতি দেখুন। ইহাতে বিচার কার্য্যে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হয় না। জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে দণ্ড কিংবা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। ভাল, এমন পুস্তকের রচয়িতা ও উপদেষ্টা কখনও ঈশ্বর হইতে পারেন কি? কখনই নহে॥ ১০৩॥

১০৪। তাহাদের চিরবাসের জন্য উদ্যান রহিয়াছে। সেই উদ্যানের নিম্ন-দেশে নদী প্রবাহিত হইতেছে। তাহারা সে স্থানে সুবর্ণ কঙ্কণ এবং হরিদ্বর্ণ রেশমীবস্ত্র পরিধান করিয়া উপাধানযুক্ত সিংহাসনে উপবেশন করিবে। পুণ্য উত্তম, স্বর্গলাভও উত্তম। মং ৪। সি০ ১৫। সূ০ ১৮। আ০ ৩১॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! কুরাণের স্বর্গ কি চমৎকার! তন্মধ্যে আনন্দ-ভোগের জন্য উদ্যান, অলঙ্কার, বস্ত্র, সিংহাসন এবং উপাধান আছে। কোন বিচক্ষণ বিচারশীল ব্যক্তি এখানকার তুলনায় মুসলমানদের বহিস্তে অন্যায় ব্যতীত অন্য কিছু অধিক দেখিতে পাইবেন না। সে অন্যায় সসীম কর্ম্মের অসীম ফল। প্রতিদিন মিষ্টান্ন ভোজন করিলে কিছুকাল পরে তাহা বিষতুল্য প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ সর্ব্বদা সুখ ভোগ করিলে, সুখই অবশেষে দুঃখরূপ হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত, মহাকল্প পর্য্যন্ত মুক্তিসুখ ভোগ করিয়া পুনরায় জন্ম লাভ করাই সত্য সিদ্ধান্ত॥ ১০৪॥

১০৫। এসকল নগরের অধিবাসীরা অন্যায় কার্য্য করিলে আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করি এবং ভবিষ্যতে অন্যায় কার্য্য করিলে ধ্বংস করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি। মং ৪। সি০ ১৫। সূ০ ১৮। আ০ ৫৯॥

(সমীক্ষক)—আচ্ছা, কোন নগরের অধিবাসীমাত্রেরই কি পাপী হওয়া সম্ভব? ঈশ্বর অন্যায় দেখিবার পর প্রতিজ্ঞা করেন, পূর্ব্বে জানিতেন না; পরে প্রতিজ্ঞা করায় তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন। (ধ্বংস করায়) প্রমাণিত হইতেছে যে তিনি নির্দ্দয়॥ ১০৫॥

১০৬। সেই বালকের মাতা-পিতা উভয়েই বিশ্বাসী ছিলেন। এইজন্য আমাদের আশঙ্কা ছিল যে, সে তাহাদিগকে অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মদ্রোহী করিতে পারে। যখন তিনি সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল।

তিনি দেখিলেন যে কর্দ্দমময় প্রস্রবণের মধ্যে সূর্য্য নিমগ্ন হইতেছে। তাহারা বলিল, ঐজুলকরনৈন! নিশ্চয় যাজূজ ও মাজূজ উৎপীড়নকারী। মং ৪। সি০ ১৬। সূ০ ১৮। আ০ ৮০। ৮৮। ৯৪॥

(সমীক্ষক)—দেখুন! এই খুদা কেমন নির্ব্বোধ! তাঁহার আশঙ্কা হইল যে, বালকের মাতা-পিতা পথভ্রষ্ট হইয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ কখনও বলা যাইতে পারে না। তাঁহার আরও নির্বুদ্ধিতা দেখুন! কুরাণরচয়িতা জানিতেন যে, রাত্রিকালে সূর্য্য কোন ঝিলের মধ্যে ডুবিয়া যায় এবং প্রাতঃকালে পুনরায় সেই ঝিল হইতে বহির্গত হয়। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা অনেক গুণ বড়, সুতরাং ঝিল, নদী বা সমুদ্রের মধ্যে কিরূপে ডুবিতে পারে? এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কুরাণরচয়িতা ভূগোল এবং খগোল বিদ্যা কিছুই জানিতেন না; নতুবা এমন বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা লিখিলেন কেন? যাঁহারা এই পুস্তক বিশ্বাস করেন, তাঁহারাও অজ্ঞ; নতুবা এমন মিথ্যাপরিপূর্ণ পুস্তক বিশ্বাস করিবেন কেন? খুদার কি অন্যায় দেখুন! তিনি পৃথিবীর স্রষ্টা, রাজা এবং বিচারপতি হইয়াও যাজূজ ও মাজূজকে পৃথিবীতে উপদ্রব করিতে দেন। ইহাও পরমেশ্বরের স্বভাব-বিরুদ্ধ। অতএব বন্য লোকেরাই এই পুস্তক বিশ্বাস করে, জ্ঞানিগণ ইহা বিশ্বাস করেন না॥ ১০৬॥

১০৭। এই পুস্তকে মেরীর যে বৃত্তান্ত আছে, তাহা স্মরণ কর। মেরী স্বগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করেন। তাঁহার পরিধানে একখানি বস্ত্র ছিল। আমি আমার আত্মা অর্থাৎ ফেরিস্তাকে প্রেরণ করি। তিনি হৃষ্ট পুষ্ট মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া মেরীর নিকট উপস্থিত হন। মেরী বলিলেন, "আমি আত্মরক্ষার্থ দয়াময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছি, তাহাতে তুমি সংযত হও"। ফেরিস্তা উত্তর করিলেন, "আমি তোমার অধীশ্বর প্রেরিত, তদ্ভিন্ন অপর কেহই নহি। তোমাকে পবিত্র সন্তান দিবার জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি"। মেরী বলিলেন, "কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই এবং আমি পাপাচারিণী নহি; আমার পুত্র কিরূপে হইবে? * * * * তিনি গর্ভ ধারণ করিলেন এবং তাঁহার সহিত দূর আবাস স্থানে অর্থাৎ জঙ্গলে চলিয়া গেলেন। মং ৬। সি০ ১৬। সূ০ ১৯। আ০ ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০॥ ২২॥

(সমীক্ষক)—সুধীগণের বিচার্য্য এই যে, ফেরিস্তা খুদার আত্মা; সুতরাং খুদা হইতে পৃথক নহেন। পুনশ্চ, কুমারী মেরীর সন্তানোৎপত্তি ন্যায়সঙ্গত নহে; কারণ, তিনি কাহারও সংসর্গ ইচ্ছা করেন নাই; কিন্তু, খুদার আদেশে ফেরিস্তা

তাঁহাকে গর্ভবতী করিলেন। ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ। কুরাণে আরও অনেক অশ্লীল কথা লিখিত আছে ; ঐ সকল উল্লেখ করা উচিত বিবেচনা করি না ॥ ১০৭ ॥

১০৮। তুমি কি দেখ নাই যে, কাফিরদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য আমি শয়তানদিগকে প্রেরণ করিয়াছি। মং ৪। সিং ১৬। সূং ১৯। আং ৮৩ ॥

(সমীক্ষক)—যেহেতু কাফিরদিগকে পথভ্রষ্ট করিবার জন্য খুদা স্বয়ং শয়তানদিগকে প্রেরণ করেন, অতএব তাহাদের অপরাধ নাই ; তাহারা দণ্ডনীয়ও নহে। খুদার আদেশে যে সকল কার্য্য হয়, খুদারই তাহার ফলভাগী হওয়া উচিত। তিনি যদি সত্যই ন্যায়বান্ হন, তাহা হইলে তিনি নিজেই ঐ সকল কুকর্ম্মের ফল স্বরূপ নরক ভোগ করুন। যিনি ন্যায় বিসর্জ্জন দিয়া অন্যায় করেন, তিনি অন্যায়কারী ; যিনি অন্যায়কারী তিনি পাপী ॥ ১০৮ ॥

১০৯। যাহারা "তোবাঃ" বলিয়া অনুতাপ এবং বিশ্বাসী হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, নিশ্চয়, আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করি। মং ৪। সিং ১৬। সূং ২০। আং ৮২ ॥

(সমীক্ষক)—কুরাণে লিখিত আছে যে, কেহ "তোবাঃ" বলিলে তাহার পাপ ক্ষমা করা হয়। এই উক্তি সকলকে পাপে প্রবৃত্ত করে, কেন না তাহাতে পাপ করিবার সাহস অনেক বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এই পুস্তক এবং ইহার রচয়িতা পাপীদের উৎসাহদাতা এবং পাপবৃদ্ধির সহায়। এই নিমিত্ত এই পুস্তক পরমেশ্বরকৃত নহে এবং এতদ্বর্ণিত খুদাও পরমেশ্বর হইতে পারে না ॥ ১০৯ ॥

১১০। যাহাতে পৃথিবী দোদুল্যমান না হয় তজ্জন্য আমি তন্মধ্যে পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়াছি। মং ৪। সিং ১৭। সূং ২১। আং ৩১ ॥

(সমীক্ষক)—পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে ইত্যাদি যদি কুরাণরচয়িতার জানা থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনও লিখিতেন না যে, পর্ব্বতসমূহ ধারণ করায় পৃথিবী বিচলিত হয় না। তাঁহার মনে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকিবে যে, পর্ব্বত-সমূহ না থাকিলে পৃথিবী বিচলিত হইত! কিন্তু, তাঁহার এইরূপ বলা সত্ত্বেও ভূমিকম্পে পৃথিবী বিচলিত হয় কেন? ১১০ ॥

১১১। আমি সেই স্ত্রীলোকটিকে শিক্ষা দিলাম ; সে তাহার গুপ্ত অঙ্গ রক্ষা করিল এবং আমি তন্মধ্যে আমার আত্মা নিঃশ্বসিত করিলাম। মং ৪। সিং ১৭। সূং ২১। আং ৯১ ॥

(সমীক্ষক)—এ সকল অশ্লীল কথা খুদার পুস্তকে থাকা অসম্ভব। খুদার কথা দূরে থাকুক, কোন সভ্য মনুষ্যও এসকল বলিতে পারে না।

যদি মনুষ্যের পক্ষে এসকল লেখা শোভন না হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বরের পক্ষে কিরূপে শোভন হইতে পারে? তজ্জন্য কুরাণ দূষণীয়। কুরাণে উত্তম উপদেশ থাকিলে বেদের ন্যায় কুরাণও অত্যন্ত প্রশংসনীয় হইত ॥ ১১১ ॥

১১২। তুমি কি দেখ নাই যে, আকাশস্থ চন্দ্র, সূর্য্য, তারা এবং পৃথিবীস্থ পর্ব্বত, বৃক্ষ এবং জন্তু প্রভৃতি সকলেই আল্লাহ্‌কে দণ্ডবৎ প্রণাম করে? * * * তাহাদিগকে সুবর্ণ কঙ্কণ, মুক্তা এবং পশমী বস্ত্র পরিতে দেওয়া হইবে। যাহারা আমার গৃহের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাদের জন্য তাহা পবিত্র রাখিবে। নিজ নিজ শরীরের ময়লা দূর করিবে; নিজেদের সংকল্প পূর্ণ করিবে এবং পুরাতন বাটীর চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিবে। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিবে। মং ৪। সি০ ১৭। সু০ ২২। আ০ ১৮। ২৩। ২৬। ২৯। ৩৪ ॥

(সমীক্ষক)—ভাল, জড় পদার্থ ত পরমেশ্বরকে জানিতেই পারে না, ভক্তি কিরূপে করিবে? অতএব এই পুস্তক কখনও ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না, মনে হয় ইহা কোন ভ্রান্ত মনুষ্যরচিত। বাহবা! কি চমৎকার স্বর্গ! সে স্থানে স্বর্ণ ও মুক্তার অলঙ্কার এবং পরিধানের জন্য রেশমী বস্ত্র পাওয়া যায়! এই বহিস্ত এখানকার রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু পরমেশ্বরের বাসগৃহ আছে, সুতরাং তিনি হয়ত সেই গৃহে অবস্থানও করেন। তাহা হইলে ইহাকে পৌত্তলিকতা বলা হইবে না কেন? আর অন্যান্য পৌত্তলিকদের খণ্ডন করিবার কারণ কি? খুদা পূজা সামগ্রী গ্রহণ করেন, নিজের বাসগৃহ প্রদক্ষিণ করিতে আদেশ দেন এবং পশুহত্যা করাইয়া মাংসভোজনও করান, সুতরাং তিনি মন্দিরবাসী ভৈরব, দুর্গা সদৃশ, এবং ঘোরতর মূর্ত্তিপূজার প্রবর্ত্তক। কারণ মূর্ত্তি অপেক্ষা মসজিদ্ বৃহত্তর মূর্ত্তি। এই হেতু খুদা ও মুসলমানগণ বৃহৎ মূর্ত্তিপূজক এবং পৌরাণিক ও জৈনগণ ক্ষুদ্র মূর্ত্তিপূজক ॥ ১১২ ॥

১১৩। নিশ্চয়, শেষ বিচারের দিন, তোমরা পুনরায় উত্থাপিত হইবে। মং ৪। সি০ ১৮। সু০ ২৩। আ০ ১৬॥

(সমীক্ষক)—মৃত জীবগণ কি কবরে, না অন্য কোন স্থানে থাকিবে? যদি কবরেই থাকিতে হয়, তাহা হইলে পুণ্যাত্মারাও কি পচা, দুর্গন্ধময় শরীরে দুঃখভোগ করিবেন? ইহা ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা নহে। তদ্ব্যতীত অত্যধিক দুর্গন্ধ বশতঃ রোগোৎপত্তি হওয়ায় খুদা এবং মুসলমানগণ পাপভাগী হন ॥ ১১৩ ॥

১১৪। সে দিন তাহাদের জিহ্বা এবং তাহাদের হস্ত-পদ তাহাদের কার্য্য সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিবে। আল্লাহ্ আকাশ এবং পৃথিবীর আলোক স্বরূপ। তাঁহার আলোক প্রাচীরসংলগ্ন দীপাধারে স্থিত এবং তারার ন্যায় দেদীপ্যমান্ কাচাধারে আবৃত দীপালোক সদৃশ। সেই প্রদীপ পবিত্র জৈতুন বৃক্ষের তৈলযোগে জ্বলিতে থাকে এবং সেই জৈতুন বৃক্ষ পুর্ব্ব ও পশ্চিম দেশীয় নহে; উহার তৈল অগ্নিসংযোগ বিনাও আলোক বিস্তার করে। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্বীয় জ্যোতির্দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন। মং ৪। সি০ ১৮। সূ০ ২৪। আ০ ২৪। ৩৫॥

(সমীক্ষক)—হস্ত পদাদি জড়পদার্থ কখনও সাক্ষ্য দিতে পারে না। ইহা সৃষ্টিক্রমবিরুদ্ধ, সুতরাং মিথ্যা। খুদা কি অগ্নি কিংবা বিদ্যুৎ? যে উপমা দেওয়া হইতেছে তাহা ঈশ্বর সম্বন্ধে নহে, কিন্তু সাকার বস্তু সম্বন্ধেই প্রযোজ্য॥ ১১৪॥

১১৫। আল্লাহ্ প্রাণীমাত্রকে জল হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন; তন্মধ্যে কোন কোন প্রাণী উদরের উপর ভর করিয়া চলে। যে কেহ আল্লাহ্ ও রসূলের আজ্ঞা পালন করে, তাহাকে বল, "আল্লাহ্ ও রসূলের আজ্ঞা পালন কর; রসূলের আজ্ঞা পালন কর। যেন তোমার প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়"। মং ৪। সি০ ১৮। সূ০ ২৪। আ০ ৪৫। ৫২। ৭০। ৭১॥

(সমীক্ষক)—ইহা কিরূপ "ফিলজফি" যে, প্রাণীদের শরীরে সর্ব্ববিধ উপাদান দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বলা হইতেছে, তাহাদিগকে কেবলমাত্র জল হইতে উৎপন্ন করা হইয়াছে? ইহা কেবল অবিদ্যাসূচক। যদি আল্লাহের আদেশের সহিত পয়গম্বরের আদেশও পালন করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে তিনি খুদার অংশীদার হইলেন কিনা? তাহা হইলে কুরাণে খুদাকে "লাশরীক" লেখা হইল কেন? এইরূপ প্রচারই বা কর কেন? ১১৫॥

১১৬। সে দিন মেঘদ্বারা আকাশ বিদীর্ণ হইবে এবং ফেরিস্তাদিগকেও অবতীর্ণ করা হইবে। অতএব কাফিরদের বাক্যে বিশ্বাস করিও না; তাহাদের সহিত ভয়ঙ্কর কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হও। আল্লাহ্ তাহাদের কুকর্ম্ম সমূহকে সুকর্ম্মে পরিণত করিবেন। যে ব্যক্তি অনুতাপ ও উত্তম কর্ম্ম করে, নিশ্চয় সে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয়। মং ৪। সি০ ১৯। সূ০ ২৫। আ০ ২৫। ৫২। ৭০। ৭১॥

(সমীক্ষক)—মেঘদ্বারা আকাশ বিদীর্ণ হওয়া কখনও সত্য হইতে

পারে না; কারণ, আকাশ মূর্ত্ত পদার্থ নহে যে বিদীর্ণ হইবে। মুসলমান-দের কুরাণ শান্তিভঙ্গ, কলহ এবং বিদ্রোহ ঘটায়; এই নিমিত্ত ধার্ম্মিক জ্ঞানিগণ উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন না। পাপের পুণ্যে পরিণত হওয়ায় চমৎকার ব্যবস্থা! ইহা কি তিল ও মাসকলাইএর মত যে বদল দেওয়া যাইতে পারে? যদি "তোবাঃ" করিলে পাপখণ্ডন এবং ঈশ্বরলাভ হয়, তাহা হইলে কেহই পাপ করিতে ভীত হইবে না সুতরাং এ সকল কথা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ॥ ১১৬॥

১১৭। আমি মুসাকে প্রত্যাদেশ দিয়াছি, "রাত্রিকালে আমার ভৃত্যগণকে লইয়া প্রস্থান কর, নিশ্চয় তোমাদের অনুসরণ করা হইবে।" ফিরোন নগরের মধ্যে লোক সংগ্রহ করিবার জন্য কর্ম্মচারী প্রেরণ করিলেন। যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই পথ প্রদর্শন করেন এবং তিনিই আমাকে খাদ্য ও পানীয় প্রদান করেন। আমার আশা আছে যে, শেষ বিচারের দিন তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। মং ৫। সিং ১৯। সূং ২৬। আং৫২। ৫৩। ৭৮। ৭৯। ৮২॥

(সমীক্ষক)—খুদা মুসাকে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিয়া থাকিলে পুনরায় দাউদ, যীশু এবং মহম্মদ সাহেবকে পুস্তক প্রেরণ করিলেন কেন? পরমেশ্বরের বাক্য সর্ব্বদা একরূপ এবং অভ্রান্ত। সুতরাং প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিবার পর কুরাণ পর্য্যন্ত পুস্তক-সমূহ প্রেরণ করায় বুঝিতে হইবে যে, প্রথম পুস্তক অপূর্ণ এবং ভ্রান্তিযুক্ত ছিল। কুরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটি পুস্তক সত্য হইলে নিশ্চয় কুরাণ মিথ্যা। কারণ পরস্পর বিরোধী চারিটি পুস্তকই সর্ব্বথা সত্য হইতে পারে না। যদি খুদা রুহ অর্থাৎ জীব উৎপন্ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে জীবের কি কখনও মৃত্যু অর্থাৎ অভাবও হইবে? যদি পরমেশ্বরই মনুষ্যাদি প্রাণীদিগকে খাদ্য ও পানীয় প্রদান করেন, তবে কাহারও রোগ হওয়া উচিত নহে এবং সকলকে একরূপ খাদ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। পক্ষপাত করিয়া কাহাকেও উৎকৃষ্ট, কাহাকেও নিকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া অন্যায়। উদাহরণস্বরূপ রাজাকে উৎকৃষ্ট ও কাঙ্গালকে নিকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া অন্যায়। পরমেশ্বরই সকলের ভোজ্য, পানীয় ও পথ্যদাতা হইলে কাহারও রোগ হওয়া উচিত নহে। কিন্তু মুসলমানদেরও রোগ হইয়া থাকে। যদি খুদাই আরোগ্যদাতা হন, তাহা হইলে মুসলমানদের শরীরে রোগ থাকা উচিত নয়। যদি থাকে তবে খুদা পূর্ণ বৈদ্য নহেন, যদি পূর্ণ বৈদ্য হন তবে মুসলমানদের শরীরে রোগ থাকে কেন? যদি খুদাই মৃত্যুসংঘটন ও পুনরুজ্জীবনকারী হন, তাহা হইলে পাপপুণ্য তাঁহারই হইয়া

থাকে। জীবগণের জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মানুযায়ী ব্যবস্থা হইলে খুদার কোন অপরাধই হয় না; কিন্তু পাপ ক্ষমা করিলে এবং কয়ামতের (প্রলয়) রাত্রিতে বিচার করিলে তিনি পাপের প্রশ্রয়দাতা এবং পাপী হইয়া পড়েন। আবার, তিনি যদি পাপ ক্ষমা না করেন, তবে নিশ্চয় কুরাণের উক্তি মিথ্যা হইবে॥ ১১৭॥

১১৮। তুমি কেবল আমাদেরই ন্যায় একজন; তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে কোন চিহ্ন আনয়ন কর। তিনি বলিলেন, "এই উষ্ট্রী একটি চিহ্ন, সে একবার জলপান করিবে।" মং ৫। সি০ ১৯। সূ০ ২৬। আ০ ১৫৪। ১৫৫॥

(সমীক্ষক)— ভাল, কেহ কি বিশ্বাস করিতে পারে যে, প্রস্তর হইতে উষ্ট্রী নির্গত হয়? বন্য মনুষ্যেরাই এ সকল কথা বিশ্বাস করিয়াছিল। আবার উষ্ট্রীকে নিশানরূপে উপস্থিত করাও বন্য ব্যবহার। ইহার সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই। এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত হইলে তন্মধ্যে এ সকল নিরর্থক কথা থাকিত না॥ ১১৮॥

১১৯। হে মূসা! নিশ্চয়ই আমি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর। তোমার যষ্ঠি নিক্ষেপ কর। অনন্তর তিনি দেখিলেন যে, উহা সর্পাকৃতি হইয়া নড় চড় করিতেছে! ঈশ্বর তাঁহাকে বলিলেন, "হে মূসা! ভয় পাইও না, পয়গম্বর আমার সম্মুখে ভয় পায় না। আল্লাহ্ আছেন, দ্বিতীয় উপাস্য কেহই নাই। তিনি মহান্ ঊর্দ্ধলোকের অধীশ্বর। আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইও না। মুসলমান হইয়া আমার নিকট আগমন কর। মং ৫। সি০ ১৯। সূ০ ২৭। আ০ ৯। ১০। ২৬। ৩১॥

(সমীক্ষক) দেখুন! আল্লাহ্ নিজ মুখেই বলিতেছেন যে, তিনি মহান্ এবং শক্তিশালী। কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আত্মপ্রশংসা করেন না; খুদা কিরূপে তাহা করিতে পারেন? ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, কোন বন্য মনুষ্য ইন্দ্রজাল দেখাইয়া বন্য মনুষ্যদিগকে বশীভূত করিয়াছে এবং স্বয়ং খুদা সাজিয়াছে। ঈশ্বর-কৃত পুস্তকে এইরূপ গল্প থাকা অসম্ভব। খুদা মহান্ "অর্শ" অর্থাৎ সপ্তম আকাশের অধীশ্বর হইলে একদেশী হওয়ায় ঈশ্বর হইতে পারেন না। উপদ্রব করা দূষণীয় হইলে খুদা এবং মহম্মদ সাহেব আত্মপ্রশংসায় পুস্তকটি পরিপূর্ণ করিলেন কেন? মহম্মদ সাহেব বহু লোককে বধ করিয়াছেন; তাহাতে তিনি উপদ্রবকারী হইলেন কি না? এই কুরাণ পুনরুক্তি এবং পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ বাক্যে পরিপূর্ণ॥ ১১৯॥

১২০। পর্ব্বত সমূহ দেখিলে মনে হইবে যে, ঐ সকল দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রহিয়াছে।

ঐ সকল পর্ব্বত মেঘের ন্যায় অপসারিত হইবে। তাহাই ঈশ্বরের কর্ম্মনৈপুণ্য॥ তিনি সকল বস্তুকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়াছেন। তোমরা যাহা কর, তিনি তাহা জানেন এবং সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকেন। মং ৫। সিং ২০। সূং ২৭। আং ৮৮॥

(সমীক্ষক)—সম্ভবতঃ কুরাণরচয়িতার দেশেই পর্ব্বত মেঘের ন্যায় সঞ্চালিত হয়, অন্য কোন দেশে তাহা হয় না। বিদ্রোহী শয়তানকে ধৃত করিয়া দণ্ড না দেওয়ায় খুদা যে কিরূপ সতর্ক, তাহাও জানা যাইতেছে। তিনি অদ্যাবধি একজন বিদ্রোহীকে ধৃত করিয়া দণ্ড দিতে পারিলেন না; ইহা অপেক্ষা অসতর্কতার প্রমাণ আর কি হইতে পারে? ১২০॥

১২১। তখন মূসা তাহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিলে তাহার আয়ু শেষ হইল। সে বলিল, "প্রভো! আমি আমার আত্মার প্রতি অন্যায় করিয়াছি; আমাকে ক্ষমা করুন"। তখন আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিলেন। আল্লাহ্ ক্ষমাকারী এবং দয়ালু। তোমার প্রভু যাহা ইচ্ছা ও পছন্দ করেন, তাহাই সৃষ্টি করেন। মং ৫। সিং ২০। সূং ২৮। আং ১৫।১৬। ৬৮॥

(সমীক্ষক)—এখন আরও দেখুন! মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের খুদা এবং মূসা পয়গম্বর উভয়েই অন্যায়কারী কি না। কেননা মূসা নরহত্যা করিলেও খুদা তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। খুদা কি ইচ্ছানুসারেই সৃষ্টি করিয়া থাকেন? তিনি কি কাহাকেও রাজা, কাহাকেও দরিদ্র, কাহাকেও বিদ্বান্ এবং কাহাকেও মূর্খ করিয়াছেন? তাহা হইলে কুরাণ সত্য নহে এবং খুদাও অন্যায়কারী বলিয়া ঈশ্বর হইতে পারেন না॥ ১২১॥

১২২। আমি মনুষ্যকে আজ্ঞা দিয়াছি যে, মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে; কিন্তু যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই, যদি সে বিষয়ে আমার সহযোগী হইতে ইচ্ছা করিয়া তাহারা উভয়ে তোমাকে সম্মত করিবার জন্য চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাদের আদেশ পালন করিবে না, কিন্তু আমার অভিমুখী হইবে। নিশ্চয়, আমি নূহকে তাহার স্বজাতীয়দিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। নূহ তাহাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক সহস্র বৎসর অবস্থান করিয়াছিল। মং ৫। সিং ২০। সূং ২৯। আং ৭। ১৩॥

(সমীক্ষক)—মাতাপিতার সেবা করা উত্তম; ইহাও যুক্তিসঙ্গত যে, যদি তাঁহারা খুদার অংশীদার থাকা সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে বলেন, তবে তাঁহাদের আদেশ পালন করা উচিত নহে। কিন্তু তাঁহারা যদি মিথ্যা ভাষণাদির জন্য আদেশ করেন, তবে কি তাহা পালন করিতে হইবে?

সুতরাং এ স্থলে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক ভাল, অর্দ্ধেক মন্দ। খুদা কি কেবল নূহ এবং পয়গম্বরদিগকেই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন? তাহা হইলে অন্যান্য জীবদের প্রেরয়িতা কে? যদি খুদাই সকলের প্রেরয়িতা হন তবে সকলেই পয়গম্বর হয় না কেন? যদি পূর্ব্বকালে মনুষ্যের আয়ু এক সহস্র বৎসর ছিল, তবে এখন তাহা হয় না কেন? সুতরাং ইহা সত্য নহে॥ ১২২॥

১২৩। আল্লাহ্ প্রথম বার সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করিবেন; পরে তোমরা তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। যে দিন বর্ষা অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন আসিবে, সে দিন পাপীরা নিরাশ হইবে। কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী এবং যাহাদের কর্ম্ম উত্তম, তাহাদিগকে উদ্যানের মধ্যে ভূষিত করা হইবে। আমি বাত্যা প্রেরণ করিলে তোমরা তাহাদের শস্য ক্ষেত্র হরিৎবর্ণ (শুষ্ক) দেখিতে পাইবে। এইরূপে আল্লাহ্ তাহাদের চিত্ত শীলমোহর দ্বারা অবরুদ্ধ রাখেন, তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না। মং ৫। সিং ২১। সূং ৩০। আং ১০। ১২। ১৫। ৫১॥ ৫৯॥

(সমীক্ষক)—যদি আল্লাহ্ দুই বার মাত্র সৃষ্টি করেন, তিন বার নহে, তাহা হইলে তিনি বোধ হয় সৃষ্টির আদিতে এবং দ্বিতীয়বার সৃষ্টির পর নিষ্কর্ম্মা থাকেন। সুতরাং এইরূপে দুই একবার সৃষ্টির পর তিনি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবেন এবং তাঁহার শক্তিও বৃথা হইবে। শেষ বিচারের দিন পাপীদের নিরাশ হওয়া ভাল কথা; কিন্তু, ইহার অর্থ এই হওয়া উচিত নহে যে, মুসলমান ব্যতীত অপর সকলকে পাপী বলিয়া নিরাশ করা হইবে। কিন্তু কুরাণে নানাস্থানে পাপী বলিতে মুসলমান ভিন্ন অন্য মতাবলম্বীকেই বুঝায়। যদি উদ্যানে বাস করা এবং বেশ-ভূষা দ্বারা শরীর সুসজ্জিত করাই মুসলমানদের স্বর্গ হয়, তাহা হইলে সেই স্বর্গ এই পৃথিবীরই সদৃশ। সুতরাং সে স্থানে উদ্যানপালক এবং স্বর্ণকারও আছে; অথবা খুদা স্বয়ং উদ্যানপালক এবং স্বর্ণকার প্রভৃতির কার্য্য করিতে থাকেন। যদি সে স্থানে কাহারও অলঙ্কার কম থাকে, তবে হয় ত সে চুরিও করে, ফলে স্বর্গ হইতে নরকেও নিক্ষিপ্ত হয়। তাহা হইলে "সর্ব্বদা স্বর্গে থাকিবে" এই বাক্যও মিথ্যা। যদি খুদা কৃষকের কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধেও তত্ত্বাবধান করেন, তাহা হইলে কৃষিকার্য্য হইতেই তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকিবেন। যদি স্বীকার করা হয় যে, খুদা স্বকীয় জ্ঞানবলে সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহা হইলে এইরূপ ভয় প্রদর্শন করা আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করা ব্যতীত

আর কিছুই নহে। যদি আল্লাহ্ শীলমোহর দ্বারা জীবদিগের চিত্ত অবরুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করেন, তবে তাহাদের পাপের জন্য তাহাদের পরিবর্ত্তে তিনিই দায়ী। যেমন জয়-পরাজয় সৈনাধ্যক্ষেরই হইয়া থাকে, সেইরূপ উক্ত পাপ খুদারই হইবে॥ ১২৩॥

১২৪। সেই জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থের অন্তর্গত এই আয়াতগুলি। তোমরা দেখিতেছ যে, আল্লাহ্ স্তম্ভ ব্যতীত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাহাতে পৃথিবী দোদুল্য-মান না হয়, তজ্জন্য তিনি তন্মধ্যে পর্ব্বত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তোমরা কি দেখিতে পাও না যে, আল্লাহ্ দিনের মধ্যে রাত্রি এবং রাত্রির মধ্যে দিন প্রবিষ্ট করেন? তোমরা কি দেখিতে পাও না যে, আল্লাহের কৃপায় সমুদ্রমধ্যে জলযান সমূহ চলিতেছে? তিনি তোমাদিগকে তাঁহার এসকল নিশান প্রদর্শন করিতেছেন। মং ৫। সিং ২১। সূ° ৩১। আ° ২। ১০। ২০। ৩১॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! কি জ্ঞানপূর্ণ পুস্তক! ইহাতে সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ভাবে আকাশের উৎপত্তি, স্তম্ভসংযোগ এবং পৃথিবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য পর্ব্বত-সন্নিবেশ প্রভৃতির কল্পনা বর্ণিত হইয়াছে। যাহাদের অতি সামান্য জ্ঞানও আছে, তাহারা এ সকল কথা লিখিতে ও বিশ্বাস করিতে পারে না। আবার বিদ্যাবত্তা দেখুন! যদিও দিনের স্থানে রাত্রি এবং রাত্রির স্থানে দিন থাকিতে পারে না, তথাপি দিনের মধ্যে রাত্রি এবং রাত্রির মধ্যে দিন অনুপ্রবিষ্ট করা হয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহা নিতান্ত অজ্ঞতাসূচক। এই নিমিত্ত কুরাণ জ্ঞানপূর্ণ পুস্তক হইতে পারে না। মনুষ্যের ক্রিয়া-কৌশলাদি দ্বারা পরিচালিত জলযান ঈশ্বরের কৃপায় চলিতেছে বলা কি জ্ঞানবিরুদ্ধ নহে? লৌহ ও প্রস্তর নির্ম্মিত জলযান সমুদ্রে পরিচালিত হইলে, খুদার নিশান জলমগ্ন হয় কি না? অতএব এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত নহে; ইহার রচয়িতা বিদ্বান্‌ও নহেন॥ ১২৪॥

১২৫। তিনি আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যান্ত সমস্ত সৃষ্টির তত্ত্বাবধান করেন। যে দিনের পরিমাণ তোমাদের গণনায় এক সহস্র বৎসর, সে দিন সমস্তই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। তিনি যাবতীয় পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞাতা, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং দয়াময়। পরে তিনি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজ আত্মা নিঃশ্বসিত করিলেন। বলা হইল যে মৃত্যুদূত তোমাদের নিকট প্রেরিত হইবে, সেই তোমাদের আত্মাকে শরীর হইতে বহির্গত করিবে। আমি ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক জীবকেই নির্দ্দেশ দিতাম; কিন্তু যে বাক্য আমা

হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহা অবশ্য সিদ্ধ হইবে। আমি বলিয়াছি, নিশ্চয় আমি দৈত্য ও মনুষ্য দ্বারা নরক পরিপূর্ণ করিব। মং ৫। সিং ২১। সূং ৩২। আং ৫।৬।৯।১১।১৩॥

(সমীক্ষক)—এখন সম্যক্‌রূপে প্রমাণিত হইল যে, মুসলমানদের খুদা মনুষ্যবৎ একদেশী। ব্যাপক হইলে তাঁহার স্থানবিশেষ হইতে ব্যবস্থা, অবতরণ এবং আরোহণ ইত্যাদি হইতে পারে না। যদি খুদা ফেরিস্তাদিগের প্রেরয়িতা হন এবং আকাশে লম্বমান থাকিয়া তাঁহাদিগকে পরিচালিত করেন, তাহা হইলে তিনি একদেশী। তাহা হইলে ফেরিস্তাগণ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া কোন কার্য্য নষ্ট করিলে কিংবা কোন মৃত জীবকে ছাড়িয়া দিলে তিনি কিরূপে জানিতে পারেন? অবশ্য তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বব্যাপক হইলে তিনি জানিতে পারেন; কিন্তু খুদা তদ্রূপ নহেন, নতুবা ফেরিস্তা প্রেরণ এবং নানা জনকে নানারূপ পরীক্ষা করিবার কি প্রয়োজন ছিল? পুনশ্চ এক সহস্র বৎসরে দূতগণের যাতায়াতের ব্যবস্থা হইতে জানা যাইতেছে যে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন। যদি মৃত্যুদূত থাকেন, তবে তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা আছে? যদি বলা হয় যে, মৃত্যুদূতও নিত্যস্থায়ী, তাহা হইলে অমরত্ব বিষয়ে তিনি খুদার সহযোগী। একজন দূতের পক্ষে একই সময়ে বহু জীবকে নরকে যাইবার জন্য আদেশ করা অসম্ভব। যদি খুদা স্বেচ্ছায় জীবদিগকে বিনা পাপে নরকে প্রেরণ করিয়া তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কৌতুক অনুভব করেন, তবে তিনি অন্যায়কারী, পাপী এবং নির্দ্দয়। যে পুস্তকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরকৃতও নহে, বিদ্বানের রচিতও নহে। যিনি দয়ালু এবং ন্যায়বান্ নহেন, তিনি কখনও ঈশ্বর হইতে পারেন না॥ ১২৫॥

১২৬। বল যে, যদি মৃত কিংবা নিহত হইবার ভয়ে পলায়ন কর তবে কিছুতেই লাভবান হইবে না। হে পয়গম্বরপত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ প্রকাশ্যে কুকর্ম্মে লিপ্ত হইলে তজ্জন্য দ্বিগুণ যন্ত্রণা দেওয়া হইবে; তাহা ঈশ্বরের পক্ষে সহজ। মং ৫। সিং ২১। সূং ৩৩। আং ১৬। ৩০॥

(সমীক্ষক)—বোধ হয় মহম্মদ সাহেব এই উদ্দেশ্যে ইহা লিখিয়া বা লিখাইয়াছেন যে, কেহ যেন যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন না করে অথবা মরিতে ভয় না করে। তাহাতে তাঁহার বিজয়, ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি এবং মজহব বিস্তার হইতে পারে। পয়গম্বরপত্নীগণ নির্লজ্জ আচরণ করিবেন না, কিন্তু পয়গম্বর সাহেব কি তাহা করিবেন? এ অপরাধে তাঁহার

পত্নীদের দুঃখ ভোগ করা এবং তাঁহার নিরাপদ থাকা কি ন্যায়-সঙ্গত ? ১২৬॥

১২৭। তোমরা স্ব স্ব গৃহে অবরুদ্ধ থাক এবং আল্লাহ্ ও পয়গম্বরের আদেশ পালন কর, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে॥ জৈদ (মহম্মদের পালিত পুত্র) তাহার পত্নীসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা স্থির করিলে আমি তোমার সহিত তাহাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করি, যেন বিশ্বাসীদের পক্ষে পালিত পুত্রের পত্নী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অবস্থা স্থিরীকৃত হইবার পর, তাহাকে বিবাহ করা অপরাধজনক না হয়। এ বিষয়ে আল্লাহের আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে। পয়গম্বরের নিন্দা নাই, কারণ মহম্মদ কাহারও পিতা নহেন। যে সকল ধর্ম্মবিশ্বাসবতী নারী যৌতুক ব্যতীত পয়গম্বরকে স্বীয় জীবন সমর্পণ করিবে, তাহারা ধর্ম্মানুসারে তাঁহার গ্রহণ যোগ্য হইবে। তাহাদের মধ্যে তুমি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে ত্যাগ কিংবা গ্রহণ করিতে পার, তাহাতে তোমার কোন পাপ হইবে না। হে ধর্ম্মবিশ্বাসী মনুষ্যগণ ! তোমরা পয়গম্বরের গৃহে প্রবেশ করিও না। মং ৫। সি০ ২২। সূ ৩৩। আ০ ৩৩। ৩৭। ৩৮। ৪০। ৫০। ৫১। ৫৩॥

(সমীক্ষক)—ইহা নিতান্ত অন্যায় যে, নারীরা গৃহে বন্দীর ন্যায় অবরুদ্ধ এবং পুরুষেরা মুক্ত থাকিবে। বিশুদ্ধ বায়ুসেবন, বিশুদ্ধ স্থানে ভ্রমণ এবং সৃষ্টির বিবিধ পদার্থ দর্শন করিতে নারীদের কি ইচ্ছা হয় না ? এই অপরাধ বশতঃ মুসলমান যুবকেরা বিশেষ ভ্রমণপ্রিয় ও বিষয়াসক্ত হইয়া থাকে। আল্লাহ্ ও রসূলের আদেশ কি এক ও অবিরুদ্ধ, অথবা পৃথক ও পরস্পর বিরুদ্ধ ? এক ও অবিরুদ্ধ হইলে উভয়ের আদেশ পালন করা বৃথা। পৃথক ও বিরুদ্ধ হইলে একটি সত্য ও অপরটি মিথ্যা। তাহা হইলে একজন খুদা অন্যজন শয়তান। খুদার কি কোন অংশীদার আছে ? ধন্য কুরাণের খুদা ! ধন্য পয়গম্বর ! ধন্য কুরাণ ! পরের অনিষ্ট করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করা যাঁহার উদ্দেশ্য, তিনিই এ সকল প্রপঞ্চ রচনা করেন। এতদ্দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, মহম্মদ সাহেব অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন, নতুবা পালিত পুত্রের পত্নীকে গৃহিণী করিলেন কেন ? আবার, যিনি এরূপ কার্য্য করিলেন তাঁহার খুদাও তাঁহার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া নির্দ্দেশ দিলেন। বন্য মনুষ্যেরাও পুত্রবধূকে ছাড়িয়া থাকে। কিন্তু পয়গম্বরের বিষয়াসক্তির লীলা-খেলায় কোনরূপ প্রতিবন্ধ না থাকা কতদূর অন্যায় ! যদি

পয়গম্বর কাহারও পিতা ছিলেন না, তবে জৈদ কাহার পালিত পুত্র ছিল? আর ইহা লেখাই বা হইল কেন? ইহার উদ্দেশ্যও স্বার্থসিদ্ধি; তজ্জন্য পয়গম্বর সাহেব পুত্রবধূকেও গৃহিণী না করিয়া ছাড়েন নাই, তবে অন্যত্র তিনি কিরূপে আত্মরক্ষা করিবেন! এইরূপ চাতুরীদ্বারাও কখনও কুকর্ম্মের নিন্দা দূর হইতে পারে না। পরস্ত্রীও পয়গম্বরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে নিকাহ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাও কি বৈধ হইবে? আর ইহাও ঘোর অধর্ম্ম যে, নবী যে কোন পত্নীকে পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু তাঁহার অপরাধ থাকিলেও তাঁহার পত্নীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না! যেমন পয়গম্বর সাহেবের গৃহে কাহারও ব্যভিচার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করা উচিত নহে সেইরূপ পয়গম্বর সাহেবেরও কাহারও গৃহে প্রবেশ করা উচিত নহে। নবী কি নিঃশঙ্কভাবে যাহার তাহার গৃহে প্রবেশ করিবেন এবং মাননীয়ও থাকিবেন? ভাল, কোন জ্ঞানান্ধ কি বিশ্বাস করিতে পারে যে, এই কুরাণ ঈশ্বরকৃত, মহম্মদ সাহেব পয়গম্বর এবং কুরাণের খুদা যথার্থ পরমেশ্বর? ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে আরব এবং অন্যান্য দেশের অধিবাসিগণ যুক্তিহীন ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপদেশ মানিয়া লইয়াছে॥ ১২৭॥

১২৮। পয়গম্বরকে কষ্ট দেওয়া কিংবা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নীদিগকে নিকাহ্ করা তোমাদের উচিত নহে। নিশ্চয় ঈশ্বরের সমক্ষে তাহা মহাপাপ। যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে যন্ত্রণা দেয় তাহারা আল্লাহ্ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হয়। যাহারা মুসলমান নরনারীকে উৎপীড়িত করে; নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাচার এবং প্রত্যক্ষ পাপের ফলভাগী। তাহারা অভিশপ্ত; তাহাদিগকে যে স্থানে পাইবে, সে স্থানে ধৃত করিবে এবং নির্ব্বিচারে হত্যা করিবে। হে আমাদের প্রভো! তাহাদিগকে দুঃখ দাও এবং ভয়ঙ্কররূপে অভিশপ্ত কর। মং ৫। সিং ২২। সূং ৩৩। আং ৫৩। ৫৭। ৫৮। ৬১। ৬৮॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! খুদা কি ধর্ম্মতঃ তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রদর্শন করিতেছেন? অবশ্য, রসূলকে উৎপীড়ন করিতে নিষেধ করা যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু অপরকে উৎপীড়ন করিতে রসূলকেও নিষেধ করা উচিত ছিল। তাহা করা হইল না কেন? কাহাকেও কষ্ট দিলে আল্লাহ্ কি দুঃখিত হন? তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরই নহেন। কেবল আল্লাহ্ এবং রসূলকে কষ্ট দিতে নিষেধ করায় ইহাই কি সিদ্ধ হইতেছে না যে, আল্লাহ্ এবং রসূলের পক্ষে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দুঃখ দেওয়া উচিত? মুসলমান নরনারীকে দুঃখ দেওয়া যেমন

দূষণীয়, অপর কাহাকেও দুঃখ দেওয়া ও সেইরূপ দূষণীয়। ইহা স্বীকার না করা পক্ষপাতিতা। ধর্ম্মবিপ্লবী খুদাও নবী; ইঁহাদের ন্যায় নির্দ্দয় পৃথিবীতে বড়ই বিরল। কিন্তু কুরাণে যেমন লিখিত আছে যে, মুসলমান ভিন্ন অন্য মতাবলম্বীদিগকে যে স্থানে পাইবে, সে স্থানেই ধৃত করিয়া বধ করিবে; যদি কেহ মুসলমানের বিরুদ্ধে সেরূপ নির্দ্দেশ দেয় তাহা কি মুসলমানের পক্ষে প্রীতিকর হইবে? পয়গম্বর প্রভৃতি কি হিংস্রপ্রকৃতি! তাঁহারা অপরকে দ্বিগুণ যন্ত্রণা দিবার জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন! ইহাও পক্ষপাতিতা, স্বার্থপরতা এবং ঘোরতর অধর্ম্ম। এই কারণে বর্ত্তমান সময়েও বহু শঠপ্রকৃতি মুসলমান এরূপ কার্য্য করিতে ভয় পায় না। ইহা সত্য যে, অশিক্ষিত মনুষ্য পশুর ন্যায় জীবন যাপন করে ॥ ১২৮ ॥

১২৯। যিনি বায়ু-প্রেরণ, মেঘ উত্থাপন এবং মৃতগণকে নিজের নিকট আহ্বান করেন তিনিই আল্লাহ্। আমি এই রূপেই দগ্ধ পৃথিবীকে পুনর্জ্জীবিত করি এবং এই রূপেই কবর হইতে সকলের পুনরুত্থান হইবে। তিনি নিজ কৃপাগুণে আমাদের চিরবাসের জন্য গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছেন। সে স্থানে শ্রম আমাদিগকে স্পর্শ করেনা এবং আমরা ক্লান্তি অনুভব করি না। মং ৫। সি০ ২২। সূ০ ৩৫। আ০ ৯। ৩৫ ॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! ঈশ্বরের কি ফিলজফি! তিনি বায়ু প্রেরণ করিয়া তদ্দ্বারা মেঘসমূহ সঞ্চালিত করেন এবং মৃতগণকে পুনর্জ্জীবিত করেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে না; কারণ তাঁহার কার্য্য সর্ব্বদা একই নিয়মে হইয়া থাকে। গৃহ থাকিলে নিশ্চয় উহা নির্ম্মিত হইয়াছে; নির্ম্মাণ ব্যতীত গৃহ অসম্ভব; আবার নির্ম্মিত বস্তু চিরস্থায়ী হইতে পারে না। পরিশ্রম না করিলে দেহধারীকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দেহধারী কখনও রোগ হইতে অব্যাহতি পায় না। এক স্ত্রীর সহিতও সংসর্গ করিলে রোগমুক্ত থাকা যায় না; বহু স্ত্রীসংসর্গে ইন্দ্রিয়সুখ সম্ভোগ করিলে কতই না দুর্দ্দশা হয়! এই কারণে মুসলমানদের স্বর্গবাসও চিরসুখকর হইতে পারে না ॥ ১২৯ ॥

১৩০। আমি জ্ঞানপূর্ণ কুরাণের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তুমি সন্মার্গ প্রদর্শনার্থ প্রেরিতদিগের মধ্যে অন্যতম। সর্ব্বশক্তিমান্ এবং দয়াময় খুদা ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। মং ৫। সি০ ২৩। সূ০ ৩৬। আ০ ২।৩।৪।৫।

(সমীক্ষক)—এখন দেখুন! কুরাণ ঈশ্বরকৃত হইলে ঈশ্বর কুরাণের

নামে শপথ করিবেন কেন? নবী খোদার প্রেরিত হইলে পালিত পুত্রের স্ত্রীর প্রতি মোহাসক্ত হইবেন কেন? কুরাণ-বিশ্বাসী মাত্রকেই সরলমার্গগামী বলা নিরর্থক; কারণ যে পথে সত্যবিশ্বাস, সত্যবাদিতা, সত্যানুষ্ঠান, পক্ষপাত-রহিত ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ প্রভৃতি আছে, তাহাই সরল পথ। ইহার বিপরীত পথ পরিত্যাজ্য। কুরাণে মুসলমানদের মধ্যে কিংবা মুসলমানদের খুদার আচরণে এমন স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি মহম্মদ সাহেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হইতেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্ এবং গুণবান্ হইতেন। অতএব কুলবিক্রয়কারিণী যেমন নিজের কুলকে টক বলে না, ইহাও সেইরূপ আত্মপ্রশংসা ॥ ১৩০ ॥

১৩১। যখন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন সকলে সহসা কবর হইতে উত্থিত হইয়া তাহাদের প্রভুর নিকট ধাবমান হইবে। তাহাদের চরণ তাহাদের কর্ম্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিবে। তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত আর কিছুই নাই। যখন তিনি কিছু উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন বলেন, "হইয়া যাও" তখন তাহা হইয়া যায়। মং ৫। সিং ২৩। সূং ৩৬। আং ৫১।৬৫।৮২॥

(সমীক্ষক)—এখন এই সকল অর্থশূন্য কথা শুনুন! চরণ কি কখনও সাক্ষ্যদান করিতে পারে? সে সময়ে আজ্ঞাদাতা খুদা ব্যতীত অন্য কে ছিল? কাহাকে আজ্ঞা দেওয়া হইল? কে শুনিল? কিই বা হইয়া গেল! যদি না ছিল তবে ইহা মিথ্যা এবং যদি ছিল তাহা হইলে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না এবং ঈশ্বর সকল পদার্থের সৃষ্টিকর্তা, এইরূপ যে বলা হইয়াছে তাহা মিথ্যা ॥ ১৩১ ॥

১৩২। তাহাদিগকে বিশুদ্ধ, শ্বেতবর্ণ এবং মদ্যপায়ীর আনন্দজনক মদ্যপূর্ণ পাত্র হইতে মদ্য পরিবেশন করা হইবে। তাহাদের নিকটে আবৃত অণ্ডসদৃশী, চারুনয়না এবং অবনতমুখী রমণীগণ বসিয়া থাকিবে। আমরা কি মরিব না? লূত নিশ্চয় পয়গম্বরদিগের মধ্যে অন্যতম ***আমি তাহাকে এবং তাহার পরিবারস্থ সকলকে মুক্তিদান করি; কিন্তু পশ্চাদ্‌বর্ত্তীদিগের মধ্যে এক বৃদ্ধা ছিল। অতঃপর আমি অপর সকলকে বিনাশ করি। মং ৬। সিং ২৩। সূং ৩৭। আং ৪৫।৪৬।৪৮।৫৯।১৩৩।১৩৪ ১৩৫।১৩৬ ॥

(সমীক্ষক)—আচ্ছা, বলুন দেখি! এস্থানে মুসলমান মতে মদ্য জঘন্য পদার্থ কিন্তু মুসলমানদের স্বর্গে মদ্যের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহার কারণ কি? অবশ্য এস্থানে যে মুসলমানদিগকে মদ্যপান হইতে বিরত

করা হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু এখানকার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের স্বর্গেও অনেক কুৎসিৎ ব্যাপার আছে! বোধ হয় স্বর্গে স্ত্রীলোকেদের জন্য কাহারও চিত্ত স্থির থাকে না এবং কঠিন রোগও হয়। স্বর্গবাসিগণ শরীরধারী হইলে নিশ্চয় মৃত্যুগ্রস্ত হইবে; শরীরধারী না হইলে ভোগবিলাসও করিতে পারিবে না সুতরাং তাহাদের স্বর্গে যাওয়াও বৃথা হইবে। যদি লূতকে পয়গম্বর মানেন তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধে বাইবেলে যে লিখিত আছে তাঁহার কন্যারা তাঁহার সহিত সমাগম করিয়া দুইটি সন্তান উৎপন্ন করিয়াছিল, তাহা বিশ্বাস করেন কি? যদি বিশ্বাস করেন, তবে তাদৃশ ব্যক্তিকে পয়গম্বর মানা বৃথা। যদি খুদা এ হেন লোক এবং তাহাদের সহযোগীদিগকে মুক্তিদান করেন, তাহা হইলে তিনিও তাহাদেরই সদৃশ। যে খুদা বৃদ্ধার ন্যায় কাহিনী বলেন এবং পক্ষপাত করিয়া অপরকে বধ করেন, তিনি কখনও যথার্থ ঈশ্বর হইতে পারেন না। এমন খুদা কেবল মুসলমানদের গৃহেই থাকিতে পারেন, অন্যত্র নহে ॥ ১৩২ ॥

১৩৩। তাহাদের চিরবাসের জন্য স্বর্গ উন্মুক্ত রহিয়াছে। তাহারা তাকিয়া লইয়া উপবেশন করিবে; তাহাদের জন্য ফল এবং পানীয় সামগ্রী আনীত হইবে এবং আনতনয়না ও সমবয়স্কা রমণীগণ তাহাদের নিকটে অবস্থান করিবে।*** ফেরিস্তাগণ সকলেই প্রণিপাত করিল; কিন্তু শয়তান প্রণাম করিতে স্বীকৃত হইল না। সে কাফিরদের মধ্যে একজন ছিল এবং আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করিল। ঈশ্বর তাহাকে বলিলেন "ওহে শয়তান! আমি যাহাকে দুই হস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছি, তাহাকে প্রণিপাত করিতে তোমার আপত্তি কি? তুমি কি বৃথা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়াছ; তুমি কি উচ্চপদস্থদিগের মধ্যে একজন যে, এইরূপ অহঙ্কার করিলে"? শয়তান বলিল, "তুমি আমাকে অগ্নি হইতে কিন্তু তাহাকে মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মাণ করিয়াছ; আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"। ঈশ্বর বলিলেন, "তুমি এই স্বর্গধাম হইতে দূর হও; নিশ্চয়, তুমি বিতাড়িত হইলে। নিশ্চয়, শেষ বিচারের দিন তোমার উপর আমার অভিসম্পাত রহিল"। শয়তান বলিল "প্রভো! মৃতদিগের পুনরুত্থানের দিন পর্য্যন্ত আমার সম্বন্ধে শৈথিল্য প্রদর্শন করুন"। ঈশ্বর বলিলেন "নিশ্চয় যাহাদের সম্বন্ধে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হইবে, তুমি তাহাদের অন্যতম"। শয়তান বলিল, "আমি তোমার নামে শপথ করিতেছি, নিশ্চয় আমি সকলকে পথভ্রষ্ট করিব"। মং ৬। সি° ২৩। সূ° ৩৮। আ° ৪৩। ৪৪।৪৫।৬৭—৭২ ॥

(সমীক্ষক)—যদি কুরাণের বর্ণনানুসারে স্বর্গে উদ্যান, কুঞ্জ, নদী এবং

বাসগৃহাদি থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল চিরকাল ছিল না এবং চিরকাল থাকিতেও পারে না। কারণ, সংযোগজ পদার্থের সংযোগের পূর্ব্বে এবং ভাবী বিয়োগের অন্তে থাকা অসম্ভব। যদি স্বর্গই চিরকাল না থাকে, তবে স্বর্গবাসিগণ কিরূপে থাকিবে? কুরাণে লিখিত আছে যে, স্বর্গে গদী, উপাধান, ফল এবং পানীয় সামগ্রী পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, যে সময়ে মুসলমান মত প্রবর্ত্তিত হয়, সে সময়ে আরবদেশ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল না। এই নিমিত্ত মহম্মদ সাহেব তাকিয়া প্রভৃতির কথা শুনাইয়া দরিদ্রদিগকে স্বমতে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। যে স্থানে স্ত্রীলোক থাকে, সেস্থানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ হইতে পারে না। বিশেষতঃ, স্বর্গে এই স্ত্রীলোকেরা কোথা হইতে আসে? তাহারা কি চির-স্বর্গবাসিনী, কিংবা স্থানান্তর হইতে আগতা? স্থানান্তর হইতে আগতা হইলে, নিশ্চয় আবার চলিয়া যাইবে। কিন্তু চির-স্বর্গবাসিনী হইলে, শেষবিচারের দিনের পূর্ব্বে তাহারা কি করিতেছিল? আবার খুদার তেজস্বিতা দেখুন! ফেরিস্তাগণ সকলেই তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া আদম সাহেবকে প্রণিপাত করিলেন; কিন্তু শয়তান তাঁহার আদেশ পালন করিল না। খুদা তাহাকে বলিলেন, "আমি আমার দুই হস্তে তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছি; তুমি অহঙ্কার করিও না। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, কুরাণের খুদা হস্তদ্বয়বিশিষ্ট মনুষ্যবিশেষ; অতএব তিনি কখনও সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন না। শয়তান যথার্থই বলিয়াছিল, "আমি আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" তাহাতে খুদা ক্রুদ্ধ হইলেন কেন? খুদার গৃহ কি কেবল আকাশেই আছে, পৃথিবীতে নাই? তাহা হইলে পূর্ব্বে কাবাকে (মক্কার মস্‌জিদ্) ঈশ্বরের গৃহ বলা হইল কেন? পুনশ্চ পরমেশ্বর নিজেকে কিরূপে সৃষ্টি হইতে পৃথক করিলেন? সমস্ত সৃষ্টি ত তাঁহারই। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কুরাণের খুদা কেবল স্বর্গেরই অধীশ্বর। আবার খুদা শয়তানকে ধিক্কার দিয়া বন্দী করিলেন। শয়তান বলিল, "প্রভো! আমাকে প্রলয়ের দিন পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিন।" খুদা তোষামদে বশীভূত হইয়া প্রলয়ের দিন পর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। শয়তান মুক্তি পাইয়া খুদাকে বলিল, "আমি এখন মনুষ্যদিগকে অত্যন্ত বিভ্রান্ত করিব এবং বিপ্লব বাধাইব।" তখন খুদা বলিলেন, "তুমি যাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিবে, আমি তাহাদিগকে তোমার সহিত নরকে প্রেরণ করিব।" এখন সুধীগণ বিচার করুন যে, খুদাই কি শয়তানকে বিভ্রান্ত করেন কিংবা শয়তান নিজে-নিজেই বিভ্রান্ত হয়? যদি খুদাই বিভ্রান্ত করেন, তবে নিশ্চয় তিনি শয়তানের

শয়তান। যদি শয়তান নিজে নিজেই বিভ্রান্ত হয়, তবে সকল জীবই নিজে নিজে বিভ্রান্ত হইতে পারে; শয়তানের কোন প্রয়োজন থাকে না। খুদা এই বিদ্রোহী শয়তানকে মুক্তিদান করায় জানা যাইতেছে যে, তিনি পাপকার্য্যে শয়তানের সহযোগী। যে ব্যক্তি স্বয়ং চুরি করাইয়া তজ্জন্য অপরকে দণ্ড দেয়, তাহার অন্যায়ের সীমা নাই ॥ ১৩৩ ॥

১৩৪। আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করেন, তিনি নিশ্চয় ক্ষমাকারী এবং দয়ালু। শেষ বিচারের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁহার মুষ্টির ভিতর এবং আকাশ তাঁহার দক্ষিণ হস্তে জড়ান থাকিবে। প্রভুর আলোকে সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হইবে। কর্ম্মপত্র রাখা হইবে এবং পয়গম্বর ও সাক্ষীদিগের উপস্থিতিতে বিচার ও মীমাংসা হইবে। মং ৬। সিং ২৪। সূং ৩৯। আং ৫৩। ৬৭। ৬৯॥

(সমীক্ষক)—যদি খুদা সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তিনি সমগ্র সংসারকে পাপে নিমগ্ন করেন এবং তিনি নির্দ্দয়। কারণ কোন দুর্বৃত্তকে দয়া ও ক্ষমা করিলে সে অধিকতর দুর্বৃত্ত হইয়া বহু ধর্ম্মাত্মার দুঃখের কারণ হইবে। কিঞ্চিন্মাত্র অপরাধও ক্ষমা করা হইলে সমস্ত জগৎ অপরাধে পরিপূর্ণ হইবে। পরমেশ্বর কি অগ্নির ন্যায় জ্যোতিঃ বিস্তার করেন? কর্ম্মপত্র কোথায় জমা রাখা হয়? কেই বা তাহা লিখে? যদি খুদা পয়গম্বর এবং সাক্ষীদিগের উপর নির্ভর করিয়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তবে তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন। যদি তিনি ন্যায় বিচার করেন এবং কাহারও প্রতি অন্যায় না করেন, তাহা হইলে অবশ্য তিনি জীবের কর্ম্মানুসারেই করিয়া থাকেন। ঐ কর্ম্ম সকল পূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান জন্মেরও হইতে পারে। তবে আবার ক্ষমা করা, অন্তঃকরণ অবরুদ্ধ করা, শিক্ষাদান না করা, শয়তান দ্বারা বিভ্রান্ত করা এবং ভাবী বিচারাধীন রাখা সর্ব্বতোভাবে ন্যায়বিরুদ্ধ ॥ ১৩৪ ॥

১৩৫। সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর এই পুস্তক প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি পাপ ক্ষমা এবং অনুতাপ স্বীকার করেন। মং ৬ সিং ২৪। সূং ৪১। আং ২। ৩॥

(সমীক্ষক)—আল্লাহের নামে নির্ব্বোধেরা এই পুস্তক মানিয়া লউক, এই উদ্দেশ্যে ইহা বলা হইয়াছে। এই পুস্তকে কিঞ্চিৎ সত্য আছে; অবশিষ্ট সমস্তই অসত্য। কিন্তু যেটুকু সত্য আছে, তাহাও অসত্যের সংমিশ্রণে বিকৃত হইয়া রহিয়াছে। এই নিমিত্ত কুরাণ, কুরাণের খুদা এবং কুরাণ-বিশ্বাসিগণ পাপপ্রবর্ত্তক, পাপকর্ম্মা ও পাপবৃদ্ধিকারী। পাপ ক্ষমা করা ঘোরতর অধর্ম্ম। পাপ ক্ষমা করা হইবে, এই ধারণা বশতঃ মুসলমানেরা পাপ ও উপদ্রব করিতে ভয় পায় না ॥১৩৫॥

১৩৬। তিনি দুই দিনে সপ্ত স্বর্গ নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যেক স্বর্গে তদুপযোগী আজ্ঞা প্রেরণ করিলেন। তাহারা সেস্থানে উপস্থিত হইলে তাহাদের চক্ষু, কর্ণ ও চর্ম্ম তাহাদের কৃত কর্ম্মের সাক্ষ্যদান করিবে। তাহারা তাহাদের চর্ম্মকে বলিবে, "তুমি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছ কেন?" চর্ম্ম বলিবে, "কারণ আল্লাহ্ আমাদের সকলকে ও সব বস্তুকে আহ্বান করিয়াছেন।" নিশ্চয় তিনি মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করেন। মং ৬। সিং ২৪। সূং ৪১। আং ১২। ২০। ২১। ৩৯॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! মুসলমানগণ! তোমরা যে খুদাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া বিশ্বাস কর, তিনি কি দুই দিনে সাত স্বর্গ মাত্র নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইলেন? যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি ত মুহূর্ত্তমধ্যেই সব নির্ম্মাণ করিতে পারেন! ভাল, ঈশ্বর চক্ষু, কর্ণ এবং ত্বক্‌কে জড় পদার্থ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তবে এ সকল কিরূপে সাক্ষ্যদান করিবে? যদি সাক্ষ্যই দিবে, তবে ঐ সকলকে জড়পদার্থ করিবার কারণ কি? ঈশ্বর নিজে পূর্ব্বাপর নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য করেন কেন? আরও বেশী অসত্য এই যে, চর্ম্ম জীবদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে জীবেরা চর্ম্মকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিলে কেন?" চর্ম্ম উত্তর করিল, "ঈশ্বর আমারদ্বারা সাক্ষ্যদান করাইলেন; আমি কি করিব?" ভাল, ইহা কি কখনও সম্ভব? যদি কেহ বলে, "আমি বন্ধ্যার পুত্রের মুখ দেখিয়াছি," তবে জিজ্ঞাস্য হইবে "পুত্র থাকিতে বন্ধ্যা কেন?" বন্ধ্যার পুত্র হওয়াই অসম্ভব। উক্ত বাক্যও এইরূপ মিথ্যা। যদি ঈশ্বর মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করেন, তবে পূর্ব্বে বধ করিবার কারণ কি? ঈশ্বর স্বয়ং মরিতে পারেন কি? যদি পারেন, তবে মরা দোষজনক মনে করার কারণ কি? প্রলয় রাত্রি পর্য্যন্ত জীবগণ কোন মুসলমানের গৃহে অবস্থান করিবে? খুদা জীবগণের সত্বর বিচার না করিয়া, বিনা অপরাধে তাহাদিগকে বিচারাধীন রাখিলেন কেন? এ সকল কার্য্য ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব খর্ব্ব করে। ১৩৬॥

১৩৭। তাঁহার নিকট আকাশ এবং পৃথিবীর চাবি আছে। তিনি ইচ্ছানুসারে কাহারও জন্য খাদ্যভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন, কাহাকেও কষ্ট দেন; তিনি যাহা চাহেন উৎপন্ন করেন, কাহাকেও পুত্র, কাহাকেও কন্যা, কাহাকেও পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন এবং কাহাকেও বন্ধ্যা করেন। এমন শক্তিশালী কেহই নাই যে, ঈশ্বর তাহার সহিত কথোপকথন

করিবেন। কিন্তু, ঈশ্বর হৃদয়ে কিংবা যবনিকার * অন্তরাল হইতে জ্ঞানপ্রকাশ করেন, অথবা বার্ত্তাবাহক ফেরিস্তা প্রেরণ করেন। মং ৬। সি° ২৫। সূ° ৪২। আ° ১২। ৪৯। ৫০। ৫১ ॥

(সমীক্ষক)—বোধ হয় ঈশ্বরের নিকট চাবির ভাণ্ডার পূর্ণ আছে; কেননা তাঁহাকে সকল স্থানের তালা খুলিতে হয়! ইহা বালকের কথা। খুদা কি পাপ পুণ্য বিচার না করিয়া যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ঐশ্বর্য্যশালী, অথবা ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত করেন? তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত অন্যায়কারী। কুরাণ রচয়িতার চাতুর্য্য দেখুন! তদ্দ্বারা স্ত্রীলোকেরাও বিমোহিত হইয়া জালে আবদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। যদি সত্যই ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা তাহাই উৎপন্ন করেন, তাহা হইলে তিনি কি দ্বিতীয় ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে পারেন? না পারিলে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা ব্যাহত হইল। ভাল, খুদা ত মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পুত্র-কন্যা দান করেন, কিন্তু, মোরগ, মৎস্য ও শূকর প্রভৃতি যাহাদের বহু শাবক জন্মে ঐ সকলের দাতা কে? পুনশ্চ, স্ত্রী-পুরুষের সমাগম ব্যতীত পুত্র-কন্যা দেওয়া হয় না কেন? কোন কোন নারীকে স্বেচ্ছায় বন্ধ্যা রাখিয়া দুঃখ দেওয়া হয় কেন? বাহবা! খুদার কেমন তেজস্বিতা দেখুন! তাঁহার সম্মুখে কেহই কথা বলিতে পারে না। কিন্তু তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, যবনিকার অন্তরাল হইতে তাঁহার সহিত কথা বলা যায়, ফেরিস্তাগণ ও পয়গম্বর তাঁহার সহিত কথা বলেন। তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহারা যথেষ্ট স্বার্থসিদ্ধি করেন। খুদা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী হইলে যবনিকার অন্তরাল হইতে কথা বলা কিংবা ডাকযোগে সংবাদ লওয়ার ন্যায় সংবাদ জানা ও লেখা নিরর্থক। যিনি তাহা করেন তিনি খুদাই নহেন, কিন্তু চতুর মনুষ্য বিশেষ। অতএব এই কুরাণ কখনও ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না ॥ ১৩৭ ॥

* এই আয়তের ভাষ্য "তফসীরহুসৈনী" তে লিখিত আছে যে, মহম্মদ সাহেব যবনিকাদ্বয়ের ভিতর হইতে খোদার শব্দ শুনিয়াছিলেন। এক খানি যবনিকা জরীযুক্ত ও অপরখানি শ্বেতমুক্তাযুক্ত ছিল। দুইটি যবনিকার মধ্যবর্ত্তী স্থান অতিক্রম করিতে সত্তর বৎসর লাগিত। সুধীগণের বিবেচ্য এই যে, ইনি কি খুদা না কোন পর্দ্দানশীন মহিলা? এ সকল লোক ঈশ্বরের কি দুর্দ্দশাই না করিয়াছে! কোথায় বেদ-উপনিষদ্ প্রভৃতি সত্যগ্রন্থপ্রতিপাদিত পবিত্র পরমাত্মা, আর কোথায় যবনিকার অন্তরালে কথোপকথনকারী কোরাণের খুদা! বাস্তবিক, অশিক্ষিত আরববাসীরা কোথা হইতে সত্যোপদেশ পাইবে?

১৩৮। ঈশা যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত আগমন করিলেন……… ……। মং ৬। সিং ২৫। সূং ৪৩। আং ৬৩॥

(সমীক্ষক)—ঈশা খুদার প্রেরিত হইলে খুদা ঈশার উপদেশবিরুদ্ধ কুরাণ রচনা করিলেন কেন? নব্য বাইবেল (নিউটেষ্টামেন্ট)ও কুরাণবিরুদ্ধ সুতরাং এই দুইটি পুস্তকের কোনটিই ঈশ্বরকৃত নহে॥ ১৩৮॥

১৩৯। তাহাদিগকে ধৃত করিয়া টানিতে টানিতে নরকে লইয়া যাও; তাহারা সে স্থানে থাকিবে। আমি চারুনয়না ও গৌরবর্ণা নারীদের সহিত তাহাদের বিবাহ দিব। মং ৬। সিং ২৫। সূং ৪৪। আং ৪৭। ৫৪॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! ন্যায়বান্ খুদা প্রাণীদিগকে ধৃত করেন এবং টানিয়া আনেন! মুসলমানদের খুদাই যখন এইরূপ তখন সেই খুদার উপাসকরূপে তাহারা যে অসহায় এবং দুর্ব্বলদিগকে ধৃত করিয়া টানিয়া আনিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আবার খুদা সাংসারিক লোকের ন্যায় বিবাহও দিয়া থাকেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, তিনি মুসলমানদের মধ্যে ঘটকের কার্য্যও করিয়া থাকেন॥ ১৩৯॥

১৪০। তোমরা যখন কাফিরদিগের সম্মুখীন হইবে, তখন তাহাদের জীবন নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের গলায় আঘাত করিতে থাকিবে। তাহাদিগকে কঠোর ভাবে কারারুদ্ধ করিবে। তোমাদের নগরী অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী যে সকল নগরীর অধিবাসিগণ তোমাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিল আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি; কেহই তাহাদিগকে সাহায্যদান করে নাই। ধার্ম্মিকদিগকে যে স্বর্গের প্রতিশ্রুতি দিয়াছি তাহার স্বরূপ এই যে তন্মধ্যে শুদ্ধসলিলা নদী এবং দুগ্ধধারা বহিতেছে, উহার স্বাদ কখনও পরিবর্ত্তিত হয়না। সেস্থানে মদ্যপায়ীদিগের আনন্দের জন্য মদিরার নদী এবং মধুনদী প্রবাহিত হইতেছে। প্রভু স্বর্গবাসীদের জন্য সকল প্রকার ফল দান করিয়াছেন। মং ৬। সিং ২৬। সূং ৪৭। আং ৪। ১৩। ১৫॥

(সমীক্ষক)—এই নিমিত্ত এই কুরাণ, খুদা এবং মুসলমানগণ বিদ্রোহ-সৃষ্টিকারী, সকলের দুঃখের কারণ, স্বার্থপর এবং নির্দ্দয়। কুরাণে যেরূপ লিখিত আছে যদি ভিন্নমতাবলম্বিগণও মুসলমানদের প্রতি তদ্রূপ আচরণ করেন তাহা হইলে মুসলমানদের ব্যবহার তাঁহাদর পক্ষে যেরূপ কষ্টকর তাঁহাদের ব্যবহারও মুসলমানদের পক্ষে তদ্রূপ কষ্টকর হইবে কি না? যাহারা মুহম্মদ সাহেবকে বিতাড়িত করিয়াছিল খুদা তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন;

এইজন্য তিনি নিতান্ত পক্ষপাতী। ভাল, যেস্থানে বিশুদ্ধ জল, দুগ্ধ, মদ্য এবং মধুনদী আছে, সেস্থান কি সংসার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে? দুগ্ধের নদীও কি সম্ভব? দুগ্ধ অল্প সময়ের মধ্যেই বিকৃত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত সুধীগণ কুরাণের মত বিশ্বাস করেন না॥ ১৪০॥

১৪১। যখন আঘাতে পৃথিবী কম্পিত এবং পর্ব্বত সমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া কীটপতঙ্গের ন্যায় উড়িতে থাকিবে তখন কাহারাই বা দক্ষিণ দিকে কাহারাই বা বাম দিকে থাকিবে?…তাহারা সোনার তারে বোনা উপাধনযুক্ত পালঙ্কের উপর মুখোমুখী হইয়া অবস্থান করিবে। বালকগণ মদ্যের পেয়ালা লইয়া তাহাদের নিকট যাতায়াত করিবে। তাহাদের নিকট গ্লাস, ঘটী এবং পেয়ালায় বিশুদ্ধ মদ্য থাকিবে। তাহাতে তাহাদের শিরঃপীড়া হইবে না এবং তাহারা বিরুদ্ধ কথা বলিবেনা। তাহারা ইচ্ছামত ফল এবং পশুপক্ষীর মাংস পাইবে। আবৃত মুক্তার ন্যায় সুনয়না রমণীগণ এবং প্রশস্ত শয্যা তাহাদের জন্য থাকিবে। নিশ্চয় আমি বিশেষভাবে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহাদিগকে কুমারী করিয়াছি। তাহারা সৌভাগ্যবতী ও সমবয়সী।…তোমরা তদ্দ্বারা উদর পূর্ণ করিবে। আমি পতনশীল নক্ষত্রসমূহের নামে শপথ করিতেছি। মং ৭। সি০ ২৭। সূ০ ৫৬। আ০ ৪.৫।৬।৮।৯। ১৫—২৪। ৩৫-৩৭।৫৩।৭৫॥

(সমীক্ষক)—এখন কুরাণরচয়িতার লীলা খেলা দেখুন। পৃথিবী ত ঘুর্ণায়মান রহিয়াছে এবং তখনও থাকিবে। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, কুরাণরচয়িতা পৃথিবীকে স্থির বলিয়াই জানিতেন। আচ্ছা, পর্ব্বতগুলিকেও পক্ষীর ন্যায় উড়াইয়া দেওয়া হইবে? কীট পতঙ্গে পরিণত হইলেও তাহারা সূক্ষ্মশরীরধারী থাকিবে; তাহা হইলে তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হইবেনা কেন? বাহবা! খুদা শরীরধারী না হইলে তাঁহার দক্ষিণ এবং বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান হওয়া কিরূপে সম্ভব? যদি সেস্থানে সোনার তারে বোনা পালঙ্ক থাকে তাহা হইলে সেখানে সূত্রধর এবং স্বর্ণকারও আছে! বোধ হয় ছারপোকাও দংশন করে এবং রাত্রিকালে স্বর্গবাসীদের নিদ্রারও ব্যাঘাত করে! স্বর্গবাসীরা কি উপাধানে হেলান দিয়া নিশ্চেষ্টভাবে কাল যাপন করে না কোন কার্য্যে নিযুক্ত আছে? কেবল বসিয়া থাকিলে অন্ন পরিপাক না হওয়ায় তাহারা বোধ হয় রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। যদি সেস্থানে কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে বোধহয় তাহাদিগকে সেখানের শ্রমজীবীর ন্যায় পরিশ্রম করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়! তাহা হইলে পৃথিবীর তুলনায় স্বর্গের বিশেষত্ব কি? অবশ্য কিছুই নাই। যদি ঐসকল বালক চিরকাল

স্বর্গে বাস করে তাহা হইলে তাহাদের মাতাপিতা, শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি সেস্থানে থাকে। তাহা হইলে সেস্থানে বৃহৎ নগরের ন্যায় জনসমাগম আছে, সুতরাং মলমূত্রাদি অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হওয়ায় অনেকে রোগাক্রান্তও হইয়া থাকে। পুনশ্চ, সেস্থলে লোকেরা ফল ভক্ষণ করে, গ্লাসে জল এবং পেয়ালায় মদ্যপান করে, তাহাতে কাহারও শিরঃপীড়া হয় না বা কেহই বিরুদ্ধ কথা বলে না। ফল এবং পশু-পক্ষীর মাংসও যথেষ্ট পরিমাণে ভক্ষণ করায় সেস্থানে নানা দুঃখ। অস্থিসমূহ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ থাকে; তদ্ব্যতীত সেস্থানে কসাইদের দোকানও হয় ত চলে। বাহবা, কি চমৎকার স্বর্গ, ইহার আর কত প্রশংসা করা যাইবে? এই স্বর্গ ত আরবদেশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইতেছে। আর স্বর্গবাসীরা মাংস-ভক্ষণ ও মদ্যপান করিয়া উন্মত্ত হইয়া যায়, এই নিমিত্ত তাহাদের জন্য সুন্দরী স্ত্রীলোক এবং বালকদেরও প্রয়োজন হয়, নতুবা মাতালদের মস্তিষ্কের উত্তাপ এতদূর বৃদ্ধি পাইবে যে, তাহারা একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িবে। সে স্থানে বহু স্ত্রী-পুরুষের শয়ন-উপবেশনের জন্য বহু সংখ্যক প্রশস্ত শয্যারও প্রয়োজন হইয়া থাকে। যদি ঈশ্বর স্বর্গে কুমারদিগকে উৎপন্ন করেন, তাহা হইলে কুমারীদিগকেও নিশ্চয় উৎপন্ন করেন। ভাল, খুদা লিখিয়াছেন যে, যাহারা পৃথিবী হইতে আশা লইয়া স্বর্গে যাইবে, কুমারীদের সহিত তাহাদের বিবাহ হইবে, কিন্তু, চিরস্বর্গবাসী কুমারদের কাহাদের সহিত বিবাহ হইবে, তাহা লিখিত হয় নাই। তবে কি তাহারাও কুমারীদিগের ন্যায় স্বর্গভোগাভিলাষীদের হস্তে সমর্পিত হইবে? এ বিষয়েও কোন ব্যবস্থা লিখিত হয় নাই। ঈশ্বর এত গুরুতর ভ্রমে পতিত হইলেন কেন? আবার, সমবয়সী সৌভাগ্যবতী স্ত্রীলোকদের পতি লাভ করিয়া স্বর্গে বাস করার ব্যবস্থাও যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই। কারণ, স্ত্রী অপেক্ষা পতির বয়স দ্বিগুণ কিংবা আড়াই গুণ হওয়া উচিত। এই ত মুসলমানদের স্বর্গের বিবরণ! নরকবাসীদের সম্পর্কে লিখিত আছে যে, তাহারা "থোহড়" (একজাতীয় কণ্টকবৃক্ষ) বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া উদর পূর্ণ করিবে। তাহা হইলে নরকে কণ্টকবৃক্ষও আছে এবং উহার কণ্টক জীবদিগকে বিদ্ধও করে। নরকবাসিদিগকে উষ্ণ জল পান করিতে হয়, এ সকলও দুঃখজনক। সচরাচর মিথ্যাবাদীরাই শপথ করিয়া থাকে, সত্যবাদীরা কখনও শপথ করে না। যদি খুদাও শপথ করেন, তাহা হইলে তিনিও মিথ্যাবাদী হইতে পৃথক নহেন ॥ ১৪১ ॥

১৪২। নিশ্চয়, যে সকল লোক আল্লাহের পথে যুদ্ধ করে, তাহারাই তাঁহার প্রিয়পাত্র। মং ৭। সিং ২৮। পুং ৬১। আং ৪॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! যথার্থই বটে, যে খুদা এইরূপ উপদেশ দ্বারা হতভাগ্য আরববাসীদিগকে সকলের সহিত কলহ বিবাদে লিপ্ত ও শত্রুভাবাপন্ন করিয়া দুঃখে নিপতিত করিয়াছেন এবং যে ঈশ্বর সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের পতাকা ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া যুদ্ধবিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাকে কোন বুদ্ধিমান্ মনুষ্য ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না। যিনি মানবজাতির মধ্যে বিবাদ বৃদ্ধি করেন, তিনি সকলের দুঃখের কারণ॥ ১৪২॥

১৪৩। হে নবী! খুদা যাহা তোমার জন্য "হালাল" (বৈধ) করিয়াছেন, তুমি তোমার পত্নীদের প্রসন্নতার জন্য তাহা "হারাম" (নিষিদ্ধ) করিতেছ কেন? আল্লাহ্ ক্ষমাকারী এবং দয়ালু।......পয়গম্বর তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার প্রভু তাঁহাকে তোমাদের পরিবর্ত্তে তোমাদের অপেক্ষা মহীয়সী, মুসলমানধর্ম্ম বিশ্বাসিনী, সেবাপরায়ণা, অনুতপ্তা, রোজাপালনকারিণী, ভক্তিমতী, পুরুষস্পর্শ্যা অথবা অপুরুষস্পর্শ্যা স্ত্রী প্রদান করিবেন। মং ৭। সিং ২৮। সূং ৬৬। আং ১। ৫॥

(সমীক্ষক)—এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিলে ঈশ্বরকে মহম্মদ সাহেবের অন্তঃপুরের এবং বাহিরের ব্যবস্থাকারী ভৃত্যস্বরূপ মনে হইবে। প্রথম আয়ত সম্বন্ধে দুইটি আখ্যায়িকা আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, মহম্মদ সাহেবের মধুর সরবৎ অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁহার কয়েক স্ত্রীর মধ্যে এক স্ত্রীর গৃহে সরবৎ পান করিতে বিলম্ব হওয়ায় অপর স্ত্রীদের পক্ষে তাহা অসহ্য হইল। তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিবার পর মহম্মদ সাহেব শপথ করিলেন যে, তিনি আর কখনও মধুর সরবৎ পান করিবেন না। দ্বিতীয় আখ্যায়িকা এই যে, তাঁহার কয়েক স্ত্রীর মধ্যে একদিন এক স্ত্রীর পালা ছিল। রাত্রিকালে মহম্মদ সাহেব তাঁহার নিকট গমন করেন; কিন্তু তিনি তখন গৃহে ছিলেন না, পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। মহম্মদ সাহেব একজন দাসীকে ডাকিয়া পবিত্র করিলেন! এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার সেই স্ত্রী দুঃখিতা হইলেন। তাহাতে মহম্মদ সাহেব শপথ করিলেন যে, তিনি আর কখনও তেমন কার্য্য করিবেন না এবং সে বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে তাঁহার স্ত্রীকে নিষেধ করিলেন। তাঁহার স্ত্রী স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু পরে তাহা অন্য স্ত্রীদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেন। এ উপলক্ষে খুদা এই আয়তের অবতারণ করেন,—"আমি যে বস্তু তোমার

জন্য বৈধ করিয়াছি, তুমি তাহা অবৈধ করিতেছ কেন ?" সুধীগণ বিচার করুন, খুদা কি কোথায়ও কাহারও পারিবারিক ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেন ? এ সকল ঘটনার মধ্যে মহম্মদ সাহেবের আচরণ জানা যাইতেছে। যাঁহার অনেক স্ত্রী, তিনি কিরূপে ভগবদ্ভক্ত অথবা পয়গম্বর হইতে পারেন ? যিনি পক্ষপাত পূর্ব্বক এক স্ত্রীর অসম্মান এবং অপর স্ত্রীর সম্মান করেন, তিনি পক্ষপাতী এবং অধার্ম্মিক নহেন কেন ? যিনি বহু পত্নীতেও সন্তুষ্ট না হইয়া দাসীর প্রতি আসক্ত হন, তাঁহার লজ্জা, ভয় এবং ধর্ম্ম কোথায় ? কেহ বলিয়াছেন ঃ—

কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা ॥

কামাতুর ব্যক্তির পাপানুষ্ঠানে ভয় অথবা লজ্জা থাকে না। মুসলমানদের খুদা যেন পয়গম্বর সাহেব এবং তাঁহার পত্নীদের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য মধ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছেন ! এখন সুধীগণ চিন্তা করিয়া দেখুন যে, এই কুরাণ কি ঈশ্বরকৃত, কিংবা কোন বিদ্বান্, কিংবা কোন অজ্ঞান ও স্বার্থপরের রচিত। দ্বিতীয় আয়ত হইতে স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, মহম্মদ সাহেবের কোন পত্নী তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে খুদা তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য এই আয়তের অবতারণ করেন ;—"তুমি যদি গোলযোগ কর, আর মহম্মদ সাহেব তোমাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার খুদা তাঁহাকে তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টা অপুরুষস্পর্শ্যা পত্নীদান করিবেন।" যাঁহার কিঞ্চিৎ বুদ্ধি আছে, তিনি অবশ্য বুঝিতে পারেন যে, ইহা ঈশ্বরের না স্বার্থপর মনুষ্যের কার্য্য। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, খুদা কিছুই বলিতেন না ; কিন্তু মহম্মদ সাহেব নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, দেশ-কাল বুঝিয়া খুদার পক্ষ হইতে সমস্ত বলিয়া দিতেন। যাঁহারা বলেন যে ইহা ঈশ্বরের কার্য্য, তাঁহাদিগকে আমরা কেন, যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বলিবেন যে, খুদা যেন নাপিত সাজিয়া মহম্মদ সাহেবের বিবাহের জন্য ঘটকালি করিয়া বেড়াইতেন ॥ ১৪৩ ॥

১৪৪। হে নবী! কাফিরদের সহিত সংগ্রাম কর এবং গুপ্ত শত্রুদের প্রতি কঠোর ব্যবহার কর। মং ৭। সিং ২৮। সূং ৬৬। আং ৯ ॥

(সমীক্ষক)—মুসলমানদের খুদার কাণ্ড দেখুন! তিনি ভিন্নমতাবলম্বীদের সহিত বিবাদ করিবার জন্য পয়গম্বরকে এবং মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন। এই নিমিত্ত মুসলমানগণ সর্ব্বদা কলহ-বিবাদে লিপ্ত থাকে।

পরমাত্মা তাহাদের প্রতি কৃপা করুন যেন তাহারা উপদ্রব পরিত্যাগ করিয়া সকলের সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করে ॥ ১৪৪ ॥

১৪৫। সে দিন আকাশ বিদীর্ণ ও শিথিল হইবে। স্বর্গীয় দূতগণ একপার্শ্বে অবস্থান করিবেন। সে দিন আট জন দূত প্রভুর সিংহাসন উত্তোলন করিবেন; তোমরা সম্মুখে আনীত হইবে এবং কোন গুপ্ত বিষয় গোপন থাকিবে না। যাহার দক্ষিণ হস্তে কর্ম্মপত্র দেওয়া হইবে, সে বলিবে, "আমার কর্ম্মপত্র পাঠ কর;" কিন্তু যাহার বাম হস্তে কর্ম্মপত্র দেওয়া হইবে, সে বলিবে, "হায়! হায়! আমাকে এই কর্ম্মপত্র না দিলেই ভাল হইত! মং ৭। সি০ ২৯। সূ০ ৬৯। আ০ ১৬।১৭।১৮।১৯ ২৫॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! ফিলজফি! কি ন্যায় শাস্ত্র! ভাল, আকাশ কি কখনও বিদীর্ণ হইতে পারে? আকাশ কি বস্ত্রতুল্য যে বিদীর্ণ হইবে? যদি ঊর্দ্ধলোককে আকাশ বলা হইয়া থাকে, তবে তাহা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। কুরাণের খুদা যে শরীরধারী, এ বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ রহিল না। কারণ, সিংহাসনে উপবেশন করা এবং আট জন বাহকদ্বারা সিংহাসন উত্থাপন করান মূর্ত্তিমানেরই কার্য্য। সম্মুখে এবং পশ্চাতে যাতায়াত করাও মূর্ত্তিমানের পক্ষেই সম্ভব। খুদা মূর্ত্তিমান্ হইলে একদেশী; আবার একদেশী হইলে তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন এবং জীবদিগের সব কর্ম্মও কখনও জানিতে পারেন না। পুণ্যাত্মাদিগকে দক্ষিণ হস্তে কর্ম্মপত্র দেওয়া, তাহা পাঠ করান এবং তাহাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করা; পাপাত্মাদিগকে বামহস্তে কর্ম্মপত্র দেওয়া, তাহাদিগকে নরকে প্রেরণ করা এবং কর্ম্মপত্র পাঠ করিয়া ন্যায়বিচার করা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়! ভাল, ইহা কি সর্ব্বজ্ঞের কার্য্য হইতে পারে? কখনও নহে। এ সকল শিশুর ক্রীড়া মাত্র ॥ ১৪৫ ॥

১৪৬। সেদিন ফেরিস্তাগণ ও আত্মাসমূহ তাঁহার দিকে উত্তরণ করিবে। সে দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ সহস্র বৎসর। যখন (জীবগণ) কবর হইতে নির্গত হইয়া দৌড়াইতে থাকিবে, তখন মনে হইবে যেন তাহারা কোন মূর্ত্তি অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। মং ৭। সি০ ২৯। সূ০ ৭০। আ০ ৪।৪২॥

(সমীক্ষক)—দিন পঞ্চাশ সহস্র বৎসরের হইলে রাত্রিও পঞ্চাশ সহস্র বৎসরের হইবে না কেন? এত দীর্ঘ রাত্রি না হইলে এত দীর্ঘ দিন কখনও হইতে পারে না। এই পঞ্চাশ সহস্র বৎসর ধরিয়া খুদা, ফেরিস্তাগণ এবং কর্ম্মপত্রধারী জীবগণ কি বসিয়া, দাঁড়াইয়া অথবা অন্য কোনরূপে জাগিয়া

থাকিবে? তাহা হইলে সকলে রোগাক্রান্ত হইয়া পুনরায় মরিয়া যাইবে। জীবগণ কি কবর হইতে নির্গত হইয়া ঈশ্বরের আদালতের দিকে ধাবমান হইবে? কবরের মধ্যে অবস্থান কালে তাহারা কিরূপে সমন প্রাপ্ত হয়? দুর্ভাগা পাপাত্মা ও পুণ্যাত্মাদিগকে এতকাল কবরের মধ্যে বিচারাধীন বন্দী করিয়া রাখা হইল কেন? আজকাল বোধ হয় খুদার আদালত বন্ধ আছে এবং খুদার সহিত ফেরিস্তাগণও নিষ্কর্ম্মা রহিয়াছেন! নতুবা তাঁহারা কি করিতেছেন? হয়ত স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট আছেন; নতুবা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, ঘুমাইতেছেন, নাচ-তামাসা দেখিয়া বিলাস-বিশ্রাম সম্ভোগ করিতেছেন। এমন অজ্ঞানান্ধকার আর কোন রাজ্যে নাই! বন্য মনুষ্য ভিন্ন কে আর এ সকল কথা বিশ্বাস করিবে? ১৪৬॥

১৪৭। নিশ্চয়, তিনি তোমাদিগকে নানারূপে উৎপন্ন করিয়াছেন। তোমরা কি দেখ নাই, ঈশ্বর কিরূপে উপর্য্যুপরি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে চন্দ্রকে আলোকদাতা এবং সূর্য্যকে প্রদীপ করিয়াছেন? মং ৭। সিং ২৯। সূং ৭১। আং ১৪।১৫।১৬॥

(সমীক্ষক)—ঈশ্বর জীবদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকিলে তাহারা কখনও অমর ও নিত্য হইতে পারে না। উৎপন্ন বস্তু নিশ্চয় বিনাশপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং সৃষ্ট জীব কিরূপে অনন্তকাল স্বর্গে বাস করিবে? আকাশ নিরাকার এবং বিভু; সুতরাং আকাশকে কিরূপে উপর্য্যুপরি নির্ম্মাণ করা হইল? অন্য কোন পদার্থেরও আকাশ নাম রাখা বৃথা। এক আকাশের উপর অন্য আকাশ উপর্য্যুপরি নির্ম্মিত হইয়া থাকিলে আকাশদ্বয়ের মধ্যস্থলে চন্দ্র সূর্য্য থাকিতে পারে না। কারণ চন্দ্র সূর্য্য মধ্যস্থলে রাখিলে উপরের একাংশ ও নিম্নের একাংশ আলোকিত হইবে; কিন্তু দ্বিতীয় আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বত্র অন্ধকার থাকিবে। কিন্তু এইরূপ দেখা যায় না; সুতরাং ইহা সর্ব্বতোভাবে মিথ্যা॥ ১৪৭॥

১৪৮। এ সকল মসৃজিদ্ আল্লাহের জন্য; অতএব আল্লাহের সহিত অপর কাহাকেও আহ্বান করিও না। মং ৭। সিং ২৯। সূং ৭২। আং ১৮॥

(সমীক্ষক)—এই উপদেশ সত্য হইলে মুসলমানগণ "লাইলাহ ইলিল্লাঃ মহম্মদরূরসূলল্লাঃ"—এই কল্মায় খুদার সহযোগীরূপে মহম্মদ সাহেবকে আহ্বান করে কেন? ইহা কুরাণবিরুদ্ধ। যদি বলা হয় যে তাহা নহে, তবে কুরাণের বাক্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়। যদি মসৃজিদ্ খুদার গৃহ হয়, তবে মুসলমানেরাও মহা পৌত্তলিক। কারণ যদি ক্ষুদ্র মূর্ত্তিকে ঈশ্বরের গৃহ বলিয়া বিশ্বাস করায়

পৌরাণিক ও জৈনদিগকে পৌত্তলিক বলা হয়, তাহা হইলে মুসলমানদিগকেও পৌত্তলিক বলা হইবে না কেন ? ১৪৮ ॥

১৪৯। সূর্য্য ও চন্দ্র একত্র করা হইবে। মং ৭। সি০ ২৯। সূ০ ৭৫। আ০ ৯॥

(সমীক্ষক)—ভাল, চন্দ্র ও সূর্য্য কি কখনও একত্র হইতে পারে? দেখুন! ইহা কিরূপ নির্বোধের কথা। চন্দ্র ও সূর্য্য একত্র করিবার কি প্রয়োজন ছিল ? অন্যান্য লোকসমূহ একত্র না করার পক্ষে যুক্তি কি? ঈশ্বর কি এমন এমন অসম্ভব কথা বলিতে পারেন? এ সকল বিদ্বানের কথা নহে, কিন্তু মূর্খের কথা ॥ ১৪৯ ॥

১৫০। চিরস্বর্গবাসী বালকগণ তাহাদের নিকট যাতায়াত করিবে। সেই বালকদিগকে দেখিলে তোমার মনে হইবে যেন মুক্তাবলী বিকীর্ণ রহিয়াছে। তাহাদিগকে রজত কঙ্কনদ্বারা ভূষিত করা হইবে এবং তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে পবিত্র মদিরাপান করাইবেন। মং ৭। সি০ ২৯। সূ০ ৭৬। আ০ ১৯। ২১॥

(সমীক্ষক)—কেন মহাশয়! সে স্থানে মুক্তাবর্ণ বালকদিগকে রাখিবার প্রয়োজন কি? যুবকেরা বা স্ত্রীলোকেরা কি তাহাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারে না? দুষ্টপ্রকৃতি লোকেরা যে বালকদের সহিত অস্বাভাবিক পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয়, তাহার মূলে কুরাণের এই বচন থাকা কি আশ্চর্য্যের বিষয়? স্বর্গে প্রভু ও সেবকভাব, প্রভুর সুখ ও সেবকের শ্রমক্লেশ এই পক্ষপাত কেন? আবার খুদাই যদি তাহাদিগকে মদ্যপান করান, তবে তিনিও তাহাদের সেবকতুল্য! তাহা হইলে খুদার মহত্ত্ব কি রহিল? স্বর্গে স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গ, গর্ভস্থিতি এবং সন্তানোৎপত্তি হয় কি না? না হইলে ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ বৃথা হইবে এবং হইলে ঐ সকল জীব কোথা হইতে আসে? খুদার সেবা ব্যতীত তাহারা স্বর্গে কিরূপে জন্মগ্রহণ করে? যদি জন্মে তাহা হইলে ধর্ম্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরভক্তি ব্যতীতও তাহারা অনায়াসে স্বর্গলাভ করে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্মবিশ্বাস বলে এবং কেহ কেহ তদ্ব্যতীতও স্বর্গসুখ লাভ করে। ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কি হইবে? ১৫০॥

১৫১। কর্ম্মানুসারে ফল দেওয়া হইবে। পানপাত্র পূর্ণ আছে। সেই দিন স্বর্গীয় দূতগণ এবং "রূহ" শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে। মং ৭। সি০ ৩০। সূ০ ৭৮। আ০ ২৬। ৩৪। ৩৮॥

(সমীক্ষক)—কর্ম্মানুসারে ফল দেওয়া হইলে হুর, ফেরিস্তা ও মুক্তার ন্যায় সুন্দর বালকগণ কোন কর্ম্মফলে চির-স্বর্গবাসী হইয়াছে? তাহারা পাত্রপূর্ণ মদ্যপান করিয়া মাদকতা বশতঃ কলহ বিবাদে লিপ্ত হইবে না কেন? এস্থলে রূহ একজন ফেরিস্তা। তিনি ফেরিস্তাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। খুদা কি শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রূহ এবং অন্যান্য ফেরিস্তাদিগের দ্বারা সৈন্যব্যূহ রচনা করিয়া তদ্দারা জীবদিগকে দণ্ডদান করিবেন? তখন খুদা কি দণ্ডায়মান না উপবিষ্ট থাকিবেন? যদি কয়ামতের পূর্ব্বে খুদা তাঁহার সমস্ত সেনা একত্র করিয়া শয়তানকে ধৃত করেন, তবে তাঁহার রাজ্য নিষ্কণ্টক হইতে পারে। ইহারই নাম ঈশ্বরত্ব ॥ ১৫১ ॥

১৫২। তখন সূর্য্যকে ভাঁজ করিয়া গুটাইয়া লওয়া হইবে এবং নক্ষত্র সমূহ মলিন ও পর্ব্বতসমূহ বিচলিত হইবে। তখন আকাশের চর্ম্ম খুলিয়া ফেলা হইবে। মং ৭। সিং ৩০। সূং ৮১। আং ১।২।৩।১১॥

(সমীক্ষক)—গোলাকার সূর্য্যমণ্ডলকে ভাঁজ করিয়া গুটাইয়া লওয়া হইবে বলা মূঢ়তাসূচক। নক্ষত্রসমূহ কিরূপে মলিন হইবে? জড় পর্ব্বত কিরূপে বিচলিত হইবে? আকাশকে কি পশুতুল্য মনে করা হইয়াছে যে উহার চর্ম্ম খুলিয়া ফেলা হইবে? এ সকল উক্তি নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা ও বন্যভাবের পরিচায়ক ॥ ১৫১ ॥

১৫৩। তখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে, নক্ষত্রসমূহ স্খলিত হইবে, সমুদ্র ছিন্ন হইবে এবং কবরগুলিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া উত্থাপিত করা হইবে। মং ৭ সিং ৩০। সূং ৮২। আং ১।২৩৪॥

(সমীক্ষক)—বাহবা! কুরাণ-রচয়িতার কি ফিলজফি! আকাশ কি করিয়া বিদীর্ণ হইবে? নক্ষত্র-সমূহ কিরূপে স্খলিত হইবে? সমুদ্র কি কাষ্ঠ যে ছিন্ন হইবে? কবরগুলি কি মৃত যে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিবে? এ সকল বালকের কথা ॥ ১৫৩ ॥

১৫৪। দুর্গ-প্রাসাদবিশিষ্ট আকাশের নামে শপথ। সেই মহান্ কুরাণ স্বর্গীয় লৌহ পেটিকায় সুরক্ষিত আছে। মং ৭। সিং ৩০। সূং ৮৫। আং ১।২১।২২॥

(সমীক্ষক)—কুরাণ-রচয়িতা ভূগোল কিংবা খগোল কিছুই পাঠ করেন নাই, নতুবা তিনি আকাশকে দুর্গ-প্রাসাদবিশিষ্ট বর্ণন করিবেন কেন? যদি মেষাদি রাশিকে দুর্গপ্রাসাদ বলা হইয়া থাকে, তবে নক্ষত্র-সমূহকেও দুর্গ-প্রাসাদ

বলা হইবে না কেন? বাস্তবিক, ঐ সকল দুর্গ-প্রাসাদ নহে, কিন্তু নক্ষত্র লোক। কুরাণ কি খুদার নিকট আছে? যদি কুরাণ খুদার রচিত হয়, তাহা হইলে খুদাও যুক্তি ও বিজ্ঞান বিরুদ্ধ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে নিমগ্ন রহিয়াছেন ॥ ১৫৪ ॥

১৫৫। নিশ্চয় তাহারা প্রতারণা করে; কারণ তাহারা প্রতারক। আমিও প্রতারণা করি, কারণ আমি প্রতারক। মং ৭। সি° ৩০। সূ° ৮৬। আ° ২৫।২৬॥

(সমীক্ষক)—প্রতারণা করা প্রতারকের কার্য্য। খুদাও কি প্রতারক? চুরির প্রতিশোধ কি চুরি এবং মিথ্যার প্রতিশোধ কি মিথ্যা? কোন ভদ্রলোকের গৃহে চোর চুরি করিলে সেই ভদ্রলোককেও কি চোরের গৃহে চুরি করিতে হইবে? ধন্য কুরাণ রচয়িতা! ১১৫ ॥

১৫৬। যখন তোমার প্রভু এবং স্বর্গীয় দূতগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আগমন করিবেন, তখন সে স্থানে নরকও আনীত হইবে। মং ৭। সি° ৩০। সূ° ৮৯। আ° ২২। ২৩॥

(সমীক্ষক)—বলুন দেখি! মুসলমানদের ঈশ্বর কি পুলিস কর্ম্মচারী অথবা সৈনাধ্যক্ষের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে দলবল লইয়া যাতায়াত করেন? নরক কি কলসীর তুল্য যে উহা যেখানে ইচ্ছা সেখানে লইয়া যাওয়া যাইবে? নরক এত ক্ষুদ্র হইলে তন্মধ্যে অসংখ্য বন্দীর সমাবেশ কিরূপে হইবে? ১৫৬ ॥

১৫৭। খুদার পয়গম্বর তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "খুদার এই উষ্ট্রীকে রক্ষা করিও এবং ইহাকে জলপান করাইও"। কিন্তু পরে তাহারা মিথ্যা এবং প্রতারণা মনে করিয়া সেই উষ্ট্রীর পদচ্ছেদ করিল। তজ্জন্য তাহাদের প্রভু তাহাদের মধ্যে মহামারী প্রেরণ করিলেন। মং ৭। সি° ৩০। সূ° ৯১। আ° ১৩।১৪॥

(সমীক্ষক)—খুদাও কি উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করিয়া চলা ফিরা করিয়া থাকেন? তাহা না হইলে উষ্ট্রী রাখিবার প্রয়োজন কি? খুদা তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কয়ামতের পূর্ব্বে তাহাদের উপর মহামারী প্রেরণ করিলেন কেন? তাহা হইলে, নিশ্চয় তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং শেষ বিচারের দিন, পুনরায় তাহাদের বিচার হওয়া, নিশ্চয় মিথ্যা। উষ্ট্রীর বৃত্তান্ত হইতে অনুমান হয় যে, আরবদেশে উষ্ট্র ব্যতীত অপর কোন ভারবাহী জন্তু কম। অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, কোন আরববাসীই কুরাণের রচয়িতা ॥ ১৫৭ ॥

১৫৮। যদি সে বিরত না হয়, তবে নিশ্চয়, আমরা তাহাদের পাপী ও মিথ্যাবাদী মস্তকের সম্মুখভাগের কেশাকর্ষণ করিব। আমরা নরকের দূতদিগকে ডাকিব। মং ৭। সি° ৩০। সূ° ৯৬। আ° ১৫।১৬ ১৮॥

(সমীক্ষক)—ছেঁচড়াইয়া টানিয়া আনা নীচ চাপরাসীর কার্য্য; তাহা হইতেও খুদা অব্যাহতি পাইলেন না! ভাল, মস্তকও কি কখনও মিথ্যাবাদী ও অপরাধী হইতে পারে? যিনি জেলখানার দারোগার ন্যায় ফেরিস্তাদিগকে ডাকিয়া পাঠান, তিনি কি কখনও জীব না হইয়া খুদা হইতে পারেন? ১৫৮॥

১৫৯। নিশ্চয়, আমি কদরের রাত্রিতে কুরাণ অবতীর্ণ করিয়াছি। কদর রাত্রি কি, তাহা তোমরা কিরূপে জানিবে? সেই রাত্রিতে ফেরিস্তাগণ যাবতীয় কার্য্যের জন্য তাঁহাদের আদেশ লইয়া অবতরণ করেন। মং ৭। সি০ ৩০। সূ০ ৯৭। আ০ ১।২।৪॥

(সমীক্ষক)—যদি একই রাত্রিতে কুরাণের অবতরণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে অমুক আয়তের উক্ত সময়ে শনৈঃ শনৈঃ অবতরণ কিরূপে সত্য হইতে পারে? রাত্রির অন্ধকার হওয়া সম্বন্ধে কি সন্দেহ আছে? পূর্ব্বে আমরা লিখিয়া আসিয়াছি যে, আকাশের উপর নীচ কিছুই নাই। কিন্তু এস্থলে লিখিত আছে যে, স্বর্গীয় দূতগণ এবং পবিত্রাত্মা খুদার আদেশে সংসারের ব্যবস্থা করিবার জন্য আগমন করেন, সুতরাং স্পষ্ট জানা গেল যে, খুদা মনুষ্যবৎ একদেশী।

এ পর্য্যন্ত আমরা কুরাণে খুদা, ফেরিস্তাগণ এবং পয়গম্বর সম্বন্ধে আলোচনা দেখিয়াছি; কিন্তু এখন চতুর্থ এক "পবিত্রাত্মা"র আবির্ভাব হইল! জানি না এই চতুর্থ "পবিত্রাত্মা" কি। অবশ্য খ্রীষ্টান মতে পিতা, পুত্র ও "পবিত্রাত্মা" আছেন। খৃষ্টানদের এই তিন মানিতে গিয়া চতুর্থ আর একটি বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি মুসলমানগণ বলেন যে, তাঁহারা এই তিনটিকে খুদা মানেন না, তবে তাহাই হউক, কিন্তু "পবিত্রাত্মা" পৃথক হওয়ায় খুদা, ফেরিস্তাগণ এবং পয়গম্বরকে পবিত্রাত্মা বলা যাইবে কি না? যদি তাঁহারা পবিত্রাত্মা হন, তাহা হইলে ব্যক্তি বিশেষকে "পবিত্রাত্মা" বলা হইবে কেন? পুনশ্চ খুদা অশ্বাদি পশু, দিন রাত্রি এবং কুরাণ প্রভৃতির শপথ করেন। শপথ করা সৎলোকের কার্য্য নহে।

কুরাণবিষয়ক আলোচনা সুধীগণের নিকট উপস্থিত করা হইল। এখন এই পুস্তক কিরূপ, তাহা তাঁহারাই বিচার করুন। আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলি যে, এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত ত নহেই, কোন বিদ্বানের রচিত জ্ঞানের পুস্তকও নহে। এই পুস্তকের বহু দোষের মধ্যে অল্প কয়েকটি মাত্র প্রকাশ করা হইল। উদ্দেশ্য এই যে, কেহ যেন প্রতারিত হইয়া জীবন নষ্ট না করে। এই পুস্তকে যে কয়েকটি সত্য আছে, ঐ সকল বেদ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের

অনুকূল বলিয়া আমার পক্ষে যেমন স্বীকার্য্য, সেইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ দুরাগ্রহ ও পক্ষপাতরহিত বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান্‌দিগের পক্ষেও স্বীকার্য্য। অবশিষ্ট সমস্ত অবিদ্যা ও ভ্রমজাল ব্যতীত কিছুই নহে। তাহা মানবাত্মাকে পশুতুল্য করিয়া মানবজাতির মধ্যে শান্তিভঙ্গ, উত্তেজনা, উপদ্রব এবং দুঃখ বৃদ্ধি করে। আরও জানিবার বিষয় এই যে, কুরাণ পুনরুক্তি দোষের ভাণ্ডার স্বরূপ। পরমাত্মা সব মনুষ্যের প্রতি কৃপা করুন, যেন তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রীতিশীল হইয়া মিলিতসূত্রে পরস্পরের সুখবৃদ্ধির জন্য যত্নবান্ থাকে। আমি যেমন আত্মপর বিচার এবং পক্ষপাত না করিয়া, বিভিন্ন মত-মতান্তরের দোষ প্রকাশ করিতেছি, বিদ্বানমাত্রেই সেইরূপ করিলে পারস্পরিক বিবাদের অবসান, আনন্দ, মিলন, মতৈক্য এবং সত্যলাভ হইবে।

আশা করি কুরাণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা বুদ্ধিমান্ এবং ধার্ম্মিক পাঠকগণ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া লাভবান হইবেন। যদি ভ্রমবশতঃ কিছু যুক্তিবিরুদ্ধ লেখা হইয়া থাকে, তবে তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন। পরিশেষে একটি কথা এই যে, মুসলমানদের মধ্যে অনেকে বলেন, লিখেন এবং মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করেন যে, তাঁহাদের ধর্ম্মবিষয় অথর্ব্ববেদে লিখিত আছে। ইহার উত্তর এই যে, অথর্ব্ববেদে এ বিষয়ের নাম নিশানও নাই।

(প্রশ্ন)—আপনি কি সমস্ত অথর্ব্ববেদ পাঠ করিয়াছেন? তাহা হইলে অল্লোপনিষৎ দেখুন। তাহাতে এ বিষয় স্পষ্টরূপে লিখিত আছে।

অথাঽল্লোপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥

(এক্ষণে অল্লোপনিষদ্ ব্যাখ্যাত হইবে)

অস্মাল্লাং ইল্লে মিত্রাবরুণা দিব্যানি ধত্তে॥ ইল্ললে বরুণো রাজা পুনর্দ্দদুঃ॥ হয়া মিত্রো ইল্লাং ইল্ললে ইল্লাং বরুণো মিত্রস্তেজস্কামঃ॥ ১॥ হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্র মহাসুরিন্দ্রাঃ॥ অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মাণং অল্লাম্॥ ২॥ অল্লোরসূল মহামদরকবরস্য অল্লো অল্লাম্॥ ৩॥ আদল্লাবূকমেককম্॥ অল্লাবূক নিখাতকম্॥ ৪॥ অল্লো যজ্ঞেন হুতাহুত্বা॥ অল্লা সূর্য্য চন্দ্র সর্ব্ব নক্ষত্রাঃ॥ ৫॥ অল্লা ঋষীণাং সর্ব্বদিব্যাং ইন্দ্রায় পূর্ব্বং মায়া পরমমন্তরিক্ষাঃ॥ ৬॥ অল্লঃ পৃথিব্যা অন্তরিক্ষং বিশ্বরূপম্॥ ৭॥ ইল্লাঁ কবর ইল্লাঁ কবর ইল্লাঁ ইল্ললেতি ইল্ললাঃ॥ ৮॥ ওম্ অল্লাইল্লল্লা অনাদিস্বরূপায় অথর্ব্বণা ইয়ামা হুং হ্রীং জনানপশূনসিদ্ধান্ জলচরান্ অদৃষ্টং

কুরু কুরু ফট্ ॥ ৯ ॥ অসুর সংহারিণী হুং হ্রীং অল্লোরসূল মহমদরকবরস্য অল্লো অল্লাম ইল্লল্লেতি ইল্লল্লাঃ ॥ ১০ ॥

ইত্যল্লোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

ইহাতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, মহম্মদ সাহেব রসূল ; অতএব প্রমাণিত হইল যে, মুসমান-মত বেদমূলক।

(উত্তর)—যদি তুমি অথর্ব্ববেদ পাঠ না করিয়া থাক, তবে আমার নিকট এস এবং আদ্যোপান্ত পাঠ কর ; অথবা যে কোন অথর্ব্ববেদীর নিকট বিংশতিকাণ্ডযুক্ত অথর্ব্ববেদ মন্ত্রসংহিতা পাঠ কর ; কোথায়ও তোমাদের পয়গম্বর সাহেবের নাম বা তাঁহার মতের চিহ্ন দেখিতে পাইবে না। অথর্ব্ববেদ, ইহার গোপথ ব্রাহ্মণ, অথবা ইহার কোন শাখায় অল্লোপনিষদ্ নাই। অনুমান হইতেছে যে, ইহা আকবর শাহের সময়ে কাহারও দ্বারা রচিত হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে যে, ইহার রচয়িতা কিঞ্চিৎ আরবী এবং সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কারণ, ইহাতে আরবী এবং সংস্কৃত ভাষার পদ দৃষ্ট হয়। দেখ! "অস্মাল্লাং ইল্লে মিত্রাবরুণা দিব্যানি ধত্তে" ইত্যাদি দশ অঙ্কে লিখিত ; তন্মধ্যে "অস্মাল্লাং" ও "ইল্লে" আরবী এবং "মিত্রাবরুণা দিব্যানি ধত্তে" সংস্কৃত ; এইরূপ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। তাহাতে জানা যায় যে, উক্ত গ্রন্থ-রচয়িতার আরবী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাই জানা ছিল। অর্থ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, উহা কৃত্রিম, অসঙ্গত এবং বেদ ও ব্যাকরণ বিরুদ্ধ। এই উপনিষদের ন্যায় আরও বহু উপনিষৎ পক্ষপাতী ভিন্নমতাবলম্বীদিগের দ্বারা রচিত হইয়াছে, যথা—স্বরোপনিষদ্, নৃসিংহতাপনী, রামতাপনী, এবং গোপালতাপনী ইত্যাদি।

(প্রশ্ন)—আপনি যেরূপ বলিতেছেন, আজ পর্য্যন্ত কেহ সেরূপ বলে নাই। সুতরাং আপনার কথা কিরূপে মানিব ? (উত্তর)—তোমরা মান, বা না মান, তাহাতে আমার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। আমি যেরূপ এই অল্লোপনিষৎ যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছি, সেইরূপে যদি তুমিও অথর্ব্ববেদ, গোপথ ব্রাহ্মণ এবং অথর্ব্ববেদের শাখাসমূহ হইতে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থে অবিকল পূর্ব্বোক্ত লেখা দেখাইতে পার এবং অর্থসঙ্গতি দ্বারাও তাহা শুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিতে পার, তবেই তোমার অভিমত স্বীকৃত হইতে পারে।

(প্রশ্ন)—দেখুন! আমাদের মত কেমন ভাল! ইহাতে সকল প্রকার সুখ এবং পরিণামে মুক্তি আছে। (উত্তর)—প্রত্যেক মতবাদীই বলে যে,

তাহার মতই উত্তম, অন্য সকল মত খারাপ এবং তাহার মত ব্যতীত অপর কোন মতে মুক্তি হইতে পারে না। এখন, আমি কাহার কথা সত্য মনে করি? তোমার কিংবা তাহাদের? আমার বিশ্বাস এই যে, সত্যবাদিতা, অহিংসা এবং দয়া প্রভৃতি সৎগুণ সকল মতেই উত্তম; ইহা ছাড়া কলহ-বিবাদ, ঈর্ষ্যা-দ্বেষ এবং মিথ্যাবাদিতা প্রভৃতি সকল মতেই হেয়। যদি তুমি সত্যাকা হও, তবে বৈদিক মত গ্রহণ কর

অতঃপর "স্বমন্তব্যামন্তব্য প্রকাশ" সংক্ষেপে লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে যবনমতবিষয়ে চতুর্দ্দশঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥১৪॥

ওঁ

স্বমন্তব্যামন্তব্য প্রকাশঃ ॥

যে সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত অর্থাৎ সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনিক ধর্ম্ম সকলে সর্ব্বদা মান্য করিয়া আসিতেছে, এখনও মান্য করে এবং ভবিষ্যতেও মান্য করিবে; এবং যে ধর্ম্মের বিরোধী কেহই হইতে পারে না, তাহাকে সনাতন ও নিত্যধর্ম্ম বলে। অজ্ঞ লোকেরা অথবা ভিন্নমতবাদী কর্তৃক বিভ্রান্ত লোকেরা যে বিরুদ্ধ জ্ঞান এবং ধারণা পোষণ করে, তাহা সুধীগণের পক্ষে গ্রহণীয় নহে; কিন্তু আপ্ত অর্থাৎ সত্যবিশ্বাসী, সত্যবাদী, সত্যকর্ম্মা, পরহিতব্রত ও পক্ষপাতরহিত জ্ঞানিগণ যাহা বিশ্বাস করেন, তাহাই সকলের পক্ষে বিশ্বাসের উপযুক্ত; তাঁহারা যাহা বিশ্বাস করেন না, তাহা বিশ্বাস ও প্রমাণযোগ্য নহে। ঈশ্বর এবং যাবতীয় পদার্থ সম্বন্ধে বেদাদি সত্য শাস্ত্রসমূহে যাহা লিখিত আছে এবং ব্রহ্মা হইতে জৈমিনি পর্য্যন্ত মুনি-ঋষিগণ যাহা বিশ্বাস করিতেন, আমিও তাহাই বিশ্বাস করি এবং তাহাই সজ্জনদিগের নিকট প্রকাশ করিতেছি। আমি জানি যে, যাহা তিন কালে সকলের পক্ষে সমভাবে বিশ্বাসের উপযুক্ত, তাহাই আমার মত। কোন নবীন কল্পনা বা মত প্রচলিত করিব, এমন উদ্দেশ্যের লেশমাত্রও আমার নাই; কিন্তু স্বয়ং সত্য বিশ্বাস করা এবং অপরকেও সত্য বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি যদি পক্ষপাত করিতাম, তাহা হইলে আর্য্যাবর্ত্তের প্রচলিত মত সমূহের মধ্যে কোন একটির প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল হইতাম। কিন্তু, আমি আর্য্যাবর্ত্ত কিংবা অপর কোন দেশের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ আচার-ব্যবহার গ্রহণ এবং ধর্ম্ম সঙ্গত আচার-ব্যবহার বর্জ্জন, কিংবা বর্জ্জনের ইচ্ছাও করিনা; কারণ তাহা করা মানবতার বহির্ভূত। যিনি মননশীল হইয়া সকলের সুখ-দুঃখ ও লাভালাভ নিজের ন্যায় মনে করেন, এবং যিনি শক্তিশালী অন্যায়কারীকে ভয় করেন না, কিন্তু দুর্ব্বল ধর্ম্মাত্মা হইতেও ভীত হন, তাঁহাকেই মনুষ্য বলে। কেবল তাহাই নহে, কিন্তু ধর্ম্মাত্মারা যতই অসহায়, দুর্ব্বল ও গুণহীন হউন না কেন, তিনি তাঁহার শক্তি প্রয়োগ করিয়া

তাঁহাদের রক্ষা ও উন্নতিবিধানে যত্নবান্ থাকেন এবং তাঁহাদের প্রিয় আচরণ করেন। অধার্ম্মিক ব্যক্তিরা সাম্রাজ্যাধিকারী, সহায়সম্পন্ন, প্রবলপরাক্রমযুক্ত এবং গুণবান্ হইলেও তিনি সর্ব্বদা তাহাদের অধঃপতন ও বিনাশ সাধনে সচেষ্ট থাকেন এবং তাহাদের অপ্রিয় আচরণ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, যতদূর সম্ভব, অন্যায়-কারীদিগকে সর্ব্বতোভাবে হীনবল এবং ন্যায়কারীদিগকে শক্তিশালী করিবার জন্য দারুণ দুঃখভোগ, এমন কি প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইলেও এই মানবতারূপ ধর্ম্মসাধনে পশ্চাৎপদ না হওয়াই মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

এ বিষয়ে শ্রীমন্মহারাজ ভর্ত্তৃহরি এবং অন্যান্য জ্ঞানীদিগের রচিত কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

* নিন্দন্তু নীতিনিপুণা, যদি বা স্তুবন্তু,
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্ ॥
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥১॥ ভর্ত্তৃহরিঃ।
ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্,
ধর্ম্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ।
ধর্ম্মো নিত্যঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে,
জীবো নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ ॥ ২ ॥ মহাভারতে।
এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥ ৩ ॥ মনুঃ।
সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥৪॥
নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো নানৃতাৎ পাতকং পরম্।
নহি সত্যাৎ পরং জ্ঞানং তস্মাৎ সত্যং সমাচরেৎ ॥ ৫ ॥ উপনিষদ্ ॥

* ১। সাংসারিক নীতিনিপুণ লোকেরা নিন্দা বা স্তুতি করুক, ধন-সম্পদ আসুক বা যাউক, অদ্যই কিংবা যুগান্তরে মৃত্যু হউক, জ্ঞানিগণ কখনও ন্যায় পথ হইতে বিচলিত হন না।

২। কামনা, ভয় অথবা লোভবশতঃ, এমন কি প্রাণরক্ষার জন্যও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ধর্ম্ম নিত্য, কিন্তু সুখ-দুঃখ অনিত্য; জীব নিত্য কিন্তু তাহার পাপপুণ্যরূপ হেতু অনিত্য।

এ সকল মনস্বীরচিত শ্লোকের মর্ম্মানুসারে সকলেরই দৃঢ়নিশ্চয় থাকা কর্ত্তব্য। যে যে বিষয়ে আমার যেরূপ বিশ্বাস, এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে। এই গ্রন্থের পৃথক পৃথক প্রকরণে এসকল বিষয়ের বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

১। প্রথমতঃ, "ঈশ্বর"—যাঁহার ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা প্রভৃতি নাম, যিনি সচ্চিদানন্দাদি লক্ষণযুক্ত, যাঁহার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব পবিত্র, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, নিরাকার, সর্ব্বব্যাপক, জন্মরহিত, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান্, দয়ালু, ন্যায়কারী, সকল সৃষ্টির কর্ত্তা, ধর্ত্তা, হর্ত্তা এবং সত্য ও ন্যায়ানুসারে জীবদিগের কর্ম্মফলদাতা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত, তাঁহাকেই পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করি।

২। চারি "বেদ"কে—(বিদ্যা ধর্ম্মযুক্ত, ঈশ্বরপ্রণীত, সংহিতা মন্ত্র-ভাগকে) অভ্রান্ত ও স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করি। বেদ স্বতঃপ্রমাণ. বেদের প্রমাণ অন্য কোন গ্রন্থসাপেক্ষ নহে। যেমন সূর্য্য ও প্রদীপ স্বভাবতঃ স্ব স্ব স্বরূপ প্রকাশ করে এবং ভূমণ্ডল প্রভৃতিরও প্রকাশক, চারি বেদও সেইরূপ। চারি বেদের ব্রাহ্মণ, ছয় অঙ্গ, ছয় উপাঙ্গ, চারি উপবেদ এবং ১১২৭ (এগার শত সাতাইশ) শাখা আছে। এ-সকল গ্রন্থ ব্রহ্মাদি মহর্ষিরচিত বেদব্যাখ্যা স্বরূপ পরতঃ প্রমাণ। এগুলি বেদানুকূল হইলেই প্রমাণ; তন্মধ্যে বেদবিরুদ্ধ বচনগুলিকে অপ্রমাণ মনে করি।

৩। ধর্ম্মাধর্ম্ম—বেদের অবিরুদ্ধ পক্ষপাতরহিত, ন্যায়াচরণ, সত্যভাষণ এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ইত্যাদি "ধর্ম্ম"। বেদবিরুদ্ধ পক্ষপাতযুক্ত অন্যায়াচরণ, মিথ্যাভাষণ এবং ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন ইত্যাদি "অধর্ম্ম"।

৪। জীব—যাহা ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞানাদি গুণযুক্ত; অল্পজ্ঞ এবং নিত্য তাহাকে "জীব" মানি।

৫। ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ—ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপ বৈধর্ম্ম্য বশতঃ ভিন্ন; কিন্তু, ব্যাপ্য ব্যাপকত্ব ও সাধর্ম্ম্য বশতঃ অভিন্ন। অর্থাৎ যেমন মূর্ত্ত দ্রব্য আকাশ হইতে কখনও পৃথক ছিল না, পৃথক নহে এবং

৩। ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃৎ; ধর্ম্মই মৃত্যুর পর অনুগমন করে। অন্য সমস্তই শরীরনাশের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

৪। সত্যেরই জয়, মিথ্যার জয় কদাপি নহে। সত্যের দ্বারা বিদ্বান্‌দিগের পথ বিস্তৃত হয়। সত্যবলে ঋষিগণ পূর্ণকাম হইয়া পরমাশ্রয়রূপে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।

৫। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও জ্ঞান নাই, মিথ্যা অপেক্ষা জঘন্য পাপ নাই। অতএব সর্ব্বদা সত্যাচরণ করিবে।

পৃথক থাকিবেনা, সেইরূপ পরমেশ্বরের সহিত জীবের ব্যাপ্য ব্যাপক, উপাস্য উপাসক এবং পিতা পুত্র ইত্যাদি সম্বন্ধ স্বীকার করি।

৬। ঈশ্বর, জীব এবং প্রকৃতি—প্রথম ঈশ্বর, দ্বিতীয় জীব এবং তৃতীয় প্রকৃতি অর্থাৎ জগতের কারণ—এই তিন পদার্থ "অনাদি", ইহাকে নিত্যও বলে। নিত্য পদার্থের গুণকর্ম্মস্বভাবও নিত্য।

৭। "প্রবাহরূপে অনাদি"—সংযোগজ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম বিয়োগের পর থাকে না; কিন্তু যে সামর্থ্য প্রথম সংযোগের কারণ, তাহা ঐ সকলের মধ্যে অনাদি। তদ্দ্বারা পুনরায় সংযোগ ও বিয়োগ ঘটিয়া থাকে। এই তিনটিকে প্রবাহরূপে অনাদি বলিয়া মানি।

৮। "সৃষ্টি"—পৃথক পৃথক দ্রব্যসমূহের জ্ঞান ও যুক্তি পূর্ব্বক মিলিত হইয়া নানারূপে গঠিত হওয়াকে সৃষ্টি বলে।

৯। "সৃষ্টির প্রয়োজন"—সৃষ্টিদ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টিনিমিত্ত গুণকর্ম্মস্বভাবের সফলতা হয়; যেমন যদি কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে, "নেত্রের প্রয়োজন কি"? সে উত্তরে বলে "দর্শন"। সেইরূপ সৃষ্টিদ্বারাই পরমেশ্বরের সৃষ্টিশক্তির সফলতা এবং জীবের সমুচিত কর্ম্মফলভোগ ইত্যাদি সম্ভব।

১০। "সৃষ্টি সকর্তৃকা"—সৃষ্টিরচনা দেখিলেই সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেহেতু পদার্থসমূহের মধ্যে এমন সামর্থ্য নাই যে, নিজে নিজে যথাযোগ্য মিলিত হইয়া বীজাদিস্বরূপে নির্ম্মিত হইতে পারে, অতএব সৃষ্টিকর্ত্তা অবশ্য আছেন।

১১। "বন্ধ" সনিমিত্তক—অবিদ্যাই বন্ধনের হেতু। ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে অন্যের উপাসনারূপ পাপকর্ম্ম এবং অজ্ঞান প্রভৃতির ফল দুঃখ, এই দুঃখের নাম বন্ধন; কারণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইহা ভোগ করিতে হয়।

১২। "মুক্তি"—সর্ব্ববিধ দুঃখ ও বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর এবং তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করাকে মুক্তি বলে। নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত মুক্তির আনন্দ ভোগ করিবার পর পুনরায় জীবকে সংসারে আগমন করিতে হয়।

১৩। "মুক্তির সাধন"—ঈশ্বরোপসনা অর্থাৎ যোগাভ্যাস, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা বিদ্যোপার্জ্জন, আপ্ত বিদ্বান্‌দিগের সংসর্গ, সত্যবিদ্যা, সুবিচার এবং পুরষকার ইত্যাদি মুক্তির সাধন।

১৪। "অর্থ"—যাহা ধর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অর্থ, যাহা অধর্ম্ম দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহা অনর্থ।

১৫। "কাম"—যাহা ধর্ম্ম ও অর্থ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে কাম বলে।

১৬। "বর্ণাশ্রম"—গুণ ও কর্ম্মের যোগ্যতানুচারে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা স্বীকার করি।

১৭। "রাজা"—যিনি শুভ গুণকর্ম্মস্বভাবদ্বারা প্রকাশমান; যিনি পক্ষপাতরহিত হইয়া ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে প্রজাদিগের সহিত পিতৃবৎ আচরণ করেন এবং তাহাদিগকে পুত্রতুল্য জানিয়া তাহাদের উন্নতি ও সুখবৃদ্ধিকল্পে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকেন, তাঁহাকে রাজা বলে।

১৮। "প্রজা"—যাঁহার গুণকর্ম্ম স্বভাব পবিত্র, যিনি পক্ষপাতরহিত হইয়া ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ সহকারে রাজা ও সর্ব্বসাধারণের উন্নতি কামনা করেন এবং যিনি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করিয়া তাঁহার সহিত পুত্রবৎ আচরণ করেন, তাঁহাকে প্রজা বলে।

১৯। "ন্যায়কারী"—যিনি সর্ব্বদা বিচার পূর্ব্বক অসত্যবর্জ্জন ও সত্যগ্রহণ করেন, যিনি অন্যায়কারীদিগকে বিতাড়িত করিয়া ন্যায়কারীদিগের উন্নতি বিধান এবং নিজের ন্যায় সকলের সুখ কামনা করেন, তিনিই ন্যায়কারী। আমি তাঁহার আচরণ সঙ্গত মনে করি।

২০। "দেব"—বিদ্বানদিগকে "দেব", মূর্খদিগকে "অসুর", পাপীদিগকে "রাক্ষস" এবং অনাচারীদিগকে "পিশাচ" মনে করি।

২১। দেবপূজা—পূর্ব্বোক্ত বিদ্বান্, মাতা, পিতা, আচার্য্য, অতিথি, ন্যায়বান্ রাজা, ধর্ম্মাত্মা, পতিব্রতা স্ত্রী এবং স্ত্রীব্রত পতি—ইঁহাদের সম্মানকে দেবপূজা এবং তাহার বিপরীত আচরণকে অদেব পূজা বলি। ইঁহারাই পূজার্হ। পাষাণ-নির্ম্মিত জড়মূর্ত্তিকে সর্ব্বথা অপূজ্য মনে করি।

২২। "শিক্ষা"—যদ্দ্বারা বিদ্যা, সভ্যতা, ধর্ম্মপরায়ণতা এবং জিতেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি বর্দ্ধিত ও অজ্ঞতা প্রভৃতি দূরীভূত হয়, তাহাকে শিক্ষা বলে।

২৩। "পুরাণ"—ভাগবতাদি গ্রন্থ পুরাণ নহে; কিন্তু ব্রহ্মাদি রচিত "ঐতরেয়" প্রভৃতি ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহেরই নাম পুরাণ, ইতিহাস, কল্প, গাথা এবং নারাশংসী বলিয়া মনে করি।

২৪। "তীর্থ"—সত্যভাষণ, বিদ্যাচর্চ্চা, সৎসঙ্গ, যমাদি যোগাভ্যাস, পুরুষকার এবং বিদ্যাদান প্রভৃতি যে সকল শুভকর্ম্মদ্বারা দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সে সকলকে তীর্থ বলি, অন্য জলস্থলপ্রভৃতি তীর্থ নহে।

২৫। "প্রারব্ধ ও পুরুষকার"—যেহেতু পুরুষকার হইতে সঞ্চিত প্রারব্ধ উৎপন্ন হয় এবং পুরুষকার সুপরিচালিত হইলে সমস্তই শুদ্ধ ও বিকৃত হইলে সমস্তই বিকৃত হয়, অতএব প্রারব্ধ অপেক্ষা পুরুষকার শ্রেষ্ঠ।

২৬। "মনুষ্যের কর্ত্তব্য"—সুখ-দুঃখ এবং লাভালাভ বিষয়ে সকলের সহিত আত্মবৎ ব্যবহার করা শ্রেয়ঃ; বিপরীত আচরণ নিন্দনীয়।

২৭। "সংস্কার"—যদ্দ্বারা শরীর, মন এবং আত্মার উন্নতি সাধিত হয়, তাহার নাম সংস্কার। গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত ষোড়শবিধ সংস্কারকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। দাহান্তে মৃতের জন্য করণীয় কিছুই নাই।

২৮। "যজ্ঞ"—বিদ্বান্‌দিগের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন, শিল্পকার্য্যে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার উপযোগ, বিদ্যাদান, শুভগুণবৃদ্ধি এবং অগ্নিহোত্রানুষ্ঠানকে যজ্ঞ বলে। অগ্নিহোত্র দ্বারা বায়ু, বৃষ্টি, জল এবং ওষধি পবিত্র হয়; তাহাতে জীবগণ সুখানুভব করে। ইহাকে উত্তম মনে করি।

২৯। শ্রেষ্ঠ মনুষ্যদিগকে "আর্য্য" এবং দুষ্টপ্রকৃতি মনুষ্যদিগকে "দস্যু" বলে। আমারও এই মত স্বীকার্য্য।

৩০। "আর্য্যাবর্ত্ত"—এ দেশের নাম "আর্য্যাবর্ত্ত", কারণ আদি সৃষ্টি হইতে আর্য্যগণ এ দেশে বাস করিতেছেন। আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পশ্চিমে অটক নদী এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদী। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ডের নাম "আর্য্যাবর্ত্ত"। যাঁহারা এদেশে চিরকাল বাস করিতেছেন, তাঁহাদের নাম আর্য্য।

৩১। "আচার্য্য"—যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদের অধ্যাপক, যিনি সত্যাচার গ্রহণ এবং মিথ্যাচার বর্জ্জন করান, তাঁহাকে আচার্য্য বলে।

৩২। "শিষ্য"—যিনি সত্যবিদ্যা ও সত্যশিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত; যিনি ধর্ম্মাত্মা ও বিদ্যাকাঙ্ক্ষী এবং যিনি আচার্য্যের প্রিয় আচরণ করেন, তাঁহাকে শিষ্য বলে।

৩৩। "গুরু"—মাতা এবং পিতা গুরু; তদ্ব্যতীত যাঁহার উপদেশে সত্যগ্রহণ এবং অসত্য বর্জ্জন করা হয়, তাঁহাকেও গুরু বলে।

৩৪। "পুরোহিত"—যিনি যজমানের হিতকারী এবং সত্যোপদেষ্টা, তাঁহার নাম পুরোহিত।

৩৫। "উপাধ্যায়"—যিনি বেদের অংশ বিশেষ কিংবা বেদাঙ্গসমূহের অধ্যাপক, তাঁহার নাম উপাধ্যায়।

৩৬। "শিষ্টাচার"—ধর্ম্মাচরণ ও ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা বিদ্যালাভ করিয়া প্রত্যক্ষাদি

প্রমাণের সাহায্যে সত্যাসত্য নির্ণয় করাকে শিষ্টাচার বলে। যিনি তাহা করেন তিনি শিষ্ট।

৩৭। "প্রমাণ"—প্রত্যক্ষাদি অষ্টবিধ প্রমাণ স্বীকার করি।

৩৮। "আপ্ত"—যিনি যথার্থ বক্তা ও ধর্ম্মাত্মা এবং যিনি সকলের সুখের জন্য সচেষ্ট থাকেন, তাঁহাকেই আপ্ত বলি।

৩৯। "পরীক্ষা"—পরীক্ষা পাঁচ প্রকার। প্রথমতঃ ঈশ্বর ও তাঁহার গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব এবং বেদবিদ্যা; দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষাদি অষ্টবিধ প্রমাণ; তৃতীয়তঃ, সৃষ্টিক্রম; চতুর্থতঃ, আপ্তদিগের ব্যবহার; পঞ্চমতঃ নিজ আত্মার পবিত্রতা এবং বিদ্যা। এই পঞ্চবিধ পরীক্ষা দ্বারা সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া সত্যগ্রহণ ও অসত্যবর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

৪০। "পরোপকার"—যদ্দ্বারা সকলের দুরাচার ও দুঃখ দূরীভূত এবং শিষ্টাচার ও সুখ বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে পরোপকার বলে।

৪১। "স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র"—জীব নিজ কর্ম্মে স্বতন্ত্র, কিন্তু কর্ম্মের ফলভোগ বিষয়ে ঐশ্বরিক বিধানে পরতন্ত্র। পরমেশ্বরও সেইরূপ তাঁহার সত্য ও মঙ্গল কর্ম্মে স্বতন্ত্র।

৪২। "স্বর্গ"—অত্যন্ত সুখভোগ এবং তাহার সাধনপ্রাপ্তির নাম "স্বর্গ"।

৪৩। "নরক"—অত্যন্ত দুঃখভোগ ও দুঃখের সাধনপ্রাপ্তির নাম নরক।

৪৪। "জন্ম"—শরীর ধারণ পূর্ব্বক প্রকট হওয়ার নাম জন্ম। অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভেদে জন্ম ত্রিবিধ।

৪৫। "জন্ম ও মৃত্যু"—শরীরের সহিত জীবাত্মার সংযোগ হওয়াকে জন্ম এবং বিয়োগ হওয়াকে মৃত্যু বলে।

৪৬। "বিবাহ"—স্বেচ্ছায় প্রকাশ্যভাবে যথাবিধি পাণিগ্রহণের নাম বিবাহ।

৪৭। "নিয়োগ"—বিবাহের পর পতির মৃত্যু ঘটিলে কিংবা অন্য কোন কারণে পতিবিয়োগ ঘটিলে, কিংবা পতির স্থায়ী নপুংসকত্ব প্রভৃতি রোগে, স্ত্রীর স্ববর্ণ অথবা তদপেক্ষা উচ্চ বর্ণ পুরুষ দ্বারা এবং আপৎকালে পুরুষের তাদৃশ স্ত্রীতে সন্তানোৎপত্তি করাকে নিয়োগ বলে।

৪৮। "স্তুতি"—গুণজ্ঞান, গুণকীর্ত্তন এবং গুণশ্রবণের নাম স্তুতি। স্তুতির ফল প্রীতি ইত্যাদি।

৪৯। "প্রার্থনা"—যে জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি নিজশক্তির অতীত, কিন্তু ঈশ্বরের

সহিত যোগবশতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঈশ্বরের নিকট তাহা যাচ্ঞা করাকে প্রার্থনা বলে। প্রার্থনার ফল নিরহঙ্কার ইত্যাদি।

৫০। "উপাসনা"—ঈশ্বরের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাবের ন্যায় নিজের গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব পবিত্র করা এবং ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপক, আমি তাঁহার নিকটে আছি এবং তিনি আমার নিকটে আছেন, এইরূপ জ্ঞানসহকারে যোগাভ্যাস দ্বারা ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করার নাম উপাসনা। উপাসনার ফল জ্ঞানোন্নতি ইত্যাদি।

৫১। সগুণ ও নির্গুণ "স্তুতি প্রার্থনা উপাসনা"—পরমেশ্বরে যে সকল গুণ বিদ্যমান তাঁহাকে সে সকল গুণবিশিষ্ট এবং যে সকল গুণের অভাব, সে সকল গুণরহিত জানিয়া প্রশংসা করাকে যথাক্রমে সগুণ ও নির্গুণ স্তুতি বলে। শুভগুণগ্রহণ এবং দোষবর্জ্জনার্থ পরমাত্মার সহায়তা প্রার্থনা করাকে যথাক্রমে সগুণ ও নির্গুণ প্রার্থনা বলে। পরমেশ্বর সর্ব্বগুণময় এবং সর্ব্বদোষরহিত জানিয়া নিজ আত্মাকে তাঁহাতে এবং তাঁহার আজ্ঞায় সমর্পণ করাকে সগুণ এবং নির্গুণ উপাসনা বলে।

আমার সিদ্ধান্ত সমূহ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। এ সকলের বিশেষ ব্যাখ্যা এই "সত্যার্থ-প্রকাশে" বিভিন্ন প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। "ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকা" গ্রন্থেও এ সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল বিষয় সকলের পক্ষে বিশ্বাসের উপযুক্ত, আমিও সে সকল বিশ্বাস করি; যেমন সকল মতেই সত্যবাদিতা শ্রেষ্ঠ, অসত্যবাদিতা হেয়; এইরূপ সিদ্ধান্ত আমিও মানি। মত-মতান্তরের বিরোধ আমার নিকট প্রীতিকর নহে। কারণ, সাম্প্রদায়িক মতবাদ প্রচারের ফলে মনুষ্যেরা অন্ধবিশ্বাসে জড়িত হইয়া পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমি অসত্য খণ্ডন এবং সত্যপ্রচার দ্বারা সকলকে একই মতে আনিবার জন্য যত্নবান রহিয়াছি। আমার অভিপ্রায় এই যে, সকলে বিদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের প্রতি পরমপ্রীতিপরায়ণ হউক এবং সকলেই পরস্পরের সাহায্যে সুখী হউক। সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মারও সহায়তা এবং আপ্তদিগের সহানুভূতি প্রভাবে আমার এই সিদ্ধান্ত সত্বর পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রসারিত হউক। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা সকলে সহজে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সিদ্ধ করিয়া উন্নতি ও আনন্দ লাভ করিতে থাকুন। ইহাই আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য।

অলমতিবিস্তরেণ বুদ্ধিমদ্বর্য্যেষু॥

ওম্ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্য্যমা॥ শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতমবাদিষম্। সত্যমবাদিষম্। তন্মামাবীৎ। তদ্বক্তারমাবীৎ। আবীন্মাম্। অবীদ্বক্তারম্। ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

সমাপ্তোঽয়মুত্তরার্দ্ধঃ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যাণাং পরমবিদুষাং শ্রীবিরজানন্দসরস্বতী স্বামিনাং শিষ্যেণ শ্রীমদ্দয়ানন্দসরস্বতীস্বামিনা বিরচিতঃ স্বমন্তব্যামন্তব্যসিদ্ধান্তসমন্বিতঃ সুপ্রমাণযুক্তঃ সুভাষাবিভূষিতঃ সত্যার্থপ্রকাশোঽয়ং গ্রন্থঃ সম্পূর্ত্তিমগমৎ॥

সম্পূর্ণঃ

বর্ণানুক্রমিক প্রমাণসূচী

ন

প

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৩৯	১৩	ভূভু	ভূর্ভুবঃ
৪৮	৪	মনসে	মনসো
৪৯	১৪	চার্য্যে	চার্য্যো
৭১	২৬	ষপৃক্তা	সম্পৃক্তা
৮২	১৪	রজঃস্বলা	রজস্বলা
১০৪	২৩	গৃহো	গৃহে
১১১	২৫	ভাগা	ভাগী
১১১	২৬	স্নায়ূ	স্নায়ু
১১৯	১৯	না করাই	করাই
১৩৪	২১	কুস	কুস্থস্ত
১৪০	২৭	সাম্প্রায়িক	সাম্প্রদায়িক
১৪১	৯	পরপেকারী	পরোপকারী
১৪৬	৮	জৈষ্ঠ্যায়	জ্যৈষ্ঠ্যায়
১৮৪	১০	খণি	খনি
২২৪	৯	উপনিষদেব	উপনিষদের
২২৪	১৪	নেহ্	নেহ
৩৬০	২০	শ্রীগুরবেঃ	শ্রীগুরবে নমঃ
৪৫২	৪	অজ্ঞন	অজ্ঞান